সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পঞ্চবিংশ ভাগ—প্রথম সংখ্যা

—0—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	বাঙ্গালা শব্দকোষ-সম্বন্ধে আলোচনা	মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্	১
২।	অকার-তত্ত্ব	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	১৩
	কার্য্যবিবরণী ...	...	১১৩—১৫৪

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৫

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা।
মফস্বলে ৩।৵৹ তিন টাকা ছয় আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়

১। বৌদ্ধ-গান ও দোহা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ইহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নুপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন,—বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩৲, শাখাসভার সদস্যপক্ষে—২॥০, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲।

২। চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত

নীলরতন বাবু বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। নীলরতন বাবুর চেষ্টায় এই সংস্করণে আট শতাধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—২॥০, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

৩। সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগ-সাগর-সঙ্কলিত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের এই বিপুল গ্রন্থের পরিচয় সামান্য বিজ্ঞাপনে দেওয়া অসম্ভব। রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত যাবতীয় সঙ্গীতই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সুবৃহৎ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—১ম খণ্ড ১৫৲, ২য় খণ্ড—১০৲, ৩য় খণ্ড—৫৲। একত্রে ৩ খণ্ড—২৫৲। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বিদ্যাপতির পদাবলী

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এই গ্রন্থ স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ৮৩০টি পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২; মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৩৲ তিন টাকা।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

২৩. ৪. ১৪

বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা *

শ্রদ্ধাস্পদ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সঙ্কলিত বাঙ্গালা শব্দ-কোষকে আমরা নির্দ্দোষ দেখিতে চাই। তাই তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি, বিদ্যানিধি মহাশয় লেখকের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

প্রধানতঃ নিম্নলিখিত চারি বিষয়ে আমাদের সমালোচনা সীমাবদ্ধ থাকিবে,—(১) কোষের শব্দ, (২) বর্ণবিন্যাস-রীতি, (৩) নূতন অক্ষর, (৪) ব্যুৎপত্তি ও অর্থ।

কোষের শব্দ

যোগেশ বাবু বলেন,—"বস্তুতঃ বিভক্তিহীন যাবতীয় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে।" কথাটি কি ঠিক? যদি ঠিক হয়, তবে নিম্নলিখিত শ্লোকের ন্যায় রচনা কখনই দুষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে না,—

ঈশ-ক্ষেত্রে উষর্বুধে মারা গেল মার,
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার।

এই শ্লোকে ক্ষেত্র (ক্রোধ অর্থে), উষর্বুধ, মার, নাক (স্বর্গ অর্থে), নির্জ্জর—এই কয়টি শব্দ সংস্কৃত শব্দ হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে না। এতদ্ভিন্ন বহু সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় অচল। সংস্কৃত শব্দগুলি তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—(১) বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত, (২) কেবল লিখিত বাঙ্গালায় প্রচলিত, (৩) লিখিত ও কথিত বাঙ্গালায় প্রচলিত। প্রথম প্রকারের শব্দের উদাহরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাদিগকে অপ্রচলিত শব্দ বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকারের শব্দের উদাহরণ,—হস্ত, অগ্নি, নীর, অক্ষি ইত্যাদি। এগুলিকে সাধু ভাষার শব্দ বা 'ভাল কথা' বলা যাইতে পারে। পাঠশালায় ছাত্রকে গুরু মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন,—"বল দেখি, হাতকে সাধু ভাষায় কি বলে?" কিংবা "বল দেখি, হাতের ভাল কথা কি?" বুদ্ধিমান্ ছাত্র উত্তর করে,—'হস্ত', 'কর', 'পাণি'। তৃতীয় প্রকারের শব্দ—জল, কথা, তারা, বুদ্ধি ইত্যাদি। ইহাদিগকে 'চলিত কথা' বলা যায়। 'অপ্রচলিত শব্দ' হইতে 'ভাল কথা' ও 'চলিত কথা'গুলিকে পৃথক্ করিয়া সে গুলিকে,

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বার্ষিক, ৯ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বাঙ্গালা শব্দ-কোষের পুষ্টি এবং নব্য ও বৈদেশিক লেখকগণের পরিচালনের জন্য এই কোষবদ্ধ করা আবশ্যক ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যোগেশবাবু তাহা করেন নাই। কেবল যে সকল সংস্কৃত শব্দের অর্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহাই তাঁহার কোষে স্থান পাইয়াছে।

উপরে যাহা বলিলাম, তাহা বাঙ্গালা ভাষার 'তৎসম' শব্দ সম্বন্ধে। তদিতর শব্দ-সমূহের মধ্যেও আলোচ্য কোষে বহু শব্দ বাদ পড়িয়া গিয়াছে। বারান্তরে আমরা তাহা প্রদর্শন করিব। অথচ প্রাদেশিকতা-দোষ-দুষ্ট বলিয়া যে সমস্ত শব্দ বাঙ্গালা শব্দ-কোষে সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত ছিল না, তাহাও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার যখন বাঙ্গালা শব্দ-কোষ লিখিতেছেন, তখন আমরা তাহাতে কেবল Standard বাঙ্গালা ভাষার শব্দ দেখিতে চাই। যদি গ্রন্থকার রাঢ়-বিভাষার বা অন্য কোন বিভাষার অভিধান লিখিতেন, তবে এ কথা বলা চলিত না। উদাহরণ-স্বরূপে কয়েকটি প্রাদেশিক শব্দ আলোচ্য কোষের যত্র-তত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। উদা মাদা, উলা বুকে, কচটা ধাতু, জাওনা, ঝিলাপী, তকরা, দকাল ধাতু, দাদরা (ণ), দড়মা, ফাবড়া, পোস, বাগাল, বাখুরা, বাঙ্গী, বিড় ধাতু, ভাচা, ভাবড়া ধাতু, মানা (নদী পাশের উর্ব্বরা নিম্ন ভূমি অর্থে), রুঁধ ধাতু, সকাঁড়ী, সওর ধাতু, সন্তরি ইত্যাদি। যদি কেবল ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনার্থে এইগুলি কোষে সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে ইহাদের সহিত প্রাদেশিক বা বিভাষা-সূচক সতর্ক-চিহ্ন বা শব্দ প্রয়োগ করা আবশ্যক ছিল। আলোচ্য কোষে রাঢ়-বিভাষা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করা হইয়াছে, অন্য বিভাষার মাত্র দুই চারিটি শব্দ স্থান লাভ করিয়াছে। যদি কেবল ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনই উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা বলিব, অন্যান্য বিভাষার প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে।

বর্ণ-বিন্যাস-রীতি

যোগেশ বাবু আরবী, পারসী প্রভৃতি বৈদেশিক ভাষার অক্ষরান্তরকরণে শ(sh)কার উচ্চারণ স্থানে ষ লেখা উচিত মনে করেন। যোগেশ বাবুর মতে শ-এর sh-রূপে উচ্চারণ—যেমন বাঙ্গালায় সাধারণরূপে প্রচলিত আছে—বিকৃত উচ্চারণ মাত্র। শ-কারের উচ্চারণ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—"বাংলাতে উচ্চারণ বিকৃত হইয়াছে। বানানে শ কিংবা স থাকিলেও উচ্চারণে প্রায়ই ষ। যথা, শত—ষত, সকল—ষকল্।" ইহার সপক্ষে যোগেশ বাবু কি প্রমাণ দিবেন, জানি না। আমরা কিন্তু জানি, স্ত, স্থ, স্র, স্ন, শ্র প্রভৃতি সংযুক্ত বর্ণ ভিন্ন মাগধী প্রাকৃতের ন্যায় বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র শ ষ স—শ-রূপে উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালার শ-কার উচ্চারণ প্রকৃতই তালব্য, তাহা শ-এর বিকৃত উচ্চারণ বা মূর্দ্ধন্য উচ্চারণ নহে।

নূতন অক্ষর

যোগেশ বাবু বাঙ্গালা কয়েকটি নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গীয় বর্ণমালায় বৈজ্ঞানিকতা বৃদ্ধি করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আর কয়েকটির বিশেষ প্রয়োজন আছে। বাঙ্গালার অকারের দুই উচ্চারণ আছে; এক প্রকৃত উচ্চারণ—যেমন অচল, অমল প্রভৃতি শব্দের

প্রথমে। আর এক হ্রস্ব ওকাররূপে উচ্চারণ—যেমন্ অতিশয়, অমুক প্রভৃতি শব্দের প্রথমে। এই হ্রস্ব ও-কার উচ্চারণ প্রদর্শনের জন্য একটি অক্ষরের আবশ্যক। এইরূপ একারের এক, এমন, প্রভৃতি শব্দে উচ্চারণ জ্ঞাপনার্থ স্বতন্ত্র অক্ষরের প্রয়োজন। আমি এই বিকৃত 'এ'র জন্য ৫ এবং বিকৃত 'অ'র জন্য ওব এবং এই ওব যখন কোন ব্যঞ্জনযুক্ত থাকিবে, তখন তাহার উপর ৩ এইরূপ চিহ্ন দিবার প্রস্তাব করি। আমার এই প্রস্তাব সাধারণের বিচার-সাপেক্ষ।

ব্যুৎপত্তি ও অর্থ

'তদ্ভব' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন স্থলে গ্রন্থকার সংস্কৃত শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কচিৎ সংস্কৃত-প্রাকৃত শব্দও উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার নিবেদন এই যে, যখন প্রাকৃত, বাঙ্গালা ভাষার জননী, তখন প্রত্যেক স্থানে (অবশ্য জানা থাকিলে) সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতকেও উল্লেখ করা উচিত। ইহাতে ব্যুৎপত্তির শুদ্ধতা অশুদ্ধতা অনায়াসে ধরা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বেল' (ফুল অর্থে) শব্দের ব্যুৎপত্তি লওয়া যাইতে পারে। গ্রন্থকার সংস্কৃত বল্লী বা মল্লিকা হইতে ব্যুৎপন্ন মনে করেন। কিন্তু তাহা বস্তুতঃ সং বিচকিল, সং প্রাং বিঅইল, বেইল শব্দ হইতে জাত। প্রাকৃত শব্দ দ্বারা জানা যায়, বেল কখন বল্লী বা মল্লিকা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। গ্রন্থকার কতকগুলি শব্দের মূল শব্দ উর্দ্দু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু উর্দ্দু একটি মিশ্রিত ভাষা, মূল হিন্দীর সহিত আরবী, পারসী ও তুর্কী শব্দ মিশ্রিত হইয়া গঠিত হইয়াছে। মূল শব্দ উর্দ্দু না বলিয়া, তাহা হিন্দী, কি তুর্কী, কি অন্য কিছু, তাহা বলা উচিত।

এক্ষণে গ্রন্থকারের প্রদর্শিত যে সমস্ত ব্যুৎপত্তির সহিত আমি একমত হইতে পারি নাই, তাহা দেখাইতে অগ্রসর হইলাম। প্রথমে গ্রন্থকারের ব্যুৎপত্তি উদ্ধৃত করিয়া তৎপরে 'ইতি' দিয়া আমার প্রস্তাবিত ব্যুৎপত্তি লিপিবদ্ধ করিব। বিচক্ষণ পাঠক উভয় পক্ষ বিচার করিয়া রায় দিবেন, এই আকিঞ্চন।

আউল—সং আকুল, বাতুল। বাউল আকুল, প্রঃ—বাউলকে কহিও লোক হইল আউল (চৈঃ চঃ)। ইতি গ্রন্থকার। কিন্তু গ্রন্থকারের উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে বাউল এবং আউল এক অর্থ বোধ হয় না। আউল, বাউল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থ সূচনা করিতেছে। আরবী আউলিয়া—পীর, সাধু—এই শব্দ হইতে আউল শব্দ নিষ্পন্ন বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে আউলিয়া শব্দ প্রচলিত আছে।[১] তুলনীয়—আং ফকীর, পাং দরবেশ।

আনাড়ী(ণ) সং অনেড়—মূর্খ কিংবা অনার্য্য হইতে ইতি। কিন্তু উভয় শব্দ হইতে বাং আনাড়ী হইতে পারে না। অনার্য্য হইতে আনারী হইতে পারিত। আনারী হইতে আনাড়ী বলা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে র স্থানে ড় হইবার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। আমার

১। প্রাকৃতে 'আউল' শব্দ বহুল প্রচলিত, অর্থ—আকুল। আরবী 'আউলিয়া' হইতে আউল শব্দের উৎপত্তি নির্ণয়ের কারণাভাব।—প৹ স৹।

বিবেচনায় আনাড়ী সং অজ্ঞানী, সং প্রাং অন্নাণী শব্দ হইতে। ণ স্থানে ড় এবং ন্ন-কারের একত্বে পূর্ব্ব অকারের দীর্ঘ (যেমন হস্ত হইতে হাত)। হেমচন্দ্র অজ্ঞানার্থে প্রাকৃত 'অন্নাণ' শব্দ কুমারপালচরিতের ৩।৩৭ শ্লোকে প্রয়োগ করিয়াছেন।

আল্লা (ফাং। সং অল্লা—পরমদেবতা)। ইতি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ আরবী শব্দ। সং অল্লা মাতা অর্থে প্রযুক্ত হয় বটে, কিন্তু আরবী আল্লাহ্ শব্দ সংস্কৃত হইতে নিষ্পন্ন করিবার চেষ্টা অবৈজ্ঞানিক।

ইহুদী—(হিব্রু ভাষায় ইহুদী, ইং হিব্রু, জু Hebrew, Jew; হিব্রু হইতে ইহু; জু হইতে দী) ইতি। এই ব্যুৎপত্তি সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। হিব্রু ভাষায়—ইব্রী। ইহুদী শব্দ আরবী يهودى = য়-হূ-দী।

উপড় (সং অবর—অরুশ্রেষ্ঠ ; বাং উপর ?) ইতি। আমার বিবেচনায় সং অবমূর্দ্ধা হইতে *ওমুড্‌ঢ্, *ওমূঢ়, *উমুড়, উপুড়, উপড়।[1] তুলনীয়—হুমড়ে পড়া।

উলট (সং উৎ-লুট, লুঠ বা লুণ্ঠ ধাতু ঊর্দ্ধদিকে পরিবর্ত্তন)। ইতি। কিন্তু উলট, সং উপর্য্যস্ত, সং প্রাং *উবল্লট্ট, উল্লট্ট হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়া বেশী সম্ভব ; কিংবা সং পর্য্যস্ত, সং প্রাং পল্লট্ট, বাং পালট শব্দের পূর্ব্বচর শব্দ ; যেমন 'আশপাশ'—এখানে আশ শব্দ পার্শ্ব শব্দের পূর্ব্বচর শব্দ।[2] র্য্য স্থানে ল্ল হইবার দৃষ্টান্ত যথা, সং পর্য্যাণ = প্রাং পল্লাণ = বাং পালান ; সং পর্য্যঙ্ক = প্রা' পল্লঙ্ক = বাং পালঙ্ক।

একিদা (?) অপ্রচলিত। ইতি। গ্রন্থকার শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ কিংবা প্রয়োগ কিছুই দেখেন নাই। উহা আং 'আকিদা' হইতে উৎপন্ন, অর্থ দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্ম্মবিশ্বাস। বঙ্গীয় মুসলমানগণের মধ্যে প্রচলিত।

কামান—(ইং Cannon)। বৃহৎ আগ্নেয়াস্ত্র (কবিকঃ)। ইতি। কিন্তু কবিকঙ্কণের সময় ইংরাজী শব্দ হইতে কামান শব্দ আসা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। এ দেশে কামানের ব্যবহার বহু কাল হইতে সুপ্রচলিত আছে। ফাং كمان কমান্ হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়াই সম্ভব।

কয়াল—(সং ক্রয় + আল) ক্রয়কালে তৌলিক। ইতি। কিন্তু শব্দটি আং কয়্যাল (অর্থ—যে মাপে) শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'কালা' = সে মাপিল, 'কয়ল' = মাপ।

কল্‌মা (আং) কোরানের যে অংশে ঈশ্বর এক প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইতি। কিন্তু কল্‌মা শব্দের আভিধানিক অর্থ বাক্য, এবং রূঢ়ার্থ—"লাইলাহা ইল্লাল্লাহো, মোহম্মদুর্‌ রসুলুল্লাহ" (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই, মোহম্মদ আল্লার প্রেরিত পুরুষ) এই মোহম্মদীয় ধর্ম্ম-দীক্ষা-বচন।

কাঁকড়া—প্রাচীন বাংতে এবং অদ্যাপি গ্রাং বাংতে কাঁকড়ী। অল্প দিনের মধ্যে

১। দেশী প্রাকৃত 'উব্বড়িও' = উদ্বর্ত্তিতঃ।—পং সং।

২। প্রাকৃতসর্ব্বস্বে 'উল্লট্ট' ; এই উ ল্ল ট্ট হইতে উ ল ট হইয়া থাকিবে। অর্থ—উদ্বর্ত্তন। দেশীনামমালায় 'ওল্লট্টপল্লট্ট'।—পং সং।

কাঁকড়া নাম প্রচলিত হইয়াছে। ইতি। আমরা (২৪ পরগণার বসিরহাট ও বারাসাত সব ডিভিজনের লোক) চিরকালই কাঁকড়া বলিয়া জানি। কাঁকড়ী শব্দ এই নূতন শুনিলাম।

খাড়ু—(সং কঙ্কণ)...পূর্ব্বকালে খাড়ু পাদভূষণও হইত। ইতি। আমাদের দেশে (২৪ পরগণার বসিরহাট অঞ্চলে) মলকে খাড়ু বলে এবং এখনও পাদভূষণ আছে। 'খাড়ু' বৈদিক খাদিঃ a brooch, bracelat, ring (Apte) শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হওয়া অধিক সম্ভব।[১]

খামচ, খামচা (সং কবল হইতে খামল, খাবল, কবল-সদৃশ অর্থে চা)...ঈষৎ মুক্ত মুখবিবরের আকার সদৃশ করিয়া বিন্যস্ত অঙ্গুলী ইতি। যোগেশ বাবু এখানে অদ্ভুত কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ফা॰ খ.ম্‌সা=পাঁচ অঙ্গুলি, খ.ম্‌স্‌=পাঁচ।[২]

খাস—(ফা॰) ইতি। খাস্. আং।

খোন্দকার (ফা॰) ইতি। গ্রন্থকার কোন অর্থ দেন নাই। ইহার অর্থ ধর্ম্মগুরু। ইহাঁদের ব্যবসায় লোকদিগকে দীক্ষিত (মুরীদ) করিয়া অর্থ উপার্জ্জন। বাঙ্গালী মুসলমান-সমাজে শব্দটি প্রচলিত, এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মুসলমানের উপাধিও খোন্দকার হয়। বোধ হয়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ খোন্দকারের কার্য্য করিতেন। তুলনীয়—কাজী উপাধি।

চাঁচ ধাতু (সং শদ ধাতু শাতন, ছেদন। সাদ ধাতু ভেদে) ইতি। এই ব্যুৎপত্তি কষ্ট-কল্পনাজাত। শদ্‌ ধাতু এবং সদ্‌ ধাতুর যে অর্থ, চাঁচ ধাতুর সে অর্থ নহে। সং তক্ষ্‌ হইতে ব্যুৎপন্ন। তুলনীয়—সং প্রা॰ চচ্ছ, তচ্ছ্‌, সং তক্ষ্‌ হইতে। হেমচন্দ্র ৮।৪।১৯৪। ওড়িয়ায় তাছ্‌ ধাতু—তচ্ছ হইতে।[৩]

ছত্র—ধা (সং ছটা হইতে) ইতি। আরবী سطر সত্র হইতে ব্যুৎপন্ন। ছটা হইতে উৎপন্ন হইলে ছত্র শব্দের র কোথা হইতে আসিল ?

ছবি—(২) প্রতিমূর্ত্তি, চিত্র (আধুনিক অর্থ। এই অর্থ পূর্ব্বে ছিল না। চিত্র, পট, আলেখ্য শব্দ থাকিতে এই অর্থান্তর কেন হইল ? বোধ হয় ফা॰ تسبیر তসবীর শব্দ-সাদৃশ্যে।) ইতি। বস্তুতঃ আ॰ شبیه শবীহ্‌ (অর্থ—সাদৃশ্য, প্রতিমূর্ত্তি, ছবি) শব্দ হইতে আগত।

ছয়লাপ—(সং সুপ্লাবিত) ইতি। গ্রন্থকারের ব্যুৎপত্তি কষ্টসাধ্য। আরবী سیل সয়ল (অর্থ প্লাবন)+ফা॰ آب আব (অর্থ জল)=ফাং সয়লাব (জলপ্লাবন অর্থ) শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন।

ছাড়...ধাতু (সং উৎসারি ধাতু দূরীকরণে) ইতি। পশ্চিমবঙ্গে সং র হইতে ড় হইবার দৃষ্টান্ত নাই। হেমচন্দ্র বলেন,—মুচ্‌ ধাতু স্থানে সং প্রা॰তে ছড্ড্‌ আদেশ হয় (হেম ৮।৪।৯১)। Dr. E. Müller তাঁহার পালী ব্যাকরণে বলিতেছেন,—ছড্ডেতি=ছদ্‌ to throw away

১। 'কড়', 'কড়া' বোধ হয় প্রা॰ কড় অ শব্দজাত। খাড়ু'—প্রা॰ খড়ুঅ।—প॰ স॰।

২। 'চামচ' শব্দ তুলনীয়। স॰ চমস।—প॰ স॰।

৩। প্রা॰ √ চচ্ছ ; 'চচ্ছই তক্ষোতি'—দেশীনামমালা।—প॰ স॰।

also spelt ছড্‌ঢ, জাতক, ১।২৭৭ ; তাঁহার মতে সং ছদ্‌ ধাতু হইতে পালী ও সং প্রাং ছড্ড্‌ ধাতু নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ছড্‌ড ধাতু হইতে আমাদের ছাড় ধাতু। সংতে ছর্দ ধাতু বমনে।[১]

জঙ্গল—(সং নির্জ্জনস্থান) ইতি। ফাং জঙ্গল শব্দের অর্থ বাঙ্গালার সদৃশ। বাং শব্দ ফার্সী হইতে আগত কি না, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

জম ধাতু (সং যম ধাতু বন্ধনে, যোজনে) ইতি। আরবী জমা' جمع (মিলিত হওয়া, একত্রিত হওয়া) হইতে ব্যুৎপন্ন। 'সে মাল জমা করিল বা জমাইল'—ইহার আং হইবে—مالاً جمعَ জম'আ মালান্। সং যম ধাতুর অর্থ এখানে সুষ্ঠু হয় না।

জাহাঁবাজ...৭ (আং জেহন—বুদ্ধি) তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, কূটবুদ্ধি। ইতি। ফাং جہان‌باز জহান্‌-বাজ=জহান্, জহাঁ (পৃথিবী)+বাজ্‌ (ক্রীড়ক), যে পৃথিবী লইয়া খেলা করে, বাহাদুর। বাংতে এই অর্থ। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা কূটবুদ্ধি নহে।

জেরা (আং জ.রা—অস্বীকার) ইতি। আং جراح জেরাহ্‌ বিদীর্ণ করণ, Dissection ; বাং অর্থে আরবীরও প্রয়োগ আছে।

জোক, জোঁক (সং যুক) ইতি। সং জলৌকাঃ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন।

জোয়ার, জুয়ার (সং উর্দ্ধ-জু, সং বার—জল, জুবার—উচ্চ জল) ইতি। উর্দ্ধবার শব্দ সংতে আছে বলিয়া অবগত নহি। V. S. Apte র সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানে কিংবা শব্দকল্পদ্রুমে উর্দ্ধবার শব্দ পাইলাম না। উর্দ্ধ স্থানে জু হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সং জ্বর শব্দের যোগরূঢ় অর্থ হইতে বাং জোয়ার অর্থ হইতে পারে। নদীর জোয়ার একরূপ নদীর জ্বর বটে।

ডেড়, দেড় (সং সার্দ্ধেক। অধার্দ্ধ, ধার্দ্ধ—ঢেড় দেড়। কিংবা সার্দ্ধ—অর্দ্ধ—দেড়) ইতি। যোগেশ বাবু ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনিশ্চিত। সার্দ্ধেক কিংবা সার্দ্ধ হইতে দেড়, ডেড় আসিতে পারে না। অধ্যর্দ্ধ হইতে অ-লোপে ধ্যর্দ্ধ, তাহা হইতে দেড়, ডেড়।

ঝুণা—৭.(সং ঝূণি—পূগবিশেষ—মেঃ) ইতি। সং জীর্ণ, সং প্রাং জুন্ন হইতে ঝুণা ও ঝূণি উভয় শব্দ আসা অধিক সম্ভব। আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আধুনিক সংতে অনেক সং প্রাং শব্দ লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। প্রমাণ—সং প্রাং পুত্তল, সং পুত্রল ; পালী নাপিত, সং স্নাপয়িতা ; পালী সেফালিকা, সং শ্রীফলিকা ইত্যাদি। প্রবন্ধান্তরে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে ইচ্ছা রহিল।

ঢিপী—(সং দ্বীপ) ইতি। সং স্তূপী হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়া বেশী সম্ভব।

ঢের—(সং অধিক ? ভূরি ?) ইতি। শব্দটি যদি সংস্কৃতমূলক হয়, তবে সং অধিঃ শব্দ

১। প্রাং √ ছড্ড, 'ছড্ডুই মুক্তি'—দেশীনামমালা।—পং সং।

কল্পনা করিতে হইবে। পষ্‌তু ভাষায় কিন্তু 'ডের' শব্দ অধিকার্থে প্রচলিত আছে। ঢের শব্দ কি পাঠানদিগের নিকট হইতে গৃহীত ?

তরে (সং তৄ ধাতু তরণ, অতিক্রমণ হইতে। ইতি। সং প্রাং তণেণ, যথা—"তাদর্থ্যে কেহিং-তেহিং-রেসি-রেসিং—তণেণাঃ।" হেমচন্দ্র ৮।৪।৪২৫। সং প্রাং প্রমাণে সং তনেন, তন শব্দের ৩য়ার একবচনে। এই 'তন' কোথা হইতে আসিল ? সংতে সায়ং, চিরং, প্রাহ্নে, প্রগে এবং কালবাচি অব্যয় শব্দের উত্তর তন প্রত্যয় হয়। এই তন প্রত্যয়ের বিকৃতি দ্বারা সং প্রাংতে তণেণ এবং বাং 'তরে' হইয়াছে।[১] 'তরে'র একার তৃতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। যেমন, আমার জন্য তিনি এই কার্য্য করিয়াছেন=তিনি এই মজ্জন্ কার্য্য করিয়াছেন, তেমনি, আমার তরে তিনি এই কার্য্য করিয়াছেন=তিনি এই মত্তন্ কার্য্য করিয়াছেন। বিভক্তির বিকৃতি ভাষাপরিবর্ত্তনের একটি কারণ। তৄ ধাতু হইতে তরিয়া, তরি কিংবা বাং প্রাকৃতে ত'রে হইতে পারিত, তরে হইবে না। তুং লাগিয়া—লাগি—লেগে।

তাক...(উর্দু) ইতি। বস্তুতঃ আং طاق তাক্। উর্দু মিশ্রিত ভাষা। ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে উর্দু বলিলে চলিবে না।

তোকমারি (হিং নাম) ইতি। ফাং تخم ریحان তোখ্‌মে রয়্‌হান্ শব্দের সংক্ষেপে তোকমারি। তোখ্‌ম্=বীজ। রয়্‌হান্—তুলসী জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

থলী—(সং স্থলী, স্থালী) ইতি। কিন্তু সং দ্বারা যে অর্থ সূচিত হয়, বাং থলীর কি সেই অর্থ ? আং তহ্‌বীল শব্দজাত। তহ্‌বীল=থঈল=থলী।

দ, দহ=(সং দর—গর্ত্ত। দর—দঅ—দহ) ইতি। যোগেশ বাবু যে প্রণালীক্রমে দর স্থানে দহ করিয়াছেন, তাহা হইতে পারে না। সং হ্রদ=হদ=সং প্রাং দহ, বর্ণ-বিপর্য্যয় দ্বারা।[২] হেমচন্দ্র ৮।২।৮০, ১২০।১০।

দোকান—(ফাং দুকান) ইতি। আং দুকান শব্দজাত।

নবাৎ (সং নৈবেদ্য হইতে)। ইতি। নৈবেদ্য শব্দের যে অর্থ, নবাৎ শব্দের কি সেই অর্থ ? আং نبات নবাত হইতে উৎপন্ন।

নাস্তা নাবুদ (ন+বুদ=সং ন বর্ত্ততে) ইতি। পাং ন বুদ=ন ভূতঃ।

নিছক (হিং নিছকা। সং নিসর্গজ ?) ইতি। আং لا شک লা শকা।

পইতা, পৈতা (সং পবিত্র) ইতি। পবিত্র শব্দের পৈতা অর্থ সংতে আছে কি ? উপবীত হইতে ব্যুৎপন্ন হওয়া বেশী সম্ভব। উপবীত=*পবীত=*পোইত=পইতা।[৩] সং

১। সম্ভবতঃ নিমিত্তার্থক 'অন্তর' শব্দ হইতে।—পং সং।

২। প্রাং 'দ্রহ' এবং 'দহ'।—পং সং।

৩। প্রাং 'পবিত্তঅ' (পবিত্রক) হইতে প ই তা আসা সহজ। সং উপ=প্রাংতে উব; 'পইতা' কথায় 'প' বিদ্যমান।—পং সং।

উপ স্থানে উলোপে প হইবার দৃষ্টান্ত যথা, সং উপবসথ=প্রাং পোসহ; সং উপানহৌ=প্রাং পাহণাও।

পিয়াজ—পিয়াজ-পয়জার (পিয়াজ্—প্যাজ—পাদুকা। অতএব সহচর শব্দ)। পাদুকা প্রহার। ইতি। পাদুকা হইতে পেয়াজ শব্দের ব্যুৎপত্তি কষ্টসাধ্য। পেয়াজ পলাণ্ডু অর্থেই এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে। কোন হিন্দুকে জোর করিয়া পেয়াজ খাওয়ান এবং তৎপরে পাদুকা প্রহার করা যেমন। তাহার পেয়াজ পয়জার দুইই হইয়াছে=তাহার অপমান ও দণ্ড উভয়ই হইয়াছে। তুলনা কর—add insult to injury.

পলক (সং পল) ইত্যাদি। গ্রন্থকার এখানে অনেক কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। ফাং পলক হইতে ব্যুৎপন্ন।

পাগল (সং) ইতি। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে পাগল শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার ব্যুৎপত্তি কি? বস্তুতঃ সং প্রগল্ভ, সং প্রাং পাগল সংস্কৃতে স্থান লাভ করিয়াছে।

পাজী (হিং। সং পদ্জ বা পজ্জ—শূদ্র?) ইতি। ফাং পাজী پاجی; ইং ড্যাম, রাস্কেল শব্দের ন্যায় ফাং গালীও বাং ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

পিরান (উর্দ্দূ) ইতি। ফাং পীরাহন।[১] সং প্রাং পরিহাণ হইতে পিরান হওয়া সম্ভব; কিন্তু পরিহাণের অর্থ কি পিরান? পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় অধিকাংশ শব্দ আং কিংবা পারসী। এই জন্য পিরান শব্দ পারসী হইতে আসাই বেশী সম্ভব।

পুড় ধাতু (সং পুট ধাতু হইতে) ইতি। সং পুট ধাতুর দাহার্থ হয় না। সং প্র-দহ ধাতু হইতে সং প্রাং পড়হ, তাহা হইতে পোড়, পুড়।

পুলিপিলাং—যা (পোর্ট ব্লেয়ার হইতে পুলি, ও পিনাং শহরের নাম হইতে) দ্বীপান্তর। ইতি। পোর্ট ব্লেয়ার হইতে পুলি কিরূপে হইল, বুঝিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ Pulo Penang পুলো পিনাং নামক দ্বীপ, যাহা মালাক্কা-প্রণালীর (Straits of Malacca) মুখে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থানে দ্বীপান্তরিত করা হইত। তাহা হইতে রূঢ়ার্থে দ্বীপান্তর। মালয় ভাষায় পুলো শব্দের অর্থ দ্বীপ।[২]

ফুপা (হিং ফুপ্‌ফা। সং পপ্—ধাত্রী—শব্দকল্পঃ) পিসা। স্ত্রীং ফুপী—পিসী। (মুসলমানী ভাষায়)। ইতি। সং পিতৃষসা হইতে সং প্রাং পুপফা, পুপ্‌ফিআ; তাহা হইতে *পুপ্‌ফা, ফুপ্‌ফা, ফুফা। সং প্রাং শব্দ হেমচন্দ্রের দেশীনামমালা এবং পাইঅলচ্ছীতে (প্রাকৃতলক্ষ্মী) আছে। স্ত্রীংতে ফুফু, ফুপী হয়।

ফুফু—ধাত্রী। মুসলমানী ভাষায়। ইতি। মুসলমানী ভাষায় 'ফুফু' ফুপা শব্দের স্ত্রী। তাহার অর্থ ধাত্রী নহে।

১। প্রাং 'পরিহাণ' (পরিধান) হইতে।—পং সং।

২। পুলো-পেনাঙ অর্থে সুপারীদ্বীপ। পেনাঙ সহরে হিন্দু কয়েদীদের স্থাপিত বিষ্ণুমন্দির এখনও বিদ্যমান আছে।—পং সং।

ফের...ব্য. (উর্দু ফির) ইতি। উর্দু বলিলে ব্যুৎপত্তি নির্ণয় হয় না। সং পুনর্ শব্দজাত।

বই, বহি—ব্য (আং বহী—ঈশ্বরের বাণী। তুং সং বেদ, ইং The Book। কোরান ঈশ্বরের বাণী। ইহা হইতে)। ইতি। এই ব্যুৎপত্তি কষ্টকল্পনা-সাধ্য। আং-তে বহী অর্থে Revelation, প্রত্যাদেশ, ইহা পুস্তক অর্থে প্রযুক্ত হয় না। পুস্তক শব্দের আং কিতাব। কুর্‌আন্-কে আল্ কিতাব The Book বলা হয়। স্মরণ রাখা উচিত যে, আং শব্দগুলি ফাং, তৎপরে উর্দুর মধ্য দিয়া বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আং কিংবা উর্দুতে অন্তস্থ ব-কারযুক্ত 'বহী' শব্দের পুস্তক অর্থ নাই। সং পুস্তী, সং প্রাং পোত্থী, তাহা হইতে *পোথী, *বোহি, বহি, বই।

বড়—ণ (সং বৃদ্ধ হইতে বঢ়—বড়) ইতি। বৃদ্ধ হইতে বড্‌ঢ, তাহা হইতে বাঢ়, বাড় হইতে পারে। দ্বিত্ব বর্ণের একীভাবে পূর্ব্ব অকারের বৃদ্ধি, ইহা অব্যভিচারী নিয়ম। সং বৃহৎ, পালী ব্রহা, তাহা হইতে * বর্হা, *বঢ়া, বড়া, বড়।[1]

বাটী—ব্য (সং বট, বাট হইতে) ইতি। সং পাত্রী হইতে *পট্টী, *বট্টি, বাটী।

বাণি, বানি—ব্য (সং বাণি—বস্ত্রবপন) ইতি। নির্ম্মাণ-মূল্য।

বানা—ধাতু (সং বর্ণ ধাতু বিস্তারে, উদ্যোগে) বানাই—নির্ম্মাণ করি ইত্যাদি। ইতি। এই তিনটি শব্দ আং বনা, সে নির্ম্মাণ করিল (বানী নির্ম্মাণকর্ত্তা) শব্দ হইতে আসিয়াছে। তুং—ওং হিং বনা।

বাহবা—ব্য। ইতি। ফাং বাহ্ বাহ্ শব্দ হইতে। তুলনীয়—ফাং শাবাশ্।

বেটা—ব্য (সং বীত—প্রসূত) ইতি। সং পুত্র হইতে *পুট্ট, *বুট্ট, বিট্ট, *বিটা, বেটা। বিট্ট শব্দ প্রাকৃতলক্ষণের টীকায় পাওয়া যায়।[2] 'বীতে'র ত স্থানে ট হইবার কারণ নাই।

বেলী, বেলা, বেল—ব্য (* * * বল্লী হইতে, কি মল্লিকা হইতে বাং বেলী, তাহা বলা কঠিন। বোধ হয় মল্লিকা হইতে)। ইতি। সং বিচকিল, সং প্রাং বেইল, *বেল্ল, বেল, বেলা। বেইল্ল শব্দ হেমচন্দ্রে পাওয়া যায়।

বেহায়া—ণ (সং বিহ্রী+বাং ইয়া। ওং বেহয়) ইতি। ফাং বে (নঞর্থক)+ আং হয়া (লজ্জা)=বেহয়া শব্দজাত।

বৈরী—ব্য (সং বৈরিন্, হিং বৈরি) ইতি। আং বহ্‌রী (সামুদ্রিক) শব্দজাত। সমুদ্রের ধারে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া এই নাম।

পন—প্রত্যয় (সং পণ—ব্যবহার)। ইতি। সং ত্ব প্রত্যয়ের অনুরূপ বৈদিক ত্বন প্রত্যয়, তাহা হইতে অপভ্রংশ প্রাকৃত প্পণ, তাহা হইতে বাং পনা। ত্ব-তলোঃ প্পণঃ। হেম, ৮।৪।৪৩৭।

১। 'বড্‌ডো মহান্'—দেশীনামমালা।—পং সং।

২। সিন্ধীতে পুত্র শব্দের প্রতিরূপ পুটু শব্দ আছে।—পং সং।

২

ভিস্তি—(সং ভস্ত্রা) ইতি। ফা° বেহেশ্‌তী—স্বর্গীয়, জল দান করে বলিয়া। তু°—বেথর = ফা° মেহতর = শ্রেষ্ঠ।

মণ, মন (সং মান হইতে ? সং মন, মণ—শব্দসারঃ; আ° মন) ইতি। লাতিন মিনা (mina), গ্রীক ম্না (mna), ফিনসীয় মানহ্, আ° মন্ন্, ফা° মন। তাব্রিজের ৪০ সেরে এক মন হয়। ফা° মন হইতে বা° মন আসিয়াছে।

ফরাসী (ইং ফ্রান্‌স্ হইতে) ইতি। ফ্রেঞ্চ Français হইতে।[১]

ফিরিঙ্গী (ইং Frank হইতে &c.) ইতি। ফা° ফরঙ্গী হইতে।[২]

মর্ম্মর (ই° marble হইতে ?) ইতি। আ° মর্‌মর্ হইতে। শব্দ মর্ম্মর—ফা° ও আ° সঙ্গ (প্রস্তর)-ই-মর্ম্মর।

মাকু (সং মল্লিক—আপ্তে। মল্ল ধাতু ধারণে ইত্যাদি) ইতি। ফা° মাকূ শব্দজাত।

মিছরি, মিছরী (সং মিশ্র দেশ হইতে ? আ°)। ইতি। ফা° মিসরী হইতে। মিসরী শব্দের যৌগিক অর্থ মিসর দেশজাত। তাহা হইতে যোগরূঢ় অর্থ মিছরী। তু°—চিনি, চীনদেশ হইতে।[৩] কেবল মিসর দেশে মিছরী পাওয়া যাইত, তাহার প্রমাণ যথা, সাদী (খৃষ্টীয় ১৩শ শতক)—ব দিল্ গোফ্‌তম্ ইত্যাদি—আমি মনে মনে বলিলাম, লোকে মিসর হইতে মিছ্‌রি (কন্দ) লইয়া এই স্থানে আসিয়া বন্ধুগণকে উপহার দেয়। যদিও আমার হাত সেই মিছরি হইতে খালি, তথাপি আমার মিছরি হইতে মিষ্টতর বাক্য আছে। (বুস্তা)।

হাফিজ (১৪শ শতক)—প্রিয়তমের অধরের মাধুর্য্য বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—

گفتم خراج مصر طلب می کند لبت

আমি বলিলাম, তোমার অধর মিসরের খাজনা তলব করে। (দীবান)। এই শ্লোকার্দ্ধে মিসরের খাজনা অর্থে মিসরজাত মিছরী বুঝাইতেছে।

রক, রোয়াক (সং রুণ্ডিকা) ইতি। আ° رواق রবাক্।

লেপ সং লিপ্ত হইতে, ইতি। আ° লিহাফ।

লোচ্চা (সং লুব্ধ ? বোধ হয় সং লস ধাতু হইতে) ইতি। আ° লিস্‌স (চোর) হইতে কিংবা সং লম্পটক হইতে।

১। Français—উচ্চারণ ফ্রাঁসে। আরবী ও ফারসী فرانسوی ফরন্‌সাবী, فرانسه ফরাসিসা হইতে আসাই সম্ভব।—প° স°।

২। ইউরোপীয় শব্দ Frank (জাতি, Teuton জাতির শাখা, ফ্রান্সে উপনিবিষ্ট)—পশ্চিম ইউরোপের (ইটালী, ফ্রান্স, জর্ম্মণী, স্পেন, গ্রেট-ব্রিটেন) অধিবাসী অর্থে তুর্কী ও আরবীতে فرنک = فرنگ ফরঙ্গ, ফরাঙ্ক, ফরঙ্গ, ফরঞ্জ প্রভৃতি। তাহা হইতে ফার্সী, ও ফা° হইতে হিন্দী ফিরঙ্গী, বা° ফিরিঙ্গি। (তু° বিলাতী—বিলিতি)।—প° স°।

৩। পালি 'মচ্ছণ্ডী,' সং মৎস্যণ্ডী।—প° স°।

শালগম (শালগ্রাম হইতে ?) ইতি। ফা॰ শল্‌গ.ম হইতে।

শিরনী, শিন্নী (ফা॰ ষীর। সং ক্ষীর) ইতি। ফা॰ শীরীনী (মিষ্ট) শব্দজাত।

শের (স॰ শরাব—শরা হইতে) ইতি। ফা॰ সের। ৪॰ সেরে ত্রিশের এক মন হয়।

ষাণ (সং পাষাণ) ইতি। আ॰ সহ্‌ন।

সাবান, সাবাং (ফরাসী Savon) ইতি। আ॰ সাবূন শব্দজাত ১

সামনে (স॰ সম্মুখ হইতে উর্দু হি॰ সাম্‌না) ইতি। স॰ সম্মুখীন হইতে।

সালন (সং সলবণ ? হি॰। শালন—বৈষ্ণবে) ইতি। ফা॰ স'লন।

সিপী, সিপ (স॰ সাপ—বজার্থে নৌকাকার পাত্র। স॰ প্রা॰ সিপ্পী) ইতি। স॰ শুক্তি শব্দ হইতে স॰ প্রা॰ সিপ্পী হয়।

সোনামুখী (আ॰ সেনা। ইত্যাদি) ইতি। আ॰ ফা॰ সেনাএ মক্কী (মক্কাজাত সোনামুক্ক) শব্দজাত। তু॰—আলু বোখারা, খোরাসানী যমানী ইত্যাদি।

হুদ্‌ হুদ্‌ (হি॰। বোধ হয় ই॰ Hoopoo হইতে) ইতি। আ॰ হুদ্‌ হুদ্‌।

হেট, হেঠ (সং অধঃ) ইতি। স॰ অধস্তাৎ ২ তাহা হইতে সং প্রাং হেট্‌ঠ। অধঃস্থল হইতে প্রাং হেট্‌ঠ হইত।

ওলন্দাজ (ইং Holland-Dutch) ইতি। ফ্রেঞ্চ Hollandaise (H অনুচ্চারিত) শব্দজাত।

এলেমান—ণ (আং আলেমান)। শিক্ষিত। ইতি। এলেমান ফ্রেঞ্চ Allmands (উচ্চার॰—আল্‌মাঁ) শব্দজাত। অর্থ - জারমান জাতি।

প্রায় সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তক অনুসন্ধান করিয়া ভ্রম ক্রটি আবিষ্কার করা সহজ কথা নহে। উপরে যে সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে ক্রটি দেখান গিয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্যান্য শব্দের ব্যুৎপত্তিতেও ভ্রম থাকিতে পারে। হয় ত সেগুলি আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। আশা করি, সুধীবৃন্দ পক্ষপাতশূন্য হইয়া এই সমালোচনার আলোচনা করিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

নমু বক্তৃবিশেষনিস্পৃহা গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ।

মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

১। আরবী 'সাবূন' ইউরোপীয় ভাষা হইতে গৃহীত। মূল শব্দটি টিউটনীয় ভাষায়; ই॰ sap— বুক-মিশ্রিত এই শব্দ হইতে জাত; রোমানেরা এই শব্দ গ্রহণ করে; রোমানদের ভাষা লাটিনে ইহার রূপ sapo, sapon; তাহা হইতে ফরাসীর savon, এবং সম্ভবতঃ ফরাসী হইতেই আরবী ও বাংলাতে শব্দটি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প॰ স॰।

২। প্রা॰ 'হেট্ঠ', অধঃস্থল।—পঃ সঃ।

অকার-তত্ত্ব

ভগবান্ বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া আছেন বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে তাঁহার একটি নাম বি ষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক। আমাদের শাস্ত্রে অকার বিষ্ণুকে বুঝাইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (১০-৩৩) বলিয়াছেন, "অক্ষরাণাম্ অকারোঽস্মি," অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অ কা র। ইহা অতি সঙ্গত; কারণ, যদি কোনো একটি মাত্র অক্ষরে তাদৃশ ব্যাপক ভাব প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে অকার ছাড়া আর কিছু নাই। শ্রুতিতে (পূর্ব্বোক্ত গীতা-শ্লোকের শ্রীধরাদি-কৃত ব্যাখ্যায় ধৃত) ঠিকই বলা হইয়াছে, "অকারো বৈ সর্বা বাক্।"—অকারই সমস্ত বাক্য। বস্তুত শব্দ-রাজ্যে অকারের ন্যায় ব্যাপক স্বর নাই। ইকার ও উকার ছাড়া এমন কোনো শব্দ নাই, যেখানে কোনো-না-কোনো রূপে অকার না আছে। অ, ই, উ, এই তিনটি মূল স্বর। মনে হয়, ইহাদের মধ্যে অকারকেই প্রথম উচ্চারণ করিয়া শব্দশাস্ত্রজ্ঞেরা[১] অপর দুইটি স্বর অপেক্ষা ইহার এই গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বর্ণমালায় ইহাকে অগ্রে উচ্চারণ করিবার আরো এক কারণ আছে। শরীরের ভিতরে কোষ্ঠস্থ বায়ু মুখবিবর দিয়া বাহির হইবার সময় বাগ্‌যন্ত্রের ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন-ভিন্ন রূপে প্রতিহত হইয়া ভিন্ন-ভিন্ন শব্দ উৎপাদন করে। ঐ বায়ু কণ্ঠে আহত হইলে অ, তালুতে আহত হইলে ই, এবং ওষ্ঠে আহত হইলে উ হয়। কণ্ঠ, তালু ও ওষ্ঠ, এই তিন স্থানের মধ্যে কোষ্ঠস্থ বায়ু বহির্নির্গমনের সময় প্রথমে কণ্ঠে, পরে তালুতে এবং সর্ব্বশেষে ওষ্ঠে গিয়া লাগে, এবং সেই ক্রমে অ, ই, উ, এই তিনটি ধ্বনি হয়। এই জন্য স্বরবর্ণের প্রথমেই অকারকে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যথা ক্রমভঙ্গ হইত।

ভাল, এই অকারের আসল উচ্চারণটা কিরূপ? আমার কোনো নব্য শ্রোতা শুনিয়া বলিতে পারেন যে, এ আবার কিরূপ প্রশ্ন, অকারের উচ্চারণ ত সকলেরই জানা আছে। আমি তাঁহাকে বলিব, আমরা যেরূপে ইহাকে উচ্চারণ করি, তাহা আমাদের বাঙ্‌লা ভাষায় ঠিক হইলেও মূলত তাহা ঠিক নহে। ই—ঈ, উ—ঊ, এখানে ই'র দীর্ঘ ঈ, ও উ'র দীর্ঘ ঊ, ইহা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, এইরূপ অ'র দীর্ঘ অ^[২], ইহাই হওয়া কি উচিত নহে? কিন্তু আমরা অ'র দীর্ঘ অ^ না করিয়া, করি আ। ইহা হইতে পারে না। মণি+ইন্দ্র, এখানে উপর্য্যুপরি দুইটি ইকার একটু দ্রুত উচ্চারণ করিলে স্বভাবতই ঐ ই-ধ্বনি মিলিত হইয়া দীর্ঘ হইয়া পড়ে, তাই আমরা পৃথক্-পৃথক্ দুইটা ই না লিখিয়া একটা দীর্ঘ ই (অর্থাৎ ঈ) লিখি সুবিধার জন্য। ব্যাকরণে ইহাকেই সন্ধি বলা হয়। এখন যদি অ'রই দীর্ঘ আ হয়, তাহা হইলে,

---

১। ভারতীয়, ইরানীয়, স্লাভোনিক, কেলটিক, হেলেনিক, ইটালিক, টিউটনিক ও সেমেটিক ভাষাসমূহের বর্ণমালায় প্রথমেই অকার আছে।

২। অর্থাৎ দীর্ঘ অ। বাঙ্‌লায় দীর্ঘ অ সূচনার জন্য আমি এইরূপ (অ^) বর্ণ লিখিতে প্রস্তাব করিয়াছি। পরে প্রকাশ্য বা ঙ্‌লা র স্ব র ব র্ণ নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অ'র পর আর একটা অ লিখিয়া একটু দ্রুত উচ্চারণ করিলে পূর্ব্বের ন্যায় আ-ধ্বনি পাওয়া উচিত; কিন্তু তাহা আমরা পাই না। পরীক্ষা করা যাউক। ত ব+অ ধী ন, এখানে যতই দ্রুত করিয়া বা যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে, (অবশ্য আমাদের বাঙ্গলায় প্রচলিত উচ্চারণ রক্ষা করিয়া) ঐ অকার দুইটা উচ্চারণ করা যাউক না, আমরা অ'-ধ্বনি বা আকার শুনিতে পাই না; যাহা পাই, তাহা অ'রই দীর্ঘ। কিন্তু শব্দশাস্ত্রবিদেরা বলেন, ঐ অ দুইটা মিলিলে আ-ধ্বনি শুনা যাইবে। তবে এখানে কি বলিতে হইবে? ইহাই বলিতে হইবে যে, আমরা অকারের যে উচ্চারণ করি, তাহা অবিকৃত নহে, বিকৃত। আচ্ছা, তবে তাহার অবিকৃত উচ্চারণটি কি? প্রথমত অনুমান করিয়া বুঝুন। ত ব+অ ধী ন=ত বা ধী ন, এখানে সন্ধিযোগ্য অকার দুইটার এরূপ একটা ধ্বনি থাকা চাই, যাহাতে ঐ দুইটাকে পরে পরে দ্রুত উচ্চারণ করিলে একটা দীর্ঘ ধ্বনি হইয়া আকার-রূপে আমাদের শ্রবণ-গোচর হয়। যেখানে দুইটা হ্রস্ব স্বর মিলিয়া একটা দীর্ঘ ই (ঈ) হয়, সেখানে ঐ হ্রস্ব স্বর দুইটা যেমন হ্রস্ব ই ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, সেইরূপ দুইটা হ্রস্ব স্বরকে মিলাইয়া যেখানে আমরা দীর্ঘ আ পাইতেছি, সেখানে ঐ হ্রস্ব স্বর দুইটা হ্রস্ব আ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না, এবং ইহাই অকারের মূল অবিকৃত উচ্চারণ। হ্রস্ব আকারও যা, আর অকারের মূল উচ্চারণও তা, ইহার মধ্যে কোনো ভেদ নাই, থাকিতেও পারে না।

অকারের উচ্চারণে অতি বহু পূর্ব্বেই গোলমাল হইয়াছে, আমরা ইহা একটু আলোচনা করিয়া দেখিব। অকার দুই প্রকারে উচ্চারিত হয়; গলার ফাঁকটা (গলবিবর) সংবৃত অর্থাৎ সঙ্কুচিত করিয়া, আর তাহা বিবৃত অর্থাৎ প্রসারিত করিয়া বা খুলিয়া। আ উচ্চারণ করিতে আমাদের গলার ফাঁকটা যে ভাবে থাকে, যদি ঐ ভাবে অ উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে ঠিক হয়, এবং ঐ অকারের সহিত আকারের মিল থাকে। ভারতের প্রাদেশিক বহু আর্য্য ও দ্রাবিড় ভাষায় অকারের এইরূপ উচ্চারণ আছে, পরে আমরা ইহার আবার উল্লেখ করিব। বাঙ্গলায় ইহার প্রধানত দুইটা উচ্চারণ আছে; ঘ ট ও ঘ টা শব্দের অকারের উচ্চারণ তুলনা করিয়া দেখুন। ঘ ট শব্দের ঘকার-স্থিত অকার, আমাদের বর্ণমালা উচ্চারণের সময় অকার যেরূপ উচ্চারিত হয়, তেমনই উচ্চারিত হইতেছে, কিন্তু ঘ টা শব্দের ঘকারে হ্রস্বতর ওকার রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ঘ ট ও উচ্চারণ করিবার সময় আমরা ঘকার-স্থিত অকারকে সংবৃত করিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি, উহাতেও ওকারের একটু আমেজ আছে, যেমন ইংরাজী not, hot শব্দে o বর্ণে, কিন্তু ঘ টা র ঘকারে তাহা আরো বেশী বুঝা যায়।

পাণিনির সময় যে, অকারের বিকৃত উচ্চারণ খুবই প্রচলিত ছিল, তাহা তাঁহার ব্যাকরণের সর্ব্বশেষ সূত্র (৮-৪-৬৮) দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। সূত্রটির তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাকরণের পদ-সাধনের সময় (প্র ক্রি য়া য়) ধরিয়া লইতে হইবে যে, অকার বি বৃ ত অর্থাৎ গলার ফাঁককে খোলা রাখিয়া উচ্চারিত, কিন্তু ব্যবহারের সময় (প্র যো গে) মনে করিতে হইবে, তাহা সং বৃ ত

১। বা ঙ লা র স্ব র ব র্ণ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ গলার ফাঁককে সঙ্কুচিত করিয়া উচ্চারিত।[১] প্রাতিশাখ্যসমূহেও[২] এইরূপ উক্ত হইয়াছে। সংবৃত উচ্চারণ হইতে ক্রমশ ইহার ওকারের ন্যায় উচ্চারণ আসিয়া পড়ে। গ্রীক শব্দসমূহ সংস্কৃতে ও ভারতীয় শব্দসমূহ গ্রীকে যেরূপে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের কতকগুলি দেখিলে মনে হয়, এখনকার অ গ্রীকদের কানে ও, এবং তাহাদের অ এখনকার কানে আ বলিয়া ঠেকিয়াছে।[৩] চ ন্দ্র গু প্ত গ্রীকে লিখিত হইয়াছে—স ন্দ্রো কু ত্তো স্ (Sandrokuttos); গ্রীক hora সংস্কৃতে হো রা, apoklima সংস্কৃতে আ পো ক্লি ম। চীনারা নিজ অক্ষরে যে সকল সংস্কৃত শ্লোকাদি লিখিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায়, সংস্কৃতের অকার-আকার উভয়েরই স্থলে প্রায়ই ওকার লিখিত হইয়াছে। যেমন, গণ্ডীস্তোত্রগাথার (Bibliotheca Buddhica XV. Kiench'ui-fan-tsan, Verse III, l. 10, pp. 7, 59) ল লি ত কু ক্ষ ল তা-লা স (?) লী লা শব্দটি তাহাতে লিখিত হইয়াছে—লো লি তো পু ক্ষেং লো তো লো স লি লো।

পাণিনি-প্রাতিশাখ্যেরও বহু পূর্ব্বে অকারের এই বিকৃত উচ্চারণের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্রষ্টব্য :—ব টু+দ শ=বো ড় শ (অথর্ব্ব, ৩, ২৯, ১); ব টু+ধা=বো ঢা (০ ঋগ্বা, শ, ৩, ৪৫, ১৮); √ ব চ্ হইতে বো চা ম (শুভ্ উ-বহ, ঐ); √ ব হ হইতে বো ঢ়ং (০ অথ, শ, ৮, ৫, ১০); আবার ঐ অর্থেই ব হ তং পদও তাহারই নিকটে প্রযুক্ত হইয়াছে (শ ৮, ৫, ১৫); √ ব হ ধাতুর এইরূপ আরো পদ আছে, যথা, বো ঢ় বে (শ, ১, ৪৫, ৬ ইত্যাদি), বো ঢ়া (ঋ, ৭, ৬৯, ১)। বৈদিক সাহিত্যে √ স হ্ হইতে সা ঢ় (√ সহ+ক্ত, অথর্ব্ব, ৫, ৩০, ৯), সা ঢ়া (√ স হ+তৃ, ঋ, ৭, ৫৭, ২৩); কিন্তু পরে ইহার স্থানে সো ঢ়, সো ঢ়া, সো ঢ় ব্য ইত্যাদি পদ হইয়াছে। পাণিনি তাই সূত্র করিতে বাধ্য হইয়াছেন—√ সহ্ ও √ ব হ্ ধাতুর অ স্থানে ও হয় (৬, ৩, ১১২; দ্রষ্টব্য ঐ ১১৪) √ ব চ্ ধাতুর বো চা ম পদ পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, ইহার লুং অ বো চ ৎ ইত্যাদি পদে ওকার লৌকিক সংস্কৃতেও সুস্পষ্ট (পাণিনি, ৭, ৪, ২০)। এই সঙ্গে ব টু+দন্ত্ হইতে জাত বো ড় ন্ শব্দটিও আলোচ্য। দে বঃ+অ ত্র=দে বো ত্র, ইত্যাদি স্থলে সন্ধিতে যে ওকার হয়, তাহাও অকারের পূর্ব্বোক্ত উচ্চারণই সূচনা করিতেছে।

অবেস্তার ভাষায় অকারের এই ওকারের ন্যায় উচ্চারণ বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত শব্দকয়টি দ্রষ্টব্য :—

১। পাণিনির প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় বার্ত্তিককার ও ভাষ্যকারও ইহা সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অকারস্য বিবৃতোপদেশ আকারগ্রহণার্থঃ" (বার্ত্তিক); "নৈব লোকে ন চ বেদেঽকারো বিবৃতোঽস্তি, কস্তর্হি? সংবৃতঃ।"

২। বাজ, প্রা, ১-৭২; অথ, প্রা, ১, ৩৬।

৩। See Macdonell's Vedic Grammar, p. 6; Bopp's Comp. Vol. I. p. 3.

৪। অকার ও ব-কার-স্থিত অ—এ; ত—প; দীর্ঘ ই, উ নাই।

সংস্কৃত	অবেস্তা
ব স্থ	বো হু (উত্তম)
ম ক্ষু[1]	মো ষু (দ্রুত)
ধা ম স্থ	দা মো হু (জীব-সমূহে)

অবেস্তার মো ঘি (=ম গী, a Magian, a priest) শব্দ তাহার ম ঘু (=সং ম হ ৎ) হইতে হইয়াছে। এইরূপ ইহার √ মো রে দ সংস্কৃতের √ ম র দ (মৃ দ্) ভিন্ন কিছুই নহে।

পালিতে সংস্কৃত শব্দের অনুকরণে কয়েকটি শব্দে অ-স্থানে ওকারের উদাহরণ পাওয়া যায়; যেমন, সো ল স (ষোড়শ), উ দ্ সো ল্ হি (উৎসোঢ়ি)। প্রাকৃতে অনেক আছে। যথা—সংস্কৃত ব দ র হইতে (* ব অ র=) বো র; ব্যু বী তি (* ব ব তি) হইতে (* ব অ ই =) বো ই (ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা, ২·৪·৬৬)। প্রাকৃত বো ল্ল, বো ল্ল ই প্রভৃতি শব্দও এই প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করিতে পারা যায়। যদিও প্রাকৃত ব্যাকরণসমূহে ইহা (বোল্ল) √ ক থ স্থানে আদিষ্ট হইয়াছে, তথাপি ইহা যে, √ ব দ্ ধাতুরই সহিত সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বাঙ্‌লা, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি বহু প্রাদেশিক ভাষায় ইহা হইতে *বো ল* কথাটা প্রচলিত আছে। সংস্কৃতের অ দ স্ শব্দের যেখানে অ সৌ পদ হয়, প্রাকৃতে (*সিংহরাজ, ২২·৪৫ ; হেমচন্দ্র, ৮·৪·৩৬৪*) সেখানে তাহার স্থানে ও ই হইয়া থাকে। প ম *প্রাকৃতে পো ম (বিকল্পে প উ ম)*;[2] অ র্পি ত=ও প্‌ পি অ; অ র্প য় তি=ও প্‌ পে ই, *বিকল্পে অ প্‌ পে ই (হেম, ৮·৪·৬৩ ; শুভ, ১·২·৩০ ; ত্রিবিক্রম, ১·২·১৩)*; ব ক্ত ব্য=বো ত্ত ব্ব, ব ক্তৃং=বো ত্তুং ও বো ত্তু ণ (হেম· ৮·৪·২১১ ; লক্ষ্মীধর, ২·৪·৪৪ ; সিংহরাজ, ১১·৬); ন ম স্কা র=ন মো কা র, প র স্প র=প রো প্প র (হেম· ৮·১·৬২ ; শুভ, ১·২·৩১)। এই সকল স্থানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অকার ওকার হইয়াছে। আ র্দ্র পালিতে ও প্রাকৃতে অ ল্ল, কিন্তু প্রাকৃতে আবার ইহার আদ্য অকারটা ও হইয়া ও ল্ল হইয়া গিয়াছে। আ র্দ্র হইতে প্রাকৃতে অ দ্দ পদও হয়, ইহারও আবার পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ব্ব অকারটা ও হওয়ায় ও দ্দং শব্দও ইহাতে রহিয়াছে (হেম· ৮·১·৮২ ; শুভ, ১·২·২৭ ; লক্ষ্মীধর ১·২·২৭ ; ত্রিবিক্রম, ১·২·২৭)। প্রাকৃতে বো (ব-স্), সো (স-স্), কো (ক-স্) প্রভৃতি পদে যে ওকার হয়, তাহাও এই প্রসঙ্গে চিন্তনীয়।

কেবল বাঙ্‌লা নহে, ভারতের প্রাদেশিক বহু ভাষার মধ্যে অকার স্থানে ওকার দেখা

১। ইহা বৈদিক সংস্কৃত (Cf. Latin *mox*), ইহার লৌকিক সংস্কৃত ম ঙ্‌ ক্ষু। অনুনাসিকের আগম সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—প ক্ষ্ম (ন্) চোখের পাতা ও পু ঙ্খ (বাণের নীচেকার পাখীর পালক) বস্তুত পক্ষ ভিন্ন কিছু নয়। আবার ল ক্ষ্ম, ল ক্ষ্ম ণ বস্তুত লু ক্ষ, ল ক্ষ ণ ভিন্ন কিছু নহে। তুলঃ—প ক্ষী হইতে প খী, ক ক্ষ হইতে কাঁ খ, ইত্যাদি।

২। অ স্থানে ওকারের দৃষ্টান্তে এ উদাহরণটা সঙ্গত না হইতেও পারে ; কারণ, প দ্ম—প দু ম—প উ ম—পো ম—পো ম্ম ; যথা, প্রে ম—পে ম—পে ম্ম, হেম, ৮, ২, ৯৮-৯৯।

৩। হিন্দীতে ইহা হইতেই ও দ, ও দা (ভিজা অর্থে)।

যায়। প্রথমে বাঙ্লারই কয়েকটা পদ দেখাই :—নিস্তল (পালি নিত্তল) হইতে নিটোল, এইরূপ মণ্ডল=(মড়ল=) মোড়ল; বরটা=(*বলতা=¹) বোলতা, আবার কোথাও বরটা হইতেই বোল্‌লা এবং বোল্লা; ভ্রমর=(ভমর=) ভোমরা; মহত্ত্ব (মহৎ)=মোহন্ত; প্রভা=(পহা=) পোহা (রাত পোহাইল); কন্দল=কোঁদল; প্রভাবতী=(*পআঅতী=) পোয়াতি; ভগিনী=(ভইণী=বহিণী=বহিন=বইন=) বোন; ক্ষয়=(খয়=) খোয়, (খোয়াইল=ক্ষয় করিল); উজ্জ্বল (ল)=(উজ্জর=) উজর=উজোর (শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, পরিষৎ, ১৩২২, পৃ° ২০৪); সঁপি (=সমর্পি)=সোঁপি (ঐ, ২০৬ পৃ°); গম্ভীর=(গহীর=) গোহির (শূন্যপুরাণ, পরিষৎ, ৫৫ পৃ°); সমর্থ=(সমথ=) সোমত্ত (যেমন, সোমত্ত মেয়ে)।²

মরাঠীতে বর্কর=(বক্কর=) বোকড় (ছাগল); বকুল=বোকল্ (বকুল শব্দও আছে); অঞ্জলি=ওঞ্জল; ওঞ্জল; পবিত্র=পোবতেঁ; প্রবাল=পোবলেঁ (পলা); ভ্রমর=ভোঁবর, ভোঁর; ভ্রমণ=ভোবণেঁ; গ্রহণ=গোবণেঁ; ইত্যাদি।

গুজরাটীতে কলম (ধান্যবিশেষ)=কোলম; কপিলা (কপিলা গাই)=(কবিলা=কইলা=) কোলা; কর্ত্ত(ন)=(*খরত=খতর=) খোতর (খোতরবুঁ, কর্ত্তন করা, বাঙ্লা কতরান); খর (গাধা)=খোলো; পর্পট (কোনো ধাতু প্রভৃতি দ্রব্যের উপরের আবরণ)=(পপ্পট=পপ্পড়) পোপড়ো; পক্ব=(পক্ক) পোক (ভাজা চাল প্রভৃতি); প্রহর=(পহর=) পোহর, এবং (=পোঅর=) পোর; ভয়=(ভঅ=) ভো; বহ (প্রবাহ)=(বঅ=) বো; মহার্ঘ=(মহগ্ঘ=) মোঘু; হল=হোল; মহব্বত (আরবী, প্রীতি-প্রণয়)=মোহব্বত।

অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও আছে। হিন্দীতে যথা, অহো=ওহো; অহহ=(অঅহ=) ওহ; কক্ষ=(কচ্ছ=) কোঁছ, কোঁছা (স্ত্রীলোকদের আঁচলের এক কোণ, তুলঃ—বাঙ্লা কাছা); খর্পর (কর্পর)=(খপ্পর=) খোপড়ী (গুজরাটী, পাঞ্জাবী, বাঙ্লা খোপরী, মারাঠী খোঁপরী); বরটা=(বঅটা) (বাট একরূপ ফড়িং)। মৈথিলীতে মসী (লিখিবার কালী)=মোসী; মশক=(মসঅ=) মোস, মোঁস;

১। পাবনায় বল্লা (সা, প, পত্রিকা, ১৩১৪, ৯৯ পৃ)।

২। বাঙলার বিভিন্ন-বিভিন্ন অংশের ভাষায় অকারকে ওকার করিবার রীতি বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১৪, ১৯৮-২০৪ পৃঃ) পাবনার যে গ্রাম্য শব্দসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহাতে এই কয়টি শব্দ এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় :—নমদ=নমোদ, কাতল,=কাতোল, কম্বল=কোম্বল, মণ্ডপ=মোণ্ডপ; মণ্ডা=মোণ্ডা, পবন=পোবন। খুলনায় কদলী=কোদলী, কমলা=কোমলা। অন্যত্রও ইহার অভাব নাই।

যথা, খ=(হ মু হ=) হো মু হ (কার্ত্তিকেয়)। সিন্ধীতে অকারান্ত বহু শব্দ ওকারান্তরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে; যেমন চ তু র্থ=(চ উ থ) চো থো; শি থি ল=(সি ঢি ল= সি-লোপে ঢি ল; ল=র, ঢি র= ঢি রো, অথবা ঢ র্যো; বি হ ল=বি হ লো, গৌ র= গো রো। উড়িয়ায় যথা, ব ধূ=বো হূ; স রি ষা (স র্ষ প)=সো রি ষ; ঘর্ষণ করিয়া অর্থে ঘো ষা রি (বাং ঘেসারিয়া); √ ব হ হইতে বো হি বা (=বহা); বো হি (=বহিয়া); √ খন্ হইতে √ খোল, যেমন, খো লি বা (খনন করা); √ ম হ্ বা ম থ্ হইতে √ মোহ, যেমন মো হি বা (=মন্থন করা); বাং ন হে স্থানে নো হে; ন হি লে স্থানে নো হি লে।

সিংহলীতেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, অ ব ল (বলহীন)=ও ব ল; অ হো= ও হো; অ ব ট (গর্ত্ত)=ও ব ট; ক পো ল=কো পো লো, কো পু ল; ক র্প র= (ক প্প র=) কো প্প র; প্র ভ ব ন=(প হ অ ণ=) পো হো নো, পো নে (পর্য্যাপ্তি, sufficiency); ব ক্ক ল=(ব ক ল =) বো ক ল (বাঙ্লা বা ক ল, বো থ লা); ব হু=বো হু; ভ ক্ত=(ভ ত্ত=ব দ্দ; ভ=ব, ত=দ; বদ্দ=) বো হু (ভাত); স মী প=সো মী প; ভ দ্র=(* হ ন্দ=) হো ন্দ (ভাল, উত্তম, মঙ্গল)।

এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, অকারের ওকারের ন্যায় উচ্চারণ-প্রথা উত্তর-ভারতে বৈদিক কাল হইতেই আরম্ভ হইয়া বৈদিক ভাষা হইতে ক্রমে-ক্রমে প্রাদেশিক ভাষা-সমূহে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। ভারতের যে সমস্ত প্রাদেশিক ভাষা আর্য্যভাষামূলক, তাহাদের সকলেরই মধ্যে কম-বেশী, কিছু-না-কিছু, এই প্রথার পরিচয় পাওয়া যাইবেই। উত্তরাপথ হইতেই ইহার উৎপত্তি; উত্তরাপথের প্রাচীন ভাষা এখন দক্ষিণাপথের মধ্যে, যে-কোনো-রূপেই হউক, যেখানে-যেখানে রহিয়াছে, সেখানে-সেখানে এই প্রথার চিহ্নও থাকিয়া গিয়াছে।

বলিয়াছি, বাঙ্লায় অকারের সাধারণ উচ্চারণ ইংরাজী hot, not শব্দের o বর্ণের ন্যায়। ইংরাজী hot ও বাঙ্লা হড়-চড় শব্দ উচ্চারণ করিয়া দেখিলেই ইহা বেশ বুঝা যাইবে। আসামীতে ঠিক বাঙ্লারই মত, উড়িয়াতেও সেই প্রকার। কোঙ্কণীতে (বোম্বাই-অঞ্চলে প্রচলিত ভাষায়) ও রাজস্থানীর দেশভাষাসমূহেও অকার এইরূপ উচ্চারিত হয়; তবে যেখানে-যেখানে মারাঠীর প্রভাব বেশী, সেখানে মারাঠীরই মত করা হয়।[১] হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী ও মারাঠীতে ইহার উচ্চারণ, ইংরাজী nut, but শব্দের u-এর মত। সিংহলীতেও এইরূপ।[২] তেলেগু ও মালয়ালম্ ভাষাতেও এই প্রকার শুনিয়াছি।

১। Grierson's Linguistic Survey of India, vol. VII. pp. 10, 21; vol. IX. p. 2. এক দিকে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা, অপর দিকে রাজস্থান ও কোঙ্কণ, ইহাদের মধ্যে এই উচ্চারণ-সাম্য কিরূপে হইল, অনুসন্ধেয়। এ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের (anthropologists) সাহায্য আবশ্যক।

২। স্বয়ং শুনিয়া এইরূপই মনে করিয়াছি, এবং De Silva'র কথাতেও (Hand Book of Sinhalese Grammar, p. I.) ইহাই বুঝায়; তিনি বলিয়াছেন, অকারের উচ্চারণ mamma শব্দের প্রথম a'র মত।

মনে হয়, বঙ্গভাষাতেও পূর্ব্বে স্থানে স্থানে অকারের এইরূপ খোলা উচ্চারণ ছিল। বাঙ্‌লায় অ কা ল (দুর্ভিক্ষ) অর্থে আ কা ল, অ কা চা অর্থে আ কা চা, অ কা টা অর্থে আ কা টা, অ গাঁ থা অর্থে আ গাঁ থা, ইত্যাদি শব্দ সুপ্রচলিত। এইরূপ অ ন্ধা র স্থানে আ ন্ধা র (শূ. পু, ১৭৬ পৃ), অ ব স্থা স্থানে আ ব স্থা (তুলঃ—দু রা ব স্থা ; শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে, পৃ ১৯, ইত্যাদি, আ ব থা) ; অ ভা গী স্থানে আ ভা গী (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, ৩৬০ ; আ ভা গি নী, ৩৪৪, ৩৪৬) শব্দও বাঙ্‌লায় প্রসিদ্ধ। সংস্কৃতের বি পা ক ফল বুঝাইতে বাঙ্‌লায় বা কা ল শব্দ চলিত আছে ; ইহার পূর্ব্ব রূপ বা হা ক া ল (মালদহে এখনো বলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও, পৃ ১৪৩, আছে). মূল রূপ ম হা কা ল।[১] ইহা দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বে এই সকল শব্দে অকারের খোলা উচ্চারণই ছিল, তাহাই ক্রমে একটু দীর্ঘ হইয়া অথবা দীর্ঘ না হইয়াই পরবর্ত্তীদের কানে আকার হইয়া ঠেকিয়াছে ও সাহিত্যেও তদনুরূপ লিখিত হইয়াছে। যে সকল বাঙালী হিন্দুস্থানী বা মারাঠী প্রভৃতির উচ্চারণ শুনিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, প্রসারিতভাবে উচ্চারিত অকার কেমন আকারের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় লিখিয়াছেন (শব্দকথা, ১১ পৃ), তিনি এক বিহারী পণ্ডিতের উচ্চারিত য ম শব্দকে যা মা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বৈদিক পণ্ডিতেরা যখন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী পাঠ করেন, তখন পার্শ্ববর্ত্তী শ্রোতারা স্পষ্টই শুনিতে পাইবেন, "তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য", "তস্মাদিত্যুত্তরস্য", "অলোঽন্ত্যস্য", "হলি চ" "খরি চ," ইত্যাদির অন্ত্য অকারটা আকার উচ্চারিত হইতেছে :—"পূর্ব্বস্যা" "উত্তরস্যা", "অন্ত্যস্যা," "হলি চা" ইত্যাদি।

দুর্ভিক্ষ অর্থে অ কা ল শব্দ হিন্দী ও উড়িয়ায় (৭০) আছে, (পাঞ্জাবীতে কাল, বাঙ্‌লা ও আসামীতে আ কা ল।[২] এখানে যদি কেহ বলেন, অকারের উচ্চারণ হিন্দীতে খোলা। হিন্দীতে এইরূপে উচ্চারিত অ কা লে র অকার বাঙালীর কানে আ ঠেকিয়া, তাহার নিকট আ কা ল শব্দ হইয়াছে এবং সেই সাদৃশ্যে আ কা টা প্রভৃতি নিষেধবাচক শব্দগুলি বাঙলায় দেখা দিয়াছে, তবে, তর্কের খাতিরে নিষেধবাচক শব্দগুলির সম্বন্ধে এ কথা মানিয়া লইলেও আ ন ন্দ (চণ্ডীদাস) প্রভৃতি ভাববাচক শব্দসমূহের জন্য অপর সমাধানের আবশ্যকতা থাকিয়াই যায়। এই সব স্থানে বলিতেই হইবে, বাঙালীদেরও নিকটে এই জাতীয় বিশেষ-বিশেষ শব্দে অকারের খোলা উচ্চারণই ছিল। ইহাই যদি হয়, তবে আ কা ল প্রভৃতির আকারের সমাধান করিবার জন্য হিন্দীর অনুকরণ অনুমান করা নিষ্প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কথা স্বভাবতই উপস্থিত হয়। ইহাতে দেখা যায়,

১। ইহা ছাড়া এরূপ আরো বহু শব্দ আছে।

২। যোগেশ বাবু অভিধানে বলিয়াছেন, হিন্দীতেও আকাল আছে। কিন্তু নাগরীপ্রচারিণী সভার প্রকাশিত হিন্দী শ ব্দ সা গ রে পাওয়া গেল না।

অ তি, অ ধি ক, অ ন ল, অ নে ক প্রভৃতি অকারাদি শব্দ অধিকাংশ স্থলেই আকারাদি লিখিত হইয়াছে; যেমন, আ তি, আ ধি ক, আ ন ল, আ নে ক, ইত্যাদি। ইহাতে অকারাদি শব্দগুলির মধ্যে মোট ৮৯টি মাত্র অকারাদি করিয়াই লিখিত হইয়াছে, এবং অন্যূন ৩৮৮টির আদ্য অকার স্থানে আকার করা হইয়াছে। অ ন ল লিখিত হইয়াছে ১ বার, কিন্তু আ ন ল লিখিত হইয়াছে ১৪ বার, অ তি আছে ১ বার, কিন্তু আ তি (তী) আছে ২৬ বার। আ ধি কা র (৯ বার), আ তি শ য় (১০ বার) প্রভৃতি বহু শব্দের মূল রূপ অ ধি কা র, অ তি শ য় প্রভৃতি তাহাতে মোটেই পাওয়া যায় না, সর্বত্রই আকার লিখিত হইয়াছে। অ-স্থানে আ লেখার অনুপাতটা এ পুস্তকে কিরূপ, তাহা ইহাতেই বুঝা যাইবে। ইহার কারণ কি? লিপিকর-প্রমাদ বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বাঙ্‌লায় অ-কার ও আ-কারের উচ্চারণে প্রচুর ভেদ, এবং যে-কোনো লোকের কানে ইহা সুস্পষ্টভাবে ঠেকে। হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণটা বাঙ্‌লা-প্রভৃতিতে সাধারণের নিকট যেমন সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অকার-আকারের উচ্চারণটা তেমন নহে। অতএব লিপিকরের এরূপ ভ্রম করার কারণ দেখা যায় না। তাই মনে হয়, স্বয়ং রচয়িতার কথা যদি আপাতত ছাড়িয়াই দেওয়া যায়, তাহা হইলে, যে লেখকের পুঁথিখানি আমরা পাইয়াছি, অন্তত তাঁহার কানে যে, অকারের উচ্চারণটা হিন্দীর ন্যায় খোলা বোধ হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যদি কাহারো নিকট শুনিয়া-শুনিয়া ঐ পদগুলি লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে যিনি শুনাইতেছিলেন, তিনি অ ন ল প্রভৃতির অকারকে খোলা ভাবেই উচ্চারণ করিতেছিলেন, বঙ্গীয় লেখক ঐ অকারকে আকার মনে করিয়া তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন। আবার যখন নিজের সঙ্কুচিত উচ্চারণের অভ্যাসে সেরূপ বোধ হয় নাই, তখন অকারই লিখিয়াছেন। যদি তিনি কোনো আদর্শ পুথি দেখিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই আদর্শ পুঁথিরও লেখকের এই দশাই হইয়া থাকিবে। যে ব্যক্তি অকারের প্রসারিত উচ্চারণের সহিত পরিচিত, সে অকারকে বারংবার আকার করিয়া লিখিতে পারে না—যদিও কচিৎ কখনো এরূপ হইতে পারে। যে-কোন রূপেই হউক, অকারের প্রসারিত উচ্চারণের সহিত এই ব্যাপারের সম্বন্ধ রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সংস্কারক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, (সম্পাদকীয় বক্তব্য, ১০ পৃ), "পুথিখানির ৭৩।২ পৃষ্ঠায় বাম পার্শ্বে তিন পঙ্‌ক্তি কা ই তি অক্ষরে সম্ভবতঃ কাহারো নাম হইবে।"১ কা ই তি অক্ষরের সংসর্গে বুঝা যাইতেছে, বিহারী ভাবা বা ঐ ভাবা-ভাষীর সহিত লেখকের কোনো নিকট সম্বন্ধ থাকিবে। সেই সম্বন্ধে অকার তাঁহার নিকট আকার প্রতীয়মান হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল রচয়িতাই যে, ঐরূপ লেখেন নাই, তাহাও বলিতে পারা যায় না।

১। এই কাইতি অক্ষরে কি লেখা আছে, বসন্ত বাবুর তাহা চেষ্টা করিয়া প্রকাশ করা উচিত ছিল। তিনি আরো ঐ স্থানে লিখিয়াছেন, "৬।২ ও ৭৩।২ পৃষ্ঠায় পা র্শী র মত কি লিখিত আছে।" এই লেখাটা পার্শীর মত, না ঠিক পার্শীই? পার্শী না হইলে তাহা কি? যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই বা কি? বসন্ত বাবু

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের উল্লিখিত শব্দসমূহের দ্বারা বুঝা যাইতেছে, তাহার ভাষায় অকারের প্রসারিত উচ্চারণ ছিল। ইহা দেখিয়া তাহার এই জাতীয় অপর শব্দগুলিকে ইহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিতে পারা যায় না। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পূর্ব্বপ্রদর্শিত ভিন্ন আরো অনেক আকারের প্রয়োগ রহিয়াছে; যেমন, ক ঙ্ক ণ স্থানে কা ঙ্ক ন, এইরূপ পা ঞ্চ (পঞ্চ), না ন্দ (নন্দ), ছা ন্দ (ছন্দ), দা ন্ত (দন্ত) ইত্যাদি। এ সকল স্থলে সংস্কৃত শব্দে অকার স্থানে আকার হইয়াছে। আবার প্রাকৃত শব্দেরও এইরূপ আছে; যেমন, সং পঙ্‌ক্তি, প্রাং প ন্তী, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পা ন্তী, ইহা হইতে পাঁ তি, ইহাও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে (১২, ৫৫) আছে।

চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়েও[১] এইরূপ আছে:— আ ঙ্গ ন (=অঙ্গন, ২।২, আ ঙ্গি না অথবা আ ঙি না এখনো চলে); আ ন্ত (=অন্ত, ৫।১); কা ঙ্ক ণ (=কঙ্কণ, ৩২।৩); কা পু র (=কর্পূর, প্রাং কপ্পূর, ২৮।৫); বা ন্ধ (=বন্ধ, ১।৪); পা ণ্ডি আ চা এ (=পণ্ডিতাচার্য্য, ৩৬.৫); সা ন্ধি (=সন্ধি, ১৭।৩, স ন্ধি ও আছে, ২৮।৭); তা ন্তী (তন্ত্রী, প্রাং তন্তী, ১৭।১); সা ঙ্ক ম (=সংক্রম, প্রাং সঙ্কম, ৫।২); ইত্যাদি।

শূন্যপুরাণ হইতেও কয়েকটি পাওয়া যায়:—আ ঙ্গা র (=অঙ্গার, ১২৬)[২]; তা ম (তাম্র, প্রাং তম্ব, ৮২)[৩]; তাঁ ডু ল (তণ্ডুল, ৬৪)[৪]।

সংস্কৃত ক ঙ্ক ণ, বাঙ্‌লা কাঁ ক ন।[৫] এখানে ক ঙ্ক ণ শব্দের ককারস্থিত অ যদি প্রসারিত-ভাবে উচ্চারিত না হইয়া সঙ্কুচিত ভাবে হয়, তাহা হইলে তাহার স্থানে আকার আসিতে পারে না। অথচ ইহা আসিয়াছে। প্রসারিত উচ্চারণই একটু দীর্ঘ হইয়া অকারকে আকার করিয়া ফেলিয়াছে। বলিয়াছি, সঙ্কুচিত উচ্চারণে এরূপ কিছুতেই হইতে পারে না, ইহাতে অকার

ইহা প্রকাশ করিলে ভাল হইত। আশা করি, এখনো পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিবেন। ইহা লিখিত হইবার পরে বসন্তবাবু সাক্ষাতে বলিয়াছেন যে, তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহ তাহা পড়িতে পারেন নি।'

১। বৌদ্ধ গান ও দোহা, পরিষৎ, ১৩২০। এই পুস্তকে একত্র প্রকাশিত চারিখানি পুস্তকের মধ্যে চ র্য্যা-চ র্য্য বি নি শ্চ য় কেই অতি প্রাচীন বাঙ্‌লা বলিতে পারা যায়, অন্য তিনখানিকে বাঙ্‌লা বলিয়া মনে হয় না।

২। অঙ্গারসমূহ অর্থে সংস্কৃতেও আ ঙ্গা র আছে, কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে শব্দটি সে অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, বাঙ্‌লার অন্যত্রও ইহার ঐ অর্থ প্রসিদ্ধ নাই।

৩। ত ম্র হইতে তাঁ ম্ব, তাঁ বা। হিং তা ম্বা, গুং তা ম্বু, পং তা ম্বা, মাং তা ম্ব, তা ম্বে। বাঙ্‌লার তা মা রূপ রচনা করিতেছে, প্রাকৃত ত ম্ব স্থানে তম্ম হইয়াছে, ইহা হইতে তা ম (শূ, পু, ৪৪, ১০৪), তা মা। ম্ব=ম্ম, যথা—অ ম্বু—অ ম্মু—অ ম্ম—আ ম।

৪। তাঁ ডু ল হইতে তাঁ উ ল (শূ পু, ৩৪ পৃ), ইহা হইতে চা উ ল।

৫। মারাঠীতেও তাই; গুজরাটীতে কাংকণী; আবার হিং ক ঙ্গ ন, কঁ গ না; গুং কং গ ণ, মাং কং ক ণী।

ঐরূপেই থাকে, অথবা ইহা যদি অধিকতর সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলে একাররূপে পরিণত হইয়া পড়ে। এইরূপেই সংস্কৃত ম ও ল শব্দ মো ও ল হয়, এবং তাহা হইতে আমরা মো ক ল পাইয়াছি। ক ঙ্ক ণ শব্দও যদি এইরূপে উচ্চারিত হইত, তাহা হইলে ক্রমশ কো ঙ্ক ণ১ হইতে আমরা কোঁ ক ন পাইতাম, কাঁ ক ন পাইতাম না, অথচ আমরা ইহা পাইয়াছি। কৃ ষ্ণ হইতে যখন আমাদের কা ন ও কা নু হইয়াছে, তখন বলিতেই হইবে, এখানে ক্রম-পরিবর্তনই এইরূপ :—

কৃ ষ্ণ
|
ক ণ্ হ বা ক ন্ হ
|
| | |
কা ণ্ হ অথবা কা ন্ হ২ কা ন্ হ৩
| |
কান কানু

এতাদৃশ স্থলে এক দিকে প্রাকৃত (কণ্ হ), অপরদিকে প্রাদেশিক বাঙ্‌লা (কান—কানু); ইহাদের মধ্যস্থলে যে একটি রূপ রহিয়াছে,—যাহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যাহা না হইলে পরবর্ত্তী রূপটি হইতেই পারে না,—তাহা সাহিত্যের মধ্যে সর্ব্বত্র ধরা পড়ে নাই। যেমন, কা জ অর্থে কা ম শব্দটি হিন্দী, বাঙ্‌লা, উড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী প্রভৃতি বহু ভাষাতেই আছে, পঞ্জাবীতে ইহা ক ম। ইহা সংস্কৃত ক র্ম হইতে ক্রমশ এইরূপে হইয়াছে,—ক র্ম—প্রা° ক ম্ম,—*কা ম্ম—কা ম। কিন্তু *কা ম্ম কোথাও প্রযুক্ত দেখা যায় না,৪ অথচ তাহা এক সময়ে নিশ্চয়ই ছিল, না থাকিলে কা ম কথাটা আমরা পাইতে পারি না, পঞ্জাবীর মত ক ম শব্দই আমরাও পাইতাম (পঞ্জাবীতে উচ্চারণের ভেদ আছে)। প্রাকৃতের বিকৃতির অর্থাৎ পরিবর্ত্তনের আরম্ভ এবং প্রাদেশিক (বাঙ্‌লা প্রভৃতি) ভাষাসমূহের সাহিত্যের উপযুক্তভাবে উৎপত্তি, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মধ্যবর্ত্তী শব্দসমূহ (কা ন্ হ, পা ঙ্ক, ছা ন্দ, দা ন্ত ইত্যাদি) কথিত হইত। প্রাচীন সাহিত্যসমূহের মধ্যে ইহাদের কতক-কতক প্রবেশ করিয়াছে। পরে যখন

১। দাক্ষিণাত্যে সহ্যাদ্রির পশ্চিমে সমুদ্র-উপকূলে কোঙ্কণ দেশ (বোম্বাই প্রদেশ) প্রসিদ্ধ। মনে হইতেছে, এই শব্দটি পূর্ব্বোক্তরূপে ক ঙ্ক ণ হইতেই হইয়াছে। বৃহৎসংহিতার (Bibliotheca Indica, 1865, ১৪,১২) কো ঙ্ক ণ শব্দের পাঠান্তরে ক ঙ্ক ণ শব্দও আছে। কোঙ্কণী ভাষায় অকারের সঙ্কুচিত উচ্চারণের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মহাভারত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণেও কো ঙ্ক ণে র নাম আছে। কেহ বলেন, এই নামটি দ্রাবিড়ী-মূলক বলিয়া বোধ হয়। Imperial Gazetteer of India, (New Edition, 1908) Vol XV. p. 304. নবপ্রকাশিত রাষ্ট্রৌঢ়বংশ মহাকাব্যে, ৩'১০ (Caekward's griental Series, No. 5) কু ঙ্ক ণ শব্দ আছে।

২। প্রাকৃতপিঙ্গল (Bibliotheca Indica) ১।৯; মার্কণ্ডেয় (প্রাকৃতসর্ব্বস্ব, ১৭-৮) এখানকার পাঠটি ধরিয়াছেন।

৩। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন উভয় স্থানেই আছে। হিন্দী প্রভৃতিতেও ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

৪। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়েও কা ম শব্দই আছে।

কালক্রমে শেষবর্ত্তী (অর্থাৎ কা ন, পাঁ চ, ছাঁ দ, দাঁ ত প্রভৃতি) শব্দ উৎপন্ন হইয়া চলিতে লাগিল, ভাষার প্রবাহ এই দিকেই বহিতে আরম্ভ করিল, সেই সময়ে মধ্যবর্ত্তী ও শেষবর্ত্তী উভয়ই শব্দ মিলিত হইয়া সেই সময়কার সাহিত্যে দেখা দিতে লাগিল। কচিৎ-কচিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দও তাহাতে অভ্যাস-পরম্পরায় ঢুকিয়া পড়িল। পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ কণ্‌হ প্রভৃতি শব্দ যখন মধ্যবর্ত্তী শব্দসমূহে পরিণত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন তখন লিখিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না, যাইতে পারে না। ইহার অনেক পরে হইয়াছে; যখন শেষবর্ত্তী শব্দসমূহ বহুলাংশে উৎপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আর মধ্যবর্ত্তী শব্দসমূহের প্রয়োগ-অভ্যাসও পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে—সে ধারা বন্ধ হইয়া যায় নাই, তখনই ইহা লিখিত হইয়াছে। অবশ্য চর্য্যা-চর্য্যবিনিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বহু পূর্ব্বে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এক শ্রেণীর শব্দ রহিয়াছে, যাহা খাঁটী প্রাকৃত, যেমন ক ন্ন (কর্ণ), পু ন্ন (পূর্ণ), স রো অ র (সরোবর), পো অ (পোত, পুত্র—পুত্ত—*পোত্ত—পোত), তী থ (তিত্থ, তীর্থ), খীর (ক্ষীর), ইত্যাদি। আর এক রকম শব্দ রহিয়াছে, যাহা একবারে বাঙ্‌লা, যেমন, না চু নী (নর্ত্তকী), ডা ক র (ডাগর, দীর্ঘ—দী ঘ র হইতে, তুল°—দী ঘ ল) ইত্যাদি। মধ্যবর্ত্তী পা ন্তী প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। এই তিন শ্রেণীর পদ পাশে পাশে চলিয়াছে। পা ন্তী—পাঁ তি, ক ন্ন—কা ন, পা ঞ্চ—পাঁ চ, চা ন্দ—চাঁ দ, (দীর্ঘ)—দী ঘ ল—ডা ক র, ইত্যাদি সবই একত্র প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহারও দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনাকাল সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য সমর্থিত হইবে। অতএব পা ন্তী প্রভৃতি শব্দের আকার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনা-সময়ে যে অকারের প্রসারিত উচ্চারণ ছিল, তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে না।

প্রসঙ্গত আর একটা কথা একটু আলোচনা করা যাউক। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আ চে ত ন, আ তি শ য়, আ নু ম তি ইত্যাদি শব্দের প্রথমই অকার আকার হইয়াছে, দ্বিতীয়টি হয় নাই; ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়, বাঙ্‌লায় সাধারণত শব্দের প্রথম স্বরে গুরুত্ব বা ঝোঁক (stress) প্রদান করার রীতিই ইহার কারণ হইতে পারে। এই গুরুত্ব প্রদানের সহিত প্রসারিত উচ্চারণ থাকায় অনভ্যস্ত শ্রোতার নিকট অকার আকার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। আলোচ্য শব্দসমূহের দ্বিতীয় অকারে গুরুত্ব প্রদানের অভাবেই সেরূপ হয় নাই। কখনো-কখনো কারণবিশেষে গুরুত্ব-প্রদান হেতু অথবা কারণান্তরে অনাদিভূত অকারও আকার হইয়াছে দেখা যায়; যথা, অ নু প ম স্থলে অ নু পা ম[১], ইহা প্রাচীন বাঙ্‌লায় প্রচলিত এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে (৪১, ২৯৭; আবার আ নু পা মা, ১২, ৬৮)।

দেখা যায়, কখনো-কখনো ছন্দো রক্ষার জন্য অকারকে আকার করা হইয়াছে; যেমন—

১। প্রকৃত স্থলে এ শব্দটি উপযুক্ত উদাহরণ না হইতে পারে; কেন না, উ প মা স্থলে উপাম শব্দ আছে:—"রাই-কানু-রূপের নাহিক উ পা ম। কুবলয় চান্দ মিলল এক ঠাম।"—প-ক-ত, (পরিষৎ), ১৯৭ পৃঃ, ২৯৯ পদ।

"ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
আ ন লে পুছিলে পন আ ন লে কাজ।"—প, ক, ত, (পরিষৎ), ১৭১পৃঃ, ২৫৪পদ।

"হরিণ ন য়া নি তেজি নিজ মন্দির
অবইতে সঙ্কেত ঠামা।"—গোবিন্দদাস ; ঐ, ২০৫পৃঃ, ৩১৯পদ।

এখানেও মূলভূত কারণ প্রসারিত উচ্চারণ।

বাঙ্‌লার ন্যায় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও অকার-স্থানে এইরূপ আকার দেখা যায়। যথা, সিংহলীতে—

সংস্কৃত	সিংহলী
অ নী ক	আ নী ক
ক পি ল	কা পি ল
ক ম্ব ল	কা ম্ব ল
ক লি ঙ্গ	কা লি ঙ্গ

হিন্দীতে—

সংস্কৃত	হিন্দী
আ ত র	আ তা র
অ ল স	আ লা স
অ মা ত্য	আ মা ত্য[১]

গুজরাটীতে—

সংস্কৃত	গুজরাটী
অ ধী ন	আ ধী ন

মারাঠীতে—

সংস্কৃত	মারাঠী
ক পা ট	কা বা ড়
ক পা ল	কা ব ল

অকারকে আকার করার এই রীতি পালি ও বিশেষত প্রাকৃতেও আছে। পালিতে যথা—

সংস্কৃত	পালি
অ ল কা	আ ল কা
অ লি ন্দ	আ লি ন্দ
প্র ক ট	(প ক ট=) পা ক ট
প্র ত্য মি ত্র	(প চ্চ মি ত্ত=) প চ্চা মি ত্ত

১। সংস্কৃত অভিধানেও ইহা উঠিয়াছে।

প্রাকৃতে উদাহরণ প্রচুর—

সংস্কৃত	প্রাকৃত
স মৃ দ্ধি	(স মি দ্ধি=) সা মি দ্ধি
অ ভি জা তি	(অ হি জা ঈ=) আ হি জা ঈ
প্র রো হ	(প রো হ=) পা রো হ
প্র সু প্ত	(প সু ত্ত=) পা সু ত্ত

ইত্যাদি অনেক। দ্রষ্টব্য—বররুচি, ১.২; হেমচন্দ্র, ৮. ১. ৪৪; শুভচন্দ্র, ১. ২. ৮, মার্কণ্ডেয়, ১.২; ত্রিবিক্রম, ১.২.১০; লক্ষ্মীধর, ১.২.১১; সিংহরাজ, ৮.৮।

অশোকের কলসী-স্থিত শিলালেখেও (Rock Eliot, Kalsi) এই রীতির প্রচুর প্রভাব লক্ষিত হয়। গিরনার, শাহাবাজগড়ি, মনসেহরা প্রভৃতির লেখের সহিত কলসার লেখের তুলনা করিলে স্পষ্টই ইহা বুঝা যাইবে। অন্যান্য লেখে যেখানে পি য়ে ন, হি দ, অ থ, স ব ত, চ, অথবা এতাদৃশ অপর কিছু আছে, কলসীতে সেখানে প্রায়ই পি য়ে না, হি দা, অ থা, স ব তা, চা, ইত্যাদি পাঠ আছে। ইহাকে আকস্মিক বলা যায় না। এখানে পূর্ব্বোক্ত বৈদিক পণ্ডিতের অষ্টাধ্যায়ী পাঠেরই কথা মনে হয়। বৈদিক মন্ত্রসমূহেরও কথা মনে পড়ে। যথা—"গৃহং গহমহনা যাত্য চ্ছা, দিবে দিবে অ ধি না মা দধানা" (ঋ°স°, ১.১২৩.৪)। এখানে অ চ্ছা=অ চ্ছ, না মা=না ম।

বৈদিক ও লৌকিক উভয় সংস্কৃতেও এইরূপ আছে। তুলনীয়:—ছ গ (তৈ°স°, ৬.২.৯.৪) ও ছা গ (ঋ°স° ১.৬২.৩; বা°স° ১৯.৮৯,২১.৪০,৪১; শত°ব্রা° ৩.৩.৩.৪); ছ গ ল (তৈ.স' ৫.৬.২২.১; দ্র:—পাণিনি, ৪.১১.১৭) ও ছা গ ল; চ র ও চা র; প ট চ্চ র ও পা ট চ্চ র; প টী র ও পা টী র (চন্দন)[১]। সংস্কৃতে অকারের বৃদ্ধি আকার, ইহাও চিন্তনীয়।

প্রসঙ্গত একটা কথার উল্লেখ করিয়া যাইব। স্বরকে মাত্রা হিসাবে হ্রস্ব দীর্ঘ-প্রভৃতি ভেদে ভাগ করা চলে। সংস্কৃতে ইহা পুরা মাত্রায় আছে, এবং তদনুসারে লেখাও চলে। কিন্তু কেবল বাঙ্লায় নহে, হিন্দী-মারাঠী প্রভৃতি ভাষাসমূহেও সাধারণত হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রার ভেদ তিরোহিত হইয়াছে, দীর্ঘ স্বরসমূহও হ্রস্ববৎ উচ্চারিত হইয়া থাকে—বিশেষ বিশেষ স্থল ছাড়া। একটা উদাহরণ দিই, তি নি, ন দী; এখানে ইকার উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, ঈকারও উচ্চারণ করিতে ততটুকু লাগে, বেশী লাগে না। তাই ইকার ও ঈকারের মাত্রা এখানে সমান—যদিও তাহাদের আকৃতি বা বর্ণ ভিন্ন। এইরূপে ঈ, ঊ যেমন বস্তুত যথাক্রমে ই, উ হইয়াছে, এবং এমন কি, সংস্কৃত শব্দেরও বানানে প্রাদেশিক ভাষায় ঈ ঊ স্থানে যথাক্রমে ই, উ লিখিত হয়, আকারও সেইরূপ হ্রস্ব হইয়া হ্রস্ব আকার, বা যাহা একই কথা, অকার হইয়া যায়। এই অকার অবশ্য প্রসারিত অকার। পাঞ্জাবী হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি:—

১। বিচার করিয়া আমার ধারণা হইয়াছে যে, ছ গ, ছ গ ল প্রভৃতিই প্রথমে হইয়াছে।

বাঙ্লা প্রভৃতি[1]	পাঞ্জাবী
আ কা শ	অ কা স
কা ম (কাজ)	ক ম
কা ল (সময়)	ক ল
সা ত	স ত
সা প	স প

এখানে আবার অশোকের শিলালেখের কথা মনে পড়ে। মনসেহ্‌রা ও শাহাবাজ-গড়ির (Mansehra & Shahabazgarhi) শিলালেখে আ, ঈ, ঊ নাই, সর্ব্বত্রই ইহাদের স্থানে যথাক্রমে অ[2] , ই, উ লিখিত হইয়াছে। চীনা অক্ষরে যে সংস্কৃত লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও আ, ঈ, ঊ দেখা যায় না।

এইবার অকার সম্বন্ধে আর একটা কথা আলোচনা করিয়া এই পাঠ সমাপ্ত করিব। বাঙ্লায় বহু স্থলে অকার গ্রস্ত হয়, অর্থাৎ থাকিলেও তাহা না থাকার মত, উচ্চারিত হয় না; যেমন, হা ত, এখানে তকার-স্থিত অকার গ্রস্ত। কেবল বাঙ্লা নহে, এক উড়িয়া ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত প্রাদেশিক আর্য্য-ভাষাতে ইহা রহিয়াছে। ইংরাজীতে ab*le*, ho*le*, g*ate* প্রভৃতি শব্দের *e* বর্ণের সহিত ইহার তুলনা করিতে পারা যায়।

মানুষ যে ভাষায় নিজের ভাব প্রকাশ করে, যাহা লইয়া তাহাকে দিন-রাত চলিতে হয়, সে তাহা যত দূর পারে, স্বভাবতই সহজ-সরল ও ছোট-খাট করিয়া লয়; যত শীঘ্র তাহা দ্বারা কাজ চালাইয়া লইতে পারে, তাহার চেষ্টা করে,—ঠিক যেমন লোকে নিজের যান-বাহনকে যত দূর পারে, দ্রুতগামী করিয়া লয় বা পথকে যত দূর সম্ভব হয়, সোজা করিয়া লয়। স্বরকে যে স্থানে পরিত্যাগ করিলে কোনো পদের অর্থ-বোধে বাধা হয় না, অথচ তাহার উচ্চারণটা দ্রুত হইয়া যায়, সেখানে সেই স্বর (প্রায় অ, ই, উ) পরিত্যক্ত হয়। ইহা একটা কথ্য ভাষার প্রাণবত্তার লক্ষণ। ব্যবহারের পক্ষে ইহা খুবই উপযোগী।

অকারের এইরূপ গ্রস্ত ভাব বৈদিক ভাষাতেও থাকিবার কথা এবং আছেও। পরবর্ত্তী সংস্কৃতেও প্রচুর উদাহরণ আছে। কয়েকটি উল্লেখ করা যাউক। রা জ ন্‌+অ স্‌=(রা জ-ন স্‌=রা জ্‌ ন স্‌=) রা জ্ঞঃ (ঋ° স° ১.৯১.৩; ১২২.১৫. ইত্যাদি); রা জ ন্‌+এ= (রা জ নে=রা জ্‌ নে=) রা জ্ঞে (ঋ° স° ১.৫৩.১০, ইত্যাদি)। এতাদৃশ স্থলে জকার-স্থিত

১। হিন্দী, বিহারী, মারাঠী, গুজরাটী। প্রথম তিনটি শব্দ মূলত সংস্কৃত, বলা বাহুল্য।

২। আমি ইহা পণ্ডিত শ্রীরামাবতার পাণ্ডে, সাহিত্যাচার্য্য, এম এ, মহাশয়ের প্রকাশিত প্রি য় দ র্শি-প্র শ স্তি (Piyadasi Inscriptions with Sanskrit, English Translations, Edited by Rama-vatara Sharma, Patna, 1915,) পুস্তকের পাঠ দেখিয়া বলিতেছি। ইহার পাঠ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, অতএব ইহা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, উহাতে শাহাবাজগড়ির ১২শ ও ১৪শ লেখের এক-এক স্থানে দে বা নং পাঠ আছে, অন্যত্র সর্ব্বত্র দে ব নং।

অ প্রথমে গ্রস্ত ও পরে একবারে লুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ লো ম ন্+অ স্=(লো ম ন স্= লো ম্ ন স্ =) লো ম্নঃ (ঋ° স° ১০.১৬৩.৬), না ম ন্+আ= (না ম না=না ম্ না=) না ম্না (ঋ° স° ৬.১৮.৭) ; মূ র্ধ ন্+অ স্=(মূ র্ধ ন স্= মূ র্ধ্ ন স্=) মূ র্ধ্নঃ (ঋ° স° ৬.১৬.১৩); এইরূপ ধা ম ন্ হইতে ধা ম্না (ঋ° স° ৯.৩৯.১), সা ম ন্ হইতে সা ম্না (ঋ° স° ৮.৯৫.৭); ইত্যাদি, ইত্যাদি। লৌকিক সংস্কৃতেরও এই-জাতীয় পদ স্মরণীয়, এবং ইহার সমর্থক পাণিনি-সূত্রও (৬.৪.১৩৪-১৩৭) দ্রষ্টব্য। আবার মা স+ভ্যাম্= (মাস-ভ্যাম্=মাস্-ভ্যাম্=মাঃ ভ্যাম্) মা ভ্যা ম্, ইত্যাদি পদেও সকারস্থিত অকার প্রথমে গ্রস্ত ও পরে লুপ্ত (পাণিনি, ৬.১.৬৩)।[১] বাজসনেয়িসংহিতায় (৩০.১৬) ন ড্ ব লা (নলবতী) মূলত ন ড ব লা (নড়=নল)। ডকারস্থিত অকার প্রথমে গ্রস্ত, পরে লুপ্ত। মৈত্রায়ণীসংহিতায় (৪.৯.৮) কু মু দ্ ব ৎ শব্দও এইরূপ মূলত কু মু দ ব ৎ। লৌকিক সংস্কৃতে কু মু দ্ব তী সুপ্রসিদ্ধ, বলা বাহুল্য, ইহা বস্তুত কু মু দ ব তী। মূল শা দ ব ল হইতে শা দ্ব ল সংস্কৃতে সুপ্রচলিত। ন ড় ব ৎ হইতে ন্ ড্ব ৎ এবং বে ত স ব ৎ হইতে বে ত স্ব ৎ শব্দও (পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ১১.১৪.২০) আছে। পাণিনিও ইহা ধরিয়াছেন (৪.২.৮৭-৮৮)। মা হি ষ্ম তী নগরীর নামটি মূলত ম হি ষ ব ৎ শব্দ হইতে জাত ম হি ষ্ম ৎ হইতে হইয়াছে। মাং স প চ ন স্থানে ঋগ্বেদে (১.১৬২.১৩) মা ং স্ প চ ন, এবং মা ং স পা ক স্থলে লৌকিক সংস্কৃতে মা ং স্ পা ক (কারিকা, "মাংসস্য পচি যুড্ ঘঞোঃ," পাণিনি, ৬.১.১৪৪ ; দ্রষ্টব্য বার্ত্তিক, ঐ, ৬.১.৬৩)। ঋগ্বেদে (১.১৬২.৮. ইত্যাদি) আছে র শ না (রশ্মি, রজ্জু), কিন্তু বাজসনেয়িসংহিতায় (১.৩০, ইত্যাদি) রা স্ না। শাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণের ভাষ্যে (?) ম দ ব ৎ স্থানে ম দ্ ব ৎ লিখিত হইয়াছে ; ঋগ্বেদেও (৮.৯২.১৯ ; ৯.৮৬.৩৫) আনন্দপ্রদ অর্থে ম দ ব ন্ স্থলে ম দ্ ব ন্, এবং স ম দ ব ন্ (৬.১৮.২) স্থলে স ম দ্ ব ন্ আছে। ঋগ্বেদের ম ন্ ধা তৃ (১০.২.২) খুব সম্ভব ম ন (ঃ) ধা তৃ, যেমন ম ন্ ম থ বস্তুত ম ন (ঃ) ম থ ভিন্ন কিছু নহে। প্র ত ন স্থলে প্র ত্ন, নূ ত ন স্থলে নূ ত্ন এইরূপেই হইয়াছে। জ গ ম তুঃ প্রভৃতি স্থলে জ গ্ ম তুঃ প্রভৃতি পদও এই প্রসঙ্গে আলোচনীয়।

ইহার দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইবে, প্রাদেশিক ভাষাসমূহে অকারের গ্রস্তভাব বৈদিক ভাষা

১। পাণিনির এই সূত্র অবলম্বন করিলে এতাদৃশ আরো উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, দ ন্ত+ভি স্= (দ ন্ত্ ভি স্=অনুনাসিক ন লোপে দ ত্ ভি স্=) দ দ্ভিঃ। কিন্তু যদিও ঋগ্বেদে (৬.৭৫.১১) দ ন্তঃ, এবং অথর্ব্ববেদে (৪.৩.৬) দ ন্তাঃ ও দ ন্তৈঃ (১১.৪.৬) আছে, তথাপি মূলত ইহাকে বৃ হ ন্ত্ প্রভৃতি শব্দের -ন্তায় অন্ত্ (অৎ) প্রত্যয়ান্ত অ দ ন্ত্ (অদৎ) শব্দ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। √ অ স্ হইতে অলোপে যেমন স ন্ত (সৎ) হয়, √অদ্ হইতে সেইরূপ অ-লোপে দ ন্ত্ হয় (Macdonell's Vedic grammar, p, 190, note) সায়ণের এক স্থানের (ঋ° স° ৪.৬.৮) ব্যাখ্যাতেও ইহা সমর্থিত হয়, তিনি লিখিয়াছেন,—"দন্তন্=অদন্তং হবিষাং ভক্ষকম্। ষট্+দন্ত হইতে ষো ড় ৎ পদও (পাণিনি, ৬.৩.১০৯, বার্ত্তিক ৩) ইহাই সমর্থন করে (ষট্ + অদৎ=ষোড়দৎ=ষোড়অৎ=ষোড়ৎ)। অন্যথা ডকারে অকার কোথা হইতে আসিল ?

হইতেই ক্রমে ক্রমে আসিয়া দেখা দিয়াছে। বঙ্গভাষায় অকার কোথায় গ্রস্ত হয়, তাহা পরবর্ত্তী পাঠে আলোচনা কবিব।

(২)

১। পূর্ব্বে বলিয়াছি, অকার স্থানে-স্থানে গ্রস্ত হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ উচ্চারিত হয় না; বঙ্গভাষায় কোথায় ও কিরূপে ইহা এই প্রকার হইয়া থাকে, এখন আপনাদের নিকটে তাহারই আলোচনা করিব।

২। ইহা আলোচনা করিতে হইলে অ ক্ষ র[১] (অর্থাৎ ইংরাজী Syllable) সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার; অতএব প্রথমত এই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিয়া লইতে হইবে। (১) অ ক্ষ র বলিতে প্রধানত স্বরকে বুঝিতে হয়। যেমন, অ, আ, ই, ইত্যাদি; ইহারা প্রত্যেকে এক-একটি অক্ষর। (২) এই অক্ষর ব্যঞ্জনেরও সহিত যুক্ত হইতে পারে; (ক) যেমন, মা, এখানে মকারের সহিত আ স্বর একটি অক্ষর। (খ) অথবা যেমন, উ ৎ এখানে তকারের সহিত উকার একটি অক্ষর। (গ) অথবা আবার যেমন, বা ক্; এখানে পূর্ব্বের ব ও শেষের ক, এই উভয়কে লইয়া আকার একটি অক্ষর। অতএব অক্ষর প্রথমত দুই প্রকার; শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যঞ্জনে অযুক্ত; এবং মিশ্র অর্থাৎ ব্যঞ্জনে যুক্ত। মিশ্র অক্ষর আবার ত্রিবিধ; পরে ব্যঞ্জন-যুক্ত, পূর্ব্বে ব্যঞ্জন-যুক্ত, এবং পূর্ব্বে ও পরে উভয়তই ব্যঞ্জন-যুক্ত।

৩। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, অন্যের কোনো সাহায্য না লইয়া স্বয়ং অর্থাৎ নিজে-নিজেই রা জি ত বা প্রকাশিত হয় বলিয়া স্বরের নাম স্ব র। আর অন্যের (অর্থাৎ স্বরের) দ্বারা ব্য ঞ্জ ন অর্থাৎ প্রকাশ হয় বলিয়া ব্যঞ্জনের নাম ব্য ঞ্জ ন। ব্যঞ্জন স্বরকে ছাড়িয়া থাকিতেই পারে না। হয় আগে, না হয় পরে, কিঞ্চিৎ ব্যবধানেও স্বরকে থাকিতেই হইবে; স্বরই ইহাকে ব্যক্ত করিয়া আমাদের শ্রবণগোচর করাইয়া দেয়। বলিতে পারা যায়, স্বর প্রাণ এবং ব্যঞ্জন শরীর। অতএব সিংহলীতে স্বর ও ব্যঞ্জনকে যে, যথাক্রমে প ণ কু রু ও গ ত কু রু অর্থাৎ প্রাণাক্ষর ও গাত্রাক্ষর বলা হয়, তাহা খুবই ঠিক।

৪। অক্ষর বা স্বর উচ্চারিত হইবার সময় নিজের পূর্ব্বের ও পরের ব্যঞ্জনসমূহের মধ্যে যে কয়টাকে পারে, নিজের সুবিধামত টানিয়া লইয়া যায়। ব্যঞ্জন-সংসর্গ-স্থলে প্রত্যেক স্বরেরই এই কাজ; প্রত্যেকেই এইরূপ আগে-পিছের ব্যঞ্জন লইয়া উচ্চারিত হয়। তবে একটা পদের মধ্যে অনেকগুলি অক্ষর বা স্বর ও অনেকগুলি ব্যঞ্জন থাকিলে, কোন্ স্বরের

১। প্রাতিশাখ্যসমূহ ("সস্বরোঽক্ষরম্"—বা° প্রা° ১,৯৯-১০২; তৈ° প্রা° ২১·১, ইত্যাদি; ঋ° প্রা° ১ম পটল, "অনুস্বারো ব্যঞ্জনঞ্চাক্ষরাঙ্গম্" ইত্যাদি, কাশী, ২৯—৩০ পৃ) আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যাইবে, ইংরাজীতে যাহা Syllable, সংস্কৃতে তাহার নাম অ ক্ষ র। বর্ত্তমান পাঠে অ ক্ষ র শব্দে সর্ব্বত্র ইহাই বুঝিতে হইবে। অ-আ, ক-খ ইত্যাদি সাধারণত প্রসিদ্ধ অক্ষরকে (letter) আমরা ব র্ণ শব্দে উল্লেখ করিব। অক্ষর-সম্বন্ধে যে কয়টি মন্তব্য প্রকাশিত হইতেছে, তাহা সমস্তই উল্লিখিত প্রাতিশাখ্যসমূহ হইতে গৃহীত।

ভাগে কোন্ ব্যঞ্জন পড়িবে, সময়ে-সময়ে ইহা লইয়া গোলমাল হইতে পারে, এবং সেই জন্য একই পদের কখনো-কখনো ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ হইয়া থাকে,—যদিও সব উচ্চারণেই ঐ পদের সমস্ত বর্ণই উচ্চারিত হয়।

৫। দীর্ঘ, এখানে এই শব্দে ঈকার ও অকার দুইটি স্বর, দুইটি অক্ষর। ঈকার উচ্চারিত হইবার সময় কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী দকারকেই নহে, পরবর্ত্তী রকারকেও লইয়া উচ্চারিত হয়। এইরূপ শেষের অকার নিজের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘকারকেও লইয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। আমরা উচ্চারণ করি দী র্-ঘ। এখানে প্রথমে দী ও পরে র্ঘ অংশ উচ্চারণ করিলে ঠিক হয় না, হইতে পারেও না। কারণ, এইরূপে উচ্চারণ করিয়া দেখুন, বাধা-অনুভব হইবে। যে পথ স্বাভাবিক ও অভ্যস্ত, তাহাতে যাইতে বাধা ঠেকে না; যাহা অস্বাভাবিক, তাহাতে বাধা হইবেই—যদিও ইহাকে অতিক্রম করিতে পারা যায়, কিন্তু এই অতিক্রম করার অসুবিধাটা অনুভব না করিয়া পারা যায় না।

(ক)। যদি কোনো ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে ও পরে উভয়তই স্বর থাকে, তবে সে স্থলে ঐ ব্যঞ্জন পর স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়। যেমন, ত প ন। এখানে পকারের পূর্ব্বে ও পরে অকার আছে, এই জন্য তাহা পরের অকারের সহিত উচ্চারিত হয়, পূর্ব্বের অকারের সহিত নহে। আমরা উচ্চারণ করি ত-পন, তপ্-অন নহে। সংস্কৃত হিসাবে এখানে ত-প-ন-, এই তিনটি অক্ষর; বাঙ্‌লা হিসাবে অর্থাৎ শেষ অকারকে গ্রস্ত ধরিলে, দুইটি অক্ষর ত-প ন্।

(খ)। যদি কোনো ব্যঞ্জনের শেষে স্বর না থাকে, তবে তাহা পূর্ব্বেরই স্বরের সহিত উচ্চারিত হইবে। যেমন, স ৎ। এখানে পরে স্বর না থাকায় হসন্ত ত পূর্ব্বের অকারের সহিত উচ্চারিত হয়। এখানে একটি মাত্র অক্ষর, স ৎ।

(গ)। যদি পূর্ব্বে কোনো স্বর না থাকে, তবে, বলা বাহুল্য, সেই ব্যঞ্জন পরের ব্যবহিত বা অব্যবহিত স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়। যেমন, ফু ল্, স্ফু ট। ফু ল শব্দের অন্ত্য অকার গ্রস্ত বলিয়া ইহাতে একটি মাত্র অক্ষর, ফু ল্; কিন্তু স্ফু ট শব্দের অ গ্রস্ত নহে বলিয়া ইহাতে দুইটি অক্ষর, স্ফু-ট-।

(ঘ)। যেখানে ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে সংযোগ থাকে, সেখানে পূর্ব্বে স্বর থাকিলে, সংযোগের পূর্ব্ব-বর্ণটি ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরের সহিত, এবং পর বর্ণটি পরের স্বরের সহিত উচ্চারিত হয়। যেমন ক ষ্ট। এখানে ষকারে-টকারে সংযোগ; ষকার পূর্ব্বের স্বর ককার-স্থিত অকারের সহিত, এবং টকার পরবর্ত্তী স্বর নিজস্থিত অকারের সহিত উচ্চারিত হয় ক ষ্-ট-, ক-ষ্ট- নহে। এইরূপে এখানে দুইটি অক্ষর, ক ষ্ ও ট।

৬। এক-একটি ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, এক একটি স্বর উচ্চারণ করিতে তাহার অন্যূন দ্বিগুণ সময় আবশ্যক হয়। অতএব যদি কোনো শব্দ কম সময়ে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে স্বরকে যত দূর সম্ভব কমাইয়া দিলেই তাহা সহজে হইতে পারে। পূর্ব্বের পাঠে বলিয়াছি, লৌকিক ব্যবহারে মানুষ, যত শীঘ্র পারে, নিজের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা

করে, ইহা তাহার স্বাভাবিক। মানুষ নিজের যান-বাহন, যত দূর পারে, দ্রুতগামী করিয়া লইয়া, যত দূর সাধ্য, সোজা পথে যাইবার চেষ্টা করে। কেন না, তাহার যাওয়াটাই লক্ষ্য, তা সে যত শীঘ্র যাইতে পারে, ততই ভাল। সে যখন দেখিল, স্বরের উচ্চারণে অধিক সময় লাগে, তখন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই স্বরের মাত্রাকে (ক) কমাইয়া দিতে, (খ) বা একেবারে স্বরটিকেই অন্তর্হিত করিয়া দিতে তাহাকে প্রেরণা করিল। প্রয়োজনবশত সে স্থানে-স্থানে এইরূপ করিতে লাগিল। বা-দ-ল- বলিতে তিন অক্ষরে যে সময়টা লাগে, সে সেখানে শেষের অক্ষর ছাড়িয়া দুই অক্ষর করিয়া খানিকটা সময় কমাইয়া লইল; উচ্চারণ করিল বা-দ-ল·। ছু-টি-ল-, এখানে তিনটি অক্ষর, মাঝের অক্ষরটি ছাড়িয়া দিয়া দুই অক্ষর করিয়া লইল—ছু ট-ল-; একটু সময় বাঁচিয়া গেল। ভা-ই- এখানেও দুইটি অক্ষর; একটি অক্ষর ছাড়িয়া একটিমাত্র রাখা হইল—ভা ই'। এখানে ইকারের মাত্রা কমাইয়া, ইহাকে পূর্ব্ববর্ত্তী আকারেরই অঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাই, "ভাই' ভাই', ঠাঁই' ঠাঁই';" খাই', পাই', চাই', ইত্যাদি স্থলে প্রত্যেক পদে এক-একটি করিয়া অক্ষর। দুইটি করিয়া অক্ষর ধরিলে হইবে "ভা-ই- ভা-ই-, ঠাঁ-ই- ঠাঁ-ই-," ইত্যাদি। এরূপ করিলে উচ্চারণ বিলম্বিত হয়, কিন্তু মানুষ তাহা সাধারণ ব্যবহারে চায় না। বা-উ-ল-, তিন অক্ষর, ইহাকে দুই অক্ষর করিয়া আমরা বলি বা-উ ল·। শেষে ঈকার যোগ করিলে বস্তুত হয় বা-উ-লী-, তিন অক্ষরই থাকে। কিন্তু তাড়াতাড়ি বলিতে গিয়া ইহারও একটি (অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তীটি) অক্ষর ছাড়িয়া দিয়া, এবং এইরূপে ইহার মাত্রাকে কমাইয়া দিয়া পূর্ব্বের অক্ষরের সহিত মিশাইয়া দিই, এবং উচ্চারণ করিয়া থাকি বা উ'-লী-। পূর্ব্বে অক্ষর-বিভাগ ছিল বা-উল·, পরে অক্ষর-বিভাগ হইল বা উ'-লী, যদিও উভয় স্থলে দুইটির বেশী অক্ষর নাই। এইরূপ চ-ও-ড়া-; আ ও-ড়া-; এখানেও মূলত তিন-তিন অক্ষর; কিন্তু দ্রুত উচ্চারণে মধ্যবর্ত্তী অক্ষর বাদ পড়ায় তাহার স্বরের মাত্রা কমাইয়া দিয়া পূর্ব্বের অক্ষরের সহিত ইহাকে মিশাইয়া দেওয়া হয়, আর অবশিষ্ট দুই অক্ষরে আমরা উচ্চারণ করিয়া থাকি চ ও'-ড়া-, আ ও'-ড়া-। অন্যত্রও এইরূপ।

৭। এখানে আর একটা কথা আলোচনা করিবার আছে। পূর্ব্বেরই উদাহরণ ধরা যাউক, (১) বা-উ ল·; ও (২) বা উ'-লী-। বলিয়াছি, যদিও উভয় স্থলে দুই-দুইটি করিয়া অক্ষর রহিয়াছে, তথাপি ইহাদের অক্ষর-বিভাগে ভেদ আছে। (১) প্রথম শব্দটির প্রথম অক্ষর বা; কিন্তু (২) দ্বিতীয়টির প্রথম অক্ষর বা উ'। এইরূপে (১) প্রথমটির দ্বিতীয় অক্ষর উ ল·; কিন্তু (২) দ্বিতীয়টির দ্বিতীয় অক্ষর লী। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, ইহা ভাষার স্বভাব বা স্বাভাবিক শক্তি (The Genius of the Language)। যদি দুই-দুই অক্ষরে ঐ শব্দ দুইটি উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐরূপ ভিন্ন, অন্য কোনোরূপে অক্ষর-বিভাগ করিতে পারা যায় না। শব্দ উচ্চারিত হইবার সময় নিজে নিজেই যেরূপে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা মনে করে, সেইরূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। যাঁহারা অকারের গ্রস্ত উচ্চারণে অভ্যস্ত, বা উ ল· উচ্চারণে তাঁহাদের ঐরূপ অক্ষর-বিভাগ না করিলে গত্যন্তর নাই, উহা ভিন্ন আর কোনো-

রূপে বিভাগ হইতে পারে না। যদি বা উ'-লী শব্দের মত বা উ ল· শব্দেরও প্রথম অক্ষর বাউ' করা যায়, তাহা হইলে শেষের ব্যঞ্জন লকার উচ্চারিত হইতে পারে না, কারণ, তাহার অকার গ্রস্ত বলিয়া স্বরের অভাবে উচ্চারণ করা অসম্ভব হয়। তবে যদি লকারের অকারকে গ্রস্ত করা না হয়, তাহা হইলে বা উ'-ল- এরূপ অক্ষর-বিভাগ অবশ্যই হইবে। কিন্তু অকারান্ত শব্দের অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না, অথচ মধ্যবর্ত্তী অক্ষর মাত্রাহ্রাসে পূর্ব্ব অক্ষরের অঙ্গীভূত হইয়া যাইবে, প্রাদেশিক আর্য্যভাষাসমূহে এরূপ পদ্ধতি আছে বলিয়া আমার জানা নাই, এবং বিশ্বাসও হয় না। এক উড়িয়া১ ছাড়া আর সমস্ত ভাষাতেই সাধারণত বিশেষ-বিশেষ স্থলে অকার গ্রস্ত হইয়া থাকে। অকার গ্রস্ত হইলে আলোচ্য শব্দে উকারটি কিছুতেই পূর্ব্ব অক্ষরের অঙ্গীভূত হইতে পারে না, হইলে শেষের লকারের উচ্চারণই অসম্ভব, ইহা বলিয়াছি। আরো, যে ভাষায় অকার গ্রস্ত হয় না, তাহাতে অন্যান্য স্বরের ঐরূপ মাত্রার ন্যূনতা হয় না। আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যাউক; (১) বা দ ল· ও (২) বা দ· লা। (১) প্রথম শব্দটির অক্ষরবিভাগ বা-দ-ল· ; কিন্তু (২) দ্বিতীয়টির হইতেছে বা দ·-লা-। দুই-দুই অক্ষরে এই শব্দ দুইটি উচ্চারণ করিতে হইলে, এইরূপ ভিন্ন কোনো বিভাগ হইতে পারে না। মূলত উভয় শব্দেই তিনটি করিয়া অক্ষর আছে। কিন্তু ব্যবহারে দ্রুত উচ্চারণ জন্য একটি অক্ষর পরিত্যক্ত হইয়াছে; (১) প্রথম শব্দটির শেষের, ও (২) দ্বিতীয় শব্দটির মধ্যের অক্ষর বাদ পড়িয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। শব্দ নিজেই নিজের সরল-সুগম পথ কাটিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়ে, ইহাতে মানুষের কোনো কৌশলই

১। আধুনিক উড়িয়াতেও অকার গ্রস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে হয়, এই পদ্ধতি তাহাতে অল্প দিনেই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে। রায় মধুসূদন রাও বাহাদুর কৃত একখানি ইস্কুল-পাঠ্য পুস্তকে (বা ল বো ধ, ১৯১৭) দেখিলাম, নিম্নলিখিত শব্দগুলি হসন্ত চিহ্ন দিয়া লিখিত হইয়াছে:—ঠিক্, খুব্, ঝুল, ("ঝুল্ হাতী ঝুল্"), স ল্ স ল্, দে খ্, ক ম্, দ প্ দ প্, চি ৎ, ইত্যাদি। Grierson সাহেবের Linguistic Survey of India পুস্তকে (Vol. v, Part II. p. 431, ll. 41-42) রোমক অক্ষরে ভি ত র· কু, বা হার· কু (bhitar-ku, bāhār-ku) লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূল উড়িয়া হস্তাক্ষরের যে প্রতিলিপি লিখিত আছে, তাহাতে ঐরূপ হসন্ত লিখিবার কোনো চিহ্নও নাই। মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর আচার্য্য মহাশয় (১৯৯৮) ঐ লেখাটি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাই মনে হয়, তিনি নিজের (?) বাঙ্‌লা উচ্চারণের প্রভাবেই ঐরূপ করিয়া থাকিবেন। এই লেখাতেই তিনি আরো এক স্থানে এইরূপ করিয়াছেন (p. 429. l. 33)। আমরা যেখানে পা ও য়া বলি বা লিখি, উড়িয়ায় সেখানে পা বা (অন্তস্থ ব) লেখা হয়। কিন্তু উড়িয়া হস্তাক্ষর ও তাহার রোমকাক্ষরে পরিবর্ত্তন, উভয় স্থলেই পা ও য়া লিখিত হইয়াছে। রোমকাক্ষরে ইহা শোধনও করা হইয়াছে, "pāoyā (pāwā)।" শ্রদ্ধেয় যোগেশ বাবু আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন (কটক, ১২.২. ১৯১৮)—"ওড়িয়ায় শব্দান্ত অ গ্রস্ত হইবার কথা নহে; কিন্তু ইদানী দীর্ঘ শব্দেরও অ প্রায়ই গ্রস্ত হইতেছে। যেমন সমাচার্—উচ্চারিত হয় সমাচার্। তিন অক্ষরের শব্দের অ গ্রস্ত হয় না; দুই অক্ষরের ত কথাই নাই; কদাপি হয় না (কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রায় বাহাদুরের পুস্তকে ইহাও দেখিতেছি,—লেখক) একটা মজার কথা এই যে, তিন অক্ষরের তকারান্ত ও সংযুক্ত ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অ ইদানী প্রায়ই গ্রস্ত হইতেছে। যেমন, বিখ্যাত—বিখ্যাৎ, বিশুদ্ধ—বিশুদ্ধ ইত্যাদি। এই সব ব্যভিচার এখনও সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। যোটের উপর অকার গ্রস্ত হয় না।"

খাটে না। কিন্তু তাহা হইলেও, শব্দ যে, নিজের পথ নিজেই কাটিয়া লয়, তাহাতেও একটা নিয়ম থাকে, উচ্ছৃঙ্খল ভাবে, যা-ইচ্ছা-তাই করিয়া কিছুই করে না। চেষ্টা করিলে মানুষ সেই নিয়ম বাহিরও করিতে পারে। অতএব আমরাও একটু চেষ্টা করিয়া দেখিব।

৮। (ক) যেমন কাহাকেও কোথাও তাড়াতাড়ি যাইতে হইলে সে নিজের আগে-পিছে যাহা কিছু অত্যাবশ্যক জিনিস পায়, যত দূর পারে, লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, স্বরও সেইরূপ দ্রুত চলিয়া যাইবার সময় নিজের পূর্ব্বের ও পরের ব্যঞ্জনকে যত দূর পারে, নিজের সঙ্গে টানিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

(খ) কিন্তু যদি দেখে যে, কোনো জিনিসটা সে নিজে না লইয়া গেলেও, তাহার পেছনে-পেছনেই আর এক জন তাহা লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া আছে, তাহা হইলে সে নিজে ঐটা ছাড়িয়া দিয়াই পূর্ব্বে যাহা পাইয়াছিল, তাহাই লইয়া বাহির হইয়া পড়ে; আর যদি পূর্ব্বে কিছু না থাকে, খালি হাতেই চলিয়া যায়।

(গ) এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও যাইবার সময় লক্ষ্য করিয়া যায় যে, অপর কেহ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে কি না; যদি না থাকে, তবে যাহা কিছু অবশ্য বহনীয় বাকী থাকে, সে টান দিয়া লইয়া বাহিরে ছুটিয়া যায়।

(ঘ) আর যদি অপর কেহ থাকে, তবে তাহার জন্য পরের জিনিস রাখিয়া দিয়া, আগেকার মধ্যে তাহার জন্য যাহা কিছু থাকে, লইয়া ছুট দেয়।

(ঙ) পূর্ব্ব ও পরের লোকের মধ্যে পরের লোকটি যদি অধিকতর ভারবহনক্ষম হয়, তাহা হইলে শেষ ভারটা পরেরই উপর পড়ে, এবং পূর্ব্বটির তখন কাজ করিবার কিছু থাকে না বলিয়া সরিয়া পড়ে, বা গা-ঢাকা দিয়া থাকে।

(চ) এই যাত্রীদের সকলেরই একটা প্রধান লক্ষ্য এই থাকে যে, বহনীয় আবশ্যক জিনিসগুলি সবই লইয়া যাইতে হইবে, কিন্তু লোক যত কমাইতে পারা যায়, ততই ভাল। কেন না, যে পথে তাহাদিগকে যাইতে হইবে, তাহা অতি-সঙ্কীর্ণ, তাহাতে এক-একবারে একটির বেশী লোক যাইতে পারে না, তাই এক-এক জন পরে-পরে গেলে আবশ্যক জিনিসগুলি লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। আর সেগুলি না পৌঁছিলে আসল কাজও হয় না। তাই তাড়াতাড়ি কাজ করিবার জন্য যত অল্প লোকে পারে, জিনিসগুলি বহিয়া লইয়া যায়।

প্রকৃত আলোচ্য বিষয়ে অবশ্য বহনীয় জিনিস হইতেছে ব্যঞ্জন, এবং তাহাদের বাহক হইতেছে স্বর। কয়েকটি উদাহরণ দিয়া এই কথাটা পরিষ্কার করা যাউক।

৯। বা দ; এখানে মূলত দুইটি স্বর, তাই দুইটি অক্ষর বা-দ-। বলিয়াছি, স্বর ছাড়া ব্যঞ্জনের প্রকাশই হয় না। দ্রুত উচ্চারণের ইচ্ছায় প্রথম স্বর (বকারস্থ আকার) বহির্গত হইয়া যাইবার সময় নিজের আগের (ব্) ও পরের (দ্) ব্যঞ্জন দুইটাকে (যেন এক সঙ্গে দুই দিকে দুই হাতে ধরিয়া,) লইয়াই চলিয়া যায় (ক)। শেষের স্বরের (দকারস্থ অকারের) আর কিছু করিবার থাকে না; কেন না, আর কোনো বহনীয় ব্যঞ্জন থাকে না; তাই তাহাকে

অবসর দিয়া—গ্রস্ত করিয়া পূর্ব্বের স্বর নিজে সমস্ত কাজ চালাইয়া লইয়া (চ), সব দিকেই সংক্ষেপে সুবিধা করিয়া ফেলে।

বা দ ল. ; এখানে মূলত তিনটি স্বর, তিনটি অক্ষর বা-দ-ল-। প্রথম স্বর (বকার-স্থিত আ-) যাইবার সময় দেখিতে পায়, তাহার পরে আরো একাধিক স্বর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। তাই সে, সংক্ষেপ করার কথাটা মনে থাকিলেও (চ), কেবল প্রথম ব্যঞ্জনটা (বকার) লইয়াই চলিয়া যায় (খ)। দ্বিতীয় স্বর (দকার-স্থিত অ) যাইবার সময়, সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্য বলবৎ থাকায় (চ), তৃতীয় স্বরের আর কোনো অপেক্ষা না করিয়া তাহাকে অবসর দিয়া—গ্রস্ত করিয়া দিয়া, নিজেই আগে-পিছের দুই ব্যঞ্জন (দ ও ল) লইয়া চলিয়া যায় (গ)।

রা মা য় ণ. ; এখানে মূলত চারিটি স্বর, চারিটি অক্ষর রা-মা-য়-ণ। এখানেও প্রথম ও দ্বিতীয় স্বর এক-একটি করিয়া ব্যঞ্জন লইয়া চলিয়া যায় (ঘ)। সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্য থাকায় (চ) তৃতীয় স্বর অগত্যা আগে ও পিছের দুই ব্যঞ্জন লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়ে। চতুর্থ স্বর পরিশেষে গ্রস্ত হয়।

বা দ লা ; এখানে মূলত তিন স্বর, তিন অক্ষর বা-দ-লা-। সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্য প্রথম হইতেই থাকে (চ), এবং তদনুসারেই উচ্চারণ পরিচালিত হইয়া থাকে। এখানে পূর্ব্বস্বর দেখে যে, মধ্যম স্বর অপেক্ষা অন্তিম স্বরটি ভারবহনে (গুরু বলিয়া[1]) অধিকতর সমর্থ (ঙ), তাই মধ্যম স্বরের কোনো অপেক্ষা না করিয়া নিজে প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যঞ্জন লইয়া চলিয়া যায়। অন্তিম স্বর আ অন্তিম ব্যঞ্জনকে লইয়া যায়। মধ্যম স্বরের কাজ থাকে না, ইহা গা-ঢাকা দিয়া সরিয়া গিয়া গ্রস্ত হইয়া পড়ে।

১০। এই বিষয়টিকে আর এক রকমে কল্পনা করিয়া দেখিতে পারা যায়। সকলেই জানেন, চার-পাঁচটি টাকা টেবিলের উপর এক সারে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া সাজাইয়া যদি অপর একটা টাকা বা অন্য কোনো জিনিস দ্বারা ঐ সারের প্রথম টাকাটায় একটু আঘাত করিয়া বা ধাক্কা দিয়া বেগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, শেষের টাকাটা সরিয়া গিয়াছে, আর তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের টাকাটা একটু ফাঁক হইয়াছে। আলোচ্য স্থলে স্বরের সম্বন্ধেও এই নিয়ম। স্বরে বেগ সঞ্চারিত হইয়া আসিতে আসিতে শেষের স্বরটাকে একবারে সরাইয়া দিয়া অব্যবহিত পূর্ব্বের অর্থাৎ উপান্তের স্বরটাকে একটু ফাঁক করিয়া দেয়। এবং এই জন্যই উপান্ত্য স্বরটি মূলত লঘু থাকিলেও গুরু হইয়া যায়। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। আ-ব-র-ণ- ; এখানে প্রবৃত্ত স্বরবেগ আ হইতে আসিতে-আসিতে অন্ত্য-স্বরকে অর্থাৎ ণ-কারস্থিত অকারকে নিজের স্থান হইতে একবারে দূরে সরাইয়া ফেলে, আর উপান্ত্য অর্থাৎ রকারস্থিত অকারকে একটু ফাঁক করিয়া দেয়। যথা, আ ব র্-অণ্ - অ।

১। অকার ভিন্ন যে-কোন স্বর থাকিলেই এইরূপ কার্য্য হয়।

অন্ত্য স্বরটা বেশী দূরে সরিয়া পড়ায় তাহা উচ্চারিত হয় না, কিন্তু উপান্ত্য স্বর কিঞ্চিন্মাত্র ফাঁক হওয়ায় তাহাকে আমরা একটু টান দিয়া উচ্চারণ করিতে পারি এবং সেই জন্যই, ঐ একটু টান পড়াতেই, উহা গুরু হয়। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, দুই অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণত সমস্ত শব্দেরই অন্ত্য অকার গ্রস্ত হইয়া থাকে। যেমন, রা ম·, রা ব ণ·, রা মা য় ণ·, পা র লৌ কি ক·, বৈ য়া ক র ণি ক·।

১১। শেষের অকারটাই যে, কেবল গ্রস্ত হয়, তাহা নহে। ঐ প্রবৃত্ত বেগ যে স্বরকে সরাইবার উপযুক্ত শক্তি ধারণ করে, তাহাকেই সরাইতে পারে। বর্ণ বা আকৃতিতে নহে, যদি কোনো কারণবিশেষে শেষের স্বরটা গুরুতর হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বরবেগ তাহাকে সরাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে শেষ টাকাটার উপরে যদি কোনো বেশী ভারি জিনিস রাখা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বপরিমিত বেগ সঞ্চারিত হইলেও শেষের টাকাটা একটুও সরিবে না। জ্ঞা তি হইতে জ্ঞা ত·, অ তি থি হইতে অ তি থ·; এখানে ইকারও সরিয়া গিয়াছে। বেগটা যে, কখন্ কাহার নিকট কি-পরিমাণ হয়, তাহা বলা যায় না; ইহা বিভিন্ন-বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন-বিভিন্ন-পরিমাণ হয় এবং সেই জন্যই তাহার কার্য্যও বিভিন্ন হয়।

১২। এই প্রক্রিয়ায় অন্ত্য স্বর যেখানে সম্পূর্ণভাবে সরিয়া না-ও যায়, সেখানে তাহার অন্তত মাত্রারও কিছু হ্রাস হইবেই। চা লা ই', ক রা ই'; চা লা ও', ক রা ও'; এখানে স্পষ্টতই অন্ত্য স্বরের মাত্রার হ্রাস হইয়াছে।

১৩। কিন্তু ইহা কল্পনা এবং তাহাও অসম্পূর্ণ।[১] কল্পনা ছাড়িয়া আমরা এখন বস্তুতত্ত্বের আলোচনা করিব। ভাষায়, বিশেষত কথ্য ভাষায় শব্দের অক্ষর-বিশেষকে উ দা.ত্ত (accented or stressed) করা, অর্থাৎ শব্দের কোনো একটি অক্ষরে বিশেষ একটু বেগ্ বা ঝোঁক দেওয়ার পদ্ধতি আছে। শব্দের রূপ পরিবর্ত্তনে ইহার প্রভাব সামান্য নহে। ইহাতে হ্রস্ব দীর্ঘ হয় বা দীর্ঘ হ্রস্ব হয়; লঘু গুরু হয়, বা গুরু লঘু হয়; অথবা কাহারো মাত্রা কমে, কাহারো বা তাহা বাড়ে; আবার কাহারো বা একবারে সত্তাই অন্তর্হিত হইয়া যায়।

১৪। মনে রাখিতে হইবে, এই যে, বেগ বা ঝোঁক দেওয়া, ইহা বরাবরই একরূপ নহে; অর্থাৎ শব্দটা যখন প্রথম গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন তাহার যে অক্ষরে প্রাচীনেরা ঝোঁক দিয়া উচ্চারণ করিতেছিলেন, এখন,—তাহা গড়িয়া উঠিবার পর, আমরাও যে, ঐ শব্দটির ঠিক ঐ স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় ঝোঁক দিয়া উচ্চারণ করি, বা ঐরূপ ঝোঁক দিতেই হইবে, তাহার কোনো নিয়ম নাই। প্রাচীনেরা যেখানে ঝোঁক দিয়াছিলেন, আমরা সেখানে দিতেও পারি, না-ও পারি। আবার আমাদের অধস্তন পুরুষেরা আমাদের পদ্ধতি অনুসরণ করিতেও পারে, না-ও পারে। অতএব বলিতে হইবে, ঝোঁক দেওয়াটা নানা কারণে পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১। অন্ত্য স্বরের সম্বন্ধে এই কল্পনাটি চলিলেও মধ্যবর্ত্তী স্বরের গ্রস্ততা সম্বন্ধে ইহা খাটিতে পারে না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক[১]। কা না[২] ('এক চক্ষুহীন') শব্দে আজকাল আমরা প্রথম অক্ষরে ঝোঁক দিয়া থাকি (´কা না), কিন্তু পূর্ব্বে যখন ইহা কা ন অ (সং কা ণ, কা ণ ক ; প্রাং কা ণ অ অথবা কা ন অ) ছিল, তখন ইহার ঝোঁক ছিল মধ্যম অক্ষরে অর্থাৎ নকার-স্থিত অকারে। এই ঝোঁক থাকাতেই দুইটি অকার একত্র মিলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ঝোঁকটা আসিয়া এই মিলনটিকে—সন্ধিটিকে ঘটাইয়া দিয়াছে। যেমন দুইখানি লৌহশলাকা উপযুক্ত-রূপ লাল টক্-টক্ করিয়া গরম করিবার পর উপর্য্যুপরি রাখিলেও, হাতুড়ির ঘা না দিলে জোড়া লাগে না, সেইরূপ দুইটা অকার পূর্ব্বে পর-পর থাকিলেও বেগের অভাবে একত্র মিলিত হইতে পারিত না। হাতুড়ির ঘায়ে লৌহ দুইখানি যেমন লাগিয়া যায়, বেগের প্রভাবে অকার দুইটিও সেইরূপ লাগিয়া গিয়াছে এবং এইরূপেই কা না পদটি হইয়াছে। এখানে প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, বাঙালীর অকারের ওকার-প্রবণতার উৎপত্তির পূর্ব্বে বা উৎপন্ন হইয়া পুষ্টিলাভের পূর্ব্বেই এই শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই জন্য হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতিতেও ইহা দেখা যায়। (গুজরাটীতে ইহা কা ণু)। বাঙ্লার ওকার-প্রবণতা উৎপত্তির পরে যদি ঐ কা ন অ শব্দের পরিবর্ত্তন হইত, তাহা হইলে, আমরা ভা ল, ছো ট, ব ড়, ইত্যাদি শব্দের ন্যায় হ্রস্বতম ওকারান্ত-রূপেই ঐ শব্দটিকে পাইতাম, এবং উচ্চারণ করিতাম কা ণ'। এই কা না বা কা ণা শব্দ সিংহলী ও উড়িয়াতে ক ণা। সিংহলীতে বিশেষণ ক ণ শব্দও আছে। কিরূপে ইহা হইল, তাহা একটু পরেই বুঝা যাইবে। এখানে কথা হইতেছে এই যে, শব্দ-সমূহের প্রকৃতি আলোচনা করিবার সময় উ দা ত্তী ক র ণে র (accentuation) অর্থাৎ ঝোঁক দেওয়ার কেবল বর্ত্তমান পদ্ধতিই ধরিলে চলিবে না, প্রাচীনকেও ধরিতে হইবে।

১৫। জলে ঢিল ফেলিয়া বা অন্য কোনো উপায়ে তরঙ্গ উৎপাদন করিলে, সেই তরঙ্গ প্রথম উৎপত্তি-স্থান হইতে যত-যত দূরে যায়, তত-ততই ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। স্বরবিশেষকে উদাত্ত করিলে ঐ বেগটাও ঠিক সেইরূপে ক্রমশ ক্ষীণতর হইয়া পড়ে। Daniel Jones সাহেবের মত (The Pronunciation of English, 1911, p 57, § 206) একটা উদাহরণ দিতে পারা যায়। প্রথম ঝোঁকটার মাত্রা বুঝাইতে যদি ১ সংখ্যা দেওয়া হয়, এবং তাহার পরবর্ত্তী ক্ষীণ-ক্ষীণতর-ক্ষীণতম মাত্রাগুলি বুঝাইতে যদি ক্রমিক ২, ৩, ইত্যাদি সংখ্যা দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের ´আ মা নি ('কাঁজি') শব্দের বেগের মাত্রা এইরূপে লিখিতে পারা যায় :—´আ¹ মা² নি³। পর-পরবর্ত্তী বেগের মাত্রা এত অল্প যে, সাধারণত তাহা অনুভব হয় না, এবং সেই জন্যই তাহা গণ্যও হয় না, এবং তাহার কার্য্য-কারিত্বও কিছু

১। উ দা ত্ত (accented) অক্ষর বুঝাইবার জন্য সাধারণত (´) চিহ্ন প্রযুক্ত হয়, কিন্তু বাঙ্লায় ইংরেফের সহিত গোলমাল হইতে পারে বলিয়া ইউরোপীয় পদ্ধতি-বিশেষ অনুসারে (যেমন, Daniel Jones সাহেবের Pronunciation of English নামক পুস্তকে) (ˈ) এই চিহ্নটি এখানে গৃহীত হইয়াছে। Sweet সাহেবের প্রযুক্ত (ı) চিহ্ন বাঙ্লা অক্ষরে ভাল দেখায় না।

২। ঈদৃশ স্থলে আমি ন (দন্ত্য) লেখার পক্ষপাতী, যদিও প্রাকৃত-বিশেষেও ইহা মূর্দ্ধন্য হয়।

থাকে না। বেগটা প্রথম যে স্থানে লাগে, সেই স্থানেই অনুভূত হয়, এবং সেই জন্যই অব্যবহিত পূর্ব্বের বা পরের অক্ষরে তাহারই প্রভাব লক্ষিত হয়। অব্যবহিত অক্ষরকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যবহিত অক্ষরে (প্রায়ই ?) তাহার কোনো ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৬। এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অনেক আছে, কিন্তু আজ অন্য বিষয়ের আলোচনার মধ্যে তাহা সম্ভব বা সঙ্গত নহে বলিয়া, সময়ান্তরের জন্য আর সব বাখিয়া দিয়া, কয়েকটি মাত্র অবশ্য-বক্তব্য কথা বলিয়া যাইতেছি। আমাদের প্রাদেশিক আর্য্যভাষাসমূহ দেখিলে বোধ হয়, পূর্ব্বে সাধারণত শব্দের অন্ত্য বা উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়িত। কা না শব্দে ইহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। এইমাত্র বলিয়া আসিলাম, কা না বা কা ণা সিংহলী ও উড়িয়ায় ক ণা। কিন্তু কিরূপে ইহা হইল ?

১৭। কাহারো যদি মোট চারিটিমাত্র টাকা থাকে, আর তাহা দুই জনকে ভাগ করিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে দাতা সমান-সমান ভাবে দুই-দুই টাকা করিয়া প্রত্যেককে দিতে পারেন। কিন্তু যদি কাহাকেও বেশী দিয়া ফেলেন, তবে অন্যকে অবশ্যই কিছু কম দিতে হয়। শব্দ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। প্রত্যেক পদের জন্য শব্দের মোট মাত্রা নির্দ্দিষ্ট থাকে। ইহা হইতে কোনো অক্ষরে কিছু বেশী গেলে, অন্য অক্ষরে স্বভাবতই কিছু কম পড়িবে। যাঁহারা এখন কা না উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট প্রথম অক্ষর অর্থাৎ ককারস্থিত আ দ্বিতীয় অক্ষর অর্থাৎ নকারস্থিত আ অপেক্ষা কিছু দীর্ঘতর, এবং শেষ অক্ষর নকার-স্থিত আ প্রথম অক্ষর হইতে সেই পরিমাণ কিছু হ্রস্বতর যদিও আকৃতিতে বা বর্ণে উভয়কেই একইরূপে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু যাঁহারা (সিংহলী ও উড়িয়া গণ) ক ণা উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট দ্বিতীয় অক্ষর প্রথম অক্ষর অপেক্ষা কিছু দীর্ঘতর, এবং সেই জন্যই প্রথম অক্ষর দ্বিতীয় অক্ষর অপেক্ষা সেই পরিমাণ কিছু হ্রস্বতর। এখন হ্রস্ব আকারও যা, আর অকারও তাই। ভেদের মধ্যে এই যে, বাঙ্‌লা-প্রভৃতিতে এখানে (কা না-স্থলে) শেষের হ্রস্ব আকারটাকে বর্ণত পরিবর্ত্তন করিয়া, অর্থাৎ অকার করিয়া লেখা হয় নাই, আর সিংহলী-উড়িয়াতে (পূর্ব্বের হ্রস্ব আকারে) তাহা হইয়াছে। সিংহলী ও উড়িয়ায় শেষের অক্ষরে ঝোঁক পড়ে, এবং সেই জন্য অন্ত্য স্বরকে দীর্ঘ করিয়া পড়িবার রীতি আছে। সেই জন্যই বাঙ্‌লার অসমাপিকা ক্রিয়া আ সি, রা খি, ছা ড়ি প্রভৃতি উড়িয়ায় অ সি", র খি", ছ ড়ি" প্রভৃতি হয়, এবং ছা তি, রা জা, কা লা প্রভৃতি যথাক্রমে ছ তি", র জা", ক লা" প্রভৃতি হইয়া থাকে। এখানে সর্ব্বত্রই অন্ত্য স্বর দীর্ঘ উচ্চারিত হইয়া থাকে। সিংহলীতে বিশেষণ ক ণ শব্দও আছে বলিয়াছি। এখানে ক ণা শব্দও যা, ক ণ শব্দও বস্তুত তাই। বাঙ্‌লা ও উড়িয়ায় অকারের সঙ্কুচিত উচ্চারণ, কিন্তু সিংহলীতে হিন্দী-মারাঠী প্রভৃতির ন্যায় তাহার প্রসারিত উচ্চারণ, ইহা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। এখন শেষ স্বরটা অর্থাৎ আলোচ্য পদে ণকার-স্থিত অকারটা প্রসারিত ভাবে দীর্ঘ উচ্চারিত হইলে ক ণা ও ক ণ শব্দের মধ্যে কোনো ভেদই পাওয়া যাইবে না। এইরূপেই আমাদের রা জা স্থলে উড়িয়ারা যেখানে র জা লেখেন, সিংহলীরা সেখানে র জ লিখিয়া

থাকেন। এইরূপেই আমাদের পা প, সিং প ব ; গা ভ (সং গর্ভ, প্রাং গ ব্ ভ), সিং গ ব ; প্রা ণ (প্রাং পা ণ) সিং প ণ ; দাঁ ত সিং দ ত ; রা ঠ বা রা ঢ় (সং রা ষ্ট্র, প্রাং র ট্ ঠ) সিং র ঠ ইত্যাদি। আবার আমাদের গা ছ, উং গ চ্ছ, সিং গ ছ বা গ স। বুদ্ধের মৃত্যুর বৎসরে (৫৩৪ খ্রী. পূ.) সীহবাহুর (সিংহবাহুর) পুত্র বিজয় সাত শত সহচরের সহিত সিংহলে অবতীর্ণ হইয়া সেখানে রাজ্য বিস্তার করেন। সীহবাহুব মাতামহ ছিলেন বঙ্গদেশের রাজা, এবং মাতামহী ছিলেন কলিঙ্গরাজের কন্যা (মহাবংস, ৬ ১)। তাঁহার সময়ে সিংহল কলিঙ্গের অপর সংযোগেরও সুযোগ হইয়াছিল (Turnour's Mahawanso, vol I. Appendix V.)। পরে (৩০ খ্রী. পূ. অশোক মহেন্দ্রকে ধর্ম্মপ্রচার জন্য সেখানে প্রেরণ করেন। তখন কলিঙ্গের তাম্রলিপ্তি (পালি তামলিত্তী) বন্দর হইতেই সিংহলে যাতায়াত চলিত (মহাবংস, ১১·৩৮)। যত দূর দেখিয়াছি, পালি-সাহিত্যে সর্ব্বত্র তাম্রলিপ্তি হইতেই সমুদ্রযানের কথা বলা হইয়াছে। সিংহলে সংঘমিত্ত্রার সহিত বোধিদ্রুম পাঠাইবার সময় অশোক, পাটলিপুত্র হইতে প্রথমে নৌকায় তাম্রলিপ্তিতেই আসেন ও সেখান হইতে তাহা জাহাজে তুলিয়া দেন (মহাবংস, ১৯. ৬-১৬)। কলিঙ্গের রাজধানী দন্তপুর হইতে সিংহলে বুদ্ধের দন্তধাতু প্রেরিত হইয়াছিল, ইহাও তাম্রলিপ্তি বন্দরে জাহাজে উঠান হয় (দাঠাবংস, কুমারস্বামী, ৩. ৪১)। অতএব বঙ্গের, বিশেষত কলিঙ্গ-উৎকলের ভাষার প্রভাব সিংহলী ভাষায় যে থাকিবে, তাহা অসঙ্গত নহে।

১৮। একটু পুনরুক্তি হইলেও বিষয়টি আরো কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিবার জন্য আমরা আর একটি উদাহরণ দিব। মূলত সং দী প হইতে দী প ক, প্রাং দী ব অ। ইহার অন্ত্য বা উপান্ত্য স্বরে ঝোঁক লাগায় পূর্ব্ববৎ শেষের অকার দুইটি মিলিয়া আ হইল, এবং নূতন পদ উৎপন্ন হইল দী বা। অন্ত্য স্বর আকারে আবার ঝোঁক পড়িল, এবং ঈকার অপেক্ষা ইহা দীর্ঘতর বা গুরুতর ভাবে উচ্চারিত হইতে লাগিল। এই জন্য আকারের মাত্রা কমিয়া গেল। এইরূপে আমরা মারাঠীতে দেখিতে পাইলাম দি বা, হিন্দীতেও দি বা ও দিয়া (ব লোপে য হইয়াছে); উভয়ত্রই হ্রস্ব ইকার। গুজরাটীতেও তাই (যেমন, দি বা বখত, 'দীপের সময়', 'সন্ধ্যাকাল'; দি বা স লী, 'দেশলাই')। বাঙ্লাতেও দি য়া। কিন্তু পাঞ্জাবীতে লিখিত দেখা যায়—দী বা। হিন্দী ও বাঙ্লাতেও অভিধানে হ্রস্ব ইকার দীর্ঘ ঈকার উভয়ই দেখা যাইবে। কিন্তু এতাদৃশ স্থলে চোখ অপেক্ষা কানের উপর নির্ভর করিতে হইবে বেশী। শব্দের ধ্ব নি আলোচনায় চোখ অপেক্ষা কানেরই প্রামাণ্য অধিক। তাই বর্ণে বা লেখায় কোনো-কোনো স্থানে ঐরূপ দীর্ঘ দেখা গেলেও বস্তুত তাহা হ্রস্ব। আবার যাহা বর্ণে হ্রস্ব দেখা যায়, ধ্বনিতে হয় ত তাহা বস্তুত দীর্ঘ। পাঞ্জাবী ও বাঙ্লার সংখ্যাবাচক তি ন শব্দের ইকার বস্তুত দীর্ঘ [সংস্কৃত ত্রী ণি, প্রাকৃত তী ণি শব্দের ইকার লোপে (ইকার লোপের কারণ পরে বলা হইবে) ঐ পদটি হইয়াছে।] তি নি ও তি ন শব্দ পাশাপাশি উচ্চারণ করিয়া দেখুন। বর্ণের ত প্রমাণের অভাব নাই। হিন্দী ও মারাঠীতে লিখিতও হয় তী ন। উড়িয়াতে লিখিত হয় তি নি, কিন্তু উচ্চারিত হয় তি নী—দীর্ঘ ঈ। (আসামীতেও তি নি,

কিন্তু স্থানে-স্থানে অর্থাৎ ট-ঠ, ড-ঢ ও দকারান্ত শব্দ পরে থাকিলে তি ন। সিংহলীতে তু ণ। গুজরাটীতে ত্র ণ, কিন্তু হিন্দী মারাঠীর ন্যায় তী ন শব্দও চলিয়াছে।) অতএব এতাদৃশ স্থলে কানেরই উপর বেশী নির্ভর করিতে হইবে।

১৯। দেখা যায়, মারাঠীতে কেবল উচ্চারণে নহে, লেখাতেও এই নিয়মকে সবিশেষ অনুসরণ করা হইয়াছে। বিভক্তি-যোগে উপান্ত্য ঈকার ও ঊকারের হ্রস্ব বিধানের ইহাই মূল (Appaji Kashinath Kher : Marathi Grammar, § 279, p. 157)। যেমন, সংস্কৃত কু ড্য- অথবা কু ড্য ক- হইতে ক্রমপরিবর্ত্তনে মারাঠীতে কূ ড়, 'দেয়াল'। ইহা হইতে কু ড়া স, 'দেয়ালকে'। সং দে ব কু ল-, প্রাং দে উ ল-; কিন্তু মাং দে ঊ ळ। মারাঠীতে অন্ত্য অকার গ্রস্ত হওয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী উকার দীর্ঘ হইয়াছে; কিন্তু প্রাকৃতে ঐরূপ না হওয়ায় হ্রস্বই আছে। মারাঠী দে ঊ ळ হইতে স, বা আস বিভক্তি-যোগে দে উ ळা সং, 'দেউলকে'; দীর্ঘ ঊকার, হ্রস্ব উকার হইয়াছে। এইরূপ অনেক।

২০। ঝোঁক যখন উপান্ত্য অক্ষরে পড়ে, তখন সেই অক্ষরটিই প্রবল হইয়া পরবর্ত্তী অক্ষরকে দুর্ব্বল করে। ম ধু, এখানে দুই স্বর, দুই অক্ষর। উপান্ত্য বা আদ্য অক্ষর মকার স্থিত অ। ইহার উপর ঝোঁক পড়ায় যখন ইহা একটু প্রবল হইয়া উঠিল, এবং এক-একটু করিয়া ইহাকে দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করা হইল, তখন পরবর্ত্তী অক্ষর অর্থাৎ উকার মাত্রাহ্রাসে শনৈঃ শনৈঃ নিজের সত্তা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিল, এবং হিন্দী-মারাঠী, পাঞ্জাবী-গুজরাটীতে মঁ ধ এই আকার ধারণ করিয়া বসিল। কেহ যদি কান পাতিয়া শুনেন, তবে বুঝিতে পারিবেন, মকারস্থিত অ এখানে দীর্ঘ উচ্চারিত হইতেছে। এইরূপে সংস্কৃতে রা শি, প্রাং রা সি হইতে হিন্দী-মারাঠী, পাঞ্জাবী-গুজরাটীতে রা স, বাঙ্‌লাতেও তাই, ভেদের মধ্যে এই যে, শেষের উষ্ম বর্ণটিকে আমরা তালব্য উচ্চারণ করি —রা শ, যথা, 'এক রা শ চুল'। এইরূপে সং রীতি হইতে হিং মাং গুং পাং বাং রী ত, এবং আপনারা সকলেই জানেন, অ তি থি, জ্ঞা তি, জা তি, ও রা ত্রি (সং রাত্রি, প্রাং র ত্তি,) শব্দ স্থানে বাঙ্‌লায় যথাক্রমে অ তি থ, জ্ঞা ত, জা ত ও রা ত শব্দের প্রয়োগ হয়। তুল:—সং *অ হো রা ত্রি, *দি বা রা ত্রি হইতে যথাক্রমে অ হো রা ত্র, দি বা রাত্র; *পু ণ্ড রী কা ক্ষি হইতে পু ণ্ড রী কা ক্ষ, ইত্যাদি।

২১। অকার কিরূপে গ্রস্ত হয়, এখন তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। অন্ত্য বা উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়ে বলিয়াছি। অকারান্ত শব্দের উপান্ত্য অক্ষরেই ঝোঁক পড়ে। প্রাকৃতের জো ব্ব ণ- (সং যৌ ব ন) কথাটি ইহা সমর্থন করিবে। উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়াতেই বকারের দ্বিত্ব হইয়াছে।[১] জ ল-, এখানে দুইটি স্বর, দুইটি অক্ষর। উপান্ত্য অক্ষর জকার-

১। কিন্তু ন ব ল্ল- 'নবীন', এ ক ল্ল- 'একলা' প্রভৃতি শব্দের দ্বিত্ব অন্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়া সূচনা করিতেছে। পূর্ব্বে এইরূপই ছিল, উপান্ত্য বর্ণে ঝোঁক দেওয়া পরে হইয়াছে, ইহাই মনে হয়। এ সম্বন্ধে সময়ান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

স্থিত অ, ঝোঁক পড়ায়, যেই ইহা প্রবল হইল, লকার-স্থিত অ অমনি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। অনন্তর প্রথম স্বর জকার-স্থিত অ শনৈঃ শনৈঃ লকারস্থ অকারের মাত্রা টানিয়া লইয়া দীর্ঘ হইয়া উঠিল, এবং লকারস্থ অ একবারে না থাকারই মত হইয়া গেল, গ্রস্ত হইয়া পড়িল। ছিল জ-ল-, আমরা তাহাকে করিয়া লইলাম জ ঁ ল। একটু কান পাতিয়া সাবধান হইয়া লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে, জকারস্থিত অ দীর্ঘ। জ ল ও জ লা শব্দ পাশা-পাশি উচ্চারণ করিয়া দেখুন। ইহাতেও ঠিক না পাইলে, আমরা যেমন কাহাকেও কোনো গুপ্ত কথা বলিতে হইলে কানে-কানে অনুচ্চ স্বরে ফিস্-ফিস্ করিয়া (whisper) বলি, এইরূপ ভাবে সেই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া দেখিলেই উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে। কোনো শব্দের মধ্যে অনেকগুলি অক্ষর থাকিলে, তাহাদের মধ্যে যদি কোনো দুইটি অক্ষরের মাত্রার তারতম্য নিশ্চয় করিতে হয়, তাহা হইলে অপর অক্ষরকে মনে-মনে উচ্চারণ করিয়া সেই দুইটিমাত্র অক্ষরকে ফিস্-ফিস্ করিয়া উচ্চারণ করিলে তাহা সহজে বুঝা যাইবে। শব্দ-ধ্বনিবিদেরা (phoneticians) এইরূপই উপদেশ করিয়া থাকেন (Henry Sweet, *A Primer of Phonetics*, 3rd Ed. 1906, §§103, 109 ; pp. 48, 50)।

২২। বা-দ-, এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক থাকায় অকার গ্রস্ত হইয়া আমাদের নিকট বা দ হইয়াছে। এই মূল শব্দটির শেষে একটা ল লাগাইলে মূলত বা-দ-ল- হয়, তিন স্বরে তিন অক্ষর। এখানে উপান্ত্য অক্ষর অর্থাৎ দকার-স্থ অকারে ঝোঁক পড়ায় পূর্ব্বের নিয়মে পরবর্ত্তী অর্থাৎ লকারস্থ অকার গ্রস্ত হইয়া বা দ ঁ ল হইয়া যায়। এখানে দকার-স্থ অ দীর্ঘ। বা ম ঁ ন, এখানেও সমস্তই পূর্ব্ববৎ। এখন স্বভাবতই এ স্থলে আপত্তি উঠিতে পারে যে আমি বলিলাম, বা দ ল শব্দে উপান্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়ে; কিন্তু আজ-কাল দেখিতে পাওয়া যায়, এই ঝোঁক বস্তুত আদ্য অক্ষর বা বকারস্থিত আকারে পড়িয়া থাকে। ইহার উত্তরের আভাস আমি পূর্ব্বেই দিয়া আসিয়াছি (§১৪)। বলিয়াছি, এই ঝোঁক দেওয়া সব সময় একরূপ থাকে না; পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখন তাহা না থাকিতেও পারে; বা এখন যাহা আছে, পরে তাহা না থাকিতেও পারে। যে সময়ে বা-দ ল- হইতে শেষের অকার গ্রস্ত হইয়া বা দ ঁ ল পদ প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন মধ্য অক্ষরে অর্থাৎ দকার-স্থিত অকারেই যে, ঝোঁক ছিল, তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, তখনো প্রথম অক্ষর অর্থাৎ বকার-স্থিত আকারে ঝোঁক ছিল, ও তাহা দীর্ঘভাবেই উচ্চারিত হইত, তাহা হইলে তাহার পরবর্ত্তী দকার-স্থিত অকারেরই মাত্রা-হ্রাসে গ্রস্ত হইবার কথা। ইহাকে ডিঙাইয়া শেষের অকারটাকে গ্রস্ত করিবার কোনো হেতু দেখা যায় না। যদি থাকে, কেহ তাহা প্রকাশ করিলে আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। আমি যাহা বুঝিয়াছি, আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। আমার মনে হইতেছে, বা-দ-ল- হইতে পূর্ব্বপ্রক্রিয়ানুসারে বা দ ল শব্দ উৎপন্ন হইয়া যাইবার পর আমাদের ঝোঁক দিবার রীতি পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছে।

২৩। এবার এখানে প্রশ্ন হইতে পারে। ভাল, 'বা দ ল' শব্দে যখন আজ-কাল স্পষ্টই প্রথম অক্ষরে ঝোঁক পড়িতেছে, তখন পূর্ব্বনিয়মানুসারে পরবর্ত্তী দকার-স্থিত অকার গ্রস্ত হইতেছে না কেন? ইহার উত্তরে দুইটি কথা বলিবার আছে :—

(ক)। প্রথম, ঐ নিয়মে এখানে মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে সমগ্র শব্দটির উচ্চারণ দুষ্কর হইয়া পড়িত। শেষের অর্থাৎ লকারস্থিত অকার যদি পূর্ব্বে গ্রস্ত না হইত, তাহা হইলে অনায়াসেই ইহা হইতে পারিত, কোনো বাধা থাকিত না। তাহা হইলে আমরা এখানে বা দ· ল· পদ পাইতাম। একটা উদাহরণ দিতেছি। ছু- টি- ল- ; তিন স্বর, তিন অক্ষর। ইহার অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না; কেন হয় না, তাহা একটু পরেই দেখিতে পাইব। এখন এই পদটাকে যদি দ্রুত উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের ঝোঁক দিবার বর্ত্তমান রীতি বা নিয়ম-অনুসারে প্রথম অক্ষর অর্থাৎ ছকারস্থ উকারে ঝোঁক পড়ায় তাহার পরবর্ত্তী অক্ষর টকার-স্থিত স্বর ইকার দুর্ব্বল হইয়া ক্রমশ অন্তর্হিত হইয়া পড়ে, এবং পদটা ছূ ট· ল- এই আকৃতি ধারণ করে। লক্ষ্য করিবেন, এখানে ছকার-স্থিত উকার দীর্ঘ। ঠিক এইরূপেই প্রকৃত আলোচ্য পদটি বা দ· ল- হইয়া পড়িত। কিন্তু যে-হেতু বা-দ-ল- শব্দের অন্ত্য অকার পূর্ব্বেই গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, এবং মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইলে উচ্চারণ-সৌকর্য্য একবারেই নষ্ট হইয়া যায়, সেই হেতু বর্ত্তমান পদ্ধতি-অনুসারে প্রথম অক্ষরে ঝোঁক পড়িলেও, পরবর্ত্তী দকার-স্থিত অ গ্রস্ত হয় না। নীতিশাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "প্রাজ্ঞেরা উপায়ের ন্যায় অপায়কেও চিন্তা করিবেন।" এখানে উচ্চারণের অসুবিধা বিষম অপায়। যদি প্রথম অকারটাও গ্রস্ত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পদটা দাঁড়াইবে বা দ· ল· (=বা দ্ ল্)। এখানে নিজে-নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখুন, বাঙ্‌লা হিসাবে শেষের অক্ষর দুইটি উচ্চারণ করা কেমন শক্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। হিন্দী-মারাঠী-গুজরাটী প্রভৃতির সহিত বর্ত্তমান বাঙ্‌লার ইহাও একটা বিশেষত্ব যে, ইহাতে পালি-প্রাকৃতের ন্যায় পদের অন্তে স্বরহীন সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগ বা উচ্চারণ নাই। হিন্দীতে বলা হয় প ঙ্ক·, স ঙ্গ·, স ন্ত·, প ন্থ· ; কিন্তু বাঙালী উচ্চারণ করে প ঙ্ক-, স ঙ্গ-, ইত্যাদি। মারাঠীরা বলিবেন তো ণ্ড·, ডা ম্ব্‌ স·; বাঙালীরা বলিবেন তু ণ্ড-, দা ড়ি ম্ব-। গুজরাটীরা বলিবেন ধু ন্ধ· কা র· 'মেঘজনিত অন্ধকার', বাঙালীরা ঐ শব্দটিকে উচ্চারণ করিবেন ধু ন্ধ- কা র·।[১] অতএব উচ্চারণের অসুবিধা থাকায় আমাদের নিকট বা দ· ল· পদ হয় না।

(খ)। দ্বিতীয়, এখানে আর একটি কথা ভাবিতে হইবে। কোনো স্বরে ঝোঁক পড়িলেই যে, তাহা দীর্ঘ হইয়া যাইবে, তাহা নহে। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী লঘু স্বরও যেমন গুরু হয়,

১। কিন্তু আমরাও যে এক দিন কোনো-কোনো স্থলে এইরূপ হসন্ত করিয়া উচ্চারণ করিতাম না, তাহা বলিতে পারি না। উচ্চারণ করিতাম বলিয়াই মনে হয়। তাই অ ঙ্গ ন, বা ম ঙ্গ ন ক হইতে আ ঙ্গ· না শব্দ এখনও চলিত আছে। এইরূপ রা ঙ্গ· তা, আ ঙ্গ· টি।

ঝোঁক পড়িলে লঘু স্বরও সেইরূপ গুরু হয়। এই গুরুত্ব অবশ্য স্বরটিকে দীর্ঘ হইবার যোগ্য করিয়া দেয়। সেই জন্যই স্থানে-স্থানে তাহা ধীরে-ধীরে দীর্ঘ হইয়া উঠে। যেমন, ছু ট· ল-, এখানে আদ্য স্বরে ঝোঁক পড়িতে-পড়িতে কালক্রমে তাহা দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। কোনো স্থানে বা হ্রস্বই থাকিয়া যায়। যেমন, ত খ্ঁ ন·, এখানে সম্প্রতি তকারে ঝোঁক পড়িলেও তাহার স্বর দীর্ঘ হয় নাই। আলোচ্য বা দ ল· শব্দ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২৪। পদান্ত অকার গ্রস্ত হইয়া বা দ·, বা দ ল· প্রভৃতি কিরূপে হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। এখন বা দ ল· শব্দের শেষে আকার যোগ করিলে মূলত বা-দ-লা- হইতে বা দ· লা ; এইরূপ ঘ ট ক· শব্দে ঈকার যোগে মূলত ঘ-ট-কী হইতে ঘ ট· কী। কিরূপে এই মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইল, দেখিতে হইবে।

বা দ ল·, ঘ ট ক·, ইহাদের পর আকার বা ঈকার (অর্থাৎ সাধারণত অকার ভিন্ন স্বর) আসিলেই যখন বা দ· লা, ঘ ট· কী, এইরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন এই পরিবর্ত্তনের কারণ যে, আকারাদির সংযোগ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এখানে বিচার্য্য বিষয় এই যে, ঐ আকারাদি যোগের পর শব্দের আদ্য বা অন্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়ায় এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে? আমার মনে হয়, আদ্য অক্ষরে ঝোঁক পড়ায় এইরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি (§১৭), কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে তাহার মোট মাত্রা মনে পূর্ব্বেই ঠিক হইয়া যায়। তাহার পর শব্দটি উচ্চারণ করিবার সময় কোনো বিশেষ স্থানে ঝোঁক পড়ায় সেই মোট মাত্রার এদিকে-ওদিকে একটু কম-বেশী করিয়া ভাগ হয়। কোনো স্থানে একটু বেশী, কোনো স্থানে বা একটু কম হয়, কিন্তু মোটের উপর মাত্রাটা ঠিকই থাকে। এখন পূর্ব্বের মাত্রাটা যদি কোনোরূপে একটু বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে পরের মাত্রাটা একটু কমিবে। কমিলেই ইহা পূর্ব্বের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে; প্রবলই দুর্ব্বলকে টানিয়া লয়। এই দুর্ব্বলীভূত স্বরের পরবর্ত্তী স্বর যেমন থাকে, তেমনই থাকিয়া যায়। শি- উ- লি হইতে জাত শি উ' লি- শব্দে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উকারটা পূর্ব্বের ইকার অপেক্ষা মাত্রায় দুর্ব্বল, তাই ইহা তাহার দিকে ঝুঁকিয়া গিয়াছে, তাহারই অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, ইচ্ছা করিলে আপনারা এখানে একটা গৌণ সন্ধ্যক্ষর (Spurious dipthong) হইয়াছে বলিতে পারেন ; আমরা উচ্চারণ করি শি উ', শি উ- নহে। শেষের লি পূর্ব্বে যেমন ছিল, এখনো তেমনি আছে। চ ও' ড়া, এখানেও পূর্ব্ববৎ ওকারটা মাত্রা-হ্রাসে হ্রস্বতর হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর বা স্বরের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, এবং এখানেও একটা গৌণ সন্ধ্যক্ষর হইয়াছে বলিতে পারা যায়।[১] এখানে দেখুন, শি উ' লি ও চ ও' ড়া শব্দের শেষে

১। লক্ষ্য করিতে হইবে, ওকারটা এখানে হ্রস্বতর। সেই জন্যই ইহা বস্তুত উকারেরই সামিল হইয়া পড়িয়াছে। (সংস্কৃতে উকারের গুণে, অর্থাৎ তাহাতে একটু বিলক্ষণ-প্রকার মাত্রার যোগে ওকার, এবং ওকারের সেই মাত্রাটার হ্রাসে উকার হয়।) বাঙলায় শু না—শো না, বু ঝা—বো ঝা, ফু টা—ফো টা, ইত্যাদিরূপ দ্বৈধের ইহাই কারণ। কলিকাতার বিভাষায় দ্বিতীয় রূপই বেশী শুনা যায়। এ স্থলে উকার ওকার উভয়েরই মাত্রা সমান। কলিকাতার বিভাষায় প্রথম অক্ষরে ঝোঁক পড়াতেই উকারটা ওকার হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ কথা

লি ও ড়া যদি না-ই থাকে, ধরা যাউক, যদি ঐ আকারেরই কোনো দুইটি শব্দ থাকে, তবুও শি উ', চ ও' উচ্চারণ হইবে। অন্যত্রও দেখুন। আমরা বলিয়া থাকি, কে উ' 'কেহ', কে উ' টে 'সাপ', সে ও' 'ফলবিশেষ', সে ও' ড়া 'গাছবিশেষ'। অতএব এই শি উ' লি প্রভৃতি স্থলে যখন আদ্য অক্ষরের ঝোঁকেই ক্রমশ তাহার মাত্রা বৃদ্ধি হওয়ায় পরবর্ত্তী স্বরে মাত্রা হ্রাস বা গ্রস্ততা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তখন বা দ লা প্রভৃতি স্থলেও এই নিয়মেই কাজ হইয়াছে, বলিতে পারা যায়।

২৫। আরো, যদিও বা-দ-লা- শব্দের শেষে আকার আসাতে মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইয়াছে সত্য, তথাপি ইহার দ্বারা এ কথা প্রকাশ পায় না যে, ঐ আকারই এখানে গ্রস্ততার একমাত্র কারণ, বা তাহাতেই ঝোঁক পড়িয়াছে। ... অথবা আমরা এখনো বা-দ-লা- পড়িতে পারিতাম না, অথচ পড়িয়া থাকি। ভাবিতে হইবে, আদ্য অক্ষরে কোনো বেগ না থাকায়, তাহা অর্থাৎ বকার-সহিত আকার সাধারণ ভাবে উচ্চারিত হইয়া গেল। স্বরপ্রবাহ চলিতেছে, কিন্তু এখনো দকারস্থিত অকারের গ্রস্ত হইবার কারণ উপস্থিত হয় নাই, কেন না, বলা হইতেছে, বেগটা শেষ অক্ষরে অর্থাৎ লকার সহিত আকারে গিয়া ঠেকিলে, তবে তাহা গ্রস্ত হইবে, তাহাই তাহার গ্রস্ততার কারণ। অতএব গ্রস্ততার কারণ না থাকায় দকারস্থিত অকার অবশ্য উচ্চারিত হইবে, এবং তাহার পর স্বরবেগ শেষ আকারে গিয়া লাগিবে। তবেই হইতেছে, এইরূপে মধ্যবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইতে পারিল না। ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, পূর্ব্বোক্তরূপে প্রথমে বা-দ-লা- হইয়া তাহার পর অর্থাৎ প্রথমে বা-দ- উচ্চারিত হইয়া স্বরবেগ যেই গিয়া লা-তে অর্থাৎ পড়িল, অমনি আবার পূর্ব্ববর্ত্তী দকারস্থিত অকার গ্রস্ত হইয়া গেল। ইহা বলা হইল বটে, কিন্তু কোনো প্রমাণ বা যুক্তি হইল না। সমগ্র পদটা একবার একরূপ উ চ্চা রি ত হ ই য়া যা ই বা র প র আবার সঙ্গে-সঙ্গেই উল্‌টিয়া আর একরকম হইয়া গেল, ইহা কল্পনা হইতে পারে, বস্তুতঃ হইতে পারে না। বা-দ-লা-র সঙ্গে-সঙ্গেই আবার কেহ বা দ লা বলে না, বা অনুভবও করে না। উ ং প ল শ ত প ত্র ভে দ ন্যায়ে তাহা অতিক্রান্ত হইলেও এরূপ স্থলে তাহা বুদ্ধিরও বিষয় হয় না। অতএব বা দ লা পদটির মধ্যবর্ত্তী অকার অন্ত্য অক্ষরে ঝোঁক পড়া হেতু হয় নাই, আদ্য অক্ষরের ঝোঁকেই হইয়াছে।

বলিতে পারা যায় না। পোঁ ট লা-পুঁ ট লি, ঝো লা-ঝু লি; এখানে না-হয় ঐ নিয়ম খাটিল; কিন্তু যু খা-যু খি, ঘুষা-ঘুষি, লু টা-পু টি, ইত্যাদি স্থলে তাহা খাটে না। অতএব উকার স্থানে ওকার হওয়ার অন্য কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। সংস্কৃতের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, পালি-প্রাকৃতে এরূপ অনেক আছে (যেমন, তুঁ ও স্থানে তো ও; মারাঠীতেও তো ও)। উকারকে প্রসারিত ভাবে উচ্চারণ করিলেই ওকার হয়, আর ওকারকে সঙ্কুচিত করিলেই উকার হয়। বলিয়াছি, এতাদৃশ স্থানে উকার-ওকার উভয়েরই মাত্রা সমান। অতএব যাঁহারা প্রসারিত উচ্চারণে অভ্যস্ত, তাঁহাদের নিকট ওকার দেখা যায়; আর যাঁহারা সঙ্কুচিত উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের নিকট উকারই থাকে। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে, যু খা—যো খা প্রভৃতি শব্দযুগলের মধ্যে পূর্ব্বেরটা আগে, এবং পরেরটা তাহা হইতেই পরে হইয়াছে।

২৬। যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে বুঝা যাইবে, অন্ত্য অক্ষরের স্বরবিশেষ (অর্থাৎ অকার ভিন্ন স্বর) মধ্যবর্ত্তী অক্ষরের (অর্থাৎ অকার প্রভৃতি স্বরের) গ্রস্ততার ক র ণ, আদ্য অক্ষরের বেগ বা ঝোঁক তাহার নি মি ত্ত কা র ণ, এবং ক র্ত্তা হইতেছে ঐ আদ্য অক্ষরের দীর্ঘীভাব। অপর কথায়, পরবর্ত্তী অক্ষরের বেগ পূর্ব্ববর্ত্তী অকার-প্রভৃতির গ্রস্ততার কর্ত্তা হইতে পারে না, করণ হইতে পারে।

২৭। অকারের গ্রস্ততা সম্বন্ধে আমরা এই যে নিয়মের আলোচনা করিলাম, যদি কোনো স্থলে ইহার ব্যভিচার দেখা যায়, তবে সেখানে ঐ ব্যভিচার কেন হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, এবং আশা করা যায়, ঐ অনুসন্ধান নিরর্থক হইবে না। আমরা ক্রমশই ইহা দেখিতে পাইব।

২৮। এখন একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। সংস্কৃতে অকার গ্রস্ত করিয়া উচ্চারণ করিবার রীতি নাই; ইহাতে সমস্ত অকারকেই উচ্চারণ করিতে হয়। আমাদের প্রাদেশিক আর্য্যভাষাসমূহে যে সকল ত ৎ স ম[১] শব্দ আছে, ইহাদের কতকগুলিকে সংস্কৃতেরই সাদৃশ্যে অকার গ্রস্ত না করিয়াই উচ্চারণ করা হয়, অপরগুলিকে বক্ষ্যমাণ নিয়মে অকারকে গ্রস্ত করিয়াই উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। সংস্কৃত উচ্চারণের পূর্ব্বপরম্পরাগত অভ্যাস বা পদ্ধতিই স্থানে-স্থানে অকারকে গ্রস্ত হইতে দেয় নাই। আমাদের ভাষাসমূহে সংস্কৃত-প্রভাবের আতিশয্যই ইহার কারণ। যে সকল তৎসম শব্দ আমাদের ভাষায় বহুলভাবে প্রযুক্ত হইতে হইতে নিতান্ত অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের উচ্চারণ আমাদের ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতিকে অনুসরণ করে। যে সকল শব্দ এরূপ হয় নাই, তাহারা সংস্কৃতেরই নিয়মে চলে। পদপাঠ করিয়া ইহাদের উল্লেখ করা অসম্ভব। অভিজ্ঞ পাঠককে ইহা নিজেরই উপর নির্ভর করিতে হইবে। ভাষায় যে সকল সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ নূতন প্রবেশ করিতেছে, বা সংস্কৃতের নিয়মে নূতন উদ্ভাবিত হইতেছে, তাহারা অধিকাংশই সংস্কৃতেরই নিয়মে উচ্চারিত হইয়া থাকে। যেমন lacustrine অর্থে নবোদ্ভাবিত হ্র দ চ র, nervous system অর্থে বা ত ম ণ্ড ল; hibernation অর্থে হি ম শ য় ন। এখানে কেহই হ্র দ্‌ চ র্, বা ত ম ণ্ড ল্, হি ম্‌ শ য় ন্‌ বলিবেন না। যদিও হ্রদ্‌, বাত্‌, হিম্‌, শ য় ন্‌ বলা হইয়া থাকে।

১। আমাদের প্রাদেশিক ভাষাসমূহে তিন প্রকার শব্দ আছে, (১) সংস্কৃতসম, (২) সংস্কৃতজাত, ও (৩) দেশ্য, বা দেশীয়, বা দেশী। যে সকল শব্দ সংস্কৃতে ও আমাদের ভাষায় একই রূপে চলে, তাহারা (১) সংস্কৃতসম; যেমন, লো ল, বি লা স, ইত্যাদি। সংস্কৃতসম শব্দকে প্রাচীন প্রাকৃত-ব্যাকরণকারগণ ত ৎ স ম শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎ শব্দে এখানে সংস্কৃত বুঝিতে হয়, অতএব ত ৎ স ম শব্দের অর্থ সংস্কৃতসম। যে সকল শব্দ মূল সংস্কৃত শব্দেরই পরিবর্ত্তনে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা (২) সংস্কৃতজাত, যেমন হাত শব্দ সংস্কৃত হস্ত শব্দের ক্রমপরিবর্ত্তনে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বৈয়াকরণিকেরা এই জাতীয় শব্দকে ত দ্ভ ব (অর্থাৎ সংস্কৃতভব) বলিয়া থাকেন। আর যে সকল শব্দ আমাদের ভাষার খাঁটি নিজের, যাহাদের কোনরূপ সংস্কৃত মূল পাওয়া যায় না, তাহারা (৩) দেশ্য, দেশীয় বা দেশী। প্রাকৃত ব্যাকরণকারগণের ন্যায় আমরাও এই ত্রিবিধ শব্দকে যথাক্রমে (১) ত ৎস ম, (২) ত দ্ভ ব, (৩) দে শী শব্দে উল্লেখ করিব।

২৯। নিম্নে যে সকল উদাহরণ প্রদত্ত হইবে, আপনারা তাহাদের মধ্যে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পারিবেন ঃ—

(১) প্রথম, তৎসম শব্দসমূহের অন্ত্য অ প্রায়ই গ্রস্ত হয়। যেখানে হয় না, তাহার প্রধান কারণ এই যে,

(ক) সেই সেই শব্দ বাঙ্‌লায় অন্যান্য শব্দের মত সেরূপ অভ্যস্ত বা পরিচিত নহে; অথবা (খ) বুঝিতে হইবে, সেখানে ঐরূপ না হইবার অন্য কোনো কারণ আছে।

(২) দ্বিতীয়, তদ্ভব শব্দগুলির মধ্যে প্রায় বিশেষণসমূহেরই অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না।

৩০। এইবার আমরা কোথায় কোথায় অকার গ্রস্ত হয় বা হয় না, তাহা সূত্রাকারে নির্দ্দেশ করিয়া আবশ্যক স্থলে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। (১) পদান্ত ও (২) পদমধ্য, এই দুই স্থানে অকার গ্রস্ত হইয়া থাকে, অতএব আমরা এই ক্রমেই আলোচনা আরম্ভ করিব।

(১) পদান্তে

৩১। কোনো অকারান্ত শব্দে একাধিক অক্ষর থাকিলে তাহার শেষ অক্ষরটি প্রায় লুপ্ত হয়, এবং অজন্য অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয়।[১] যথা—

(ক) দুই অক্ষরে; জ ল·, কা ম·, দি ন·, হী ন·, কু ল·, মূ ল·, দে শ·, দো ষ·।

লক্ষণীয়—ঈ শ-, সংস্কৃত-প্রভাবে গ্রস্ত হয় নাই; কিন্তু শ্রী শ· চ ন্দ্র, এখানে অভ্যাসবশত হইয়াছে।

(খ) তিন অক্ষরে। ত প ন·, পা তা ল·, মা ণি ক·, শ রী র·, ম ধু র·, ম য়ূ র·, বি দে শ·, ক পো ত·, অ শৌ চ·;

(গ)। চারি অক্ষরে; রা মা য় ণ·, ভা গ ব ত·।

(ঘ)। পাঁচ অক্ষরে; পা র লৌ কি ক·, আ ব শ্যে তি ক·।

ব্যভিচার

৩২। কিন্তু অন্ত্য ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে (ক) ঋকার, (খ) ঐকার, বা (গ) ঔকার থাকিলে হয় না। যথা—

(ক)। ঋকার-যোগে; কৃ প, কৃ শ, ঘৃ ত, তৃ ণ, নৃ প, স দৃ শ। কিন্তু ঋ ণ·, ম সৃ ণ·, স রী সৃ প·। এগুলি অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনদের মধ্যে কখনো কখনো ঘৃ ত·, বৃ ষ উচ্চারণও শুনিয়াছি।

১। আলোচ্য নিয়মে যেমন অকার গ্রস্ত হয়, তেমনি শেষে শুদ্ধ অর্থাৎ ব্যঞ্জনহীন ই (ঈ), উ (ঊ), বা ও থাকিলে তাহাদেরও উচ্চারণের মাত্রা কমিয়া যায়, অর্থাৎ তাহারা হ্রস্বতর হইয়া যায়। যথা,—তা ই', ঠাঁ ই', রা ই (সং রা ধা, *রা ধী, প্রাং রা হী, প্রা. স. ১৭.৬, রা ঈ) হইতে রা ই'; সে ই', চ ড়ু ই'; বা উ', লা উ', লে লে ও', খে লে ও', সে ও', বা ও' (বাঁধু)। শেষ অক্ষরে জোর দিলে হ্রস্বতর হয় না। যথা, 'সে-ই" গিয়াছে', 'রা ম- ও" গিয়াছে'।

(খ)। ঐকার-যোগে; ঐ শ, দৈ ত, নৈ শ, বৈ ধ, বৈ র, শৈ ব, হৈ ম।

(গ)। ঔকার-যোগে; যৌ থ, শ্রৌ ত, সৌ ধ, সৌ র। কিন্তু গৌ ড়্, গৌ র্, দৌ ড়্। বস্তুত এখানে গৌ র্ না গ উ র? দৌ ড়্, না দ উ ড়? শেষটাই ঠিক মনে হয়। হিন্দীতেও দ উ ড় (Hoernle ; P. 155) ও দৌ ড় উভয়ই দেখা যায়। মাণিক গাঙ্গুলীর শ্রীধর্ম্মমঙ্গলেও (পরিষৎ, ৯১ পৃঃ) আছে :—"অমনি উত্তর মুখে অশ্বের দো উ ড়। পার হয়ে চন্দ্রভাগা পাইলাম গৌ উ ড়॥" ১১২. ৫৮; ১১৩. ২। আবার গৌ উ ড় বানানও আছে, ১৩৫. ৫২। তাহা হইলে নিয়মের ব্যভিচার হয় নাই। তৈ ল্=ত ই ল্, এখানেও এইরূপ। (দ্রষ্টব্য—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের ব ঙ্গ ভা ষা, ২য় অধ্যায়, ২, ৶০)।

৩৩। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে যদি যকার থাকে, এবং সেই যকারের পূর্ব্বে যদি অকার, আকার ও ওকার ভিন্ন স্বর থাকে, তাহা হইলে ঐ অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। যথা—প্রি য়, মা ন নী য়, দে য়, হে য়, ইত্যাদি।

যকারের পূর্ব্বে (ক) অকার, (খ) আকার, ও (গ) ওকার থাকিলে গ্রস্ত হয়। যথা, (ক) হ য়্ ক য়্, ম ল য়্; (খ) কা য়্ অ পা য়্, উ পা য়্; (গ) আ লো য়্, 'আ লো য় আলোয়.' অর্থাৎ আলোতে আলোতে।

৩৪। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে হকার থাকিলে তাহা গ্রস্ত হয় না। যথা,—বি র হ, বি বা হ, দে হ, মো হ, ইত্যাদি।

বাঙালীর মুখে হসন্ত হ উচ্চারণে ফুটে না। তবে পদের মধ্যে পরের ব্যবহিত স্বরের সাহায্য পায় বলিয়া কচিৎ উচ্চারিত হয় বলিয়া মনে হয়। যেমন বা হ্ বা, 'সা ধু'! ড হ্ রা 'নৌকার খোল'। হিন্দী প্রভৃতিতে ইহা উচ্চারিত হয়, যেমন ব্যা হ্ 'বিবাহ'। ব হ্ নী 'প্রথম বিক্রী'। এই মাত্র বলিলাম, পদের মধ্যেও হসন্ত হকার বাঙালীর মুখে কচিৎ উচ্চারিত হয়, অর্থাৎ প্রায়ই হয় না। ইহা কেবল বাঙালীর দোষ নহে, দেখা যায়, পাণিনিরও সময়ে এই-রূপ খুবই ছিল। এবং এখনো আমাদের অনেক আর্য্যভাষার মধ্যে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রা হ্ম ণ শব্দের মধ্যবর্ত্তী সংযুক্ত বর্ণে আগে হ, পরে ম। কিন্তু আমরা আগে ম, পরে হ উচ্চারণ করিয়া থাকি। বলা উচিত ব্রা হ্ ম ণ্, কিন্তু শুনিয়াছি, হিন্দীতে কোথাও-কোথাও এইরূপ বলিলেও অন্যত্র বলা হয় না। মারাঠীরাও আমাদেরই মত উচ্চারণ করেন। চি হ্ন, অ প হ্ন ব; আ হ্লা দ; জি হ্বা; এই কয়টি শব্দও উচ্চারণ করিয়া দেখুন, আমরা হকারকে হসন্ত উচ্চারণ না করিয়া স্থান-বিপর্য্যয়ে পরবর্ত্তী স্বরের সহিত যোগ করিয়া উচ্চারণ করি চি ন্ হ, অ প ন্ হ ব; আ ল্ হা দ্, জি ব্ হা। পালি-প্রাকৃতের ত কথাই নাই, পাণিনির সূত্রেও সেই সময়কার সংস্কৃতজ্ঞগণের এই উচ্চারণ সমর্থিত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—"হে মপরে বা" ৮.৩.২৬॥ অর্থাৎ হকারের পর যদি ম পরে থাকে, তাহা হইলে মকার স্থানে বিকল্পে ম-কারই থাকিবে, অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রানুসারে, ["মোঽনুস্বারঃ" ৮.৩.২৩] ব্যঞ্জন পরে থাকিলে ম স্থানে যে নিত্য অনুস্বারই হইত, তা না হইয়া একবার মকারই থাকিবে, আর একবার অনুস্বার

হইবে। উদাহরণ দেওয়া হয় কি ম্+হ্ম ল য় তি—'কম্পিত করিতেছে'। এখানে সন্ধিতে এক-বার এইরূপই থাকিবে, আর একবার অনুস্বার হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে স্পষ্টই যে, যাঁহাদের নিকট হ্ম ল য় তি শব্দের আদিতে হকারটা উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকট পূর্ব্ববর্ত্তী ম্ অনুস্বার হইয়া যাইত (৮.৩.২৩); আর যাঁহাদের নিকট ম-কারটা পূর্ব্বে ও হ-কারটা পরে উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকটে পরে ম থাকায় পূর্ব্ববর্ত্তী ম-কার ম-কারই থাকিয়া যাইত (৮.৪.৫৮-৫৯ = "অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ," "বা পদান্তস্য")। পাণিনির আর একটি সূত্র হইতেছে, ঠিক তাহারই পরে—"নপরে নঃ" (৮.৩.২৭)। অর্থাৎ হকারের পর যদি ন থাকে, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী ম-কার স্থানে বিকল্পে ন হইবে। উদাহরণ—কিম্+হ্নুতে, 'কি গোপন করিতেছে'। এখানেও পূর্ব্বেরই মত, যাঁহাদের নিকটে হ্ন এই সংযুক্ত বর্ণটির হকারটা আগে ও নকারটা পরে উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকটে পূর্ব্ববর্ত্তী মকার অনুস্বার হইত; আর যাঁহাদের নিকট নকারটাই আগে উচ্চারিত হইত, তাঁহাদের নিকটে ম স্থানে পরবর্ত্তী অনুনাসিক নকার থাকায় নকারই হইয়া যাইত। পাণিনি এই পর্য্যন্তই লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তাঁহার বার্ত্তিককার দেখিলেন, হকারের পর য, ব, ল থাকিলেও পূর্ব্বের হকারটা পরে গিয়া উচ্চারিত হয়, তাই তিনি পূর্ব্বের সূত্রে (৮.৩.২৬) আরো একটু জুড়িয়া দিলেন "যবলপরে যবলা বা", অর্থাৎ হকারের পর যদি য, ব, ল থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী মকার স্থানে বিকল্পে অনুনাসিক য, ব, ল হইবে। পালিতে ব্র হ্ম ও ব্রা হ্ম ণ শব্দ ছাড়া সর্ব্বত্রই সংযোগস্থলে পূর্ব্বের হকারকে পরে বসান হইয়াছে। প্রাকৃতে সর্ব্বত্রই এইরূপ করিয়া নিয়মানুসারে বিশেষ-বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

৩৫। সংস্কৃত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ শব্দের অ গ্রস্ত হয় না। যেমন, হ ত, গ ত, জ্ঞাত[১], ইত্যাদি। ভুল ঃ—অতীত।

কিন্তু বিশেষ্য হইলে হয়। যেমন ভূ ত·, প্রে ত·, ম ত·, হি ত·, অ হি ত·, হি তা হি ত·, গ তা য়া ত·।

৩৬। সংস্কৃত তর- ও তম-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রায়ই হয় না। যেমন, গু রু ত র, গু রু ত ম; প্রি য় ত র, প্রি য় ত ম।

কিন্তু উ ত্ত ম·। কখনো-কখনো গ্রাম্য ভাষায় প্রি য় ত ম· শুনা যায়।[২]

১। কিন্তু 'জ্ঞা ত· ভাই', এখানে ইহা জ্ঞা তি শব্দ হইতে জাত বলিয়া অকার গ্রস্ত হইয়াছে।

২। যে সকল শব্দের শেষে (ক) √ গম ধাতুর বা (খ) ভগ শব্দের গ থাকে, তাহাদের অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। যথা,—(ক) অ গ, খ গ, ন গ, ভু জ গ। (খ) সু ভ গ, দু র্ভ গ।

অন্যত্র হয়, যেমন, রা গ·, যা গ·, ভো গ·, ভা গ·, ইত্যাদি।

√ জ ন ধাতুর জ-কারের অ প্রায়ই গ্রস্ত হয় না। যথা, দ্বি জ, জ ল জ, স র সি জ। কিন্তু প ক্ক জ·। কেহ বলেন অ গ্র জ, অন্যে অ গ্র জ·। আমরা সকলেই বলি ভ ব, কিন্তু ইহাতে কোন উপসর্গ যোগ করিলেই অকার গ্রস্ত হয়। যেমন স ম্ভ ব·, বি ভ ব·, উ দ্ভ ব·, প রা ভ ব·, প্র ভ ব·,। এইরূপ দ্র ব, কিন্তু উ প দ্র ব·,

৩৭। অন্ত্য অকারের পূর্ব্বে (ক) অনুস্বার, (খ) বিসর্গ, (গ) বা সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে হয় না। যথা—

(ক) অং শ, বং শ, হং স।

(খ) দুঃ খ।

(গ) চ ক্র, ত র্ক, শ ঙ্খ।

পূর্ব্বে (§২৩, ও টিপ্পনী ৮) বলিয়া আসিয়াছি, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটীতে সংযুক্তেরও পরে অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয়; অবশ্য ইহারও নিয়ম আছে, সর্ব্বত্রই হয় না।[১]

৩৮। (ক) আন- ও (খ) আ ম-অন্ত ক্রিয়াবাচক (প্রায়ই সকর্ম্মক, কখনো-কখনো বা অকর্ম্মক) তদ্ভব শব্দসমূহের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা—

(ক) ক রা ন, ধ রা ন, ব লা ন, দে খা ন।

(খ) পা কা ম, জে ঠা ম, ভ ও়া ম।

'সম্বন্ধ পা তা ন'; কিন্তু 'ধানের পা তা ন' অর্থাৎ খোসা (মালদহে), এখানে ক্রিয়াবাচক নহে বলিয়া গ্রস্ত হইল। এইরূপ 'ধান উঠান', কিন্তু 'বাড়ীর উ ঠা ন' অর্থাৎ আঙিনা; 'কাহাকেও মা না ন', অর্থাৎ সম্মত করান, কিন্তু 'মা না ন সই', এখানে ক্রিয়াবাচক নহে। না না ন (বিবিধ), পা ঠা ন (জাতিবিশেষ), কা মা ন (অস্ত্রবিশেষ), ইত্যাদিও এই প্রকার।

'কাজ চা লা ন,' কিন্তু 'মালের চা লা ন.' অর্থাৎ তালিকা বা হিসাব; 'আসামীকে চা লা ন. করিয়াছে', এতাদৃশ স্থলে চা লা ন. পদের অকারের গ্রস্ত হইবার কারণ আছে। এখানে ইহা তদ্ভব শব্দ নহে, ইহা ফারসী-হিন্দী। আমরা বলিয়াছি, তদ্ভব শব্দেরই গ্রস্ত হয় না। 'বা না ন. করা' এখানেও হয় নাই, হিন্দীতে ইহা ব না না, বোধ হয় হিন্দী হইতেই ইহা লওয়ায় উক্ত নিয়মে কাজ হয় নাই। কিন্তু 'তরকারী বা না ন', এখানে হইয়াছে।

বি প্র ব. ; দ্র ব, কিন্তু উ প দ্র ব. ; স ম, কিন্তু বি ষ ম.। আবার লক্ষণীয়—শি ব, অ শি ব; শু ভ, অ শু ভ; ন ব, অ ভি ন ব। ন বী ন, কিন্তু মা ম কী ন, তা ব কী ন। এই সকল শব্দ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো নিয়মই করা যায় না। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, এবং বলিয়াও আসিয়াছি, সংস্কৃত ও বাঙ্‌লার মধ্যে যাহার প্রভাব যে শব্দে বেশী, তাহার উচ্চারণ তদনুরূপই হইবে।

১। দ্রষ্টব্য—Kellogg, A Grammar of the Hindi Language, pp. 10-12; Beams, A comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, Vol. I. pp. 67-69; Grierson's Linguistic Survey of India, Vol. VII. p 21; Taylor, The Student's Gujrati Grammar, pp. 7-11) এই সমস্ত ভাষার ন্যায় পূর্ব্বে বাঙ্‌লাতেও স্থানে স্থানে সংযুক্ত বর্ণের পরবর্ত্তী অকার গ্রস্ত হইত, পরে আজ-কাল তাহা আর হয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা পূর্ব্বে দেখিতে পাইয়াছি, দা ন্ত, চা ন্দ, পা ঙ্ক প্রভৃতি শব্দ আছে। এই সকল শব্দে অকার গ্রস্ত হইত, এবং তাহা হইতেই দা ন্ত্‌, চা ন্দ্‌, পা ঙ্ক্‌ উচ্চারিত হইতে-হইতে যথাক্রমে নকার ও ঙকারকে চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করিয়া আমরা দাঁ ত, চাঁ দ, পাঁক করিয়া লইয়াছি।

৩৯। আন- ও আম-প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্ত্য অকার কেন গ্রস্ত হয় না, আমরা এইবার তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।

(ক)। ক রা ন, ধ রা ন, ইত্যাদি শব্দের অধিকাংশই প্রেরণার্থক, সংস্কৃতে ণিজন্ত (causal), ও শেষে অন-প্রত্যয়-যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের আদিম রূপ হইতেছে ক রা প ণ, ধ রা প ণ, ইত্যাদি। তুলনীয় সং স্থা প ন, যা প ন, জ্ঞা প ন, ইত্যাদি। তাহার পর স্বার্থে ক-প্রত্যয়-যোগে ক রা প ণ ক, ধ রা প ণ ক হইতে ক্রমশ প-স্থানে ব হওয়ায় ও ককার-লোপে (হেম. ৮. ১. ১৭৯, ২৩১; শুভ. ১. ৩. ৪, ৫১) ক্রমশ ক রা প ণ ক—ক রা ব ণ ক—ক রা অ ণ অ। অনন্তর মধ্যবর্ত্তী আকার ও অকারে মিলিয়া ক রা ণ অ। এইরূপ ধ রা প ণ ক হইতে ধ রা ণ অ। হিন্দীতে অকারের খোলা উচ্চারণ থাকায় শেষের দুই অকার মিলিয়া আ হওয়া হেতু তাহাতে ক রা না, ধ রা না হইল। আর বাঙালায় অকারের সঙ্কুচিত উচ্চারণে অকারের ওকার-প্রবণতা হেতু উপান্ত্য বা অন্ত্য অকার হ্রস্বতম ওকার হইয়া অপর অকারটিকে প্রাকৃত-সন্ধির নিয়মে নিজেরই মধ্যে মিশাইয়া লইয়াছে। তাই আমাদের নিকট ক রা ন', ধ রা ন' হইয়াছে। এখানে শেষের অকারটা যে হ্রস্বতম ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই। আন-প্রত্যয়ান্ত শব্দে এই জন্যই অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। ইহা অকাররূপে লিখিত হইলেও আমাদের নিকট বস্তুত হ্রস্বতম ওকার। অকারেরই গ্রস্ত হইবার কথা, ওকারের নহে। অন্যত্রও তদ্ভব শব্দসমূহের যেখানে-যেখানে অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না, সেই-সেই স্থলে প্রধানত এই কারণেই তাহা হয় নাই মনে করিতে হইবে। আমরা আবশ্যক স্থানসমূহে ইহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

৪০। এ স্থলে আলোচ্য পদগুলি সমস্তই প্রেরণার্থক। তবে কখনো কখনো প্রেরণার্থক না হইতেও পারে। যেমন, মা ড়া ন, ইহার অর্থ নিজে মর্দ্দন করা, বা অন্যকে দিয়া মর্দ্দন করা, উভয়ই হইতে পারে। যেখানে প্রেরণার্থ না বুঝায়, সেখানেও মূল রূপটি পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। 'ব্যাসের পু রা ণ,' কিন্তু 'পু রা ণ গাছ'। পূর্ব্বেরটি বিশেষ্য, পরেরটি বিশেষণ। বিশেষণটি সংস্কৃত (অথবা ঠিক বলিতে হইলে প্রাকৃত-সংস্কৃত; কারণ, মূল পু রা ত ন শব্দের তকার লোপে পু রা ণ শব্দটি হইয়াছে, এবং ইহা প্রাকৃত-প্রভাবেরই ফল) পু রা ণ শব্দের পর ক-যোগে পু রা ণ ক শব্দ হইতে প্রাকৃতের নিয়মে পু রা ণ অ শব্দের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরবর্ত্তী রূপ। এই জন্যই ইহার অকার গ্রস্ত হয় না। হিন্দী ও প্রাচীন বাঙলায় পু রা ণা শব্দও আছে। সাদৃশ্য-প্রসঙ্গে এ শব্দটি এখানে উল্লেখ করিতে হইল।

৪১। পা কা ম, জে ঠা ম প্রভৃতি শব্দের অপর রূপ পা কা মি, জে ঠা মি। ভাবার্থে বৈদিক সংস্কৃত ত্ব ন (যথা, স খি ত্ব ন=সখ্য), তাহা হইতে প্রাকৃতে ত্ত ণ (প্রা. প্র. ৪. ২২), অপভ্রংশে প্প ণ (হে. চ. ৪. ৪৩৭), এবং সাধারণত সমস্ত গৌড়ীয় ভাষাতেই প ণ (অথবা প ণা)। এই প ণ শব্দের ণকারস্থ অনুনাসিকতা পূর্ব্ববর্ত্তী পকারে সঞ্চারিত হওয়ায়, এবং পকারটি প্রথমে ঘোষ (অর্থাৎ মৃদু) অর্থাৎ বকার হইয়া, পরে ঐ অনুনাসিকতার সংস্পর্শে মকার

হওয়ায়, প ণ প্রত্যয়টি বস্তুত ম অ হইয়া দাঁড়ায়। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া-অনুসারে অর্থাৎ অকারের ওকার-প্রবণতা থাকায় তাহা ম' (হ্রস্বতম-ওকারান্ত) হইয়া পড়িয়াছে। কা ঠা ম' শব্দ সং কা ষ্ঠ ক র্ম ক, প্রা· * ক ট্ঠ অ ম্ম অ হইতে হইয়াছে। এখানেও উপর্য্যুপরি দুইটি অ থাকায় অকার গ্রস্ত হয় নাই।

৪২। প্রাকৃতের আ ল-প্রত্যয়ান্ত (তদ্ভব বা দেশী এবং কখনো কখনো তৎসম) বিশেষণের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা, রো খা ল, ঘো রা ল, গো লা ল, ছু খা ল। প্রাকৃতের এই আ ল প্রত্যয়ের (হেম. ৮. ২. ১৫৯ ; ত্রিবিক্রম, ২.১.১) সহিত সংস্কৃতের ল প্রত্যয়ের (পা. ৫. ২. ৯৬, ইত্যাদি) বিশেষ যোগ আছে। ইহার পর ক-যোগে আ ল প্রত্যয় বস্তুত আ ল ক্, এবং কলোপে আ ল অ হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বস্তুত আ ল' (হ্রস্বতম-ওকারান্ত) হইয়া পড়ে। সেই জন্যই বর্ণত দৃশ্যমান অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। কো টা ল·, গো য়া ল·, রা খা ল·, ইত্যাদি বিশেষ্য, এবং আল-প্রত্যয়ান্তও নহে ; ইহাদের শেষের আ ল পা ল শব্দ হইতে হইয়াছে ; কো ট্ঠ পা ল· হইতে কো টা ল·, গো পা ল· হইতে গো য়া ল, এবং র ক্ষ ক পা ল· হইতে রা খা ল·। কা ঙা ল·, না গা ল· প্রভৃতি শব্দেরও এই প্রকারে ভিন্ন-ভিন্ন সমাধান করিতে হইবে ; এ সকল শব্দও বস্তুত পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতের আ ল প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন নহে। আঁ টা ল, এখানে নিয়মানুসারেই গ্রস্ত হয় নাই, কিন্তু ইহার পূর্ব্বের আকার দুইটা একার হইয়া গেলে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করায় গ্রস্ত হইয়া থাকে। যেমন এঁ টে ল·। র সা ল', যখন বিশেষণ, তখন ইহা প্রাকৃত আল প্রত্যয়ান্ত (হেম. ৮. ২. ১৫৯ ; লক্ষ্মীধর. ২. ১. ১=ষড়্ভাষা-চন্দ্রিকা, ১৫৭ পৃ), তাই অকার গ্রস্ত হয় নাই। যখন বিশেষ্য আম্রবাচী, তখন (মূলত প্রাকৃত হইলেও) তৎসম, অর্থাৎ সংস্কৃত। তাই সাধারাণ নিয়মে (§৩১) গ্রস্ত হয়—র সা ল·।

৪৩। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলির অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না :—

(১)। অতীত কালের ক্রিয়াপদ ; যথা—

(ক) চ লি ল, চ লি য়া ছি ল, চ লি তে ছি ল, ইত্যাদি।

(খ) চ লি ত, ইত্যাদি।

(২)। ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদ ; যথা, চ লি ব, ধ রি ব, ইত্যাদি।

(৩)। অনুজ্ঞার মধ্যম পুরুষে আদরসূচক ক্রিয়াপদ ; যথা, তুমি চ ল, ধ র, ইত্যাদি। অনাদর বা অতি-ঘনিষ্ঠতা-সূচক হইলে গ্রস্ত হয় ; যথা, 'তুই চ ল·, ধ র·'। (৪) বর্ত্তমানেও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ ; যথা, 'তুমি চল' অর্থাৎ চলিয়া থাক। আমরা ক্রমশ ইহার কারণ অনুসন্ধান করিব।

৪৪। সংস্কৃত √ চ ল্+ত (ক্ত) প্রত্যয়ে চ লি ত, ক-যোগে চ লি ত ক। এই চ লি ত ক হইতে বাঙ্লা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় কয়েক প্রকার পদ হইয়াছে।

প্রথম, চ লি ত ক হইতে ক-লোপে (ক) চ লি ত অ, তাহা হইতে চ লি ত' (১)।

আবার, চ লি ত ক হইতে তকার ও ককার উভয়েরই লোপে (খ) চ লি অ অ, ক্রমশ দুই অকার মিলিয়া আকার হওয়ায় চ লি আ, তাহার পর চ লা (২)।

আবার, চ লি ত ক হইতে (গ) চ লি দ অ, দ স্থানে ল হওয়ায়, ক্রমশ চ লি ল অ।

এই চ লি ল অ হইতে এক দিকে চ ল ল অ, এবং ক্রমশ (।০) চ ল লা (৩, ক), ও চ ল ল' (৩, খ);

(৵০) অন্য দিকে চ লি লা (৩, গ); এবং

(৶০) অপর দিকে চ লি ল' (৩, ঘ)।

৪৫। নিম্নের তালিকায় এ কথাগুলি বেশ পরিষ্কার বুঝা যাইবে :—

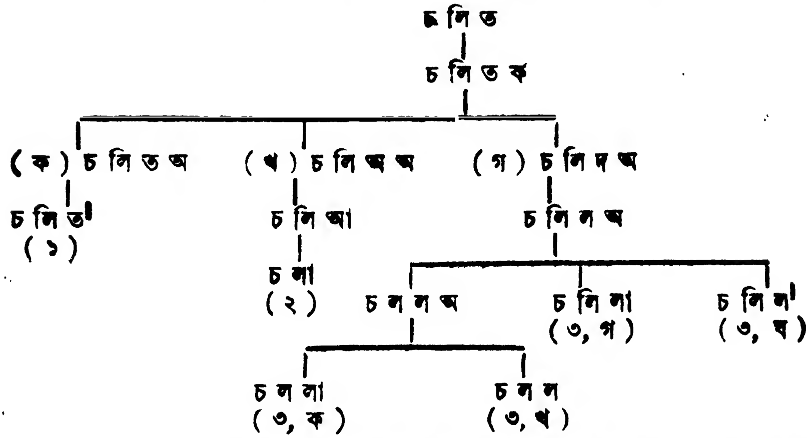

৪৬। এখানে আমাদের আলোচ্য পদ কয়টি পৃথক্ করিয়া বাহির করিয়া লই :—

(১) চ লি ত'

(২) চ লা

(৩) { (ক) চ ল লা, (গ) চ লি লা } { (খ) চ ল ল', (ঘ) চ লি ল' }

এখানে (১) চ লি ত', (৩, খ) চ ল ল', ও (৩, ঘ) চ লি ল, এই তিনটি পদের অন্ত্য অকারের গ্রস্ত না হইবার ইহাই একমাত্র কারণ যে, ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রূপসমূহে শেষে আর একটি অকার ছিল, এবং ইহাদের একটি আমাদের নিকট হ্রস্বতম ওকারে পরিণত হইয়াছে। যে সকল পদে এইরূপ হ্রস্বতম ওকার উচ্চারিত হয় নাই, তাহাদের শেষের দুই অকার মিলিয়া আকার হইয়া গিয়াছে। যেমন, (৩, গ) চ লি লা, (৩, ক) চ ল লা।

৪৭। প্রেরণার্থেও আমরা এইরূপ পদ পাইয়া থাকি। যথা—

(১) চা লি ত'

(২) চা লা

(৩) { {(ক) চা ল না / (গ) চা লি লা } {(খ) চা ল ল' / (ঘ) চা লি ল' } }

এখানেও অকারের গ্রস্ত না হইবার সেই একই কারণ।

৪৮। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা এখানে বলিয়া লওয়া ভাল মনে করিতেছি। সংস্কৃতের একই ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদ হইতে আমরা তিন প্রকার পদ পাইয়াছি, যথা,—(১) চ লি ত, (২) চ লা, (৩) চ লি ল। কিন্তু ইহাদের অর্থ-বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। ইহাদের শেষের অর্থাৎ (৩) চ লি ল, ক রি ল, গে ল প্রভৃতি পূর্ব্বে অতীত কাল মাত্র বুঝাইতে প্রযুক্ত হইত। কিন্তু আজ-কাল ইহা অনতিপূর্ব্ব অতীত (অদ্যতনী) বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। বর্ত্তমান বাঙ্‌লায় অতীতের যেমন নানা ভেদ করা হইয়াছে, প্রাচীন বাঙ্‌লায় সেরূপ ছিল না। (২) চ লি ত, মা রি ত প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্‌লায় অল্প দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কয়েকটি মাত্র আছে, এবং ইহা আজকালকার মতই (কালাতিপত্তি conditional) অর্থ প্রকাশ করে ("ডুবিয়া ম রি তোঁ (=মরিতাম) যবেঁ না থা কি ত কা হ্নে", ১৬৪ পৃ; দি তোঁ (=দিতাম) ২৮৪ পৃ)। এই সকল পদ সংস্কৃতের ন্যায় বিশেষণরূপেও প্রযুক্ত হয়। যেমন, 'চ লি ত পথ,' 'প ঠি ত পুস্তক'। আবার (১) চ লা, প ড়া, শু না প্রভৃতি চ লি ত, প ঠি ত, শ্রু ত প্রভৃতি সংস্কৃত পদের ন্যায় সাধারণত বিশেষণভাবেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাঙ্‌লায় অতীত কালের ক্রিয়াসূচক আকারান্ত বিশেষণগুলি সমস্তই এইরূপে উৎপন্ন। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১৭) স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবু বা ঙ্গা লা বি শে ষ ণ র হ স্য প্রবন্ধের আকারান্ত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পরিচ্ছেদে যে সকল বিশেষণ শব্দ সংগ্রহ করিয়াছেন, তৎসমুদয় এইরূপেই উৎপন্ন। যদিও একই ধাতু-প্রত্যয়ে এই ত্রিবিধ পদ উৎপন্ন, তথাপি তাহাদের প্রয়োগ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়া ভাষার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে।

৪৯। কেবল ইহা বাঙ্‌লাতেই নহে, দেখিয়াছি, প্রাচ্য হিন্দী অর্থাৎ বিহারী ও ভোজপুরী, মৈথিলী, উড়িয়া, মারাঠী ও গুজরাটীতেও এইরূপ হইয়াছে। অতি বাহুল্য হইবে বলিয়া এখানে তাহা উপস্থিত করিতে পারিলাম না। ভেদের মধ্যে এই যে, হিন্দী-মারাঠী প্রভৃতিতে বিশেষ লিঙ্গভেদ থাকায় পূর্ব্বোক্ত ক্ত-প্রত্যয়ান্ত তদ্ভব শব্দসমূহে বিশেষ্যের অনুসরণে লিঙ্গের বিশেষ-বিশেষ বিভক্তি যুক্ত হয়। বাঙ্‌লায় ক্লীবলিঙ্গসূচক কোনো বিভক্তি নাই, স্ত্রীলিঙ্গের আ বা ঈ আছে। প্রাচীন বাঙ্‌লার এই আলোচ্য পদসমূহে, স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে, বহু স্থানে ঈকার প্রযুক্ত হইত। আবার হইত না, ইহারও উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ইহা সমর্থন করিবে। অপভ্রংশে লিঙ্গের বাঁধাবাঁধি কোনো নিয়মই নাই ("লিঙ্গমতন্ত্রম্", হেম. ৮,৪,৪৪৫); তাই বাঙ্‌লাতেও নাই।

সেই জন্যই, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গেরও বিশেষণে ঈকার দেওয়া হইয়াছে. এরূপ পদ অনেক দেখা যায়। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়েও এরূপ আছে।

৫০। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের নামে একটা কথা মনে পড়িল। এইমাত্র বলিয়া আসিয়াছি, বাঙ্‌লায় চ লা প্রভৃতিই বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়, চ লি ল প্রভৃতি নহে। এই হিসাবে দু হি ল (=দোহন করিল) শব্দকে বিশেষণরূপে না পাইবারই কথা। কিন্তু অতি প্রাচীন সাহিত্যে তখনো এতটা নিয়ম হইয়া উঠে নাই, তাই চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে (৩৩.২) 'দোহা দুধ' অর্থে "দু হি ল দু ধু" আছে।

৫১। *ক রি তে ছি ল, ক রি য়া ছি ল প্রভৃতির অন্ত্য অকার ঠিক এই নিয়মেই গ্রস্ত হয় নাই। এই সকল পদের শেষ অংশ ছি ল, বা আ ছি ল সংস্কৃত √ আ স্, পালি-প্রাকৃতে তাহার* স্থানে আদিষ্ট √ অ চ্ছ হইতে (ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা, ২.৪.৫০ ; ২০৩ পৃ. ; প্রাকৃতরূপাবতার, ১৮.২৪ ; ত্রিবিক্রম, ২.৪.৫০ ; মহাসদ্দনীতি, সীলানন্দ থের, কলম্বো, ১৯০৯, ৪০৩ পৃ ; মহারূপসিদ্ধি, গুণরতন থের, সিংহল, ১৮৯৭, ১৯০ পৃ) ক্ত-প্রত্যয়ে পূর্ব্বোক্তরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। √ আস্ ধাতুর মূল অর্থ উপবেশন হইলেও পালি-প্রাকৃতে তাহা √ অস্ ধাতুরই অর্থে (সত্তা, বিদ্যমানতা) প্রযুক্ত হয় (পালিতে "বহিমুখো য়েব পন অ চ্ছা মি", মিলিন্দপ্রশ্ন, ৩.৭.১৭,—'বহির্মুখ হইয়াই আ ছি' ; অপভ্রংশে, "কেসু-ণআবণ আ ছে", প্রাকৃত-পৈঙ্গল, বর্ণবৃত্ত, ১৪৪ ;—'কিংশুকনববন আ ছে')।

৫২। ভবিষ্যতে ক রি ব, খা ই ব, ইত্যাদিরও অকারের গ্রস্ত না হইবার হেতু তাহাই, অর্থাৎ এই সকল শব্দেরও শেষে একটা আরো অকার ছিল, এবং পূর্ব্বের ন্যায় ক্রমতম ওকার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নিম্নের তালিকায় ক্রমপরিবর্ত্তনটা বুঝা যাইবে :—

ক র্ত্ত ব্য

|

ক র্ত্ত ব্য ক

|

*ক রি ত ব্য ক

|

ক রি অ ব্ব অ (অথবা ক রে অ ব্ব অ, হেম° ৮.৩.১৫৭ ; শুভ° ২.৪.২৩ ; see Hoernle, pp. 148—9).

|

ক রি ব্ব অ

|

ক রি ব

প্রাচীন বাঙ্‌লায় ক রি বোঁ পদ মনে করুন।

৫৩। অনুজ্ঞায় মধ্যমপুরুষের আদরসূচক ক্রিয়াপদ ক র, ধ র প্রভৃতির অন্ত্য অকারেরও গ্রস্ত না হইবার ঐ একই কারণ। প্রাকৃত-অনুসারে (প্রা° প্র°, ৭'১৯) এই সমস্ত ক্রিয়াপদের মূল ছিল ক র হ, ধ র হ, ইত্যাদি। আপনারা সকলেই জানেন, প্রাচীন বাঙ্‌লায় এইরূপই পাওয়া যায়। হ মহাপ্রাণ, অল্পপ্রাণরূপে উচ্চারণের প্রভাবে, ইহা অকারেরই

মধ্যে মিশিয়া গেল ; ক র হ ক্রমে ক র অ হইল। পরে উড়িয়া ও বাঙ্‌লায় অকারের ওকার-প্রবণতায় পূর্ব্ববৎ ইহা ক র' আকার ধারণ করিল। আর যাঁহাদের নিকটে অকারের প্রসারিত উচ্চারণ আছে, ক র অ তাঁহাদের নিকট ক রা হইল। বাঙালীরা যেখানে বলিবেন 'তুমি ক র'', বা উড়িয়ারা যেখানে বলিবেন 'তুম্ভে (তুম্ভেমানে) ক র'', মারাঠীরা সেখানে বলিবেন 'তুহ্মি ক রা'। গড়বালী হিন্দীতেও এইরূপ 'তুমন (তু মৃ) ক রা'। কিন্তু অন্যান্য হিন্দীর অধিকাংশেই ক রো। গুজরাটীতেও ক রো। অনাদর বা ঘনিষ্ঠতাতিশয়-প্রকাশে বাঙ্‌লা, হিন্দী, মারাঠী ও গুজরাটীতে একই ক র। ক র হ, এই বহুবচনের পদ হইতে (প্রাকৃতে বহুবচনেই হ বিভক্তি হয়, প্রা° প্র° ৭·১৯) বা° উ° ক র' ও হিন্দী-প্রভৃতির ক রো, ক রা; এবং মূলত সংস্কৃত বা প্রাকৃতের মধ্যম-পুরুষের একবচনের পদ ক র হইতে আমাদের ক র· হইয়াছে। ক র হ হইতে ক র অ, এখানে উপর্য্যুপরি দুইটা অ থাকায় তাহারা উভয়েই গ্রস্ত হয় না। কিন্তু ক র, এ স্থলে একটিমাত্র অকার থাকায় তাহা সহজেই গ্রস্ত হইয়া যায়, এবং সেই জন্য পদটা ক র· হইয়া পড়ে। সম্মানার্থে বহুবচনের প্রয়োগ উড়িয়া-মারাঠী প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে। বাঙ্‌লায় 'তুমি ক র'' ইহা বস্তুত বহুবচনের প্রয়োগ, আর 'তুই ক র·' ইহা একবচনের প্রয়োগ।

৫৪। বর্ত্তমান কালে মধ্যমপুরুষের একবচনে 'তুমি ক র', অর্থাৎ করিয়া থাক, ইত্যাদি স্থলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে কাজ হইয়াছে। সংস্কৃতে বর্ত্তমানে মধ্যমপুরুষের বহুবচনের বিভক্তি থ-স্থানে প্রাকৃতে হ হইয়া থাকে (প্রা° প্র° ১১·৪), এবং এইরূপে ক র হ হয়। পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও এই ক র হ হইতেই ক র' হইয়াছে। ইহা মূলত বহুবচনেরই পদ, কিন্তু ক্রমশ একবচনেও চলিয়াছে। আমাদের একবচনের আসল পদ হইতেছে ক রি স·, 'তুই ক রি স·'। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে (হেম° ৮·৩·১৪০) মধ্যমপুরুষের একবচনে সি-বিভক্তি প্রসিদ্ধ। তাহার যোগে ক র সি পদ হয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এইরূপ প্রচুর দেখিতে পাওয়া যাইবে (করসি, ৬৬; জাণসি, ৭২; বুঝসি, ৭৬; বোলসি, ৩৩৫; ইত্যাদি)। বস্তুত এই বিভক্তিটি সি হইলেও প্রাকৃতের বহু স্থলে এবং অপভ্রংশে কার্য্যত অ সি; ইহার স্বরবিপর্য্যয়ে ই স-, বা ই স·। এইরূপে ক র সি হইতে ক রি স-, বা ক রি স·। নেপালীতেও এইরূপ (Hoernle, p. 335)। পূর্ব্ববঙ্গে অ সি বিভক্তির শেষ ইকারটা লোপ হওয়ায়, বু ঝ স', জা ন স·, মা র স·, ইত্যাদি।

৫৫। দুই অক্ষরের তদ্ভব বিশেষণ শব্দসমূহের অন্ত্য অকার (প্রায়ই) লুপ্ত হয় না। যথা—

সংস্কৃত		তদ্ভব
ভ দ্র ক	...	ভা ল
বৃ দ্ধ ক	...	বু ঢ়
দৃ ঢ় ক	...	দ ঢ়

মধ্যক	...	মেজ[1]
আকৃষ্টক	...	আঁট
ক্ষুদ্রক	...	ছোট / খাট

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ সম্বন্ধে এ নিয়ম নহে। যেমন, গোল, নীল, পীত, নীচ, খল, শঠ, ইত্যাদি। *লাল শব্দটা বিশেষণ হইলেও তদ্ভব নহে, ইহা ফরাসী, তাই সাধারণ নিয়মে ইহার অন্ত্য অকার গ্রস্ত হইয়াছে।*

তদ্ভব শব্দ বিশেষ্য হইলে অন্ত্য অ সাধারণ নিয়মেই গ্রস্ত হয়; যথা, 'খাট কাপড়', কিন্তু 'খাট আন'; 'ভাল কাপড়', কিন্তু ললাট অর্থে ভাল বলা হইয়া থাকে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এখানে শব্দগুলি বর্ণত একরূপ হইলেও মূলত—বস্তুত ভিন্ন-ভিন্ন। হাত, কান, কাজ, কাম, এ সমস্তই বিশেষ্য। সং জ্বালা হইতে ঝাল, ইহা হইতে ঝাল; ইহা গুণবাচক বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ই। বিশেষ্যের প্রভাব থাকায় ইহার অন্ত্য অকার গ্রস্ত হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য—§ ৬০)।

৫৬। যে সকল তদ্ভব বা দেশী শব্দ সাধারণ বাঙলায় আকারান্ত, কিন্তু কলিকাতায় বিভাষায়[2] অকারান্ত (বস্তুত হ্রস্বতম-ওকারান্ত), তাহাদের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা—

সংস্কৃত	তদ্ভব: সাধারণ ভাষা	তদ্ভব: কলিকাতার বিভাষা
কুব্জক	কুঁজা	কুঁজ[3]
ক্ষুদ্রক	খুড়া	খুড়
"	কুচা	কুচ[4]
তিক্তক	তিতা	তিত
বৃদ্ধক	বুড়া	বুড়
মূলক	মূলা	মূল

১। সং তৃতীয়ক হইতে প্রা তইজ (দ্রঃ—ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকা, ১.৩.৬৮), ইহা হইতে বাঙলায় তেজ শব্দ হইয়াছে, যেমন, তেজবর, 'তৃতীয় বর', যে বর তৃতীয় বার বিবাহ করে। যোগেশ বাবু নিজের অভিধানে বলিয়াছেন, এই তেজ হইতেই আমাদের সেজ হইয়াছে, যেমন, 'সেজ ভাই'।

২। অবান্তর ভাষা বিভাষা। মার্কণ্ডেয়ের (প্রাকৃতসর্ব্বস্বে, ১. ৪—৬) ভাষা ও বিভাষা সম্বন্ধে মন্তব্য দ্বারা ইহাই জানা যায়। যেমন, তিনি বলিয়াছেন, মাগধী ভাষা, কিন্তু তাহারই অবান্তর-ভেদ, শাকারী বিভাষা ("মাগধ্যাঃ শাকারী", ১৩.১)। তাঁহার এই মন্তব্যের মূল ভরতের নাট্যশাস্ত্র, ১৭.৪৮—৫৯। এই হিসাবে বাঙলা ভাষা এবং ইহার প্রাদেশিক অবান্তর-ভেদ বিভাষা।

৩। বিশেষ্য কুঁজ (অথবা কুঁজ)।

৪। যথা, 'কুচা বা কুচ নৈবেদ্য।'

৫৭। বস্তুত এখানে উক্ত কুঁ জ প্রভৃতি শব্দের সহিত পূর্ব্বোক্ত (§ ৫৫) ডা ল, ব ড় প্রভৃতি শব্দের বস্তুত ভেদ নাই ; এবং উভয় স্থলেই অকারের গ্রস্ত না হইবার কারণ সমান। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, যেখানে উপর্য্যুপরি দুইটি অকার হইয়াছে, সেইখানেই অকার গ্রস্ত হয় নাই, এখানেও তাহাই হইয়াছে। সং বৃদ্ধ হইতে ক-প্রত্যয়-যোগে বৃ দ্ধ ক, ঋকার-প্রভাবে পরবর্ত্তী দন্ত্য বর্ণ মূর্দ্ধন্য হওয়ায় (ক) একদিকে প্রাকৃতে বু ড্‌ঢ অ। ইহা হইতে অকারের প্রসারিত উচ্চারণে হিং পাং বু ড্‌ ঢা, হিং অপর রূপ বূ ঢা ; গুং বু ঢ়া (যথা, বু ঢা পো 'বৃদ্ধত্ব', অন্যত্র বু ড্‌ ঢূ) ; উং বাং বু ঢা (১) ; আবার বাঙালীর সঙ্কুচিত উচ্চারণে বু ড্‌ ঢ অ হইতেই ক্রমশ বু ঢ়', বু ড়' (২)। (খ) অপর দিকে সং বৃ দ্ধ ক হইতেই প্রাং ব ড্‌ ঢ অ হইয়া ক্রমশ হিং মাং ব ড়া, উং বাং গুং ব ড়, বাঙালী ও উড়িয়ার মুখে ব ড়'। এইরূপ সং ভ দ্র ক, প্রাং ভ দ্দ অ, ভ ল্ল অ, হিং মাং গুং উং ভ লা,[১] বাং ভা ল',—হ্রস্বতম-ওকারান্ত। সং ক্ষু দ্র ক হইতে প্রাং *ছু ট্ট অ, হিং মাং মৈং ছো টা (দ্রঃ—মাং ছো টা-মো টা 'ছোট-বড়'), গুং ছো টুঁ, ছ ট (যেমন, ব ড়-ছ ট), উং বাং ছো ট',—হ্রস্বতম-ওকারান্ত। এই ক্ষু দ্র ক হইতেই আবার বিচিত্র পরিবর্ত্তনে আমাদের খা ট', কু চা—কু চ', ও খু ড়া—খু ড়' হইয়াছে।

৫৮। কৃষ্ণবর্ণ-অর্থে কা ল শব্দ সংস্কৃতে আছে বটে, কিন্তু বাঙ্‌লায় 'কা ল'. জ ল' ইত্যাদি স্থলে আমরা যে শব্দটি প্রয়োগ করি, তাহা সংস্কৃত বা তৎসম নহে, ইহা তদ্ভব। সংস্কৃত কা ল ক হইতে ইহা পূর্ব্বোক্তরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং সেই জন্যই হিং মাং গুং ও প্রাচীন বাং কা লা শব্দ আছে (মাং °ळा), গুং কা লুঁ, কিন্তু কা লা ট 'কালত্ব'।

৫৯। পরিমাণ-বাচক য ত, ত ত, ক ত, এ ত প্রভৃতি শব্দেরও অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। কারণ, এখানেও উপর্য্যুপরি দুইটি অকার ছিল। সং যা ব ৎ, তা ব ৎ, কি য ৎ, ই য ৎ, এ তা ব ৎ, প্রাং যথাক্রমে জে ত্তি অ বা জি ত্তি অ, তে ত্তি অ, বা তি ত্তি অ, কে ত্তি অ বা কি ত্তি অ, এ ত্তি অ বা ই ত্তি অ। ইহা হইতে জানা যায়, সং যা ব ৎ প্রভৃতি ক্রমশ *যা ব ত ক, *জা অ-ত অ ইত্যাদি হইয়া ঐ সমস্ত প্রাকৃত পদে পরিণত হইয়াছে। প্রাং জি ত্তি অ ক্রমে জি ত্ত অ (যথা, এ ত্ত অ, ভাস-প্রণীত চা রু দ ত্ত, ২ অঙ্ক, Trivandrum Sanskrit Series, 1914. পৃ. ৪৬, ৪৮) হইয়া হিন্দীতে জি ত্তা, এবং এইরূপে তি ত্তা, কি ত্তা, ই ত্তা হইয়াছে। বাঙ্‌লার ধারায় প্রাং *জ ত্ত অ হইতে ক্রমশ জ ত' (অথবা য ত'), এইরূপে ত ত', ক ত', এ ত', অ ত'।

৬০। পূর্ব্বে বলিয়াছি (§ ৫৫), দুই অক্ষরের তদ্ভব বিশেষণের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। অতএব দুয়ের অধিক অক্ষর থাকিলে এ নিয়ম খাটে না। যথা, চি ক ন্, (৭) (সং চি ক ণ), দী ঘ ল্ (সং দী র্ঘ), পা ত ল্ (সং পত্র), নি টো ল্ (সং নি স্ত ল, পালি নি ত্ত ল), উ বু ড়' (সং উৎপৃষ্ঠ)। এগুলি সমস্তই তদ্ভব। ইহাদের মূল সংস্কৃতে শেষে একটিমাত্র অ থাকায়

১। মাং ভ ল পরও হয়। গুং যথা, ভ লা ভ ণ, অর্থাৎ প্রশংসাবাদ, recommendation ; সাধারণ বিশেষণ অর্থে ভ লুঁ। উং ক্রিয়াবিশেষণে ভ লা, অন্যত্র ভ ল।

তাহা গ্রস্ত হইয়াছে ; সং চি ক্ক ণ হইতে বাং চি ক ন। সং চি ক্ক ণ ক হইতে প্রাং চি ক্ক ণ অ, এবং ইহা হইতে হিং মাং বাং চি ক না। এই প্রকার সং দী র্ঘ হইতে বাং দী ঘ ল ; কিন্তু দী র্ঘ ক হইতে দী ঘ- লা। এইরূপ পা ত ল, পা ত লা। (তুলঃ—হেমং ৮.২.১৭১, ১৭৩)।

৩১। তদ্ভব হইলেও পূরণবাচক এই কয়টি শব্দের অন্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যথা, দো জ (সং দ্বিতীয়, 'দো জ বর') ; তে জ (সং তৃতীয়, 'তে জ বর') ; চৌ থ, বা চ উ থ (=চতুর্থ)। দ্বি তী য়, তৃ তী য়, চ তু র্থ যথাক্রমে প্রাকৃতে দু ই জ্জ (কুমারপালচরিত, ২.৬০), ত ই জ্জ (ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা, ১.৩.৬৮, পৃ ৮০), চ উ ত্থ, (চো ত্থ, চ উ ট্ঠ ; ঐ. ১.৩.৫, পৃ ৭১)। ইহা হইতেই বাঙ্লায় ঐ সকল পদ আসিয়াছে। এখানে গ্রস্ত না হইবার কোনো কারণ না থাকায় সাধারণ নিয়মে গ্রস্ত হইয়াছে। সং চ তু র্থ ক হইতে প্রাং চ উ ত্থ অ (কুমারপাল. ২.১৫), চ উ ট্ঠ অ, ইহা হইতে বাঙ্লায় চৌ ঠা, এবং মাং চ বু থা, হিং পাং চৌ থা। এখানে চ উ ট্ঠ অ শব্দের শেষে উপর্য্যুপরি দুইটি অকার থাকায় চৌ ঠা পদের অ গ্রস্ত হয় নাই, কারণ, ইহা বস্তুত হ্রস্বতম ওকার।

আবার সংখ্যাবাচক শব্দসমূহের ১১ হইতে ১৮ পর্য্যন্ত শব্দগুলির অন্ত্য অকার গ্রস্ত হয় না। যথা, এ গা র, বা র ইত্যাদি। এখানেও ঐ একই কারণ, ইহাদেরও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দটির শেষে উপর্য্যুপরি দুইটি অকার রহিয়াছে। যথা—সং এ কা দ শ, প্রাং এ কা র হ (ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা, ৮৫পৃ., ১.৩.১০০), ইহা হইতে ক স্থানে গ হওয়ায় ও শেষের হলোপে ক্রমশ এ গা র অ, পরে আমাদের এ গা রা, বস্তুত হ্রস্বতম ওকারান্ত। এইরূপ বা দ শ হইতে প্রাং বা র হ (ঐ), প্রাচ্য হিন্দীতে ইহাই থাকিয়া গেল, অন্য দিকে তাহা হইতে বা র অ, ক্রমে ইহা বাং উং বা রা (হ্রস্বতম-ওকারান্ত), গুং বা র, এবং মাং ও প্রতীচ্য হিং বা রা হইল। অন্যত্রও এই প্রকার।

৩২। প্রদর্শিত উদাহরণগুলিতে আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, তদ্ভব শব্দসমূহের মধ্যে যে-যে স্থলে অকার গ্রস্ত হয় নাই, সেখানে প্রায় সর্ব্বত্রই মূল সংস্কৃত বা প্রাকৃত শব্দের শেষে ক-কার যোগ করিয়া সেই ককারের লোপে তদন্তর্গত একটা অকার অতিরিক্ত দেখান হইয়াছে। যেমন, সং ম ধ্য শব্দে ক-যোগে ম ধ্য ক করিয়া তাহা হইতে প্রাং ম জ্ঝ অ, বাং মে ঝা করা হইয়াছে। এখানে মনে হইতে পারে, সর্ব্বত্র এরূপ ক যোগ করা হইবে কেন ? ইহার প্রমাণ কি ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, প্রাকৃত ভাষা ও তাহার ব্যাকরণ দেখিলে জানা যাইবে যে, এই ক-প্রত্যয়-যোগ তাহাতে কিরূপ প্রচুরভাবে চলিয়াছে। অপভ্রংশে ত আরো অধিকতরভাবে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কে, হেমচন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণের অপভ্রংশ পরিচ্ছেদে, এবং প্রাকৃতপৈঙ্গলের অপভ্রংশময় উদাহরণ-শ্লোকসমূহ দেখিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। প্রাকৃত ব্যাকরণকারেরাও ইহা বিধান করিয়া গিয়াছেন। দ্রঃ—হেম. ৮.২.১৬৪ ; শুভং ২.১.১৯ ; ত্রিবিক্রম. ২.১.১৮ ; মার্কণ্ডেয়. ১৩.৫। কিরূপ পদে ক-প্রত্যয় হয়, দুই একটি উদাহরণ দিই, হেমচন্দ্র (ঐ) হইতেই তুলিতেছি : সং ই হ, প্রাং

স্থানে প চ ত কি প্রভৃতিও হয়। হেমচন্দ্র আরো বলিয়াছেন (ঐ), একবার ক প্রত্যয় করিবার পরও আবার ক প্রত্যয় হইতে পারে; যেমন সং বহু হইতে ব হু ক, প্রা॰ ব হু অ, আবার ক-প্রত্যয়ে ও তাহার লোপে ব হু অ অ। সকলেই জানেন, স্বার্থে ক প্রত্যয় হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন (৪.৫১); স্বার্থে যদি কোন অন্য প্রত্যয়ও হইয়া থাকে, তবে তাহারো পর আবার ক প্রত্যয় হইতে পারে।

৬৩। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাকৃতে ককারের এরূপ আদর কেন? সংস্কৃতের পাণিনিই ইহার উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন; ক-প্রত্যয়-যোগে যে, কত ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ হয়, তাহা তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে (৫.৩.৭১—৮৭) বর্ণিত হইয়াছে। বার্ত্তিককারও স্থানে-স্থানে এ সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ক-প্রত্যয়-যোগে সংজ্ঞা, অজ্ঞাত, কুৎসিত, অনুকম্পা, অল্প, হ্রস্ব ইত্যাদি বিবিধ অর্থ প্রকাশিত হয়।[১] বৈদিক ভাষাতেও এইরূপ ক-প্রত্যয়ের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।[২] প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে যে পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছিল, লৌকিক সংস্কৃতে পাণিনির সময়ে তাহা বহু বিস্তৃতি লাভ করে, আবার প্রাকৃত ভাষাসমূহে তাহা আরো প্রসার লাভ করিয়াছে। আমাদের বহু বিশেষণ শব্দ এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে। আবার স্থানে-স্থানে বিশেষ্যই থাকিলেও তাহার অর্থভেদ হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রাদেশিক ভাষাসমূহেও জানিতে পারা যায় যে, কোনো শব্দে ক প্রত্যয় করিলে বা না করিলে কিরূপ অর্থভেদ হইয়া থাকে। দুই-একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। তে ল বিশেষ্য, কিন্তু তে লা বিশেষণ। এখানে সং তৈ ল হইতে তেল, এবং তৈ ল ক হইতে তে লা; ক-প্রত্যয়ে ইহা বিশেষণ হইয়াছে। গো ব র বিশেষ্য, কিন্তু গো ব রা ('গোবরা পোকা') বিশেষণ, যাহা গোবরে জন্মায়। এখানে ক-প্রত্যয়ের অবশিষ্ট অ-যোগে আ হইয়াছে। গো ব র্ধ ন কে যে, আমরা গো ব রা বলি, তাহাও এই প্রকারে; গো ব র অংশের পর ক-প্রত্যয়ের অকার যোগ করিয়া দেওয়া হয়। মে ল বিশেষ্য, ইহার অর্থ 'মিলন', 'সাদৃশ্য'; মে লা, ইহাও বিশেষ্য, কিন্তু ইহার অর্থ ভিন্ন 'বহু লোকে সম্মিলিত হইয়া যেখানে নানাবিধ আনন্দ উপভোগ করে'। মে ল-শব্দে ক-যোগে মে ল ক হইতে মে লা হইয়াছে। বাঁ শ, ইহার অর্থ প্রসিদ্ধ, কিন্তু বাঁ শা 'বাঁশের ছোট চোঙ'—যাহাতে সাধারণত তেল প্রভৃতি তরল পদার্থ রাখা হয়। সং বংশ হইতে বাঁশ, আর বং শ ক (দ্রঃ—কাশিকা,

---

১। "অজ্ঞাতে কুৎসিতে বাল্যে তথা হ্রস্বানুকম্পয়োঃ।
উপহাসে চ সংজ্ঞায়াং কপ্রত্যয় উদাহৃতঃ॥"

২। Macdonell's Vedic Grammar, 1910, p. 137.

৫. ৩.৮১) হইতে বাঁ শা।[১] মারাঠীতে বংশ অর্থে বাঁ স, কিন্তু বয়ণার জন্য যে ছোট-ছোট বাঁশ ব্যবহৃত হয়, তাহা বাঁ সা। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও এইরূপ আছে।" শব্দের শেষে ক-যোগের বহুল প্রচার-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, ইহাতেও যদি কেহ সন্তুষ্ট না হয়, (যদিও তাঁহার হওয়া উচিত, এবং আমার বিশ্বাস, ধীরভাবে ব্যাকরণ ও ভাষা মিলাইয়া দেখিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন), তবে তাঁহার সন্তোষের জন্য গোটা-কত প্রচলিত বা সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ দিতেছি। ইহাদের দ্বারা জানা যাইবে, শেষে হয় ক, অথবা দকার প্রভৃতি অপর কোন তাদৃশ বর্ণ, যাহারা প্রাকৃতের সাধারণ নিয়মে লুপ্ত হইয়া থাকে (ক-গ, চ-জ, ত-দ, প-ব-ব ; দ্রঃ—হেম' ৮.১.১৭৭), না থাকিলে শেষে আকার হয় না। যথা, চ ণ ক হইতে চা না ('ছোলা'), ক ণ্ট ক হইতে কাঁ টা, ম স্ত ক হইতে মাথা, চ ম্প ক হইতে চাঁ পা ; এইরূপ অনেক। এখানে মূল সংস্কৃত ম স্ত ক প্রভৃতি হইতে যে মা থা প্রভৃতি হইয়াছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আবার, পা র দ হইতে পা রা, হৃ দ য় হইতে (হি অ অ) হি য়া, গ র্দ্দ ভ হইতে (গ দ্দ হ, গ দ্দ অ) গা ধা, ইহাও সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। শেষে একটা অতিরিক্ত অ যে-কোনো প্রকারেই হউক, না থাকিলে শেষে ঐরূপ আকার হইতে পারে না। আলোচ্য পদসমূহে অকারের জন্য ককার-যোগ ভিন্ন অন্য কোনো গতিই নাই, এবং দেখাও যাইতেছে, তাহা ভাষা ও ব্যাকরণ উভয়েরই অনুমোদিত। ইহাতেও যদি কাহারো সন্তোষ না হয়, তবে তিনি নিজের মত প্রকাশ করুন, ঐ সকল শব্দের সমাধান করুন, আমরা আলোচনা করিয়া দেখি।

(২) পদমধ্যে

৬৩। দুয়ের অধিক-অক্ষর-বিশিষ্ট যে সকল শব্দের শেষে অকার ভিন্ন স্বর থাকে, ইহাদের (ক) উপান্ত্য বা (খ) তাহারও অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী স্বর অকার হইলে, এই অকার গুপ্ত হয়। যেমন, (ক), বা দ্‌ লা ; পা গ্‌ লী ; পা ত্‌ লা ;[২] (খ) না প্‌ তি নী, মা ন্‌ সি ক্‌, জ ম্‌ কা ল, কা ক্‌ লা স।[৩]

৬৪। ছো ট্‌ কী, ব ড়্‌ কী, মে জ্‌ কী, সে জ্‌ কী, ইত্যাদিও এই প্রকারে। এখানে

১। See Bhandarkar's Wilson Philological Lecture, pp. 158-159; Hoernle's Comparative Grammar of the Gaudian Languages, pp. 101-102.

২-৩। ঠিক এই নিয়মেই উপান্ত্য বা তাহার পূর্ববর্ত্তী অক্ষরটি যদি গুরু স্বর হয়, তাহা হইলে তাহার মাত্রার হ্রাস হইয়া যায়, এবং সেই জন্য তাহার আর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না (দ্রঃ—§ ২৪)। যেমন, পা ইঁ জা, পা ইঁ কি রি ; বা উঁ টি, পি উঁ লি, হা উঁ সি ; চ ওঁ ড়া, আ ওঁ টা, হা ওঁ দা।

এই নিয়মেই (§ ২০, ক) দ্রুত উচ্চারণে বহু স্থলে উপান্ত্য অক্ষরের ব্যঞ্জনাশ্রিত স্বরের (প্রায় আ, ই, উ) একবারে লোপ বা গুপ্ততা দেখা যায়। যেমন, বা জা না হইতে বা জ্‌ না, আ না জা হইতে আন্‌ জা, ছু টি তে হইতে ছু ট্‌ তে, ছু টি ল হইতে ছু ট্‌ ল (এখানে অন্ত্য অ [illegible]) ; প কু ড়ি হইতে প ক্‌ ড়ি ; (প দে শ—প দে শ ক,—প দে শ অ—) প দে শা হইতে প দ্‌ শা, ম হে শা হইতে ম [illegible]

সহজেই প্রশ্ন হইতে পারে, এই মাত্র আমরা বলিয়া আসিলাম, ছো ট', ব ড়', যে জ', সে জ', ইত্যাদির অন্ত্য অকার বস্তুত হ্রস্বতম ওকার, এবং সেই জন্যই তাহা গ্রস্ত হয় না, কিন্তু ছো ট· কী প্রভৃতি স্থলে কিরূপে তাহা গ্রস্ত হইল? ইহার উত্তর এই যে, ছো ট· কী প্রভৃতি স্থলে ছোট, বড় ইত্যাদির অ বস্তুত হ্রস্বতম ওকার নহে; যদি ইহা ক্ষু দ্র ক, বা বৃ দ্ধ ক শব্দ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে ঐ অকার বস্তুত হ্রস্বতম ওকার হইতে পারিত; কিন্তু আলোচ্য স্থলে ইহারা ক্ষু দ্র, বৃ দ্ধ প্রভৃতিরই রূপ। ক্ষু দ্র ক শব্দের ক-লোপে ও অন্যান্য পরিবর্তনে * ছু ট্ট অ হইতে ক্রমশ ছো ট'; কিন্তু ক-কার যদি লুপ্ত না হয়, আর অন্যান্য পরিবর্তন হয়, তাহা হইলে ছো ট ক' পদ হইবে, এইরূপ ব ড় ক·, যে জ ক·, সে জ ক·; ইহার পর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-যোগে সাধারণ নিয়মে ছো ট· কী, ব ড়· কী, ইত্যাদি। হিন্দীতে পুংলিঙ্গে ছো ট· কা, ইত্যাদি হয়। এখানে সহজেই আবার প্রশ্ন হয়, এতাদৃশ স্থলে শেষের ককারটা লোপ হইবে না কেন? প্রাকৃতে ত এরূপ ককারের লোপ সাধারণ নিয়মেরই অন্তর্গত। ইহার উত্তর এই:—প্রাকৃতে সাধারণত ককার লোপের বিধান আছে সত্য, কিন্তু পৈশাচী প্রাকৃতে ককারের লোপ হয় না। প্রাকৃত ব্যাকরণে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে ("ককারোচ্চারণং পৈশাচিকভাষার্থম্,"—হেম. ৮. ২. ১৬৪; লক্ষ্মীধর,—ষড়্ভাষা. ১৬০ পৃ.—ত্রিবিক্রম, ২. ১. ১৮)। তাই সং ব দ ন ক সাধারণ প্রাকৃতে হয় ব অ ণ অ, (অথবা ব য় ণ য়), কিন্তু পৈশাচীতে ব ত ন ক। প্রাচীন বৈয়াকরণিক বররুচি পৈশাচী প্রাকৃতের সম্বন্ধে যদিও বেশী কিছু বলেন নাই, তথাপি বলিয়াছেন যে, সং হৃ দ য় ক পৈশাচীতে হ ত অ ক (১০. ১৪)। বাঙ্‌লার সহিত মাগধী প্রাকৃতের বিশেষ যোগ আছে, ইহা সকলেই জানেন। মাগধী ও বাঙ্‌লার সর্ব্বপ্রধান মিল এই যে, মাগধীর ন্যায় বাঙ্‌লাতেও সাধারণত সর্ব্বত্রই তালব্য শ উচ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু পৈশাচীরও প্রভাব ইহাতে বেশ আছে। প্রসঙ্গক্রমে একটা উল্লেখ করি। বাঙ্‌লার মূর্দ্ধন্য ণকারের (উচ্চারণের) অভাব এই পৈশাচী প্রাকৃতেরই প্রভাবে। ইহাতে মূর্দ্ধন্য ণ একবারেই নাই (বররুচি, ১০. ৫; হেম. ৪. ৩০৬; শুভ. ৩. ৩. ১৮; ত্রিবিক্রম, ৩. ২. ৪৩)। অপভ্রংশেও দেখা যায়, স্থানে-স্থানে ক থাকে, স্থানে-স্থানে বা লোপ হয় (ক্রমদীশ্বর, অপভ্রংশপ্রকরণ, ৭১)। অতএব এই প্রাকৃতেরই নিয়মে কেবল বাঙ্‌লায় নহে, হিন্দী প্রভৃতিতেও স্থানবিশেষে ক থাকে, আবার থাকেও না। see Hoernle, p. 10।

১৫। অন্ত্য বর্ণের পূর্ব্বে য থাকিলে উপান্ত্য অ গ্রস্ত হয় না। যেমন, অ ভ য়া, অ প য়া, বি জ য়া।

১৬। যে সকল শব্দের অন্ত্য অ সাধারণ নিয়মে গ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহাদের উত্তর তা— আহৃতি জনিত প্রত্যয় হইলে ঐ অকার গ্রস্ত হয় না। যেমন, পা ঠ ক·, কিন্তু পা ঠ ক তা; অ দ্ভু ত·, কিন্তু অ দ্ভু ত তা; এইরূপ সুন্দর', সু ন্দ র ত র, সু ন্দ র ত ম; ... ... ৎ।

৬৭। টা, টি-প্রভৃতি প্রত্যয় বা বিভক্তির যোগে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় না, অর্থাৎ সাধারণ নিয়মে মূল শব্দটির অন্ত্য অকারের যদি প্রস্ত হইবার কথা থাকে, তবে (ক) প্রস্ত হয়, (খ) নতুবা হয় না। যথা, (ক) এ ক্‌, এ ক্‌ টা, এ ক্‌ টু, রা ম্‌ কে; শ্যা ম্‌ কে। (খ) ক ত, ক ত টা; ছো ট, ছো ট টা। এইরূপ রা ম্‌ ই, শ্যা ম্‌ ই; ব ড় ই, ছো ট ই। কিন্তু তারিখ বুঝাইতে পাঁ চ ই, সা ত ই, আ ট ই, দ শ ই;—যদিও পাঁ চ্‌, সা ত্‌, আ ট্‌, দ শ্‌। অন্যত্র—পাঁ চ্‌ ই, সা ত্‌ ই, ইত্যাদি। পাঁ চ ই, সাঁ ত ই প্রভৃতি মূলত প ঞ্চ মী, স প্ত মী (তিথি) প্রভৃতি হইতে হইয়াছে; পাঁ চ্‌, সা ত্‌, প্রভৃতির উত্তর ই যোগ করিয়া নহে। (Hoernle, pp. 126-127; যোগেশ বাবুর ব্যাকরণ, ৩য় অধ্যায়, ১৮৩—১৮৪ পৃ)। এই জন্যই অকার প্রস্ত হয় নাই। সাদৃশ্য প্রসঙ্গে এখানে ইহা উল্লেখ করিতে হইল।

৬৮। সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী অকার প্রস্ত হয় না। যেমন মা ন ব্‌, কিন্তু মা ন ব ত্ব; কা ল্‌, কিন্তু কা ল ক্ষে প; প ণ্ডি ত্‌, কিন্তু প ণ্ডি ত ত্ব।

৬৯। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সমাস স্থলে বিশেষ কোনো নিয়ম নাই। সংস্কৃত-প্রভাবের তারতম্যে কোথাও প্রস্ত হয়, কোথাও বা হয় না। যথা, ব ন্‌, ব ন্‌ ক র্‌, ('ব ন্‌ ক র্‌ আদা') কিন্তু ব ন মা লা, ব ন প থ। জ ল্‌, জ ল্‌ ক র্‌; কিন্তু জ ল ধ র্‌, জ ল মি শি। ফ ল্‌, ফ ল্‌ ক র্‌; কিন্তু ফ ল দা ন্‌, আবার ফ ল্‌ দা ন্‌ উচ্চারণও শুনা যায়।

৭০। জ গ ব ন্ধু, জ গ মো হ ন্‌, এখানে প্রাকৃত উচ্চারণ-প্রভাবে জ গ শব্দের অ প্রস্ত হয় নাই। প্রাকৃতে হসন্ত শব্দ নাই। ভ গ ম গ, ভ জ ক ট, ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। কেহ-কেহ ভ গ্‌ ম গ্‌, ভ জ্‌ ক ট্‌, উচ্চারণই করেন, তখন সাধারণ নিয়মেই কাজ হয়।

৭১। তদ্ভব বা দেশী শব্দের সমাসে বা দ্রুতোচ্চারণে সমস্যমান পদদ্বয় যদি একটিমাত্র শব্দের আকারে প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে সাধারণ নিয়মেই পূর্ব্ববর্ত্তী পদের অকার প্রস্ত হয়। যেমন, মে জ দা দা হইতে মে জ্‌ দা, সে জ দা দা হইতে সে জ্‌ দা; ছো ট দা দা হইতে ছো ড্‌ দা; ব ড় দা দা হইতে ব ড়্‌ দা; ছো ট ঠা কু র হইতে ছো ট্‌ ঠা কু র; ব ড় ঠা কু র হইতে ব ট্‌ ঠা কু র। এখানে মে জ্‌, সে জ্‌, ছো ট্‌, ব ড়্‌ প্রভৃতি শব্দ যদিও অন্ত্য অকার বস্তুত হ্রস্বতম-ওকাররূপে উচ্চারিত হয়, তথাপি তাহাদের শেষে অপর একটি শব্দ যুক্ত হওয়ায় (যেমন, মে জ দা) ও তাহাতে সমগ্র শব্দটি একটিমাত্র শব্দে পরিণত হইয়া পড়ায় দ্রুত উচ্চারণ হেতু মেজ-প্রভৃতির অকারটা হ্রস্বতম ওকাররূপে ফুটিয়া উঠিতে পারে না; তাদৃশ অবকাশ বা ফাঁক পায় না।

৭২। এ কথা বলা বাহুল্য যে, পদ্যে এই সকল নিয়ম বৈকল্পিক; নিয়মানুসারে যেখানে অকারের প্রস্ত হওয়া উচিত, পদ্যে স্থানবিশেষে তাহা হয়, আবার স্থানবিশেষে তাহা হয়ও না।

৭৩। আর একটি কথা আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। আপনাদের মনে

থাকিতে পারে, পূর্ব্বের একটি পাঠে বলিয়াছি (ঋকারতত্ত্ব, §§ ১৩—১৪ ; সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৪, ৩য় সংখ্যা, পৃ ১৮৮), প্রাতিশাখ্যকারগণের মতে সংস্কৃত ব র্ হিঃ শব্দের রকারে একটু অণুমাত্রিক অকার আছে। এই রকারকে একবারে হকারের সহিত যোগ করিয়া দ্রুতভাবে (যেমন আমরা করিয়া থাকি—ব র্হিঃ) উচ্চারণ করিলে তাঁহাদের মতে তাহা ঠিক হয় না। রকার ও হকারের মধ্যে সামান্য ঈষৎ একটু ব্যবধান থাকিবে, রকারের পর অণুমাত্রার অকার উচ্চারণ করিতে হইবে। যে ম· লা, বা দ· লা প্রভৃতি যে সকল স্থলে অকার লুপ্ত হয়, সেখানেও অকারের একটু লেশ থাকে বলিয়া মনে হয়। আমরা যে ম্লা, বা দ্লা বলি কি ? আমি ঐ পাঠে একটা উদাহরণ দিয়াছিলাম, 'সে পথে আ স· তে আ স· তে (আসিতে আসিতে) পড়ে গেল', এখানে আ স· তে-আ স· তে পদের সকারে একটু অকারের আমেজ (অণুমাত্রিক অকার) আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা না হইলে আ স্তে-আ স্তে (=ধীরে-ধীরে) হইয়া পড়ে। পা গ· লা, বো গ· লা (বক-অর্থে স· ব লা কা হইতে; মালদহ-অঞ্চলে প্রচলিত; শুং ব গ লুঁ—ব গ লো, মাং ব গ চ্চা, হিং ব গ লা), ছা গ· লা, এখানে গ-এর অথবা গ-এর সহিত লা র যেরূপ উচ্চারণ হইতেছে, তাহার সহিত গ্লা নি শব্দের গ-এর সহিত লা-এর উচ্চারণ তুলনা করিয়া দেখুন। এখানে মনে হইতেছে, বো গ· লা, ছা গ· লা র গকারে ঈষৎ-একটু অকারের যোগ আছে। বা ক· লা এবং ক্লা ন্ত, ইহাদেরও উচ্চারণ তুলনা করুন। আবার ব জ· রা (নৌকা) ও ব জ্রা ঘা ত, এখানেও অকারের উচ্চারণ লক্ষ্য করুন। এখানে ত সুস্পষ্টতই উভয়ের ভেদ বুঝা যাইতেছে, এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে, ব জ' রা র জ-এ একটু অকারের লেশ আছে। ছো ক· রা ও আ ক্রা, আ ম· রা ও আ ম্রা ত ক ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ দেখা যায়। কিন্তু এখানে এই উচ্চারণ-ভেদের অন্য কারণ আছে। ব জ· রা, ছো ক' রা ইত্যাদি স্থলে একটিমাত্র জ বা ক উচ্চারিত হয়, কিন্তু ব জ্রা ঘা ত শব্দে যদিও একটিমাত্র জ লিখিত হয়, তথাপি বস্তুত আমরা উপর্য্যুপরি দুইটি জ উচ্চারণ করি, ব জ্ জ্রাঘাত। এইরূপ ছো ক্· রা শব্দে একটা ক, কিন্তু আ ক্রা বলিতে বস্তুত দুইটি ক, আ ক্ ক্রা। পাণিনিও এইরূপ স্থলে সাধারণত দ্বিত্বেরই বিধান করিয়াছেন ("অনচি চ")। অতএব এতাদৃশ স্থলে একটা সমাধান পাওয়া গেলেও, পা গ· লা, ও গ্লানি প্রভৃতি শব্দে যে উচ্চারণ-ভেদ রহিয়াছে, তাহার সমাধান ত দেখিতেছি না। এখানে মনে হইতেছে, পা গ' লা র গকারে অকারের লেশ আছে। কিন্তু কেবল তর্কের দ্বারা ইহা স্থির করা শক্ত; কাহারো কানে হয় ত অকারের লেশ অনুভূত হইবে, কাহারো হইবে না। এই জন্য কেবল আন্দাজের উপর নির্ভর না করিয়া যুক্তি অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। বা দ· লা, মে ঘ' লা প্রভৃতি শব্দে [illegible] যে লুপ্ত হয়, পা ই' কা, পি ত' লি, চ ও' ড়া প্রভৃতি শব্দের মধ্যবর্ত্তী [illegible] সেই [illegible] হইয়া থাকে, ইহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। এখন পি ত' লি প্রভৃতি [illegible] মাত্রা [illegible] যদি তাহার কিছু অবশেষ থাকে, তবে বা দ' লা প্রভৃতির [illegible] কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকিবে, ইহা [illegible] রক্ষা করা যাইতে পারে। না

থাকিবার বিশেষ কোনো কারণ ত দেখা যাইতেছে না। তবে এটা ঠিক যে, পি উ' পি প্রভৃতি স্থলে উকারের যতটুকু মাত্রা অনুভূত হয়, পা গ' লা, মে ঘ' লা প্রভৃতি স্থলে অকারের ততটুকু মাত্রার অনুভব হয় না, তাহা অপেক্ষা অনেক কম অনুভব হয়, হয় ত তাহার অর্দ্ধেক হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে ইহাকে অণুমাত্রা বলিতে পারা যায়। প্রাতিশাখ্যের ব্যাখ্যাকারেরা বলিয়াছেন, এই অণুমাত্রা ধরা যায় না—"ইন্দ্রিয়াবিষয়ো যোঽসাবণুরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।" কিন্তু তবুও তাঁহারা বলিতেছেন যে, তাহা আছে। ইহাতে মনে হয়, বিশেষজ্ঞেরই নিকটে ইহা ধরা পড়িত, সাধারণে ধরিতে পারিত না। তাই যদিও আমরা কেহ-কেহ এই প্রকার অকারকে কানে না ধরিতে পারি, তথাপি পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে তাহার সত্তাকে অস্বীকার করিতে পারি না। আমি এখানে প্রাতিশাখ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহাকে কেহ সন্দেহ করিবেন না, প্রাতিশাখ্যকারেরা সর্ব্বত্রই এইরূপ অনুমোদন করিয়া থাকেন। প্রাতিশাখ্যের মতে সাধারণত রকার বা লকারের সহিত উষ্ম বর্ণের যোগ হইলেই এইরূপ হয় ("রেফোষ্ম-সংযোগে রেফঃ স্বরভক্তিঃ" তৈ. প্রা.)। যেমন পূর্ব্বেই উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, ব র্ ষি, ব র্ ষ, ইত্যাদি। রকারের যোগে যদিও দ্বিত্বের সম্ভাবনা থাকে, তথাপি এতাদৃশ স্থলে দ্বিত্ব হইবে না, শিক্ষাকারেরা (যাজ্ঞবল্ক্য-শিক্ষা) ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের এই মতদ্বয়ের সহিত ব জ' রা ও ব জ্রা যা ত শব্দের উচ্চারণ-ভেদ সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহার ঐক্য দেখা যাইতেছে। আপনারা এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আমার এই শুষ্ক-নীরস আলোচনায় সম্ভবত আপনাদের সকলেরই ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে, এ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অদ্যকার মত এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করি।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

দ্রষ্টব্য—দীর্ঘ অ-কারের ধ্বনি-নির্দ্দেশ করিবার জন্য প্রবন্ধকার মহাশয় যে প্রকার মাত্রাযুক্ত অ-কার ব্যবহার করেন, সেইরূপ অক্ষর ছাপাখানায় না থাকায়, [illegible] এই হরপ ব্যবহার করা হয়। পরে উহা প্রবন্ধকার মহাশয়ের অনুমোদিত না হওয়ায় [illegible] ব্যবহার করা হইয়াছে। [অ'] এবং [অ]—দুই হরপই দীর্ঘ অকারের [illegible] পাঠকগণ এই বিষয়ে একটু অবহিত হইবেন। [illegible]

২৪শ বার্ষিক, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৮শে মাঘ ১৩২৪, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৮, রবিবার

অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই, (সভাপতি), রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীমতিলাল ঘোষ, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি, বি এ, শ্রীরায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, এম্ এ, বি এল্, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম এ, বি এল, শ্রীগুরুদাস সরকার এম এ, শ্রীশশিভূষণ সিংহ বি এ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় ব্যারিষ্টার, শ্রীরায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, শ্রীচারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীরায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী এম্ এ, শ্রীস্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসুনীতিকুমার পাল এম্ এ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত এম্ এ, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম্ এ, বি এল, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীমনোজমোহন বসু বি এল্, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্, শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযদুনাথ সিংহ এম্ এ, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এ, শ্রীশশাঙ্কভূষণ সিংহ, শ্রীবিষ্ণুপদ রায় বি এ, শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, শ্রীনবকুমার কবিরত্ন, শ্রীশ্রীজীব কাব্যতীর্থ, গোস্বামী শ্রীগোবর্দ্ধনলাল, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীরাধারমণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীশীতলচন্দ্র রায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, ডাঃ শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্, শ্রীকালীকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীভবনাথ চৌধুরী, শ্রীসাতকড়ি অধিকারী এম্ এ, শ্রীখরচন্দ্র দেব বি এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, শ্রীসীতাংশুভূষণ মিত্র, শ্রীআশুতোষ দত্তগুপ্ত, শ্রীযোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীজহরলাল বসু বি এল্, সেখ শ্রীহবিবর রহমন, শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ এম্ এ, শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র,

শ্রীআনন্দমোহন পাল, শ্রীভূতনাথ দত্ত, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীমণীন্দ্রনাথ রাহা, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীদামোদর দত্ত চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীতারিণীচরণ পাল, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র, শ্রীহরিচরণ মিত্র, শ্রীঠাকুরদাস বসু, শ্রীহীরালাল মিত্র, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ ধর, শ্রীউমাচরণ পাল, শ্রীসুশীলকুমার মিত্র, শ্রীচন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরাধানাথ পাল, শ্রীকিশোরীচাঁদ দত্ত, শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীমন্মথনাথ মিত্র, শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅনিলরঞ্জন দাসগুপ্ত, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীবিষ্ণুপদ সরকার, শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যরঞ্জন রায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীঅজিতকুমার সরকার, শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দাস, শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাস, শ্রীমন্মথনাথ সান্যাল, শ্রীরমাপ্রসাদ বসু, শ্রীবিজনকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীচুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলচন্দ্র বাগচী, শ্রীরমণীমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীকৃষ্ণমোহন সাহা, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাহা, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক), শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ (সহঃ সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয় – ১। স্থগিত ৪র্থ ও ৫ম মাসিক অধিবেশনের ও ২য় এবং ৩য় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" নামক প্রবন্ধ। ৫। শোক-প্রকাশ—সার চন্দ্রমাধব ঘোষ, সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ, হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, সারদাপ্রসন্ন সরকার এম এ, অক্ষয়কুমার বসু বি এল, বিপিনকৃষ্ণ দত্ত, ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৬ বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্ মহাশয়ের সমর্থনে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিবার আদেশ প্রদান করিলে, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—পরিষৎ সম্বন্ধে সংপ্রতি যে গোলযোগ চলিতেছে, তাহার মীমাংসার জন্য সভাপতি মহাশয় কয়েক জন ব্যক্তির উপর তার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে পর্য্যন্ত কোন মীমাংসায় উপনীত না হন, সে পর্য্যন্ত গত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হওয়া উচিত নহে। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, উক্ত কার্য্য-বিবরণ পাঠ অদ্য স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—পরিষদের গোলযোগ মীমাংসার জন্য

সভাপতি মহাশয় কয়েক জন ব্যক্তির উপর ভার অর্পণ করিয়াছেন বটে ; কিন্তু তাহার সহিত এই কার্য্য-বিবরণ পাঠের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহশায় বলিলেন,—পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত নহেন, এমন অনেক লোক এই সভায় উপস্থিত আছেন দেখিতেছি। তাঁহারা বোধ হয়, প্রবন্ধ শুনিবার জন্যই আসিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তির সমক্ষে পরিষদের কোনও বিবাদের বিষয় আলোচিত হওয়ার আবশ্যকতা নাই এবং বিবাদী বিষয়ের আলোচনায় বহু সময় ব্যয় হইতে পারে। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্য যে সকল নির্ব্বিরোধ বিষয় আছে, তাহাই প্রথমে আলোচিত হউক।

স্বামী শ্রীযুক্ত শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ইহাতে সম্মত হইলেন।

২। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিবার আদেশ প্রদান করিলে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়াছেন জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।—(নাম-তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণবাবু উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও পুথি প্রদাতৃগণের নাম পাঠ করিয়া উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। [পুস্তক-তালিকা পরে দ্রষ্টব্য]।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ মহাশয় তাঁহার "অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি বলিলেন—প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার ভাষার সরলতায় অনেককেই আকৃষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ খুব সুচিন্তিত। এ জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।

৫। শোক-প্রকাশ—সার চন্দ্রমাধব ঘোষ ও সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ।—শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—দুইটি রত্ন আমরা হারাইয়াছি। প্রথম—সার চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং দ্বিতীয়—সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ। শেষোক্ত মনীষী সাহেব হইয়াও আমাদের জন্য যেরূপ কাজ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ভাষা আমি খুঁজিয়া পাই না। সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় তাঁহার উপার্জ্জিত অনেক অর্থ জীব-হিতের জন্য ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার বাড়ীতে ছাত্র ও অন্যান্য লোকের জন্য একটি অতিথিশালা ছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার অনেক গুপ্ত দানও ছিল। কায়স্থ-সমাজের তিনি একজন পরম-হিতৈষী ও কর্ম্মী ছিলেন।

হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ।—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ, তত্ত্বনিধি মহাশয়

বলিলেন,—তাঁহার মত স্বাধীনচেতা লোক বড় দেখা যায় না। তিনি অমায়িক ও সরলচেতা লোক ছিলেন। তাঁহার এই স্বাধীন ও সরলচিত্ততা সাহিত্যেও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্য-সেবায় গতানুগতিকতা তাঁহার ছিল না।

পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বলিলেন,—পূর্ণেন্দুবাবু পরিষদের একজন সহায়ক সদস্য ছিলেন। পরিষৎ-পত্রিকায় এবং রংপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার অনেক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও পরিষদের জন্য একটি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। আমি প্রস্তাব করিতেছি, তাঁহার মৃত্যুতে পরিষদের সহানুভূতি-সূচক প্রস্তাব তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক।

এই সময় কোচবিহারনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় পূর্ণেন্দুবাবুর বিধবা পত্নী এবং শিশু সন্তানগণের দুরবস্থার কথা বর্ণন করিয়া, তাঁহাদের জন্য সভার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ডাঃ চুনীলাল বসু এম্ বি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের অনাথ এবং দুস্থ পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য একটি ধন-ভাণ্ডার স্থাপিত হউক। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—এই প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে প্রেরণ করা আবশ্যক এবং শ্রীযুক্ত চুনীলালবাবু ইহাতে সম্মত হইলেন। এই প্রস্তাব সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিলেন। সারদাপ্রসন্ন সরকার এম্ এ, অক্ষয়কুমার বসু বি এল্, বিপিনকৃষ্ণ দত্ত এবং গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে সভাপতি মহাশয় শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

বিবিধ।—অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ-মত উত্তরপাড়া সারস্বত-সম্মিলন নামক সভা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হুগলী শাখা-সভারূপে গৃহীত হইয়াছে।

তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের সংশোধিত আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলে—উহা গৃহীত হইল।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় কার্য্য-বিবরণসমূহ পাঠ করিবার আদেশ প্রদান করিলে, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ ছাড়া অপরাপর অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ সম্বন্ধে যখন কোন গোলযোগ নাই, তখন উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হউক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ৫ম মাসিক এবং ২য় ও ৩য় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

তৎপরে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন।

এই বিবরণ পাঠের পর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, এই বিবরণের মধ্যে আমি কয়েকটি স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন প্রস্তাব করিতে চাই। ১। ৪র্থ অধিবেশনের সভাপতি মহাশয় প্রথমে বলিয়াছিলেন যে, শ্রীযুক্ত হেমবাবুর প্রস্তাবের অন্তর্গত নামগুলি পঠিত হইবে কি না, সে সম্বন্ধে তিনি উপস্থিত সদস্যগণের মত লইবেন। কিন্তু তিনি পরে উপস্থিত সদস্যগণের মত না লইয়া নিজেই সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রস্তাবের অন্তর্গত নামগুলি পঠিত হইবে না। এই কথা কার্য্য-বিবরণীতে লিখিত হয় নাই। ইহাই আমার প্রথম আপত্তি।

সভাপতি মহাশয় উক্ত অধিবেশনের সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়কে এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য কি, জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে, তিনি ঠিক এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন কি না, তাহা তাঁহার স্মরণ নাই, হয় ত বলিয়া থাকিতেও পারেন। তিনি যে সকল কারণে নামের তালিকা-পাঠে আপত্তি করিয়াছিলেন এবং উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে সভামধ্যে জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, ঐ বিষয় ঘটিয়া থাকিলেও কার্য্য-বিবরণীতে লিখিত হওয়া আবশ্যক নহে। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, সভাস্থলে অনেক কথাই হয়, সভাপতি মহাশয় হয় ত কথা-প্রসঙ্গে ঐ প্রকার কথা বলিতে পারেন, কিন্তু তিনি কোন রুলিং দেন নাই, পরে যখন রুলিং দেন, তখন তাহাই লিপিবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য—নচেৎ আগাগোড়া সমস্ত কথাবার্ত্তা লিখিতে হয়। এত খুঁটিনাটি করিয়া কার্য্য-বিবরণ লেখা কোথাও হয় না; মাত্র সিদ্ধান্ত-সকলই লিখিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন,—ইহা লিখিবার দরকার নাই। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বলিলেন,—আমি ইহা লেখা বিশেষ আবশ্যক মনে করি।

বহু বাদানুবাদের পর সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করিলেন। মাত্র ১২ বার জন সদস্য শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর স্বপক্ষে এবং ১২ জনের অনেক অধিক সংখ্যক সদস্য ইহার বিপক্ষে মত দেওয়ায় ইহা গৃহীত হইল না।

২। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বলিলেন,—১ম "সভাপতি মহাশয়ের এই আদেশ অন্যায়" এইরূপ কথা আমি বলি নাই; এ ছত্রটি বাদ দেওয়া হউক। সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

২য়—আমি সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করিবার অনুমতি পাইলেও, আমি প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের রুলিং পাইবার প্রার্থনায় রুলিং দেওয়া হইল, ইহা লিখিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী বলিলেন,—শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে "পয়েণ্ট অব অর্ডার" (point of order) সংক্রান্ত এই কথা কয়টি "শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর" এই শব্দগুলির পরে লিখিত হউক।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর প্রস্তাব সংশোধন করিয়া বলিলেন,—"ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন" এই কথার পরে নিম্নলিখিত বাক্য সংযুক্ত করা হউক,—"এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিতে উদ্যত হইলে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় 'পয়েণ্ট অব অর্ডার" সম্বন্ধে এইরূপে লিখিত হউক।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত রমেশবাবু বলিলেন,—"সনির্ব্বন্ধ বিনীত অনুরোধ", ইহার অর্থ কি? "চঞ্চল ভাবে" এই অংশ উঠাইয়া দেওয়া হউক। ইহার পরে সভাপতি মহাশয় রায় চুনীলাল বসু বাহাদুরকে এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা বলিতে বলিলেন। তাহাতে রায় বাহাদুর বলিলেন যে, যদি প্রকৃত ঘটনা বলিতে হয়, তবে অনেক অসৌজন্যের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সেই সব কথার উল্লেখ করিতে তিনি ইচ্ছা করেন না। অতঃপর সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে ভোট গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত রমেশবাবুর প্রস্তাবের স্বপক্ষে ৮ এবং বিপক্ষে তদতিরিক্ত বহুসংখ্যক ভোট হওয়ায় এই প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন,—"কার্য্য-বিবরণীতে সন্নিবিষ্ট করা হউক" এই অংশের পর "এবং তদনুসারে ঐরূপ করা স্থির হইল" ইহা লিখিত হউক।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণে আমার কথা ঠিক-মত লেখা হয় নাই। আমি তাহা ঠিক করিয়া লিখিয়া আনিয়াছি, ইহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হউক।

শ্রীযুক্ত হেমবাবুর লিখিত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের নিজ মন্তব্য গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উহা গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ইহার প্রতিবাদ করিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উক্ত অংশ পাঠ করিতে বলিলেন। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় উহা পঠিত বলিয়া গৃহীত হইবার পক্ষে মত দিলেন। অবশেষে অধিকাংশের মতে উহা গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত সদস্যগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সংশোধিত ৪র্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইবে কি না

সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উক্ত কার্য্য-বিবরণ গৃহীত হইল এবং স্থির হইল, অতঃপর কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হউক।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম-তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—এ, সি, চাটার্জ্জি বি এ, আই সি এস, সেক্রেটারি ইউ পি গবর্ণমেণ্ট, লক্ষ্ণৌ। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীনিত্যানন্দ সাহা বি এল, ছোট আদালতের উকিল, ৭।৪ বিনোদবিহারী সাহার লেন। প্রস্তাবক—শ্রীঅবতারচন্দ্র লাহা, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, ৪৩ আশুতোষ দের লেন। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সরকেল, ৫৫ বলরাম দের ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ। প্রস্তাবক—শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ১০৩ চিংড়ীহাটা রোড, ইটালী। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবসন্তকুমার ঘোষ, ৬২ চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা। প্রস্তাবক—শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মোক্তার, বাজে প্রতাপপুর, বর্দ্ধমান। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্ত্তী, ৯ কাত্তন দাসের লেন, বহুবাজার। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীরেবতীমোহন সেন বি এল, জজকোর্ট, ফরিদপুর। প্রস্তাবক—শ্রীওয়াহেদ হোসেন, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—মৌলবী শরাফৎ হোসেন, ৭।২ বৃন্দাবন পালের লেন। মৌলবী বদিয়ৎ রহমান বি এস সি, টেলার হোষ্টেল, ওয়েলিংটন স্কোয়ার। মৌলবী মোহাম্মদ আলী এম এস সি, বি এল, ১৪ চেৎলা হাট রোড। ডাঃ কে আহাম্মদ এল এম এস্, তালতলা লেন। মৌলবী আজিজল হক্ বি এল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। মৌলবী রিয়াজুল রহমান বি এ, আণ্টনীবাগান লেন। মৌলবী কে, এম, হেলাল, ১১ আণ্টনীবাগান লেন। মৌলবী নাসিম আলী এম এ, বি এল, মেময় রোড, আলীপুর। মৌলবী আব্দুল গণি বি এল, ৯ হালসিবাগান রোড। মৌলবী আব্দুল গণি মোক্তার, মালদহ, ইংরেজবাজার। সৈয়দ গাজিবুল হক্ বি এ, ৮ মেডিকাল কলেজ ষ্ট্রীট্। মৌলবী মহম্মদ ওয়াহেদুল্লাহ্ এম এ, ৮ মেডিকাল কলেজ ষ্ট্রীট। মৌলবী আমিমুদ্দিন আহম্মদ এম এ, বি এল, ৩ ইলিয়ট রোড। শ্রীপ্রমথলাল দত্ত বি এল, ১০৭।১ আহিরীপুকুর লেন। শ্রীপ্রবোধকুমার দাস বি এল, ১২৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—

ঐ, সদস্য—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ২২ ক্যান্টোফার লেন, ইটালী। ডাঃ শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় এম্ বি, ৭ গোবর্দ্ধন দাসের লেন। ডাঃ শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ এম্ বি, ১ হেম করের লেন। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস বি এল, ১ গণেন মিত্র লেন। শ্রীবিপিনচন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী এম্ এ, ৯৩।১ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট্। শ্রীনারায়ণচন্দ্র বসু, ১৪।৪ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীগোকুলদাস দে এম্ এ, ২৫।২ মোহনবাগান লেন। শ্রীরবীন্দ্রকুমার মিত্র বি এ, ১৯ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট। শ্রীবিনোদবিহারী দে, ২৮ ছুতারপাড়া লেন। শ্রীবিপিনবিহারী লাহা, ১৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্। শ্রীমনোরঞ্জন রায়চৌধুরী, ৫৩ সুকিয়া ষ্ট্রীট্। শ্রীকানাইলাল পাল এম এ, বি এল, ২৩২।২ অপার চিৎপুর রোড। শ্রীপশুপতিনাথ শাস্ত্রী এম এ, বি এল। ডাঃ শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ এম বি, ৯১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্। শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, ৫ রামপাল লেন, শোভাবাজার। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীশশাঙ্কশেখর সিংহ, ৪৪।১ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৩৮ কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীঅমূল্যচরণ দত্ত, ৩৮ ক্লাইব ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীমন্মথনাথ সেন, সলিসিটর, বাগবাজার। শ্রীমণিলাল সেন, সলিসিটর। শ্রীপ্রিয়নাথ সেন, সলিসিটর। শ্রীচণ্ডীচরণ সেন সলিসিটর। শ্রীচন্দ্রনাথ মিত্র, জমিদার, ২০৩ আপার সার্কুলার রোড। জে, এন মিত্র ব্যারিষ্টার, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। ডাঃ শ্রীশরৎকুমার মল্লিক, এম ডি, ২৫ বিডন ষ্ট্রীট। শ্রীঅটলকুমার সেন, জমিদার, ১০ রাজেন্দ্র লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মল্লিক, ২৮ রাধানাথ মল্লিকের লেন। শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, রায় বাহাদুর, ২৫ রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্। শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ১২ তেলিপাড়া লেন। শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ বি এল, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ বি এল, ৩ চালতাবাগান লেন। শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৭ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট্। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বিশ্বাস বি এল, প্লিডার এস, সি, কোর্ট। শ্রীসুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কণ্ট্রাক্টর, ২৬ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, মারচেণ্ট, ৭।এ ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট্। শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু এম এ, বি এল, ৩৭ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট্। শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট্। এন্, হালদার, ষ্টার থিয়েটার। শ্রীচারুচন্দ্র শ্রীমানী বি ই, উল্টাডাঙ্গা। শ্রীসুপ্রকাশ চক্রবর্ত্তী, ২৭ কলেজ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, সমর্থক—শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সদস্য—শ্রীকালীচরণ সোম, এম এ, ১৬ চক্রবেড়ে রোড, নর্থ। ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এল্ এম্ এস্, ৪৬ নেবুতলা লেন। শ্রীপঞ্চানন সিংহ এম এ, বি এল, ১৪৭ রসারোড সাউথ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৬৫ বি পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর। শ্রীমনোরঞ্জন মল্লিক বি এল, ২ চক্রবেড়ে লেন, ভবানীপুর। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র বসু বি এল, ২৩।১ চক্রবেড়ে রোড। শ্রীসুরেন্দ্রমাধব মল্লিক এম এ, বি এল, ৪ বলরাম বসু ১ম লেন। মিঃ বীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ৫৪ কাঁশারীপাড়া

রোড। শ্রীরবীন্দ্রনাথ সরকার এম এ, বি এল। শ্রীসমরেন্দ্রকুমার দত্ত বি এল। হীরালাল সান্যাল। প্রস্তাবক—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীঅনিলচন্দ্র গুপ্ত বি এ, বি এল, ৪৩ চাষাধোপা পাড়া ষ্ট্রীট্। শ্রীচণ্ডীদাস গুপ্ত বি এ, ৪০ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট্। শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত বি এ, ৪২ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট্। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, পার্ব্বতীচরণ ঘোষের ষ্ট্রীট্। শ্রীদ্বিজেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল, ২০২ বহুবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীচুনীলাল সান্যাল এল্ এম্ এস্, হ্যারিসন রোড। শ্রীসত্যভূষণ মুখোপাধ্যায়, ১ লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের গলি, পাথুরিয়াঘাটা। শ্রীসিদ্ধার্থকৃষ্ণ মজুমদার, ইশলামপুর, মুর্শিদাবাদ। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সেন রায় সাহেব, এম এ, বি এল, সম্বলপুর। শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট। শ্রীরাধিকালাল সাহা এম এ, বি এল, জোড়াবাগান, পুলিশ কোর্ট। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বি এল, ঐ। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মৈত্র বি এল, ঐ। শ্রীহেমপ্রসাদ মৈত্র, ঐ। শ্রীকৃষ্ণধন মিত্র বি এল, ঐ। শ্রীকানাইলাল দত্ত বি এল, ১০০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু বি এল, ঐ। শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট। শ্রীনন্দগোপাল সান্যাল বি এল, ঐ। শ্রীশরৎচন্দ্র সান্যাল বি এল্, ঐ। শ্রীঅমরচন্দ্র ঘোষ বি এল, ঐ। মৌলভী মোসাহেবুদ্দিন আহম্মদ, উকীল, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র গুহ, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী বি এল, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মিত্র বি এল, ঐ। শ্রীবিজয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট। শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৩৭ কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট। শ্রীশশধর পরামাণিক বি এল, ছোট আদালত। শ্রীকেদারনাথ ভৌমিক বি এল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট্। শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল্, জোড়াবাগান পুলিশকোর্ট। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম এল এম এস, ৩৫ মন্নারপুর রোড। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জোড়াপুকুর লেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সাধু, উকিল, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট্। শ্রীসরলচন্দ্র নাগ চৌধুরী বি এল্, ২ ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট্। শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বার-এট-ল, বার লাইব্রেরী, হাইকোর্ট। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, ৪৬ মির্জাপুর ষ্ট্রীট্। শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত বি এল্, ১ রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট্। শ্রীকালীকৃষ্ণ গুপ্ত বি এল্, ছোট আদালত। প্রস্তাবক—শ্রীআশুতোষ ধর, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সদস্য—শ্রীবীরেশ্বর গুপ্ত, ১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬৫ কলেজ ষ্ট্রীট। শ্রীশশীন্দ্রচন্দ্র ধর, এম্ এস্ সি, প্রোফেসর ইউনিভারসিটি কলেজ। শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২০ বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্। শ্রীকানাইলাল সাহা, এম্ এ, বি এল, উকীল, ঢাকা। শ্রীযোগেন্দ্রমোহন দত্ত বি এ, শাখারি বাজার, ঢাকা। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ, মুরারিচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট। শ্রীরসিকচন্দ্র বসু, মইষাবুড়া, টাঙ্গাইল। শ্রীজীবনচন্দ্র তালুকদার এম এ, প্রোফেসর, ঢাকা কলেজ। শ্রীশরৎচন্দ্র দে বি এ, শিক্ষক ইষ্ট-বেঙ্গল ইনষ্টিটিউশন, ঢাকা। শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, হেড মাষ্টার, জুবিলি স্কুল, ঢাকা। শ্রীচারুচন্দ্র গুহ, উয়ারী, ঢাকা। ডাক্তার শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত

এল এম এস, ঢাকা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, ঐ। শ্রীভবেন্দ্রনাথ বসু রায়চৌধুরী, এম এ, বি এল, উকিল, হাইকোর্ট। শ্রীপ্রশান্তভূষণ গুপ্ত এম এ, বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীকুঞ্জলাল দাস এম এ, বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ এম এ, প্রোফেসর, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা। শ্রীবিনোদভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, হেড মাষ্টার, কুকুটিয়া, ঢাকা। শ্রীপ্রাণবল্লভ বসাক বি এ, এলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভদ্র, নয়াবাজার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, ২৭ শিকদারপাড়া ষ্ট্রীট। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু এম বি, ঢাকা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট। শ্রীহরমোহন দে, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত বি এল, উকীল। ঢাকা। শ্রীপ্রসন্নকুমার পাল, মোক্তার, ঢাকা। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বানার্জ্জি বি এল, ঐ। শ্রীতাপসচন্দ্র বানার্জ্জি বি এল, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, বি এল, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস, প্রোপ্রাইটর, ইষ্ট-বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ঢাকা। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গুহ বি এল, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র গুহ বি এল, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীপণ্ডিতচন্দ্র দাস বি এল, ঐ। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার বি এল, ঐ। শ্রীঅমূল্যচরণ গুপ্ত বি এল, ঐ। শ্রীতারাপ্রসন্ন দাস বি এল, ঐ। শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীগগনচন্দ্র ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীমন্মথকুমার বসু বি এল, ঐ। শ্রীঅতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, ঐ। শ্রীরেবতীমোহন ঘোষ বি এল, ঐ। শ্রীকরুণাময় সেন বি এল, ঐ। শ্রীঅন্নদাচরণ রায় বি এল, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রকুমার সেন বি এল, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত বি এল, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্র-প্রসাদ সেন বি এল, ঐ। শ্রীঅম্বিকাচরণ নাথ বি এল, ঐ। শ্রীজয়ন্তকুমার বসু বি এল, ঐ। শ্রীপার্ব্বতীচরণ বসু মোক্তার, ঢাকা। শ্রীদিগেন্দ্রকুমার চন্দ, ঐ। শ্রীবীরেশ্বর সেন, জুট মার্চেণ্ট, ফরিদাবাদ, ঢাকা। শ্রীভূপতিমুকুট ঘোষ, জুট মার্চেণ্ট, ঐ। শ্রীবিনোদচন্দ্র বসাক বি এল, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীহরিলাল ধর বি এল, ঐ। শ্রীঅবনীকুমার বসু, পটুয়াটুলী, ঢাকা। শ্রীকেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, সূত্রাপুর, ঢাকা। শ্রীদীনেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, ঐ। শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার, পটুয়াটুলী, ঢাকা। শ্রীপ্রিয়নাথ পাল, মার্চ্চেণ্ট, উত্তর নবাবপুর, ঢাকা। শ্রীহরেন্দ্রকুমার কর, তালুকদার, বাসাবাড়ী লেন, ঢাকা। শ্রীনলিনীমোহন দত্ত বি এল, প্লিডার, ঢাকা। শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন একাউণ্টেণ্ট, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ময়মনসিংহ। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এম এ, এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, লোহাজঙ্গ হাই স্কুল, ঢাকা। প্রস্তাবক—কুমার শ্রীঅরুণচন্দ্র সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সদস্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, মহাজনহাট, চট্টগ্রাম। শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ব্যারিষ্টার, কাঁশারিপাড়া রোড, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, মহাজন-

হাট, চট্টগ্রাম। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় বি এল, ৯৩ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, ৬০ চক্রবেড় রোড, নর্থ ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ১।৫৭ মাব্রে রোড, মান্দ্রাজ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন, ৫ কুমারটুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীশোকহরণ দাস গুপ্ত, ৬৮।২এ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীতিমিরহরণ দাস গুপ্ত, ১৬ চন্দ্রকান্ত চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, ভবানীপুর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, ঐ। শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন, শিক্ষক, গোপালগঞ্জ হাই স্কুল। শ্রীঅন্নদাচরণ গুপ্ত, ৫ ল্যান্সডাউন লেন। শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত, ১ সদর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত, ৫ ল্যান্সডাউন লেন। শ্রীক্ষিতিমোহন দাস গুপ্ত, প্রোফেসর। শ্রীগিরীশচন্দ্র সেন। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার সেন, ১২ ল্যান্সডাউন রোড। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। শ্রীযাদবচন্দ্র সেন, ৬ ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বসু, প্রোফেসর হোলকার্স কলেজ, ইন্দোর। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস, রূপনাথ দাসের বাড়ী, ঢাকা। শ্রীইন্দুভূষণ বানার্জ্জি, এসিষ্ট্যান্ট প্রোফেসর, কলিকাতা ইউনিভারসিটি। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চাটার্জ্জি, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীজিতেন্দ্রপ্রসাদ নিয়োগী, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীবিজয়কুমার সরকার, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু। শ্রীশ্রীশচন্দ্র সিংহ। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার। শ্রীবিজলীবিহারী সরকার। শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীমণীন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত। শ্রীকৈলাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, হাইকোর্ট। শ্রীদ্বিজেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। শ্রীইন্দুভূষণ রায়, হাইকোর্ট। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র। ডাঃ শ্রীবিমানবিহারী দে। শ্রীরামেশ্বরপ্রসন্ন সেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, জমিদার, বরিশাল। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন জমিদার, ঐ। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন জমিদার, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস গুপ্ত, উকিল, বরিশাল। শ্রীরাজেশ্বর দাস, ডেপুটী ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার, বেঙ্গল। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায়, ইন্‌কাম ট্যাক্স এসেসর, ফরিদপুর। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সেন, চাউলপট্টি। শ্রীবিজয়চন্দ্র সেন, প্রোফেসর কটন কলেজ, গৌহাটী। শ্রীকালীপ্রসন্ন পিপলাই, উকিল, হাইকোর্ট। শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন, সাব ডেপুটী, চাঁদপুর, কুমিল্লা। শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী, বরিশাল। শ্রীশচীন্দ্রকুমার রায়, প্লিডার, কুমিল্লা। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত, ভরদ্বাজহাট, নোয়াখালী। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবোধিসত্ব সেন, সদস্য—শ্রীমথুরানাথ মুখোপাধ্যায়, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীকালিদাস রায়, ঐ। কবিরাজ শ্রীমুকুন্দলাল সেন, ঐ। শ্রীজগদীশ্বর সেন, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঐ। ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দত্ত, ঐ। শ্রীআব্দুল গণি বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীগোকুলকৃষ্ণ ঠাকুর বি এল, ঐ। শ্রীদ্বিজপদ সেন গুপ্ত, বি এল, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল, ঐ। শ্রীহরিদাস নন্দী, মোক্তার, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দোবে, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মৈত্র, ঐ। শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ হেড ক্লার্ক, ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড, ঐ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী, ট্রেজারার্স কালেক্টর, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র অফিস, বহরমপুর। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সেন, গোরাবাজার, বহরমপুর।

শ্রীহীরালাল সাহা, ঐ। শ্রীবনবিহারী দাস এম এ, লেক্‌চারার—কে, এন্‌ কলেজ, বহরমপুর। শ্রীদীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এস্‌ সি, কলেজ মেইন হোষ্টেল, বহরমপুর। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বাগচি এম এ, প্রোফেসর কে, এন্‌ কলেজ, বহরমপুর। শ্রীযতীশচন্দ্র মিত্র এম্‌ এ, ঐ। শ্রীকমলাক্ষ দাস গুপ্ত এম্‌ এ, ঐ। শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, নিউ হোষ্টেল, বহরমপুর। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর। শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত বি এ, কে, এন কলেজ, বহরমপুর। শ্রীহৃষীকেশ বসু, ঐ। শ্রীরঙ্গলাল রায় চৌধুরী, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ভট্টাচার্য্য পাড়া, ঐ। শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীতেজশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিলাবাদ, বহরমপুর। শ্রীফণিভূষণ রায়, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ সিংহ চৌধুরী, জমিদার, মৃণ্ময়ী কুটীর, বহরমপুর। শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারী, জমিদার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীনরেন্দ্রকিশোর মুখোপাধ্যায়, উকিল, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীঅবনীকান্ত সান্যাল, বহরমপুর। শ্রীইন্দুপাঁচু গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীবিভুদান বিশ্বাস, ঐ। শ্রীখগেন্দ্রবিহারী দত্ত, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য বি এল, উকীল, বহরমপুর। শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, দি টেনারী, বহরমপুর। শ্রীশরদিন্দুনাথ রায় বি এ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীরমাপতি ঘোষ এম এ, বি এল, উকিল, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীপঙ্কজনাথ গুপ্ত বি এল, উকীল। শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীকালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। একরাম উল হক্‌, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীতরণীমোহন রায়, উকিল, ঐ। শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ সেন বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীরাধারমণ মুখোপাধ্যায় বি এল, উকিল, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। মহম্মদ আব্দুস্‌ সমদ, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীপ্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী বি এল, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীযুগলকিশোর হোর, বহরমপুর। শ্রীমণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিল, বহরমপুর। শ্রীরামচন্দ্র তালুকদার, উকিল, ঐ। শ্রীগৌরীন্দ্রমোহন সিংহ বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, উকিল, বহরমপুর। শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ বাগচী, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায়, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, সৈদাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীমোহমোহন সেন বি এল, উকিল, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় বি এল, উকিল, বহরমপুর। শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্ত্তী বি এল, উকিল, বহরমপুর। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়, বি এল, উকিল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীধীরাজচন্দ্র রায় বি এল, উকীল, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীঅনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীহেমচন্দ্র ঠাকুর, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, মোক্তার, ঐ। শ্রীকৃষ্ণনাথ গুপ্ত, মোক্তার, গোরাবাজার, বহরমপুর। শ্রীপ্রমথনাথ মৈত্র, মোক্তার, বহরমপুর। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন সরকার, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীবনওয়ারীলাল গোস্বামী, মোক্তার, সৈদাবাদ, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীশ্যামাপদ গুপ্ত, মোক্তার, বহরমপুর। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী,

মোক্তার, বহরমপুর। শ্রীপ্রসাদদাস সেন গুপ্ত এম এস সি, বি ই, খাগড়া, বহরমপুর। ডাঃ শ্রীরামদাস পাঁড়ে এম, সি, পি, এস, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মার্চ্চেণ্ট, খাউখোলা, বহরমপুর। শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায়, মোক্তার, খাগড়া, বহরমপুর। শ্রীযতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাদাই, বহরমপুর। শ্রীত্রিভঙ্গমোহন সেন, ডাক্তার, কোতোয়ালী রোড, বহরমপুর। শ্রীহেমলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবিষ্ণুরথ সেন বি এল, উকিল, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় এম এ, ১১ গুরুওস্তাগর লেন, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, সদস্য—শ্রীপ্রিয়গোপাল দাস। কুমার শ্রীশরৎকুমার মিত্র বি এ, ৩৪ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল, বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বোসপাড়া লেন। রায় সাহেব শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এডুকেসন ডিপার্টমেণ্ট, সিমলা। প্রস্তাবক—শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীমনোমোহন রায় চৌধুরী, বি এল, মুন্সীহাউস, বরাহনগর। শ্রীসুধীরঞ্জন রায় চৌধুরী বি এ, ৫৯ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। শ্রীমুকুন্দলাল রায় চৌধুরী বি এ, ঐ। শ্রীপ্রেমরঞ্জন রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, বি এস্ সি, এম এ, বি এল, ১০৩ কাঁশারীপাড়া রোড, ভবানীপুর। শ্রীপ্রিয়নাথ বিশ্বাস এম্ এস্ সি, ৮৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীশৈলেশনাথ রায় চৌধুরী বি এল, ঐ। শ্রীইন্দুভূষণ বিশ্বাস, বি এল, ভবানীপুর। শ্রীচারুচন্দ্র বসু এম এ, বি এল, অফিসিয়েটিং মুনসেফ, পটুয়াখালী। শ্রীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুন্সীহাউস, বরাহনগর। শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু চৌধুরী, টাকী মিউনিসিপালিটী, টাকী। শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, বসুপাড়া। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বানার্জ্জি, মইরাডাঙ্গা। শ্রীউপেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি, ইণ্ডিয়ান আর্ট ষ্টুডিও। শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বি এস্ সি, কুঠীঘাটা। শ্রীললিতমোহন বানার্জ্জি, বি এল, কুঠীঘাটা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরাহনগর। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনিত্যানন্দ সরকার। শ্রীসত্যভূষণ সিংহ। শ্রীনিতাইসুন্দর সিংহ, এম্ এ, হেডমাষ্টার জে, বি, ইনষ্টিটিউশন, বালীগঞ্জ। শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গোস্বামী। কবিরাজ শ্রীরাখালদাস কাব্যতীর্থ। কবিরাজ শ্রীআশুতোষ কাব্যতীর্থ। শ্রীখগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র বসু বি ই। শ্রীঅভয়াপদ চাটার্জ্জি। শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম এ, বি এল। শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, ৬০।৩।১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীরামেন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীভোলানাথ ঘোষ। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ, বি এল। শ্রীকিশোরীমোহন ঘোষ। শ্রীনিশিকান্ত বসু। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিংহ। কুমার শ্রীসতীশকান্ত রায়। শ্রীগদাধর ঘোষ চৌধুরী। শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ রায়। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সদস্য—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১ প্যারীমোহন পালের লেন। শ্রীদেবকীনন্দন নাথ বি এ, ২৮।১ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রলাল রায়, ২১ কোম্পাপুকুর লেন। শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত, ৬০ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট।

শ্রীখগেন্দ্রমোহন সিংহ, ১১২ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া। শ্রীসত্যচরণ মিত্র, ৩২ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ, সমর্থক—শ্রীসাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সদস্য—শ্রীগোবিন্দগোপাল ঘোষ, ১৫৮ লোয়ার সারকুলার রোড। শ্রীনলিনীমোহন সিংহ, ঐ। শ্রীবিজয়গোপাল সিংহ, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র সিংহ, ঐ। শ্রীযাদবচন্দ্র ঘোষ হাজরা, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লনাথ সিংহ, ১৪১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীনিত্যশরণ মুখোপাধ্যায়, ৩৫।২।১ অখিল মিস্ত্রী লেন। প্রস্তাবক—রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—রায় সাহেব শ্রীরসিকলাল রায়, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, শিয়ালদহ, গড়পার। শ্রীকেদারনাথ বসু, অখিল মিস্ত্রী লেন। শ্রীনলিনীকান্ত চাটার্জ্জি বি এল, উকিল। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, উকিল, বেলেঘাটা। শ্রীভোলানাথ চৌধুরী বি এল। শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ গুহ। শ্রীঅমূল্যকুমার চাটার্জ্জি। শ্রীঅন্নদাচরণ সন্দার। শ্রীভোলানাথ দত্ত। শ্রীনিরঞ্জনকুমার শীল। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মিত্র, পাবলিক প্রসিকিউটর, আলিপুর। প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীনিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ। শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। শ্রীরাধানাথ চক্রবর্ত্তী। শ্রীসত্যচরণ ঘোষাল। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীরাজকুমার তড় এম এ, রিপণ কলিজিয়েট স্কুল। শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীমন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ রায়। শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য। শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য। শ্রীপ্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ। শ্রীজগজ্জীবন ঘোষ। শ্রীবটকৃষ্ণ বসু। শ্রীমহিমচন্দ্র বসু। শ্রীমহিমচন্দ্র আঢ্য। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দাস। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্ত্তী। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবেণীমাধব পাল। শ্রীনারায়ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। শ্রীশশধর মিত্র। শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীঅম্বুজাক্ষ ধর বি এ, ৩৮।৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট্। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মৈত্র বি এ। শ্রীহরিশরণ মৈত্র বি এস সি। শ্রীসুধাময় চট্টোপাধ্যায়। শ্রীভবতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ। শ্রীঅতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী বি এ। শ্রীঅনাদিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। শ্রীবিভূতিভূষণ বিশ্বাস বি এ। শ্রীবিজয়চন্দ্র আচার্য্য বি এ। শ্রীকুমুদবন্ধু ঘোষ বি এ। শ্রীপণবীকুমার সিংহ। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীসৌরেশচন্দ্র ঘটক বি এ। শ্রীনীললোহিত ভট্টাচার্য্য বি এ। শ্রীকালীপদ গাঙ্গুলী। শ্রীহরকালী বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমহাদেব চক্রবর্ত্তী। শ্রীগোকুলকৃষ্ণ মজুমদার এম এস সি। শ্রীহংসরাজ পাল। শ্রীদাশরথি পাঠক। শ্রীপ্রফুল্লকুমার মজুমদার। শ্রীশিবদাস মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত। শ্রীলোকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এস্ সি। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাহা বি এ। শ্রীশরৎচন্দ্র দাস। শ্রীনগেন্দ্রনাথ নন্দী। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম এ। শ্রীসুধীরকুমার সেন গুপ্ত বি এ। শ্রীসুশীলকুমার সাহা। শ্রীহরিশ্চন্দ্র

লাহিড়ী এম এ। শ্রীশক্তিপদ কুণ্ডু। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়। শ্রীবীরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বি এ। শ্রীপ্রমথনাথ বসু। শ্রীপশুপতি সিংহ। শ্রীহেমন্তকুমার মৈত্র। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার। শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল চৌধুরী। শ্রীআব্দুল আলী বিশ্বাস এম এ, হেড মাষ্টার। শ্রীধরণীধর দিন্দা এম এ, এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার। আলকেশ্রী সেরওয়ারডী এম এ। এরসাদ হোসেন বি এ। শ্রীশচন্দ্র ঘোষ বি এ। শ্রীসীতারাম সিংহ রায় বি এ। বাদিওর রহমান মিয়া বি এ। আমিরুদ্দিন আহম্মদ বি এ। আব্দুল লতিফ খন্দকার। আব্দুল আজিজ বি এল, গভর্ণমেণ্ট স্কুল, বারাকপুর। আব্দুল গণি বি এল, উকিল, কান্দী। প্রস্তাবক—শ্রীযদুনাথ সিংহ, সমর্থক—শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ, সদস্ত—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মণ্ডল বি এ, ১৮ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্। শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ বি এ, হার্ডিং হোষ্টেল। শ্রীমুকুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৮৫ হার্ডিং হোষ্টেল। শ্রীঅমূল্যকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম এ, ৮।৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীরমাপ্রসন্ন সান্ন্যাল বি এ, ঐ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ, ঐ। শ্রীদ্বারকানাথ মজুমদার, মিত্রভূম, কুরুমগ্রাম, বীরভূম। শ্রীজয়কুমার পাল বি এল, উকিল, পাঁচগাছিয়া, ত্রিপুরা। শ্রীহরিদাস মৈত্র বি এ, ১১৩ হার্ডিং হোষ্টেল। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায় বি এ, ৮।৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীলালমোহন চক্রবর্ত্তী বি এ, ২৪ হ্যারিসন রোড। শ্রীঅক্ষয়কুমার কুণ্ডু বি এ, ৮।৯ হ্যারিসন রোড। শ্রীঅতুলবিহারী রায় বি এ, ঐ। শ্রীক্ষিতিমোহন সান্ন্যাল বি এ, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি এ, ঐ। শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ৬৬ হ্যারিসন রোড। শ্রীঅনাদিচরণ সেন বি এ, ১৫৭ হার্ডিং হোষ্টেল। শ্রীরামবন্ধু পট্টনায়ক, ৩।১ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু এম এ। শ্রীপশুপতিনাথ ঘোষ বি এস সি। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ। শ্রীযশঃপ্রকাশ মিত্র। শ্রীক্ষুদিরাম নাগ। শ্রীশিশিরচন্দ্র খাঁ। শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রীতারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী। শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দেব। শ্রীবীরেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীতারাপদ বিশ্বাস। শ্রীযশোদাকুমার মোদক। শ্রীবিজয়কুমার দাস। শ্রীনকুলচন্দ্র সেন গুপ্ত। শ্রীসুরেশচন্দ্র নাগ। শ্রীশচীকান্ত দাস গুপ্ত। শ্রীনন্দলাল রায়। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে। শ্রীবৃন্দাবন সিংহ রায় বি এ। শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এস সি। শ্রীঅনিলকুমার আচার্য্য চৌধুরী। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাস বি এ। শ্রীঅতুলচন্দ্র পাইন বি এ। শ্রীহৃষীকেশ মল্লিক। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রস্তাবক—শ্রীউমাপতি বাজপেয়ী, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্ত—শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী, উকিল, কান্দী, মুর্শিদাবাদ। শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু। শ্রীজানকীপ্রসাদ ত্রিবেদী। শ্রীঅভয়াপদ ত্রিবেদী। শ্রীবিষ্ণুপদ ত্রিবেদী। শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার, সদস্ত—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন এম এ, বি এল। শ্রীকামাখ্যাপ্রসন্ন বসু বি এল। শ্রীমুকুন্দেন্দ্রনাথ বসু। শ্রীগুণেন্দ্রমোহন বসু। শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল। শ্রীযশোদাকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ। শ্রীতপারাম ঘোষ মৌলিক বি এ। সুরেশচন্দ্র সিংহ এম এ। শ্রীহারাণচন্দ্র ভাদুড়ী। শ্রীগিরিজা-

ভূষণ সিংহ বি এ। শ্রীসন্তোষকুমার ধর বি এ, ১ বাদুড়বাগান লেন। প্রস্তাবক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—রায় শ্রীকুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, ২৩।৪ রামবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীবনবিহারী বসু, ৬২।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীবটবিহারী বসু, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট-সাগর, ১৬।২এ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩২।১এ আনন্দ লেন। শ্রীনীহারকান্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেন। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, ৬ কৃষ্ণদাস পালের লেন। শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য্য এম এ, ২১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, দরমাহাটা ষ্ট্রীট, নিমতলা। শ্রীজহরলাল মল্লিক, মল্লিকস্ লজ, মাণিকতলা। শ্রীঅর্দ্ধেন্দু-শেখর মুখোপাধ্যায় বি এ, ৩ গড়বাড়ী রোড লেন, খিদিরপুর। শ্রীগোকুলচন্দ্র লাহা, ২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেন্দ্র-কুমার দে এল এম এস, ৬ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীশরচ্চন্দ্র মল্লিক, ৬১ অপার চিৎপুর রোড। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ১৬৪ বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীবিনোদলাল চক্রবর্ত্তী এম এস্ সি, ৫০।১ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মল্লিক, ১৫।১ সীতানাথ রোড, সিমলা। শ্রীচন্দ্রনাথ মিত্র, ২২৬ আপার সারকুলার রোড। শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র, ১০ উল্টাডিঙ্গি রোড। শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ, ৭৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শ্রীহরিমোহন দে, ১৮ হরিতকীবাগান। শ্রীযুগল-লাল বসু, ১২৯।১।৩০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৮৫ আপার সারকুলার রোড। শ্রীহরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১৫।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনীনাথ শেঠ, ৩ বাঁশ-তলা ষ্ট্রীট। শ্রীকালাচাঁদ বটব্যাল বি এ, ৬।১।১ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীবেচারাম মল্লিক, ৩। কিয়ার লেন। শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন বসু, ৮৬ মেছুয়াবজার ষ্ট্রীট। শ্রীসুধীরলাল বন্দ্যো-পাধ্যায়, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ মজুমদার, ৫ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ বসু, ২২।২ ঈশ্বর মিল লেন। শ্রীহরিপদ দত্ত বি এ, ৬২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। শ্রীশৈলেন্দ্র-মোহন দত্ত বি এ, ১১ ঘোষের লেন। শ্রীঅখিলনাথ বসু, ২২৮।১ আপার সারকুলার রোড। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মিত্র এটর্ণি, ১ রামরতন বসুর লেন। শ্রীসতীশচরণ লাহা, ২২৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীবলাইচন্দ্র সেন, ২৯ কলুটোলা ষ্ট্রীট। কুমার শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ১০ হাজার-কোর্ট ষ্ট্রীট। শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ, ৪৭ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরাম বিনোদবিহারী বসু, সমর্থক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, সদস্য—শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র, ১২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীতারিণীচরণ বসু, ১৫ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১।১ নিকাশীপাড়া লেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২২৬ আপার সারকুলার রোড। শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দে, ৩৫।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীকৃষ্ণলাল মিত্র, ৮৮ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীক্ষীরোদকৃষ্ণ বসু, ৮৬ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, ৬ শ্যাম-পুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস ঘোষ, ১৫২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীটিকমলাল সিং, ২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীশরদিন্দু মিত্র, ৪৩ বিডন রো। শ্রীবটকৃষ্ণ বসু, ৭৯ বসুপাড়া লেন। শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি এ, ৩৪ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীহেমন্তকুমার মিত্র, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার

মিত্র, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র বি এ, ঐ। শ্রীকেদারনাথ মিত্র, ৩২ জয় মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪ পশুপতি বসুর লেন। শ্রীআশুতোষ বসু, ১১ বসুপাড়া লেন। শ্রীহরিনাথ ঘোষ, ৬ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার মৈত্র, ৮৭ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীবেণীমাধব গুহ বি এল, ৪৫।২এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীমিহিরলাল দাস নন্দী বি এ, ২ তারক চাটুর্য্যের লেন। শ্রীনলিনচন্দ্র গুপ্ত এটর্ণি, ৪৩ চাষাধোপাপাড়া। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, ৩৭ সোনাগাছি লেন। শ্রীলক্ষ্মণদাস মল্লিক, ৩৬ সীতানাথ রোড। শ্রীপ্রিয়নাথ মল্লিক, মল্লিকস্ লজ, মাণিকতলা। কুমার শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ রায়, ২৪।১ দরমাহাটা ষ্ট্রীট। শ্রীঅমূল্যচরণ দত্ত এল এম এস, ১৫ জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, সিমলা। শ্রীসুরথচন্দ্র দে, ৪৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীগণেন্দ্র-কৃষ্ণ মিত্র জমিদার, ১৯ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীরাজেন্দ্রলাল ঠাকুর, ৩১ গোপীমোহন দত্তের লেন। শ্রীবিপিনকৃষ্ণ ঘোষ, ১৪ গোপীকৃষ্ণ পালের লেন। শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত, ৬১ বিডন ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীপ্রবোধকুমার দত্ত, সিমলাঘাট ষ্ট্রীট। অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস গুপ্ত, বিদ্যাবিনোদ, ৬৪ সিমলা ষ্ট্রীট। শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন, ৫৬।৩ গ্রেষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সমর্থক—শ্রীবিমলকান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীগোলাপ-লাল ঘোষ, ২ আনন্দচন্দ্র চাটুর্য্যের লেন। শ্রীবিজনকান্তি ঘোষ, ঐ। শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ বি এ, ঐ। শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, ঐ। শ্রীসুনীলকান্তি ঘোষ, ঐ। শ্রীপরমানন্দ দত্ত, ঐ। শ্রীসত্যগোপাল দত্ত বি এ, ঐ। শ্রীফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৮।৮ বসুপাড়া লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১৮।১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন। শ্রীশম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪ কাটাপুকুর লেন। শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু, ১৬।১ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীভূপতিভূষণ রায়, ৩৩ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীবিজয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৩৪ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট। শ্রীমানসনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ কাঁটা-পুকুর লেন। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চাঁপদানী, বৈদ্যবাটী পোঃ। শ্রীতারাপদ সিংহ বি এ, ৮ সরকারবাড়ী লেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ মজুমদার এম এ, শঙ্কর ঘোষের লেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার, ৭১।১ মৃজাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীদীননাথ রায়, ৬ আনন্দ চাটুর্য্যের লেন। শ্রীদিবাকর মিত্র, ৯ নবীন পালের লেন। শ্রীবিজলীবিহারী নিয়োগী বি এ, ১৯।এ বাগ-বাজার ষ্ট্রীট। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৬৮।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায় বি এ, ২।বি উল্টাডিঙ্গি লেন। শ্রীবঙ্কুবিহারী ঘোষ এম এ, ১৩সি বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীকেশর-লাল রায় কবিরাজ, ৪১ ঐ। শ্রীলালমোহন ঘোষ, ১৩বি ঐ। শ্রীতারকনাথ চক্রবর্ত্তী, ৭২।২ ঐ। শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এম এ, ৭২।১ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীরাসবিহারী পাল, ১৬ হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস। শ্রীপীযুষ-কান্তি ঘোষ, ২ আনন্দ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট। শ্রীনাটুগোপাল দে সরকার, ১৭৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীসত্যচরণ নন্দী, ২৬ রামতনু বসুর লেন। শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এস্ সি, ৩৯ দেবনারায়ণ দাসের লেন। শ্রীনরেশচন্দ্র নাগ, ৯এ বিশ্বকোষ লেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস, ২৯ দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট, বাগবাজার। শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ, ২৫ দুর্গাচরণ মুখার্জ্জি ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ বি এল, এটর্ণি, ১৯ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীমোহিতকুমার সিংহ, ১৪ বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীকিশোরচন্দ্র ঘোষ এম এস সি, ১৪ গোপীকৃষ্ণ পালের গলি। শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু বি এ, ৭ রাজাবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীউমেশচন্দ্র বসু বি এল, ৩৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীনৃসিংহপদ দত্ত বি এল, ৪ ইডেন হাঁসপাতাল রোড। শ্রীগোপালচন্দ্র দে এম এ, বি এল, ৩ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। শ্রীখগেন্দ্রনাথ দত্ত বি এল, ৭ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন। শ্রীকরালীচরণ বসু বি এল, ৩ করিস্চার্চ লেন। শ্রীসুরেশচন্দ্র গোস্বামী বি এল, ২।১ এইচ হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল, ১০।২ নাথের বাগান ষ্ট্রীট। শ্রীহুকুমল চোপড়া বি এল, ৪৭ খোংরাপটী, বড়বাজার। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু বি এল, ৫০ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীনিশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বি এল, ২৪ তেলীপাড়া লেন। শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ বি এল, ১০৪ কাঁসারীপাড়া রোড। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল, ৩৮ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন। শ্রীশশধর প্রামাণিক বি এল, ২৮২ আপার চিৎপুর রোড। শ্রীঅমরেন্দ্রচন্দ্র চন্দ এম এ, বি এল, ১১ সেকরাপাড়া, বহুবাজার। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন এম এ, বি এল, ৩৮ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীসত্যকিঙ্কর মিত্র বি এল, ৬৫।৪ কলেজ ষ্ট্রীট। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র, উকিল, ৫বি শ্যাম স্কোয়ার পূর্ব্ব। শ্রীঅমরনাথ দত্ত বি এল, ৬৮ গড়পাড় রোড। শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী বি এল, ১৪ বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭।এ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এম এ, ১৬ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন। শ্রীহীরালাল চক্রবর্ত্তী, ৬৮।৫।১ দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীপাঁচকড়ি রায়, ৪০ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীঅমূল্যরতন গঙ্গোপাধ্যায় বি এ, রাজকুসুম, গোপালপুর পোঃ, বর্দ্ধমান। শ্রীরাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় বি এ, মলুটী পোঃ, সাঁওতাল পরগণা। শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৭ বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট। শ্রীসত্যকিঙ্কর বিশ্বাস, ৩০ চুণাপুকুর লেন, বহুবাজার। শ্রীরামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮ কালীপ্রসাদ দত্ত ষ্ট্রীট। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ জমিদার, ২০ গিরিশ বিদ্যারত্নের লেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘোষ জমিদার, ১৮ দাস লেন। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, ১৯।১ রামবাগান ষ্ট্রীট। শ্রীগোপীনাথ সেন, ১ ক্যাম্প্‌বেল্স স্কোয়ার। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৬।১ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ শেঠ, ৬৫৬।২ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীকালীচরণ পাল, ১৫ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীক্ষিতীকান্ত পাল, ৪২ হরিতকীবাগান লেন। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, সদস্য—শ্রীনৃত্যলাল দাস, ৪ রামধন মিত্র বাই লেন। শ্রীকপিলাল মিত্র, ৩।২ রামধন মিত্রের লেন। শ্রীসুবোধচন্দ্র গুপ্ত, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীমণিলাল মিত্র, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, ১০ ঐ। শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৪ ঐ। শ্রীবিজেন্দ্রনাথ মিত্র, ৬৮।১ বলরাম দের ষ্ট্রীট। শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস ঘোষ, ৩২ গরাণহাটা ষ্ট্রীট। শ্রীবেণুধর দে, ১।১ কাটুয়াবুটী রোড, ভবানীপুর। শ্রীঅম্বিকাচরণ মৈত্র, ২৩ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্র...

শ্রীগোপীনাথ বসু, ১৩৬।এ [illegible]

চিৎপুর রোড। শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, ২ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্যামপুকুর। শ্রীনৃসিংহ-চরণ চট্টোপাধ্যায়, ৪।১ শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্যামপুকুর। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীঅখিলচন্দ্র পাকড়াশী জমিদার, স্থল, পাবনা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, হেড মাষ্টার, পাকড়াশী ইনষ্টিটিউসন, পাবনা। শ্রীসতীশচন্দ্র পাকড়াশী এম এ, ১৪ মদন মিত্রের লেন। শ্রীঅমলচন্দ্র মৈত্র বি এ, ৫৮এ কলুটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীক্ষীরোদলাল দে এম বি, ৭১ শোভাবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীরসিকরঞ্জন মৈত্র এম এ, C/o শ্রীমনোরঞ্জন মৈত্র, ডেপুটি পার্সন্যাল এসিষ্ট্যাণ্ট, কমিশনর, চট্টগ্রাম। শ্রীগিরিজাকান্ত মজুমদার এম এ, ৫৮এ কলুটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ৪৩ মুরারিপুকুর রোড, ভবানীপুর। শ্রীরাধারমণ রায়, বি এ, ১৪ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, ১৩২এ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শ্রীঅশোককুমার ঘোষ, ৬০ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীমলিনবিহারী দত্ত, ১৩ ফকিরচাঁদ মিত্রের লেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৬০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীসুবোধকৃষ্ণ দত্ত, ১৪ পঞ্চানন ঘোষ লেন। শ্রীবিভূতিধর রায় চৌধুরী, ৫ বাদুড়বাগান রো। শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার বি এ, ৮৬।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, উলি পোঃ, রঙ্গপুর। শ্রীবিনয়কুমার রায়, ৬০ হরিঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, পঞ্চবটী কানন, মাণিকতলা। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মজুমদার, ৭ রাজা লেন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র বি এ, ঐ। শ্রীরাধাচরণ ঘোষ, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। শ্রীকালীচরণ ঘোষ, ঐ। শ্রীভূপতিকুমার দে, ১০ সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট। শ্রীভূতনাথ দে, ঐ। পি, ব্যানার্জ্জি, ৪১।১ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ পাল, শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন। শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার দে, ঐ। কবিরাজ শ্রীকালীপ্রসন্ন যোগবিশারদ, ২০১ মুক্তারাম-বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীসচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপ্রকাশানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপঞ্চানন ঘোষ, ১৯৭ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীভবানীপ্রসাদ সাহা, ১৮৪বি মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীগোপীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল, ই আই আর। শ্রীতারকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীঅনাথবন্ধু চক্রবর্ত্তী, ৪ বাবা-পুকুর লেন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩৬ বীডন রো। শ্রীতুলসীকুমার নাগ, ১৪২ হুরমহম্মদ সরকার লেন। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়, ৩৪ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ নীলমণি সরকার লেন। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বসু, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়, গজানগর, মোকামটোলা পোঃ, বগুড়া। শ্রীআনন্দমোহন লাহিড়ী, ৯।১।১ আরপুলি লেন। শ্রীহুকড়িনাথ লাহিড়ী, ঐ। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৩ কাস্থন্দিয়া রোড, হাওড়া। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দাস, ৫৭ সার্পেণ্টাইন লেন। শ্রীবেচুলাল দাস, ১৩৫ বহুবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীইন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী বি এ, ৪৭।১ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, পঞ্চবটীভিলা, মাণিকতলা। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু ঐ, গগনচন্দ্র ঘোষ, ঐ, শ্রীনীরোদকুমার

ঘোষ, ঐ, শ্রীকালীকৃষ্ণ বিশ্বাস, ঐ, শ্রীঅজিতকুমার সরকার, ঐ, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন দাস, ঐ, শ্রীরাজেন্দ্রলাল দাস, ঐ, শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার, ঐ, শ্রীলক্ষেশ্বর বর্ম্মা, ঐ, শ্রীকামিনীকুমার দে, ঐ, শ্রীহেমচন্দ্র পাকড়াশী, ঐ, শ্রীললিতকুমার দত্ত, ঐ, শ্রীবিধুভূষণ আইচ্, ঐ, শ্রীসন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীবিকাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীবীরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, ঐ, শ্রীভবতারণ ভট্টাচার্য্য, ঐ, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়, ঐ, শ্রীসুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ঐ, শ্রীজিতেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ঐ, শ্রীশকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীমতিলাল ঘোষ, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রিসড়া ষ্টেশন রোড, হুগলী। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৯২ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট। শ্রীশীতলদাস মুখোপাধ্যায়, ৪৭ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্। শ্রীদেবীদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৩০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট্। শ্রীহরিপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীকালিদাস সরকার, বসিন্দা, এলেঙ্গা, ময়মনসিংহ। শ্রীক্ষেত্রনাথ দাস, ঐ। শ্রীযামিনীমোহন ঘোষ, গৌরজী, ঘাটেশ, ময়মনসিংহ। শ্রীঅনাথবন্ধু সরকার, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার দত্ত, ময়মনসিংহ। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র নিয়োগী, গালগণ্ডা, পোঃ ঘাটাইল, ময়মনসিংহ। শ্রীকৃতান্তকুমার মিত্র, ঐ। শ্রীকালীপদ রায় চৌধুরী, ৫১ জয়মিত্রের ষ্ট্রীট। শ্রীভুবনমোহন বসু, বি এ, ২ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার। শ্রীমোহিনীমোহন ভৌমিক, ৭ রাজা লেন। শ্রীপঞ্চানন পাল এম্ এ, ২ নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ার। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১১ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট্। শ্রীচুণীলাল পাল বি এ, ৮ রাজা লেন। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ১৫ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ঐ। শ্রীরাখালচন্দ্র পাল, ৪০ ঘোলিয়াটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীলালবিহারী পাল, ঐ। শ্রীসুধাংশুশেখর বসু, ৪৮ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। শ্রীহিমাংশুশেখর বসু, ঐ। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মিত্র, ৩৪ নন্দকুমার চৌধুরীর লেন। শ্রীসুধীরকৃষ্ণ পাল, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীপ্রীতিকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ১৫ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীরামগোপাল তরফদার, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র, ৩৩ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮।৩ শিবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীহেমচন্দ্র সিংহ বি এস সি, ৫৫ হ্যারিসন রোড। শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ, বি এস্ সি, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লকুমার রায়, ঐ। শ্রীচুণীলাল সিংহ, ঐ। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র নাগ, ১৩।২ বৈঠকখানা রোড। শ্রীনরেশচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীমনোমোহন সিংহ বি এ, ২৫।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীসুধাংশুমোহন সিংহ, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। শ্রীপীতাম্বরচন্দ্র চৌধুরী, ২৪ হ্যারিসন রোড। শ্রীমোহিনীমোহন বল, ৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট্। শ্রীসতীশচন্দ্র দে, ২১ কামাপুকুর লেন। শ্রীনীরোদরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ৪১ কামাপুকুর স্কোয়ার। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন বি এ, ৯।১ এন্ জগন্নাথ মল্লিক লেন। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি এস্ সি, ৮৬।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ, ঐ। শ্রীশরৎকুমার চক্রবর্ত্তী, ১ কলাকিনী লেন। শ্রীউমেশচন্দ্র সিংহ,

চট্টোপাধ্যায়, ১ বসাক দিঘী লেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ সাহা, কৈজুরি পোঃ, টাঙ্গাইল, মৈমনসিংহ। শ্রীবঙ্কুবিহারী সাহা বি এ, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার মিত্র, গলগণ্ডা, ঘাটাইল, মৈমনসিংহ। শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, বি এ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর। শ্রীপ্রমথনাথ সাহা, ৬৬ হ্যারিসন রোড। শ্রীতাপসচন্দ্র দোবে, বি এ, নলহাটী, বীরভূম। শ্রীশচন্দ্র বসু নিয়োগী বি এ, শাকলিপাড়া, ঘাটাইল, মৈমনসিং। প্রস্তাবক—স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, সমর্থক—শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার, সদস্য—শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চবটী ভিলা, মাণিকতলা। শ্রীঅমরচন্দ্র বিশ্বাস, ঐ। শ্রীবিজয়রতন গুপ্ত, ঐ। শ্রীপরেশনাথ গুপ্ত, ঐ। শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত, ঐ। শ্রীবৈদ্যনাথ বিশ্বাস, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য্য, পঞ্চবটী ভিলা, মাণিকতলা। শ্রীগিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীমুক্তেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরাজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ। শ্রীভবতারণ বরাট, ঐ। শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীসিদ্ধেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় আচার্য্য চৌধুরী, ঐ। শ্রীঅনিলকৃষ্ণ দাস গুপ্ত, ঐ। শ্রীসুধীরকৃষ্ণ সেন, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মণ্ডল, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র বসু, ঐ। শ্রীহেমন্তকুমার হোম চৌধুরী, ঐ। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত, ঐ। শ্রীচিত্তরঞ্জন গুপ্ত, ঐ। শ্রীফণিভূষণ ঘোষাল, ঐ। শ্রীমৃগাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, ঐ। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, ঐ। শ্রীমুরারিভূষণ মল্লিক, ঐ। শ্রীমহেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীঅমরকৃষ্ণ রায়, ঐ। শ্রীভবতারণ ঘোষ, ঐ। শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীকাশীনাথ ঘোষ, ঐ। শ্রীরামলাল ভাদুড়ী, ঐ। শ্রীঅমূল্যরঞ্জন রায়, ঐ। শ্রীচন্দ্রকান্ত ঘোষ. রায়, ঐ। শ্রীকালী-মোহন দত্ত, ঐ। শ্রীসুশীলচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীবিনয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দে, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ঐ। শ্রীসরোজগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীগোবিন্দলাল সরকার, ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীসুখেন্দুবিকাশ মজুমদার, ঐ। শ্রীপ্রাণহরি সাহা, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র বর্দ্ধন, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার মজুমদার, ঐ। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতী কার্য্যালয়। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীতিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, ১৪ মটন্ লেন। শ্রীহরিপদ অধিকারী, ২২° মহেন্দ্র বসুর লেন। শ্রীদুর্গাচরণ ঘোষাল, মালিপাড়া, জাগাড়ু, হুগলী। শ্রীসতীশচন্দ্র শাস্ত্রী, ২৩ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট্। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৯ বহু জোড়োল লেন। শ্রীহরিপদ কাব্য-স্মৃতিতীর্থ, সংস্কৃত কলেজ। শ্রীঅধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৬৬ বৌবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ২ বি নবীন কুণ্ডুর লেন। শ্রীশ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীযোগজীবন সরকার, ৩ ফুলবাগান, ইটালি। শ্রীসুরেন্দ্র কবিরত্ন, ১৩৬ বৌবাজার ষ্ট্রীট্। শ্রীবিধুভূষণ বিশ্বাস, ঐ। শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৩ সাদগর রোড, কালীঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীপতিতপাবন রায়, শাকা, চন্দনপুর পোঃ, খুলনা। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—শ্রীহেমচন্দ্র নাগ চৌধুরী, ২৫ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সদস্য—শ্রীমন্মথনাথ রায়, ২০ ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তী লেন। শ্রীসতীশচন্দ্র দাস, ৯৩।৪ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীআমোদলাল মল্লিক, এল্ এম্ এস্, মেডিক্যাল অফিসার, দক্ষিণচাতরা, চেরিটেবল ডিস্পেন্সারী, গোবরডাঙ্গা পোঃ, ২৪ পরগণা। শ্রীসীতানাথ প্রধান, এম্ এস্ সি, অধ্যাপক মুরারীচাঁদ কলেজ, শ্রীহট্ট। শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, দক্ষিণচাতরা, গোবরডাঙ্গা পোঃ, ২৪ পরগণা। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীশশিশেখর বসু, উকীল হাইকোর্ট, ২ গোবিন্দ বসুর লেন, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সদস্য—শ্রীবিহারীলাল মণ্ডল, বাদুরিয়া, ২৪ পরগণা। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীঅমিতাভ বসু, ৪ গোকুল মিত্র লেন। শ্রীমন্মথমোহন বসু, ঐ। শ্রীমায়মোহন বসু, ঐ। শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি এ, ১৬ কালীদাস সিংহের লেন। শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, জমীদার, নিমতিতা। শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, অধ্যাপক, উত্তরপাড়া কলেজ, উত্তরপাড়া। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সিদ্ধান্ত এম্ এ, অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, ঐ। শ্রীরজনীকান্ত দে, বি এস্ সি, এম্ এ, বি এল্, ঐ। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র, জমিদার, ৬ দেবনারায়ণ বসু লেন। শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র বি এল্, ২২ ঘোষ লেন। শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ। শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীবিভূতিভূষণ মণ্ডল, ঐ। শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ, এম্ আর এ এস্, ৬।২ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এস্ সি, ৭ দেবনারায়ণ দাস লেন। শ্রীদাশরথি হালদার, ৫৫ ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন, কালীঘাট। শ্রীজীবেন্দ্রলাল নাথ, ৭ দেবনারায়ণ দাস লেন। প্রস্তাবক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সমর্থক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীপূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৮।৮ বসুপাড়া লেন। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, সদস্য—শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত বি এ, ৭০ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—স্বামী ভবানন্দ, সদস্য—এস্, রায়, ৯২ আমহার্ষ্ট রো। কে, ব্যানার্জী, ১৫ রামকিষণদাস লেন। কে, এল্, রায়, ১৮ সিমলা লেন। পি, সি, রায় চৌধুরী, ১০ হরিপাল লেন। এ, টি, মিত্র, অক্রূর চৌধুরী লেন। এস্, রায়, ২২ বি গড়পাড় রোড। এস্, সি, বসু, ৪১ চক্রবেড়িয়া রোড। কে, সি, গুপ্ত, ৩৫।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। আর, কে, তপস্বী, পোঃ আমিরাবাদ। টি, সি, ঘোষ, ২০৫ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। এস্, কে, ভাদুড়ী, ৯২ গড়পাড় রোড।

নাথ দত্ত, ৫০ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীহারাণচন্দ্র দে, ১৭ কুমারটুলী ষ্ট্রীট। ইউ, সি, নাগ, ৩৭ পুলিশ হাঁসপাতাল রোড। এ, কে, দত্ত, ৬৭ আমহার্ষ্ট রো। ইউ, সি, চক্রবর্ত্তী, ৪ গোপাল বসুর লেন। এ, সি, দাশগুপ্ত, ২০০ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। পি, বিশ্বাস, ৮৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। ডি, এন্, মুখোপাধ্যায়, ২ দর্জ্জিপাড়া লেন। শ্রীরাজকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮ রাজা লেন। পি, এন্, দাস, ২৭ চাউলপটী রোড। এইচ, কে, দে, ৩ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য লেন। এস্, এল্, মুখোপাধ্যায়, ৭২ বলরাম দের ষ্ট্রীট। পি, বি, সরকার, ১২-১৩ এ বদরিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট। সি, এল্, দত্ত, ৭৮ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। এম্, এম্, সেন, ৭ সুকিয়া ষ্ট্রীট। এ, সি, আহিকত, ৪ শেঠবাগান লেন, টালা। কবিরাজ শ্রীইন্দুনাথ সেন কবিরত্ন, ১৪৫ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, সদস্য—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দত্ত, ৬৫ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীযামিনীকান্ত সর্ব্বজ্ঞ বি এ, ৬৩।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ বি এল্, উকীল, পুলিশ কোর্ট, ঐ। শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার, C/o বি, সরকার এণ্ড কোং, ১৬০ বহুবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ আঢ্য, লোয়ার চিৎপুর রোড। শ্রীগিরীন্দ্রনাথ আঢ্য, ১৬ গোবিন্দচন্দ্র ধরের লেন। রায় শ্রীবিহারীলাল আঢ্য বাহাদুর, ১৭ গোবিন্দ ধরের লেন। শ্রীক্ষীরোদবিহারী পাল, ৮এ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য গলি। শ্রীচুনীলাল মুখোপাধ্যায়, হরিঘোষের ষ্ট্রীট। শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, ২ হোগলকুড়িয়া গলি। শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ১ হোগলকুড়িয়া গলি। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, ৭০ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১২০ আপার সার্কুলার রোড। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ৩৭।১ মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী লেন। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রায় চৌধুরী, ৭৭।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীবনওয়ারিলাল মুখোপাধ্যায়, হরিঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, নারিকেলবাগান। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, লক্ষ্মীবিলাস পাবলিশিং কোং। কুমার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাহা, ৯৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট। শ্রীহেমশশী ঘোষ, ট্রেণিং একাডেমী, চুঁচুড়া। শ্রীদীননাথ সেন বি এল্, উকীল, চুঁচুড়া। শ্রীগোকুলনাথ সেন বি এল্, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র পাল, দত্তের গলি, চুঁচুড়া। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মণ্ডল এম এ, বি এল, ৭৩ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ সেন, ২০ গণেন্দ্র মিত্রের লেন। শ্রীসন্তোষকুমার মল্লিক, ১২ ড্যালহাউসী স্কোয়ার। শ্রীশম্ভুনাথ শীল, আরপুলি লেন। শ্রীঅক্ষয়কুমারচরণ রায়, ১ মিশন রো। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মেসার্স গ্রেহাম কোং। শ্রীআশুতোষ মিত্র বি এল্, ২০এ আতাবাগান লেন। শ্রীকমলাকান্ত শীল, ১৭ পঞ্চাননতলা লেন। শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ বি এ, ১৮ অক্রূর দত্তের লেন। শ্রীনরেশভূষণ দত্ত বি এ, ৪৫ মির্জাপুর ষ্ট্রীট। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৮ অক্রূর দত্তের লেন। শ্রীমণিমোহন শীল, ৫৭।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনচন্দ্র পাল বি এল্, ঐ। শ্রীঅশোককুমার সেন এম্ এ, ১০ যদুনাথ সেন লেন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৩ গঙ্গানারায়ণ দত্তের লেন। শ্রীগৌরমোহন শীল, ৫২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট। শ্রীমনোমোহন পাণ্ডে, ১।১

মাধব চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসাক, শ্রীগুণেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, বি এল্, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত বি এ, শ্রীসুখেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি এ, শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এটর্ণি, শ্রীবিনয়কুমার বসু বি এ, লেপ্টেনেণ্ট শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সিংহ, I. M. S, শ্রীমুনীন্দ্রচন্দ্র মিত্র বি এল্, শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র। প্রস্তাবক—শ্রীশশিভূষণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ মৌলিক বি এ, শ্রীকানাইলাল দাস বি এ, শ্রীঅমলাপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এস্ সি, শ্রীরামরূপ মিত্র বি এ। প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সমর্থক—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সদস্য—শ্রীভূষণচন্দ্র দে, শ্রীহরিচরণ ভট্টাচর্য্য, শ্রীনিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীঅমরকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ বি এ, শ্রীমাণিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার, শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার আর, কিমুরা, পি এইচ্ ডি, শ্রীমধুসূদন কৌল শাস্ত্রী, এম্ এ। প্রস্তাবক—শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার, সদস্য—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসন্তোষকুমার ধর বি এ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্, শ্রীভবতারণ ব্রহ্মচারী এম্ এ, বি এল্, শ্রীক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ বি, শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্। প্রস্তাবক—শ্রীপ্রসন্নকুমার চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সদস্য—শ্রীজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু চৌধুরী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমানাথ পালিত, শ্রীজহরলাল দত্ত, শ্রীঅন্নদাচরণ মল্লিক, শ্রীত্রিগুণভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায় বি এ। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সদস্য—দেওয়ান বাহাদুর শ্রীজ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী, কাব্যানন্দ, এম্ এ। শ্রীব্রজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। প্রস্তাবক—শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার, সমর্থক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীসত্যপতি মুস্তফী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমণীন্দ্রনাথ পালিত, শ্রীহর্ষদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রনাথ বসু বি এ, শ্রীপুলিনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীললিতমোহন মিত্র, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীহরিনাথ কথক-শিরোমণি, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সোম এম্ এ, শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীঅলকানন্দ বক্সী, শ্রীবৈষ্ণবচরণ সরকার, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন বি এ, শ্রীরাধাদামোদর বক্সী, শ্রীসুবিমলচন্দ্র দত্ত এম্ এ, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীরজনীকান্ত দত্ত, শ্রীরজনীরঞ্জন বিশ্বাস এম্ এ, বি এল্, শ্রীরেবতীমোহন রায়, শ্রীঅচ্যুতচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীবলাইচাঁদ চট্টোপাধ্যায় বি এ, শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, শ্রীবলাইচাঁদ দত্ত, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র মিত্র, এম্ এস্ সি, শ্রীবিজয়বসন্ত বসাক, শ্রীতারকেশ্বরনাথ মিত্র, এম্ এ, বি এল্, শ্রীআশুতোষ বসু, শ্রীঅক্ষয়কুমার ঘোষ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু। প্রস্তাবক—শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সমর্থক—শ্রীমৃণাল-

কান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীনবীনচন্দ্র মিত্র, শ্রীকালীকৃষ্ণ ভদ্র বি এ, শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমিহিরলাল রায়, শ্রীমাখনলাল রায়, শ্রীঅহিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভদ্র, শ্রীঅনঙ্গমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র মিত্র বি এ, শ্রীসঞ্জীবচন্দ্র সান্যাল, শ্রীমণীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীদ্বারিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীহৃষীকেশ বসু, শ্রীসরলকৃষ্ণ বসু, শ্রীঅমূল্যচরণ মিত্র, শ্রীমোহিনীমোহন কর, শ্রীরমণীমোহন কর, শ্রীরজনীমোহন কর, শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবৈদ্যনাথনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরাধারমণ সরকার, শ্রীমনোমোহন দত্ত। প্রস্তাবক—শ্রীযদুনাথ সিংহ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীরমাপ্রসন্ন সিংহ, ৪৬।৭ হ্যারিসন রোড। শ্রীক্ষীরোদকুমার বসু, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়, হার্ডিং হোষ্টেল, কলুটোলা ষ্ট্রীট। শ্রীনীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, রামপুর হাট, বীরভূম।

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

প্রদাতা—শ্রীরামকমল সিংহ, ১ সংবাদ-প্রভাকর (খণ্ডিত), শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্ত, ২ অশ্রু-পুষ্প, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, ৩ রবিয়ানা, ডাঃ শ্রীসুকুমার পাকড়াশী, ৪ সুনীতিকোরক, ৫ মালিনী, ৬ জমিদার, ৭ দশচক্র, ৮ ভক্তি-সঙ্গীত, ৯ ধর্ম্মসমন্বয় বা পন্থা (১ম ও ২য় ভাগ), ১০ ধ্রুব, প্রহ্লাদ ও শ্রীকৃষ্ণ, ১১ সীতারামের গীতাবলী, শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত, ১২ ইস্লামধর্ম্ম, শ্রীদৌলত আহাম্মদ, ১৩ কুন্দকলি, শ্রীসুশীলকুমার দে, ১৪ ঝরাফুল, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়, ১৫ বঙ্গদেশের বর্ত্তমান কৃষি ও বাণিজ্য, শ্রীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ১৬ অশ্রু, শ্রীসূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৭ উদ্বোধন, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৮ তুলির লিখন, ১৯ মণি-মঞ্জুষা, ২০ হসন্তিকা, ২১ অভ্র-আবীর, ২২ রঙ্গমল্লী, ২৩ চীনের ধূপ, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, ২৪ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—উত্তর খণ্ড, ২৫ সটীক শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়, ২৬ চন্দ্রবংশোদয় কাব্য, ২৭ নল-দময়ন্তী উপাখ্যান, ২৮ মাধব-মালতী নামক গ্রন্থ, ২৯ বত্রিশ-পুত্তলিকা, হিতবোধক কবিতা-সংগ্রহ, ৩০ শ্রীসারদা-মঙ্গল, ৩১ রসমঞ্জরী, ৩২ গুপ্তলীলা, ৩৩ জগন্নাথ-মঙ্গল, ৩৪ বিবর্ত্ত-বিলাস, ৩৫ বৃহৎ তরজার লড়াই—১ম খণ্ড, ৩৬ জানকী-বিলাপ, ৩৭ মানিনী, ৩৮ রোমিও এবং জুলিএটের মনোহর উপাখ্যান, ৩৯ যোগোপনিষদ্, ৪০ ফুল ভসার গ্রন্থ, ৪১ নিত্যদর্শন গীতা (বেণুগান) ২য়—৫ম সংখ্যা, ৪২ সর্ব্বার্থপ্রকাশিকা, ১ম খণ্ড (৪র্থ—১১শ সংখ্যা), শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী, ৪৩ বেদ-সংহিতায় অদ্বৈতবাদ, শ্রীকিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায়, ৪৪ কিশোরীমোহন-পদাবলী।

Librarian, Imperial Library—(1) Imperial Library Catalogue vol I. Part I. A. to L. 1917. Officer-in-Charge, Bengal Secretariat, Book Depot. —(2) Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa for the year ending 30th June 1917, (3) Annual Report of the

Agriculture Department, Bengal, for the year ending 30th June 1917. Director of Statistics.—(4) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, October 1917. (5) Statistical Tables relating to Bank in India with a Map, Introductory Memorandum and Banking Directory 1917. Director General of Archaeology in India—(6) Archaeological Survey of India, Annual Report Part 1. 1915-16. Registrar, Calcutta University.—(7) Calcutta University Calendar Part II. 1917. Secretary, Indian Science Association.—(8) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol. III. Pt. VI, 1917. ডাঃ সুকুমার পাকড়াশী—(9) Soura Upasana. রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর—(10) Presidential Address. The All India Temperance. 14th Session 1917, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—(11) A Sanskrit Composition and Translation. শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(12) Poems Lay and Devotional.

২৪শ বার্ষিক, সপ্তম মাসিক অধিবেশন

১২ই ফাল্গুন ১৩২৪, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় বাহাদুর শ্রীচুনীলাল বসু এম্ বি—(সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীগুরুদাস গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবোধিসত্ব সেন এম্ এ, বি এল, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীমন্মথনাথ রায়, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সেন গুপ্ত, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম্ এ, রায় শ্রীকুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী সেন, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশশাঙ্কভূষণ সিংহ, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, (উত্তর পাড়া), শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এস্ সি, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, শ্রীজানকীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীগদাধর গুপ্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিদাস সাহা, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅমলাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচপলাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীরাখালবন্ধু নিয়োগী, শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিপিনবিহারী দাস গুপ্ত, শ্রীজ্যোৎস্নাময় বসু, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র শাস্ত্রী, শ্রীরাধারমণ গোস্বামী, জি, এল্, চট্টরাজ,

শ্রীরমাপ্রসাদ বসু, শ্রীঅবতারচন্দ্র লাহা, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল, শ্রীনিত্যানন্দ রায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীভোলানাথ কোঁচ, শ্রীশশীন্দ্র-সেবক নন্দী, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

সপ্তম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়ের প্রদত্ত একখানি কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক "সুতির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ" নামক প্রবন্ধ পাঠ। ৬। বিবিধ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু এম্ বি, এফ সি এস, আই এস্ ও মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বিগত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ এখনও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, উক্ত কার্য্যবিবরণী পাঠ অদ্য স্থগিত থাকুক।

উপস্থিত সদস্যগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

২। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্যকার প্রস্তাবিত সদস্য-সংখ্যা দেড় শতের অধিক; সমস্ত নাম পাঠ করিতে অনেক সময় আবশ্যক। এই জন্য তিনি সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ঐ সদস্যগণের প্রস্তাবকর্ত্তা ও সমর্থনকারিগণের নাম পাঠ করিলেন এবং কে কত জন সদস্য প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা জানাইলেন। তৎপরে উক্ত প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। [নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।]

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক-সকল প্রদর্শন করাইলেন এবং তাহাদের নাম পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় পুস্তক উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। [উপহারদাতা এবং উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।]

৪-৫। তৎপরে সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয়কে তাঁহার সংগৃহীত প্রস্তরখণ্ড প্রদর্শন করাইতে আহ্বান করিলে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু উক্ত প্রস্তরখণ্ড প্রদর্শন করাইলেন এবং তৎসম্বন্ধে "সুতির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠান্তে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—সুতি প্রাচীন গ্রাম; উহা প্রায় বাঙ্গালায় প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু যে প্রস্তরখণ্ড পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন, তাহা কষ্টি-পাথর—আমি ইহা কিছু

পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। বোধ হয়, প্রস্তরখানি মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ সময়ে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। কেন না, ইহাতে যে কারুকার্য্যবিশিষ্ট জালী দেওয়া আছে, এই শ্রেণীর জালী মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থাতেই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। তবে আর একটি কথা আছে। মোগল-সাম্রাজ্যের সময়ে কষ্টি-পাথর বড় একটা সুলভ ছিল না। এই যে প্রস্তর-খণ্ড, ইহার তখনকার মূল্য হাজার টাকার কম হইবে না। সুতি গ্রামে এত টাকা মূল্যে এক খণ্ড প্রস্তর কিনিয়া তখন কে মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, জানি না।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়কে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিলেন যে, এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই জানেন না এবং এই প্রস্তরখানি তিনি পূর্ব্ব হইতে দেখিয়া রাখেন নাই বলিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অক্ষম।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমি পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুকে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি অনেক পরিশ্রম করিয়া প্রবন্ধটি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং নানাবিধ ঐতিহাসিক এবং আনুমানিক প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া সুতি গ্রামের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুকেও আমি ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি এই প্রস্তর সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাদিগকে শুনাইলেন। তবে তিনি এই প্রস্তরের প্রাচীনত্ব বিষয়ে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে এ সম্বন্ধে সকলে আলোচনা করিতে পারিবেন।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক—শ্রীঅভয়চন্দ্র সরকার, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, ৩৬ পুলিশ হস্পিটাল রোড। শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়, ঐ। শ্রীসুনীলানন্দ সেন, ঐ। শ্রীমধুসূদন সিংহ, ঐ। শ্রীপ্রমথনাথ সোম, ঐ। শ্রীরাধাকান্ত সেন, ঐ। শ্রীজয়রাম পাল, ঐ। প্রস্তাবক—রায় বাহাদুর শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীসুশীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৬ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। রায় সাহেব শরৎকুমার রাহা, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব এক্সাইজ রেভিনিউ, কলিকাতা। শ্রীহেমন্তকুমার রাহা, ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার অব বেঙ্গল। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ্ পোঃ, কুমিল্লা। শ্রীমন্মথনাথ সেন, এটর্নী, ৪৪ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। কে, এল্, দত্ত, ১৬ ঐ। শ্রীপ্রবোধ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাব রেজিষ্ট্রার। খান বাহাদুর আমীন-উল্-ইস্লাম। শ্রীব্রজেশচন্দ্র

সেন, ডেপুটী কালেক্টর, ইন্‌কমট্যাক্স, কলিকাতা। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক। শ্রীমণীন্দ্র-কুমার মিত্র। রায় সাহেব শ্রীতারাপদ ঘোষ, ডিষ্ট্রীক্ট সাব রেজিষ্ট্রার, আলিপুর। শ্রীকৃষ্ণধন মল্লিক, পটুয়াটোলা লেন। খান সাহেব সুলতান বক্‌স, ডিষ্ট্রীক্ট সাব রেজিষ্ট্রার। প্রস্তাবক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সমর্থক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীনফরলাল মল্লিক, এটর্ণী, ৬ ওল্ড পোষ্টাপিস ষ্ট্রীট্। পি, এন্, মিত্র বি এ, ৯এ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্। শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত এটর্ণী, ৩৪ আহীরীটোলা ষ্ট্রীট্। শ্রীসুরেন্দ্রলাল পাইন, সলিসিটর, ৬৭ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। প্রস্তাবক—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু বি এ, ৪২ ব্রীজরোড, চেৎলা। শ্রীভূপতিমোহন দাশ গুপ্ত বি এ, ভবানীপুর। শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ দত্ত, শিবহাটী, ২৪পঃ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু, জমিদার, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু এম্ এ, ১৬ বলরাম বসু ঘাট রোড। শ্রীভূদেবচন্দ্র রায় বি এল, ২৮ কাঁসারিপাড়া রোড। শ্রীকুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী, চাউলপটী রোড। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ৮।৬ নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট্। শ্রীরায় সন্তোষকুমার চৌধুরী, ৬৮ বীডন ষ্ট্রীট্। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ, ৪৮।৩ রামতনু বসু লেন। শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ, বাড়ুলীকাটীপাড়া, খুলনা। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, গুন্তপাড়া, খুলনা। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র, ধুলগ্রাম, সিদ্ধিপাশা। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মিত্র, রাণীগঞ্জ কাছারী, জলপাইগুড়ি। প্রস্তাবক—রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সমর্থক—শ্রীপঞ্চানন মিত্র, সদস্য—শ্রীসতীনাথ ঘোষ বি এ, ১ হেম করের লেন। শ্রীনলিনীনাথ ঘোষ এম্ এ, বি এল, অধ্যাপক বঙ্গবাসী কলেজ। শ্রীদেবাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী, এম্ এ, বি এল, ঐ। শ্রীকালীপদ মিত্র এম্ এ, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর, জমীদার, বেলেঘাটা। শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ সি, ১৬ ষষ্ঠীতলা মেন রোড। শ্রীমোহিনীমোহন সাহা, ১২০ বেলেঘাটা মেন রোড। প্রস্তাবক—শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহরিহরনাথ দে, জমীদার, বড়শূল, বর্দ্ধমান। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার, ১৪৯এ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্। শ্রীরামরঞ্জন দত্ত, হাজারীবাগ। শ্রীহরিদাস মজুমদার, বামনাবাদ পোঃ, মুর্শিদাবাদ। শ্রীবিজেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল। প্রস্তাবক—শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, সমর্থক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সদস্য—শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৮ ছিদাম মুদির গলি। শ্রীসুরেশচন্দ্র সান্যাল বি এল, ৭৪।২ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্। শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩এ শ্যামস্কোয়ার ইষ্ট। প্রস্তাবক—শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, সমর্থক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সদস্য—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দে, জমীদার, ৪২ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। শ্রীসুধীরেন্দ্রনাথ দে, ঐ। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন, ব্যারিষ্টার, ৯৮ বেলতলা রোড। শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ১১১ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ দাস, দেওঘর। শ্রীরমেশচন্দ্র ঘোষ, রোহিণী পোঃ, সাওতাল পঃ। শ্রীপ্রমথনাথ বসু, C/o এস্ দাস কোং, দেওঘর। শ্রীরঙ্গলাল দত্ত, হরিমোহন বসুর লেন। শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মিত্র, ২৩ গোবিন্দ ঘোষের লেন। রায় রাজেন্দ্রকুমার বসু বাহাদুর, অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ও সেশন জজ, দেওঘর। শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার, ই আই

আর, বর্দ্ধমান। অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, ৫ বাহির মির্জাপুর রোড। পণ্ডিত শ্রীকৃপারাম, নন্দীবাগান রোড, হাওড়া। শ্রীবিভূতিভূষণ সান্যাল, ৭ রামচন্দ্র মৈত্র লেন। শ্রীবাঁশরীলাল সরকার এম্ এ, বি এল, ২।৩ রামকৃষ্ণ লেন। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীঅনাথবন্ধু দে, ১৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ৭০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীশান্তিপ্রিয় মল্লিক, ৮১ লোয়ার চিৎপুর রোড। শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস, বি এল, ৩ শিবু বিশ্বাসের গলি। প্রস্তাবক—শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—ডাঃ অমরনাথ ঘোষ, ষাঁড়পুর, মেদিনীপুর। শ্রীঅর্দ্ধচন্দ্র ঘোষ, ১২৪।২৩।২ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীরজনীরঞ্জন ঘোষ, চট্টগ্রাম। শ্রীমন্মথনাথ লাহিড়ী, আলমপুর, নদীয়া। শ্রীনগেন্দ্রনাথ পালিত, চট্টগ্রাম। শ্রীনরেন্দ্রমোহন কুণ্ডু, ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৪ ঘোষ লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, ৮।১এ হরিপাল লেন। শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন, ১৬।১ জগন্নাথ দত্ত লেন। শ্রীললিতমোহন দাশ গুপ্ত, ১০ নারিকেলবাগান রোড। শ্রীপরেশনাথ সেন গুপ্ত বি এ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এ, ৫৯এ অপার সার্কুলার রোড। শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দেব গুপ্ত, ঐ। শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীসুধাংশুমোহন দাশ গুপ্ত বি এ, ঐ। শ্রীকামাখ্যাচরণ সেন, এম্ এ, ১০ নারিকেলবাগান রোড। শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত বি এল, ৩২।১ সুকিয়া ষ্ট্রীট। শ্রীরোহিণীকুমার সেন, ১২ আমহার্ষ্ট রো। শ্রীভূপতিমোহন সেন গুপ্ত, ৭২ গড়পাড় রোড। শ্রীললিতকুমার সেন, ৭৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীকান্তিচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীবিজয়কুমার সেন, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়, ৭৩ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন, ঐ। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন সেন, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র সেন, ঐ। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ রায়, ঐ। শ্রীহেমন্তকুমার সেন, ঐ। শ্রীধীরেন্দ্রলাল সেন, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার বি এল, ফরিদপুর। শ্রীঅনন্তকুমার রায়, বি এল, ঐ। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, উকীল, ঐ। শ্রীকিরণচন্দ্র মজুমদার বি এ, ঈশান স্কুল, ফরিদপুর। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, উকীল, মাদারিপুর। শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন বি এ, গোপালগঞ্জ স্কুল। শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, উকীল, ৯৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট। শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, ২০ ঝামাপুকুর লেন। শ্রীমনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, কয়েষ্ট কলেজ, ডেরাডুন। শ্রীনলিনীকান্ত রায় চৌধুরী, সাব রেজিষ্ট্রার, পটুয়াখালী। শ্রীশশিকান্ত রায় বি এল, উকীল, জজকোর্ট, বরিশাল। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, ৯৬।১ গ্রেষ্ট্রীট। শ্রীপরেশনাথ সেন, পুলিশ সাব ইনস্পেক্টর, খুলনা। শ্রীযতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ২।১টি হরকুমার ঠাকুর স্কোয়ার। শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, ঐ। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত, উকীল, বাগেরহাট, খুলনা। শ্রীললিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীশশাঙ্কমোহন দাশ গুপ্ত, হাডিঞ্জ হোষ্টেল। শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, কানুরিয়া, ফরিদপুর। শ্রীমন্মথনাথ সেন গুপ্ত বি এ, ঐ। শ্রীশশধর মজুমদার, বি এ, বি টি, শিলং হাই স্কুল। শ্রীনরেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, বাগেরহাট। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত,

সনিটারি ইন্‌স্পেক্টর। শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার, কেশিয়ার, কালীঘাট ট্রাম ডিপো। শ্রীহরিহর সেন গুপ্ত, পয়োগ্রাম, ফুলতলা, খুলনা। শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত, বর্দ্ধমান। শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত বি এ, ৪৮।১ হ্যারিসন রোড। শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র দে, বেঞ্চ ক্লার্ক, জোড়াবাগান কোর্ট। শ্রীঅসিতারঞ্জন ঘোষ এম্ এ, বি এল, হাইকোর্ট। শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, ৫০ হালদার-পাড়া রোড। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ২১০।২।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীলালমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২১ পদ্মপুকুর রোড। শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর, ৺রজনীকান্ত বসুর বাটী, ঢাকা। শ্রীচন্দ্রশেখর সেন, উকীল, হাইকোর্ট। শ্রীবামাপদ সেনগুপ্ত, নন্দকুমার চৌধুরী ২য় লেন। শ্রীহরিপদ সেনগুপ্ত এম্ এ, শ্রীরামপুর কলেজ। শ্রীগিরীন্দ্রমোহন বসু, ১৪ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ, ১৬ কালীকৃষ্ণ লেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, ১০ কাশী মিত্রের ঘাট লেন। শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র, ৩২।১ আশুতোষ দে লেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, হাটখোলা। শ্রীশশধর রায় বি এ, ঐ। কবিরাজ শ্রীহরিপ্রসন্ন রায়, ৮৫ বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীমন্মথতোষ সেন, ২২ কার্ণাকর ষ্ট্রীট, বড়বাজার। শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়, ৮৫ বলরাম দে ষ্ট্রীট। শ্রীবিধুমোহন বসাক, মাণিকতলা ষ্ট্রীট। শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, জজকোর্ট, ঢাকা। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ৭ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায়। শ্রীঅমৃতলাল বরা চৌধুরী, ডেঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, কাকিনারাজ, জলপাইগুড়ি। শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্, জজকোর্ট, বরিশাল। শ্রীগোপেন্দ্রনাথ দাস বি এল্, হাইকোর্ট। প্রস্তাবক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীশরদিন্দু রায় বি এ, বি ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, বীরভূম। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়, আশুতোষ দের লেন। শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, হেড ক্লার্ক, একৃজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকৃটি কাল ডিপার্ট-মেণ্ট, পি, ডব্লু, ডি, কলিকাতা। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীগিরিজাশঙ্কর আচার্য্য, ড্রইং মাষ্টার, কুষ্টিয়া। শ্রীশ্রীশচন্দ্র জ্যোতীরত্ন, C/o গিরিজাশঙ্কর আচার্য্য, ঐ। শ্রীহৃষীকেশ মজুমদার বি এ, হেড মাষ্টার, কুষ্টিয়া হাই স্কুল। শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শিক্ষক, ঐ। শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন, হ্যারিসন রোড। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ নন্দী, ৭।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শ্রীচিত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ১ সিমলা ২য় লেন। শ্রীতারাপ্রসাদ বাগচী, বিডন স্কোয়ার পোঃ। প্রস্তাবক—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীঅপর্ণাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ, ৪ কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার। শ্রীকালীধন চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, ৯৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ বি এস্ সি, ৫৪ বাগবাজার ষ্ট্রীট। শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এস্ সি, ২০ সরকার বাই লেন। শ্রীউরুক্রমদাস চক্রবর্ত্তী, এম্ এস্ সি, বি এল্, ৫৯ সি আপার সার্কুলার রোড। শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার, এম্ এ, বি এল, ৭

বেচুলাল রোড, ইটালী। শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী বি এ, ৬০।৩।১ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। শ্রীনলিনীকান্ত চৌধুরী, শ্রীকালীকান্ত ভট্টাচার্য্য, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, শ্রীঅন্নদাচরণ চৌধুরী। প্রস্তাবক—শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীঅমৃতলাল বসু বি এল্, উকীল, বারাসত।

উপহারদাতা ও উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা—১ যুক্তিকল্পতরু, শ্রীভূতনাথ দত্ত, ২ অভাগী, শ্রীরজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ৩ রমণী-দর্পণ, ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার—৪ সন্দিদান শিশু-চিকিৎসা ও শৈশবীয় ভৈষজ্যতত্ব।

শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র—(1) The Uncanny Cat in Asiatic and European Folk-beliefs, (2) A North-Indian Disease-Transferrence Charm and its Panjabi and Persian Analogues. (3) On a Case of Human Sacrifice and Cannibalism from the District of Nadiya, Bengal. (4) A Note on the Rise of a new Hindu Sect in Behar. (5) A Folk-tale of a new Type from North Behar and its variants. Director of Statistics in India.—(6) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, November. 1917. Agricultural Adviser to the Govt. of India.—(7). Report on the Progress of Agriculture in India for 1916-17. Registrar, Dept. of Rev. and Agri. of India.—(৮) Statements of the Co-operative Movement in India for 1916-17.

অষ্টম ও নবম মাসিক অধিবেশন

১৭ই চৈত্র ১৩২৪, ৩১শে মার্চ্চ, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা

উপস্থিতি—

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীশ্রীনাথ সেন, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সরকার এম্ এ, পি এইচ ডি, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দে বি এ, শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্এ, শ্রীরায় কৃষ্ণলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পি আর এস্, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীননীগোপাল গোস্বামী, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশ্রীশচন্দ্র হালদার, শ্রীযতীন্দ্রকৃষ্ণ নিয়োগী, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, শ্রীগৌরমোহন শীল, শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী,

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল, শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীসুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রমোহন মল্লিক, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, বি কে ভট্টাচার্য্য, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)।

অষ্টম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৩। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "শব্দকোষ-সমালোচনা"। ৪। শোকপ্রকাশ—(ক) মহেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী, (খ) প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এবং (গ) জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল্ মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ৫ বিবিধ।

নবম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়—প্রবন্ধ-পাঠ—১। মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম এ, বি এল মহাশয়ের শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর "শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা" নামক প্রবন্ধ। ২। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতিতে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। প্রথমে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক ৬ষ্ঠ ও ৭ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। তৎপরে পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণের নাম পাঠান্তে, পুস্তকাদি প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবও গৃহীত হইল।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক ও উপহারদাতার নাম

উপহারদাতা—শ্রীমোহিনীমোহন বসু, ১ স্নেহের স্মৃতি, শ্রীঅক্ষয়কুমার মৌলিক, ২ আটীয়া পরগণার ইতিহাস, শ্রীমনোরঞ্জন দাসগুপ্ত—৩ সূচনা, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪ মালঞ্চ, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৫ প্রসাদী পদচ্ছায়া, শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা—৬ মহাভারতে অনুশীলনতত্ত্ব, শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার—৭ প্রাথমিক প্রতিবিধান, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর—৮ মহাকালী পঞ্চাঙ্গ, ১৯৭৪ সংবৎ, শ্রীশ্যামলধন মুখোপাধ্যায়—৯ কবিতারত্নাকর, ১৮৩০।

Registrar, Calcutta University—(1). Calcutta University Calendar, Part 1. 1917. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মল্লিক—(2) Sreegopal Basu Mullick Fellowship Lectures 1907-1908. Secretary, Indian Science Association. (3) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol III.

Pt. VII. 1917. Secretary, Smithsonian Institution—(4) New East African Plants, (5) Effect of Short Period Variations of Solar Radiation on the Earth's Atmosphere. (6) Recognition Among Insects. (7) Archaeological Investigations in New Mexico, Colorado and Utah. (8) Cambrian Geology and Paleontology IV. (9) Do. Do. Supdt. Govt. Printing, India,—(10) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, December 1917. (11). Patent Office Journal 1917 Supdt. Muhammedan and British Monument, Northern Circle,—(12) Annual Progress Report of the Superintendent, Muhammedan and British Monuments, Northern Circle. 1917. Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.—(13) Administration Report of the Excise Department in the Presidency of Bengal for the year 1916-17. (14) Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal 1916-17.

৩। প্রবন্ধপাঠ—(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অসুবিধা হওয়ায় তাঁহার "শব্দকোষ-সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত কিরণ বাবুর প্রস্তাবে ও অনুরোধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল। প্রবন্ধ-পাঠান্তে সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইলে ইহার আলোচনায় সুবিধা হইবে। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

তৎপরে নবম মাসিক অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় (২) মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা নামক প্রবন্ধ পাঠের কথা উঠিলে প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব অনুপস্থিত থাকায় শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়কে এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্ম অনুরোধ করিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ ও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়—শব্দকোষ সমালোচনা সম্বন্ধে কিছু বলিলেন ও প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন এবং বলিলেন যে, বঙ্গীয় শিক্ষিত মুসলমান-সমাজের অগ্রণী, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে পণ্ডিত সাহিত্যিকের নিকট আমরা বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অনেক আশা রাখি।

পরে শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু জানাইলেন যে, এই উভয় প্রবন্ধই পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। মৌলভী সাহেবকে তাঁহার বহু পরিশ্রমের সহিত লিখিত প্রবন্ধের জন্ম বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

এই উপলক্ষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, মৌলভী সাহেব এই প্রবন্ধে ভাষাজ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর প্রবন্ধের আলোচনাকালে "মিশ্রি" শব্দটি মিশর দেশের সম্পর্কে আনার বিশেষ আবশ্যকতা দেখি না। মৌলভী শহীদুল্লাহ সাহেব কর্ত্তৃকও ঐ শব্দটি মিশ্র দেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলিয়া

নিরূপণ করার যৌক্তিকতা দেখি না। "মচ্ছশুণ্ডিকা", "মচ্ছুণ্ডী" হইতে মিশ্রি হইতে পারে এবং সেইরূপ সিদ্ধান্ত কতকটা সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।

৪। শোকপ্রকাশ—(ক) মহেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী, (খ) প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ও (গ) জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এল্ মহাশয়গণের বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক শোক-প্রকাশ।

সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, আসুন, সকলে আমরা ইঁহাদের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ উদ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের প্রতি যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা দান করি এবং ব্যবস্থা থাকিলে আমি ইহাও প্রস্তাব করি যে, ইহাঁদের পরিবারবর্গের নিকট শোকে সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রেরিত হউক।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এই কয়েকটি কথা বলিলেন,—স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত হইবার পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ না হইলেও বহু সাহিত্যিকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার "মিশরমণি" বা "ক্লিওপেট্রা" নামক নাটকখানির কথা অনেকেই জানেন। "Tank Angling in India" নামক তাঁহার রচিত আর একখানি পুস্তক মেসার্স থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। সৌখীন ইংরাজ মহলে এই পুস্তকখানি সাদরে গৃহীত হইয়াছে। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি লর্ড লিটনের "Last Day of Pompie" অবলম্বনে আর একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নাটকখানি তদীয় সহপাঠী বন্ধু, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন—এরূপ শুনা যাইতেছে। প্রমথবাবু একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। প্রথমে ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ক্লাব ও পরে কলিকাতা ইভনিং ক্লাবএর সম্পর্কে তিনি বহু বার বহু কঠিন ভূমিকা নিপুণ ভাবে অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইভনিং ক্লাবের তাৎকালিক স্থায়ী সভাপতি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় তাঁহার "চাণক্য" অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। উক্ত উভয় ক্লাবেরই সম্পাদক-পদে তিনি বহু দিন যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রমথ বাবুই প্রথম কলিকাতায় দেশী ক্ষুর, ছুরি ও কাঁচ প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য থান্ এণ্ড কোং নামক কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশীয় শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। তখনকার কালে স্কুল কলেজে বা পল্লীতে তাঁহার মত উৎসাহী ও কর্ম্মী যুবক বিরল ছিল। "ভারতবর্ষ" পত্র প্রকাশ আয়োজনে তিনিই প্রধান উদ্যোগী—বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অসুস্থতা-বশতঃ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য সুদূর বুন্দেলখণ্ডে ছত্রপুর নগরে ইদানীং অবস্থান করিতেছিলেন। ছত্রপুরের মহারাজার সুযোগ্য দেওয়ান শীঘ্রই প্রমথবাবুর বিবিধ সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে উপযাচক হইয়া মহারাজার দরবার সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই

সুদূর কর্মস্থলেই তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। প্রমথবাবু সচ্চরিত্র, উদার, অমায়িক, সরল ও আনন্দপ্রিয় লোক ছিলেন। ভগবান্ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের হৃদয়ে শান্তি দান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও সংক্ষেপে প্রমথবাবুর নাট্যানুরাগের এবং নাট্য-সাহিত্যালোচনার পরিচয় দান করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক
সভাপতি।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

৫ই চৈত্র ১৩২৪, মঙ্গলবার, অপরাহ্ন ৬৷৹ টা।

উপস্থিতি—

সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মাননীয় ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, মহারাজ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ), কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ (সুসঙ্গ), কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী দাশগুপ্ত।

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌এ, শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্‌এ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীগুরুদাস গুপ্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীসত্যচরণ বসু, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীশশিভূষণ সিংহ, শ্রীপঞ্চানন মিত্র, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্‌এ, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্‌এ, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীপ্যারীমোহন দেববর্ম্মা, শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত কবিরত্ন, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীকালিদাস রায়চৌধুরী, ডাঃ শ্রীবারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন, শ্রীগগনচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত, ব্রহ্মচারী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ, কবিরাজ শ্রীকিশোরীমোহন গুপ্ত এম্‌এ, শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন এম্‌এ, বিএল্, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, রায়সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবরদাদাস বসু, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীশিবকৃষ্ণ দে, রায় শ্রীকুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশিবেশচন্দ্র পাকড়াশী, শ্রীদেবপ্রসাদ সান্যাল, শ্রীরাধিকা-

প্রসাদ দত্ত, কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন কবীন্দ্র, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীনলিনপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র বসু, শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, মৌলবী সাজ্জাদ আহম্মদ চৌধুরী, সেখ হবিবর রহমন মণ্ডল, শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহেমন্তকুমার সেন, শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, শ্রীযোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ডাঃ শ্রীগোপালচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীকেদারনাথ সেন, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্‌এ, শ্রীশ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন বাগচী, শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী সেন, শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীতারকেশ্বর রায়, শ্রীশোকহরণ দাসগুপ্ত, শ্রীফণীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় বিনোদবিহারী বসু, স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, ডাঃ শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীশ্যামাচরণ পাল, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ নন্দী, শ্রীশৈলেশনাথ বিশী, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীঅমরনাথ খাঁ, শ্রীগৌরমোহন শীল, শ্রীগণপতি সরকার, শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীসুধাংশুপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস ঘোষ, শ্রীরাধাগোবিন্দ চৌধুরী, শ্রীহরিদাস মিত্র, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামী, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ অধিকারী, শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামপ্রসন্ন সান্যাল, শ্রীশৈলেশচন্দ্র সান্যাল, শ্রীআনন্দচন্দ্র সেন, শ্রীমনোজকুমার বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, শ্রীচন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র পাল, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীশিশিরকুমার রায়, শ্রীতারাপদ সিংহ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ, শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, শ্রীকিশোরীচাঁদ দত্ত, শ্রীনরেন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীতারকেশ্বর গুহ, সীতানাথ ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীসত্যব্রত দত্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র সেন, শ্রীসত্যপ্রসাদ দত্ত, শ্রীসাতকড়ি রায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীসুশীলকুমার বসু, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এস্ সি চক্রবর্ত্তী, শ্রীসর্ব্বানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহরিচরণ মিত্র, শ্রীহৃদয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীহীরালাল রায়, শ্রীহেমচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীহৃষীকেশ মুস্তফী, শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ, শ্রীঅনাদিচরণ সরকার, শ্রীঅনিলকুমার রায়, শ্রীঅমূল্যচরণ বাগচী, শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীঅন্নদাকুমার দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু পোদ্দার, ইউ এন্ ঘোষ, শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীকালীচরণ রায়, শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বিশ্বাস, শ্রীকালীকান্ত কাব্যতীর্থ, শ্রীকৃষ্ণমোহন সাহা, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত গুপ্ত, শ্রীচিন্তাহরণ আচার্য্য, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীজহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী,

শ্রীনিকুঞ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিতাইচরণ রায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, শ্রীনরেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ধর, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায় শ্রীগণপতি ঘোষ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র সাহা, শ্রীপরাণচন্দ্র পোদ্দার, শ্রীপরিমলচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিভু দত্ত, শ্রীবিজয়কুমার সরকার, শ্রীবিজয়কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ রায়, শ্রীবিনয়-ভূষণ রক্ষিত, শ্রীবঙ্কিমবিহারী পাইন, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সরকার, শ্রীবিজয়চন্দ্র মিত্র, শ্রীমহেশ্বরপ্রসাদ সাহা, শ্রীমণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীমুরারিমোহন বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দত্ত, শ্রীরামেন্দুনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীরতিকান্ত সুকুল, আর, এন্ দে, এন্ ঘোষ, শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক। শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদকগণ।

বহুমানাস্পদ সভাপতি স্যার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। এই অধিবেশন সেই অভিভাষণ পাঠের জন্য আহূত হইয়াছিল।

যথাসময়ে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই মহামূল্য সারবান্ অভিভাষণটি যথাসময়ে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ২৪শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় পুস্তিকাকারে গ্রথিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঠান্তে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বিশেষভাবে জগন্মান্য সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবার পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

২৪শ, দশম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

সময়—২৯শে চৈত্র ১৩২৪, ১২ই এপ্রেল ১৯১৮, শুক্রবার,
অপরাহ্ন ৫॥০টা।

উপস্থিতি—

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক (সভাপতি)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীসেখ হরিবর রহমন মণ্ডল, শ্রীরাধিকা-প্রসাদ দত্ত রায় শ্রীবিনোদবিহারী বসু, শ্রীদেবপ্রসাদ সান্যাল, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীসুনীতি-

কুমার পাল, শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবিপিনবিহারী দাসগুপ্ত, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীভোলানাথ কোঁচ, শ্রীশশী[illegible] নন্দী, শ্রীহেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য [illegible] মল্লিক

শ্রীযুক্ত [illegible]চন্দ্র [illegible]

" ডাঃ আব[illegible]

" কিরণচন্দ্র দত্ত

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনে[illegible] পহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৩। [illegible] মহাশয়ের "বর্ণমালার কথা" নামক প্রবন্ধ [illegible] মহাশয়ের পরলোকগমনে। ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। প্রথমে সভাপতি মহাশয় গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিতে আদেশ প্রদান করিলে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গত ৮ম ও ৯ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন এবং উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। তৎপরে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় নিম্নলিখিত পুস্তক এবং পুস্তক উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে যথারীতি ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তক

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১। জন্মান্তর-দম্পতি, শ্রীশ্যামাচরণ পাল—২। ঘুমন্ত ছবি, ৩। দলিয়া-বিবি, শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়—৪। আর্য্য-পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়-সমাজ, শ্রীআশুতোষ দত্ত গুপ্ত—৫। নীত্যষ্টক, ৬। জগৎরহস্য বা দার্শনিক মীমাংসা, (১-২ খণ্ড), শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—৭। পাগলা রাধামাধব (১ম খণ্ড), ৮। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-পদ্ধতি, ৯। শ্রীশ্রীযুতের পদ (২য় ভাগ), ১০। ন্যায়প্রবন্ধ, ১১। সর্ব্বমঙ্গলোদয়ম্, শ্রীবেঙ্কটেশনারায়ণ তিবারী—১২। আর্য্যগণের মাতৃভাষা (হিন্দী), শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত গুপ্ত—১৩। নাম-রহস্য, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—১৪। চারু-স্মৃতি, শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ—১৫। শ্রীহট্টের ইতি-বৃত্ত—উত্তরাংশ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়—১৬। লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী, ১৭। শ্রীব্রহ্মস্তুতিঃ, ১৮। শ্রীপ্রতিস্তুতিঃ, ১৯। শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ঃ, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—২০। ছেলেদের গোরা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা—২১। ব্রাহ্মণ্য-সম্পদ্।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত—22. The Pedagogy of the Hindus. 23. An Analysis of Seeley's Introduction to Political Science, 24. A Course of Modern Intellectual Culture (1st. Edition), 25. Do (2nd. Edition), 26. True

Freedom, 27. Brahmanism and the Sudras, 28. The India of Aurangzib, 29. A Review and Criticism of Dr. James Wolf's "Psychology", শ্রীআশুতোষ দত্ত গুপ্ত—30. Bhaskaracharya Office in charge, Bengal Sectt. Book Depot—31. Resolution Reviewing the Report on the Working of the District Boards in Bengal during the year 1916—17, 32. Resolution Reviewing the Reports on the Working of the Municipalities in Bengal during the year 1916—17.

৩। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় তাঁহার "বর্ণমালার কথা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত-পরিচয়

"বর্ণমালার কথা" কোনও মোসলমান-রচিত একখানি প্রাচীন পুথি। ১২০৩ সালে কবি এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। কবির নিবাস [illegible] পরগণার অন্তর্গত বারুইহাটী গ্রাম। পুথিখানি কবির স্বহস্তলিখিত। কবির পৌত্র শ্রীযুক্ত শরাফৎ হোসেন সাহেবের আনুকূল্যে পুথিখানি পাওয়া গিয়াছে। পুথির আকার ডিমাই ৮ পেজী পুস্তকের ন্যায়; পত্রাঙ্ক ২৪, দেশীয় তুলট কাগজে লিখিত। পুথিখানিতে অ হইতে হ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষর ধরিয়া শব্দ এবং নীতি-বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রবন্ধ-পাঠান্তে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এ সম্বন্ধে বলিলেন,—প্রথমে যখন আমি প্রবন্ধের নাম শুনি, তখন ভাবিয়াছিলাম, ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোনও বিষয় শুনিতে পাইব। কিন্তু তাহা নহে, এ একখানি পুথির বিবরণ। তবে ইহাতেও আমার উপকার হইয়াছে, অনেক বিষয় আমি জানিতে পারিয়াছি। আমি প্রথমে গফুর সাহেবকে এ জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। পুথির মধ্যে প্রাচীন ভাষার প্রয়োগ তত নাই। পুথিখানি বাঙ্গালা হইলেও, ইহাতে আরবী ও ফারসী শব্দ যথেষ্ট ব্যবহার করা হইয়াছে। আরবী-ফারসী শব্দবহুল ভাষা লেখাই তখন প্রচলিত ছিল, এ কথা ঠিক নহে। তবে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে ইহা ঠিক হইতে পারে। এ পুথির মধ্যে এমন কোন বিশেষত্ব নাই, যদ্দ্বারা ভাষাতত্ত্বের বিচার করা যাইতে পারে। কেবল আরবী-ফারসী-শব্দবহুলতাই ইহার বিশেষত্ব। এই বইখানি ছাপা হওয়া উচিত। অতঃপর তিনি বঙ্গভাষা বিষয়ে অনেক কথার আলোচনা করিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—এই বই যিনি লিখিয়াছেন, তিনি ধার্ম্মিক মুসলমান। আমি ইহা ছাপা হওয়া উচিত মনে করি।

৪। তৎপরে সভাপতি মহাশয় চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রথিতনামা সাহিত্যিক দীননাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট সহানুভূতিসূচক পত্র পাঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পরিশেষে অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। **সূচী**—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেলম্‌হোলৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—বঙ্কিমচন্দ্র (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

"পুষ্পল"

(ফ্লোরাল হেয়ার অয়েল

অনমুকরণীয় কেশতৈল।

এই তৈল তরল হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ ও তুষার-শুভ্র। ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল। স্নানান্তে মন-প্রাণ প্রফুল্ল করিবে। মসৃণ ঘন-কৃষ্ণ কেশদামের সৌরভে ও সুষমায় "পুষ্পলে"র পরিচয়। ব্যবহারে মস্তিষ্ক শীতল ও কেশের উৎকর্ষ সাধন করে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা।

"পার্ল পাউডার"

(সর্ব্বোৎকৃষ্ট টয়লেট্ পাউডার)

কতিপয় নির্দ্দোষ পদার্থ সংযোগে ইহা প্রস্তুত এবং অতি মনোরম গন্ধবিশিষ্ট। সবিশেষ কোমল চর্ম্মেও ইহা নিঃসন্দেহে প্রয়োগ করা যায়। শিশুদের অঙ্গে মাখাইলে ঘামাচি হইতে পারে না। শরীরে আঠা বা তৈলাক্ত ভাব ইহা ব্যবহারে নিবারিত হয়। মূল্য প্রতি প্যাক ৶০ আনা।

"কোল্ড ক্রিম্ অব্ রোজেস্"

শরৎকালের শেষে হেমন্তের শিশির-পাতের সঙ্গে সঙ্গেই গা, হাত, মুখ, একটু খস্-খস্ করিতে থাকে ও তার পরই ঠোঁট ফাটিতে আরম্ভ হয়। কিন্তু আমাদের ক্রিম মাখিলে আর সে ভয় থাকে না। ইহার গন্ধ মধুর এবং ইহা মাখিবার পরই ত্বকের ভিতর প্রবেশ করে, উপরে তৈলাক্ত হইয়া থাকে না। মূল্য প্রতি টিউব ।৶০ সাত আনা।

"এণ্টিসেপ্টিক্ টুথ পাউডার"

ইহা ব্যবহারে দন্ত সুপরিষ্কৃত ও সুদৃঢ় হয় এবং মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস স্নিগ্ধকর সুগন্ধে সুরভিত হয়। দন্তরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। নূতন উপাদানে প্রস্তুত, নূতন ধরণের সুদৃশ্য কৌটা। মূল্য প্রতি কৌটা ।৶০ ছয় আনা।

"কার্ব্বলিক্ টুথ পাউডার"

প্রত্যহ ব্যবহারোপযোগী অতি উত্তম দন্তধাবন চূর্ণ। ইহার গন্ধ ও বর্ণ গোলাপের ন্যায়। মূল্য প্রতি কৌটা ৶০ তিন আনা।

'—বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যের একাংশ—'

বাঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা

দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

"বাঙ্গালীর
সুখে ও দুঃখে
বিশ্রামে
ও
উৎসবে"

ছেলেদের
শ্রেষ্ঠ বই
সচিত্র
চারু ও হারু
ছেলেদের উপন্যাস
দ্বিতীয় সংস্করণ
রাজসংস্করণ—৮৹

সচিত্র
স্তবমুকুল
ছেলেমেয়েদের
পরম সুন্দর বই
মূল্য—।/৹

—কথা-সাহিত্যে—
"—নিখিল বঙ্গদেশের
গভীরতম স্নেহ হইতে
উৎসারিত—"
সমগ্র গ্রন্থাবলী
উপহারে,
লাইব্রেরীতে,

আশুতোষ

বঙ্গগৌরব

বঙ্গোপন্যাস ঠাকুরদাদার ঝুলি

"—বাঙ্গালীর সম্মান ও সম্পদ—"
রাজসংস্করণ—২; সুলভ বাঁধাই—১।৹

খোকাখুকুদের বিখ্যাত বই

আমাল বই

—যাহার জন্য পড়াই খেলা হইয়াছে—
কচি কথার দুধের সাগর
মূল্য চারি আনা

—প্রকাশিত হইতেছে—

"ইতিহাস-কথা"—ও—"ইতিহাসের গল্প"

বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির

সোল এজেণ্ট ও প্রকাশক

"বিশ্বসাহিত্যে
বাঙ্গালীর
গৌরবের
চির-উজ্জ্বল
মাণিক"

বাঙ্গালার
সোণার বই
**ঠাকুরমার
ঝুলি**
বাঙ্গালার রূপকথা
পঞ্চম সংস্করণ
রাজসংস্করণ পাঁচসিকা

সচিত্র
পুজার কথা
প্রতি গৃহের জন্য
অশেষ সুন্দর বই
মূল্য—।৵৹

—কথা-সাহিত্যে—
"—নিখিল বঙ্গদেশের
গভীরতম স্নেহ হইতে
উৎসারিত—"
সমগ্র গ্রন্থাবলী
গৃহে, পাঠ্যে,
পুরস্কারে

আশুতোষ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

গোরক্ষ-বিজয়—মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য—সদস্যপক্ষে ॥০, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ।৵০ এবং সাধারণপক্ষে ৸০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্য্যালয়।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.
No. Worli, 18 Bombay.

মেঘনাদ-বধ কাব্য

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম্-বি,
কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত, সমালোচিত ও সম্পাদিত

একবার চোখের দেখা দেখুন! দেখিলে না কিনিয়া থাকিতে পারিবেন না! কারণ, এ কাব্যের কিম্বা বাঙ্গালা কোন কাব্যের এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বিরাট সংস্করণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় কি কি আছে, শুনুন—

কবির সাহিত্য-জীবনী। মেঘনাদ-বধ কাব্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা। ইহার মধ্যে ১৮৭১ সালে ইংরাজীতে লিখিত সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তৎপরে এই কাব্যের ছন্দ ও ভাষা, অলঙ্কার, রস, গুণ, রীতি এবং দোষ, সকলই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তার পরে, বড়-বড় অক্ষরে মূল, তন্নিম্নে বিস্তৃত ব্যাখ্যা, এবং তন্নিম্নে পূর্ব্বপাঠ ১ম ও ২য় সংস্করণ হইতে উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহুকাল হইতে মূলে যে কয়েক স্থলে বাদ পড়িয়া আসিতেছিল, তাহাও উদ্ধার করিয়া মূল সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ করা হইয়াছে।

গ্রন্থখানি আকারে প্রকাণ্ড—৮ পেজী ডিমাই, প্রায় পৌনে সাত শত পৃষ্ঠা। কাগজ উৎকৃষ্ট অ্যাণ্টিক, ছাপা পরিষ্কার। কবির একখানি হাফটোন মুখচ্ছবি ও কবির স্বর্ণাঙ্কিত Monogram দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ৩৲ টাকা।

The Director of Public Instruction, Bengal, তাঁহার ২৪শে April ১৯১৮ তারিখের 1284 Ac-2B-20 Ac-18 নং পত্রে কি লিখিয়াছেন, শুনুন :—

To Messrs. S. C. Sanial & Co,
26 Shampuker Street, Calcutta.

Sirs—With reference to the correspondence ending with your letter dated the 12th April 1918 with which you submitted a copy of Meghanad-badh Kabya" edited by Rai Dinanath Sanyal Bahadur, I am directed to say that the book is approved as a prize and for libraries in Schools in Bengal. I have etc :—J. W. Gunn, Assistant Director of Public Instruction, Bengal.

ইংরাজি বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক মহাশয়গণকে আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, তাঁহারা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকখানি রাখিয়া এবং ছাত্রগণকে ইহা প্রাইজ্ দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন।

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম-বি, প্রণীত

কুমারসম্ভব

ভাব-জগতে কালিদাসের কুমারসম্ভব-কাব্য অতুলনীয়। কিন্তু প্রাঞ্জল অনুবাদ ও ব্যাখ্যার অভাবে এতকাল বাঙ্গালা-পাঠিগণ এ কাব্যের সম্যক্ রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন। সেই অভাব দূর করিবার জন্য ইহাতে সরল অথচ সাধু গদ্যে এক-একটি শ্লোকের ভাবানুবাদ দিয়া তন্নিম্নে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার ২৬ পৃষ্ঠা-ব্যাপী বিশ্লেষণ-মুখী সমালোচনা "বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য" বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি প্রবাসী-আদি মাসিক পত্রে ও বঙ্গবাসী-আদি সংবাদ-পত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. পরিক্ষার্থিগণ এই পুস্তক পাঠ করিলে কুমারসম্ভব সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে কষ্টবোধ করিবেন না।

কাগজ উত্তম, ছাপা পরিষ্কার, মলাট কাপড়ে বাঁধান। মূল্য এক টাকা।

কথাটা সকল স্থলেই শুনিতে পান। "ফলেন পরিচীয়তে"

বাক্য। বস্তুতঃ গুণ দৃষ্টে বিচারই এই মহা প্রবাদ-বাক্যের কূটার্থ। আপনি যদি যথার্থ গুণজ্ঞ

হন, বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সুগন্ধি কেশ-তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও অন্ততঃ গুণ পরীক্ষাচ্ছলে আমাদের মহাসুগন্ধি "কেশরঞ্জন তৈল" একবার ব্যবহার করুন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আপনি একবার "কেশরঞ্জন" ব্যবহার করিলে অন্য-বিধ কেশতৈলের প্রতি আপনার চিত্ত আর আকর্ষিত হইবে না। "ফলেন পরিচীয়তে" এই কথার পূর্ণ-সার্থকতা আপনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দেশের রাজা, মহারাজা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, ডাক্তার, স্বদার সকলেই আমাদের "কেশরঞ্জনের" গ্রাহক ও নিয়মিত খরিদদার। আমাদের "কেশরঞ্জন" ডায়রিতে অনেক অযাচিত প্রশংসাপত্রের অনুলিপি ও অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে একখানি "কেশরঞ্জন-পত্রিকা" আমাদের নিকট হইতে বিনামূল্যে লইয়া পাঠান্তে "কেশরঞ্জনের" অর্ডার দিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য	...	১৲ এক টাকা।	মাশুলাদি	...	।৶০ আনা।
তিন শিশির মূল্য	...	২॥০ আড়াই টাকা।	মাশুলাদি	...	॥৶০ আনা।

যন্ত্রণাটা কি একবার ভাবুন দেখি!

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই। ডাক্তারে নিদ্রাকারক ঔষধ দিতেছেন, তথাপি তাহাতে সুনিদ্রা না হইয়া কেবল কাক-তন্দ্রা। একটু হাঁপানির বেগ আসিলেই, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইলেই, সেই তন্দ্রার অবসান—আর নূতন যন্ত্রণার সূত্রপাত। কষ্টকর শ্লেষ্মার সহজোদগম হইতেছে না, কাশিতে কাশিতে দম বন্ধ হইবার সূচনা—কি এক পাষাণ ভারে যেন বুক চাপিয়া আছে। শ্বাসবেগ সময়ে সময়ে এত প্রবল হইতেছে—যেন তাহাতেই দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে। সমস্ত রাত্রিটা বালিসের উপর শরীরের ভার রাখিয়া বসিয়া বসিয়া কাটাইতে হইয়াছে। শ্বাসরোগীর ভীষণ যাতনার যে চিত্র উপরে ধরিলাম—তাহা কি এক তিল অতিরঞ্জিত বলিয়া আপনার ধারণা হয়? যদি প্রকৃত পক্ষে নিজ চক্ষে কখনও শ্বাসরোগীর যন্ত্রণা দেখিয়া থাকেন, তবে অক্ষরে অক্ষরে আমাদের বর্ণনার সহিত মিলাইয়া লইবেন। এই সঙ্গে আপনি জানিয়া রাখুন—শ্বাস বা হাঁপানি রোগের উল্লিখিত লক্ষণাবলীর প্রতিকার করিতে আমাদের শ্বাসারিষ্ট অদ্বিতীয়। ব্যবহারে অসংখ্য রোগী কেবল যন্ত্রণামুক্ত নহে—চিরজন্মের মত রোগমুক্তও হইয়াছেন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১॥০ দেড় টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	...	।৶০ সাত আনা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ

আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়

১৮।১, ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

[illegible]

নেপালে বাঙ্গালা নাটক

(১) কাশীনাথকৃত বিদ্যাবিলাপ (৩) গণেশকৃত রামচরিত

(২) কৃষ্ণদেবকৃত মহাভারত (৪) ধনপতিকৃত মাধবানল-কামকন্দলা

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পুথিগুলি নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এইগুলি নেবারী অক্ষরে লেখা, কিন্তু ভাষা বাঙ্গালা—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের লেখা। তাঁহারা কিরূপে নেপালে গিয়া আপন ধর্ম্ম ও সাহিত্য প্রচার করেন, এই পুথিগুলি তাহারই একমাত্র নিদর্শন। বইগুলি নাটকের আকারে লেখা। ২৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—সদস্যপক্ষে ১৲, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ১৵০ ও সাধারণ পক্ষে ১৷০।

ন্যায়দর্শন (গৌতম-সূত্র)।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়কর্তৃক সম্পাদিত। মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাশী, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত এ, ভিনিস মহাশয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন,—

Government Sanskrit Library, Benares.
11th January, 1918.

Dear Panditji,

I must thank you for the kind gift of your Nayadarsana Volume I. It is a valuable contibution to the study of the Vatsyayana bhasya and should receive a hearty welcome from all who are interested in that early and difficult text. In glancing through the volume (and I have not had time to do more than this so far), I have been impressed by your original and most useful Tepponi.

Wishing you all success with this and the succeeding volumes.

I remain, sincerely yours
A. Venis,

পত্রাঙ্ক—৪২৭, ভূমিকা প্রভৃতি ৪৮। মূল্য—সদস্যপক্ষে ১৷০, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২৷০ টাকা।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু—প্রথম খণ্ড (প্রথম ও দ্বিতীয় শাখা) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ সম্পাদিত। পদকল্পতরুর পাঁচখানা ও পদরসসার, পদরত্নাকর প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত কয়েকখানা পদাবলীর প্রাচীন পুথি মিলাইয়া পদের নিম্নে প্রয়োজনীয় পাঠ-বিচারসহ সমস্ত পাঠান্তর ও দুরূহ বাক্যাবলীর বিস্তৃত টীকা দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদিগের অনেক অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ ও নবাবিষ্কৃত প্রায় ত্রিশ জন পদ-কর্ত্তার পদাবলী, ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগসহ পদাবলি-শব্দকোষ, পদাবলি ও পদকর্ত্তৃগণের সূচী ও বিস্তৃত ভূমিকা প্রকাশিত হইবে। এই সংস্করণটিকে পদাবলির বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে, কেন না, ইহার মূল গ্রন্থে সার্দ্ধশতাধিক বৈষ্ণব কবির তিন সহস্রের অধিক উৎকৃষ্ট পদাবলি ও পরিশিষ্টে প্রায় এক সহস্র পদাবলি প্রকাশিত হইবে। বৃহৎ আকারের ৪০৮ পৃষ্ঠায় এণ্টিক কাগজে পাইকা ও স্মলপাইকা অক্ষরে মুদ্রিত ১ম খণ্ডের মূল্য আশাতীত সুলভ করা হইয়াছে। মূল্য—সাধারণ পক্ষে ১৷০, সদস্য পক্ষে ১৲, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ১৷০।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোন প্রাচীন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে প্রচলিত খাঁটি ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আদর্শ পুথি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় মুখবন্ধে লিখিয়াছেন—"এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে"। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত পুথির লিপিকাল-শীর্ষক প্রবন্ধ সহ বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

অভিমত

ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত Sir George A. Grierson, K.C.I.E., Ph. D., D. Litt., মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"Will you also please convey my thanks to Babu Basanta Ranjan Roy for his most valuable work. It is a real pleasure to find the history of the Bengali language treated so sanely and scientifically, and to see that the importance of its connexion with Magadhi Prakrit is so thoroughly recognized."

গ্রন্থের আকার ডিমাই ৮ পেজি। মুখবন্ধ, সম্পাদকীয় বক্তব্য, রাখালবাবুর লিপিকাল-নির্ণয় এবং পদসূচী ৭৬ পৃঃ, মূল গ্রন্থ ৪০০ পৃঃ, বিস্তৃত টীকা ও শব্দসূচী প্রভৃতি ৪১৪ পৃঃ, মোট ৮৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এতদ্ব্যতীত মূল পুথির ও অন্যান্য প্রাচীন পুথির হাফ্‌টোন চিত্র ৭ খানি দেওয়া হইয়াছে। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে ২৲, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ২।০ এবং সাধারণের পক্ষে ২॥০ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পঞ্চবিংশ ভাগ—দ্বিতীয় সংখ্যা

—o—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	নিম্নবঙ্গের বিল	শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস্‌সি	৬৩
২।	বাঙ্গালা শব্দকোষ-সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	৬৯
৩।	কামাখ্যা-মন্দির	শ্রীহেমচন্দ্র দেব গোস্বামী এম্ আর এ এস্	৭৭
৪।	সুতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তজার আবির্ভাবকাল	শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ	৮৩
৫।	তাপসী রওশন আরা (আলোচনা)	শ্রীরাখালদাস নাগ	৯৯
৬।	তাপসী রওশন আরা (আলোচনার উত্তর)	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	১০১
	চতুর্ব্বিংশ সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণী	... ...	১—৪০
	চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী	... ...	১—১১

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
১৩২৫

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা।
মফস্বলে ৩৷৹ তিন টাকা ছয় আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সেই সংবাদ দিবেন।

বৌদ্ধ-গান ও দোহা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ইহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নুপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন; উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন,—বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, যাহে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩৲, শাখাসভার সদস্যপক্ষে—২৷৷০, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত

নীলরতন বাবু বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। নীলরতন বাবুর চেষ্টায় এই সংস্করণে আট শতাধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৷৷০, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগ-সাগর-সঙ্কলিত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের এই বিপুল গ্রন্থের পরিচয় সামান্য বিজ্ঞাপনে দেওয়া অসম্ভব। রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত যাবতীয় সঙ্গীতই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সুবৃহৎ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—১ম খণ্ড ১৫৲, ২য় খণ্ড—১০৲, ৩য় খণ্ড—৫৲। একত্রে ৩ খণ্ড—২৫৲। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

বিদ্যাপতির পদাবলী

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এই গ্রন্থ স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ৮৪০টি পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২; মূল্য ৪৲ চারি টাকা। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৩৲ তিন টাকা।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

নিম্নবঙ্গের মানচিত্র

(রেনেলকৃত ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে অঙ্কিত।)

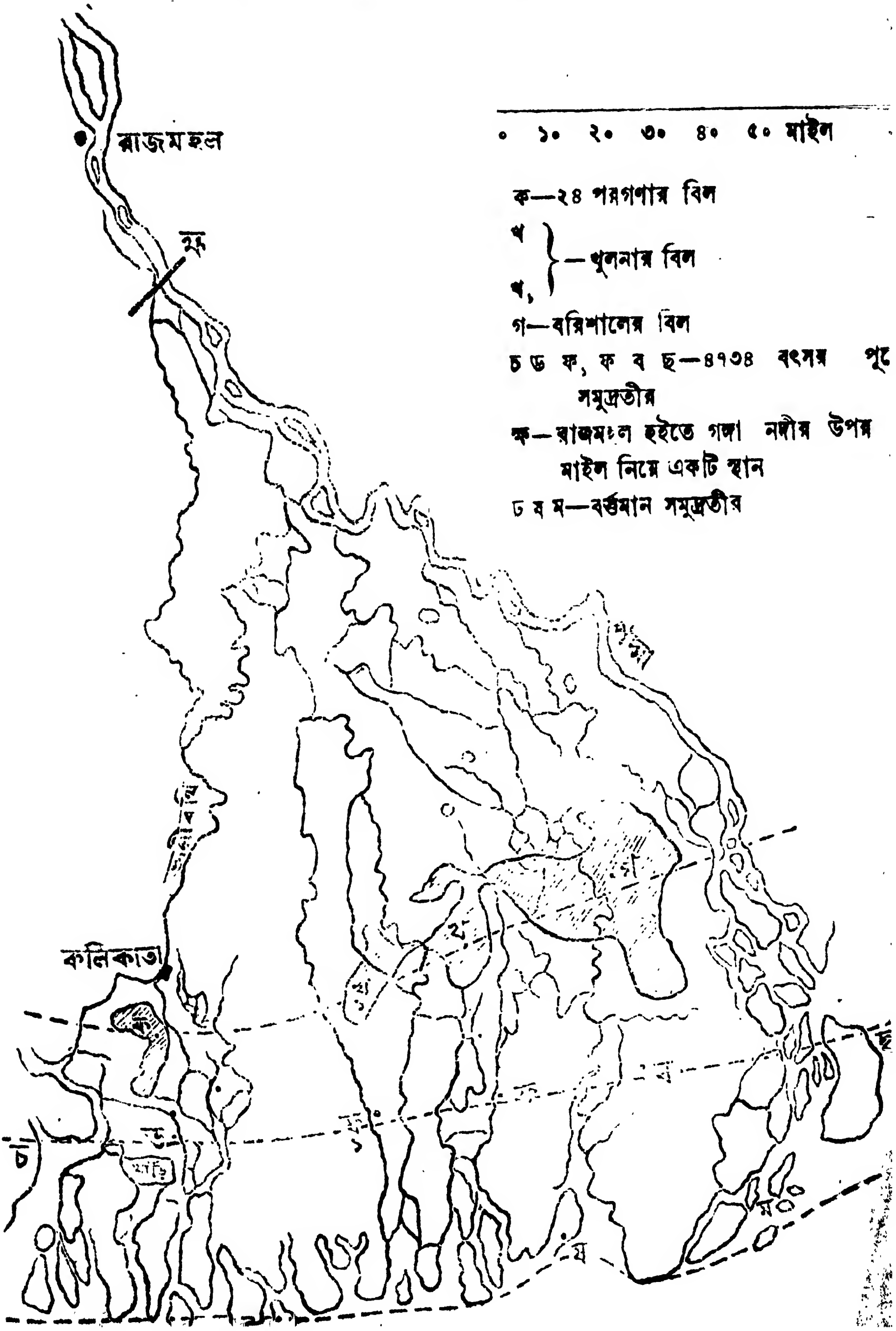

নিম্নবঙ্গের বিল*

রেনেলকৃত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্রে, ভাগীরথী ও পদ্মা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে, "morasses" নামাঙ্কিত কতকগুলি স্থান আছে। এই morasses বা বিলগুলি বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বরিশাল ইত্যাদি জেলায় অবস্থিত। রেনেলকৃত ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মানচিত্র অবলম্বনে অঙ্কিত ও এই প্রবন্ধ-সংলগ্ন মানচিত্রে পূর্ব্বোক্ত বিলগুলির ভিতর যেগুলি বড় বড়, ঐগুলি ক, খ, গ নামে চিহ্নিত করা আছে। উক্ত তিনটি বিল যে স্থান জুড়িয়া বর্ত্তমান, ঐ স্থান, দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্র-তীরের সহিত প্রায় সমান্তর। অর্থাৎ চব্বিশ পরগণার বিল হইতে সমুদ্র-তীর যতটা, খুলনা ও বরিশালের বিলদ্বয় হইতে সমুদ্রতীরও প্রায় ততটা। বরিশালের বিল, খুলনার বিল অপেক্ষা লম্বে ও প্রস্থে বড়। খুলনার বিল, চব্বিশ পরগণার বিলের সম্পর্কেও তাহাই। অর্থাৎ পূর্ব্ব-অঞ্চল হইতে পশ্চিম-অঞ্চলে আসিতে, বিলগুলি ক্রমে আয়তনে কমিয়া আসিয়াছে দেখা যায়। উক্ত তিনটি বিলের আরও বিশেষত্ব এই যে, বরিশাল ও খুলনার বিলদ্বয় দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অনেকটা সমান, কিন্তু চব্বিশ পরগণার বিল প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে অনেক বেশী। বরিশাল ও খুলনার বিলের ও বিলের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের নদীগুলি অত্যন্ত আঁকা-বাঁকা ও বহু শাখা-প্রশাখা-যুক্ত। চব্বিশ পরগণার বিলের ও বিলের নিকটবর্ত্তী নদী বা খালগুলি ঐরূপ বাঁক ও শাখাযুক্ত নহে।

ফার্গুসন সাহেব গঙ্গাব্রহ্মপুত্র-পলিভূমি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন।[১] তাঁহার প্রবন্ধে তিনি পূর্ব্বোক্ত ক, খ, গ বিলগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন,—৪০০০ বা ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজমহল বা রাজমহলের নিকটে সমুদ্র ছিল বা সমুদ্রের জোয়ার চলিত। ঐ প্রবন্ধের অন্য এক স্থানে বলিয়াছেন,—ঐতিহাসিক কালে যে স্থানে বর্ত্তমান সুন্দরবন, ঐ স্থানে একটি বালিবন্ধ বা bar or barrier ছিল। ঐ বাঁধে জোয়ার ঘুরিয়া যাইত। এই বাঁধ ও বদ্বীপের চূড়ার মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহ জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমি ছিল। ফার্গুসন সাহেবের উক্তিগুলি, পূর্ব্বোক্ত বিলগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে খাটাইতে গেলে বলিতে হয়, উক্ত জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমির ভিতর যে সকল নদী চলিত, সেই নদীর জল হইতে বিক্ষিপ্ত পলিরাশির সাহায্যে জলাভূমির বহু অংশ উচ্চ হইয়া উঠিল—যে স্থানগুলি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত, পলি-অভাবে নিম্ন রহিয়া গেল, তাহাই বিলে পরিণত হইল। আমি এ স্থানে একটি প্রশ্ন করিব—নিম্নবঙ্গ জুড়িয়া ক, খ, গ যে তিনটি বিল রহিয়াছে, তাহা সমুদ্রতীরের সহিত প্রায় সমান্তর না

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বাঁকীপুর, দশম অধিবেশনে পঠিত।

১। On Recent Changes in the Delta of the Ganges by James Fergusson, April 1, 1863. Quarterly Journal of the G, S of London.

হইয়া, যে-কোনও ভাবে অবস্থিত নহে কেন? ফার্গুসন সাহেবের উক্তি অনুসারে এরূপ সামঞ্জস্য না থাকিবার কথা। সাহেবের উক্তি বিশেষ আলোচনার বিষয়। তিনি বলিয়াছেন,—৪০০০ বা ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে রাজমহলে বা রাজমহলের নিকট সমুদ্র বা সমুদ্রের জোয়ার চলিত। ইহা ঠিক কি না, দেখা যাউক। "বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি, প্রায় ২৭০০ বৎসর পূর্ব্বে খাড়িতে গঙ্গার মোহানা ছিল।[১] কলিকাতা হইতে খাড়ি প্রায় ৩২ মাইল দক্ষিণে।[২] খাড়ি হইতে সমুদ্র এখন প্রায় ৩৪ মাইল। তাহা হইলে ২৭০০÷৩৪=৮০ (প্রায়) বৎসরে ১ মাইল করিয়া স্থল বাড়িয়া খাড়ি হইতে সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছে।[৩] রাজমহল হইতে কলিকাতা ও খাড়ি দিয়া সমুদ্রতীর প্রায় ২৪৬ মাইল। তাহা হইলে—২৪৬×৮০=৩৪৫০০ (প্রায়) বৎসর পূর্ব্বে রাজমহলে সমুদ্র-তীর ছিল। মোটামুটি ২৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজমহলে সমুদ্র-উপকূল ছিল। সাহেবের নির্ণীত কাল ইহার সহিত মিলে না। সাহেব বলিয়াছেন, বর্ত্তমান সুন্দরবন যে স্থানে, ঐ স্থানে একটি বালিবন্ধ বা bar or barrier ছিল। সুন্দর-বন পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। তাহা হইলে তাঁহার কাল্পনিক বালিবন্ধও পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা ছিল। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সুন্দর-বনের দক্ষিণের দ্বীপগুলি পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা না হইয়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা হইল কেন? তাঁহার কাল্পনিক বালিবন্ধ যদি জলস্রোতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে দ্বীপগুলিও ঐরূপে হওয়া উচিত, হইলে ঐ ভাবেই বিন্যস্ত হইবে। ইহা হইতে দেখা যায়, তাঁহার এ অনুমানও ঠিক নহে। অর্থাৎ বালিবন্ধ কখন ছিল না। তাহাতে জোয়ারও ঘুরিয়া যাইত না। এখন দেখা যাউক, সাহেবের জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমির অবশিষ্ট নিম্নভূমি যেরূপ ভাবে পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐরূপ ভাবে বিলে পরিণত হইয়াছে কি না? এই জোয়ারের জলমগ্ন জলাভূমির অনেক বিশেষত্ব আছে, তাহা ক্রমে বলিব।

"বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে[৪] আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি যে, প্রায় ৫৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পের পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র রাজসাহীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের এই মিলিত জলরাশি দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিক্‌দ্বয়ের ভিতর বহু মুখে বা পথে পরিণত হইয়া, সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল। উক্ত ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র রাজসাহী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-অঞ্চলে অবস্থিত বর্ত্তমান পথ লইল ও গঙ্গা পদ্মা-পথে প্রবাহিত হইল। পূর্ব্বের দক্ষিণ প্রবাহ

১। বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা;—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ, বর্দ্ধমান, বিজ্ঞান-শাখা—১২০ পৃঃ।

২। ঐ, পৃঃ ১১৮।

৩। এই প্রবন্ধের গণিত-সম্বন্ধ-গুলি স্থূল ধরিতে হইবে। ভূতত্ত্বের এইরূপ বিষয়ে সূক্ষ্ম গণনা হয় না।

৪। বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা;—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ, বর্দ্ধমান, বিজ্ঞান-শাখা, পৃঃ ১০২।

শুষ্ক হইল। ভগীরথ ঐ পথে পুনর্ব্বার গঙ্গার কতক পরিমাণ জল চালিত করিলেন। ঐ জন্যই এই প্রবাহ এখন হইতে ভাগীরথী হইল। এই সকল বিষয় উক্ত প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশি, রাজসাহী হইতে, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদক্ষিণ দিকৃদ্বয়ের ভিতর যে বহু মুখে সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল—তাহার ভিতর অনুমান হয়, তিনটি মুখ বা মোহানা প্রস্থে অত্যন্ত বড় ছিল। এই তিনটি মুখ বা মোহানা বা খাড়ি ক্রমে ক, খ, গ বিলে পরিণত হইয়াছে। ভূমিকম্পের পর গঙ্গার অধিক পরিমাণ জল পদ্মাপথে চালিত হওয়ায় ও ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্ব-অঞ্চলে হটিয়া যাওয়ায়, নিম্নবঙ্গের ভিতর দিয়া বহু নদী-পথে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশি যাহা প্রবাহিত হইত, তাহা কমিয়া আসিল। নদীগুলির স্রোত কমিয়া গেল। এই অল্পতর স্রোতের জল হইতে পলি শীঘ্র বিক্ষিপ্ত হইয়া—নদীগুলির উপর দিক্ বা উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশগুলিকে মজাইয়া আনিল। উক্ত তিনটি বিস্তৃত মোহানায় প্রায় পলিশূন্য নদী-জল পৌঁছিতে লাগিল। আবার পূর্ব্ব-স্থান ত্যাগের পর গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জল, যাহা দক্ষিণ-সমুদ্রে আসিতে আরম্ভ করিল, তাহার কিছু-অংশ জোয়ারের সময় সমুদ্র হইতে নদীপথে বদ্বীপের ভিতর উঠিতে লাগিল। এই জল হইতে বিক্ষিপ্ত পলি নদীগুলিকে ক্ষীণ ও অগভীর করিয়া আনিতে লাগিল। এইরূপে সমুদ্র-জল নদী-পথে প্রায় পলিশূন্য হইয়া পূর্ব্বোক্ত ক, খ, গ তিনটি পূর্ব্ব-মোহানা বা খাড়িতে পৌঁছিল। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত তিনটি মোহানা বা খাড়ির উপর ও নিম্নদিক্ উচ্চ হইয়া উঠিল ও খাড়িত্রয় অল্প পরিমাণ পলি পাওয়াতে ততটা উচ্চ না হইয়া বিলে পরিণত হইল। এইরূপে নিম্ন-বঙ্গের বহু বিল উৎপন্ন হইয়াছে। তবে সমস্তগুলিই নদীর খাড়ি ছিল না। অনেকগুলি দুইটি কিম্বা ততোধিক নদীর সঙ্গম-স্থল ছিল। কলিকাতার পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদক্ষিণের লবণ-হ্রদ নামে খ্যাত বিলগুলি এই ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে লবণ-হ্রদের উপরিভাগ গঙ্গার সহিত যুক্ত ছিল। গঙ্গা উলুবেড়িয়ার পথে চালিত করিবার পর, এই গঙ্গা হইতে লবণহ্রদের দিকে জলস্রোত কমিয়া গেল ও সহজে পলি পড়িয়া লবণ-হ্রদের উপর দিক্ মজিয়া আসিল। লবণ-হ্রদের উৎপত্তির বিষয় "বঙ্গদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।[১]

এখন ক, খ, গ বিলত্রয়ের আয়তন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। চব্বিশপরগণার বিল (ক) কেন বিস্তৃতিতে কম ও লম্বে অনেক বেশী, দেখা যাউক। পূর্ব্বোক্ত ৫৩৫০ বৎসর পূর্ব্বের ভূমিকম্পের অগ্রে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশির একটি প্রবল স্রোত ঠিক দক্ষিণে, বর্ত্তমান কলিকাতা হইয়া প্রায় খাড়ি নামক স্থান পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। এই পথে জলও বেশী চলিত, স্রোতও বেশী ছিল। এই কারণে নদী-গর্ভও গভীর ছিল। এই জন্য স্রোত-রাশির ভিতর বিন্যস্ত দ্বীপাবলি উত্তর-দক্ষিণে অত্যন্ত লম্বা হইয়াছিল ও কাছাকাছি গঠিত হইত

১। বঙ্গের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, অষ্টম অধিবেশনের বিবরণ, বর্দ্ধমান, বিজ্ঞান-শাখা—পৃঃ ১৩৩—১৩৪।

না-কোথাও রেখা সরল হইত। কেহ কেহ বলিতে পারেন, নিম্নের দিকে বালিআড়ি গঠিত হইয়া গভীর দহ ও মোহানাগুলিকে ক্রমে বিলে পরিণত করিয়াছে। সুন্দর-বনের দ্বীপের ভিতর এক স্থানে দেখিয়াছি, একটি ক্ষুদ্র দহের নিম্নে বালিআড়ি গঠিত হইয়া দহটি ক্ষুদ্র হ্রদে পরিণত হইয়াছে। ইহা ক্রমে বিলে পরিণত হইতে পারে। আমি চব্বিশ পরগণার "ক"-চিহ্নিত বিলের নিম্নের দিকে বা দক্ষিণে কোনও বালিআড়ি দেখি নাই। অতীতের কোনও বালিআড়িরও নিদর্শন নাই। কলিকাতার লবণ-হ্রদের নিম্নের দিকে বা দক্ষিণে কোনও বালিআড়ি নাই। নিম্নবঙ্গে বহু বিল আছে। এতগুলি বিল, বিশেষতঃ "ক", "খ", "গ" যদি নিম্নে বালিআড়ি পড়িয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিম্নবঙ্গে দুই একটি বড় বড় বালিআড়ি এখনও দৃষ্ট হইত।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

মন্তব্য—উক্ত প্রবন্ধের বৎসর-সংখ্যা গণনায় গুণফল ও ভাগফল মোটা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। ভূতত্ত্বের বৎসর হিসাবে সূক্ষ্ম গণনা অনাবশ্যক। সুন্দরবনের—এমন কি, দক্ষিণ-বঙ্গের—জমি sub-idence দ্বারা বসিয়া গিয়াছে। লেখক মহাশয় বৎসর গণনাকালে এই subsidenceএর আনুমানিক হিসাব দেন নাই কেন, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য*

[২৩শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিতের পর পঠিতব্য]

১। "আমতা-আমতা ··· ষ্য, আঁ আঁ—হাঁ-হাঁ, তা-তা বোল, অনিশ্চিত বাক্য। আঃ করা।" 'আমতা-আমতা' শব্দের কোষধৃত এই অর্থ এবং ব্যুৎপত্তি আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হইল না। কেহ কাহারও বিরুদ্ধে অসঙ্গত মিথ্যা বাক্য বলিলে, পাঁচ জনের সাম্নে প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে যদি তাহার সেই মিথ্যা কথা ধরাইয়া দেওয়া যায়, সে যে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, ইহা যদি পাঁচ জনের সাম্নে সপ্রমাণ হয় এবং সেই প্রমাণের বিরুদ্ধে তাহার যদি কিছু বলিবার না থাকে, তবে মিথ্যাবাদী তখন তা-তা-তা-রূপ যে অসম্পূর্ণ বাক্য বলিয়া নিজের দোষ স্বীকার করে, তাহাকেই "আমতা-আমতা" বলা হয়। সুতরাং এই 'আমতা' শব্দের অর্থ 'স্বীকার' করা এবং প্রাকৃত স্বীকার-বাচক অব্যয় "আম" শব্দের উত্তর বাঙ্গালা 'তা' প্রত্যয়-যোগে শব্দটি উৎপন্ন।

২। "কয়েত" শব্দ সং কপিত্থ শব্দজ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রাং 'কইত্থ' বা 'কইথ' শব্দ হইতে আগত। কোষকার স্বীকার করিয়াছেন যে, "কপিত্থ—কইথ—কয়থ," কেবল 'কইথ' যে প্রাকৃত রূপ, ইহা তিনি স্বীকার করেন নাই। 'কইথ' হইতে 'কয়থ' নয় ; কইথ—কএথ—কয়েথ।

৩। √'কর'। ইহা প্রা° হইতে আগত ; সং √ কৃ হইতে নহে। প্রা° কর ধাতুর অনেক রূপের সহিত প্রাচীন তথা আধুনিক বাঙ্গালার অবিকল মিল আছে। যথা—প্রা° বাং করসি, প্রা° করসি। অনুজ্ঞায় বাং—কর, প্রা° কর। প্রা° করএ, প্রা° বা° করএ, ইহা হইতে আধুনিক করে। প্রা° করহ, প্রা° বা° করহ। প্রা° করিঅ, বা° করিআ, করিয়া প্রভৃতি। আরও অনেক দেখান যায়। কিন্তু এ প্রবন্ধের সে উদ্দেশ্য নহে।

৪। √"কহ"। প্রা° √কহ, ইহা হইতে বা° √ক। ইহা সংস্কৃত হইতে আসে নাই।

৫। "কাগ" শব্দ প্রাকৃত। সং কাক, বক প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য কএর উচ্চারণ প্রাকৃতে 'গ' হইয়া গিয়াছে এবং তাহাই বাঙ্গালায় আসিয়াছে। শব্দকল্পদ্রুম এবং অন্যান্য আধুনিক সংস্কৃত কোষে 'কাগ' শব্দকেও সংস্কৃত বলিয়া ধরা হইয়াছে।

৬। "কাছ, কাছা"। প্রা° 'কচ্ছ' শব্দজ। সং 'কক্ষ' বা 'কক্ষা' শব্দের সহিত ইহার সম্পর্ক দূরতর। অভিধানচিন্তামণি প্রভৃতি কয়েকখানি সংস্কৃত কোষে "কচ্ছ" ও "কচ্ছা" শব্দ সংস্কৃত বলিয়া ধরা হইয়াছে ; কিন্তু বস্তুতঃ ইহা প্রাকৃত। প্রথমতঃ সং 'কক্ষ' শব্দ প্রাকৃতে আসিয়া 'কচ্ছ' হইয়াছে, পরে 'কচ্ছ'ই আবার সংস্কৃত বলিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে ও কোষে চলিয়া গিয়াছে।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৪শ বার্ষিক ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত

৭। "কাজ"। প্রা° 'কজ্জ' শব্দ হইতে আগত, 'কার্য' হইতে নহে। কজ্জ—কাজ, কার্য—কারয।

৮। "কাঠ" প্রা° 'কট্ঠ' হইতে, স° 'কাষ্ঠ' হইতে নহে।

৯। পূর্ব্ববঙ্গে 'হাড়িকাঠ' অর্থে 'কাঠগড়া' শব্দ প্রচলিত আছে। কোষে শব্দটির এই অর্থ দেখিলাম না।

১০। "কাঠ-খড়ী"। ইহার ব্যুৎপত্তি স° 'ককৃখটী' শব্দ হইতে করিবার কোন আবশ্যক নাই—'খটী' শব্দের প্রা° রূপ 'খড়ী', যে খড়ী কাঠের মত শক্ত, তাহাই কাঠ-খড়ী। 'ককৃখটী' শব্দের অর্থ মাত্র 'খড়ী'।

১১। "কাণা"। চক্ষুহীন অর্থে 'কাণা' শব্দ প্রাকৃতে আছে। সুতরাং এটি প্রাকৃত হইতে গৃহীত, স° 'কাণ' শব্দ হইতে নহে।

১২। "কাপড়"। প্রা° 'কপ্পড়' শব্দ হইতে। স° কর্পট -পণ্ডিতদের তৈরী শব্দ কি না, তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। কেন না, 'কপ্পড়' শব্দ দেশী প্রাকৃত বলিয়া কোন কোন প্রাকৃত বইএ লেখা আছে।

১৩। "কাহন" প্রা° 'কাহাবণ' শব্দ হইতে আগত, স° 'কার্ষাপণ' হইতে নহে। কোষকার কার্ষাপণ হইতে কাহন শব্দ আনিতে যাইয়া 'প' লোপ করিয়াছেন এবং 'ষ' স্থানে 'হ' করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃত রূপে দেখা যায়, 'প' স্থানে 'ব' হইয়া পূর্ব্বের আকারের সহিত 'ব'এর লোপ হইয়াছে।—অবশ্য ইহা সাহিত্যের বাঙ্গালায়। পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় 'কাহোন'ও 'কাওন' শোনা যায়। সুতরাং সেখানে 'ব'এর লোপ হয় নাই; 'ব' স্থানে 'উ' এবং 'উ' স্থানে 'ও' হইয়াছে।

১৪। "কি"। প্রাকৃতে যখন অবিকল "কি" পাওয়া যাইতেছে, তখন সংস্কৃত হইতে স্বীকার করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। যথা--"ফুল্লউ ণীব **কি** ভম্মউ ভম্মর।"—প্রা°পি°।

১৫। √"কিন"। কোষকার স° √ক্রী হইতে √কিন আনিয়াছেন। ক্রী ধাতু হইতে 'ন' পাওয়া যায় না, অথচ বাঙ্গালা, হিন্দী, ওড়িয়া প্রভৃতি প্রাকৃত-সম্ভব ভাষাসমূহে 'ন' দেখা যায়। তাই তিনি এই ভাবে 'ন' আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন,—"ক্রী—কীরি—কিনি।" ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি বলেন,—"হয়ত স° ক্রীণাতি পদ-সাদৃশ্যে কিন ধাতু।" কিন্তু প্রাকৃতে 'কিণ' ধাতু রহিয়াছে, তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই।

১৬। "কীড়া"। প্রা° "কীড়" শব্দ বাঙ্গালায় 'কীড়া' রূপ ধারণ করিয়াছে, ইহা স° কীট শব্দজ নহে।

১৭। "কুকুড়া"। প্রা° কুক্কুড়" শব্দ হইতে জাত, স° 'কুক্কুট' হইতে নহে। পূর্ব্ববঙ্গে দ্বিতীয় কএর বলবৃদ্ধিতে উচ্চারণ—'কুখ্ড়া'।

১৮। "কুচ্ছা, কুচ্ছিত" গ্রাম্য বা স° 'কুৎসিত' শব্দজ নহে। ইহা শিষ্ট প্রাকৃত শব্দ।

১৯। "কুজ" সং 'কুব্জ' হইতে হয় নাই। প্রাচীন পদের "কুবজ" সং 'কুব্জ' হইতে উৎপন্ন। 'কুজ' প্রাং 'কুজ্জ' শব্দের পরিণতি।

২০। "কুমার"। প্রাং "কুম্হার" বা "কুম্হআর" হইতে। সং 'কুম্ভকার' হইতে নহে। হিন্দী 'কুম্হার'।

২১। "কে"। সং 'কিম্' শব্দের 'কঃ' বা 'কা' রূপ হইতে বাং 'কে' কি করিয়া আসে, তাহা বুঝিলাম না। প্রাকৃতে ত 'কঃ' অর্থে "কে" প্রয়োগ রহিয়াছে। দ্রষ্টব্য—মৃং কং।

২২। "কেন"। প্রশ্নার্থক 'কেন' প্রাং 'কিণো' হইতে আগত, সং 'কিম্' শব্দের তৃতীয়ার এক বচনের 'কেন' পদ হইতে নহে। দ্রষ্টব্য—প্রাং প্রং, ৯ পং, ৯ সূং।

২৩। √"কাড়"। কোষকার হিংসা ও বিক্ষেপার্থক সং √ক হইতে বাং √কাঢ়, কাড় ব্যুৎপন্ন করিয়াছেন। ইহা ঠিক নহে। সং √কর্ষ, প্রাং √কড্ঢ। সং কর্ষিত্বা, প্রাং কড্ঢিঅ। ইহা হইতে বাঙ্গালায় অনায়াসে √কাঢ় ও কাড় আসিতে পারে।

২৪। "কোদাল"। প্রাং 'কোদ্দাল' শব্দ হইতে আসা সহজ। অপভ্রংশ প্রাকৃতে 'কোদাল' শব্দও পাওয়া যায়।

২৫। "কোথা" সং 'কুত্র' হইতে আসে নাই, প্রাং 'কত্থ' হইতে। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'কথা'। "**কথাতে** শুনিছ তুহ্মি এ সব কাহিনী। কহিবা সকল কথা শুনহ হরিণী॥"—মৃং লুং, ৪৭ পৃঃ। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে আজকালও 'কথা' উচ্চারণ আছে।

২৬। "কোয়লা" সং কোকিল শব্দজ নহে, প্রাং "কোইল" শব্দ হইতে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কুয়িলী, ওং কোইলী।

২৭। √"কড়কা"। প্রাং "কক্খড়" (সং কর্কশ) হইতে। কক্খড়—কড়+ক, কড়কা। সং 'কটুকথা' হইতে নহে। কড়া মেজাজ, কড়া তামাক প্রভৃতি বিশেষণ-পদের 'কড়া' শব্দও উক্ত 'কক্খড়' শব্দ হইতে আগত।

২৮। "কৌড়ি, কড়ি"। প্রাং কবড্ড হইতে, সং কপর্দ্দ বা কপর্দ্দক হইতে নহে।

২৯। "খই" দেশী প্রাকৃত বা অনার্য্য শব্দ। ইহার সং "খদিকা" নাম আধুনিক এবং তৈরী। ত্রিকাণ্ডশেষ এবং শব্দকল্পদ্রুম—এই দুইখানি আধুনিক সং কোষ ব্যতীত অন্য কোথাও ইহার বড় একটা ব্যবহার দেখা যায় না।

৩০। "খড়" দেশী প্রাকৃত বা অনার্য্য শব্দ। আধুনিক সং কোষে সংস্কৃত বলিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

৩১। √খস। মোচনার্থক √খস প্রাকৃতে রহিয়াছে, তাহাই বাঙ্গালায় আসিয়াছে। সং √স্খল হইতে ইহা জাত নহে। "**খসিঅ**লেহণীমগ্‌গে।"—গাং সং শং।

৩২। সং √খাদ হইতে বাঙ্গালায় √খা আসে নাই। প্রাং √খা বাঙ্গলায় আসিয়াছে। প্রাং খা ধাতুর অনেক রূপের সহিত বাঙ্গালার মিল আছে। যথা—প্রাং খাই, খাউ, খামু। বাং খাই, খাউক, খামু প্রভৃতি।

৩৩। পরিখা-বাচক "খাই" শব্দ বাঙ্গালায় প্রা° হইতে আগত, সং 'খাত' বা 'খাতিকা' হইতে নহে। দ্রষ্টব্য—দে না° মা°।

৩৪। "খাম" প্রা° "খম্ভ" শব্দ হইতে উৎপন্ন। সং 'স্তম্ভ' শব্দের সহিত ইহার সম্পর্ক দূরতর।

৩৫। "খিড়কি"। প্রা° "খড়ক্কী" হইতে আগত। সং সাহিত্য বা কোষে "খড়ক্কী" শব্দের প্রবেশ প্রাকৃত হইতে। শব্দটির মৌলিক অর্থ লঘুদ্বার, "বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগ" ইহার গৌণ অর্থ।

৩৬। √ "খুজ"। দেশী প্রাকৃত বা অনার্য্য শব্দ "খোজ্জ" হইতে। মৌলিক অর্থ 'পথচিহ্ন', আজকাল 'অনুসন্ধান' অর্থে প্রচলিত। বিলোড়নার্থক সং √ খজ হইতে ইহার উৎপত্তি কল্পনা করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। আর এক কথা, কোষকার ইহাকে গ্রাম্য বলিলেন কেন? শিক্ষিত মণ্ডলে বা আজকালকার সাহিত্যেও ত ইহার ব্যবহার আছে।

৩৭। প্রাকৃতে খননার্থক √ খুড় রহিয়াছে। ইহা হইতেই বাঙ্গালায় 'খুড়' ধাতু আসিয়াছে। ইহা সং √ খুণ্ড হইতে জাত নহে।

৩৮। "খুদ" শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"তণ্ডুলচূর্ণ বা গুঁড়া" এবং তদনুসারে সং "ক্ষোদ" শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র "তণ্ডুল-কণা" অর্থে "খুদ" শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং তদনুসারে সং ক্ষুদ্র, প্রা° খুদ্দ শব্দ হইতে ইহা জাত। কলিকাতা অঞ্চলেও "খুদ" শব্দের অর্থ "তণ্ডুল-কণা"। চাউল ঝাড়িলে যে গুঁড়া বাহির হয়, তাহার নাম "কুঁড়া" এবং চাউলের যে ছোট ছোট অংশ বা 'কণা', তাহার নাম "খুদ"। কোষকার ধর্ম্মমঙ্গল হইতে (কেহ দিত খুদ কুঁড়া কেহ শাক লাউ) খুদ শব্দের যে দৃষ্টান্ত তুলিয়াছেন, তাহার অর্থও "চাউলের গুঁড়া" নহে,—চাউলের কণা।

৩৯। "খেঙ্গরা" শব্দ সং "খিঙ্খির" শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন করা হইয়াছে। শব্দটি অর্ব্বাচীন সংস্কৃত। কোষে ইহার যে সকল অর্থ ধরা হইয়াছে, তাহার মধ্যে "খেংরা" অর্থ পাওয়া গেল না। কোন্ কোষ গ্রন্থে "খেংরা" অর্থে "খিঙ্খির" শব্দ রায় মহাশয় পাইয়াছেন, জানাইলে আমাদের সন্দেহ দূর হইতে পারে।

৪০। "খোড়ল" প্রা° "কোড়র" হইতে আগত। অপভ্রংশ প্রা° "খোড়র"। পূর্ব্ববঙ্গে খোড়ল।

৪১। "খোঁড়া, খোড়া"। দেশী প্রা° "খোড়" হইতে আসিয়াছে। "খোড়" শব্দ প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়াছে।

৪২। "গইরা, গহিরা, গহেরা" প্রভৃতি শব্দ প্রা° "গহির" শব্দ হইতে আগত। সং গভীর হইতে নহে।

৪৩। "গড়" শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"পরিখা" এবং গড় শব্দটি সংস্কৃত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে "পরিখা" অর্থে 'গড়' শব্দের প্রয়োগ

পাওয়া যায় না।—সব জায়গায়ই 'দুর্গ' অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'গড়' শব্দ সংস্কৃতও নহে, দেশী প্রা° "গঢ়" হইতে আগত। যথা—"গঢ়ো দুর্গম্।"—দে° না° মা°। "গঢ়েতি দেস্তো দুর্গে।"—কু° চ। প্রাচীন সাহিত্যে 'দুর্গ' অর্থে 'গঢ়' ও 'গড়'—দুইএরই ব্যবহার আছে। যথা—"সুমেরু আস্কাক **গঢ়ে**।"—কৃ° কী°। "তাহাতে নির্ম্মাণ কৈল কনক লঙ্কাপুরী। **গঢ়** পরিখা তার লঙ্ঘিতে না পারি"—কৃ° রা°। "**গড়ের** বাহিরে কার কটকের রোল।" —ঐ। "**গড়ের** প্রাচীর জত, পাষাণ আর মরকত, নানা বৃক্ষ দেখে স্থানে স্থানে।"—হংসদূত। সংস্কৃত সাহিত্যে বা কোষে 'গড়' শব্দের প্রবেশ নিতান্ত আধুনিক এবং প্রাকৃত হইতে। প্রাচীন প্রামাণ্য সং কোষে পরিখাবাচক 'গড়' শব্দ পাওয়া যায় না। নিতান্ত আধুনিক শব্দরত্নাবলীতে 'পরিখা' অর্থে 'গড়' শব্দ ধৃত হইয়াছে। শব্দরত্নাবলীকার মথুরেশ আড়াই শ বছর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। দুর্গের সহিত পরিখার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বলিয়া পশ্চিম এবং পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানের অশিক্ষিত লোকেরা ভ্রমবশতঃ 'পরিখা' বা 'খাত' অর্থে 'গড়' শব্দ ব্যবহার করে এবং আজকাল ভদ্রলোকের মধ্যেও কোন কোন জায়গায় এই ভুল প্রবেশ করিয়াছে। বোধ হয়, এইরূপ কোন স্থানের লোক-ব্যবহার দেখিয়াই শব্দরত্নাবলীকার মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার উহাকে সংস্কৃত বলিয়া কোষে তুলিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুম, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি কোষগ্রন্থে শব্দরত্নাবলী হইতেই পরিখাবাচক 'গড়' শব্দ তোলা হইয়াছে। রায় মহাশয়ও বোধ হয়, শব্দকল্পদ্রুম দেখিয়াই উহাকে সংস্কৃত বলিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক একমাত্র শব্দরত্নাবলীর খাতিরে প্রাচীন বাঙ্গালার সমস্ত প্রয়োগ, দেশীনামমালা ও কুমারপালচরিতের মত গ্রন্থকে উপেক্ষা করা ঠিক নহে। "গড়-খাই" সহচর শব্দ নহে। গড়—দুর্গ, খাই—পরিখা।

৪৪। √ "গা"। প্রা° √ "গাঅ" হইতে আগত। স° √ গৈ হইতে নহে।

৪৫। গ্রাম-বাচক 'গাঁ' শব্দ প্রা° "গাম" হইতে উৎপন্ন।

৪৬। সং "গবী" হইতে 'গাই' শব্দ আনিয়া কোষকার নিজেই সন্তুষ্ট হন নাই। অথচ প্রা° "গাঈ" শব্দই যে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, ইহাও তিনি স্বীকার করেন নাই। দ্রষ্টব্য—প্রা° সং।

৪৭। "গাছ" প্রা° 'গচ্ছ' শব্দ হইতে আগত। 'গচ্ছ' সং শব্দ নহে,—প্রাকৃত; পরবর্ত্তী কালে সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়াছে।

৪৮। √"গাজ" প্রা° √ 'গজ্জ' হইতে উৎপন্ন। স° √ গর্জ্জ হইতে আসা অস্বাভাবিক। গজ্জ গাজ; গর্জ্জ—গরজ। 'গাজন' শব্দ সম্বন্ধেও আমাদের এই বক্তব্য।

৪৯। "গাঁঠি, গাঁঠ" প্রা° 'গণ্ঠী' শব্দজ। সং 'গ্রন্থি' হইতে নহে।

৫০। ভক্ষণার্থক সং √ গৄ হইতে বাঙ্গালা √ "গাড়" কল্পনা করা হইয়াছে। ইহা ঠিক নহে। গর্ত্ত শব্দের প্রা° রূপ "গড্ড"; ইহা হইতেই বাঙ্গালা √ গাড় আসিয়াছে।

৫১। "গাত" প্রা° "গত্ত" শব্দজ, সং 'গর্ত্তিকা' হইতে আগত নহে।

৫২। "গাহক···ষ্য' (স° গায়ক, গাথক ! । গায়ক। স্ত্রী' গাহকী, গাহকিনী (চণ্ডীঃ পদ্যে)।" এ অর্থ ঠিক হয় নাই। চণ্ডীদাসের যে পদে 'গাহক, গাহকী বা গাহকিনী' শব্দের ব্যবহার আছে, সেখানে ইহা "গায়ক" অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, "গ্রাহক" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

দোকান দাকান মেলিলা তখন
দেখিয়া **গাহকীগণ।**
কহয়ে পশারী বহু দ্রব্য আছে
যে চাহে নিতে যে ধন।*

৫৩। "গিমা" শাগ। সং গ্রীষ্ম শব্দের প্রা' রূপ "গিম্হ"। "গিম্হ" হইতেই "গিমা" শব্দ উদ্ভূত। 'গ্রীষ্মসুন্দরক' ইহার তৈরী সং নাম।

৫৪। "গো" সম্বোধনে। ইহা দেশী প্রা' হইতে আগত। সং 'অঙ্গ' হইতে নহে।

৫৫। "গোছা, গোছ" প্রা' "গোচ্ছ" বা "গোছ" হইতে আসিয়াছে।

৫৬। "গোটা···ণ (সং একটা হইতে। একটা—এগটা—গটা।" সংস্কৃত কোষ বা সাহিত্যে বিদ্যানিধি মহাশয় "একটা" শব্দ কোথায় পাইয়াছেন, জানাইলে বাধিত হইব।

৫৭। "গোঠ" প্রা' "গোট্ঠ" শব্দ হইতে আগত, সং 'গোষ্ঠ' হইতে নহে।

৫৮। "গোড়" শব্দটিকে সংস্কৃত হইতে আনিতে যাইয়া কোষকার "ঘুট, ঘুটি, ঘুটিকা" ও "গোহির" প্রভৃতি শব্দ তুলিয়াছেন। তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সং কুপর (কুর্পর ?) শব্দের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাকৃতে "পা" অর্থে "গোড়" শব্দ রহিয়াছে, তাহা তিনি তোলেন নাই। যথা,—"অহং তে মুণ্ডে **গোড়ং** দইস্সং।"—মৃ' ক'।

৫৯। "গোবর"। দেশী প্রা' "গোবব" হইতে বাঙ্গালায় আগত, স° 'গোবিট' হইতে নহে। 'গোবর' শব্দের মৌলিক অর্থ—শুষ্ক গোময়, করীষ। বাঙ্গালায় অর্থান্তর হইয়াছে।

৬০। "গোয়ালা, গয়লা"। প্রা০ "গোঅলা" হইতে আসিয়াছে, স০ 'গোপালক' হইতে নহে।

৬১। "গোরা, গোরী"। প্রা০ গোরা, গোর, গোরি। এই প্রা০ রূপই প্রাচীন বা আধুনিক বাঙ্গালায় বর্ত্তমান। স০ 'গৌর' শব্দকে ইহার মূল বলিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

৬২। "গোরু, গরু"। ইহা স০ "গোঃ" হইতে জাত নহে। প্রা০ "গোণ" শব্দ অপভ্রংশ প্রাকৃতে প্রথমার একবচনে "গোণু" হয়। এই "গোণু" হইতেই "গোরু" ও "গরু" হইয়াছে।

৬৩। "ঘড়া" প্রা০ "ঘড়" শব্দ হইতে, স০ ঘট হইতে নহে। 'ঘড়ী'—প্রা০।

* চণ্ডীদাসের পদাবলী সা০ প০ সংস্করণ ৭১ সংখ্যক পদ।

৬৪। "ঘরণী, ঘরিণী" প্রা০ "ঘরিণী" হইতে আগত, স০ 'গৃহিণী' হইতে নহে।

৬৫। √"ঘষ", প্রা০ √ঘস হইতে; স০ √ঘৃষ অনুকরণে আজকাল 'ষ' হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় √ঘস পাওয়া যায়।

৬৬। "ঘা" প্রা০ "ঘাঅ" হইতে; স০ 'ঘাত' ইহার মূল নহে। প্রাচীন বাঙ্গালায় অবিকল "ঘাঅ" শব্দই পাওয়া যায়। যথা,—"দেখি বুকে **ঘাঅ** দিল রাহী।"—কৃ০ কী০।

৬৭। "ঘাঘরা, ঘাগরা" প্রা০ 'ঘগ্‌ঘর' হইতে। শব্দটি দেশী প্রাকৃত।

৬৮। "ঘাম" প্রা০ "ঘম্ম" শব্দ হইতে আগত। স০ 'ঘর্ম্ম' হইতে 'ঘরম' হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

৬৯। "ঘি" প্রা০ 'ঘিঅ' হইতে উৎপন্ন, স০ 'ঘৃত' হইতে নহে।

৭০। "ঘোল" শব্দটি সংস্কৃত নহে—প্রাকৃত; পরবর্ত্তী কালে প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে গৃহীত হইয়াছে। কোষকার 'ঘোলা' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—"ঘোল তুল্য আবিল। জল ঘোলা করা…কাদা উঠাইয়া ঘোলের মতন করা।" ইহা ঠিক নহে। প্রা০ √ঘোল অর্থ 'ঘূর্ণন'। ঘুরাইলে বা আলোড়ন করিলে কাদা উঠিয়া যে জল ময়লা হয়, তাহাকেই "ঘোলা জল" বলে। উহার অর্থ "ঘোল তুল্য আবিল" নহে। জল ঘোলান—অর্থ জল ঘুরাণ। নদীতে ঘোলা পড়া—অর্থ ঘূর্ণাবর্ত্ত পড়া। "ঘোলাই"—অর্থ "ঘোলের তুল্য আবিল করি" নহে, ঘোলাই—ঘূর্ণিত করি। এই 'ঘোল' হইতেই বা০ গোল বা √গুল আসিয়াছে। মাথা গুলিয়ে গেছে—অর্থ মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। চরকা ঘুরাইয়া ঘোল করিতে হয়, তাই ঘোলের নাম 'ঘোল'।

বঙ্গভাষার যাবতীয় শব্দই সংস্কৃত-ভব, কোষকার তাঁহার কোষে এই মত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শব্দকোষ সমালোচনার উত্তরেও তিনি বলিয়াছেন যে, "অনেকে মনে করিতেন, বাঙ্গালা ভাষা দেশজ শব্দে পরিপূর্ণ। সংস্কৃতের পক্ষপাতী না হইলে তাঁহাদের দেশজ শব্দের অধিকাংশ যে সংস্কৃত-ভব, এই মত স্থাপন অসাধ্য হইত।"* এখানে একটি প্রশ্ন উঠিতেছে এই যে, "সংস্কৃত" শব্দ তিনি কোন্ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন? আধুনিক সংস্কৃত কোষে হাত-নাগাত যত শব্দ সংস্কৃত বলিয়া স্থান পাইয়াছে, তাহা সমস্তই যদি তিনি সংস্কৃত বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে আমাদের আর কিছু বলিবার নাই। অনেকেই জানেন, বাঙ্গালা ভাষার মত সংস্কৃত ভাষায়ও অন্যান্য বহু বৈদেশিক ভাষার শব্দ স্থান পাইয়াছে। বৈদিক সময়ের অনার্য্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, তাহার পরে অনেক বিদেশীয় জাতি বিভিন্ন সময়ে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাদের ভাষার সহিত সংস্কৃতের আদান-প্রদান হইয়াছে। অবশ্য এই আদান-প্রদানের মধ্যে সংস্কৃত যাহা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সে গড়িয়া-পিটিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছে বটে; কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই শ্রেণীর সংস্কৃত শব্দকে কেবল "সংস্কৃত" বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, ইহার মূলও দেখাইতে হইবে। এ ত অতি দূরের কথা।

সে দিনকার অপভ্রংশ প্রাকৃত হইতে যে সব শব্দ সংস্কৃতে গিয়াছে, যাহার সংস্কৃত রূপে এখনও প্রাকৃত বা দেশভাষার গন্ধ ভর্-ভর্ করিতেছে, তাহাকে ধরা তত শক্ত নহে। শব্দকোষ পড়িয়া বুঝিলাম, এই শ্রেণীর শব্দকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা সম্যক্‌ভাবে হয় নাই। অর্ব্বাচীন সংস্কৃত কোষে তিনি যে সব শব্দ পাইয়াছেন, তাহাকেই সংস্কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যদিও ইহার অধিকাংশ শব্দ যে খাঁটি সংস্কৃত নহে, অন্য কোন ভাষা হইতে আগত, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার যাবতীয় শব্দ যে সংস্কৃত-ভব, এই শ্রেণীর হালি সংস্কৃত শব্দ দিয়াই রায় মহাশয় তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আধুনিক সংস্কৃত কোষগুলির হজমি শক্তির কথা এই জায়গায় একটু বলা আবশ্যক। অনেকেই জানেন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্ব হইতে রাজা রাধাকান্তদেবের সময় পর্য্যন্ত এ দেশে অনেকগুলি সংস্কৃত অভিধান রচিত হইয়াছিল। এই সকল অভিধানে অধিকাংশ বাঙ্গালা শব্দেরই সংস্কৃত প্রতিরূপ পাওয়া যাইবে। যেমন—বাঙ্গালা খোস পাঁচড়ার সং 'খস', বাং খাগড়া, সং খগ্‌গড়, বাং খই, সং খদিকা, বাং গড়, সং গড়, ইত্যাদি। অবশিষ্ট যাহা বাকী ছিল, তাহা পূরণ করিয়াছেন—রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর। তাঁহার সংকলিত শব্দকল্পদ্রুমে হিন্দী "খানাপিনা" শব্দকেও তিনি সংস্কৃত করিয়া "খানপান" করিতে ছাড়েন নাই।* এই শ্রেণীর কোষ দেখিয়া বাঙ্গালার যাবতীয় শব্দকে সংস্কৃত-ভব বলিলে ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া তাহার মূল্য অধিক হয় বলিয়া মনে করা যায় না। আরবী, পারসী শব্দ বাঙ্গালায় অনেক আছে এবং তন্মধ্যে অনেক শব্দ খাঁটি বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। এই সব শব্দকে কেবল বাঙ্গালা বলিয়াই যেমন বিদ্যানিধি মহাশয় ক্ষান্ত হন নাই, তাহার মূল আরবী, পারসী শব্দ দেখাইয়াছেন, তেমন সংস্কৃত শব্দের—অন্ততঃ অর্ব্বাচীন সংস্কৃত শব্দগুলিরও মূল দেখাইবার চেষ্টা করিলে ভাষাতত্ত্বের উপকার হইত। আশা করি, পরিশিষ্টে কোষকার এ সব কথা বিবেচনা করিবেন।

সময় ও সুবিধা হইলে শব্দকোষের অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

* খানপানং (ক্লী) কঠিনদ্রবদ্রব্যয়োর্গলাধঃকরণং। খানাপিনা ইতি হিন্দী ভাষা। যথা। সদ্ভাবেন হি

কামাখ্যা মন্দির*

আজ আমি আপনাদের সমক্ষে কামাখ্যা মন্দির সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে উপস্থিত হইয়াছি। ইতিহাসের কোন্ অতীত কালে, এই কামাখ্যা-পীঠকে এক মহা তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। যে দিন হইতে এই স্থান পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, সেই দিন হইতেই যে এইখানে একটি মন্দির নির্ম্মিত ছিল, সেইরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, মন্দিরের মধ্যে উপাসনা-পদ্ধতি প্রথমে বৌদ্ধেরাই প্রচলিত করে, সেই জন্য হিন্দু দেবদেবীর মন্দির সব বৌদ্ধ প্রভাবের পরে হইয়াছে। এই মত কত দূর সমীচীন, তাহা আমি বলিতে পারি না। পীঠ-সৃষ্টির পৌরাণিক বিবরণ অনেকেরই জানা আছে। দক্ষযজ্ঞের পরে সতী-দেহকে ভগবান্ বিষ্ণু কিরূপে ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশে ক্ষেপণ করেন, তাহা কালিকাপুরাণে এবং অন্যান্য পুরাণেও বিশদভাবে বিবৃত আছে; কিন্তু এই সতীদেহের পৌরাণিক উপাখ্যানের বীজ গোপথ-ব্রাহ্মণেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে সহজে প্রতিপন্ন হয় যে, কামাখ্যা-পীঠ একটি অতি প্রাচীন পুরাণ-প্রসিদ্ধ ক্ষেত্র। ক্ষেত্রটি যেরূপ পুরাতন, কিংবদন্তী বিশ্বাস করিতে হইলে, তাহার মন্দিরও সেইরূপ প্রাচীন ছিল। এই ক্ষেত্রের উপর প্রথম মন্দির নরকাসুর নির্ম্মাণ করান। নরকাসুর ত্রেতা যুগের লোক ছিলেন। বশিষ্ঠ মুনিকে উপাসনার জন্য কামাখ্যা-মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেন নাই বলিয়াই এই দেশ বশিষ্ঠ-শাপগ্রস্ত হয় এবং তার পরেই বশিষ্ঠদেব, বিখ্যাত বশিষ্ঠাশ্রম স্থাপন করিয়া সেইখানে উপাসনা করেন। বশিষ্ঠ ঋষিও ভগবান্ রামচন্দ্রের কালের অর্থাৎ ত্রেতাযুগের লোক ছিলেন। সেই জন্যই বলি, জনশ্রুতির উপর বিশ্বাস করিতে হইলে কামাখ্যার প্রথম মন্দির নরকাসুর কর্ত্তৃক ত্রেতা যুগেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। প্রকৃত পক্ষে নরকাসুর কোনও মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন কি না, তাহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায় না। তবে য়ুআন্ চোয়াং যখন খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভকালে এই দেশ পরিভ্রমণ করেন, তখন গৌহাটী নগরের চতুঃপ্রান্তে অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর মন্দির আছে বলিয়া যে তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভিতর যে কামাখ্যামন্দির বর্ত্তমান ছিল, সেই বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। বাস্তবিক এই নগরের চতুষ্পার্শ্বে যে সব ছোট-বড় পাহাড় আছে, তাহাদের সকলের শিখরদেশেই মন্দির বা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। আপনাদের অনেকেই হয় ত জানেন যে, অল্প দিন হইল, কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে আমি এবং আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহাশয় কণ্ঠাচল এবং শরণীয়া পর্ব্বতের শিখরে কোন অতীত কালের দুই দেব-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছি। এইরূপে ছোট-বড় সব পাহাড়ের মস্তকদেশে

মন্দির থাকিলে, সেই সময় নীলাচলের মত সুরম্য এক উচ্চ পাহাড়ের শিখরদেশে, কামাখ্যা পীঠের মত চির প্রসিদ্ধ এক পীঠের উপর যে কোনও মন্দির ছিল না, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। সেই জন্য অন্ততঃ সপ্তম শতাব্দীতে যে কামাখ্যা-মন্দির বর্ত্তমান ছিল, তাহা আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাতা কোচ-বিহারের মহারাজ নরনারায়ণ। তিনি তাঁহার ভাই শুক্লধ্বজকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে মন্দির-নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করেন। সেই জন্য ইহা বলা যাইতে পারে যে, সপ্তম শতাব্দীতে যে মন্দির বর্ত্তমান ছিল, সেই মন্দির ভগ্ন হওয়াতেই কোচরাজ নরনারায়ণ এই মন্দির নির্ম্মাণের সুযোগ পাইলেন। আসামের ইতিহাসে দেখা যায় এবং জনশ্রুতিও তাহা প্রতিপন্ন করে যে, কালাপাহাড় একবার এই মন্দির ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন। কালাপাহাড় বঙ্গদেশের নবাব সুলেমান কারাণির সেনানায়ক ছিলেন। সুলেমান কারাণি ১৫৬৩ খৃঃ অঃ হইতে ১৫৭২ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। মুসলমান-ইতিহাস রিয়াজসউস সালাতিন অনুসারে সুলেমান কারাণি ১৫৬৮ খৃঃ অঃ কোচ-বিহার আক্রমণ করেন। তাহা হইলে ১৫৬৮ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে কালাপাহাড় কিরূপে এই মন্দির ভাঙ্গিতে পারে, তাহার মীমাংসা করা যায় না। আগেকার কামাখ্যা-মন্দির যে এক সময় ভগ্নাবস্থায় ছিল, তাহা মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বিচ্ছিন্ন সুবৃহৎ খোদিত প্রস্তরখণ্ড-সমূহই ঘোষণা করিতেছে এবং কোচ-রাজার মন্দির পুনর্নির্ম্মাণও সেই বিষয়ে প্রমাণ প্রদান করিতেছে। তাহা হইলে পূর্ব্বকার মন্দির কিরূপে ভূতলশায়ী হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ নয়। কিন্তু খুব সম্ভব কালাপাহাড় ইহার জন্য দোষী নয়। এই দেশের অনেক মন্দির যে ভূমি-কম্প কর্ত্তৃক ভূপাতিত হইয়াছে, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই এবং পূর্ব্বতন কামাখ্যা-মন্দিরও সম্ভবতঃ ভূমিকম্পেই নষ্ট হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান মন্দির যে কোচ-বিহারের রাজা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, প্রস্তরফলকই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই প্রস্তর-ফলক হইতে জানা যায় যে, "তুরঙ্গ-গজ-বেদ-শশাঙ্ক-সংখ্যে" অর্থাৎ ১৪৮৭ শকাব্দে বা ১৫৬৫ খৃঃ অঃ মহারাজ নরনারায়ণ তাঁহার প্রিয় সহোদর শুক্লধ্বজ (যিনি আসাম বুরঞ্জীতে "চিলা রায়" নামে প্রসিদ্ধ) দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মাণ করান। এই শিলালিপি বর্ত্তমান কামাখ্যা-মন্দিরের অভ্যন্তরে দেয়ালের গায়ে সুরক্ষিত আছে। এই শিলালিপি মন্দিরের ভিতর অন্ধকারে অবস্থিত বলিয়া তাহার প্রতিলিপি উদ্ধার করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। আমি আপনাদের অবগতির জন্য তাহার এক প্রতিলিপি এই স্থলে প্রদর্শন করিলাম। এই লিপি হইতে সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে অসমীয়া ভাষার অক্ষরমালার আকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। শিলালিপির পাঠ এই,—

লোকানুগ্রহকারকঃ করুণয়া পার্থো ধনুর্ব্বিদ্যয়া
দানেনাপি দধীচি-কর্ণ-সদৃশো মর্য্যাদয়াম্ভোনিধিঃ।

নানাশাস্ত্র-বিচার-চারু-চরিতঃ কন্দর্পরূপোজ্জ্বলঃ
কামাখ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো নৃপঃ ॥
প্রাসাদমদ্রিদুহিতুশ্চরণারবিন্দভক্ত্যাকরোত্তদনুজো বরনীলশৈলে।
শ্রীশুক্লদেব ইমমুল্লসিতোপলেন শাকে তুরঙ্গ-গজ-বেদ-শশাঙ্ক-সংখ্যে ॥
তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্রমৌলিস্থলী-
মাণিক্যং ভজমানকল্পবিটপী নীলাচলে মঞ্জুলং।
প্রাসাদং মুনিনাগবেদশশভৃৎ শাকে শিলারাজিভিঃ
দেবীভক্তিমতাম্বরো রচিতবান্ শ্রীশুক্লপূর্ব্বধ্বজঃ ॥

অর্থাৎ যিনি করুণা-বিতরণে লোক-বান্ধব সূর্য্যের সদৃশ, ধনুর্ব্বিদ্যায় অর্জ্জুনের সদৃশ, দানে দধীচি এবং কর্ণের সদৃশ, মর্য্যাদায় সাগর সদৃশ, নানাশাস্ত্রালোচনায় যাঁহার চরিত্র সুন্দর হইয়াছে, যাঁহার উজ্জ্বল রূপ কন্দর্প সদৃশ, সেই কামাখ্যার চরণ-সেবক শ্রীমল্লদেব নৃপতি জয়যুক্ত হউন। তাঁহার অনুজ শ্রীশুক্লদেব, ১৪৮৭ শকাব্দে, মনোরম নীলাচলে, উল্লসিত প্রস্তরের দ্বারা, গিরিজার চরণারবিন্দে ভক্তিবশতঃ এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। তাঁহারই প্রিয় সোদর, বিপুল যশঃশালী, বীরেন্দ্রগণের মুকুট-মণি এবং যাচকদিগের কল্পবৃক্ষ, দেবীভক্তগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীশুক্লধ্বজ নীলাচলে ১৪৮৭ শকাব্দে, শিলারাজি দ্বারা এই সুন্দর মন্দির রচনা করিলেন।

এখন এই মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অসমীয়া সাহিত্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহা আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। মহারাজ নরনারায়ণ যখন তাঁহার প্রিয় সহোদর শুক্লধ্বজের সাহায্যে আসাম, মণিপুর, জয়ন্তা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দেশে বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, তখন নরনারায়ণ এবং চিলারাই দুই জনেই কামাখ্যা দর্শন করিতে গেলেন,—

এহি বুলি আলোচিয়া রাজা মহামতি।
গোসানীর থানে দুয়ো চলিল সম্প্রতি ॥
নীল পর্ব্বতর মধ্যে মহারম্য স্থান।
ভগ্ন মঠচিহ্ন দেখিলন্ত বিদ্যমান ॥—(৪৯২ দরঙ্গরাজবংশাবলী, ৯৭ পৃঃ)

কিন্তু তখন মঠ নির্ম্মাণ করা হইল না। তাঁহারা গৌড়দেশ আক্রমণ করিতে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। গৌড়েশ্বরের সহিত নরনারায়ণের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে চিলারায় গৌড়েশ্বরের কাছে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। তখন কারাগারে শুক্লধ্বজ কায়মনোবাক্যে কামাখ্যার চরণে আত্ম-নিবেদন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই বার যদি তিনি দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলে প্রথমেই তিনি কামাখ্যার মঠ-সংস্কার করাইবেন। মঠ সংস্কার না করিয়া যুদ্ধযাত্রা করা তাঁহার অতীব আত্মগ্লানির কারণ হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন,—

তযু মঠ না বান্ধিলো অবজ্ঞা করিলো।
এতেক শত্রুর হাতে বন্দীত পরিলো ॥—(৫১১, দ° ব°, পৃ° ১০০)

এই সময়ে গৌড়েশ্বরের মাতা সর্প-দংশন-জনিত অতি সঙ্কটাবস্থায় ছিলেন। নানা ঔষধ প্রয়োগেও তাঁহার কোনও উপকার হইল না। তখন মা কামাখ্যার নাম করিয়া চিলারাই মন্ত্রে ঝাড়িয়া গৌড়েশ্বরের মাতাকে বাঁচাইলেন। সেই জন্য চিলারাইকে মুক্ত করিয়া গৌড়েশ্বর বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন এবং তখন অবধি গৌড়েশ্বরের সঙ্গে কোচরাজাদের বহু কাল পর্য্যন্ত সদ্ভাব স্থাপিত ছিল।

চিলারায় বাড়ী ফিরিয়া গিয়াই ভায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মেঘামুকদুম নামক জনৈক বিচক্ষণ কারিগরকে আনাইয়া তাহাকে বলিলেন,—

শিলাকুটি সুতার বারই শিল্পকার।
চুনেরী সোণারী আরু কমার-কুমার ॥—(৫৩৭ দরঙ্গরাজবংশাবলী, পৃ°১০৪)
অসংখ্য পদাতীগণ করি একঠাই।
বোলে নীলাচলে মঠ সজায়োক যাই ॥—(৫৩৮ ঐ)

মেঘামুকদুম গিয়া প্রথমে সমস্ত মন্দির পূর্ব্বকার মত পাথর দিয়া রচনা করিবার মানস করিলেন এবং পাথর দিয়াই কাজ আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিলেন না,—

প্রথমে শিলার মঠ নির্ম্মাণ করিলা।
এক রাত্রি থাকি সিতো খসিয়া পড়িলা ॥—(৫৩৯ ঐ)
পুনরপি সেই মঠ নির্ম্মাণ করন্ত।
রজনী অন্তরে পুনু খসিয়া পরন্ত ॥—(৫৪০ ঐ)

মেঘামুকদুম মহা বিপদে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তদ্গতচিত্তে দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন এবং অনেক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া মহা আয়োজনে পূজা আরম্ভ করিলেন। মহামায়া মেঘামুকদুমকে স্বপ্নাদেশ করিলেন,—

দেবী বোলে পূর্ব্বে মঠ যবনে ভাঙ্গিলা।
আরু কলিযুগ আসি আপুনি মিলিলা ॥
এতেকে শিলার মঠ নুহিকন্ত ভাল।
কুমারে পাগোক ইটা বান্ধি অগ্নিশাল ॥—(৫৪২ ঐ)
সেই ইটা আনি তঞি ঘৃতত ভাজিবি।
করাল পাগিয়া মঠ নির্ম্মাণ করিবি ॥
এহি বুলি মহেশ্বরী ভৈলা অন্তর্দ্ধান।
চেতন লভিয়া মেঘা ভৈলা দিব্য জ্ঞান ॥—(৫৪৩ ঐ)

এই স্বপ্নাদেশের পর মেঘামুকদুম পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করার আশা পরিত্যাগ করিয়া, ইট দিয়াই মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। কামাখ্যা-মন্দিরের প্রত্যেকখানি ইট ঘৃতে ভাজা হইয়াছিল।

কুমার আনিয়া ইটা সাজাইবাক দিলা।
পাগিয়া ইটাক আনি ঘৃতত ভাজিলা॥
করাল পাগিয়া পুনু ভৈলা সাবধান।
মৃণ্ময় মঠ তবে করিলা নির্ম্মাণ॥—(৫৪৪ দরঙ্গরাজবংশাবলী, পৃ° ১০৬)
ছয় মাস মানে মঠ যেবে বান্ধা ভৈল্য।
তেবে নৃপতিক ঠাই দূতক পঠাইল্য॥—(৫৪৫ ঐ)

জনশ্রুতি আছে যে, কামাখ্যা-মন্দিরের প্রত্যেক ইট ১ রতি করিয়া স্থবর্ণ দিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে শুনিয়া দুই ভাই পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং দুই ভাই মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য যাত্রা করিলেন।

বিধিমতে মঠক প্রতিষ্ঠা করাইলন্ত।
যতেক দক্ষিণা দিলা নাহি আদি অন্ত॥—(৫৪৬ ঐ, পৃ° ১০৬)
মহিষ ছাগল হংস মৎস্য পারাবত।
হরিণ কচ্ছপ বলি উপহার যত॥
পূজা করাইলন্ত চতুঃষষ্টি উপচারে।
সপ্ত দিন আছে দুই ভাই নিরাহারে॥—(৫৪৭ ঐ)
তিন লক্ষ হোম দিলা এক লক্ষ বলি।
সাত কুড়ি পাইক দিলা কহি তাম্র ফলি॥
স্থবর্ণ রজত তাম্র কাংস্য পাত্রচয়।
অখণ্ড প্রদীপ উচর্গিলা মনোময়॥—(৫৪৮ ঐ)
দিনে দিনে পঠে হোম পূজা করিবন্ত।
প্রতিদিনে পাঞ্চ পূরা চাউল লগাইবন্ত॥
তিল ভূমি গ্রাম্য শস্য সমে উচর্গিলা।
তাল যন্ত্র শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য সব দিলা॥—(৫৪৯ ঐ)
দণ্ড ছত্র সিংহাসন শ্বেত যে চামর।
উচর্গা করিলা নারায়ণ নৃপবর॥
ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ নট ভাট তাঁতী মালী।
কমার কহার বারৈ ধোবা সালৈই তেলী॥—(৫৫০ ঐ)
সোনারী কুমার হীরা কৈবর্ত্ত চমার।
মুচি আর হাড়ী আদি দিলা নিরন্তর॥
সাঙ্গোপাঙ্গে ধন দিলা পঁচিশ হাজার।
*　*　*　*　*　॥—(৫৫১ ঐ)

কামাখ্যার প্রকৃত মন্দির ছাড়া তাহাতে সংলগ্ন আর দুইটা নাট-মন্দির নির্ম্মিত হইয়া-

ছিল,—একটার নাম পঞ্চরত্ন, আর বড় হলের মত যেটি, তাহাকে নবরত্ন বলিত। পঞ্চরত্নের ভিতরেই এই শিলালিপি দেয়ালের গায়ে বসান আছে এবং পঞ্চরত্নের ভিতর, মহারাজ নর-নারায়ণ, শুক্লধ্বজ এবং দেবাসুরগণের প্রস্তর-মূর্ত্তিও খোদিত আছে। সমস্ত মন্দিরটি চারিদিকে ইটের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই মন্দিরের গাঁথুনি কিরূপ দৃঢ়, তাহা ১৮৯৭ খৃঃ অঃ ভূমিকম্প স্মরণ করিলেই সহজে অনুমান করা যায়। সেই ভূমিকম্পে অনেক স্থানের মন্দির ভূপতিত হইলেও ৺কামাখ্যা-মন্দিরের কোনও হানি হয় নাই। আশা করি, এই মন্দির চিরদিন দণ্ডায়মান থাকিয়া কোচ-রাজদিগের কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

শ্রীহেমচন্দ্র দেব গোস্বামী

মন্তব্য—গেইট সাহেব তাঁহার আসামের ইতিহাস (E. A. Gait—*A History of Assam*, Calcutta, 1906) গ্রন্থে স্থানে স্থানে কামাখ্যা দেবীর ও কামাখ্যা-মন্দিরের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠায় শুক্লধ্বজ কর্ত্তৃক মন্দির স্থাপন-বিষয়ক লিপির ইংরেজি অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু মূল লিপিটি কোথাও দেওয়া হয় নাই। এই প্রবন্ধলেখকের সংগৃহীত শিলালিপির নকল পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। পরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, ঐ শিলালিপির আর একখানি ছাপ পাঠাইয়াছেন। দুই ছাপেরই স্থানে স্থানে অস্পষ্টতা আছে। রেফের চিহ্ন একটা স্থান ব্যতীত আর কোথাও দেখা গেল না। দুই ছাপ মিলাইয়া, লিপির পাঠ পংক্তি অনুসারে সাজাইয়া নিম্নে দিলাম।—পত্রিকাধ্যক্ষ।

ওঁ লোকানুগ্রহকারকঃ করু(রু)
ণয়া পার্থো ধনুর্ব্বিদ্যয়া দানে
নাপি দধীচিকর্ণ শ(স)দৃশো মর্য্যাদ
য়াম্ভোনিধিঃ। নানাশাস্ত্রবিচারচা
রু(রু) চরিতঃ কন্দর্পরূ[ ]পোজ(জ্জ্ব)লঃ কামা
খ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো
নৃপঃ॥ প্রাসাদমদ্রিদুহিতুশ্চরণা
রবিন্দভক্ত্যাকরোত্তদনুজো বরনীল
শৈলে। শ্রীশুক্লদেব ইমমুল্লসিতোপ
লেন শাকে তুরঙ্গগজবেদশশাঙ্কসংখ্যে [॥]

তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্রমৌলিস্থ
লীমাণিক্যং ভজমানকল্পবিটপী নীলাচলে ম
ঙ্গলং॥ প্রাসাদং মুনিনাগবেদশশভৃৎশাকে শিলাররা
জিভিদে বীভক্তিমতাম্বয়ো রচিতবান্ শ্রীশুক্লপূর্ব্বধ্বজঃ॥

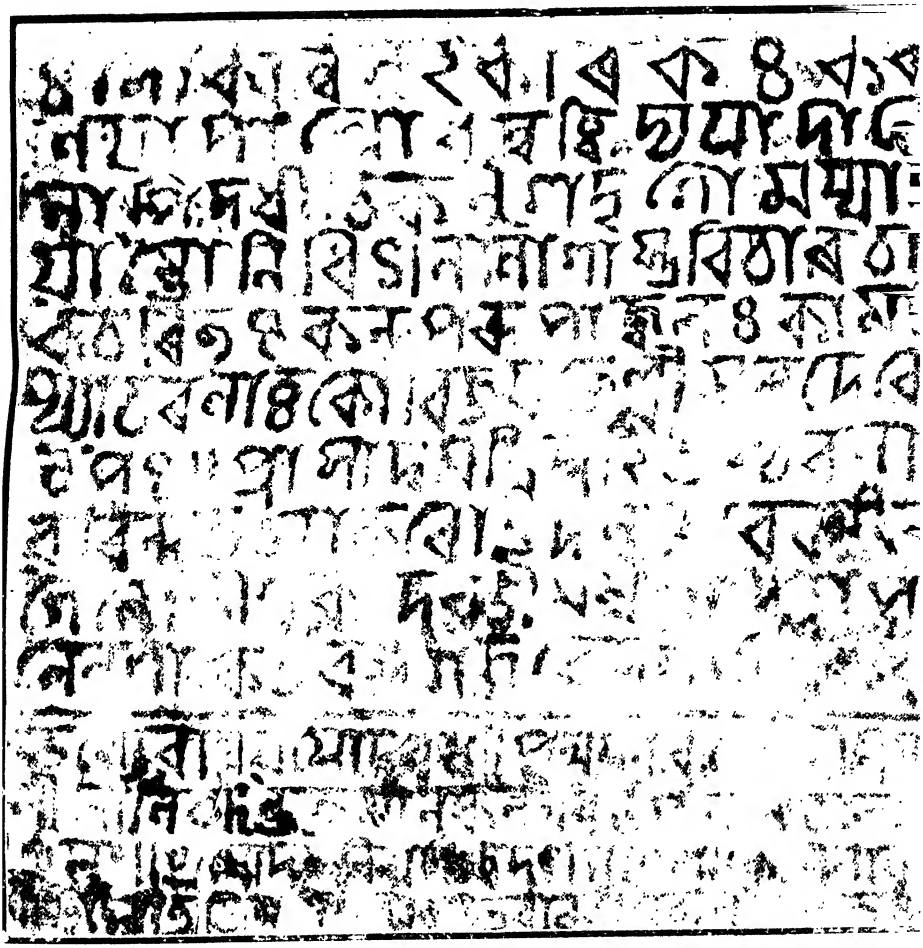

কামাখ্যা মন্দিরের শিলালিপি

সুতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তুজার আবির্ভাব-কাল*

একখানি ইংরাজী গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম যে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানগণ কোনও পুস্তকের ছিন্ন পৃষ্ঠা কুড়াইয়া পাইলে, উহাতে তাঁহাদের পবিত্র গ্রন্থ কোরাণের অংশবিশেষ লিখিত থাকা সম্ভাবনায় সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া থাকেন। মুদ্রা-যন্ত্রের প্রসাদে এখন আর পুস্তকাদির ছিন্ন পত্রের বড় অভাব নাই; কিন্তু প্রস্তরখণ্ডাদিতে উৎকীর্ণ লিপি প্রভৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা আর সহজ-লভ্য নহে; তাই এখনও দেখিতে পাই, কোথাও আরবী বা পারসী-লিখিত প্রস্তরখণ্ড পাইলে, তাহাতে ভগবানের পবিত্র নাম লিখিত আছে জানিয়া, অজ্ঞ গ্রামবাসী মুসলমানেরাও সেগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে;—স্বধর্ম্মাবলম্বী বা বিধর্ম্মী কেহই তাহাদের সরল প্রাণে ব্যথা দিয়া, এরূপ কোনও খোদিত লিপি কেবল ঐতিহাসিক গবেষণার ওজুহাতে স্থানান্তরিত করিতে সাহসী হয় না। তাই অদ্য আপনাদের নিকট একখানি অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব তোগ্‌রা-অক্ষর-খোদিত সুন্দর আরবী প্রস্তর-লিপির পরিবর্ত্তে এই কারুকার্য্যবিশিষ্ট কষ্টি-প্রস্তরখণ্ডমাত্র আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহার চিত্র পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইয়াছে। যে স্থানে প্রস্তরখানি পাওয়া যায়, তাহা মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত সুতী গ্রামের মুসলমান-পল্লীতে অবস্থিত। প্রাপ্তিস্থান সুতী থানা হইতে বড় অধিক দূরবর্ত্তী নহে। প্রস্তরখণ্ডটি দেখিলেই বুঝা যায় যে, উহা কোনও মস্‌জিদের খিলানে সংলগ্ন ছিল। মসজিদটি আর বর্ত্তমান নাই। যে সামান্য ইষ্টক-স্তূপের নিকট হইতে উহা সংগৃহীত হয়, তাহা বোধ হয়, সেই পবিত্র ধর্ম্ম-মন্দিরেরই ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এই ইষ্টক-স্তূপের কয়েক রশি দূরেই পূর্ব্বোক্ত যে তোগরা লিপিখানি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বোধ হয়, এখনও বৃক্ষমূলেই সংলগ্ন রহিয়াছে। আমি তদানীন্তন সুতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী (এক্ষণে ইন্সপেক্টার) প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সাহায্যে উহার একখানি ছাপ তুলিয়া লইতে সমর্থ হই। পরে জঙ্গীপুর বালিয়া-ঘাটাবাসী মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল ফজল সাহেব এবং জঙ্গীপুর স্কুলের সুযোগ্য মৌলবী ও হেয়ার স্কুলের প্রধান মৌলবী শ্রীযুক্ত খয়ের-উল-আনাম মহাশয়গণের সাহায্যে এই লিপির পাঠোদ্ধার ঘটে। নব পর্য্যায় বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকার ত্রয়োদশ খণ্ডের তৃতীয় সংখ্যায় মল্লিখিত "Some Traditions about Sultan Alauddin Hossain Shah and Notes on Arabic Inscriptions from Murshidabad" নামক প্রবন্ধের চতুর্থ চিত্রে (Plate IV) এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের পরিশিষ্টে এই শিলালিপির অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে ইহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। (লিপির পাঠ "ক" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

"পবিত্র পুরুষ (মোহম্মদ)—ভগবান্ যেন তাহার উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন—বলিয়াছেন

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চতুর্ব্বিংশ বর্ষের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

যে, ভগবানের জন্য যে ব্যক্তি মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণ করেন—ভগবান্‌ তাঁহার জন্য স্বর্গে সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। চাঁদমালিকের পুত্র মহানুভব মোকর্‌রব্‌ খাঁ مقرب خان—উভয় জগতে খ্যাতাপন্ন—বিজয়-শ্রীর জন্মদাতা—তাহার রাজ্য ও রাজত্ব ভগবান্‌ সুদীর্ঘ কাল রক্ষা করুন—সেখ সৈয়দ আস্‌রাফ-উল-হোসেনীর পুত্র আলা-উদ্‌-দুনিয়া ওয়াদিন সুল্‌তান্‌ আবুল মুজফ্‌ফর হুসেন সাহের রাজত্বকালে এই "জামি" মসজিদ হিজরী ৯০৯ সনে (খৃ অঃ ১৫০৩—৪ অব্দে) প্রতিষ্ঠা করেন." ইহা ব্যতীত প্রস্তর-মধ্যস্থ উদ্গত অংশে আরও দুইটি ছত্র লিখিত আছে :—একটির অর্থ—"এই মস্‌জিদ্‌ যেন মৃত্যুর পর পুনরুত্থান-কাল (resurrection) পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে" এবং "খোরসেদের মজ্‌লিসের (বা 'মজ্‌লিস্‌ খোরসেদের') যেন শুভ পরিণাম ঘটে।" দক্ষিণভাগস্থ প্রথমোক্ত পংক্তির অর্থ লইয়া কোনও গোল নাই—কিন্তু বামপার্শ্বস্থ শেষোক্ত পংক্তির সূর্য্যবাচক "খোর্‌সেদ" শব্দ ও "মজ্‌লিস্‌" শব্দ কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। Imperial Library গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট Bohair Library নামক আরবী ও পারসী পুস্তকাগারের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত খাঁ সাহেব আব্দুল মুক্‌তাদির মহাশয় "মজ্‌লিসে মাহ্‌ ও খোরসেদ" مجلس ماه و خورشيد এইরূপ পাঠান্তর প্রস্তাব করেন। 'মজ্‌লিসে' শব্দের শেষাংশে "সিন" অক্ষরের উপরিভাগে م 'মিমে'র ন্যায় একটি অক্ষর দেখা যায়। কিন্তু মাহ্‌ শব্দের বক্রী অংশ ও 'و' উয়াও অক্ষরের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত আবুল ফজল সাহেব ছাপ দেখিয়া লিপিটি যেরূপ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতেও مجلس خورشيد را عاقبت باخير باد ("মজলিসে খোরশেদরা আকেবৎ বাখায়ের বাদ") এইরূপই লেখা রহিয়াছে। প্রস্তাবিত পাঠের চন্দ্র ও সূর্য্যের মিলনজ্ঞাপক ছত্রটির প্রকৃত অর্থও ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না। ইহাতে কোনও জ্যোতিষিক ইঙ্গিত সূচিত হইয়াছে, কিম্বা "খোরশেদ" শব্দে "সুলতান্‌" এবং মাহ্‌ শব্দে তাঁহার প্রধানা রাজ্ঞী, কি প্রধান অমাত্য, কি মস্‌জিদ্‌নির্ম্মাতা মোকর্‌রব্‌ খাঁই উল্লিখিত হইয়াছেন, তাহা স্থির করা সহজ নহে। আরবী লিপিতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত খাঁ সাহেব মৌলবী আব্দুল ওয়ালী মহাশয় "মজ্‌লিস্‌" শব্দটি খেতাবের ন্যায় সম্মানজ্ঞাপক বিশেষণ এবং "খোরশেদ শব্দটি লিপি-খোদকের নাম বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার মতে লিপি-খোদক ভাস্কর এই ক্ষুদ্র পংক্তিতে নিজের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা করিয়াছে। মৌলবী আব্দুল ওয়ালী সাহেব "মাহ ও খোরশেদ" এই পাঠান্তরের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহার মতে م এর ন্যায় অক্ষরটি খোদকের অনবধানতাঘটিত বাটালির চিহ্নমাত্র।

কালাল্‌নবি মালল্লাহ্‌ قال النبي صلى الله প্রভৃতি শব্দগুলি মস্‌জিদ্‌-সংলগ্ন লিপিসমূহে প্রায়ই দেখা যায়। ধর্ম্মমন্দির নির্ম্মাণ-সম্পর্কীয় লিপিস্থচনার ইহা একরূপ সাধারণ পদ্ধতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিঃ ৮৮৫ অব্দের গৌড়ের ইউসুফ সাহার লিপি (J. A. S. B. 1873, Vol XLII P. 277), মামুদ সাহের লিপি (Ibid P. 289) এবং হুসেন সাহার ৯০৭ হিঃ অব্দের মাচাইন মসজিদের

লিপি (Ibid P. 293), ৯১১ হিঃ মালদহ মস্‌জিদের লিপি (Ibid P. 294), ৯০০ হিঃ অব্দের খেরুল লিপি (J. A. S. B. (N. S) Vol XIII p. 148) এবং হুসেন সাহার পুত্র নসরৎ সাহার ৯৩০ হিঃ সনের মঙ্গলকোটস্থ লিপি প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। হিজরি ৮৮৪ অব্দের হজরৎ পাণ্ডুয়াস্থ ইউসুফ সাহের খোদিত লিপি ও মুর্শিদাবাদ বাবর-গ্রামের লিপির প্রথমাংশও এইরূপ। তবে প্রভেদের মধ্যে দেখা যায় যে, সুতী লিপির "بيت" "বইয়েতান্" শব্দের পরিবর্তে দুর্গবাচক قصرا "কস্‌রা" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। হুসেন সাহার রাজত্বকাল (১৪৯৩ - ১৫১৯ খৃঃ অঃ) পাঠান-রাজত্বের পূর্ত্তকার্য্যের সুবর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। তৎকালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে কূপ, জলাশয়, সেতু, বিদ্যালয়, সমাধিমন্দির, মস্‌জিদ্ ও দরওয়াজা باب প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতা যাদুঘরে, কোন অজ্ঞাত স্থানে প্রাপ্ত হুসেন সাহার আমলের যে তিনখানি প্রস্তর-লিপি রক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে আরবী ভাষায় ৯০৯ হিঃ অব্দে (খৃঃ অঃ ১৫০৩) একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ এবং ৯১৬ হিঃ অব্দে (খৃঃ অঃ ১৫১০) পুষ্করিণী খননের কথা লিখিত আছে। স্বর্গীয় ব্লক্‌ম্যান্ (Blochmann) মহোদয় যথার্থই বলিয়াছেন,— "বাঙ্গলার অপর কোনও নৃপতির রাজত্বকালের এত অধিক প্রত্নলিপি পাওয়া যায় না। প্রাক্ মোগলযুগের মুসলমান নরপতিগণের স্মৃতি জনপ্রবাদ ও স্থানাদির নামে সংরক্ষিত হওয়া বড়ই বিরল, কিন্তু ধার্ম্মিক হুসেন সাহা সুলতানের কীর্ত্তি ব্রহ্মপুত্র হইতে উড়িষ্যা-সীমান্ত পর্য্যন্ত অদ্যাপি ঘোষিত হইয়া থাকে।"

শ্রীলেট, বীরভূম, মাচাইন (ঢাকা), ধামরাই, সোণার গাও, বেহার, পাণ্ডুয়া, মুঙ্গের, গৌড়, মালদহ (৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৫) মান্দারণ (J. A. S. B. New Series Vol XIII p 134), খেড়ুর, বাবরগ্রাম, বালিঘাটা[১] সুতী (Ibid p. 148-149) ও নদীয়া শ্রীনগর (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৩শ ভাগ,২৫৮ পৃঃ, পাদটীকা) প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহে ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নবপ্রকাশিত ইতিহাস গ্রন্থে (বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় ভাগ) হুসেন সাহার রাজত্ব-কালের যে সকল জন-হিতকর অনুষ্ঠানের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন স্থানে অন্যূন ২৫।২৬টি মস্‌জিদ নির্ম্মাণের বিষয় অবগত হওয়া যায়। যে যুগে স্থাপত্য-বিষয়ক এরূপ প্রচেষ্টা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে যুগের স্থপতিগণ যে কারুকার্য্য-পরাঙ্মুখ ছিলেন, এরূপ ধারণার কোনও কারণ দেখি না। খিলান-সন্নদ্ধ এই অনতিবৃহৎ জালিকাটা প্রস্তর-খণ্ডটিই তাৎকালিক শিল্প-রুচির পরিচয় দিতেছে[২]। কয়েক বৎসর গত হইল, জঙ্গীপুরের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট,

---

১। এই ভগ্ন লিপিখানি এক্ষণে বন্ধুবর সৈয়দ আবুল ফজল মহাশয়ের নিকট আছে। ইহার তারিখ ৯২১ হিঃ রবিঅল আউআল।

২। প্রবন্ধ-পাঠের পর প্রত্নতত্ত্ববিৎ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, এরূপ জালি-কাজ মোগল-যুগেই প্রায়শঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে, পাঠান-যুগের মস্‌জিদাদিতে দেখা যায় না। মোগল-যুগে—আরংজীবের রাজত্বকালে সুতীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া স্কন্ধাবার সংস্থাপিত ছিল। সেই সময় বা তাহার পরবর্ত্তী কালে নির্ম্মিত কোনও মস্‌জিদে হয় ত এই জালি-কাটা কষ্টি-প্রস্তরখানি সন্নিবেশিত হইয়া থাকিবে। কালের কুটিল গতিতে

সোদরোপম বন্ধু শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয় আমাকে দহরপাহাড় গ্রামবাসী অন্নদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় নামক কোনও প্রবীণ ভদ্র মহোদয়ের রচিত একখানি হস্তলিখিত পুথি আনিয়া দেন। ইহাতে অনেক স্থানীয় প্রবাদ কবিতাকারে গ্রথিত ছিল। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এখন পরলোকে। তাঁহার সে পুথিখানি এখন কোথায় গিয়াছে, তাঁহার পুত্র তাহা বলিতে পারেন না। আমি গ্রন্থকর্ত্তার টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতিতে স্থানীয় জনপ্রবাদ অবিকৃত আকারে রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া, উহা ভবিষ্যতে প্রয়োজনে আসিতে পারে মনে করিয়া, সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। এই প্রবন্ধে সেগুলি প্রামাণিক ইতিহাস-গ্রন্থাদির পোষকতা অনুযায়ী স্থানে স্থানে সুতীর পুরাবৃত্ত অনুশীলন-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। সে জন্য পরলোকগত পুথি-রচয়িতা ও শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয় উভয়েই আমার ধন্যবাদার্হ।

পূর্ব্বোক্ত হস্তলিখিত পুথির এক অংশে দেখিয়াছিলাম যে, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ সুতীর নিকট ভাগীরথী অতিক্রম করেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কোথা হইতে এ সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, জানি না। এরূপ প্রবাদ আমার নিজ কর্ণগোচর না হইলেও, উহা একবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত মনে করি না। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র Antiquities of Orissa গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, উড়িষ্যার হিন্দু রাজগণের প্রভাব এক সময়ে হুগলীর নিকটস্থ ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণ বড়ই প্রবল হইয়া উঠেন। দ্বিতীয় নরসিংহদেবের তাম্রলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতামহ প্রথম নরসিংহদেব (খৃঃ অঃ ১২৩৮--১২৬৪) শুভ্র গঙ্গা-প্রবাহ, রোদন-পরায়ণা রাঢ়ী ও বারেন্দ্রীয় যবনীগণের নয়নাঞ্জন-বিধৌতকারী অশ্রুজলের সহিত মিশ্রিত করাইয়া, বিস্ময়াপন্না নিস্তরঙ্গা গঙ্গাকে যমুনায় পরিণত করিয়াছিলেন (J. A. S. B. 1896, Copper-plate of Nrisingha Deva, II)।[১]

গঙ্গরাজগণের তাম্রশাসন হইতে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে, তৎপূর্ব্বে অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গদেব (খৃঃ অঃ ১০৭৬-৭৭—১১৪৭-৪৮, শকাব্দা ৯৯৮—১০৬৯) গঙ্গাতটস্থ ভূভাগ হইতে কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ("গঙ্গাতিস্ম করং ভূমে গঙ্গাগৌতমগংগয়োঃ" J. A. S. B. 1895, LXIV Pt. I, P. 138.)। চোড় গঙ্গা মন্দারের রাজাকে গঙ্গাতীরে পরাভূত করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে এ কথারও উল্লেখ আছে (J. A. S. B.—1903.P. 110.)। অনঙ্গভীমের কন্যা চন্দ্রিকা দেবীকর্ত্তৃক ভুবনেশ্বরের বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক শিলালিপি হইতেও জানা যায় যে, চোড় গঙ্গ গোদাবরী হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া-

---

নূতন-পুরাতন সকল মস্‌জিদই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি ধ্বংসাবশেষ ক্রমশঃ স্থানান্তরে নীত হওয়ায় বিশেষজ্ঞের সাহায্য ব্যতীত এরূপ মাল-মস্‌লা চিনিয়া লওয়া সুকঠিন।

১। "রাঢ়াবরেন্দ্রযবনীনয়নাংজনাশ্রুপূরেণ দূরবিনিবেশিতকালিমশ্রীঃ। তদ্বিপ্রলব্ধকরণাদ্ভুতবিস্তরঙ্গা গঙ্গাপি নূনমমুনা যমুনাধুনাভূৎ।"

ছিলেন। ("আগোদান্তাদমরসরিতং যাবদেকো ভুবোভূৎ", Epigraphia Indica, Vol XIII. Pt. IV p 151.)। ৺গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাম্রলিপি প্রভৃতির চর্চ্চা করিতেন বলিয়া শুনি নাই। তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রাম্য ইতিকথা-সংগ্রহে এই অপ্রমাণিত, সম্ভবতঃ জনপ্রবাদমূলক উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু, তাহা সুধীবর্গ বিবেচনা করিবেন। সুতীর strategic অবস্থান হিসাবে এরূপ আক্রমণ সম্ভবপর হইলেও, কোনও উড়িয়া রাজা বঙ্গাভিযানকালে সুতী-তট পর্য্যন্ত বাস্তবিকই অগ্রসর হইয়াছিলেন কি না, তাহার যথাযথ ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করা দুরূহ।

সুতী ও তৎসন্নিকটস্থ দহরপাহাড়, মঙ্গলপুর, অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি গ্রাম, মুর্শিদাবাদ হইতে রাজমহল হইয়া যে সুদীর্ঘ রাজপথ দিল্লী পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার ঠিক পার্শ্বভাগেই অবস্থিত।[১] রাজমহল, সুতী বা আরঙ্গাবাদ হইতে প্রায় ২৮ মাইল হইবে।[২] শুনিতে পাই, পাঠান নরপতি প্রথম সেকেন্দর সাহ নিজ রাজত্বকালে (১৩৫৮ খৃঃ অঃ হইতে ১৩৯০ খৃঃ অঃ মধ্যে) এই সুবিস্তৃত বর্ত্মটি ছায়াতরু-সন্নিবিষ্ট করিয়া নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু কিংবদন্তী ব্যতীত ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। যে সেকেন্দর বিশাল আদিনা মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে অবশ্য এরূপ একটি সুদীর্ঘ রাজপথ নির্ম্মাণ করা কোন ক্রমেই অসম্ভব নহে।

কথিত আছে যে, হুসেন সাহার মাতৃদেবী এই রাজবর্ত্ম দিয়া শিবিকারোহণে গৌড়-গমন-কালে জনৈক ভীবর রাজার অনুচরবর্গ তাঁহাকে "গৌড়-বাদশার মা। একবার নাচন দেখিয়ে যা॥" বলিয়া অপমানিত করে। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় হুসেন সাহার জন্ম সম্বন্ধে তিনটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ ১০২)। ইহার মধ্যে মুর্শিদাবাদ-প্রচলিত একটি মতানুসারে গৌড়েশ্বর হুসেন হিন্দু-রমণীর গর্ভজাত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সম্ভবতঃ সুলতান-জননীর পূর্ব্ব-জীবন উল্লেখেই তাঁহার নৃত্য-কলা-পারদর্শিতা সম্বন্ধে এই বিদ্রূপ-বাক্যগুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। প্রবাদ-মতে হুসেন সাহা এ অপমান সহজে বিস্মৃত হয়েন নাই।

১। বাদশাহ সাহ আলমের আদেশক্রমে মেজর রেনেল এ রাস্তাটি মাপ করিয়াছিলেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫১৯ ক্রোশ (A.S.B. Memoir Vol III, no 3 Itinerary p. 196 & foot note). এই বিখ্যাত রাজবর্ত্ম গঙ্গার দক্ষিণ তীর ধরিয়া পাটনা পর্য্যন্ত গিয়াছে; পাটনা হইতে শোণ নদীর ধারে-ধারে দণ্ডনগর (Dandnagar) পর্য্যন্ত এবং সেখান হইতে নদী পার হইয়া সোজাসুজি (cross country) মোগলসরাই পর্য্যন্ত এবং তথায় গঙ্গা অতিক্রম করিয়া বারাণসী এবং বারাণসী হইতে গঙ্গার উত্তর তীর ধরিয়া এলাহাবাদ পর্য্যন্ত; এলাহাবাদে গঙ্গা অতিক্রম করিয়া 'দোয়াব' ধরিয়া আগ্রা পর্য্যন্ত এবং আগ্রায় যমুনা পার হইয়া অবশেষে দিল্লী আসিয়া পঁহুছিয়াছে।

২। রেণেল সাহেব যে মাপ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, (op. cit. p. 196) তাহাতে অরঙ্গাবাদ হইতে রাজমহলের দূরত্ব ১৬ ক্রোশ অর্থাৎ ৩২ মাইল আন্দাজ হয়।

ক। মুর্শিদাবাদ হইতে দেওয়ানসরাই	৭ ক্রোশ
খ। দেওয়ানসরাই হইতে অরঙ্গাবাদ	১০ ক্রোশ
গ। অরঙ্গাবাদ হতে ফরকাবাদ (ফরকা)	৮ ক্রোশ
ঘ। ফরকা হইতে রাজমহল	৮ ক্রোশ

তাঁহার সৈন্যগণ নাকি তীবর-রাজের দুর্গ ও রাজপুরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া তবে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়াছিল। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও হুসেন সাহ্‌ কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও বিদ্রোহী তিওর বা তীবরজাতীয় জমিদার শাসন হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন (গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪)।১ সুতীর অনতিদূরস্থ -- পুরাতন মঙ্গলপুর-সন্নিহিত জীয়ৎ-কুঁড়েই নাকি সেই তীবর বা রাজবংশী রাজার দুর্গ অবস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়-রচিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের ১৮০ পৃঃ ও ১৯১৭ সালের J. A. S. B. পত্রিকায় (Vol XIII, no 3, P 147) জীয়ৎকুড়ি বা জীবৎকুণ্ড-সংক্রান্ত জনপ্রবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং উপস্থিত এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় জীবৎকুণ্ড পুষ্করিণীর গর্ভস্থিত একটি অর্দ্ধ প্রোথিত দেবীমূর্ত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নিমতিতার সুশিক্ষিত জমিদার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমি যখন জীয়ৎকুড়ি দেখিতে যাই, তখন কেবল প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি দরজার সরদাল মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। উহার গাত্রে বিভিন্ন ফলকে কতকগুলি দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। পল্লী সীমন্তিনীদিগের ভক্তির আতিশয্যে প্রস্তর-নিহিত চিত্রগুলি সিন্দূর-প্রলেপে অস্পষ্ট হইয়া উঠায়, আমরা কোন্‌টি কি মূর্ত্তি, তাহা স্থির করিতে পারি নাই। তবে আকৃতি দেখিয়া মনে হয়, এটি নবগ্রহ-প্রস্তর (architrave) হওয়াও অসম্ভব নহে। সুতী-সান্নিধ্যে হিন্দু-প্রভাবের অপর একটি চিহ্নের কথাও মনে পড়িতেছে। সুতীর পার্শ্ববর্ত্তী বন্দর ছাপঘাটীর মধুসূদন চৌধুরী নামক কোনও মহাজনের পাটের আড়তের প্রাঙ্গণে, খোদিত 'গণ' বা 'যক্ষ'মূর্ত্তিবিশিষ্ট একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। ইহা কোনও প্রস্তরময় চৌকাঠের পার্শ্বদেশ (door jamb), গ্রামের মধ্যে পুষ্করিণী-খননকালে পাওয়া গিয়াছিল। ১৩১৯ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকার কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃঃ ৫৬৩) বাণনগর হইতে সংগৃহীত পাথরের চৌকাঠের চিত্রের সহিত এই প্রস্তর-খণ্ডের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। সুতী অঞ্চল মুসলমান-প্রধান বলিয়া এই সকল প্রাচীন হিন্দু স্মৃতি-চিহ্নের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন।২ শুনিতে পাই, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (সম্ভবতঃ ১৫১৬ খৃঃ অব্দে), রূপ গোস্বামী সংসার ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে, চৈতন্যদেব রামকেলি নামক আধুনিক বৈষ্ণব তীর্থস্থানে গমনকালে সুতীতে গঙ্গাস্নান করিয়াছিলেন। চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়ে রামকেলি গমনপ্রসঙ্গে দেখিতে পাই,—

১। শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল ওয়ালী মহোদয় J. A. S. B. পত্রিকায় জনৈক তীবর রাজা সম্বন্ধীয় অপর একটি জন-প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার সহিত দেবগ্রামের দেবল রাজা সংক্রান্ত প্রবাদেরই সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

২। খৃঃ ১৮৪৮ সালের আদমসুমারীতে হিন্দু জনসংখ্যা ৬১৬৩ এবং মুসলমান অধিবাসিগণের মোট সংখ্যা ২৮, ৪৯৯ জন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। (Major Tull Walsh প্রণীত মুর্শিদাবাদের ইংরাজী ইতিহাস দ্রষ্টব্য)।

"হেন মতে প্রভু সর্ব্ব জীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্ত-গোষ্ঠী লৈয়া॥
গঙ্গাতীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান পানে গঙ্গার পুরিল মনোরথ॥"

—(শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্পাদিত, ২য় সংস্করণ)

চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর তিন দিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ এবং প্রভু নিত্যানন্দের শিক্ষা-মত কয়েক জন গোপ-বালক তাঁহাকে উল্টা পথ দেখাইয়া দিলে, গঙ্গাতীরস্থ সেই পথ অবলম্বন করিয়া নদীয়াভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা বেশ মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গা-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল পবিত্র তীর্থরূপে বিবেচিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ৺গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুথিতে শ্রীচৈতন্যের সুতীতীর্থে স্নানাদিবিষয়ক কিংবদন্তীর উল্লেখ আছে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত দুইখানি সুবিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থে ও গোবিন্দ দাসের কড়চা প্রভৃতিতে এ কথার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। জঙ্গীপুরবাসী বৈষ্ণবমতাবলম্বী কোনও ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, বৈষ্ণব-দিগের "ছয় ঘাট তীর্থ" সুতীর বন্দর ছাপঘাটিরই নামান্তর মাত্র। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সাহায্যে আমি যে কয়খানি বৈষ্ণব গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাহার কোথাও "ছয় ঘাট" তীর্থের নাম-গন্ধ নাই। ছাপঘাটির নাম-করণ সম্বন্ধে অন্য যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাই অধিক সমীচীন-বোধে এ স্থলে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিতেছি। মুসলমান-রাজত্বকালে "ছাপঘাটি" নাকি শুল্ক আদায়ের স্থান ছিল এবং সমরনীতি হিসাবে বন্দরটির সুবিধাজনক অবস্থান হেতু ইহা অনেক সময় "নওয়ারার আড্ডা"রূপে ব্যবহৃত হইত। শুল্ক আদায়ের ছাপযুক্ত রসিদ বা ছাড়পত্র দেওয়া হইত বলিয়াই সম্ভবতঃ ছাপঘাটি নাম সাধারণ্যে প্রচার হইয়া থাকিবে। সুতীর নিকটেই মোঙ্গলপুর বা পুরাতন মঙ্গলপুর। প্রবাদ এই যে, আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে মোগল সেনাপতি মুনিম (মুনাইম ?) খাঁ রাজমহলের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া পুরাতন মোঙ্গলপুরে বাজার সংস্থাপিত করেন। ৺গাঙ্গুলী মহাশয়কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রবাদগুলির মধ্যে এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিয়াছিলাম। মোগল বা মোঙ্গলগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই গ্রামটির নাম নাকি 'মোঙ্গলপুর' হইয়াছিল। মঙ্গলপুরের নামোৎপত্তি কোনও eponymous রাজা মঙ্গল সেনের নামানুসারে হইয়াছিল, এরূপ কিংবদন্তীও শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ইহার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। ষ্টুয়ার্ট (Stewart) রাজমহলের যুদ্ধের কথা কিছুই লেখেন নাই। তাঁহার ইতিহাসে দেখিতে পাই, মুনিম খাঁ পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া ১৫৭৫ খৃঃ অব্দে (হিঃ ৯৮০) টাঁড়া বা তাঁড়া[১] হইতে গৌড় নগরে গমন করেন

১। তাঁড়া নগরী বহু দিন হইল লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা কোথায় অবস্থিত ছিল, তাহা লইয়াই এখন মত-ভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, তাঁড়া এখন নদীগর্ভে। মঁসিয়ে J. Bernoulli প্রণীত, ১৭৮৬ খৃঃ অব্দে বার্লিন নগরে প্রকাশিত Description de L'Inde নামক গ্রন্থের memoire sur le carte de L'Inde

এবং বর্ষাকালের নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও গৌড়ে রাজধানী পুনঃ সংস্থাপনোদ্দেশ্যে রাজ-কর্ম্মচারী ও সৈন্য-সামন্তদিগকে টাঁড়া হইতে গৌড়ে যাইতে আদেশ করেন (Stewart's Bengal, Sec. 5 p. 186—187. Ed. Bangabasi)। ভিন্সেণ্ট স্মিথ মহোদয় নব-প্রকাশিত "আকবর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মুনিম খাঁ টাঁড়ায় ফিরিয়া আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

মোগল-সেনাপতির আদেশমত "বাজার" প্রতিষ্ঠাবিষয়ক এই প্রবাদটি সত্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, বোধ হয়, গৌড় গমনের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ উড়িষ্যার বিদ্রোহী পাঠানদিগকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া, সুতী হইয়া টাঁড়া যাইবার সময় মোঙ্গলপুর সংস্থাপিত হইয়া থাকিবে। ইহার পরবর্ত্তী কালে—প্রবাদমতে বাদসাহ আরংজীবের রাজত্ব-সময়ে পুরাতন মোঙ্গলপুর পরিত্যক্ত হইয়া নূতন মোঙ্গলপুর প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজস্ব-বিষয়ক কাগজ-পত্রাদি হইতে অবগত হওয়া যায়, মঙ্গলপুর সরকার উদুম্বর, চাকলা একব্বর নগরের অন্তর্গত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের প্রণীত আরংজীবের রাজত্ব-কালের ইংরাজী ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে ৮ই জুন তারিখে মোগল-সেনাপতি মিরজুমলা যখন সুতী স্কন্ধাবারে অবস্থিতি করিতেছিলেন, রাজকুমার মহম্মদ তখন দোগাছি শিবির হইতে পলায়ন করিয়া, পিতৃব্য সুজার কন্যা, নিজ বাগ্‌দত্তা পত্নী গুলরুখ বেগম (Princess Rosycheek)এর পাণিগ্রহণ করেন (Prof. J.N. Sarkar's Aurangzebe, Vol II p. 261)। ইহার পর সুজার লঘু সৈন্যদল ও নওয়ারার আক্রমণ-ফলে সুতী হইতে সম্রাটের সৈন্যদিগকে অপসৃত করিতে হয়। মিরজুম্‌লা সুতীর নিকট গঙ্গা পার হইয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে টাঁড়া অভিমুখে গমন করিবার যে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেই অবগত হওয়া যায়। (op. cit. Vol II p. 272)। পরে জঙ্গীপুরস্থ বালিঘাটার নিকটও যে সম্রাট্‌-শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল, উক্ত ইতিহাস-গ্রন্থে তাহারও উল্লেখ আছে (op. cit. vol II p. 265)। ইহার পর মিরজুম্‌লা পুনরায় সুতী আগমন করেন এবং সুতা-সন্নিকটস্থ চিলামারির নিকট সুজার সৈন্যদলের সহিত (২৮শে

আখ্যাবিশিষ্ট তৃতীয় খণ্ডের ৫৮ পৃঃ হইতে টাঁড়ার নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইল। টাঁড়া নগর (Chawaspur Tanda) ১৫৪০ খৃঃ অব্দের সন্নিকটে সেরসাহের রাজত্বকালে অল্প দিনের জন্য বাঙ্গালার রাজধানী হইয়াছিল (a e'te' la capitale du Bengale pendant un court espace de temp sous le regne de Scher Schah vers l'an 1540). ইহা যে জেলা বা বিভাগের অন্তর্গত ছিল, সেই বিভাগের নামানুসারেই বোধ হয়, ইহার নামকরণ হইয়া থাকিবে। খৃঃ ১৫৮০ অব্দে আকবরের রাজত্বকালে টাঁড়া বাঙ্গলার রাজধানীরূপে সুপ্রতিষ্ঠ হয়। গৌড় এখন যে স্থানে বিদ্যমান, তাহার সন্নিকটেই রাজমহল যাইবার পথের উপর টাঁড়া নগর অবস্থিত ছিল। Bernoulli লিখিয়াছেন, "দুর্গ-প্রাকার ব্যতীত টাঁড়ার খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট আছে। (Il ne reste que tres peu de cette place, excepte la rempart) পাঠক স্মরণ রাখিবেন, ইহা ১৭৮৬ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বের কথা। কোন্ সময়ে টাঁড়া পরিত্যক্ত হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে আরংজীব যখন বাঙ্গলা দেশ নিজ আয়ত্তাধীনে আনয়ন করেন, তখনও টাঁড়া বাঙ্গলার রাজধানী।

ডিসেম্বর তারিখে) তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রাজমহল হইতে মোগল-বাহিনী যে স্থতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের গ্রন্থে একাধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে। এই প্রায় বৎসরেকব্যাপী যুদ্ধের মধ্যে বা তৎপরবর্ত্তী কালে স্থতী-পার্শ্বস্থ অরঙ্গাবাদ গ্রাম স্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে।

অরঙ্গাবাদ পূর্ব্বদেশান্তর ৮৮°২´ ও উত্তর অক্ষাংশ ২৪°২৭´ মিনিটে অবস্থিত। এরূপ একটি নূতন গ্রাম সংস্থাপনের কথা রাজ-ঐতিহাসিকগণ যে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন, ইহা অবশ্য ভরসা করা যায় না। এই সময়ে প্রেমসিংহ হাজারী নামক জনৈক ক্ষত্রিয় সেনানায়কের এই অঞ্চলে বস-বাস করার কথা গাঙ্গুলী মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ-সংবলিত হস্তলিখিত কবিতা-পুস্তকে দেখিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয়। ইতিহাসে প্রেমসিংহের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং এ সম্বন্ধে অপর কোন কিংবদন্তীও অবগত হইতে পারি নাই। প্রেমসিংহের বংশধর অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন মহাশয়ের সৌজন্যে নিম্নে ইহাঁদের একটি বংশলতিকা প্রদত্ত হইল ;—

প্রেমসিংহ হাজারি
|
শ্রীরাম সিংহ
|
মনসারাম সিংহ
|
হরভঞ্জন সিংহ
|
জগমোহন সিংহ
|
বেণীমাধব সিংহ (ইনি জীবিত রহিয়াছেন)

প্রেমসিংহ হইতে বেণীমাধব পর্য্যন্ত পাঁচ পুরুষের ব্যবধান মাত্র। এক এক পুরুষ গড়ে ৪০।৫০ বৎসর করিয়া ধরিলে ছয় পুরুষে প্রায় আড়াই তিন শত বৎসরের হিসাব পাওয়া যায়। মোটামুটি ২৫০ বৎসর ধরিয়া লইয়া বর্ত্তমান সন ১৯১৮ খৃঃ অঃ হইতে বাদ দিলে ১৬৬০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত পৌঁছে। আরংজীবের রাজত্ব-কাল (১৬৫৮—১৭০৭) ; স্থতরাং বাদসাহ আলমগীরের রাজত্ব-কালে প্রেমসিংহ হাজারীর স্থতী আগমন অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ওয়ালস্ সাহেব ঔরঙ্গাবাদের পূর্ব্ব-গৌরবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ("Aurangabad···was at one time a town of some importance")। নূতন মঙ্গল-পুর সংস্থাপন-কালে তথায় একটি স্থন্দর স্নানাগার নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে গ্রাম-পার্শ্বস্থ পরিখাও সংস্কৃত হয়। একটি বৃহৎ "বাউলি" বা ইঁদারা এবং একটি সরাইও এই সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। "বাউলি" এখনও রহিয়াছে, কিন্তু সরাইয়ের আর কোন চিহ্নই দেখা যায় না। প্রামাণিক গ্রন্থে এই সরাইয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই এবং গ্রাম-বৃদ্ধগণ এখনও স্থানটিকে পুরাতন সরাই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। James Rennell'এর সম-

সাময়িক ভৌগোলিক ও ইতিহাসবেত্তা মঁসিয়ে J. Bernoulli প্রণীত, পূর্ব্বোল্লিখিত Description historique et Géographique de L'Inde" গ্রন্থে দেখিতে পাই[১] (Tome I p. 450) যে, অরঙ্গাবাদের সরাই মোহানা সুতী হইতে মাত্র ১½ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।[২] (Sohana Soti est une ville située sur la rive citérieure du petit Gange à 1½ de l'hotellerie d'aurengabad। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এই hotellerie বা সরাইয়ের অন্তত কিয়দংশ যে বিদ্যমান ছিল, এ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। পুরাতন সরাইয়ের নিকটেই ইমামবাড়ার নামক স্থান। ইহা এখন গ্রাম-সীমানারই অন্তর্গত। শুনিতে পাই, এই স্থানে বহুবিধ পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বিপণিশ্রেণী ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মাধিকরণ অবস্থিত ছিল। কাজিপাড়া স্থানে নাকি মুসলমান বিচারকগণ বাস করিতেন এবং জল্লাদপুর শুনিতে পাই, জল্লাদদিগের বাসস্থানের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল। আমি জঙ্গীপুর অবস্থানকালে সুতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মহাশয়ের নিকট কয়েকখানি মিনা-করা (enamelled) ইষ্টক প্রাপ্ত হই ; তাহার একখানি সাহিত্য-পরিষৎ সংগ্রহশালায় রক্ষিত হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম, এগুলি সেই স্নানাগারের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত। স্থানীয় মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিকট এই স্নানাগারের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।[৩] বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নীলকান্ত সেন স্নানাগার খনন-কালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"Babu R—S—of Aurangabad utilised a few (of the enamelled bricks) in repairing an old brick wall. They were excavated out of the walls of the Bath which stood near Aurangabad M. E. School : remains can still be seen." এরূপ একটি সুন্দর প্রাচীন কীর্ত্তি গ্রামবাসিগণের অযত্নে নষ্ট হইয়া যাওয়া বড়ই দুঃখের কারণ, সন্দেহ নাই। একবার এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করায় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে আরও কয়েক টুকরা সুন্দর মিনা-করা ইষ্টক প্রাপ্ত হই। ইহার মধ্যে একটির পার্শ্ব-

---

১। M. Bernoulliর পুস্তকখানি Father Tieffen-thaler, M. Perron ও Major Rennelএর গ্রন্থাদি অবলম্বনে লিখিত। জৈন দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচয়িতা শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের সৌজন্যে আমার Bernoulliর মূল্যবান্ গ্রন্থখানি দেখিবার সুযোগ ঘটে।

২। Rennel সাহেবের বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্টই দেখা যায়, মুর্শিদাবাদ হইতে দিল্লীর পথে অরঙ্গাবাদই দ্বিতীয় Stage বা মঞ্জিল। সতের ক্রোশ রাস্তা অতিক্রমের পর পথিশ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী ও সার্থবাহ প্রভৃতির জন্য এরূপ স্থানে 'সরাই' বা বিশ্রাম-ভবন নির্ম্মিত হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক বলিয়াই অনুমিত হয়।

৩। শুধু সুতী বলিয়া নহে, অন্যত্রও মুসলমান হর্ম্ম্যাদির ধ্বংসাবশেষমধ্যে এরূপ স্নানাগার দৃষ্ট হইয়া থাকে। যশোহর মির্জ্জা নগরে "নবাব বাড়ী" নামক প্রাসাদের সান্নিধ্যে "ইমারতী কার্য্য-খচিত" একটি চৌবাচ্চা বা স্নানাগার থাকার কথা অবগত হওয়া যায়। Westland সাহেব যশোহর বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"In front of this, and within the courtyard is a large masonry reservoir, which is said to have been a bath" (শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার বি এ মহাশয়ের লিখিত "মির্জ্জানগরের ধ্বংসাবশেষ"—আর্য্যাবর্ত্ত,

দেশে নাগরী "আ" অক্ষর লিখিত ছিল। ইহা স্থপতির সাঙ্কেতিক চিহ্ন (mason's mark) বলিয়াই অনুমিত হয়। ইষ্টকখণ্ডটি বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গগত রেভারেণ্ড ই, এম্ হুইলার (Revd. E M. Wheeler) মহোদয়ের নিকট তৎপ্রস্তাবিত বহরমপুর কলেজ-সংশ্লিষ্ট সংগ্রহশালার জন্য প্রেরিত হয়। পরে ইহার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নাগরী সাঙ্কেতিক চিহ্ন দৃষ্টে মনে হয় যে, যে সৌধ-গাত্রে ইষ্টকখণ্ডটি সংলগ্ন ছিল, সেটি কোনও হিন্দু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির না হউক, অন্ততঃ স্নানাগার-নির্ম্মাতা শিল্পীটি হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

স্থতীর সহিত "মর্ত্তুজা হিন্দ" বা বিখ্যাত পদরচয়িতা ও সাধক সৈয়দ মর্ত্তুজার স্মৃতি বিশেষ-ভাবে সংশ্লিষ্ট। গঙ্গাতীরে সতী দহের নিকট তাঁহার আস্তানা অবস্থিত ছিল। এই স্থানেই তিনি ও তাঁহার ভৈরবী, ব্রাহ্মণ-কন্যা আনন্দময়ী, সমাহিত হইয়াছিলেন। পাশাপাশি অবস্থিত গোর দুইটি এখন নদী-গর্ভে স্থান পাইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখা, ৩য় পল্লব হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৺রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় "মুসলমান বৈষ্ণব কবি" নামক পুস্তিকায় (১৩০২ বঙ্গাব্দের সংস্করণে) পূর্ব্বোক্ত পদটি ব্যতীত আরও দুইটি পদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় তাঁহার "সৈয়দ মর্ত্তুজা" নামক গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ২০টি পদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে চট্টগ্রামে প্রাপ্ত পদ কয়টি মর্ত্তুজা হিন্দের রচিত কি না, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, অনেকের মতে মর্ত্তুজাই প্রাচীন মুসলমান কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানীয়। শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রবাদ-মতে মর্ত্তুজা জঙ্গীপুর বালিঘাটায়[১] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃঃ ৩১১)। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ হোসেন কাদেরী। নিখিলবাবু, মর্ত্তুজার জন্ম খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু একটি কারণে ইহাতে সন্দেহ উপস্থিত হয়। রিয়াজুস্ সালাতিন্ গ্রন্থে স্থতীতে শা মর্ত্তুজা হিন্দের সমাধির উল্লেখ আছে। (P. 311 l. 17 Ed. Bibliothica Indica.) مزار شاه مرتضي هندي سمت ১৭৪০ খৃঃ অব্দে গিরিয়ার যুদ্ধের সময় মহবৎ জঙ্গ আলীবর্দ্দীর সৈন্যদল মর্ত্তুজা হিন্দের সমাধি-স্থান বলিয়া খ্যাত স্থতী মোহনার নিকটবর্ত্তী আওরঙ্গাবাদ হইতে বালকাটা (জঙ্গীপুরের অন্তর্গত বালিঘাটার) ময়দান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং ১৭৪০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই যে সৈয়দ মর্ত্তুজা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার দুই বৎসর পরে ১৭৪২ খৃঃ অব্দে মর্ত্তুজার জামাতা—তাঁহার পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা আসিয়া, বিবির স্বামী সৈয়দ কাসেম বালিঘাটার

১। বালিঘাটা এক্ষণে জঙ্গীপুর রঘুনাথগঞ্জের উপকণ্ঠস্থ সামান্য পল্লীমাত্র। এই স্থানে খান-ই-মজলিস্ উলুগ্ সরফরাজ খাঁ কর্ত্তৃক (খৃঃ অঃ ১৪৪৩) হিঃ ৮৪৭ অব্দে মসজিদ প্রতিষ্ঠাবিষয়ক একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদের ইহাই বোধ হয়, মুসলমানযুগের প্রাচীনতম শিলালিপি J. A. S. B. (n. s.) vol

বর্ত্তমান মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন।[১] পাঁচ ছয় বৎসর হইল, মর্ত্তুজার দৌহিত্রবংশের আবাস-বাটীর সন্নিকটে পথিপার্শ্বস্থ সমাধি হইতে বিচ্যুত একখণ্ড শিলা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই শিলাফলকে "বিশমল্লাহ্ রহমানে রহিম, লা এলাহা এল্লাল্লা মহম্মদ রসুলাল্লাহ—খোদা এক মহম্মদ রসুলাল্লাহ বর-হক সাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী[২] সনাআলিফ ই সতা আরবাউন ১০৪৬ হিঃ"। (পরিশিষ্ট 'খ' দ্রষ্টব্য)। লিপির শেষ পংক্তিতে 'য়াকেবৎ বাখায়ের বাদ' অর্থাৎ মৃতের পরলোকে যেন শুভ পরিণাম ঘটে, এইরূপ লিখা আছে। তারিখের অংশটির ভালরূপ ছাপ না উঠায় ১০৪০ হিঃ (খৃঃ অঃ ১৬৩০-৩১) এরূপ পাঠও প্রস্তাবিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে নূতন ছাপ আনাইয়া খাঁ সাহেব আবদুল মুকতাদির মহাশয়ের যত্নে ১১৪৬ হিঃ, খৃঃ অব্দ ১৬৩৬ এই পাঠ স্থিরীকৃত হইয়াছে। লিপিলিখিত বৎসরেই সাহ সাহেব দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সৈয়দ হোসেন কাদেরী ও শাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। মর্ত্তুজার জন্ম খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধরিলে তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে (পূর্ব্বোল্লিখিত দুই বিভিন্ন পাঠ মতে)—তাঁহার বয়স ৮০ বা ৮৬ হইয়া পড়ে। দীর্ঘজীবী লোকের বয়স্থ পুত্র রাখিয়া পরলোক-গমন বিরল নহে; কিন্তু মৃত্যুকালে ৮০-৮৬ বৎসরের পুত্র বিদ্যমান থাকা সাধারণতঃ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং মর্ত্তুজা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ-পাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই অনুমানই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। নদীর ভাঙ্গনে মর্ত্তুজানন্দের সমাধি-বিলোপের সহিত আস্তানা-সন্নিধানে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক মেলাও লুপ্ত হইয়াছে। এখন আর সুতীতে সেরূপ ফকিরাদির সমাগম দেখা যায় না।

বোধ হয়, সৈয়দ মর্ত্তুজার জীবিতাবস্থাতেই ফরাসী পর্য্যটক তাভার্ণিয়ে ১৬৬৬ খৃঃ অঃ ৬ই জানুয়ারি তারিখে লিখিয়াছিলেন যে, সুতী (Soutiqne) নগরের নিকট চড়া পড়িয়া জল অত্যন্ত অগভীর হওয়ায় বার্ণিয়ে (Bernier)কে রাজমহল হইতে কাশীমবাজার স্থলপথেই আসিতে হইয়াছিল।[৩]

১। সৈয়দ কাসেমের বর্ত্তমান বংশধরগণের মধ্যে জঙ্গীপুর লোকাল বোর্ডের মেম্বর শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবুল ফজলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২। শাহ হোসেনী গোলাম কাদেরী সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। সুফী মতবাদের শাখাবিশেষের সংস্থাপয়িতা সুবিখ্যাত 'সুফী' সেখ আব্দুল কাদের গিলানীর নামানুসারে তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্যগণ আপনাদিগকে "কাদেরী" বা "আল্‌কাদেরী" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ("The order of dervishes called after him the quadiris acknowledge him as founder". Beal's Oriental Biography p, 5.) আব্দুল কাদের গিলানী সাহেব খৃঃ একাদশ শতাব্দীতে, খৃঃ অঃ ১০৭৮—১১৬৬ মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

৩। "On the 6th having arrived at a great town called Donapur at 6 cross from Rajmahal, I left M. Bernier, who went to Ka'simbazar & thence to Hughli by land because when the river is low one is unable to pass on account of a great bank of sand which is before a town called Soutique (Sooty or Suti)*—Bernier's Travels in India. McMillian Ed. 1889 Vol 1 p. 125—26.

এই ঘটনার প্রায় ১২০ বৎসর পরে প্রকাশিত মশিয়ে Bernoulli প্রণীত গ্রন্থেও দেখিতে পাই যে, ভাগীরথী বা ছোট গঙ্গা বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে শুকাইয়া যায়; কেবল সুতী মোহনায় কয়েক স্থানে বদ্ধ জল মাত্র পড়িয়া থাকে (Hors la saison des pluies il est à sec, si ci n'est qu'il laisse quelques eaux stagnantes près de mohana Soti)। চড়া পড়িয়া নদীর মুখ বন্ধ হইয়া যায় বলিয়া তখন আর এ পথ দিয়া বড় গঙ্গায় প্রবেশ করা যায় না। (বোধ-সৌকর্য্যার্থ Bernoulli র গ্রন্থে প্রদত্ত সুতী মোহনার মানচিত্রের একখানি প্রতিলিপি এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল।) মানচিত্রের 'aqua stagnans' বা 'বদ্ধ জল' চলিত কথায় এ অঞ্চলে "ডামশ" বলিয়া পরিচিত। এই ডামশের ধারেই সৈয়দ মর্ত্তজার দর্গাহ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। শুনিতে পাই, ডামশের দর্গাহ-সন্নিহিত অংশটি "সতীদহ" নামে অভিহিত হইত। বন্ধুবর নীলকান্ত সেন মহাশয় ছাপঘাটির পার্শ্ববর্ত্তী গোপালগঞ্জ গ্রামের হাজী তুর্ব্বাজ নামক কোনও বৃদ্ধের নিকট অবগত হইয়াছিলেন যে, বাল্য-কালে এই ব্যক্তি 'ডামশ'-তটেই মর্ত্তজানন্দ-আশ্রম অবস্থিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন। তখন মর্ত্তজার কোনও চেলা দরগাহের গদীতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ইহার পর খৃঃ ১৭৪০ অব্দে সরফরাজ ও আলীবর্দ্দীর সংগ্রাম পর্য্যন্ত ইতিহাসে সুতীর বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। আলীবর্দ্দী খাঁ রাজমহল হইতে ফরাক্কায় ও পরে তথা হইতে সুতী ও বালিকাটা বা বালিঘাটা পর্য্যন্ত নিজ সৈন্য সন্নিবেশিত করেন এবং সরফরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি—জনপ্রবাদে "জিন্দাপীর" বলিয়া খ্যাত মহম্মদ গাউস খাঁ শত্রুপক্ষের শিবির-সংস্থাপনের কথা অবগত হইয়া সুতী পর্য্যন্ত ধাবিত হয়েন (নিখিলবাবুর মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ৫৯৩—৫৯৪ পৃঃ)। সুতরাং সুতীতে এ উপলক্ষ্যে অল্প-বিস্তর skirmish বা খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। ইহার পর আলীবর্দ্দীর শাসনকালে (সম্ভবতঃ খৃঃ অঃ ১৭৪১-৪২ হইতে ১৭৪৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে) বর্গীর উৎপাতে সুতীর লোক বিপর্য্যস্ত হইয়া

Rennel সাহেবের Itinerary হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কাসিমবাজার হইতে সুতী পর্য্যন্ত 'ডাঙ্গা' রাস্তা পশ্চিম পথ (western road) নামে অভিহিত হইত। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ৩৮ মাইল।

	মাইল	ফারলং
কাসিমবাজার হইতে মুরাদবাগ—	৬	৩
মুরাদবাগ হইতে গয়সাবাদ—	৬	৬
গয়সাবাদ হইতে বেলিয়া—	৫	১
বেলিয়া হইতে মহম্মদপুর—	৪	১
মহম্মদপুর হইতে বালিঘাটা—	৭	"
বালিঘাটা হইতে সুতী—	৮	৫

(Memoirs A. S. B. Vol III. No 3 The Journal of Major James Rennel edt. H. D La Touche p. 105)

স্থানে স্থানে গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত মহারাষ্ট্রপুরাণে সুতী এলাকায় বর্গীর অত্যাচারের কোনও বর্ণনা না থাকিলেও, ৺গাঙ্গুলী মহাশয়ের হস্ত-লিখিত পুথিতে ইহার উল্লেখ দেখিয়াছি এবং মুখর জনপ্রবাদ এখনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

ইহার পর মিরকাশিমের নিজামতীর সময় (১৭৬৩ খৃঃ অঃ) পুনরায় এ অঞ্চলে গোল-যোগ উপস্থিত হয়। ইংরাজদিগের সহিত কাটোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মিরকাশিম হটিয়া আসিয়া, সুতী-সান্নিধ্যে আলমপুর ও রায়াঁপুর নামক দুইটি গ্রামের মধ্যস্থিত আট মাইল বিস্তৃত ভূখণ্ডে সৈন্য ও কামানাদি সংস্থাপিত করেন। ৺গাঙ্গুলী মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন যে, গ্রামদ্বয়ের নামকরণ নাকি নবাব সরফরাজ খাঁর বিশ্বাসঘাতক দেওয়ান রায় রায়াঁ আলমচাঁদের নামানুসারে হইয়াছিল। রায়াঁপুর সুতী থানার এলাকায় নিমতিতা ও আরঙ্গাবাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে—গঙ্গাতীরে অবস্থিত।[১] ইংরাজ-সৈন্য জঙ্গীপুরের অদূরবর্ত্তী বংশ বা বাঁশলোই নামক ক্ষুদ্র-কায়া স্রোতস্বিনী অতিক্রম করিয়া নবাববাহিনী আক্রমণ করে। সুতীর নিকটবর্ত্তী কুণ্ডলিয়া গ্রামে নবাবের আর এক দল সৈন্য অবস্থিত ছিল এবং সুলতানপুর নামক অপর একটি গ্রামে কামানাদি রক্ষিত হয় (গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুথি)। শুনিয়াছি, কিছু কাল পূর্ব্বেও কুণ্ডলিয়ার ভূগর্ভ হইতে কামানের গোলা প্রভৃতি পাওয়া যাইত। সাদেক আলী নামক মীর. কাশিমের কোনও রণকৌশলী সেনানায়ক পরিখা প্রভৃতি খনন করিয়া কামানগুলি সুকৌশলে বিন্যস্ত করেন; এই পরিখা অদ্যাপি সাদেক আলির "নালা" বা "দাঁড়া" নামে অভিহিত হইয়া থাকে (গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুথি)। সুলতানপুর-সান্নিধ্যেই যুদ্ধের বেগ প্রখরতর হইয়া-ছিল বলিয়া শুনা যায়। সুলেখক ৺পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় Masnud of Murshidabad গ্রন্থে কাটোয়া হইতে হটিয়া আসার পর জয়-পরাজয় নির্দ্ধারক শেষ যুদ্ধের জন্য—প্রাকৃতিক ও মানবীয় কৌশলে সুরক্ষিত সুতীতেই মীরকাশিম কর্ত্তৃক নিজ সৈন্যদল একত্রিত করার কথা উল্লেখ করিয়া-ছেন। গিরিয়া হইতে সামান্য দূরে অবস্থিত এই যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখ-ভাগ যে রীতিমত গড়বন্দী করা ছিল, তাহা উক্ত গ্রন্থ হইতেই স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। ৺মজুমদার মহাশয়ের মতে ঘটনার কাল ১৭৬৩ খৃঃ অঃ, আগষ্ট মাস—ফল ইংরাজদিগের পরাজয়।[২] ইংরাজী ভাষায় মুর্শিদাবাদের অন্যতম ইতিহাস-লেখক Major Tull Walsh সুতী-যুদ্ধের সময় ও ফলাফল

১। কথিত আছে যে, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি নরহরিদাস খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জঙ্গীপুর মহকুমার রেঁয়াপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাঁয়াপুর ও রেঁয়াপুর এক ভিন্ন গ্রাম নহে। জঙ্গীপুরের সবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত কৈলাসপতি ঘোষ মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি, পানিশালা গ্রামের সন্নিহিত এই রেঁয়াপুর লালগোলা থানার অন্তর্গত।

২। "After his reverse at Catwa Mir Coshim resolved to fight his decisive battle—caused his army to assemble at Suti. The position was strong naturally and artificially. The whole fort was covered by entrenchments. The village of Giria lay about a mile from the scene of action. Here the English were defeated in August 1763.

অন্যরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যুদ্ধ হইয়াছিল জুলাই মাসে। ইংরাজেরা নবাবের কামান ও রসদাদি কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং এই উপলক্ষে ১৫০ নৌকা চাউলও তাঁহাদিগের হস্তগত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাঙ্গলার ইতিহাস—নবাবী আমলে" ১লা আগষ্ট তারিখে যুদ্ধ হওয়ার কথা লিখিত আছে (পৃঃ ৪১৯)। পূর্ণবাবু ও কালীপ্রসন্নবাবু উভয়েই মূল পারসীক গ্রন্থাদি ভালরূপই আলোচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং এ সম্বন্ধে ইহাঁদিগের মতেই আস্থা স্থাপন করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা হয়। ইংরাজ-সৈন্য যে ক্ষুদ্র বাঁশলোই নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া পরপারে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যুদ্ধকালে ইহারা যে অনেকেই নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহাও "নবাবী আমল" গ্রন্থে বর্ণিত আছে। উক্ত পুস্তকে এই সুতী-যুদ্ধ প্রসঙ্গে "সুতীর গড়বন্দী স্থানের"ও উল্লেখ দেখা যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সেনানায়ক সাদেক আলার রণদক্ষতার কথা লিপিবদ্ধ না করিলেও এতদ্বিষয়ক জনপ্রবাদ নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। সুতীর যুদ্ধের প্রথম ভাগে ইংরাজেরা যে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সংশয় নাই। জয়োদ্ধত মুসলমান সৈন্য সম্ভবতঃ পরিখাদি পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসলে পর, বিজয়-লক্ষ্মী বৃটিশ-বাহিনীর ক্রোড়স্থ হইয়া থাকিবেন। রসদাদি ও অস্ত্র-শস্ত্র সম্ভবতঃ এই সময়েই ইংরাজদিগের করতলগত হইয়াছিল। ইহার পর মুর্শিদাবাদের cock-pit সুতীর রণপ্রাঙ্গণে ইতিহাসের কোনও নূতন অঙ্ক অভিনীত হয় নাই। ১৮৫৪-৫৫ অব্দে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সুতী এলাকার লোকেরা বড়ই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে মুর্শিদাবাদে, ভাগীরথীর দক্ষিণ ধারে সামরিক আইন (martial law) জারী করা হয়। (Buckland's Bengal under Lieutenant Governors, vol. I, p. 171)। তখন মহকুমা ছিল অরঙ্গাবাদে—আর হাকিম ছিলেন, পরবর্ত্তী কালের ছোট লাট সার্ এস্‌লি ইডেন (Sir Ashley Eden)। ইডেন সাহেব সাঁওতাল-বিদ্রোহের সময়—Special Commissioner এর সহকারিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ইডেন সাহেবের চেষ্টাতেই মহকুমা অরঙ্গাবাদ হইতে জঙ্গীপুরে উঠিয়া আসে। বিদ্যোৎসাহী ইডেন সাহেব অরঙ্গাবাদে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু স্থানীয় কুঠিয়ালগণের নাকি তাহাতে মত না থাকায়, সে অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। মুর্শিদাবাদ জেলায় বেসরকারী ইংরাজগণের অপর কোথাও বিদ্যালয় সংস্থাপন সম্বন্ধে আপত্তির কথা শুনা যায় না; সুতরাং মহকুমা স্থানান্তরিত হওয়াই এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার মুখ্য কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

শুনিতে পাই, সুতীর নিকট "ইংলিশ" নামক স্থান পূর্ব্বে অরণ্য-সঙ্কুল থাকায় হিংস্র ব্যাঘ্রাদির আবাসরূপে পরিগণিত হইত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে ফৌজের অবসরপ্রাপ্ত নায়েক, সুবাদার প্রভৃতি সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে নাকি তথায় কয়েক সহস্র বিঘা জমি, বোধ হয় অস্থায়ী ভাবে নিষ্কর দিয়া, এই গ্রামটি পত্তন করান হইয়াছিল। ইংরাজরাজকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গ্রামের নাম "ইংলিশ" হইয়া থাকিবে। এই নামে অপর একটি গ্রাম করজা থানায়

এলাকাতেও অবস্থিত ছিল। তথায় রাজমহলস্থ বিদ্রোহী সাঁওতালদিগের সমাগম ঘটিয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। আনন্দচন্দ্র গাঙ্গুলী নামক জনৈক মোক্তার, সুতী থানার ইংলিশ গ্রামে সাঁওতালগণ উপস্থিত হইয়াছে, ভ্রমক্রমে এই কথা প্রচার করেন। অমূলক জনরব প্রচার করিয়া লোকের মনে ত্রাস (panic) উৎপাদনের জন্য তিনি ফৌজী আইনের কবলে আসেন, পরে Sir Ashley Eden মহোদয়ের অনুরোধে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন।

সুতীর ইতিহাস অনুসরণ করিয়া আমরা প্রায় বর্ত্তমান যুগে উপস্থিত হইয়াছি। ইহার পর সুতীসংক্রান্ত অপর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা অবগত নহি। সুতরাং আপনাদিগের আর ধৈর্য্যচ্যুতি না ঘটাইয়া এইখানেই বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীগুরুদাস সরকার

পরিশিষ্ট

(ক)

সুতীগ্রামে প্রাপ্ত হিঃ ৯০৯, খৃঃ ১৫০৩-৪ অব্দে নৃপতি হোসেন সাহের রাজত্ব-কালে চাঁদ মালিকের পুত্র খাঁ মকরূরব খাঁ কর্ত্তৃক মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ-বিষয়ক প্রস্তর-লিপি।

قال النبي صلى الله عليه و سلم من بني مسجدا لله بني الله له بيتا في الجنة مثله في عهد السلطان المعظم المكرم علاؤ الدنيا و الدين ابي المظفر ×

حسين شاه السلطان ابن سيد اشرف الحسيني خلد الله ملكه و سلطانه بني هذا المسجد الجامع خان معظم مقرب خان ابن چاند ملك في سنه تسع و تسعماية

لايهدم الله تعالى هذا المسجد الى يوم القيامة

مجلس خورشيد را عاقبت بخير باد

পাঠান্তর—مجلس مه و خورشيد را عاقبت بخير باد

(খ)

জঙ্গীপুর বালিঘাটায় প্রাপ্ত সাহ হোসেনী গোলামকাদেরীর লিপি।

بسم الله الرحمن الرحيم ٥٥

لااله الاالله محمد رسول الله خداي يك محمد رسول الله بروحق حسيني غلام قادري سنه الف سته اربعين عاقبتش بخير باد

এই পাঠ অবলম্বন করিলে লিপির কাল ১০৪৬ হিঃ, খৃঃ ১৬৩৬ অব্দ হয়।

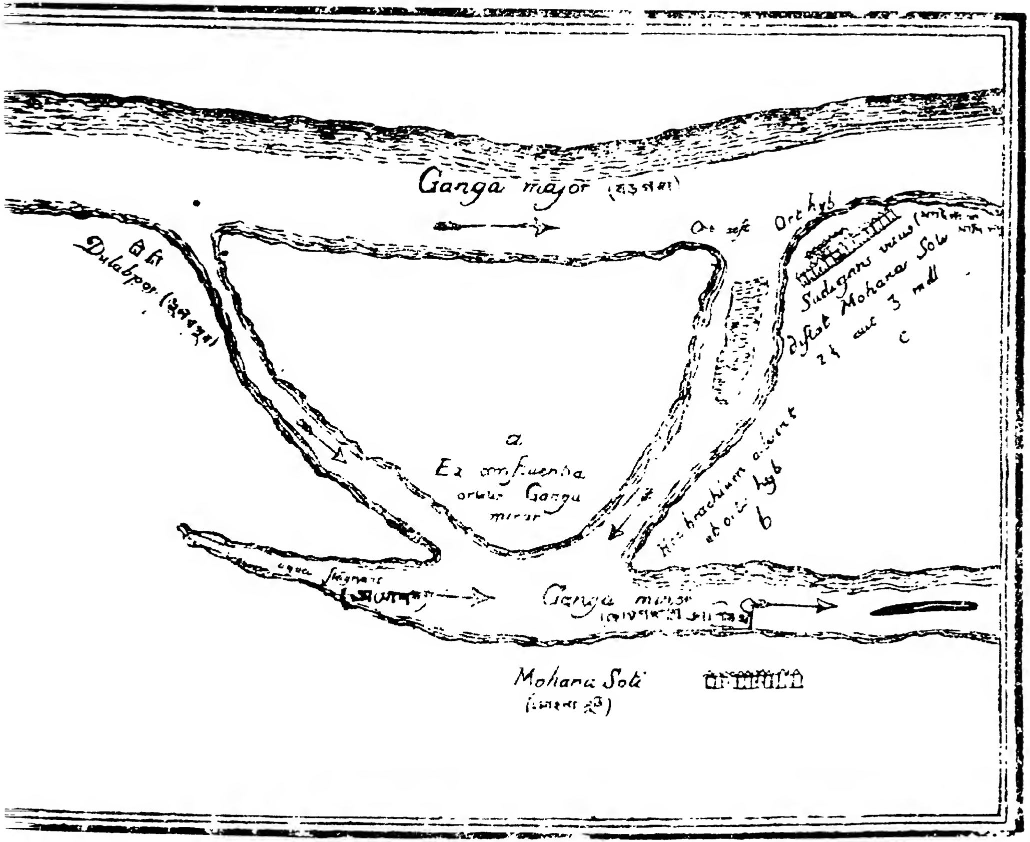

সুতী মোহানার পুরাতন মানচিত্র—৯৫ পৃঃ

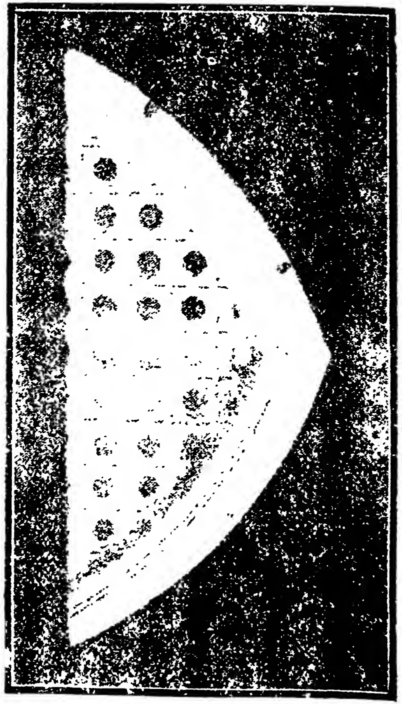

সুতী মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত জালিকাটা কষ্টিপাথরের চিত্র। (এক্ষণে

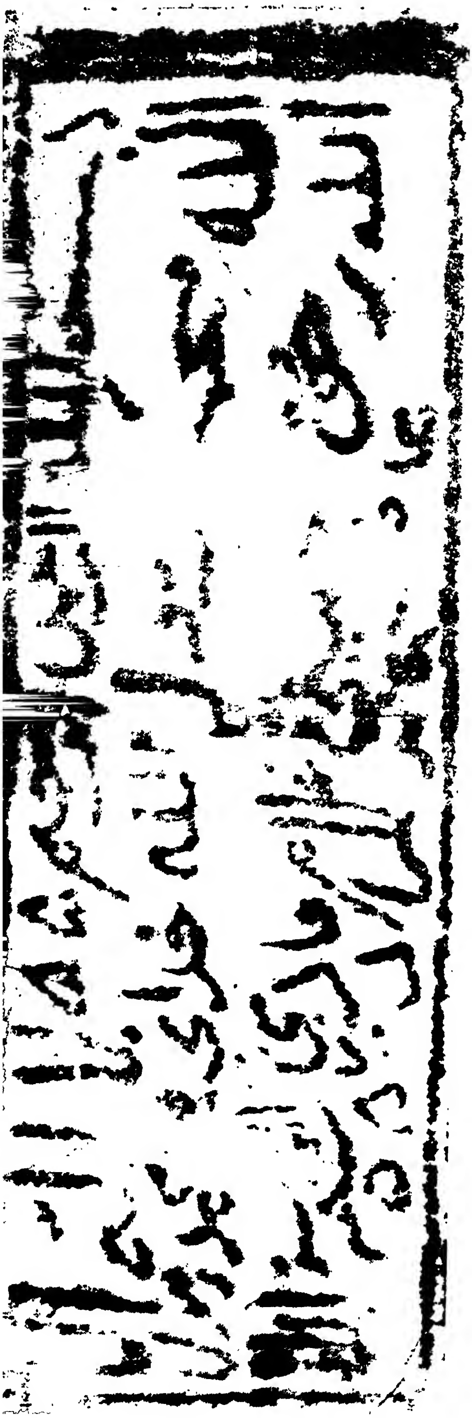

জঙ্গীপুর বালিঘাটায় প্রাপ্ত হোসেনী গোলাম কাদেরীর শিলালিপি

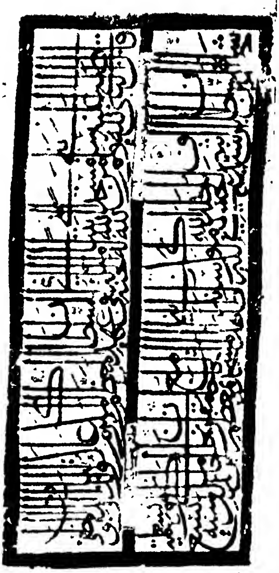

সতীঘাটায় প্রাপ্ত খাঁ সরওয়ার খাঁ শিলালিপি

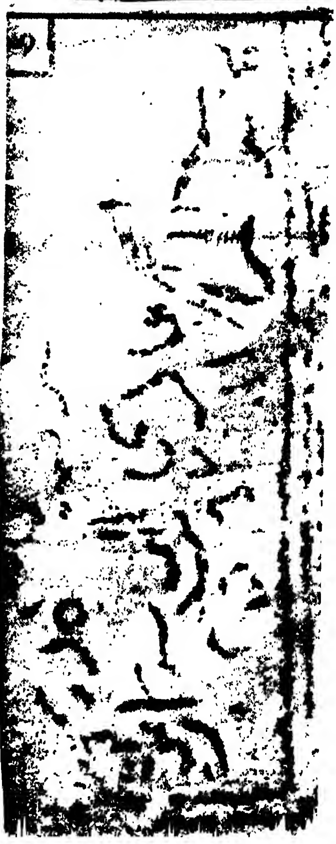

জঙ্গীপুর বালিঘাটায় প্রাপ্ত হোসেনী গোলাম কাদেরার

তাপসী রওশন আরা

(আলোচনা)

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সন ১৩২৩ সালের ৩য় সংখ্যায় বিবি রওশনের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। বিবি রওশনের নির্দ্দেশ অনুসারে এই স্থানে দিনে তারা দেখিয়া, তাঁহার পূত দেহ ভূমধ্যে সমাহিত করা হইয়াছিল বলিয়া, এই গ্রামের নাম দিনে তারা হইতে ক্রমে তারাগুণিয়া হইয়াছে। বিবি রওশন জাগ্রত দেবতা বলিয়া পূজিতা হইয়া থাকেন। লোকে তাঁহার নিকট মানসিক করে এবং উপকৃত হইয়া তাঁহার পূজা প্রদান করিয়া থাকে। বিবি রওশনের সমাধি-মন্দিরের সেবায়েৎগণ এই গ্রামে তাঁহার সমাধির নিকটেই বাস করেন, কিন্তু তাঁহারা বিবি রওশন সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাত করিয়া থাকেন, তাহা কেবল তাঁহাদিগের মনঃকল্পিত গল্প মাত্র; তাহাতে সত্যের সংশ্রব আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু প্রবন্ধকার আমাদিগের ঔৎসুক্যের সম্পূর্ণ তৃপ্তি-সাধন পক্ষে একটি বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া রওশন-চরিত লিখিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে প্রবন্ধে জ্ঞাত করান নাই। আরও একটি প্রধান বিষয়ে তিনি ভ্রম-প্রমাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই। সে বিষয়টি আমাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্বন্ধীয়। এই জন্যই তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিবি রওশনের সমাধিকালের দিনে তারা হইতে তারাগুণিয়া গ্রামের নাম এবং বিবি রওশনের মাহাত্ম্য হইতে তারাগুণিয়ার গৌরব। অপর পক্ষে নাগচৌধুরী মহাশয়দিগের তারাগুণিয়ায় বাস এবং তাঁহাদিগের বহু মহৎ পুণ্য কার্য্যানুষ্ঠান হইতেও তারাগুণিয়ার গৌরব। এই নাগচৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ কলিকাতার দক্ষিণস্থ বোড়াল নামক গ্রাম হইতে আসিয়া এ স্থানে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ৺কেশবচন্দ্র নাগচৌধুরী; তাঁহার সহিত তদীয় অনুজ ভ্রাতাও আসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এ স্থানে বাস না করিয়া যশোহর জেলার অন্তর্গত রাখালগাছি নামক গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল ৺বেদগর্ভ নাগ, তিনি চৌধুরী হয়েন নাই। তাঁহাদিগের পিতা বোড়াল নিবাসী ৺হরিহর নাগও চৌধুরী ছিলেন না। ৺কেশবচন্দ্র তারাগুণিয়ায় আসিয়া, স্বীয় ক্ষমতায় মহৎ কার্য্যসমূহ সম্পাদনপূর্ব্বক বংশপরম্পরাক্রমে চৌধুরী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺কামদেব হইতে তারাগুণিয়ার নাগচৌধুরি-বংশের বিস্তার। তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র ৺গুণানন্দ হইতে তারাগুণিয়ার নিকটবর্ত্তী আড়বালিয়া নামক গ্রামনিবাসী নাগ চৌধুরীদিগের বিস্তার হইয়াছিল। গুণানন্দ কোন বিশেষ কারণে তারাগুণিয়া ত্যাগ করিয়া, আড়বালিয়া গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ৺কেশবচন্দ্র ভ্রাতার সহিত বর্গীর হাঙ্গামাকালে বোড়াল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র লেখক সেই পূর্ব্বপুরুষ

হইতে দশম পুরুষ অধস্তন। এই গ্রামে আমাদিগের বংশে ত্রয়োদশ পুরুষ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আড়বালিয়াতেও তাহাই। আবার অষ্টম পুরুষের লোকও এ গ্রামে বর্ত্তমান আছেন; তিনি লেখক হইতে সমধিক বয়ঃকনিষ্ঠ। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিলে কেশব হইতে অষ্টম পুরুষে ২০০ এবং দশম পুরুষে ২৫০ বৎসর হয়। আলিবর্দ্দীর সময়ে এ দেশে বর্গীর হাঙ্গামা হইয়াছিল। তাহার সহিত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের এই গ্রামে আগমন-সময়ের যত নৈকট্য, গায়সউদ্দিনের সময়ের সহিত সে সময়ের তত নৈকট্য নয়। অধিকন্তু নানা-কারণে যখন দ্রুত বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন ১৬ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে সন্তান উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রতি পুরুষ ২০ বৎসর ধরিলে ৮ পুরুষে ১৬০ বৎসর হয় ও ১০ পুরুষে ২০০ বৎসর হয়। ইহা আলিবর্দ্দীর সময়ের আরও নিকট। নাগ চৌধুরীদিগের বংশে ঐরূপ ঘটিয়াছিল। অতএব বিবি রওশনের এ গ্রামে বাসকালে নাগ চৌধুরীদিগকে উপদেশ দ্বারা সাবধান করিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। সুতরাং বলিতে বাধ্য হইতেছি, প্রবন্ধকার এ সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তারাগুণিয়া গ্রামে আউট্ পোষ্ট আছে, প্রবন্ধকার এ কথা লিখিয়াছেন। আউট্ পোষ্ট ছিল বটে, এখন নাই; বহু কাল পূর্ব্বে উঠিয়া গিয়াছে। কেবল আউট্ পোষ্ট নহে, ৬২।৬৩ বৎসর পূর্ব্বে তারাগুণিয়ায় মহকুমা স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে উহা এখান হইতে তুলিয়া লইয়া বসিরহাটে স্থাপিত করা হইয়াছিল।

শ্রীরাখালদাস নাগ

তাপসী রওশন আরা

(আলোচনার উত্তর)

বড়ই সুখের বিষয়, তারাগুণিয়া গ্রামের নাগচৌধুরীদিগের অন্যতম সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত রাখালদাস নাগ মহাশয় আমার লেখা 'তাপসী রওশন আরা' শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া, এক পত্র লিখিয়াছেন এবং সেই পত্র বর্ত্তমান সংখ্যা পত্রিকায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

আমার প্রবন্ধের আলোচনা, এমন কি, বাদ-প্রতিবাদ হয়, ইহা আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর এই কার্য্যে আমি সত্যই আনন্দিত হইয়াছি এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আমি শ্রীযুক্ত রাখাল বাবুর ধন্যবাদ করিতেছি।

শ্রীযুক্ত রাখালবাবু আমার প্রবন্ধের প্রথম প্যারাগ্রাফ হইতে একাদশ প্যারাগ্রাফের প্রথমার্দ্ধ সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, "কিন্তু প্রবন্ধকার আমাদিগের ঔৎসুক্যের সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন পক্ষে একটি বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া রওশন-চরিত লিখিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে প্রবন্ধে জ্ঞাত করান নাই।" রাখাল বাবুর এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ সত্য। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন, এ কারণ আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। পরন্তু আমি এক্ষণে তাঁহাকে জানাইতেছি যে, মৌলবী সৈয়েদ শাহ মোহাম্মদ কবির সাহেবের লিখিত বিখ্যাত 'তাজ্‌কেয়াতল কেরাম' এবং 'তারিখ খোলাফায়ে আরব-ও-ইসলাম' নামক পারস্য ভাষায় লিখিত দুইখানি ঐতিহাসিক পুস্তক হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, তাপসী রওশন আরা শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথম হইতে একাদশ প্যারাগ্রাফের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত লিখিয়াছি।

শ্রীযুক্ত রাখালবাবু তাঁহার আলোচনা-পত্রের আর এক স্থানে, তারাগুণিয়া গ্রামের পুলিশ আউট-পোষ্ট সম্বন্ধে আমার আর একটি ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি যখন 'তাপসী রওশন আরা' প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তখন তারাগুণিয়া গ্রামে পুলিশ আউট পোষ্ট বিদ্যমান ছিল। কিন্তু প্রবন্ধটি ছাপা হওয়ার সময় বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে উক্ত পুলিশ আউট পোষ্টটী উঠিয়া গিয়াছিল, সে সংবাদ আদৌ আমার জানা ছিল না। আমার এই প্রকার অসাবধানতার জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।

আমার মূল প্রবন্ধের দ্বাদশ প্যারাগ্রাফের শেষাংশে, তারাগুণিয়া গ্রামের নাগ চৌধুরী মহাশয়দিগের সম্বন্ধে যে উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কিংবদন্তী মাত্র। কিন্তু এই কিংবদন্তীটি আমি আদৌ অবিশ্বাস করি নাই। কারণ, তারাগুণিয়া গ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম-সমূহে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, নাগচৌধুরীদিগের পূর্ব্বপুরুষ যিনি প্রথম এখানে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি লোকমুখে, এই জাগ্রত পীর, দেবী রওশন আরার অলৌকিক

ক্ষমতাবলীর কথা অবগত হইয়া, তিন দিবারাত্রি, মকৃবারা বা দর্গায় হত্যা দিয়া, শুভাশীর্ব্বাদের জন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হত্যার শেষ রাত্রির শেষ যামে তিনি এক স্বপ্ন দর্শন করেন এবং সেই স্বপ্নে তিনি বিশেষ ভাবে তিনটী কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে আদিষ্ট হন।—আমরা মূল প্রবন্ধে তাহা উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং এই স্থানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পত্রলেখক মহাশয় এবং বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলী এই কিম্বদন্তীর উপর আস্থা স্থাপন করিবেন কি না, জানি না। কিন্তু আমি এই শ্রেণীর কিম্বদন্তীর উপর বরাবরই আস্থা স্থাপন করিয়া থাকি। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা বলেন—'আস্থা নাই', তাঁহারাও আস্থা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তবে এ সম্বন্ধে মহাগ্রন্থ কোরাণ-মজিদ এবং হাদিসের একটি মাত্র শব্দের উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিতেছি না। কোরাণ এবং হাদিসে এই শ্রেণীর সাধু ও সিদ্ধ পুরুষদিকে 'লাই'মুতো' আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা যে বাস্তব পক্ষে অমর।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী

চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩২৫ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চতুর্ব্বিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে চতুর্ব্বিংশ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ বিবৃত হইল।

স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র

আলোচ্য বর্ষের ১৯শে ভাদ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোক-গমন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি স্মরণীয় ঘটনা। তাঁহার মৃত্যু পরিষদের পক্ষে যে কি প্রকার ক্ষতিজনক, তাহা যাঁহারা পরিষদের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত, তাঁহারা সম্যক্ অনুভব করিতেছেন। পরিষদের উন্নতির মূলে তিনি যে পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা না করিলে আজ পরিষৎ দেশ-দেশান্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত কি না, সন্দেহ। তিনি একাধারে মাতৃভাষাসেবী, সমাজ-সংস্কারক ও ব্যবহারজীবি-রূপে এবং কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতিরূপে নানাভাবে মাতৃভূমির সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুদীর্ঘ আট বৎসর-কাল সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পরিষদের সকল কার্য্য পরিচালনা করিতেন। এই সময়ের মধ্যেই পরিষদের এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ সময় হইতেই বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পরিষৎ বার্ষিক সাহায্য পাইয়া আসিতেছেন। তিনি পরিষদের কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিষদের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৩য় অধিবেশনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং রমেশ-ভবনের কমিটির সভাপতিরূপে—ইহার আরম্ভ হইতে রমেশ-ভবনের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত—উক্ত সমিতির নেতৃত্ব করিয়া গিয়াছেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দ হইতে ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত তিনি পরিষদের সভাপতি-পদ এবং ১৩২০ হইতে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সহকারী সভাপতি-পদ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। সহকারী সভাপতিরূপেও তিনি সাধ্যমত অবসর করিয়া পরিষদের কার্য্যে ও অধিবেশনাদিতে উপস্থিত থাকিতেন। যুগাধিক কাল ধরিয়া এইরূপ ভাবে পরিষদের নেতৃত্ব করিয়া তিনি পরিষদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিতৈষী বলিয়া সম্মানিত হইয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। পরিষদের অন্যতম গ্রন্থ বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি বহন করিয়াছিলেন। ৭ই আশ্বিন তারিখে তাঁহার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ জন্য পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারীলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মৃত্যুও আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। যাঁহারা বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্ত্তক, স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় তাঁহাদের অন্যতম। তিনি স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার পল্লীমাতার উন্নতি-সাধন-চেষ্টা সর্ব্বজন-পরিচিত। সাহিত্য-সাধনাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। তবে, তাঁহার সাহিত্য-সেবা—স্বদেশ-ভক্তি ও জাতি-প্রীতি চরিতার্থ করিবার প্রবল কামনার ফল-স্বরূপ ছিল। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের ইতিহাস লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি তিন বৎসর পরিষদের সহকারী সভাপতি ছিলেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৬ষ্ঠ অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-গমনে গত ২১শে পৌষ, শনিবার পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করা হয়। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

গত বর্ষে ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণে বলা হইয়াছিল যে, স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের ২৮শে পৌষ তারিখে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের চিত্রখানি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহার ভবনেই পরিষদের জন্ম ও জাতকর্ম্ম হয়। তিনি শৈশবে নিজ ভবনে পরিষৎকে স্থান, সাহায্য ও পরামর্শ দান করিয়া লালন-পালন করিয়াছিলেন। পরিষৎ তাঁহার চিত্র নিজ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইলেন।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশন

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্যগণকে পরিষৎ মন্দির পরিদর্শন জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। তদনুসারে গত ৬ই ফাল্গুন তারিখে উক্ত কমিশনের সদস্য মিঃ পি. জে. হার্টগ, অধ্যাপক রামসে মুর ও মাননীয় হর্ণেল সাহেব পরিষৎ পরিদর্শন জন্য আগমন করেন। এই উপলক্ষে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, কলিকাতার কলেজগুলির দেশীয় অধ্যক্ষ, পরিষদের বিশিষ্ট-সদস্য, কলিকাতা ইউনিভার্সিটির তদানীন্তন ভাইস্ চ্যান্সেলার মহাশয়গণকে আহ্বান করা হইয়াছিল। পরিষদের চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, পুথিশালা প্রভৃতি তাঁহাদিগকে দেখান হয়। পরিষদের

মাননীয় সভাপতি সার্ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কমিশনের সভ্যগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরিষদের কার্য্যাবলী দেখিয়া কমিশনের উক্ত সদস্যগণ বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

পরিষদে ধারাবাহিক বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা

গত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, পরিষদের জগন্মান্ত সভাপতি মহাশয় তাঁহার নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিষয় পরিষৎ মন্দিরে ধারাবাহিক বক্তৃতা দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার আরও সঙ্কল্প ছিল যে, বঙ্গদেশের নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরিষদে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন। তদনুসারে তিনি কতিপয় বিশেষজ্ঞকে উক্তরূপে বক্তৃতা করিবার জন্ম অনুরোধ করেন। তাঁহার আহ্বানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ বক্তৃতা দিবার জন্ম সম্মতি জ্ঞাপন করেন।—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ গণনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ডাঃ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহা, শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন বসু, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত অমরনাথ পালিত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মজুমদার প্রভৃতি। আলোচ্য বর্ষে বিগত ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় "মারাঠা অভ্যুদয়ের ইতিহাস" বিষয়ে, বিগত ১১শে পৌষ তারিখে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় "ভারত-ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়" বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমাদের সভাপতি মহাশয় গত ৭ই চৈত্র তারিখে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে তাঁহার আবিষ্কারের বিষয় ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় "আহত উদ্ভিদ" (Wounded plant)। এই শ্রেণীর বক্তৃতা দ্বারা দেশের ও মাতৃভাষার যে কত কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা বর্ণনাতীত। পরিষৎ আশা করেন যে, বর্ত্তমান বর্ষে অন্যান্য বক্তৃগণ তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া মাতৃভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবেন। যাহাতে এই সকল বক্তৃতা স্থায়িভাবে সাহিত্যে রক্ষিত হয়, তজ্জন্ত বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের উল্লিখিত প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

বান্ধব

দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষে কেহ পরিষদের বান্ধব-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরিষৎকে গৌরবান্বিত করেন নাই। যাঁহারা পূর্ব্বে বান্ধব হইবেন বলিয়া আশা দিয়াছিলেন, তাঁহারাও আলোচ্য বর্ষে পরিষৎকে কৃপা করেন নাই। বঙ্গদেশে ধনবান্ ও মাতৃভাষানুরাগী মহানুভব ব্যক্তির অভাব নাই। এই সমস্ত লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের নিকট সম্পাদক এই সারস্বত আয়তনের সাহায্যকল্পে বান্ধব-পদ গ্রহণ জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ পরিষদের বান্ধব আছেন—(১) মাননীয় মহারাজ সার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, (২) রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর এবং (৩) মাননীয় মহারাজাধিরাজ সার শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর।

সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে শ্রেণীভেদে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—

বিশিষ্ট—১২, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৩, সহায়ক—১৮, সাধারণ (কলিকাতা—৯৮৩+মফস্বল—১৩৭৭,)—২৩৬০, মোট—২৩৯৯।

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে কলিকাতাবাসী ৯৮৩ জন সাধারণ সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে ১ জন পদত্যাগ করিয়াছেন এবং ১৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে এবং ৬২৭ জন কলিকাতাবাসী পরিষদের সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬ জন মফস্বলে গিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে মফস্বলের সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ১৩৭৭ ছিল। তন্মধ্যে ২৬ জন পদত্যাগ করিয়াছেন, ১৭ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, ১ জন সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং ২৮৭ জন মফস্বলবাসী নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ২ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং এক জনের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতাবাসী সদস্যগণ-মধ্যে ২৪ জন মফস্বলে গিয়াছেন এবং মফস্বলবাসী ২৪ জন কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতার সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ১৫৯৫ এবং মফস্বলের সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ১৬১৯ দাঁড়াইয়াছিল এবং কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ৩২১৪ হইয়াছিল।

বিশিষ্ট-সদস্য

দুঃখের বিষয় যে, আলোচ্য বর্ষে কেহ নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। পরন্তু অতীব দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, পরিষদের নিম্নোক্ত বিশিষ্ট-সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরলোক-গমন করিয়াছেন,—আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সার উইলিয়ম ওয়েডার বার্ণ এবং সার জর্জ বার্ডউড্। বর্ষারম্ভে বিশিষ্ট-সদস্য-সংখ্যা ১২ ছিল; এক্ষণে এই সংখ্যা ৯ হইল।

আজীবন-সদস্য

গত বার্ষিক অধিবেশনে সম্পাদক এক জনের নূতন আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণের সংবাদ দিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষে কেহ এই পদ গ্রহণ করেন নাই। মাতৃভাষার

সেবাকল্পে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দিয়া পরিষদের আজীবন-সদস্য হইতে পারেন, বঙ্গমাতার এইরূপ সুসন্তানের অভাব নাই। পরিষৎ সাগ্রহে এইরূপ মহানুভব ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা করিতেছেন। বর্ষারম্ভ হইতেই এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৬ রহিয়াছে।

অধ্যাপক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে কেহ নূতন অধ্যাপক-সদস্য নির্ব্বাচিত হন নাই। এই শ্রেণীর সদস্য দ্বারা পরিষদের যে প্রভূত উপকার হইতে পারে, তাহা পূর্ব্ববৎসরে বিশেষভাবে জানান হইয়াছে। পরিষদের বিবিধ সাহিত্যিক কার্য্যে, বিশেষতঃ নানা রত্নের আকর সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে দর্শনাদি বহু গ্রন্থ বঙ্গভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য অধ্যাপকগণের সাহায্য বিশেষভাবে আবশ্যক। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক-গমনে লালগোলার রাজা বাহাদুরের অর্থে পরিষৎ হইতে মাধবভাষ্যের অনুবাদ প্রকাশের কল্পনা সম্প্রতি স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। এই শ্রেণীর ও নানাবিষয়ের সাহিত্যিক কার্য্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃত অধ্যাপকগণের সাহায্য পরিষদের বিশেষ প্রয়োজন। পরিষৎ আশা করেন যে, সংস্কৃত দর্শনাদি শাস্ত্রে পারদর্শী অধ্যাপকগণ পরিষৎকে উক্ত কার্য্যে সহায়তা করিবেন। আলোচ্য বর্ষে এই শ্রেণীর সদস্য ৩ জন ছিলেন।

মৌলবী-সদস্য

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ন্যায় আরবী ও পারসী ভাষার বহু অমূল্য রত্নরাজি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করে নাই। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। এই অভাব দূরীকরণের জন্য পরিষৎ মাদ্রাসা ও মখ্‌তবের আরবী-পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বঙ্গভাষাভিজ্ঞ মৌলবীগণকে পরিষদের মৌলবী-সদস্যরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, নিয়ম প্রণয়নের পর এই তিন বৎসরের মধ্যে একটিও মৌলবী সদস্য পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে কোন কোন সদস্য এই শ্রেণীর সদস্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ প্রস্তাব পরিষদের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুমোদিত না হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার নির্ব্বাচনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। সম্পাদক আশা করেন যে, আগামী বর্ষে এইরূপ সদস্য-নির্ব্বাচনে বঙ্গভাষানুরাগী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ আমাদিগকে সাহায্য করিবেন।

সহায়ক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে সহায়ক-সদস্য ১৮ জন ছিলেন। তন্মধ্যে সহায়ক-সদস্য-সংক্রান্ত নিয়মানুসারে ৬ জন সদস্যের স্থিতিকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাদের পুনর্নির্ব্বাচন প্রয়োজন-বোধে বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাদের নাম প্রস্তাব করেন। তদনুসারে তাঁহারা পুনরায় ৫ বৎসরের জন্য সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হেয়ার স্কুলের আরবী পারসী ভাষার শিক্ষক মৌলবী খয়রুল আনাম এবং উত্তরবঙ্গের সাহিত্যসেবী পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ও সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে সাধারণ-সদস্য ছিলেন।

এইরূপে সহায়ক-সদস্যের সংখ্যা বর্ষমধ্যে ২০ হয়। কিন্তু আলোচ্য বর্ষমধ্যেই পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি হওয়ায় এই সংখ্যা ১৯ হইয়াছে। সহায়ক-সদস্যগণ মধ্যে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয়, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এবং ৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাদি সম্পাদন করিয়া, বিশেষ অধিবেশনের জন্ত কবিতাদি লিখিয়া, পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া, অন্যান্ত অনুষ্ঠানাদিতে ও সদস্য-সংগ্রহ দ্বারা এবং শাখা-সমিতিতে কার্য্য করিয়া পরিষৎকে বিশেষ-ভাবে উপকৃত করিয়াছেন। পরিষৎ আশা করেন যে, অন্যান্ত সহায়ক সদস্যগণও পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, বর্ষশেষে পরিষদের সদস্ত-সংখ্যা শ্রেণীভেদে নিম্নলিখিত প্রকার দাঁড়াইয়াছে ;—বিশিষ্ট—৯, আজীবন—৬, অধ্যাপক—৩, মৌলবী—০, সহায়ক—১৯, সাধারণ (কলিকাতা—১৫৯৫, মফস্বল—১৬১৯)—৩২১৪, মোট—৩২৫১।

সদস্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্ত যে সকল সদস্ত নূতন সদস্ত প্রস্তাব করিয়াছেন ও সদস্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বার্ষিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ১৩ই বৈশাখ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশত দার্জিলিঙে থাকায়, পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনে ত্রয়োবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। তৎপরে চতুর্ব্বিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ ও কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-ফল বিজ্ঞাপিত হয় এবং বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণ ও চতুর্ব্বিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। তৎপরে আজীবন-সদস্ত নির্ব্বাচন ও সহায়ক-সদস্ত নির্ব্বাচন হয়। ৺পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ও ৺মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৫টি পুরস্কার-প্রবন্ধের জন্ত পদক ও পারিতোষিক বিতরিত হয়।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে ১০টি মাসিক ও ৪টি বিশেষ অধিবেশন হয়। নিম্নে এই অধিবেশনগুলির তালিকা প্রদত্ত হইল।—

প্রথম মাসিক অধিবেশন—২০শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার। প্রবন্ধ—(১) অজার্জ্জুন—শ্রীযুক্ত ছুর্গাদাস দে এম্ এ, বি এল্, (২) "সসং" ও "শব্দ ও সংবৎ"—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—৩১শে আষাঢ়, রবিবার। প্রবন্ধ—(৩) বাঙ্গালা শব্দকোষ সমালোচনার উত্তর—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর, (৪) আর্য্যভট—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—৩রা ভাদ্র, রবিবার। (৬) রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্। (৭) সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১৩ই আশ্বিন, রবিবার। (৮) উত্তরচরিতের দ্বিতীয়াঙ্ক—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামসহায় কাব্যতীর্থ। (৯) জঙ্গনামা—ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২২শে পৌষ, রবিবার। (১০) আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৮শে মাঘ, রবিবার। (১১) অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ—শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—১২ই ফাল্গুন, রবিবার। (১১) সুতীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১৭ই চৈত্র, রবিবার। (১৩) বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

নবম মাসিক অধিবেশন—১৭ই চৈত্র, রবিবার। (১৪) শ্রীযুক্ত যোগেশবাবুর শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্।

দশম মাসিক অধিবেশন—২৯শে চৈত্র, শুক্রবার। (১৫) বর্ণমালার কথা—ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী।

মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—(১) দনুজমর্দ্দনদেবের রৌপ্যমুদ্রা—প্রদাতা শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায়।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—(২) বিষ্ণুমূর্ত্তি—প্রদাতা শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বাগচী বি এ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—(৩) একটি প্রাচীন মুদ্রা—৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—(৪) সুতীর ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত কারুকার্য্যবিশিষ্ট একখানি প্রস্তরখণ্ড—শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ।

বিশেষ অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চারিটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পরপৃষ্ঠায় তাহাদের বিবরণ

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—৭ই আশ্বিন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ স্বর্গীয় মহাত্মার গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং নিম্নোক্ত মহোদয়গণ এই উপলক্ষে রচিত তাঁহাদের শ্লোক ও কবিতা পাঠ করেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীজীব কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের কবিতাটি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় পাঠ করেন। মৃত মহাত্মার উপযুক্ত স্মৃতি পরিষৎ মন্দিরে রক্ষা করা সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—২১শে পৌষ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি এবং বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে অতুলকীর্ত্তি, বঙ্গসাহিত্যের নবযুগের অন্যতম প্রবর্ত্তক, স্বদেশ ও মাতৃভাষার একান্ত অনুরাগী, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় মৃত মহাত্মার বঙ্গসাহিত্যে প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় ব্যতীত শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ ভড়, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এক জন গুণমুগ্ধ ভক্তের প্রেরিত কবিতা পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত এক কবিতা পাঠ করেন। মৃত মহাত্মার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—২৮শে পৌষ, শনিবার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম সেবক, স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই বিশেষ অধিবেশন হয়। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের গুণকীর্ত্তন করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত একখানি পত্র পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় সর্ব্বশেষে চিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—৫ই চৈত্র

পরিষদের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বিগত ত্রয়োবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই। গত বার্ষিক অভিভাষণ পাঠের জন্য তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে এই তারিখে এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। তিনি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। এই অভিভাষণ ২৪শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) সাধারণ সদস্যগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর*, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী*, রায় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, ডাঃ শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র।

(খ) শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিগণ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়,

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ-পদ গ্রহণে অসম্মত হওয়া তাঁহার স্থলে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন এবং অন্যতম সহকারী সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্থলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সভ্য রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির দুই জন সভ্যের পদ উক্তরূপে শূন্য হওয়ায় ঐ ঐ পদে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হন।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ২১টি সাধারণ ও ২টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল এবং এতদ্ব্যতীত ৩ বার পত্র-ব্যবহার দ্বারা (Meeting in circular) কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মতামত সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে অন্যান্য কার্য্যমধ্যে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলিও আলোচিত হইয়াছিল ;—

(১) গত বর্ষে গৃহীত মন্তব্য অনুসারে গত বর্ষের ৮ম-৯ম মাসিক অধিবেশনে যে সকল ব্যক্তির সদস্যরূপে নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় আপত্তি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত মন্মথবাবু আলোচ্য বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশনে নিজে সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব-কালে তাঁহার পূর্ব্ব-আপত্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সম্পাদক সেই সকল নির্ব্বাচিত সদস্যকে শ্রীযুক্ত মন্মথবাবুর মন্তব্য বিজ্ঞাপিত করেন।

(২) ৺সারদাচরণ মিত্র এবং ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য দুইটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(৩) পরিষদের পুথিশালা ও ছাপাখানা-সমিতির নূতন নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে।

(৪) ছাপাখানা, পুথিশালা, পুস্তকালয় ও ছাত্রসভ্য সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(৫) কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় আগামী বৎসর পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশিত হইবে না স্থির হইয়াছে।

(৬) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন রেজেষ্টারী করার জন্য বাঁকীপুরের সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনে গঠিত শাখা-সমিতি যে নূতন নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার আলোচনা এখনও শেষ হয় নাই।

আমরা গত বার্ষিক কার্য্যবিবরণের উপসংহারে বলিয়াছিলাম যে, (৭) "দেশীয় ভাষায় জ্ঞানের আদান-প্রদান না হইলে প্রকৃত জ্ঞান বিস্তার কখনই হইতে পারে না।" উচ্চশিক্ষা কোন্ ভাষায় দেওয়া হইবে, এই বিষয়ে শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে বর্ত্তমান কালে কিছু কিছু আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের মহামান্য রাজপ্রতিনিধি প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণকে লইয়া যে পরামর্শ-সভা করেন, তাহাতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি যাহা

[illegible]

বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষা দান করিলে ছাত্রগণের প্রকৃত শিক্ষার পক্ষে কি প্রকার বাধা-বিঘ্ন ঘটে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া সম্পাদকের প্রস্তাব মতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষ হইতে সদস্যগণকে এবং শিক্ষাবিভাগের কতিপয় অভিজ্ঞবর্গকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, বঙ্গভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা প্রচলনের প্রথা কি ভাবে প্রচলন করা যাইতে পারে এবং তাহাতে কি কি আপত্তি হইতে পারে ও তাহাদের সমাধান কি। তাহার উত্তরে তাঁহারা যে মন্তব্য দিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। এই শাখা-সমিতি মন্তব্য দিয়াছেন যে, বঙ্গভাষার সাহায্যেই অচিরে উচ্চশিক্ষা প্রদানের প্রথা প্রবর্ত্তন করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট অনুরোধ করা হউক। তদনুসারে কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট পত্র প্রেরিত হইয়াছে। উক্ত শাখা-সমিতির মন্তব্যের সারাংশ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

(৮) আলোচ্য বর্ষে বজেটে ৩০০৲ টাকা প্রবেশিকা আদায় হইবে ধরা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ষশেষে ৯১১৲ টাকা প্রবেশিকা পাওয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, উক্ত ৩০০৲ টাকার উপর যত টাকা প্রবেশিকা পাওয়া যাইবে, তাহা পরিষদের স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধের জন্য ব্যয়িত হইবে এবং তদনুসারে কার্য্য হইয়াছে।

(৯) অন্যতম সহায়ক-সদস্য পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় নিঃস্ব অবস্থায় পরলোক-গমন করায় তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে সদস্যগণের নিকট সাহায্য-প্রার্থনার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

(১০) আরবী ও ফারসী বর্ণমালা বঙ্গভাষায় লিপ্যন্তর করিবার প্রণালী স্থির করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(১১) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদপ্রার্থিগণের ভোট সংগ্রহ জন্য যে পুস্তিকা সদস্যগণের নিকট বিতরণ করিয়াছিলেন, তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দে, শ্রীযুক্ত রায় কৃষ্ণলাল সিংহ সরস্বতী এবং শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মুস্তফী মহাশয়গণের প্রস্তাব অনুসারে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি একটি শাখা-সমিতির উপর ভার অর্পণ করেন। পরে উক্ত শাখা-সমিতির মন্তব্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে অনুমোদিত হয়। উহা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশে সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

(১২) বঙ্গভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা দিবার অন্যতম উপায়স্বরূপ কলিকাতা ও ঢাকা নগরীতে বঙ্গভাষায় ডাক্তারি বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য দুইটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হইয়াছিল। এই আবেদন মঞ্জুর না হওয়ায় এই বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, তাহা আলোচনা করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতির নিকট পুনঃ প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহাদের মন্তব্য অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

(১৩) পরিষদের নিয়মাবলীর এবং কার্য্যপ্রণালীর কিছু কিছু পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় সদস্য পরিষদের সভাপতি মহাশয়কে জ্ঞাপন করিলে, সভাপতি মহাশয় উল্লিখিত তিন জন সদস্যের উপর, কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা প্রস্তাবাকারে লিখিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইবার জন্য বলেন। তদনুসারে তাঁহারা কতকগুলি নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া ও সংযোজন করিয়া সভাপতি মহাশয়কে দেন। সভাপতি মহাশয় সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়গণের মতামত চাহেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয়ের আদেশ মত তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া ঐ সকল বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁহারা যে মত দেন, তাহা সামঞ্জস্য করিয়া সভাপতি মহাশয় উক্ত নিয়মাবলী আলোচনার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে অর্পণ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন, আগামী পঞ্চবিংশ বর্ষের নূতন কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে এই সকল প্রস্তাব আলোচিত হইবে।

নিয়মাবলী সংস্কার সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ও কতকগুলি প্রস্তাব দিয়াছেন। এই সমস্ত প্রস্তাব উক্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিতে আলোচিত হইবে, স্থির হইয়াছে।

(১৪) মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব-মত স্থির হইয়াছে যে, পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। তজ্জন্য পরিষদের সদস্যগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

(১৫) শ্রীযুত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত মনোবিজ্ঞান পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে স্থির হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত সদস্যগণ বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা দান সম্বন্ধে শাখা-সমিতিতে, ছাপাখানা-সমিতিতে, পুস্তকালয়-সমিতিতে, অনুমানিক আয়-ব্যয়-সমিতিতে, বঙ্গভাষায় ডাক্তারি-শিক্ষাদান সম্বন্ধে শাখা সমিতিতে সভ্যরূপে থাকিয়া এবং প্রবন্ধ-গুলির পরীক্ষকরূপে কার্য্য করিয়া পরিষদের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুত নীলরতন সরকার, ডাঃ শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ কর, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রুদ্র, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নিম্নলিখিত কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন,—

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক—	শ্রীযুক্ত	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
	"	ললিতচন্দ্র মিত্র
	"	খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
	"	কিরণচন্দ্র দত্ত
	"	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
ধনাধ্যক্ষ—	"	প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
গ্রন্থাধ্যক্ষ—	"	সুশীলকুমার দে
চিত্রশালাধ্যক্ষ—	"	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
	"	ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
ছাত্রাধ্যক্ষ—	"	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
পত্রিকাধ্যক্ষ—	"	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—	"	উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	"	জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

বিগত বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আলোচ্য বর্ষের জন্য চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ এই পদ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করায় শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় এই পদে নির্ব্বাচিত হন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সহিত কোন কোন বিষয়ে মতানৈক্য ঘটায় বর্ষশেষে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় সহকারী সম্পাদক-পদ ত্যাগ করেন। এই জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাঁহার পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হইয়াছে।

সহকারী সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ ভার অর্পিত ছিল। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-বিভাগের, ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর ছাপাখানা-বিভাগের, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর সাহিত্য-সম্মিলন এবং শাখা-পরিষৎ সংক্রান্ত কার্য্যের ও সমস্ত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-ভার এবং শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের উপর পত্রিকা-পরিচালন-সমিতি এবং গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্যভার অর্পিত ছিল।

শ্রীযুত হেমবাবু পরিষদের কার্য্যের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার হস্তে পরিষদের কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যভার বহু দিন ন্যস্ত ছিল। সে সময়ে তিনি পরিষদের জন্য রীতিমত পরিশ্রম করিয়া পরিষদের কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং অশেষ কল্যাণ চিন্তা করিতেন। তাঁহার পদত্যাগে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত। বর্ষশেষে তিনি কার্য্যভার ত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে অল্প কয়েক দিনের জন্য অন্য সহকারী সম্পাদক নিয়োগ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। অন্যান্য সহকারী সম্পাদকগণ পরিষদের জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম [illegible]

কার্য্যভার সম্পাদন করা একরূপ অসম্ভব হইত। ইঁহারা সকলেই পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের অর্থাদি রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের চেষ্টায় পরিষদের গ্রন্থাগারের ও পাঠাগারের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশ-মত তিনি গ্রন্থাগারের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকার দুই খণ্ড—উপন্যাস ও গল্পের এবং কাব্য ও কবিতার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ অনুগৃহীত। আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় বর্ষের প্রায় শেষাংশে কার্য্যভার গ্রহণ করায়, চিত্রশালার কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই। আশা করা যায়, তাঁহাকে আমরা আগামী বর্ষে এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিব। আমরা আরও আশা করি, তিনি তাঁহার চিত্রশালা সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিষদের চিত্রশালাটি সৌষ্ঠবসম্পন্ন করিবেন। ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, ছাত্র-সভ্যগণের দ্বারা কি ভাবে পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা ছাত্রসভ্যগণকে নানা ভাবে বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কতিপয় ছাত্র-সভ্য সাহিত্যিক অনুসন্ধান-কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষপদে নির্ব্বাচিত হইয়া আলোচ্য বর্ষে চতুর্ব্বিংশ ভাগের চারি সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় পরিষৎ-পত্রিকার বিশেষত্ব বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ-পদে থাকিয়াও পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়কে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। পরিষৎ পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

পরিষৎ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ছাদ সামান্যভাবে মেরামত করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ভালরূপ মেরামত করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। বর্ষার মধ্যেই যাহাতে এই কার্য্য শেষ করা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত চিত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরিষৎ মন্দিরের গৌরব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে ;—

১। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের তৈলচিত্র

২। স্বর্গীয় পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের তৈলচিত্র

৩। স্বর্গীয় পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়ের তৈলচিত্র

প্রথমোক্ত ছবিখানি পরিষদের ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। দ্বিতীয়খানির জন্য চিত্রকরের

পারিশ্রমিক বাবদ পরিষৎ হইতে ২৫৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে; অবশিষ্ট ব্যয় সম্পাদক মহাশয় দিবেন। শেষোক্ত ছবিখানি শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ বি এল্ মহাশয় সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন; ইহা অতি জীর্ণ অবস্থায় থাকায়, পরিষদের কতিপয় হিতৈষী সদস্যের ব্যয়ে তাহার সংস্কার হইয়াছে। তৎপরে তিনি ইহা পরিষৎকে দান করিয়াছেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নের জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের স্বনামধন্য সভাপতি মহাশয়ের উদ্যোগে এবং অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় নিম্নলিখিত আসবাবগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। গ্রন্থাগারের জন্য দুইটি সুদৃশ্য বড় বড় আলমারী প্রায় ২৪০০৲ টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি সংরক্ষিত হইয়াছে। নীচের হলের মধ্যভাগে চিত্রশালার উল্লেখযোগ্য প্রস্তর-মূর্ত্তিগুলি গ্যালারীতে সংস্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতলের বক্তৃতা-মঞ্চের আয়তন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। চিত্রশালার দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিবার জন্য দ্বিতলের দক্ষিণ দিকের কুঠারীতে শো-কেস, র‍্যাক, আলমারী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহাতে চিত্রশালার বিবিধ দ্রব্যসম্ভার সাজান হইয়াছে। দ্বিতলের হলে ও বারান্দায় শ্রোতৃবৃন্দের বসিবার জন্য বেঞ্চও প্রস্তুত হইয়াছে। নির্জ্জনে পাঠ বা কোন বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য দ্বিতলের বারান্দার উপর দুইটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তৈলচিত্রগুলি সুশৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া রাখিবার জন্য দ্বিতলের পূর্ব্বদিকের বারান্দার রেলিংএর উপর কাঠের প্যানেলা করা হইয়াছে ও তাহাতে কতকগুলি চিত্র সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ছয়খানি বৈদ্যুতিক পাখা খরিদ করিয়া বক্তৃতা-মঞ্চে ও শ্রোতৃবর্গের বসিবার স্থানে খাটান হইয়াছে এবং আলো ও পাখার তারগুলি অতিশয় পুরাতন হওয়ায় সেগুলি বদল করা হইয়াছে। পরিষৎ মন্দিরের দ্বিতল ও নীচের হলে চূণকাম করা হইয়াছে। প্রায় ৬০০০৲ টাকায় উক্ত কার্য্যগুলি সম্পন্ন করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই টাকার মধ্যে এখনও ২০০০৲ টাকা দেনা রহিয়া গিয়াছে। এই সকল কার্য্য ব্যতীত আরও ২০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইলে সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশ-মত কাজগুলি শেষ করিতে পারা যাইবে। এই সমস্ত আসবাব দ্বারা পরিষৎ মন্দিরের কিরূপ সৌষ্ঠব বাড়িয়াছে, তাহা দেখিবার জন্য সম্পাদক সদস্যগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। এখনও যে সকল কার্য্য বাকী রহিয়াছে, তাহা সম্পাদনে সাহায্য করিবার জন্য পরিষদের দেশপূজ্য সভাপতি মহাশয় সকল সদস্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। সম্পাদকও এই জন্য সদস্যগণের নিকট ভিক্ষার্থী। আশা করা যায়, তাঁহারা আগামী বর্ষে এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে সাহায্য করিবেন।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে ১৮০ খানি বাঙ্গালা পুস্তক, ২৬৭ খানি মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তক, ২০৭ খানি ইংরাজি পুস্তক, ১৬ খানি সংস্কৃত পুস্তক ও ২ খানি বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। মোট ৬৭২ খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ইংরাজি, মুসলমানী বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তকগুলি এবং ১৫৩ খানি বাঙ্গালা পুস্তক উপহার-স্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের হিতৈষী সদস্য, অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় ২৬৭ খানি মুসলমানী বাঙ্গালা পুস্তক উপহার দিয়াছেন। পরিষদের গ্রন্থাগারে এই শ্রেণীর পুস্তকের অভাব ছিল। ডাক্তার সাহেব এই অভাব পূরণ করিয়া পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ৫ খানি দৈনিক, ৪৮ খানি সাপ্তাহিক, ৬ খানি পাক্ষিক ও ৮৩ খানি মাসিক পত্র ও পত্রিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত কলিকাতা গেজেট, ইণ্ডিয়া গেজেট ও অন্যান্য গবর্মেণ্ট রিপোর্ট আদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাময়িক পুস্তক যথাসময়ে গবর্মেণ্টের কর্তৃপক্ষ-গণের নিকট হইতে নিয়মিত ভাবে পাওয়া গিয়াছে। আমেরিকার স্মিথ্‌সোনিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউ-শনের নিকট হইতে ১৮ খানি নানা বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। পরিষদের পক্ষ হইতে উক্ত ইন্‌ষ্টিটিউশনের কর্তৃপক্ষগণকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

পরিষদের জগন্মান্য সভাপতি মহাশয়ের ইচ্ছায় ও চেষ্টায় গ্রন্থাগারের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। মন্দিরের নীচের হলের পূর্ব্বদিকের দুইটি কুঠরীর দেওয়াল ব্যাপিয়া বড় বড় দুইটি আলমারী প্রস্তুত হইয়াছে। পরিষদের পুরাতন আলমারীগুলি বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই সকল আলমারীর পুস্তক এই বড় আলমারী দুইটিতে রাখা হইয়াছে। দিন দিন গ্রন্থাগারের যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারের পুস্তক রাখিবার স্থান সংকুলানের জন্য বিশেষ চিন্তার কারণ হইবে। বেঙ্গল লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বাছিয়া দিয়াছেন, আগামী বর্ষে সেগুলি তালিকাভুক্ত হইবে। উক্ত আলমারী দুইটি প্রস্তুত করিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন। পরিষৎ তাঁহার নিকট ও বসন্তবাবুর নিকট বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

বঙ্গের গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্য স্বরচিত ও স্বপ্রকাশিত পুস্তকের এক একখানি দান করেন। অনেক গ্রন্থকার বা প্রকাশক এ বিষয়ে পরিষদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না। আমরা আশা করি, বঙ্গদেশের এই প্রধানতম সাহিত্যালোচনার মন্দিরে তাঁহারা তাঁহাদের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের এক একখানি করিয়া উপহার দিবেন।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়-সমিতি কর্তৃক পুস্তকালয়-সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রস্তুত হইয়াছে। উক্ত নিয়মাবলী এক্ষণে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুস্তকা-লয়-সংস্কার-সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সমিতিতে এবং পুস্তকালয়-

সমিতিতে যাঁহারা সভ্যরূপে কাজ করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয়ের উপন্যাস ও গল্পের তালিকা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ষের শেষভাগে কাব্য ও কবিতার তালিকাও প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকার অনেকাংশ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। আগামী বর্ষে অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থের তালিকা মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হইবে।

পরিষদের পাঠাগার ছুটীর দিন ব্যতীত স্থানীয় সাধারণের ও সদস্যগণের জন্য বেলা ২টা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত খোলা ছিল।

পুথিশালা

অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের উপর পরিষদের পুথিশালার কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। বর্ষের প্রথমে পুথিশালায় ৩৬৬৫ খানি পুথি ছিল। আলোচ্য বর্ষে ৬৪ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে, ১৮ খানি বিনিময়ে পাওয়া গিয়াছে এবং ৬ খানি খরিদ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত শশীলাল দাস, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দে, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী দে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতি মহাশয়গণ পুথি উপহার দিয়াছেন। বর্ষশেষে শ্রেণীভেদে পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে। বাঙ্গালা—২৪২১, সংস্কৃত—১০৭৭, অসমীয়া—১, ওড়িয়া—২, হিন্দী—২, পার্শী—১২, তিব্বতীয়—২৩৭ এবং ইংরাজি—১, মোট—৩৭৫৩।

আলোচ্য বর্ষের শেষ চারি মাস একজন অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া সমস্ত বাঙ্গালা পুথির তালিকা করা হইয়াছে; মোট ২৯৯৬ খানি পুথির তালিকা হইয়াছে। পাতা মিলাইয়া প্রায় ৭৫০ খানি পুথির উদ্ধার করা হইয়াছে। এই সমস্ত পুথির মধ্যে ভূতডামর তন্ত্র (বাঙ্গালা মন্ত্রের পুস্তক) এবং একখানি নামহীন বাঙ্গালা জ্যোতিষের পুথি পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পুথিশালার জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করেন, তজ্জন্য তিনি পরিষদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন।

মুসলমানী বাঙ্গালা

আলোচ্য বর্ষে মুসলমানী বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা ও অনুসন্ধান পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর এই বিভাগের কার্য্যভার অর্পিত আছে। তিনি এই বিভাগের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। ডাক্তার সাহেবের এই প্রকারের চেষ্টায় যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের চিত্রশালাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায়, বিগত আশ্বিন মাসে শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় চিত্রশালাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত হন। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব-মত চিত্রশালার দ্রব্যাদি সুসজ্জিত করিয়া রাখিবার জন্য গ্যালারী, শো-কেস প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়াছে এবং দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। এই সকল কার্য্য শেষ করিতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত হয়। এই জন্য চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয় চিত্রশালার দ্রব্যাদির বিবরণযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করিবার সুবিধা পান নাই। এই তালিকা প্রস্তুত হইলে, সাধারণ দর্শকের পক্ষে দ্রব্যাদির পরিচয় জানিবার বিশেষ সুবিধা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে তাড়াশের জমিদার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় মহাশয় মধুসূদনদেবের একটি রৌপ্য মুদ্রা উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্ এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় কতকগুলি তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি কঙ্কে উপহার দিয়াছেন। ফুলছরী-ষ্টীমার-ঘাটের হোটেলের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাস মহাশয় কূপ খনন-কালে ১৪।১৫ হাত মাটীর নীচে ইহা পাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় মুর্শিদাবাদ সুতীর ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর-খণ্ড উপহার দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বাগচী বি এ মহাশয় একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার মহাশয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মহারাণীর বাঙ্গালা ঘোষণা-পত্র উপহার দিয়াছেন। উক্ত দ্রব্যাদির প্রদাতাগণকে পরিষৎ বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ছাত্র-সভ্য

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় ছাত্রাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ১৫ জন ছাত্র পরিষদের ছাত্রসভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। বর্ষের প্রারম্ভে ৪৯ জন ছাত্রসভ্য ছিলনে। বর্ষশেষে ৬৪ জন হইয়াছে। ছাত্রাধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রগণকে নানা বিষয়ে উপদেশাদি দিয়া, পরিষদের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা মিউজিয়মে কতিপয় ছাত্র-সভ্যকে লইয়া গিয়া নানা প্রাচীন মূর্ত্তি ও অনুশাসনাদি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পরিষদের পুরাতন ছাত্র-সভ্যগণ-মধ্যে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ ও শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধাদি রচনার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছেন—পরিষদেও তাঁহারা তাঁহাদের প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া দিয়াছেন। নূতন ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন এবং তাঁহার আলোচনার ফল প্রবন্ধাকারে পরিষদে পাঠাইয়া-

ছেন। তিনি সম্প্রতি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছেন বলিয়া তাঁহার আরব্ধ কার্য্য বন্ধ আছে। ছাত্র-সভ্যগণ যাহাতে প্রাচীন বাঙ্গালা আলোচনা করিতে পারেন, তজ্জন্য পরিষদের পুথিরক্ষক মহাশয় সাহায্য করিবেন। কতিপয় ছাত্র, গ্রাম্য ব্রতকথা-সংগ্রহে এবং অসংস্কৃত ভৌগোলিক নাম সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। যদি ছাত্র-সভ্যগণ উৎসাহের সহিত মাতৃভাষার অনুশীলন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উত্তর-কালে দেশের প্রভূত সাহায্য করিতে পারিবেন। পরিষৎ এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভ্যগণের চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল।

পুরস্কার

আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত আটটি পুরস্কার ও পদক বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল ;—

পদক বা পুরস্কার	প্রবন্ধের বিষয়
১। হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক	মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য-সমালোচনা।
২। দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কার (১০০৲)	বঙ্গীয়-নাট্যসাহিত্য ও দীনবন্ধু।
৩। রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)	এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ।
৪। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)	নরহরি সরকারের জীবনচরিত্র।
৫। ৺রেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী সুবর্ণ-পদক	—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।
৬। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—	স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্যের সমালোচনা।
৭। শশিপদ রৌপ্য-পদক—	বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ ও তাহার প্রতীকারের উপায়।
৮। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—	বঙ্গের পাঁচালি-সাহিত্য।

এই সকল বিষয়ে মোট ৪৯টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। ১ম পদক হেমচন্দ্র স্মৃতি-সমিতির উদ্বৃত্ত অর্থের সুদ হইতে দেওয়া হইতেছে। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই পদক পাইবেন স্থির হইয়াছে। এই বিষয়ে মোট ৪টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল।

২য় পুরস্কার—স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রগণ প্রদান করিয়াছেন। এই পুরস্কারের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি এখনও পরীক্ষিত হয় নাই। এই বিষয়ে মোট ৬টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে।

৩য় বিষয়ে একটিমাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহা পরীক্ষক মহাশয়কর্ত্তৃক পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৪র্থ পুরস্কার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের

স্মৃতির উদ্দেশ্যে দান করিয়া থাকেন। এই পুরস্কারের জন্য ৪টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। কোন প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৫ম বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় সুবর্ণ-পদক দিয়াছেন। এই বিষয়ে ৫টি মাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। কোন প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই।

৬ষ্ঠ বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এক রৌপ্য পদক দিবেন। কিন্তু এই বিষয়ে মাত্র একটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাও পরীক্ষক মহাশয়কর্ত্তৃক উপযুক্ত বিবেচিত হয় নাই।

৭ম বিষয়ের জন্য দেবালয়ের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পদক দিয়াছেন। পরীক্ষক মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু মহাশয়কে পদক দিবার জন্য মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়ে মোট ২৫টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল।

৮ম বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বাগবাজার লক্ষ্মীনিবাস হইতে পদক দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ নাগ মহাশয় এই পদক পাইবেন স্থির হইয়াছে। এই বিষয়ে ৩টি প্রবন্ধ আসিয়াছিল।

যাঁহারা উক্ত পদক বা পুরস্কারের জন্য পরিষদের হস্তে অর্থ দান করিয়াছেন, পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি এবং যাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অনুরোধক্রমে প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্মৃতি-রক্ষা

(ক) নবীনচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি—বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুক্ত জি কে মাত্রে মহাশয়কে কবিবরের মর্ম্মর-মূর্ত্তি নির্ম্মাণের ভার অর্পিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে উক্ত মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়াছে এবং পরিষৎ মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

(খ) কাশীরাম স্মৃতি-সমিতি—এই স্মৃতি-সমিতির কার্য্য আলোচ্য বর্ষে বিশেষ কিছু অগ্রসর হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির তহবিলে ২৬৲ চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। স্মৃতি-সমিতিকর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, কেশে পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন ও উহার ঘাট বাঁধান হইবে এবং যে স্থানে বসিয়া কাশীরাম মহাভারত রচনা করিতেন, তথায় একটি দালান নির্ম্মাণ করা হইবে। এই পুষ্করিণীর স্বত্ব যাঁহাদের রহিয়াছে, তাঁহাদের অনেকেই স্ব স্ব স্বত্ব স্মৃতি-সমিতির হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। পুষ্করিণীর অন্যান্য শরিকগণের নিকটও স্বত্ব সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। মাননীয় মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই স্মৃতি-রক্ষার সাফল্যের জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ-

(গ) চণ্ডীদাস স্মৃতি-সমিতি—বীরভূম নান্নুরে চণ্ডীদাসের বাশুলীদেবীর মন্দির সংস্কার সম্বন্ধে কার্য্য আলোচ্য বর্ষে কিছুই অগ্রসর হয় নাই।

(ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি—ইতঃপূর্ব্বে ১৩২২ বঙ্গাব্দে কবিবরের একখানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার জন্মস্থান সেনহাটী গ্রামে তাঁহার বসত-বাটীর দক্ষিণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আগামী আশ্বিন মাস মধ্যে যাহাতে স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, তাহার আয়োজন হইতেছে। যশোহর টাউন হলে কবিবরের এক তৈলচিত্র ও তাঁহার স্মৃতিফলক রক্ষিত হইবে এবং শুদ্ধ যশোহর জেলার নিমিত্ত একটি বৃত্তি বা পদক প্রদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(ঙ) সখারাম গণেশ দেউস্কর—দেউস্কর মহাশয়ের চিত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই। যাহাতে বর্ত্তমান বর্ষে ইহা শেষ করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

(চ) মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—বিদ্যানিধি মহাশয়ের চিত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই।

(ছ) মীর মশারফ হোসেন—ইঁহার চিত্রও আলোচ্য বর্ষে প্রস্তুত করিতে পারা যায় নাই। (জ) মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (ঝ) মিঃ লিওটার্ড, (ঞ) কৈলাসচন্দ্র সিংহ, (ট) রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, (ঠ) রাজা সার্ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (ড) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (ঢ) নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, (ণ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ এবং (ত) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই কয়েকজনের চিত্র প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। তজ্জন্য পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত আছেন। যাহাতে সত্বরেই ইঁহাদের চিত্রাদি প্রস্তুত করিয়া পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা বর্ত্তমান বর্ষে করিতে হইবে।

(থ) মনোমোহন বসু—ইঁহার যে চিত্রখানি পরিষৎ মন্দিরে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, তাহা ঠিক-মত হয় নাই বলিয়া চিত্রকর মহাশয়কে উহার সংস্কারের জন্য বলা হইয়াছিল। তিনি এ পর্য্যন্ত উহার কিছুই করেন নাই। ইতিমধ্যে স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় তাঁহার পিতামহের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এই চিত্র বর্ত্তমান বর্ষে পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। সুতরাং আর কোন চিত্রের আবশ্যকতা নাই।

(দ) রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের চিত্র, শরচ্চন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়াছে—রায় বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয় এই চিত্র প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক মহাশয় পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। বর্ত্তমান বর্ষে এই চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমিতি কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, তিব্বতীয় মৌলিক অনুশীলন ও গবেষণার জন্য সময় সময় ১২৲ টাকা মূল্যের একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে।

(ধ) সারদাচরণ মিত্র স্মৃতি-সমিতি—কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, স্বর্গীয়

হইবে। এই জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে হইবে। উক্ত উভয় কার্য্যের উপযুক্ত অর্থের বেশী চাঁদা সংগৃহীত হইলে ৺মিত্র মহোদয়ের একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে।

(ন) অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি,—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার উপর এই সমিতির কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির একটিমাত্র অধিবেশন হইয়াছে। আশা করা যায়, সত্বরেই ৺সরকার মহাশয়ের স্মৃতি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। স্মৃতি-সমিতিকর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, ৺সরকার মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বার্ষিক একটি পদক দানের ব্যবস্থা করা হইবে।

ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য ভাণ্ডার

আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডারে সর্ব্বসমেত ৩১৮৻১০ টাকা আদায় হইয়াছে। গত বর্ষের উদ্বৃত্ত ছিল ২৬০৸৵৫। মোট ৫৭৮৶১৫ টাকা হইতে মুস্তফী মহাশয়ের পরিবারে ৪৮৫৲ দেওয়া হইয়াছে এবং চাঁদা আদায় জন্য ১৮৸৶১০ মোট—৫০৩৸৶১০ ব্যয় হইয়াছে। বর্ষশেষে এই তহবিলে ৭৫ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এখনও মুস্তফী মহাশয়ের পরিবার নিঃস্ব অবস্থায় রহিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণও কার্য্যক্ষম কেহ নাই। আশা করা যায়, মুস্তফী মহাশয়ের হিতৈষী বন্ধুগণ এই দুঃস্থ পরিবারের দুঃখ মোচন জন্য অর্থ সাহায্য করিবেন।

এই সমিতির তত্ত্বাবধানে এবং পরিষদের সম্পূর্ণ ব্যয়ে স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের একখানি পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে এই চিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইবে।

বিগত বার্ষিক কার্য্য-বিবরণমধ্যে জানান হইয়াছিল যে, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ব্রহ্মচারী মহাশয় ৺অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের চিত্র দান করিয়াছেন। এই বিষয়ে আমাদের কিছু ভ্রম হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে এই চিত্র প্রস্তুত বাবদ ১৪৸৶০ খরচ হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বাবু ১০৲ দিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৪৷৶০ দিয়াছিলেন। এই জন্য উভয়েই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যে বিশেষ দক্ষতার সহিত পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা সদস্যগণ অবশ্যই অবগত আছেন। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় পত্রিকা-পরিচালন-

ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। পত্রিকা-পরিচালন-সমিতির নির্ব্বাচিত অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্ষারম্ভে এই সমিতির সভাপদ গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করায়, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। পরিচালন-সমিতির সভ্যগণ, শ্রীযুক্ত হেমবাবু ও শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ।

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্ব্বিংশ ভাগের চারি সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃ পত্রিকার আয়তন কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছিল। এই চারি সংখ্যা পত্রিকায় সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ ব্যতীত ১৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯টি প্রবন্ধ বিষয়-ভেদে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত :—

প্রাচীন সাহিত্য	৮
ভাষাতত্ত্ব	৬
ইতিহাস	৩
বিজ্ঞান	২
	১৯

প্রাচীন সাহিত্য

(ক) "আর্য্যভট"— শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এই প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, আর্য্যভট একখানি মাত্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন—তাহার নাম আর্য্যভটীয়—ইহাতে দশটি গীতিকাছন্দ এবং ১১৩টি আর্য্যাছন্দ—মোট ১২৩টি শ্লোক আছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। আর্য্যভটই জগতের মধ্যে প্রথমে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর দুই প্রকার গতি আছে—আহ্নিক ও বার্ষিক গতি। তিনি যে পৃথিবীর আহ্নিক গতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবীর একবার ঘুরিতে এক বৎসর লাগে —এ বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখক আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন যে, বরাহমিহিরই সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচনা করিয়াছিলেন।

(খ) "আর্য্যভট সম্বন্ধে মন্তব্য"—নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের 'আর্য্যভট' প্রবন্ধোক্ত কয়েকটি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা, গ্রহগণের ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিমাণ নিরূপণ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত বরাহ-মিহিরের রচনা, পৃথিবীর গ্রহণ এবং সূর্য্যপরিতঃ ভ্রমণ মত সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা প্রচুর নহে ও সেগুলি আলোচনা-সাপেক্ষ, ইহা প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন।

(গ) "দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুঁথি"।—প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়

প্রদান করিয়াছেন। এই পাঁচালীর দুইখানি পুথি তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। একখানি ১২৪৩, আর একখানি ১২৮৬ সালে লিখিত। পাঁচালী-রচয়িতা রঘুনাথ যে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কবি, তাহা সতীশ বাবু এই প্রবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছেন এবং পাঁচালীখানি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

(ঘ) জঙ্গনামা"।—প্রবন্ধ-লেখক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলেন,—জঙ্গনামা মুসলমানদের একখানি ঐতিহাসিক এবং ধর্ম্মমূলক কাব্য এবং মুসলমানী বঙ্গভাষায় লিখিত। গ্রন্থের রচয়িতা মুন্সী মহম্মদ ইয়াকুব আলী ১০৭১ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১১০১ বঙ্গাব্দে তিনি এই কাব্য রচনা করেন। জঙ্গনামায় যে সকল বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, ইতিহাসের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মিল না থাকিলেও দশম হিজরীতে ফার্সী ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক কাব্য "মোক্তল হোসেনের" সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। জঙ্গনামার লেখক যে মোক্তল হোসেনের কবির অনুসরণ করিয়াছেন, এ কথা তিনি নিজেও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ কারবালা-যুদ্ধের ঘটনা অবলম্বনে জঙ্গনামা গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। সিদ্দিকী মহাশয় এই সমস্ত ঘটনা প্রথমে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া শেষে জঙ্গনামা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, পুথিখানির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সিদ্দিকী মহাশয় বলেন—এই উপলক্ষে তিনি জঙ্গনামার তিনখানি হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

(ঙ) "রামনিধি গুপ্ত ও গীতরত্ন গ্রন্থ" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিধুবাবুর রচিত টপ্পা-গানসমূহের সংগ্রহ-গ্রন্থ "গীতরত্নের" পরিচয় এবং তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—নিধুবাবুর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে ১২৪৪ সালে "গীতরত্ন" প্রথম মুদ্রিত হয়। তৎপরে ১২৫৭ এবং ১২৭৫ সালে যথাক্রমে ইহার দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। অপরাপর অনেক গ্রন্থে যদিও নিধুবাবুর অনেক গান সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি তাহা গীতরত্ন অপেক্ষা প্রামাণিক নহে এবং তাহাতে এমন সমস্ত গান নিধুবাবুর নামে চালান হইয়াছে, যাহার প্রকৃত রচয়িতা নিধুবাবু নহেন। ইহার পর প্রবন্ধ-লেখক নিধুবাবুর জীবনী, তাঁহার গানের সমালোচনা, বঙ্গসাহিত্যে নিধুবাবুর স্থান প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।

(চ) "ভদ্রার্জ্জুন" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয়, তারাচরণ শিকদার কর্ত্তৃক রচিত "ভদ্রার্জ্জুন" নামক নাটকের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক বলেন—নাটকখানি ১৭৭৪ শকাব্দে, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রচিত; রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মহোদয়গণের মতে ইহাই বঙ্গভাষায় ইংরাজী আদর্শে লিখিত সর্ব্বপ্রথম নাটক।

(ছ) "সমাচার-দর্পণ" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উক্ত সংবাদপত্রের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধলেখক বলেন, ১২২৫, ১০ই জ্যৈষ্ঠ,

বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র বলিয়া সাধারণতঃ উল্লিখিত হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল গেজেট নামক যে কাগজ বাহির করেন, তাহাই প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া বোধ হয়। ইহার পর তিনি সমাচারদর্পণ হইতে অনেক কৌতুহলজনক বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(জ) "সংবাদ-সাধুরঞ্জন" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উক্ত সংবাদপত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন—উক্ত পত্রের সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইহার যে সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, তাহার তারিখ—সোম বার, ১৫ই চৈত্র, ১২৬০ সাল; ২৭শে মার্চ্চ, ১৮৫৪ সাল।

ভাষাতত্ত্ব

(ক) "ঋকার-তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় 'ঋ' অক্ষর সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। বৈদিক ভাষায় ঋকারের উচ্চারণ কিরূপ ছিল, পরবর্ত্তী লৌকিক সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃতেই বা ইহার উচ্চারণ কি আকার ধারণ করিয়াছিল এবং আধুনিক বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষায় তাহা কিরূপে বর্ত্তমান আছে, বিবিধ প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে শাস্ত্রী মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহা দেখাইয়াছেন।

(খ) "ঋ সম্বন্ধে মন্তব্য" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্ মহাশয় বলিয়াছেন যে, 'রুক্ষ' শব্দ 'বৃক্ষ' শব্দের অপভ্রংশ নহে। উহার অর্থ 'দীপ্ত'। আলোচ্য প্রবন্ধে ইহার সপক্ষে তিনি আরও কয়েকটি কথা বলিয়াছেন।

(গ) "ঋ সম্বন্ধে মন্তব্যের প্রত্যুত্তর" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "রুক্ষ", "বৃক্ষ" শব্দ হইতে আসিয়াছে, ইহার অনুমান এবং প্রমাণ যতটা দৃঢ়, উহার "দীপ্ত" অর্থ করিবার পক্ষে অনুমান বা প্রমাণ তত দৃঢ় নহে। এই মত প্রতিপন্ন করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকটি যুক্তি এবং প্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

(ঘ) "বাঙ্গালা শব্দকোষ সমালোচনার উত্তর"। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ২৩শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঙ্গালা শব্দকোষের সমালোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয় সেই সমালোচনার উত্তর প্রদান করিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বঙ্গভাষা, সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, শব্দকোষে এই মত অবলম্বন করিয়া তিনি ভালই করিয়াছেন।

(ঙ) "সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুর উক্ত মতের দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন এবং প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বঙ্গভাষা প্রাকৃতজ, ইহা বলা ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই।

পাধ্যায় এম্ এ মহাশয় মুসলমানদিগের ভারতে আগমন এবং তাঁহাদের দ্বারা আরবী, ফারসী, তুর্কী ও পুস্তু, এই চারি ভাষা আনয়নের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই চারি ভাষার মধ্যে ভারতীয় ভাষাগুলিতে ফারসীর ছাপ বেশী করিয়া পড়িয়াছিল। তুর্কী হইতে কতকগুলি কথা আসিয়াছিল মাত্র এবং পুস্তুর কোন প্রভাবই ভারতীয় ভাষায় বিস্তৃত হয় নাই। আরবীর যাহা কিছু প্রভাব, তাহা ফারসীর ভিতর দিয়া। তুর্কী, পুস্তু ও ফারসী ভাষা মুসলমানগণ ও তাঁহাদের সহিত রাজকার্য্যাদি বিষয়ে সংপৃক্ত হইয়া এই দেশীয় লোকদের মধ্যে দিল্লী অঞ্চলে একটি মিশ্র ভাষায় পরিণত হয়—ইহাই উর্দ্দু বা হিন্দুস্থানী ভাষা। বাঙ্গালায় যে সকল আরবী ফারসী কথা পাওয়া যায়, তাহার অনেক উর্দ্দুর নিকট হইতে লওয়া হইয়াছে। লেখক বলেন যে, যে সকল আরবী ফারসী কথা একেবারে বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের বানান মূল ভাষার অনুযায়ী করিবার চেষ্টা সমীচীন হইবে না। তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়, ইতিহাস ও অন্যান্য পুস্তকে প্রাপ্ত মুসলমান নামের যথাযথ বাঙ্গালা বানান লইয়া। আরবী লিপিতে ২।৪টি অক্ষর যোগ করিয়া ফারসী, উর্দ্দু, তুর্কী ও পুস্তুর লিপি। আরবী অক্ষর আরবেতর কাহারও দ্বারা সহজে উচ্চারিত হইবে না। এই হেতু কোন কোন আরবী অক্ষরের উচ্চারণ-বাহুল্য বা ধ্বনিবাহুল্য ঘটিয়া গিয়াছে। প্রবন্ধলেখক আরবী লিপির রীতি আলোচনা করিয়া ইহার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎপরে একে একে আরবী অক্ষরগুলির জন্য তিনি যে যে বাঙ্গালা অক্ষর যেরূপ সাঙ্কেতিক চিহ্ন-সংযোগে ব্যবহার করিতে চাহেন, তাহা নানা যুক্তির দ্বারা আলোচনা করিয়াছেন।

ইতিহাস

(ক) "মুরশিদাবাদের কয়েকখানি লিপি" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ মহাশয় উক্ত জেলাস্থিত বড়নগরের কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের লিপির পরিচয় দিয়াছেন। এই সকল লিপি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং ৬৯ হইতে ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(খ) "আসামের পত্র-পত্রিকা" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয়, আসাম প্রদেশে ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত যত সংবাদপত্র প্রচারিত হইয়াছিল এবং এখনও যে সমস্ত সংবাদপত্র বর্ত্তমান আছে, তাহার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন।

(গ) "আসামের পত্র-পত্রিকা প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুএকটি কথা"। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "আসামের পত্র-পত্রিকা" নামক প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় এই প্রবন্ধে সেই সকল সংশয় নিরাস করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিজ্ঞান

এস্ সি মহাশয় মগরাহাটের পশ্চিমে অবস্থিত চক্রদহের ভূতত্ত্ব এবং রাঙা মাটি সম্বন্ধে স্বীয় অনুসন্ধানের ফল বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন—মগরা-হাটের পূর্ব্ব-উত্তর এবং উত্তরে যে সকল লাল কর্দ্দমস্তর পাওয়া যায়, উহা গঙ্গার জল হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে যে সকল লাল কর্দ্দমস্তর দৃষ্ট হয়, তাহা দামোদর ও দামোদরের শাখা দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথার তিনি আলোচনা করিয়াছেন।

(খ) "ইউক্লীডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্য"—এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত গণিত শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় ব্যাপৃত আছেন। এই উদ্দেশ্যে সাহিত্য-পরিষৎ যে একটি পৃথক্ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, মাঝে মাঝে তাহার অধিবেশন হইয়া থাকে এবং যোগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পঠিত এবং আলোচিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক ইউক্লীডের দ্বিতীয় স্বীকার্য্য (Second Postulate) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। যে কোন সীমাবদ্ধ সরল রেখাকে সরলভাবে যথেচ্ছ পরিমাণে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, ইহাই ইউক্লীডের ২য় স্বীকার্য্য। ইহা ইউক্লীডের স্বীকৃত সমতল প্রদেশেই বা সমতল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যোগেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, এরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে এই স্বীকার্য্য আবদ্ধ না রাখিলেও চলিতে পারে। এই জন্য তাঁহাকে সমতল ক্ষেত্রের সহিত বর্ত্তুল ক্ষেত্রের সম্পর্ক আলোচনা করিতে হইয়াছে। সামতলিক ত্রিভুজের সহিত বার্ত্তুলিক ত্রিভুজের সম্পর্ক নির্ণয় করিয়া কতিপয় প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিতে হইয়াছে এবং অবশেষে ইউক্লীডের ঐ স্বীকার্য্যটিকে বার্ত্তুলিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে স্বীকার্য্যটি কিরূপ নূতন আকার ধারণ করিবে, তাহাও স্থাপন করিতে হইয়াছে।

ছাপাখানা-সমিতি

১৩২৩ বঙ্গাব্দ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাপাখানা-সমিতির কার্য্য বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডাক্তার আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত এই সমিতির কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে সমিতির মোট ৯টি অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে উপযুক্ত-সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হওয়ায়, ৪টি অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম এ, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়—এই পাঁচ জনকে লইয়া, আলোচ্য বর্ষের প্রথমে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকর্ত্তৃক এই সমিতি গঠিত হয়। পরে ২রা আশ্বিন তারিখের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ৮ম অধিবেশনে ছাপাখানা-সমিতির নূতন নিয়মাবলী গৃহীত হয় এবং তদনুসারে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ব্যক্তিগণ ছাপা-

বি এল্, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ ও শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

যখন সমিতির সদস্য-সংখ্যা ৫ জন ছিল এবং তিন জন সদস্য উপস্থিত হইলে কার্য্য সিদ্ধ হইত, তখন নিয়মিতভাবে সদস্য মহাশয়েরা উপস্থিত হইতেন। কিন্তু সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার পর হইতে পর-পর কয়েকটি অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। বিশেষ প্রয়োজনে পত্র লিখিয়া, একবার সদস্যদিগের মতামত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

বিগত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে এই সমিতির মোট ৯টি অধিবেশন হইয়াছিল; কিন্তু একটি অধিবেশনও স্থগিত হয় নাই। সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধিই বোধ হয়, এই প্রকার অসুবিধার প্রধানতম কারণ।

আলোচ্য বর্ষে সমিতিকর্তৃক পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিগত ১৩২৩ বঙ্গাব্দে পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে দুই বৎসরের পত্রিকা এক সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে।

পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি, বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিবরণীতে যে যে পুস্তকের যত ফর্ম্মা করিয়া ছাপিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ছাপাখানা-সমিতি তন্মধ্যে কোন কোন পুস্তকের মুদ্রণ-কার্য্য দ্রুত সম্পাদন করিয়া, বজেটের অতিরিক্ত ফর্ম্মা ছাপিয়া পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু বজেটে ধৃত টাকার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। দুঃখের বিষয়, পাণ্ডুলিপির অভাবে, লেখমালানুক্রমণী নামক পুস্তকের মুদ্রণ-কার্য্যে সমিতি আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বর্ষে সমিতির উপর অধিক পরিমাণে কার্য্যভার অর্পিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকা ও মাসিক কার্য্য-বিবরণী মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার ভার এই ছাপাখানা-সমিতির উপর ন্যস্ত ছিল। ইহা ব্যতীত সমিতির অধিবেশনে গ্রন্থাবলী ছাপিবার বন্দোবস্ত, গ্রন্থের মূল্য নির্দ্ধারণ, ভিন্ন ভিন্ন ছাপাখানাসমূহের বিল পাশ, সত্বর মুদ্রণ-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য উপায় নির্দ্ধারণ প্রভৃতি অনেক কার্য্যের সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির তত্ত্বাবধানে ১৩ খানি গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। পরিষদের মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য এই সমিতির দ্বারাই সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গ্রন্থ-প্রকাশ

১৩২৪ বঙ্গাব্দ

আলোচ্য বর্ষে ডাঃ শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত হইয়াছিল। এই বর্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় গবর্মেণ্টের নিকট হইতে

উক্ত ১২০০৲ টাকা পরিষদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকল্পে ব্যয় করিয়াছেন ও পরিষদের নিজ ব্যয়ে নিম্নোক্ত গ্রন্থ-সকল প্রকাশিত হইয়াছে,—

১। **ন্যায়দর্শন (বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ১ম খণ্ড)**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত এবং সম্পাদিত। মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, তাহার বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি ইহাতে আছে।

২। **নেপালে বাঙ্গালা নাটক**—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কর্ত্তৃক সম্পাদিত। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত চারিখানি গ্রন্থ ইহাতে আছে—কাশীনাথকৃত বিদ্যা-বিলাপ, কৃষ্ণদেবকৃত মহাভারত, গণেশকৃত রামচরিত, ধনপতিকৃত মাধবানল-কামকন্দলা।

৩। **শারদা-মঙ্গল**—মুক্তারাম সেন-বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত। ইহাতে সংক্ষেপে চণ্ডিকা-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

৪। **গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস**—বাসুদেব ঘোষ-প্রণীত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ-সম্পাদিত।

৫। **জ্ঞানসাগর**—আলি রাজা ওরফে কানু ফকীর-প্রণীত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত। দরবেশী গ্রন্থ।

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির মুদ্রণ-কার্য্য চলিতেছে,—

১। **গোরক্ষ-বিজয়**—মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

২। **সর্ব্বসংবাদনী**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৩। **উদ্ভিদজ্ঞান**—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ মহাশয়-বিরচিত।

৪। **প্রাচীন পুথির বিবরণ**—শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৫। **শ্রীকৃষ্ণবিলাস**—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

৬। **পদকল্পতরু (২য় খণ্ড)**—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় সম্পাদিত।

আলোচ্য বর্ষে পাণ্ডুলিপির অভাবে লেখমালানুক্রমণী গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য কিছুই হয় নাই।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের সর্ব্বরকমে মোট আয় ২৪২৯৭৸/৮, পূর্ব্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ২১৩১৸/৬, একুনে মোট জমা ২৬৪২৯৷৶১। আলোচ্য বর্ষে মোট ব্যয় ২৬২০৪৶১১ হইয়াছে। বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ২২৫৶৩ ছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের ২১৬৭৬৷৵২ কোম্পানীর কাগজ ও ডাকঘরে মজুত আছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও পরিষদের মাসিক ব্যয়-নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত আয় এখনও হয় না এবং প্রতি বৎসরই ৺পূজার সময়ে এবং চৈত্র মাসে ঋণ করিতে হয়। যদিও সে ঋণ সময়-মত শোধ করা হয় বটে, কিন্তু সদস্য-গণ তাঁহাদের দেয় চাঁদা নিয়মমত দিলে এ ঋণের প্রয়োজন হয় না এবং বর্ষশেষে উদ্বৃত্তের

স্থায়ী তহবিল

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে উক্ত তহবিল হইতে যে ঋণ লওয়া হইয়াছিল, তাহার কতকাংশ গত বৎসরে ও বর্ত্তমান বৎসরে পরিশোধ করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে বজেটের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চাঁদা আদায় ও ব্যয় করিতে পারিলে ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই সমুদয় ঋণ শোধ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উক্ত তহবিলের এখনও ১৭৪২৫৲ টাকা প্রতিশ্রুত দান অনাদায় রহিয়াছে। এই দান পাওয়া গেলে তাহার সুদ খাতে পরিষদের সাধারণ তহবিলে প্রতি বৎসরে অন্যূন ৮৫০৲ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। পরিষদের হিতকামী সহৃদয় দাতা মহাশয়গণকে এ বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ভরসা করি, তাঁহারা অচিরে নিজ নিজ প্রতিশ্রুতি পূরণ করিয়া পরিষদের পুষ্টি সাধন করিবেন।

গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিল

গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে প্রতিশ্রুত দানের মধ্যে এখনও ২৫১২॥০ টাকা অনাদায় রহিয়াছে। এই টাকা যথাসময়ে পাইলে গৃহনির্ম্মাণের দেনা মিটাইবার জন্য স্থায়ী তহবিলে হস্তক্ষেপ করিতে হইত না। কিন্তু এই টাকা অদ্যাবধি অনাদায় থাকাতে স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত পরিষৎ মন্দিরকে সাধারণের সম্যক্ ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে তাহাতে জলের কল ও শৌচাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। এ সকল কারণে এই তহবিলে এখনও অনূন ৩৫০০৲ টাকা আবশ্যক। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় জাতীয় অনুষ্ঠানের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব থাকা আমাদের জাতির গৌরবের বিষয় নহে।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

বহু কাল হইতে পরিষদের হিসাবে নানা কারণে অনেক জটিলতা আসিয়াছে। এই সকল জটিলতা পরিষ্কার করিতে আয় ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দিগকে গত ২.৩ বৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের এইরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতীত পরিষদের হিসাব এত সহজে পরিষ্কার হইবার আশা ছিল না। এ জন্য তাঁহারা বিশেষভাবে পরিষদের ধন্যবাদভাজন।

পরিশেষে বক্তব্য, পরিষদের হিসাব-বিভাগের কার্য্য এত অধিক যে, তাহা সুচারুরূপে পরীক্ষা ও পরিদর্শন করা একজন সহকারী সম্পাদকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অথচ এই বিভাগের কার্য্যের উপরেই পরিষদের আর্থিক উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এ বৎসর পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন এবং তজ্জন্য কাজও অপেক্ষাকৃত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমবাবুর এই সহায়তার জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

শাখা পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে হুগলী জেলার উত্তরপাড়া গ্রামে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নূতন শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের শাখা-পরিষৎগুলিতে নিয়মিতভাবে সাহিত্যাদি আলোচনা হইয়াছিল। পরিশিষ্টে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ হইতে শাখাগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ শাখায় কি ভাবে কার্য্য হইয়া থাকে, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। শাখাগুলির মধ্যে মীরাট-শাখায় স্থানীয় ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা হইয়াছিল। গৌহাটী শাখা-পরিষদে ইংরাজরাজত্বের প্রাক্কালে আসামের অবস্থা, কামরূপের পূর্ব্বশিল্পকলা, কামাখ্যার মন্দিরের ইতিহাস প্রভৃতি স্থানীয় বিষয়ের অনুসন্ধান ও আলোচনা হইয়াছিল। চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি ও কর্ত্তৃপক্ষগণ চট্টগ্রামের মফস্বলের নানা পল্লীতে পরিভ্রমণ করিয়া, বঙ্গ-সাহিত্যালোচনায় দেশকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা, পল্লী-পরিষৎ স্থাপনের চেষ্টা ও পাঠাগারাদি স্থাপনের জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। নদীয়া শাখা-পরিষদের উৎসাহী সহকারী সম্পাদক এবং পরিষদের ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় নদীয়া জেলার নানা স্থানে ঐতিহাসিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদির অনুসন্ধানে রত রহিয়াছেন। ত্রিপুরা এবং ভাগলপুর শাখায় রীতিমত সাহিত্যালোচনা হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শাখা-পরিষৎগুলি পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য কি ভাবে সম্পন্ন করিতেছেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে শাখা-পরিষৎগুলি এ বিষয়ে একটু বেশী মনোযোগী হইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

আলোচ্য বর্ষের ৩০শে চৈত্র ও বর্ত্তমান বর্ষের ১লা বৈশাখ তারিখে ঢাকা নগরীতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। দর্শন-শাখায়—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ত-তীর্থ, ইতিহাস-শাখায়—শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত, সাহিত্য-শাখায়—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্ মহাশয় এবং বিজ্ঞান-শাখায়—শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এস্ সি ডি মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ এবং সম্পাদক হইয়াছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র এম্ এ। গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবগুলি ব্যতীত বঙ্গভাষার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা দানের প্রথা প্রচলন করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; এই প্রস্তাবের নকল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে। আগামী বর্ষে কোথায় সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। পরিচালন-সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও শ্রীযুক্ত রাম-কমল সিংহ ঢাকায় গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবু বিশেষ পরিশ্রম সহকারে সম্মিলনের কার্য্যাদি পরিচালন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

রমেশ-ভবন

১৩২৩ বঙ্গাব্দে ৫ই অগ্রহায়ণ রমেশ-ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার পর, প্রতিষ্ঠা-সভায় শ্রীযুক্ত কে, বি, দত্ত মহাশয় যে ২৫০৲ সাহায্য দিবেন জানাইয়াছিলেন, তাহা আলোচ্য বর্ষে পাওয়া গিয়াছে। স্মৃতি-সমিতির সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোকগমন জন্য এই সমিতির কার্য্য বিশেষরূপ অগ্রসর হয় নাই।

মন্দির ব্যবহার

আলোচ্য বৎসরে সাহিত্য-সঙ্গতের, সৎসঙ্গ সভার, চৈতন্য-সেবা সমিতির এবং প্রজাপতি সমিতির বৈঠক এবং অধিবেশনের জন্য পরিষৎ মন্দিরের হল ব্যবহৃত হইয়াছিল।

কলিকাতায় আলোচ্য বৎসরে জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তদুপলক্ষে ভারতের নানা স্থান হইতে আগত প্রতিনিধিবর্গকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য পরিষদে একটি সান্ধ্য সম্মিলন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রতিনিধিবর্গকে পরিষদের চিত্রশালার দ্রব্য-সম্ভার প্রদর্শিত হইয়াছিল। পরিষদের সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

গণিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির তিনটি অধিবেশন হইয়াছিল। সমিতির অধিকাংশ সভ্যের সুবিধার নিমিত্ত রিপণ কলেজ-গৃহে এই অধিবেশনগুলি হইয়াছিল। রিপণ কলেজের গৃহ ব্যবহার করিতে দিবার জন্য কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র কর মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক-পদ ত্যাগ করায়, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন গুপ্ত এম্ এ মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে কয়েক জন নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সমিতি কর্ত্তৃক স্থির হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধগুলি ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভাষায় ভাষান্তরিত করিয়া দেশীয় বিদেশীয় গণিতবিদ্-গণের নিকট এবং বিলাতের এই শ্রেণীর সমিতির পত্রিকায় প্রকাশ জন্য প্রেরিত হইবে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রবাবুর আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল। তিনি অর্থ-চিন্তায় সময়ক্ষেপ না করিয়া যাহাতে একাগ্রচিত্তে তাঁহার মৌলিক গবেষণায় রত হইতে পারেন, এই সমিতি কর্ত্তৃক তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সমিতির সভ্যগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

আমরা আর একজন গণিতশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির পরিচয় পাইয়াছি। ২৪ পরগণা বারাসতনিবাসী শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গণিতশাস্ত্রের মৌলিক গবেষণার

জীবন উৎসৃষ্ট করিয়াছেন। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে স্থির হইয়াছে যে, গণিতশাস্ত্রের মূল-তত্ত্ব আলোচনা সমিতির এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রবাবুকে তাঁহার গবেষণার পরিচয় দিবার জন্য আহ্বান করা হইবে।

মৃত সদস্য ও সাহিত্যসেবিগণ

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩ জন বিশিষ্ট, ৩২ জন সাধারণ ও ১ জন সহায়ক সদস্যের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন ও তাঁহাদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।

বিশিষ্ট সদস্য

১। সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ—ইনি ভারতবর্ষে অবস্থানকালে ভারতবর্ষের নানা কল্যাণকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভারতের উন্নতির জন্য তিনি বিলাতে গিয়াও অনেক সময় ব্যয় করিতেন। তিনি ভারতের নানা লোকহিতকর কার্য্যে নিজে অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

২। সার জর্জ্জ বার্ড উড্—ইনি ভারতেই জন্ম গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ বোম্বাই প্রদেশে ও বোম্বাই নগরের নানা লোকহিতকর অনুষ্ঠানে তিনি যোগদান করিতেন। ভারতবর্ষের নানা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি বোম্বাই নগরের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর সংস্কার সাধন করিয়া ও তাহাতে বহু দেশীয় ব্যক্তিকে সদস্যরূপে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিলাতে অবস্থানকালে তিনি ভারতবর্ষের শিক্ষাদি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

৩। আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ও অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের জীবনীর বিস্তৃত পরিচয় দিবার স্থান পরিষদের কার্য্যবিবরণ মধ্যে নাই। সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, তিনি বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম প্রবীণ ও প্রধান সেবক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের সময় হইতে বর্ত্তমান সময়ের বহু সাহিত্যিক আলোচনায় তাঁহার কৃতিত্ব ছিল। সাহিত্য-সমালোচনায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্গদর্শনের অনেক গ্রন্থ সমালোচনা তাঁহারই লেখনী-প্রসূত। 'নবজীবন' ও 'সাধারণীর' সম্পাদকরূপে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যালোচনা এবং বঙ্গভাষায় রাজনীতি চর্চ্চার সূত্রপাত করেন। তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক রচনা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হেমচন্দ্র, সনাতনী ও বৈষ্ণবধর্ম্মগ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

সহায়ক সদস্য

১। ৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ—ইনি উত্তরবঙ্গের একজন উদীয়মান সাহিত্যসেবী ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখায় এবং মূল পরিষদের পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি নীরবে সাহিত্য সাধনা করিতেন। পরিষৎকে পুঁথি, মুদ্রা ও দশাবতারযুক্ত

তাম্রফলক দান করিয়াছিলেন। তিনি অতি নিঃস্ব অবস্থায় অল্প বয়সেই পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহার নিঃস্ব পরিবারের সাহায্যকল্পে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে একটি সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে ও সদস্যগণকে এই নিঃস্ব পরিবারকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

সাধারণ সদস্য

১। ৺অক্ষয়কুমার বসু বি এল্—কলিকাতা শ্যামবাজারের ইনি একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। নানা সৎকার্য্যের সহিত তাঁহার নাম সংস্পৃষ্ট ছিল। তিনি পরিষদের একজন হিতৈষী এবং প্রাচীন সদস্য ছিলেন।

২। ৺অসিতারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্—ইনি একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন এবং পরিষদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

৩। ৺ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, এম্ ডি—ডাক্তার ইন্দুমাধব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। তিনি দর্শন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, কেমিষ্ট্রী, ফিজিওলজি ও বটানিতে এম্ এ ডিগ্রী পাইয়াছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যাক্টিরিওলজিষ্ট ছিলেন। তিনি শেষ কয়েক বৎসর বঙ্গভাষা চর্চ্চার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার 'জাপান ভ্রমণ' ও 'চীন ভ্রমণ' নামক গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেক প্রকাশিত হইয়াছে এবং অনেক অপ্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি 'ইক্মিক কুকারের' সৃষ্টি করেন। তিনি ছাত্রগণের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধে কতকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—সেগুলি ভারতের নানা ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

৪। ৺রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর,—ইনি পরিষদের একজন প্রাচীন সদস্য। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ইঁহার শ্রদ্ধা ছিল। দেশের নানা সদনুষ্ঠানে তিনি একজন সহায় ছিলেন।

৫। ৺করুণাচন্দ্র মজুমদার—ইনি পরিষদের কার্য্যে ও অধিবেশনাদিতে যোগদান করিতেন। পরিষদে প্রায় আসিতেন ও সাহিত্যের রীতিমত চর্চ্চা করিতেন। ইনি অকালে পরলোক গমন করায় পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত।

৬। ৺কালীপ্রসন্ন মৌলিক—ইনি একজন পরিষদের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ দুঃখিত।

৭। ৺রায় গৌরীশঙ্কর রায় বাহাদুর—কটকের কটক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্এর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী ৺গৌরীশঙ্কর রায় মহাশয়ের নাম উড়িষ্যায় সকলেরই সুপরিচিত। তিনি বহু সদ্গ্রন্থ উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত করিয়া উক্ত ভাষার পুষ্টি সাধনে সহায়তা করিয়াছিলেন। গবর্মেণ্ট তাঁহার এবম্বিধ সৎকার্য্যের জন্য তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দান করিয়াছিলেন।

৮। ৺স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ—স্যার চন্দ্রমাধবের বিষয়ে বঙ্গবাসী মাত্রেই [illegible]রূপ অবগত,

আছেন। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজের পদে বহু কাল কার্য্য করিয়াছিলেন। শেষে প্রধান বিচারপতির পদে উন্নীত হন। তিনি দেশের একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনেক ছাত্রকে অন্নদান করিতেন। তিনি বিচারপতিরূপে সকলেরই প্রশংসা-ভাজন ছিলেন।

৯। ৺তীর্থবাসী সিংহ রায়—ইনি হুগলী হরিপালের একজন জমিদার ছিলেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইনি একজন বিশেষ হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। নানা দেশ-হিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেন।

১০। ৺দীননাথ মুখোপাধ্যায়—ইনি 'চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আলোচ্য বর্ষেই তিনি সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১১। ৺দীনেশচন্দ্র রায়—ইনি চট্টগ্রাম পটিয়াকোড়ার একজন জমিদার ছিলেন। অল্প দিন পূর্ব্বে ইনি পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন।

১২। ৺নিত্যানন্দ ঘোষ বি এল্—ইনি বাঁকিপুরে ওকালতি করিতেন। পরিষদের প্রতি ইনি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। দুঃখের বিষয়, ইনি অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৩। ৺সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, এল এল্ ডি, পি এচ্ ডি, সি আই ই। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া লাহোরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন; তৎপরে পঞ্জাব চীফকোর্টের জজের পদে উন্নীত হন। পঞ্জাব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি নাভা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে কার্য্য করেন। তিনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার মনোনীত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবে সকল প্রকার কাজেই এরূপ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, পঞ্জাবের লোকেরা তাঁহাকে তাঁহাদের আপনাদের লোক ও অন্যতম নেতা মনে করিত। তিনি নানা সৎকর্ম্মের সহায়তা করিতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি মাঝে মাঝে পরিষদের অধিবেশনে আসিতেন।

১৪। ৺প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য—ইঁহার অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি নিজে একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন, স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রতিষ্ঠিত ইভ্নিং ক্লাবে তিনি বহু বার অভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি নাটককারও ছিলেন। 'মিশরমণি' নামক এক নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। Tank Aengling in India তাঁহার অন্যতর পুস্তক। 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্র প্রকাশে তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং বহু সাহিত্যিকের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন।

১৫। ৺বদরীদাস গোয়েন্কা বি এ। ইনি কলিকাতার জৈন সম্প্রদায়ের একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। বঙ্গভাষার প্রতি ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। কলিকাতার বহু সাধারণ হিতকর কার্য্যে তিনি যোগদান করিতেন। বঙ্গভাষা তাঁহার মাতৃভাষা না হইলেও তিনি এই ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি একজন পরিষদের হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন।

১৬। ৺বিজয়কৃষ্ণ দাস গুপ্ত সাহিত্য-শাস্ত্রী—ইনি চট্টগ্রামের একজন উদীয়মান

লেখক ছিলেন। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই নবীন সাহিত্যিকের অকালমৃত্যুতে বঙ্গভাষার একজন সেবকের অভাব হইল। কাশী শাখা-পরিষদে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

১৭। ৺বিপিনকৃষ্ণ দত্ত—ইনি জয়নগর মজিলপুরের অন্যতম জমিদার ছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যের ও পরিষদের প্রতি তিনি বিশেষরূপে আকৃষ্ট ছিলেন।

১৮। ৺বিভূতিভূষণ রায়চৌধুরী—ইনি পরিষদের একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। ইনি অতি অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

১৯। ৺বেণীমাধব সরকার এম্ এ। ইনি আগ্রা কলেজের একজন সুদক্ষ অধ্যাপক ছিলেন। সুদূর প্রবাসে থাকিয়া তিনি পরিষদের কার্য্যে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন।

২০। ৺ব্রজেন্দ্রকুমার বসু বি এল্—ইনি মুরশিদাবাদ বহরমপুরের একজন উকীল ছিলেন। অল্প দিন হইল, তিনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২১। ৺ব্রজনাথ পাল চৌধুরী—ইনি রাণাঘাটের বিখ্যাত পাল চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অকালমৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত।

২২। ৺ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—ইনি অল্প দিন হইল, পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষদের কার্য্যে ইঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

২৩। ৺মহীন্দ্রমোহন চন্দ—অল্প দিন হইল, তিনি পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষদের কার্য্যে ইঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল।

২৪। ৺পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ ত্রিপাঠী কাব্যতীর্থ—তিনি একজন বঙ্গভাষানুরাগী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার এক চতুষ্পাঠী ছিল। অল্প দিন হইল, তিনি পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর তাজপুর গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল।

২৫। ৺রবি দত্ত এম্ এ, ব্যারিষ্টার—ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। কলিকাতায় এবং বিলাতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটির অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি ইংরাজি ভাষায় কবিতা-পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। অল্প দিনই তিনি পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে।

২৬। ৺শ্যামদাস মুখোপাধ্যায়—ইনি প্রায় দেড় বৎসর পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি পরিষদের সকল কার্য্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন।

২৭। ৺সারদাচরণ মিত্র এম এ, বি এল্—হুগলী পানিসেহালা গ্রামে ১৮৪৮ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাবান্ ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বি এল্ পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০২ সালে অস্থায়িভাবে ও পরে স্থায়িভাবে হাইকোর্টের জজের পদে কার্য্য করেন।

বিচার-কার্য্যে তিনি যথেষ্ট নির্ভীকতা এবং তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি দীর্ঘ-কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ও সিণ্ডিকেটের সদস্য ও ঠাকুর আইনের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি দেশমধ্যে নানা শিল্পের ও কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ভারতে একলিপি বিস্তারের জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন—এই উদ্দেশ্যে তিনি 'দেবনাগর' নামক এক মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রমেশ-ভবন সমিতির সভাপতিরূপে তিনি 'রমেশ-ভবনের' ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কায়স্থ-সমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। পরিষদের জন্য তিনি যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। পরিষদের শৈশবে তাঁহার ন্যায় উপদেষ্টা ও অভিভাবক না থাকিলে পরিষদের বর্ত্তমান উন্নতি অসম্ভব হইত, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। তিনি ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। তাঁহারই অর্থানুকূল্যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলি পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

২৮। ৺সারদাপ্রসন্ন সরকার এম্ এ—ইনি একজন প্রবীণ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বঙ্গভাষার প্রতি তাঁহার অগাধ স্নেহ ছিল। তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল বিহার অঞ্চলে কাটাইয়াছেন। তিনি পরিষদের বহু দিনের সদস্য ছিলেন।

২৯। ৺সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—ইনি অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হইয়াছেন। পরিষদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। পরিষদের অধিবেশনাদিতে প্রায়ই যোগদান করিতেন।

৩০। ৺হরিদাস ঘোষ এম এ, বি এল্—ইনি অতি অল্প দিনই পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বৈদিক সাহিত্য বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরলোকগমন জন্য তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই।

৩১। ৺হরিধন চট্টোপাধ্যায়—ইনি পরিষদের একজন হিতৈষী সদস্য ছিলেন।

৩২। ৺হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি এ,—বীরভূম রায়পুর গ্রামে ইহাঁর নিবাস ছিল। মাননীয় সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ এবং ৺হেমেন্দ্রবাবু এক বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বারবঙ্গ ও ময়ূরভঞ্জ রাজষ্টেটে সুখ্যাতির সহিত বহু কাল কাজ করিয়াছিলেন। তিনি 'প্রেম', 'আমি', 'বনফুল', 'নির্ব্বাণ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'প্রেম' গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ।

উল্লিখিত পরিষদের সদস্যগণ ব্যতীত নিম্নোক্ত সাহিত্যিকগণের পরলোকগমন হইয়াছে,—

১। ৺কুলচন্দ্র দে—ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একজন প্রথিতনামা কবি ছিলেন। বহু সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তিনি ঢাকার 'প্রতিভা'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরিষৎ তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষ দুঃখিত।

২। ৺কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়—ইহাঁর নিবাস ছিল—বাখরগঞ্জ মীরপুর গ্রামে। তিনি

আপ্রায় জীবনের অধিকাংশ কাল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইনি একজন প্রাণস্পর্শী জাতীয়-সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। অন্যান্য কবিতার মধ্যে "ভারত-বিলাপ" ও "যমুনা-লহরী' নামক দুইটি কবিতা রচনা করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে অমরতা লাভ করিয়াছেন।

৩। ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম এ, বি এল্—ইনি নবদ্বীপের দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ও স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি এক সময়ে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এবং বঙ্গবাসী, পতাকা ও নবপ্রভার সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদর্শন, নব্যভারত, আর্য্যদর্শন, সাহিত্য, প্রবাসী প্রভৃতি সাময়িক পত্রে বহু চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরে নদীয়া শাখা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন এবং পূর্ব্বে মূল পরিষদের সদস্য ছিলেন।

৪। ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়—ইনি মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি ডিটেক্‌টিভ বিভাগে কাজ করিতেন এবং তিনিই বঙ্গভাষায় প্রথম ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস-লেখক। 'দারোগার দপ্তর' প্রকাশ করিয়া তিনি বঙ্গসাহিত্যে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লেখার প্রবর্ত্তন করেন। তিনি পরিষদের প্রাচীন সদস্য ছিলেন।

৫। হেমন্তবালা দত্ত—বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে ইনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার কয়েকখানি কবিতা-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি চট্টগ্রামের কবি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের সহোদরা ছিলেন।

উপসংহার

বর্ত্তমান বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রে কতিপয় সদস্য-মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈত ঘটায়, পরিষদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু অশান্তির সূচনা দেখা গিয়াছিল। পরিষদের পক্ষে ইহা বিশেষ দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। ইহার ফলে সংবাদপত্রাদিতে নানাবিধ সত্যমিথ্যা-জড়িত ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়। বার্ষিক কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গেও প্রোক্ত মতদ্বৈধতার আভাস দেখা গিয়াছিল। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির কার্য্যবিবরণ উপলক্ষ্যে এই বিষয়ের সামান্য পরিচয় যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে। আমাদের সভাপতি মহাশয় এই বিষয়ে উদাসীন নহেন। এই সকল মতভেদ দূর হইয়া, যাহাতে সদস্যদের মধ্যে কোন প্রকার অপ্রীতি না থাকে, তজ্জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি উভয় পক্ষের মতামত গ্রহণ করিয়া, নিজ মন্তব্য সহ কতকগুলি 'নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবগুলি এখনও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিচারাধীন আছে। আমরা আশা করি যে, অবান্তর বিষয়গুলির প্রতি অবধান না করিয়া, সদস্য মহাশয়েরা পুনরায় পরিষদের উদ্দেশ্য যে মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবা, তৎপ্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিবেন এবং মতদ্বৈধ ঘটায় যে অশান্তির সূচনা হইয়াছিল, তাহা অঙ্কুরেই দমন করিবেন। এখানে ইহা বলা

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, উপরে লিখিত মতদ্বৈধতা ব্যাপারে পরিষদের কার্য্যপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য বিষয় লইয়াও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভাব কথঞ্চিৎরূপে যে পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টের কারণ। যাহা হউক, সম্পাদক আশা করেন যে, আগামী বর্ষের কার্য্যবিবরণীতে ইহার প্রসঙ্গ লইয়া, তাঁহাকে যেন আর দুঃখ প্রকাশ করিতে না হয় এবং ইতিমধ্যেই যেন সর্ব্বপ্রকার অশান্তি ও অপ্রীতির কারণ বিদূরিত হইয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ শিক্ষার বাহন কোন্ ভাষা হইবে, এই বিষয় লইয়া সর্ব্বত্র আলোচনা দেখা যাইতেছে। অনেকেই এখন মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন যে, দেশীয় ভাষা ভিন্ন বিজাতীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা সমীচীন নহে। কি উপায়ে এবং কি ভাবে দেশীয় ভাষার দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইতে পারে, তজ্জন্য মনীষী মাত্রেই এখন চিন্তা করিতেছেন। শুনা যায়, ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে এই বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে। যাঁহারা ঐ কমিশনে মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মাতৃভাষার সাহায্যে যাহাতে অচিরেই উচ্চশিক্ষা প্রদানের বিধি-ব্যবস্থা হয়, তদনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন অবধি যে আশা আমরা হৃদয়ে অতি যত্ন সহকারে পোষণ করিয়া আসিতেছি, এখন সেই আশা ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে দেখিয়া, আমাদের আর আনন্দের সীমা নাই বলিলেও চলে। কিছু দিন পূর্ব্বে যে কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে লোকের নিকট উপহাস ও বিদ্রূপ ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হইত না, এখন সেই কথা—মাতৃভাষার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার উচ্চশিক্ষার বিধি-ব্যবস্থার কথা—অনেক মনীষীর নিকট অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। এই বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার মতদ্বৈধ নাই বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। পরিষদের পক্ষে ইহা কম আহ্লাদের এবং গৌরবের বিষয় নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দেশের লোকের মতি-গতি এই দিকে পরিবর্ত্তন করিবার পক্ষে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছেন। কিছু পূর্ব্বে যাহা দুরাশা বলিয়া পরিগণিত ছিল, এখন তাহা অবশ্য পোষণীয় এবং তাহা ফলবতী করিবার পক্ষে সকলেরই যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে, আমাদের গন্তব্য প্রদেশ ও গন্তব্য স্থান আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে। কিন্তু কার্য্য অনেক বাকী,—মাতৃভাষার দ্বারা উচ্চশিক্ষা প্রদান করিতে হইলে ইতিমধ্যে আমাদের অনেক কর্ত্তব্য আছে, অনেক সাধনা করিবার রহিয়াছে। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আমরা যেন তাহাতে পশ্চাৎপদ না হই; আমরা সকলে সমবেত হইয়া, আমাদের জাতীয় সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা যেন উদাসীন না থাকি; যাহাতে অচিরে আমাদের সকলের মাতৃ-স্বরূপিণী, আমাদের সর্ব্বারাধ্যা মাতৃভাষা তাঁহার নিজ গৌরবের আসনে আসীনা হইয়া, আমাদের দেশের শিক্ষাবিধাত্রী হইতে পারেন, তৎসম্পর্কে আমরা সকলে আমাদের যথা-সাধ্য কর্ত্তব্য সাধন ও পালন করিয়া, আমাদের জীবনকে আমরা ধন্য করি। জাতীয় ভাষার পুষ্টি ভিন্ন কোন জাতির কোন প্রকার উন্নতি হইতে পারে না। আসুন, আমরা সকলে আমাদের

জাতীয় সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলস্বরূপ আমাদের মাতৃভাষার সেবা এবং তাঁহাকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করাকে আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রধান ব্রতরূপে গ্রহণ করি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২রা আষাঢ়, সন ১৩২৫

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

দ্রষ্টব্য—এই কার্য্যবিবরণের মধ্যে যে সকল স্থলে "পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য" বলিয়া লিখিত আছে, সেই সকল পরিশিষ্ট তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকার সহিত প্রকাশিত হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণী

চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন

২রা আষাঢ় ১৩২৫, ১৬ই জুন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস্ (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ, শ্রীযুক্ত কুমার রাধিকাভূষণ রায়, শ্রীযুক্ত রাজা দামোদরদাস বর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল্, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এস্ সি, ব্যারিষ্টার, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম এ, পি এইচ ডি, শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত রায়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি ঘোষ এম্ এ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর বি এ, শ্রীযুক্ত অজয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র বি এ, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীযুক্ত শিবনাথ বসু, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মল্লিক, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত রামহরি ভড় বি এল, শ্রীযুক্ত ভূবনেশ্বর শ্রীমানী বি এল্, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল, শ্রীযুক্ত বামাচরণ মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার

মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি রায়, শ্রীযুক্ত রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথশরণ ঘোষ, শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ফণিলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত কিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ পাল, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত সরোজবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বক্সী, শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মিত্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, শ্রীযুক্ত নৃসিংহপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার বসু, শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বসু, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত বি এ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সেন, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অন্নকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বনবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত নটবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত মণিলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রলাল নাথ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী রায়, শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কোঁচ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শশীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম এ, বি এল্, (সম্পাদক)।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—(সহকারী সম্পাদকগণ)।

আলোচ্য বিষয়—১। গত মাসিক অধিবেশন ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পাঠ। ৩। সভাপতির অভিভাষণ পাঠ। ৪। (ক) পঞ্চবিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) পঞ্চবিংশ বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সহকারী সম্পাদক, চিত্রশালাধ্যক্ষ এবং ছাত্রাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব। ৫। পঞ্চবিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ জ্ঞাপন। ৬। পঞ্চবিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ। ৭। সাধারণ সদস্য-নির্ব্বাচন। ৮। সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন। ৯। পুরস্কার ও পদক বিতরণ। ১০। শোকপ্রকাশ—(ক) মহারাজ

রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, (খ) পরিষদের প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং (গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে। ১১। বিবিধ।

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—আমাদের অগম্মান্ত সভাপতি আচার্য্য সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন দার্জ্জিলিং গিয়াছেন বলিয়া আজকার সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, আমাদের সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন।

ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয় যে, সাহিত্য-পরিষদের কতিপয় বিখ্যাতনামা সদস্য এ বার রাজসম্মানে বিভূষিত হইয়াছেন। ইঁহাদের এই রাজসম্মান-প্রাপ্তিতে সাহিত্য-পরিষৎ যে বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং আমি প্রস্তাব করি, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের রাজ-সম্মান-প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করা হউক।

১। মাননীয় ডাঃ সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী নাইট, ২। মাননীয় ডাঃ সার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার নাইট, ৩। রাজা শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুর, ৪। সার শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু, ও বি ই, ৫। শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার দাশ গুপ্ত ও বি ই, ৬। কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ এম বি ই, ৭। রায় শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর আই এস্ ও, ৮। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব চাকী রায় বাহাদুর, ৯। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, ১০। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাশ গুপ্ত, রায় সাহেব, ১১। শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র দাশ গুপ্ত, রায় বাহাদুর।

এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন যে, মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী গত ৪ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া, বহু সময় দিয়া এবং বিস্তর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলারের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার কার্য্যে অনেক বাধা-বিপত্তি পাইয়াছিলেন; অনেক অনুযোগ, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু তিনি প্রশংসা বা নিন্দা কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা সম্পাদন করিতে প্রাণ-পণে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন বিষয়ে তাঁহার নিজের জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য তিনি কখন চেষ্টা করেন নাই; সিণ্ডিকেটেই হউক বা সেনেটেই হউক, তিনি সকলকে পূর্ণভাবে সকল বিষয়েরই আলোচনার অবসর দিয়া সত্য নির্ণয় ও সত্য গ্রহণের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্ব-কালের দুইটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—এই দুইটি ঘটনা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিবে, এরূপ আশা করা যায়। প্রথমটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সৈনিক-দল (University

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী

সম্পাদক— শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র
„ কিরণচন্দ্র দত্ত
„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

পত্রিকাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

কোষাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

গ্রন্থাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছাত্রাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

চিত্রশালাধ্যক্ষ— শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
সমর্থক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

(খ)। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত না করায়, এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হইল না।

৫। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং যিনি যত ভোট পাইয়াছেন, তাহাও সভাস্থলে পাঠ করিলেন। (তালিকা 'ক' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শাখা-পরিষৎ হইতে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত রাধা-কমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

৬। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টো-পাধ্যায় মহাশয় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলেন। এ সম্বন্ধে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকগণ যে মন্তব্য দিয়াছেন, তাহাও তিনি সভাস্থলে পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় এই বিবরণী সভায় উপস্থিত করিবার সময় বলেন যে, পরিষদের আয়ের অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইতেছে। তাহার কারণ যে, অনেক সভ্যের চাঁদা বাকী রহিয়াছে—পরিষৎ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আদায় করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ইহা তিনি বড় লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় মনে করেন। অন্য বিদ্বজ্জন-সভার সহিত তুলনা করিলে পরিষদের মাসিক চাঁদা যৎ-সামান্য মাত্র। এসিয়াটিক সোসাইটীর মাসিক চাঁদা ৩৲, পরিষদের মাসিক চাঁদা ॥০ মাত্র। পরিষৎ শুধু বঙ্গদেশে কেন, সমস্ত ভারতবর্ষে নিজ কার্য্যগুণে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া-ছেন; এরূপ দ্বিতীয় সভা বোধ হয়, এ দেশে আর কোথাও নাই। ইহার জন্য সভ্যগণ যদি মাসিক ॥০ হিসাবে সাহায্য করেন, তাহা হইলে যে বেশী স্বার্থত্যাগ করা হইল, তাহা তিনি মনে করেন না। অতএব তাঁহার সানুনয় প্রার্থনা এই যে, ভবিষ্যতে যেন সকল সভ্য যথা-সময়ে তাঁহাদের দেয় চাঁদা প্রদান করেন। অতঃপর কার্য্য-বিবরিণী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম পাঠ করিলেন এবং যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর ইহাঁরা সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। [সদস্যগণের নাম 'খ' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]।

৮। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহায়ক-সদস্যরূপে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বা পুনঃ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, এই সংবাদ শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বিজ্ঞাপন করিলে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে ইহাঁরা সহায়ক-সদস্যরূপে গৃহীত হইলেন,—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র-কুমার দত্ত, মৌলবী মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ, মৌলবী নূর আহম্মদ।

৯। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষৎ কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত পুরস্কার-প্রবন্ধ-সকল এখনও পরীক্ষিত হইয়া উঠে নাই। কেবল তিনটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে পরীক্ষার ফল গত

কন্যা পাওয়া গিয়াছে। তাহা এই,—শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "হেমচন্দ্র স্বর্ণপদক", শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ নাগ "ঠাকুরদাস দত্ত স্বর্ণপদক" এবং শ্রীযুক্ত প্রভাতকিরণ বসু "শশিপদ-রৌপ্য পদক" পাইয়াছেন। সেই জন্য অদ্যকার সভায় এই পদক ও পুরস্কার-বিতরণ স্থগিত রহিল। আগামী কোনও মাসিক অধিবেশনে এই পদক ও পুরস্কার বিতরণ করা হইবে।

১০। শোকপ্রকাশ—(ক) দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—আজ আমি অতীব দুঃখের সহিত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতেছি। পরিষদের যখন প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন ইনি পরিষদের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় যেরূপ একাগ্রতার সহিত পরিষদের সেবা করিতেন, পরিষদের প্রথম সৃষ্টি হইবার পর প্রথম সম্পাদকরূপে ইনিও সেইরূপ পরিষদের যথেষ্ট সেবা করিয়াছিলেন। ইহাঁর চেষ্টা এবং উদ্‌যোগে তখন পরিষদের অনেক উন্নতি হইয়াছিল। অনেক দিন যাবৎ রোগ ভোগ করিয়া ইনি পরলোক-গমন করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে আমরা সকলেই দুঃখিত।

(খ) মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর—আপনারা সকলেই জানেন, মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর দেশহিতকর কার্য্যমাত্রেই কিরূপ উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। ইহাঁর হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। লাট-প্রাসাদে যে দিন সভা হয়, সেই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য ইনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গ কেহই ছিলেন না। ইহাঁর মত শান্ত, সদালাপী এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। ইহাঁর মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

(গ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—যে মহাত্মার নাম করা হইল, ইনি যদিও নিজে এক জন কৃতবিদ্য সাহিত্যিক ছিলেন না, তথাপি ইনি সাহিত্য-সেবিগণকে অনেক সাহায্য করিতেন। ইনি অনেক পূর্ব্বে হিন্দু হোষ্টেলের এক জন কর্ম্মচারী ছিলেন; পরে বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী নামক একটি পুস্তকের দোকান করেন। ইনি ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু নিজের উৎসাহ এবং উদ্যমে শেষে পুস্তক-প্রকাশকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। ইনি অতি খাঁটি লোক ছিলেন এবং পুস্তক-প্রণেতাদিগের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতেন, তাহা আদর্শস্বরূপ। ইহাঁর ব্যবহারও অতি সরল ছিল। বঙ্গ-সাহিত্যের ইনি একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে ইনি অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। তাই ইহাঁর মৃত্যুতে আজ সাহিত্য-পরিষৎ শোকপ্রকাশ করিতেছেন।

(ঘ) ক্ষেত্রনাথ সেনগুপ্ত—ইনি ভারতের নানা বিষয়ে এক জন বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। বিস্মৃতিবশতঃ ইহাঁর নাম ইতিপূর্ব্বে করিতে পারি নাই, নচেৎ সর্ব্বাগ্রেই আমি ইহাঁর নামই উল্লেখ করিতাম। ইনি বাঙ্গলায় অনেক পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে

এমন কোন সংবাদপত্র প্রায় ছিল না, যাহার সহিত ইনি কোন-না-কোনরূপ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ইনি বয়সে, বিদ্যায়, কৃতিত্বে এবং অভিজ্ঞতায় এক জন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতী। আমি প্রস্তাব করি, আপনারা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই সকল মহাত্মগণের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শোক-প্রকাশক প্রস্তাব গ্রহণ করুন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় জানাইলেন যে, স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র তিনি পরিষৎকে উপহার দিতে ইচ্ছা করেন। উপস্থিত সদস্যগণ কর্ত্তৃক সাদরে এবং ধন্যবাদের সহিত এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পরিশেষে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—"ক"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের ফল

*১।	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	৯২১	১০।	শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র	৬০৬
*২।	" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	৮৮৮	১১।	" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	৫৯১
৩।	" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৮৭৯	১২।	" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	৫৭৯
৪।	" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি	৭৯৬	*১৩।	" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৩৭
*৫।	" রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	৭৭৯	১৪।	" রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র	৪৯৫
৬।	" ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	৭৫৮	১৫।	" মৃণালকান্তি ঘোষ	৪৮৭
৭।	" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫৬	১৬।	" রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন	৪৬৮
৮।	" নগেন্দ্রনাথ বসু	৬৭৫	*১৭।	" ললিতচন্দ্র মিত্র	৪২৭

১৯।	শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৮৯	২৪।	শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র সরকার	৩৩৮
*২০।	„ কিরণচন্দ্র দত্ত	৩৮৫	২৫।	„ রমাপ্রসাদ চন্দ	৩৩৫
২১।	„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	৩৫৭	*২৬।	„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৩১৮
২২।	„ বাণীনাথ নন্দী	৩৪৪	২৭।	„ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক	৩১৮
২৩।	„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৪০			

পরিশিষ্ট—"খ"

নির্ব্বাচিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তকুমার দাস গুপ্ত, সমর্থক—শ্রীকিরণকুমার সেন গুপ্ত, সদস্য—শ্রীশ্রীমন্ত সরকার বি এ, বি টি, এসিষ্টাণ্ট হেড মাষ্টার, জামালপুর, এইচ ই স্কুল, জামালপুর, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীবসন্তকুমার সেনগুপ্ত, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস, মোক্তার, সন্দীপ, নোয়াখালী। প্রঃ—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, সঃ—ঐ, সদস্য—ডাঃ শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র, পুরুলিয়া, মানভূম। প্রঃ—শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত, সঃ—কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীনলিনীমোহন সেন চৌধুরী বি এল্, চিকন্দী, ফরিদপুর। শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাওয়াল-রাজ বাসা, বাঙ্গালীটোলা, কাশীধাম। প্রঃ— স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীবরদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, সন্তানকুটীর, অষ্টগ্রাম পোঃ, ত্রিপুরা। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীনলিনাক্ষ হোর, বেলডাঙ্গা, মুরশিদাবাদ। শ্রীকৃষ্ণরাও ইনামতি, অগ্নিগেরী। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীকুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, জনাই। শ্রীপ্রসাদকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১০ মদন মিত্রের লেন। শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ঐ। প্রঃ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীকেদারেশ্বর দত্ত, ১০২ বীডন ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দে, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীকালীধন দাঁ, ১৭ হরলাল দের লেন। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরি, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন। প্রঃ—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র গোস্বামী, ২০৯ লোয়ার সার্কুলার রোড। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১৯ কারণ রোড, বালীগঞ্জ। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মৈত্র বি এ, ১০ ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট। প্রঃ—ডাঃ শ্রীসুকুমার পাকড়াশী, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীনন্দলাল বসু, ৫।৩ রাজনারায়ণ বিশ্বাসের লেন। প্রঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক বি এ, ২২ শ্রীকৃষ্ণ লেন। শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, ২৭ মদন বড়াল লেন। শ্রীনৃসিংহ-

'ক'—পরিশিষ্টের * চিহ্নিত ৭ জন কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং অবশিষ্ট ২০ জন কার্য্যনির্ব্বাহক-

পদ দত্ত বি এল, ছোট আদালতের উকীল, ৪ ইডেন হস্পিটাল রোড। প্রঃ—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহরিপদ দাস ঘোষ, ২০।১ শ্যামপুকুর লেন। শ্রীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের ৭ম মানের শিক্ষক, লোহজং, ঢাকা। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, সঃ—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, ৩ চার্চ্চ প্লেস, কলিকাতা। প্রঃ—শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, সঃ—ঐ, সদস্য—ডাঃ শ্রীপ্রমোদকুমার বিশ্বাস, পি এইচ ডি, চট্টগ্রাম। শ্রীজগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোক্তার, চট্টগ্রাম। প্রঃ—ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪২ আপার সার্কুলার রোড। শ্রীবনওয়ারীলাল রায়, পাঞ্জাব লেন, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীপ্রমথনাথ শীল, ১৪৭ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৪।২ বীডন ষ্ট্রীট। শ্রীজহরলাল সিংহ, ২১২ দর্ম্মাহাটা ষ্ট্রীট। শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, ৩০ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত, ৮৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীমৎ আর্য্যালঙ্কার ভিক্ষু, সদ্ধর্ম্মবাগীশ, ১ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল লেন, বৌবাজার। শ্রীরমণীরঞ্জন সেন গুপ্ত, বিদ্যাবিনোদ, এম্ আর এ এস্, ঐ। প্রঃ—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীহরিধন কুণ্ডু, ১৯ নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, সঃ—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সদস্য—শ্রীবিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, ৮৮ বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট। প্রঃ—ডাঃ শ্রীসুকুমার পাকড়াশী, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীপ্রবোধলাল মুখোপাধ্যায়, ২৬৭ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, শিবপুর। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীভূধরচন্দ্র মিত্র, ৫ নীলমণি সরকার লেন। প্রঃ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ সুকিয়া ষ্ট্রীট।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। **সূচী**—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং,** ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

গোরক্ষ-বিজয়—মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য—সদস্যপক্ষে ॥০, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ॥৵০ এবং সাধারণপক্ষে ৸০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্য্যালয়।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

বিরাট আয়োজনে ! বিরাট সংস্করণ !!!

মেঘনাদ-বধ কাব্য

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম্-বি,
কর্তৃক ব্যাখ্যাত, সমালোচিত ও সম্পাদিত

একবার চোখের দেখা দেখুন! দেখিলে না কিনিয়া থাকিতে পারিবেন না! কারণ, এ কাব্যের কিম্বা বাঙ্গালা কোন কাব্যের এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বিরাট সংস্করণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় কি কি আছে, শুনুন—

কবির সাহিত্য-জীবনী। মেঘনাদ-বধ কাব্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা। ইহার মধ্যে ১৮৭১ সালে ইংরাজীতে লিখিত সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তৎপরে এই কাব্যের ছন্দ ও ভাষা, অলঙ্কার, রস, গুণ, রীতি এবং দোষ, সকলই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

তার পরে, বড়-বড় অক্ষরে মূল, তন্নিম্নে বিস্তৃত ব্যাখ্যা, এবং তন্নিম্নে পূর্ব্বপাঠ ১ম ও ২য় সংস্করণ হইতে উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহুকাল হইতে মূলে যে কয়েক স্থলে বাদ পড়িয়া আসিতেছিল, তাহাও উদ্ধার করিয়া মূল সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ করা হইয়াছে।

গ্রন্থখানি আকারে প্রকাণ্ড—৮ পেজী ডিমাই, প্রায় পৌনে সাত শত পৃষ্ঠা। কাগজ উৎকৃষ্ট অ্যান্টিক, ছাপা পরিষ্কার। কবির একখানি হাফটোন মুখচ্ছবি ও কবির স্বর্ণাঙ্কিত Monogram দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ৩৲ টাকা।

The Director of Public Instruction, Bengal, তাঁহার ২৪শে April ১৯১৮ তারিখের 1284 Ac-2B-20 Ac-18 নং পত্রে কি লিখিতেছেন, শুনুন :—

To Messrs. S. C. Sanial & Co,
26 Shampuker Street, Calcutta.

Sirs—With reference to the correspondence ending with your letter dated the 12th April 1918 with which you submitted a copy of Meghanad-badh Kabya" edited by Rai Dinanath Sanyal Bahadur, I am directed to say that the book is approved as a prize and for libraries in Schools in Bengal. I have etc :—J. W. Gunn, Assistant Director of Public Instruction, Bengal.

ইংরাজি বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক মহাশয়গণকে আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, তাঁহারা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকখানি রাখিয়া এবং ছাত্রগণকে ইহা প্রাইজ্ দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন।

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম-বি, প্রণীত

কুমারসম্ভব

ভাব-জগতে কালিদাসের কুমারসম্ভব-কাব্য অতুলনীয়। কিন্তু প্রাঞ্জল অনুবাদ ও ব্যাখ্যার অভাবে এত কাল বাঙ্গালা-পাঠিগণ এ কাব্যের সম্যক্ রসাস্বাদনে বঞ্চিত ছিলেন। সেই অভাব দূর করিবার জন্য ইহাতে সরল অথচ সাধু গদ্যে এক-একটি শ্লোকের ভাবানুবাদ দিয়া তন্নিম্নে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইহার ২৬ পৃষ্ঠা-ব্যাপী বিশ্লেষণ-মুখী সমালোচনা "বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য" বলিয়া সমালোচিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি প্রবাসী-আদি

"ফলেন পরিচীয়তে" কথাটা পুরাতন—কিন্তু বহুমূল্য।

কথাটা সকল স্থলেই শুনিতে পান। "ফলেন পরিচীয়তে" একটী চির-প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য। বস্তুতঃ গুণ দৃষ্টে বিচারই এই মহা প্রবাদ-বাক্যের কূটার্থ। আপনি যদি যথার্থ গুণজ্ঞ হন, বাজারে প্রচলিত অন্যান্য সুগন্ধি কেশ-তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও অন্ততঃ গুণ পরীক্ষাচ্ছলে আমাদের মহাসুগন্ধি "কেশরঞ্জন তৈল" একবার ব্যবহার করুন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আপনি একবার "কেশরঞ্জন" ব্যবহার করিলে অন্য-বিধ কেশতৈলের প্রতি আপনার চিত্ত আর আকর্ষিত হইবে না। "ফলেন পরিচীয়তে" এই কথার পূর্ণ-সার্থকতা আপনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন। দেশের রাজা, মহারাজা, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, উকীল, ডাক্তার, স্কলার সকলেই আমাদের "কেশরঞ্জনের" গ্রাহক ও নিয়মিত খরিদদার। আমাদের "কেশরঞ্জন" ডায়রিতে অনেক অযাচিত প্রশংসাপত্রের অনুলিপি ও অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ইচ্ছা করিলে একখানি "কেশরঞ্জন-পঞ্জিকা" আমাদের নিকট হইতে বিনামূল্যে লইয়া পাঠান্তে "কেশরঞ্জনের" অর্ডার দিতে পারেন।

এক শিশির মূল্য	...	১৲ এক টাকা।	মাশুলাদি	...	।৶৹ আনা।
তিন শিশির মূল্য	...	২॥৹ আড়াই টাকা।	মাশুলাদি	...	॥৶৹ আনা।

যন্ত্রণাটা কি একবার ভাবুন দেখি!

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা নাই। ডাক্তারে নিদ্রাকারক ঔষধ দিতেছেন, তথাপি তাহাতে সুনিদ্রা না হইয়া কেবল কাক-তন্দ্রা। একটু হাঁপানির বেগ আসিলেই, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইলেই, সেই তন্দ্রার অবসান—আর নূতন যন্ত্রণার সূত্রপাত। কষ্টকর শ্লেষ্মার সহজোদগম হইতেছে না, কাশিতে কাশিতে দম বন্ধ হইবার সূচনা—কি এক পাষাণ ভারে যেন বুক চাপিয়া আছে। শ্বাসবেগ সময়ে সময়ে এত প্রবল হইতেছে—যেন তাহাতেই দম বন্ধ হইয়া যাইতেছে। সমস্ত রাত্রিটী বালিসের উপর শরীরের ভার রাখিয়া বসিয়া বসিয়া কাটাইতে হইয়াছে। শ্বাসরোগীর ভীষণ যাতনার যে চিত্র উপরে ধরিলাম—তাহা কি এক তিল অতিরঞ্জিত বলিয়া আপনার ধারণা হয়? যদি প্রকৃত পক্ষে নিজ চক্ষে কখনও শ্বাসরোগীর যন্ত্রণা দেখিয়া থাকেন, তবে অক্ষরে অক্ষরে আমাদের বর্ণনার সহিত মিলাইয়া লইবেন। এই সঙ্গে আপনি জানিয়া রাখুন—শ্বাস বা হাঁপানি রোগের উল্লিখিত লক্ষণাবলীর প্রতিকার করিতে আমাদের শ্বাসারিষ্ট অদ্বিতীয়। ব্যবহারে অসংখ্য রোগী কেবল যন্ত্রণামুক্ত নহে—চিরজন্মের মত রোগমুক্তও হইয়াছেন।

মূল্য প্রতি শিশি	...	১॥৹ দেড় টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	...	।৶৹ সাত আনা।

'—বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যের একাংশ—'

বাঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা

দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

বঙ্গগৌরব

বঙ্গোপন্যাস

ঠাকুরদাদার ঝুলি

"—বাঙ্গালীর সম্মান ও সম্পদ—"

রাজসংস্করণ—২৲, সুলভ বাঁধাই—১।০

খোকাখুকুদের বিখ্যাত বই

আমাল বই

—যাহার জন্য পড়াই খেলা হইয়াছে—

কচি কথার দুধের সাগর

মূল্য চারি আনা

"বাঙ্গালীর সুখে ও দুঃখে বিশ্রামে ও উৎসবে"

ছেলেদের শ্রেষ্ঠ বই

সচিত্র

চারু ও হারু

ছেলেদের উপন্যাস

দ্বিতীয় সংস্করণ

রাজসংস্করণ—৮০

সচিত্র

সবমুকুল

ছেলেমেয়েদের

পরম সুন্দর বই

মূল্য—।০

—কথা-সাহিত্যে—

"—নিখিল বঙ্গদেশের গভীরতম স্নেহ হইতে উৎসারিত—"

সমগ্র গ্রন্থাবলী উপহারে, লাইব্রেরীতে,

"বিশ্বসাহিত্যে বাঙ্গালীর গৌরবের চির-উজ্জ্বল মাণিক"

বাঙ্গালার সোণার বই

ঠাকুরমার ঝুলি

বাঙ্গালার রূপকথা

পঞ্চম সংস্করণ

রাজসংস্করণ পাঁচসিক

সচিত্র

পূজার কথা

প্রতি গৃহের জন্য

অশেষ সুন্দর বই

মূল্য—।৵০

—কথা-সাহিত্য—

"—নিখিল বঙ্গদেশের গভীরতম স্নেহ হইতে উৎসারিত—"

সমগ্র গ্রন্থাবলী গৃহে, পাঠ্যে, পুরস্কারে

—প্রকাশিত হইতেছে—

"ইতিহাস-কথা"—ও—"ইতিহাসের গল্প"

তেতো ঔষধ

এক "সিরাপ বাকস" ছাড়া বেঙ্গল কেমিক্যালের "নিম" বলুন, "গুলঞ্চ" বলুন, "কালমেঘ" বলুন, কি আর যতগুলি ঔষধ আছে, প্রায় সব-কটাই তেতো। কিন্তু এই তেতো ঔষধের সম্পর্কে "বেঙ্গল কেমিক্যালের" সহিত গ্রাহকবর্গের যে পরিচয়, তাহা অত্যন্ত মধুর।

জ্বরের জন্য "গুলঞ্চ", আমাশয়ে "কুর্চ্চি", উদরীতে "পুনর্নবা", যকৃতের দোষে "কালমেঘ", এগুলি যতই বিস্বাদ হউক, রোগীর পক্ষে ইহাই অমৃত। এগুলির বিস্তৃত বিবরণ "স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ" নামক পুস্তকে আছে, লিখিলেই বিনা মূল্যে প্রেরিত হয়।

ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি

কবিকুলশেখর রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র বাঙ্গালী মাত্রেরই সম্মানের ও সম্বর্দ্ধনার পাত্র। হাওড়া জেলা তাঁহার জন্মস্থান হইলেও, সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত। হাওড়ায় "সাহিত্য সম্মিলনে"র অধিবেশনে সহৃদয় সুধী সাহিত্যানুরাগিগণ সম্মিলিত হইয়া, সেই মহাকবির স্মৃতিসম্মান রক্ষায় উদ্বুদ্ধ হন। তদনুসারে "ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি" গঠিত হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত ত্রিবিধ উপায়ে মহাকবির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা চলিতেছে,—

প্রথম।—মহাকবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান-সন্নিকটে "রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ইন্‌ষ্টিটিউসন" নামে একটী উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং সেই বিদ্যালয়ের স্থায়িত্বের ভিত্তিভূমি দৃঢ় করিবার চেষ্টা চলিয়াছে।

দ্বিতীয়।—তাঁহার জন্মস্থানে "ভারতচন্দ্র-চতুষ্পাঠী" নামে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপনের এবং পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালয়ের সহিত "ভারতচন্দ্র-পাঠাগার" নামে একটী পাঠাগার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিয়াছে।

তৃতীয়।—মহাকবির জীবন-চরিত, বংশ-বিবরণ, পূর্ব্ব ইতিহাস প্রভৃতি সংবলিত তাঁহার গ্রন্থের একটী বিশুদ্ধ সটীক নূতন সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন হইতেছে।

স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন—"সংস্কৃত ভাষায় যেমন কালিদাস, বাঙ্গালা ভাষায় সেইরূপ ভারতচন্দ্র।" বঙ্গভাষায় ভারতচন্দ্রের স্থান কত উচ্চে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। মহাকবি ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান এখন আর উপেক্ষিত থাকা আমাদের জাতির পক্ষে কলঙ্কের কথা।

আমরা মহাকবির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে এত দিন পর্য্যন্ত উদাসীন ছিলাম। এত দিন পরে এখন নবজীবনের নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। এত দিনে এখন আমরা আমাদের কর্ত্তব্য ধীরে ধীরে অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছি। ভারতচন্দ্রের প্রতি স্মৃতি-সম্মান-প্রদর্শনে কবির গৌরবে আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার উপযোগিতা এত দিনে এখন আমরা একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি। বুঝিতে পারিতেছি,—আমাদের—বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য, মহাকবির স্মৃতি-রক্ষার চেষ্টায় জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠা। সেই সদ্‌বুদ্ধির প্রেরণাই মহাকবির জন্মস্থানে বিদ্যালয়, পাঠাগার, চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠায় আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, এবং আমরা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলির একটী উৎকৃষ্ট অভিনব সংস্করণ প্রকাশের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছি। তবে এ কার্য্য—এ কর্ত্তব্য, একা আমাদের নহে; এ কার্য্যের—এ কর্ত্তব্য-পালনের দায়িত্ব—বাঙ্গালি মাত্রেরই মস্তকে ন্যস্ত আছে মনে করি। সুতরাং আমরা বঙ্গের সুসন্তান মাত্রকেই এই ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির পুষ্টিপোষণে আহ্বান করিতেছি। আসুন, বঙ্গমাতার সুসন্তান সহৃদয় সুধীগণ, যাঁহার যেমন সামর্থ্য, এই সদনুষ্ঠানে সহায়তা করুন। এ প্রসঙ্গে অধিক কিছু অনুরোধ করিবার আবশ্যক নাই; কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া, আপনাপন সাধ্যানুগত দায়িত্ব বুঝিয়া, আসুন সকলে সহায় হউন। ইতি ১৫ই আষাঢ়, ১০২৫ সাল।

বিনীত

ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সভাপতি—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

ভারতচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক—শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

সাহিত্য-সম্মিলন। (ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী) হাওড়া।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ,

(সব্‌ডিভিসন্যাল অফিসার, উলুবেড়িয়া) লোক্যাল কমিটির প্রেসিডেণ্ট।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পঞ্চবিংশ ভাগ—তৃতীয় সংখ্যা

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	১০৩
২। "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	১৪১
১৩২৫ সালের কার্য্য-বিবরণী	... ...	১৩—৩৪
চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণের পরিশিষ্ট	... ...	৪১—৬২

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৫

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

মফস্বলে ৩৷৵৹ তিন টাকা ছয় আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন [illegible]

বৌদ্ধ-গান ও দোহা

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ইহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন,—বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩৲, শাখাসভার সদস্যপক্ষে—২॥০, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত

নীলরতন বাবু বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। নীলরতন বাবুর চেষ্টায় এই সংস্করণে আট শতাধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—২॥০, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

গোরক্ষ-বিজয়

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন বঙ্গভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য—সদস্যপক্ষে ॥০, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ॥৵০ এবং সাধারণপক্ষে ৸০ আনা।

বিদ্যাপতির পদাবলী

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এই গ্রন্থ স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ৮৪০টি পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২; মূল্য ৪৲ চারি টাকা। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৩৲ তিন টাকা।

কয়েকখানি পরিষদ্‌গ্রন্থ—

(১) সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম—কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগ-সাগর-সঙ্কলিত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের এই বিপুল গ্রন্থের পরিচয় অল্পপরিসর বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত সঙ্গীতই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিষৎ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুবৃহৎ তিন খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১৫৲, ২য় খণ্ড ১০৲, ৩য় খণ্ড ৫৲, একত্রে ৩ খণ্ডের মূল্য—২৫৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

(২) মায়াপুরী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ প্রণীত। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিজ্ঞান-বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া বহুবিধ বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল কথাগুলি সাধারণের গ্রহণীয় করিবার উপায় করিয়াছেন। সেই বক্তৃতামালা আরম্ভের পূর্ব্বে প্রস্তাবনাস্বরূপ রামেন্দ্রবাবু যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই প্রবন্ধই 'মায়াপুরী' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০, সদস্য পক্ষে ৵০।

(৩) কবি হেমচন্দ্র—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক আচার্য্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়-কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আদরে গৃহীত হইয়াছে। মূল্য ॥০।

(৪) বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা—মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র-প্রণীত সংস্কৃত ভাষার এই কাব্যখানি এত দিন ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য ছিল। স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর তিব্বতের দলই-লামার বাড়ীতে রক্ষিত কাষ্ঠের পাটায় খোদিত ইহার যে প্রতিলিপি আছে, তাহা হইতে এক প্রতিলিপি লইয়া আসিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তিনিই অনুবাদ করিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের বহু অতীত জন্মের অবদান বা উপাখ্যান সঙ্কলিত আছে। ৪ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ২।৵০, সাধারণ পক্ষে ৪৷৵০।

(৫) কল্কিপুরাণ—কল্কিপুরাণাবলম্বনে পয়ারাদি ছন্দে ৺রামলোচন দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক রচিত প্রাচীন গ্রন্থ। বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল। দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় কে সি আই ই বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত। সদস্য পক্ষে মূল্য ॥৵০; সাধারণ পক্ষে মূল্য ১।০।

(৬) জ্যোতিষদর্পণ—শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে জ্যোতিষের দুর্ব্বোধ্য বিষয়সমূহ অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য সাধারণ পক্ষে ১।০, সদস্য পক্ষে ১৲।

(৭) তীর্থ-মঙ্গল—কবিরাজ বিজয়রাম সেন বিশারদ প্রণীত এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সম্পাদিত। এই গ্রন্থে নানাতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন সংগ্রাম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমুলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—ণত্ব—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্ কে লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের [illegible] এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ

মেঘনাদ-বধ কাব্য

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম্-বি, কর্তৃক ব্যাখ্যাত, সমালোচিত ও সম্পাদিত

একবার চোখের দেখা দেখুন! দেখিলে না কিনিয়া থাকিতে পারিবেন না! কারণ, এ কাব্যের কিম্বা বাঙ্গালা কোন কাব্যের এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বিরাট সংস্করণ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ৮০ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় কি কি আছে, শুনুন—

কবির সাহিত্য-জীবনী। মেঘনাদ-বধ কাব্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা। ইহার মধ্যে ১৮৭১ সালে ইংরাজীতে লিখিত সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তৎপরে এই কাব্যের ছন্দ ও ভাষা, অলঙ্কার, রস, গুণ, রীতি এবং দোষ, সকলই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। তার পরে, বড়-বড় অক্ষরে মূল, তন্নিম্নে বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং তন্নিম্নে পূর্ব্ব-পাঠ ১ম ও ২য় সংস্করণ হইতে উদ্ধার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহুকাল হইতে মূলে যে কয়েক স্থলে বাদ পড়িয়া আসিতেছিল, তাহাও উদ্ধার করিয়া মূল সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ করা হইয়াছে।

গ্রন্থখানি আকারে প্রকাণ্ড—৮ পেজী ডিমাই, প্রায় পৌনে সাত শত পৃষ্ঠা। কাগজ উৎকৃষ্ট অ্যা ণ্টিক, ছাপা পরিষ্কার। কবির একখানি হাফটোন মুখচ্ছবি ও কবির স্বর্ণাঙ্কিত Monogram দেওয়া হইয়াছে। মূল্য ৩৲ টাকা।

The Director of Public Instruction, Bengal, তাঁহার ২৪শে April ১৯১৮ তারিখের 1284 Ac 2B-20 Ac-18 নং পত্রে কি লিখিয়াছেন, শুনুন :—

To Messrs. S. C. Sanyal & Co, 26 Shampuker Street, Calcutta.

Sirs—With reference to the correspondence ending with your letter dated the 12th April 1918 with which you submitted a copy of Meghanad-badh Kabya" edited by Rai Dinanath Sanyal Bahadur, I am directed to say that the book is approved as a prize and for libraries in Schools in Bengal. I have etc :—J. W. [illegible], Assistant Director of Public Instruction, Bengal.

ইংরাজি বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক মহাশয়গণকে আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, তাঁহারা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকখানি রাখিয়া এবং ছাত্রগণকে ইহা প্রাইজ্ দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী

(ছাত্র-সংস্করণ)

রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি-এ, এম-বি, কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সমালোচিত।

মেঘনাদ-বধের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার ও সমালোচক রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর ছাত্র ও ছাত্রীগণের পাঠোপযোগী কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার সহিত প্রত্যেক কবিতার বিশদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া এই ছাত্র-সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। ইহার পরিশিষ্টে মধুসূদনের নীতিগর্ভ কবিতাগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়াছে এবং অবশেষে কবির "আত্মবিলাপ" এবং "বঙ্গভূমির প্রতি" দিয়া এই সংস্করণ শেষ করা হইয়াছে। প্রত্যেক কবিতার ব্যাখ্যায় কবিত্বের সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর প্রত্যেক কবিতাটী কেমন সুন্দর ভাবময়, ব্যাখ্যার সহিত পাঠ করিলে ছাত্র-ছাত্রীগণ তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং কিরূপে কাব্য-সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিতে হয়, সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc. Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd
No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS: "Doctor Batliwalla Dadar."

১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারিগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২৲।

২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি মহাশয় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রণীত Epochs of Civilization নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ৵৹ দুই

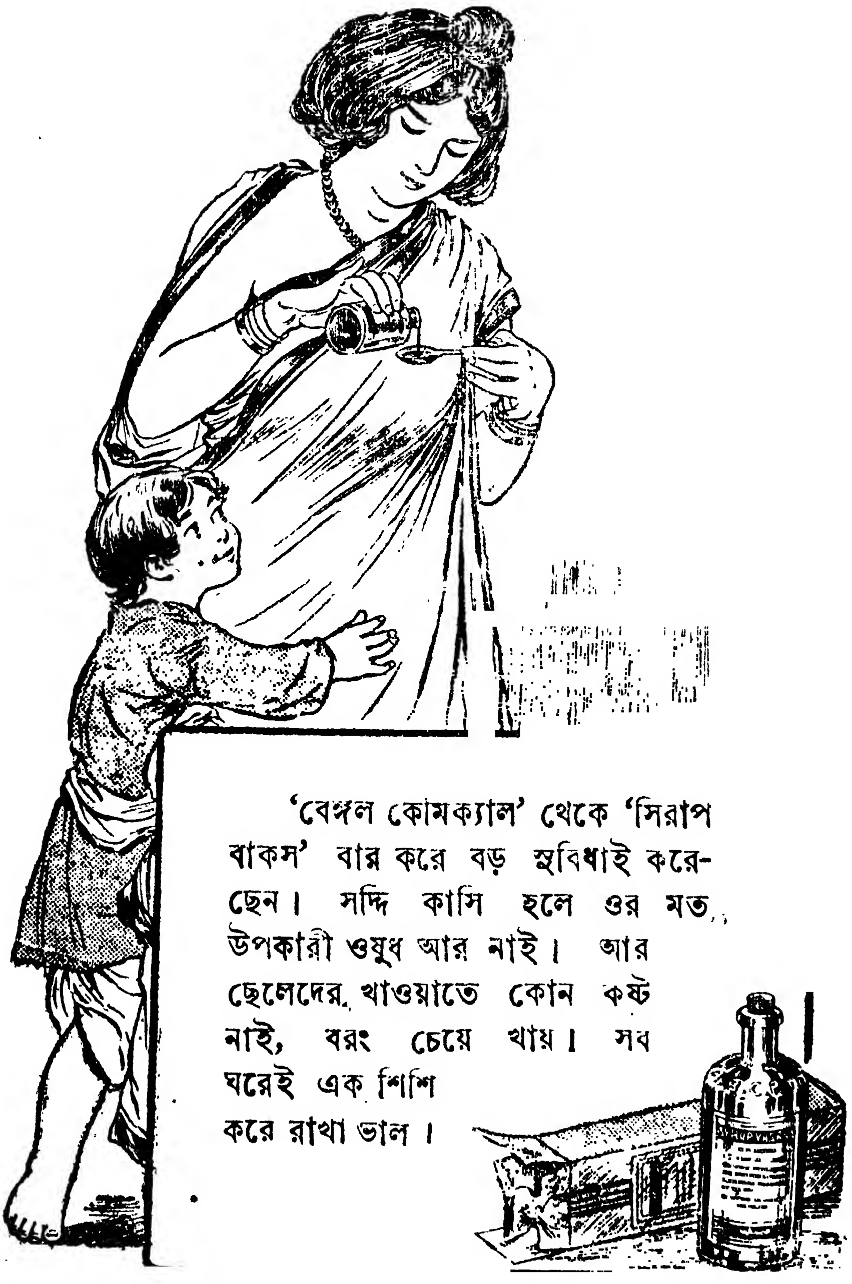
'বেঙ্গল কেমিক্যাল' থেকে 'সিরাপ বাকস' বার করে বড় সুবিধাই করেছেন। সর্দ্দি কাসি হলে ওর মত উপকারী ওষুধ আর নাই। আর ছেলেদের খাওয়াতে কোন কষ্ট নাই, বরং চেয়ে খায়। সব ঘরেই এক শিশি করে রাখা ভাল।

প্রতি গৃহে, পাঠ্যে, পুরস্কারে, উপহারে এবং লাইব্রেরীতে
'—বাঙ্গালার জাতীয় সাহিত্যের একাংশ—'

বাঙ্গালীর আত্মগৌরবের প্রতিষ্ঠা

দক্ষিণারঞ্জনের গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালার কথাসাহিত্য

"বাঙ্গালীর
সুখে ও দুঃখে
বিশ্রামে
ও
উৎসবে"

ছেলেদের
শ্রেষ্ঠ বই
সচিত্র
চারু ও হারু
ছেলেদের উপন্যাস
দ্বিতীয় সংস্করণ
রাজসংস্করণ—৸০

সচিত্র
স্তবমুকুল
ছেলেমেয়েদের
পরম সুন্দর বই
মূল্য—।৶০

—কথা-সাহিত্যে—
"—নিখিল বঙ্গদেশের
গভীরতম স্নেহ হইতে
উৎসারিত—"
সমগ্র গ্রন্থাবলী
উপহারে,
লাইব্রেরীতে,

বঙ্গগৌরব

বঙ্গোপন্যাস

ঠাকুরদাদার ঝুলি

"—বাঙ্গালীর সম্মান ও সম্পদ—"
রাজসংস্করণ—২, ; সুলভ বাঁধাই—১॥০

খোকাখুকুদের বিখ্যাত বই
আমাল বই
—যাহার জন্য পড়াই খেলা হইয়াছে—
কচি কথার দুধের সাগর
মূল্য চারি আনা

—প্রকাশিত হইতেছে—

"ইতিহাস-কথা"—ও—"ইতিহাসের গল্প"

বঙ্গ-সাহিত্য-মন্দির

"বিশ্বসাহিত্যে
বাঙ্গালীর
গৌরবের
চির-উজ্জ্বল
মাণিক"

বাঙ্গালার
সোণার বই
ঠাকুরমার ঝুলি
বাঙ্গালার রূপকথা
পঞ্চম সংস্করণ
রাজসংস্করণ পাঁচসিকা

সচিত্র
পূজার কথা
প্রতি গৃহের জন্য
অশেষ সুন্দর বই
মূল্য—।৵০

—কথা-সাহিত্য—
"—নিখিল বঙ্গদেশের
গভীরতম স্নেহ হইতে
উৎসারিত—"
'সমগ্র গ্রন্থাবলী
গৃহে, পাঠ্যে,
পুরস্কারে

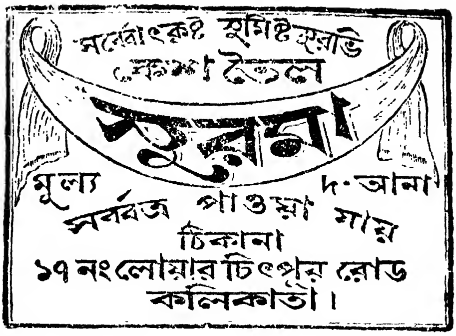

বলুন দেখি, এই সব উপসর্গ আপনার আছে কি না?

(১) একটু মানসিক পরিশ্রমে আপনার মাথা ঘোরে কিনা?

(২) একটু গভীর চিন্তায় আপনার চিন্তাসূত্র বিচলিত হয় কি না?

(৩) সর্ব্বদাই মানসিক বিষাদ আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে কিনা?

(৪) চেষ্টা করিয়া একটু প্রাণের প্রফুল্লতা আনিতে চান, কিন্তু সেটুকুও থাকে না—এরূপ অবস্থা আপনার হয় কিনা?

(৫) সর্ব্বদা আপনার মাথার মধ্যে উষ্ণতাবোধ ও জ্বালা করে কিনা?

(৬) আপনার কেশরাশি ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে কিনা?

(৭) আপনার মাথার উপরিভাগে, টাকরোগের সূত্রপাত হইয়াছে কিনা?

(৮) বলুন দেখি—গভীর পরিশ্রম ও ক্লান্তির পরও রাত্রে আপনার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় কিনা?

যদি এই সব উপসর্গ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চিন্তচিত্তে আমাদের সুগন্ধি "কেশরঞ্জন তৈল" ব্যবহার করুন। সব দূরীভূত হইবে।

এক শিশির মূল্য	১৲ এক টাকা।	মাশুলাদি	।৴০ আনা।
তিন শিশির মূল্য	২৷৷০ আড়াই টাকা।	মাশুলাদি	৸৴০ আনা।

বহুমূত্রান্তক-রসায়ন।

আমাদের **"বহুমূত্রান্তক রসায়ন"** ব্যবহারে অল্পকাল মধ্যেই বহুমূত্র, বিবিধ মেহজন্য মূত্রদোষ ও তজ্জনিত হস্তপদাদির দাহ, মাথাঘোরা, তৃষ্ণা ও মুখশোষ প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রবের বিনাশ হয়; দিন দিন শারীরিক ও মানসিক বলবৃদ্ধি হয়; শরীরে নবজীবন আনিয়া দেয়; এবং পূর্ব্ব হইতে ব্যবহার করিলে সাজ্বাতিক স্ফোটকাদি হয় না।

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী দুই প্রকার

ঔষধ ও এক প্রকার তৈলের মূল্য	৫৲ পাঁচ টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	১৲ এক টাকা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা—মফঃস্বলের রোগীগণের অবস্থা অৰ্দ্ধ আনার টিকিটসহ আমু-

The Modern Language Research Association.

The object of the association is to bring about correspondence and mutual help between students of modern Languages.

The Association will gladly receive as members any serious students of the living languages of India, and especially Bengali.

Annual subscription—5 shillings. Application for membership to be sent to :—

E. Allison Peers. Esq.
Hon. Secretary, M. L. R. S.
The Old School House.
FELSTED. ESSEX.

---

(৯) **তীর্থভ্রমণ**—খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবাসী প্রসিদ্ধ সর্ব্বাধিকারী বংশের ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ভারতবর্ষের নানা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ডায়েরী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই তীর্থভ্রমণ নামে প্রকাশিত হইল। প্রাচীন বাঙ্গালার নমুনা এই গ্রন্থে বেশ পাওয়া যায়। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্পাদন করিয়াছেন। মূল্য সদস্য পক্ষে ১৲, সাধারণ পক্ষে ১৷৹।

(১০) **ধর্ম্মপূজাবিধান**—রামাই পণ্ডিত-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত। বঙ্গদেশে প্রচলিত ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই যে বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ, এই গ্রন্থে শ্রীযুক্ত ননীবাবু তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের ভাষা ভাষাতত্ত্বান্বেষীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। মূল্য সদস্য পক্ষে ৷৹, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ৷৵৹, সাধারণ পক্ষে ৸৹।

(১১) **মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা**—ভবানীশঙ্কর দাস-বিরচিত এবং শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। যাঁহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া দিতে হইবে না। গ্রন্থে কালকেতু এবং শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবি বিশেষ নিপুণতার সহিত বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য ছোট-খাট, চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক উপাখ্যানও ইহাতে আছে। ভাষাতত্ত্বান্বেষীর জানিবার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ৸৹, শাখাসভার সদস্য পক্ষে ৸৵৹, সাধারণ পক্ষে ১৲।

(১২) **গঙ্গা-মঙ্গল**—দ্বিজ মাধবাচার্য্য বিরচিত এবং মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। গঙ্গার মাহাত্ম্যদ্যোতক গ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গভাষায় অধিক আবিষ্কৃত হয় নাই। যে দুই একখানি এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত। শ্রীযুক্ত আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গালার এই মস্ত অভাব বিদূরিত হইয়াছে। ভাষা অতি মধুর কবিত্বপূর্ণ। মূল্য সদস্য পক্ষে ৷৹, শাখাসভার সদস্য পক্ষে ৷৵৹, সাধারণ পক্ষে ৸৹।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন, উহাদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত "বৌদ্ধ গান ও দোঁহা" এবং বিদ্বদ্বল্লভ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের আবিষ্কৃত ও সম্পাদিত চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" অপূর্ব্ব আবিষ্কার ও বাংলা-সাহিত্যের যুগ-প্রবর্ত্তক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত ঐ গ্রন্থের ভাষা হাজার বৎসরের পুরাতন খাঁটি বাংলা-ভাষা কি না—সে সম্বন্ধে মণ্ডিত-মণ্ডলীর মতভেদ আছে; কিন্তু তর্কস্থলে ঐ ভাষাকে প্রাকৃত-সম্ভূত অপভ্রংশ ভাষা বলিয়া স্বীকার করিলেও, প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাকৃত ব্যাকরণের বিধিবদ্ধ শৌরসেনী, মাগধী, অর্দ্ধমাগধী প্রভৃতি প্রাকৃত-ভাষা বাংলাদেশের আব-হাওয়ার গুণে কিরূপ অপভ্রংশে পরিণত হইয়াছিল, উহা না দেখিলে বাংলা-ভাষার উৎপত্তি-তত্ত্ব ভালরূপে বুঝা যাইবে না। শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কার দ্বারা আমরা বাংলা-ভাষার আদিম-যুগের রচনার একটা উৎকৃষ্ট আদর্শ পাইয়াছি। উহা লইয়া এখন অনেক আলোচনা চলিতে পারিবে। বসন্ত বাবুর আবিষ্কৃত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" তত প্রাচীন না হইলেও নানা কারণে বাঙ্গালী পাঠকদিগের নিকটে অনেক বেশী আদরের জিনিস। বাংলাদেশে চণ্ডীদাস সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। তাঁহার কিছু পরবর্ত্তী কবি কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত করার অভিপ্রায়ে প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গের কয়েক জন মনীষী ব্যক্তিকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত করিয়াছিলেন,—উহার সম্মিলিত চেষ্টায়ও কৃত্তিবাসের রচিত খাঁটি রামায়ণের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কৃত্তিবাসের খাঁটি পুথি পাওয়ার সম্বন্ধে একরূপ নিরাশ হইয়াই অবশেষে সমিতির অন্যতম সদস্য মনীষী শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কৃত্তিবাসের রামায়ণের তিন শত বৎসরের পুরাতন পুথি-দৃষ্টে কেবল অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড মুদ্রিত করিয়াছেন। হীরেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে, তিন শত "বৎসরের পুরাতন পুথির পাঠের সহিত বটতলার সংস্করণের একটি পংক্তিরও সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণের বয়স এখন আনুমানিক ৫০০ কি ৫৫০ বৎসর হইয়াছে। পরবর্ত্তী দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই যদি রামায়ণের পুথিগুলির এতটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে পাঠের আরও কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কে বলিতে পারে? চণ্ডীদাস কৃত্তিবাসেরও কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী; তাঁহার রচিত পদাবলীর বয়স এখন আনুমানিক ৬০০ বৎসর হইয়াছে। পদাবলী প্রায় সর্ব্বত্রই মুখে মুখে গীত হওয়ায়, উহা ক্রমেই বিকৃত হওয়ার যতটা সম্ভাবনা, রামায়ণের ন্যায় গ্রন্থের পাঠ বিকৃত হওয়ার সেরূপ সম্ভাবনা নাই। তার পর এখন বাংলা-দেশে দেড় শত, কি দুই শত বৎসরের অধিক প্রাচীন কোন পদাবলীর পুথি পাওয়া যায় না; সুতরাং ঐ সকল পুথির লিখিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর

কোন একটি পংক্তিও চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা কি না, সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ জন্মে। এত কাল পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের প্রাচীন ও প্রামাণিক পুথির অভাবে, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী-অবলম্বনে আমরা তাঁহার ভাষা ও কবিত্ব ইত্যাদির সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলাম; বসন্ত বাবুর "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" সে সমস্ত এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। মানুষের স্বভাব, সহজে চির পোষিত সংস্কার ছাড়িতে চাহে না; এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই দেখা যাইতেছে। বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতার সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, উহা নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করিলে ও গ্রন্থখানা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, উহাই যে চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা এবং এত দিন পর্য্যন্ত যে সকল পদাবলী চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল,—উহার দুই একটি পদ ভিন্ন বাকিগুলির ভাষা কিংবা ভাব যে চণ্ডীদাসের হইতে পারে না, ইহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না; কিন্তু অনেকে এ সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা না করিয়াই সিদ্ধান্ত করিতেছেন—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা কিংবা ভাব চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর ন্যায় উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় নহে, সে জন্য উহার রচয়িতা চণ্ডীদাসকে কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস বলিয়া স্বীকার করা যায় না। "রাধার কলঙ্কভঞ্জন" ও "কৃষ্ণের জন্ম-লীলা" পুথির রচয়িতা চণ্ডীদাস 'বড়ু' কিংবা বাশুলীর উপাসক বলিয়া নিজের পরিচয় দেন নাই; ঐ পুথি দুইখানার রচনার সহিতও কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর অনেক পার্থক্য দেখা যায়—এ জন্য অনেক সমালোচকই ঐ পুথি দুইখানা বাশুলীর উপাসক বড় চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কবিকেও সেইরূপ অন্য এক চণ্ডীদাস মনে করা যায় কি? তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনেক স্থলেই আপনাকে বাশুলীর সেবক ও বড়ু বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ ত্রিবেদী মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের মুখ-বন্ধে এই সমস্যার কথা ভাবিয়াই লিখিয়াছেন,—"তবে কি আমাদের চির-পরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন? চণ্ডীদাস কি দুই জন ছিলেন? দুই জনেই বড় চণ্ডীদাস, বাশুলীর আদেশে গান-রচনায় নি... রামী রজকিনীর বঁধু। তাহা ত হইতে পারে না। একজন তবে কি আসল, আর একজন নকল? কে আসল, কে নকল? ইত্যাদি নানা সমস্যা, নানা প্রশ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে উপস্থিত হইবে। সেই সকল সমস্যার মীমাংসায় আমার অধিকার নাই। বসন্ত বাবু মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মতে—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস যে খাঁটি চণ্ডীদাস, তাহা অস্বীকারের হেতু নাই।" ত্রিবেদী মহাশয় আরও লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় চণ্ডীদাসের সুর পাওয়া যায় কি না, চণ্ডীদাসের পদের রস, তাহার উন্মাদনা এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় আছে কি না, রসজ্ঞেরা তাহার বিচার করিবেন। আমাদের পক্ষে এই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা অপরিচিত, অনভ্যস্ত, নূতন—আমাদের কাণে উহা অভ্যস্ত নহে। চণ্ডীদাসের সময়ে যাহারা চণ্ডীদাসের গান শুনিত, তাহাদের নিকট ঐ ভাষা পরিচিত ভাষা ছিল,—তাহাদের কাণ ঐ ভাষায় অভ্যস্ত ছিল—তাহারা ঐ ভাষার পদেই যে রস, যে উন্মাদনা পাইত, আমরা

এখন তাহা পাইব না। কিন্তু এই প্রশ্নের আলোচনা আবশ্যক; তাই প্রসঙ্গ তুলিয়া রাখিলাম।"

রামেন্দ্র বাবু মুখবন্ধে চণ্ডীদাস-সমস্যার যে আভাস দিয়াছেন, উহার সমাধান করিতে হইলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপি, ভাষা, আখ্যান-বস্তু প্রভৃতি বিষয়ের সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক হয়। লিপিতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু গ্রন্থের প্রারম্ভে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথির হস্তলিপির আলোচনা করিয়াছেন; উহা দ্বারা গ্রন্থের উপাদেয়তা যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইয়াছে। রাখাল বাবুর মতে কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানা সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লিখিত।

বসন্ত বাবু তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্য ও টীকার অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি গ্রন্থের আখ্যান-বস্তু, ছন্দ বা কবিত্বের সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের মত অপরিচিত ও অনভ্যস্ত ভাষা ও ভাবপূর্ণ একখানা বৃহৎ গ্রন্থের গভীর আলোচনায় যে অবকাশ, পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার প্রয়োজন, অধিকাংশ পাঠকেরই তাহা নাই; সুতরাং অন্ততঃ সাধারণ পাঠকদিগের কৌতূহল উৎপাদনের জন্যও ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আখ্যান-বস্তু, ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্বের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিলে গ্রন্থ-প্রকাশের উদ্দেশ্য অধিকতর সিদ্ধ হইত। বসন্ত বাবুর ন্যায় প্রবীণ ও বিশেষজ্ঞ সম্পাদক যে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই, আমাদিগের পক্ষে এ স্থলে সে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে যাওয়া দুঃসাহসের কার্য্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানি পাঠ করিতে যাইয়া আমরা উহার ভাষা, আখ্যান-বস্তু, ছন্দ ও কবিত্ব সম্বন্ধে যে সকল বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, সে সম্বন্ধে কিছু না বলিয়াও পারিতেছি না। যদি আমাদের এই আলোচনা পাঠ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকদিগের মধ্যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরও এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের পাঠ ও আলোচনায় ঔৎসুক্য জন্মে, তাহা হইলেই আমাদের পরিশ্রম সফল হইবে।

আমরা প্রথমে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বসন্ত বাবু অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দাবলীর একটি প্রকাণ্ড সূচী গ্রন্থ-শেষে সংযোজিত করিয়াছেন; উহাতে প্রায় সকল শব্দেরই অর্থ ও প্রয়োগের পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। তিনি টীকার অনেক স্থলেই ঐ সকল শব্দের ব্যুৎপত্তি-প্রদর্শন ও তুলনার জন্য বিদ্যাপতি, মাধব কন্দলি, শঙ্কর দেব, গুণরাজ খাঁ প্রভৃতি মৈথিল, আসামী ও বাংলা প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন; উহা দ্বারা তাঁহার অসাধারণ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বসন্ত বাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ ও বর্ণ-বিন্যাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাকৃত ও তজ্জাত শব্দ-সংখ্যাই অধিক; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র। ণ-কার ও স-কারের প্রয়োগ-বাহুল্য শৌরসেনী ভাষার প্রভাব সূচিত করিতেছে।" বসন্ত বাবুর এই উক্তিটির আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারি না। শৌরসেনী প্রাকৃতে ন-কারের স্থলে সর্ব্বত্র ণ-কার বিহিত হইয়াছে;—ন-কার কোথায়ও দেখা

যায় না। শৌরসেনী প্রাকৃতের এই নিয়মটি, উহার উচ্চারণের অনুরূপ, না কেবল একটা লেখার কায়দা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ন-কারের উচ্চারণ অপেক্ষা ণ-কারের উচ্চারণ কঠিন; কঠিন হইতে সহজ হওয়াই অপভ্রংশের সাধারণ নিয়ম। ব্যবহারেও তাহাই দেখা যায়। হিন্দী, মৈথিল ও বাংলা ভাষায় ণ-কার প্রায় সর্ব্বত্রই ন-কাররূপে উচ্চারিত হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ-সূচিতে ২৮০টি ন-কারাদি শব্দ আছে; কিন্তু ণ-কারাদি মাত্র ১৪টি শব্দ দেখা যায়। সেই ১৪টি ণ-কারাদি শব্দও আবার অনেক স্থলে ন-কারাদিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের প্রায় সম সাময়িক বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রায় সর্ব্ব ণ-কার স্থলে ন-কারের প্রয়োগ দেখা যায়; এ অবস্থায় চণ্ডীদাসের সময়ে যে কতকগুলি ন-কারাদি শব্দ কখনও ন-কারাদি, আর কখনও ণ-কারাদিরূপে উচ্চারিত হইত, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। বাংলা-ব্যাকরণ রচিত হইবার পূর্ব্বে সংস্কৃতজ্ঞ লিপিকারগণও প্রায়ই শব্দের অক্ষর-বিন্যাসে হ্রস্ব-দীর্ঘ ও ষত্ব-ণত্বের দিকে দৃক্পাত করিতেন না। সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকারও যে স্বেচ্ছাচার হেতুই ন-কার স্থলে ণ-কারের প্রয়োগ করেন নাই, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? কৃষ্ণকীর্ত্তনে স-কার-বাহুল্যও যে কিয়ৎপরিমাণে লিপিকারের স্বেচ্ছাচার-জনিত, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ, শ-কারাদি বহু শব্দই আমরা স্থানান্তরে স-কারাদিরূপে প্রযুক্ত দেখিতে পাই। এ স্থলে ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে স-কারাদি হইবে, তাহা প্রায় কোন স্থলেই শ-কারাদিরূপে প্রযুক্ত হয় নাই; কিন্তু যাহা শ-কারাদি হইবে—ঐরূপ 'শকতি', 'শর', 'শরণ', 'শলি', 'শাপ', 'শুন' প্রভৃতি বহু শব্দ 'সকতি', 'সর' ইত্যাদি স-কারাদিরূপে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং লিপিকারের যে স-কারের উপর খুব ঝোঁক ছিল, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহা শৌরসেনী-প্রাকৃতের প্রভাব-জনিত কি না, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় স-কারের বাহুল্য দেখা যায়; উত্তর-পশ্চিম ও মিথিলার লোকেরা অদ্যাবধি শ-কারের পরিবর্ত্তে প্রায়ই স-কার উচ্চারণ করে। বাংলা-দেশের ব্যবহার উহার বিপরীত; বাংলা-দেশে স-কার প্রায় সর্ব্বত্রই শ-কারবৎ উচ্চারিত হয়। চণ্ডীদাসের বাস-স্থল বাংলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ও মিথিলার সন্নিহিত বলিয়া, সেখানে প্রাচীন কালে শ-কার স-কারের মত উচ্চারিত হইত, ইহা অনুমান করিলেও করা যাইতে পারে। রাঢ়-দেশের অশিক্ষিত লোকের কথ্য ভাষায় এখনও 'সব', 'সকল' ইত্যাদি শব্দে স-কারের (ইংরেজি S অক্ষরের ন্যায়) প্রকৃত দন্ত্য উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে বাংলা দেশে বোধ হয়, স-কারের এই দন্ত্য উচ্চারণেরই প্রাবল্য ছিল এবং উহা হইতেই বোধ হয়, প্রাচীন পুঁথিতে স-কারের এত বাহুল্য চলিয়া আসিতেছে। কি কারণে যে উহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে এবং এখন প্রায় সমস্ত বাংলা-দেশে স-কারের দন্ত্য উচ্চারণ বিলুপ্ত হইয়া, উহা শ-কারবৎ উচ্চারিত হয়, তাহা ভাষা-তত্ত্বের একটি জটিল সমস্যা মনে হয়। হিন্দী, মৈথিল প্রভৃতি ভাষা অপেক্ষা আধুনিক বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব অনেক বেশী—তাহা সকলেই জানেন। আমাদের মনে হয়, যখন হইতে সংস্কৃত

ব্যাকরণের দিকে বাংলা-ভাষায়
প্রাকৃতের বর্জ্জিত শ-কারের পু
তালব্য উচ্চারণ ফিরিয়া আসি
অস্বাভাবিক চেষ্টার আবশ্যক হয়;
স্থানে-অস্থানে প্রযুক্ত হইয়া স-কারে
কৃষ্ণকীর্ত্তনের সময় হইতেই বোধ হ
করিয়াছিল—কিন্তু তখন পর্য্যন্ত স-কারই প্রবল; তাই আমরা দেখিতে পাই, শ-কার স-কারের অধিকারে অনধিকার-প্রবেশে সাহসী হয় নাই; কিন্তু স-কার নিষেধ না মানিয়া, 'সকতি', 'সয়', 'সরণ' প্রভৃতি বহু শব্দেই শ-কারের ন্যায্য অধিকারের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া বসিয়াছে। স-কারের এই আধিপত্য যে শৌরসেনী-প্রাকৃতের প্রভাব ও কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতার সূচনা করিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অন্যান্য প্রাচীন বাংলা পুথি হইতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ণবিন্যাসের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে স-কারের ন্যায় আ-কারেরও অনধিকার-প্রবেশের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। 'অকারণ', 'অঙ্গ', 'অচেতন', 'অতি', 'অধিন' প্রভৃতি প্রায় ৭০টি অ-কারাদি শব্দের পরিবর্ত্তে 'আকারণ', 'আঙ্গ', 'আচেতন' ইত্যাদি আ-কারাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; স্থানান্তরে আবার 'অকারণ', 'অঙ্গ' ইত্যাদি রূপ প্রয়োগেরও অভাব নাই। এইরূপ বিসদৃশ প্রয়োগের কারণ কি, বসন্ত বাবু সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। লিপিকার যে কেবল স্বেচ্ছাচার হেতু এতগুলি শব্দের আত্মক্ষরের গোলযোগ করিয়া ফেলিয়াছে, ইহা কিছুতেই সম্ভব বোধ হয় না। অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন, সংস্কৃতে অ-কারের উচ্চারণ ঠিক বাংলা অ-কারের মত নহে; সংস্কৃত অ-কার আ-কারেরই হ্রস্ব-সংস্করণ; অর্থাৎ সংস্কৃত অ-কার একটু বেশী দীর্ঘ উচ্চারণ করিলেই আ-কার হয়। বাংলা অ-কারের উচ্চারণ অধিকাংশ স্থলেই অ-কার ও ও-কারের মাঝামাঝি,—কতকটা ইংরেজি (O) অক্ষরের মত। এ জন্যে বাংলা 'কলম্' শব্দটি সংস্কৃত-ধরণে উচ্চারণ করিলে, অনেকটা বাংলা 'কালাম্' শব্দের ন্যায় শুনায়। হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় অ-কারের এই প্রাচীন উচ্চারণ অদ্যাপি প্রচলিত আছে; কেবল বাংলা-ভাষায়ই উচ্চারণের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'অকারণ', 'অঙ্গ' প্রভৃতি প্রায় ৭০টি অ-কারাদি শব্দের আ-কারাদি প্রয়োগ দেখিয়া অনুমান হয়, সে সময় পর্য্যন্ত অ-কারের প্রাচীন উচ্চারণ সম্পূর্ণরূপে বিকৃত হয় নাই। শব্দের আদ্য অকার, উচ্চারণে বাঙ্গালা আ-কারের মত প্রতীত হওয়ায়, অনেক স্থলে আ-কার দ্বারা এবং সংস্কৃত বর্ণ-বিন্যাসের সাদৃশ্য হেতু অনেক স্থলে অ-কার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। ইহা অ-কারের প্রাচীন ও আধুনিক উচ্চারণের সন্ধি-কালেরই সূচনা করিতেছে। অন্য কোন বাংলা পুথিতেই আমরা অ-কারের স্থলে এইরূপ আ-কারের প্রয়োগ পাই না; সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথি যে ঐ সকল বাংলা পুথির মধ্যে প্রাচীনতম, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে এরূপ অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যাহা সুদূর আসাম, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় চলিত আছে। এরূপ শব্দ-সাম্য দেখিয়া আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিখানা বুঝি আসাম, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ ঘুরিয়া, ঐ সকল প্রদেশের কতকগুলি অপ-শব্দ সঞ্চিত করিয়া, বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, আসাম, উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি বাংলার সকল প্রদেশের ভাষাই একই আকর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তী সময়ে এই সকল ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, আদিম যুগে সেই পার্থক্য ছিল না—থাকিতেও পারে না। অতএব কৃষ্ণকীর্ত্তনের ব্যবহৃত শব্দ, ক্রিয়া ও কারক-বিভক্তির সহিত সুদূর আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত অনেক শব্দ ও বিভক্তির সাদৃশ্য-দর্শনে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার দেশান্তরে প্রচার হেতু বিকৃতি প্রমাণিত না হইয়া, বরং উহার অসাধারণ প্রাচীনতাই প্রমাণিত হইতেছে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু তাঁহার 'বাঙ্গালা শব্দ-কোষ' নামক উৎকৃষ্ট গবেষণাপূর্ণ অভিধান গ্রন্থে রাঢ়ের প্রাচীন ও আধুনিক কথ্য ও লেখ্য ভাষার বহু শব্দই সন্নিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত অনেক শব্দই উহাতে পাওয়া যায় না। বসন্ত বাবু এই শ্রেণীর অধিকাংশ শব্দের সম্বন্ধেই টীকায় নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন; তাঁহার অনালোচিত কয়েকটি শব্দের সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটি কথা বলিব।

চিতরে—'(চিৎ হইয়া, উত্তান ভাবে) ২।' পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য-ভাষায় 'চিত্তর', যথা—'চিত্তর হইয়া পড়িল' ইত্যাদি। 'চিৎ' ও 'চিতর' শব্দের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত।

আগুছিয়া—'(আগে আসিয়া, সম্মুখবর্ত্তী হইয়া) ২২৪।' পূর্ব্ব-বঙ্গে সম্মুখে আসিয়া পথ-রোধ করাকে 'আগোছা' বলে। বোধ হয়,—'অগ্রে সরিয়া' হইতেই 'আগুছিয়া' হইয়াছে।

টেটন—'(ধূর্ত্ত, শঠ) ৭৭, ২১৭।' পূর্ব্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায় এই শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়। সংস্কৃত 'ধৃষ্ট' শব্দের অপভ্রংশ 'ঢীট' শব্দের সহিত ইহার কোন যোগ আছে কি? 'ঢীট' শব্দটি বাংলা কোন কোন পুঁথিতে 'টীট' রূপে দেখা যায়।

সকালে—'(পূর্ব্বাহ্নে, সত্বর) ১৪৯, ২১২।' 'সকাল' শব্দটি 'তৎ সম' শব্দ বলিয়াই বোধ হয়; ('কালেন সহ বর্ত্তমানং সকালং' বাক্য করিলে উহার মৌলিক অর্থ 'প্রভাত' বা 'পূর্ব্বাহ্ণ' নহে, উচিত সময় বা 'সত্বর' অর্থই প্রকাশ পায়। পূর্ব্ব-বঙ্গে 'সকাল' শব্দ 'সত্বর' অর্থেই প্রযুক্ত হয়।

তড় পথে—'(স্থলপথে) ১৬৭।' পূর্ব্ব-বঙ্গে 'তড়-পথে' ও 'তড়ে' উভয় শব্দেই 'স্থল-পথে' বুঝায়। 'তড়' শব্দটি সংস্কৃত 'তট' শব্দের প্রাকৃত-রূপ 'তড' শব্দের অপভ্রংশ।

জুড়িল—'(আরম্ভ করিল) ২৩৪। ৩৭৬।' সংস্কৃত 'যুট' ধাতু হইতে উদ্ভূত। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সূচীতে যে দুইটি প্রয়োগের উল্লেখ আছে, তাহার প্রথমটিতে 'নান্দ যশোদা মিলি

জুড়িল কান্দন' ও দ্বিতীয়টিতে 'না পাইয়া জুড়িল ক্রন্দনে' আছে। এইরূপ আরও প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—'দামোদর জুড়িল নাচনে" ২৩৬ পৃষ্ঠা।' 'জুড়্' ধাতুর এইরূপ রীতি-সিদ্ধ (idiomatic) প্রয়োগ পূর্ব্ব-বঙ্গে খুব প্রচলিত আছে।

বিচারিআঁ—'(অন্বেষণ করিয়া) ২৯০,৩২২।' সংস্কৃত 'বিচার্য্য' (প্রাকৃত—বিচারিঅ) শব্দের 'বিচার করিয়া', 'আলোচনা করিয়া' অর্থ হইতেই 'অনুসন্ধান করিয়া, অন্বেষণ করিয়া' অর্থ উদ্ভূত হইয়াছে। এই অর্থে পূর্ব্ব-বঙ্গে সর্ব্বত্র 'বিচরাইয়া' শব্দের ব্যবহার আছে।

বাঁহুক—'বাঁক, ভার-যষ্টি ; ১৬৮, ১৬৯।' পূর্ব্ব-বঙ্গে 'বাঁহুক' শব্দটির খুব প্রচলন ছিল ; এখন অনেক স্থলে 'বাঁক' বলা হয়। ইহা বোধ হয়, প্রাকৃত 'ব্যাভাঙ্গী' শব্দেরই অপভ্রংশ। খুঁজিলে এইরূপ আরও অনেক শব্দ পাওয়া যাইবে। এই শ্রেণীর 'কলি,' 'কৈলী' ও 'কৌল' শব্দ তিনটি কৃষ্ণকীর্ত্তনে ব্যবহৃত হইয়াছে। রাঢ়দেশের প্রচলিত ভাষায় ব্যবহার না থাকাতেই বোধ হয়, বসন্ত বাবু ঐ শব্দগুলির অর্থ-নির্ণয়ে ভুল করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে আছে,—

(১) "আহ্মা শিশু না দেখিহ সুণ ল সুন্দরি রাধা
আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশরে।"—৮২ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—"কলি—শূর, অশেষ বল-শালী।" 'কলি' শব্দের এইরূপ অর্থ কোন কোষে বা সাহিত্য-গ্রন্থে দেখা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনের অন্য স্থলে 'কলি-কাল' অর্থে 'কলি' ও 'কলী' শব্দের প্রয়োগ আছে ; সে অর্থ এখানে খাটে না। পূর্ব্ব-বঙ্গে 'কৈল্' এই অব্যয় শব্দটি নিশ্চয়ার্থে গ্রাম্য-ভাষায় ব্যবহৃত হয়। যথা—'আমি কৈল্ যাব না' ইত্যাদি। 'আইজ্', 'কাইল্' প্রভৃতি কথ্য শব্দের রূপান্তর যেরূপ লেখ্য ভাষায় 'আজি' 'কালি' হইয়াছে, সেইরূপ 'কলি' শব্দটিও ঐ 'কৈল্' শব্দেরই রূপান্তর। 'কৈলী' শব্দে 'কৈল্' শব্দের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট ; 'কৈল্' শব্দের শেষে একটি 'ঈ' (ই) যোগ করিয়া—'কৈলী' হইয়াছে ; উহার অর্থ 'নিশ্চিতই'। ঐ-কার ও ঔ-কারের উচ্চারণের সাদৃশ্য হেতু অপভ্রংশে ঐ-কার স্থলে ঔ-কারের ব্যবহার বিরল নহে ; সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'কলি', 'কৈলী' ও 'কৌল' শব্দ অভিন্ন বলিয়াই বিবেচনা হয়। বোধ হয়, 'সাকল্যে' শব্দের আদ্য 'সা' অক্ষরের বিলোপ দ্বারা 'সাকল্যে' হইতেই 'কুল্যে', 'কল্য,' (কলিয়) ও 'কলি' শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে। 'কলি' শব্দের ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক না কেন, উহার অর্থ যে 'সাকল্যে' বা 'নিশ্চিত', তাহাতে সন্দেহ নাই। 'আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশরে' বাক্যের অর্থ—আমি নিশ্চিত ত্রিদশ-ঈশ্বর।

(২) "মোর বোলে তোহ্মে তার পাশক না আসিবে।
পাছে কলি কাহ্নাই বিরহ দুখ পাইবে॥"—৩৯৭ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু এখানে লিখিয়াছেন,—'কলি—'কালি' হইবে বোধ হয়।' অর্থের জন্য এরূপ পাঠ-বিভ্রাট-কল্পনা সঙ্গত নহে। এখানে 'কালি' পাঠের 'কল্য' অর্থই সংলগ্ন হয় কি? 'পাছে কৈল্' এই বাক্যাংশ পূর্ব্ব-বঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় সর্ব্বত্র শুনা যায়। ইহার অর্থ 'শেষে নিশ্চিত'—'শেষে কল্য' নহে।

(৩) 'বারেক সুরতি মান না কর নিরাসে।
পাছে কৈলী না পাইবে দেব হৃষীকেশে ॥—৯৯ পৃঃ

বসন্ত বাবু এখানে লিখিয়াছেন,—'পাছে কৈলী—পশ্চাৎ করিলে, অবহেলা করিলে।' 'পশ্চাৎ' শব্দের 'অবহেলা' অর্থ ও 'কৈলী' শব্দের 'করিলে' অর্থ কোন মতেই সিদ্ধ করা যাইতে পারে না। 'পাছে কৈলী' ও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'পাছে কলি' অভিন্ন ও একার্থক।

(৪) 'এভোঁ গোআলিনী ধর আহ্মার বচনে।
পাছে কোল না পাইবে নন্দের নন্দনে॥"—১০১ পৃঃ

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—'কোল—কোল, আলিঙ্গন।' 'নন্দনে' শব্দের অর্থ 'নন্দনের' না করিলে, এরূপ অর্থ সিদ্ধ হয় না। এখানে যে 'আলিঙ্গন' অর্থ সংলগ্ন হয় না, তাহা বলা বাহুল্য। 'পাছে কোল' ২য় ও ৩য় উদাহরণের 'পাছে কলি' ও 'পাছে কৈলী' বাক্যাংশের সহিত অভিন্ন ও একার্থক।

আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ ও বাক্যাংশ-নির্ণয়ে আরও যে কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদ লক্ষ্য করিয়াছি, এ স্থলেই উহার উল্লেখ করিয়া, পরে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(৫) 'আয়িলা দেবের সুমতি শুণী।
কংসের আগক নারদ মুণী॥'—২ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'সুমতি' শব্দের অর্থ 'সুমন্ত্রণা' লিখিয়াছেন। সুমতি শব্দের এরূপ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই শব্দটির আরও প্রয়োগ আছে, যথা—

"তোর মোর উভয় সমতী।"—১৮৭ পৃঃ
"মাহানিন্দ যাসি কেহ্নে শুণ হে গোআলী।
চিআইআঁ সমতী দেহ রাধা চন্দ্রাবলী॥"—২৮৬ পৃঃ
"তোরে মো না এড়িবো দূতী ল।
বোলহ কাহ্নেরে রাধাক দেউক সমতী ল॥"—৩০০ পৃঃ

উদ্ধৃত তিনটি স্থলেই (সংস্কৃত 'সম্মতি' শব্দ-জাত) 'সুমতি' বা 'সুমতী' শব্দের 'সম্মতি' অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যেও এই 'সমতি' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। ডাক্তার ফ্যালন্ তাঁহার প্রসিদ্ধ হিন্দুস্থানী-ইংরেজী অভিধানে হিন্দী 'সুমৃতী' শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

(৬) "এবে দৈবকীএ যত গর্ব্ভ ধরিব।
পাপ কংসে তাক সবই মারিব॥"—৩ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'পাপ' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'পাপের প্রতিমূর্ত্তি'। বস্তুতঃ এখানে প্রতি-মূর্ত্তি-কল্পনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বিশেষণ 'পাপ' শব্দটি 'পাপিষ্ঠ' অর্থে সংস্কৃতে ও ভাষা-সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম-পুরুষের ক্রিয়া-পদে 'ধরিব' ও 'মারিব' প্রয়োগ ঠিক পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গের গ্রাম্য ভাষার অনুরূপ।

(৭) "তে কারণে পদুমা উদরে।
উপজিলা সাগরের ঘরে ॥ ল ॥ আল রাধা ॥"—৬ পৃঃ

(৮) "আইহনের মাঅ গুণী মনে।
ঝাঁট গিয়া পদুমার থানে ॥ ল বড়ায়ি ॥
চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই।
তার পিশি রাধার বড়ায়ি ॥ ১ ॥"—৭ পৃঃ

বসন্ত বাবু (৮)এর উদাহরণের টীকায় লিখিয়াছেন, "পূর্ব্ববর্ত্তী পদের 'পদুমা উদর এবং সাগরের ঘর' সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছিলাম না। আলোচ্য পদে 'পদুমা' শব্দে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারি নাই। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় উহার নিম্নলিখিতরূপ সমাধান করিয়া দিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—'বৃষভানুর মাতার নাম পদ্মাবতী……। পদুমা শব্দটি বোধ হয় দুইটি পদে দুইটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; 'তেঁ কারণে……সাগরের ঘরে'—সেই কারণে সাগর-নিলয়ে পদ্মকোষ-মধ্যে রাধিকার জন্ম হইল। লক্ষ্মী সাগরসম্ভবা, পদ্মালয়া, দুই ভাবই এই ব্যাখ্যায় ঠিক রহিল। 'আইহনের মাঅ গুণী মনে……তার পিসী রাধার বড়ায়ি'—আয়ানের মাতা মনে বিচার করিয়া, শীঘ্র বৃষভানুর মাতা পদ্মাবতীর নিকট গিয়া' ইত্যাদি।" শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয় বাবুর প্রতিপাদিত অর্থ কৌশলপূর্ণ হইলেও উহার দ্বারা সমস্যার সমাধান হয় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'রাধাবিরহ' নামক খণ্ডের "শত পল সোনা" ইত্যাদি পদে শ্রীরাধা বড়াইকে বলিতেছেন,—

"তথাঁ হোঁ চাহিআঁ যবে না পাহ গোপালে।
তবেঁ সি চাইহ গিয়া ভাগীরথীকুলে ॥
তথাঁ হোঁ না পাইলে চাইহ সাগরের ঘরে।
সাগর গোআলে বাত পুছিহ সত্বরে ॥"—৩৪০ পৃঃ

বসন্ত বাবু ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—"ভাগীরথীকুলে—'ভগীরথ কুলে' অর্থাৎ ভগীরথ-নামা (কোন) গোপ-গৃহে, এইরূপ অর্থ হইতে পারে। উপরে 'যমুনার কূলে' (পৃঃ ৩৩৯) বলা হইয়াছে।" পুনশ্চ "সাগরের ঘরে—পূর্ব্বে একবার পাওয়া গিয়াছে (পৃঃ ৬)। এখানে আবার সা গ র গো আ ল বলা হইতেছে। ইনি কে?" তাহা হইলেই অক্ষয় বাবুর সমাধান থাকিল না। সাগর যে সমুদ্র বা সায়র (অর্থাৎ দই) নহে, সম্ভবতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তনের মতে রাধার জনক—গোপবিশেষ হইবেন, উদ্ধৃত উক্তির দ্বারা উহাই অনুমান হয়। সুতরাং এ অবস্থায় 'পদুমা'ও 'পদ্ম' না হইয়া রাধার গর্ব্ভধারিণী গোপীবিশেষই হইবেন। শ্রীরাধার জনক-জননীর পুরাণোক্ত নামের সহিত এই বৈষম্য বিচিত্র হইলেও, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে যখন শ্রীরাধার মাতার নাম 'কলাবতী' ও পদ্মপুরাণে 'কীর্ত্তিদা' কথিত হইয়াছে বলিয়া বসন্ত বাবুই লিখিয়াছেন, তখন অপর কোন পুরাণ বা লৌকিক আখ্যায়িকা অনুসারে শ্রীরাধার জনক ও

জননীর নাম পদ্মাবতী ও সাগর গোয়াল ছিল, চণ্ডীদাস উহাই গ্রহণ করিয়াছেন—এরূপ মনে করিলেই চলিতে পারে। এইরূপ অর্থ না করিলে উদ্ধৃত বাক্যগুলির সঙ্গতি কোনমতেই রক্ষা করা যায় না। আমাদের বোধ হয়, শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয় বাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিত 'শত পল সোনা' ইত্যাদি পদটি দৃষ্টি করেন নাই, তাই ঐরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ অর্থ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পদুমা অক্ষয় বাবুর বর্ণিত-রূপ রাধার পিতামহী হইলে, তাঁহার সহিত বড়াইর কি সম্পর্ক, তাহা অজ্ঞাত থাকায়, আয়ানের মাতা কি জন্য সেই পদুমার নিকট হইতে নিজের পিসীকে শ্রীরাধার সঙ্গিনী করার জন্য চাহিয়া আনিবেন, ইহার কারণ বুঝা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়াই বুড়ীর যে সকল দৌত্য-কার্য্য ও শ্রীরাধার সহিত সখী-সুলভ চাপল্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বড়াই বুড়ী আয়ানের মাতার পিসী না হইয়া, পদুমার অর্থাৎ আমাদের স্বীকৃত অর্থ-অনুসারে শ্রীরাধার মাতার পিসী হওয়াই অধিক সম্ভবপর বোধ হয়; কেন না, বড়াইকে আয়ানের মাতা ও আয়ানের হিতকাঙ্ক্ষিণী না হইয়া, শ্রীরাধারই হিতকাঙ্ক্ষিণী ও হিতকারিণী হইতে দেখা গিয়াছে। 'তার পিসী' বলিলে এখানে সঙ্গত অন্বয় অনুসারে কোনরূপেই পদুমার পিসীকে না বুঝাইয়া, আয়ানের মাতার পিসীকে বুঝাইতে পারে না। কারণ, 'তৎ' শব্দ দ্বারা কাহাকেও সূচিত করা হইলে 'তৎ' শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষ্য পদই সূচিত হইয়া থাকে। সুতরাং 'ঝাঁট গিয়া পদুমার থানে।...চাহি লৈল বুঢ়ীঅ মাই। তার পিসী রাধার বড়ায়ি॥' বাক্যে যখন কোনমতেই 'তার' শব্দে "বুঢ়ীঅ মাই'কে বুঝাইতে পারে না, তখন উহা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পদুমাকে না বুঝাইয়া, কিরূপে যে আয়ানের মাতাকে বুঝাইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 'পদুমা' শব্দে রাধার জননীকে বুঝিলে, কোন দিকেই কোন অসঙ্গতি থাকে না;—কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রধান দূতী বড়াই বুড়ীর কার্য্য-কলাপ ও শ্রীরাধার সহিত রসের সম্পর্কটিও বেশ বুঝা যায়। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য, 'ভাগীরথী-কূলে' শব্দ দুইটির অর্থ কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে 'ভগীরথকুলে' ধরিয়া লইয়া, বসন্ত বাবু যে 'ভগীরথনামা (কোন) গোপ-গৃহে' অর্থ করিয়াছেন, তাহাও সমীচীন বোধ হয় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ভগীরথ-নামক কোন গোপের প্রসঙ্গ নাই; সুতরাং পাঠ-বিভ্রাট কল্পনা করিয়া উহার অপ্রাসঙ্গিক অর্থ করিয়া ফল কি? বৃন্দাবনের মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহের বর্ণনায় ভাগীরথীর তীর অবশ্যই আসিতে পারে না; কিন্তু ব্রজমণ্ডলে ত মানস-গঙ্গা নামে একটি প্রসিদ্ধ জলাশয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে। চণ্ডীদাস হয় ত মানস-গঙ্গার তীরকেই ভাগীরথী-কূল বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

(৯) "মনে ধরি কাহ্নাইর বচনে।
চলি ভৈল রাধিকার থানে॥ ল॥ ধ্রু॥"—১৫ পৃষ্ঠা।

বসন্ত বাবু 'চলি ভৈল' বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—'গমন করিল, যাত্রা করিল।' 'চলি' শব্দের 'গমন' অর্থ কোন প্রকারে করা গেলেও, 'ভৈল' শব্দের 'করিল' অর্থ ব্যুৎপাদিত বা প্রয়োগ-সিদ্ধ নহে। আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস 'চলিত' অর্থেই 'চলি' শব্দের প্রয়োগ

করিয়াছেন। 'চলিত' শব্দের অপভ্রংশে 'চলিঅ' ও 'চলিঅ' শব্দের শেষাক্ষর-লোপে 'চলি' সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং 'চলি ভৈল' বাক্যের অর্থ---'চলিত হইল, প্রস্থিত হইল'।

(১০) "---মহাদাণী　　এত কালে গুণী
হেন আচারিজ বাণী।
তোর বাপ মাএ　　লাজ নাহি তাএ
গুণ দেব চক্রপাণী ॥"---৩৭ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন,—"আচারিজ --প্রা° ও প্রা° 'আচরিয়'। আচার্য্য, ব্যবস্থাপক।" পুনশ্চ শব্দ-সূচিতে লিখিয়াছেন—"আচারিজ (আচার্য্য, দৈবজ্ঞ,) ৩৭।" সংস্কৃত 'আচার্য্য' শব্দের অপভ্রংশ 'আচারিজ' হইতে পারিলেও এখানে আচার্য্য, ব্যবস্থাপক বা দৈবজ্ঞ—ইহার কোন অর্থই সংলগ্ন হয় না। আমাদের মতে এই 'আচারিজ' শব্দটি [illegible] অপভ্রংশ। সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত-উক্তিতে 'আশ্চর্য্যং আশ্চর্য্যং' অর্থে [illegible]' দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত 'আশ্চর্য্য' শব্দের অপভ্রংশে 'আচ্চরিজ', 'আচারিজ' [illegible] হইতে পারে। সুতরাং 'আচারিজবাণী' শব্দ দুইটির অর্থ 'আচার্য্যের কথা' নহে [illegible]—'আশ্চর্য্য কথা'।

[illegible] ১) "আন্ধা পরিহরিলে　　ভাল না পাইবে
পাছেঁত পাইবেঁ দুখে।
এ রূপ যৌবন　　পাছানা যাইবে
তুলি চাহা মোর মুখে ॥ ৩॥"—৪০ পৃষ্ঠা

[illegible] টীকায় লিখিয়াছেন,—"পাছানা—চেনা, চিহ্নিত করা'; 'এ রূপ যৌবন' [illegible] এই রূপ যৌবন কেমন, তাহা জানা যাইবে, আমার প্রতি একবার মুখ [illegible]ও।" বসন্ত বাবু শব্দ-সূচিতে লিখিয়াছেন—'প্রা° পচ্চহিআণ। প্রত্যভিজ্ঞান, [illegible]।' বস্তুতঃ সংস্কৃত 'প্রত্যভিজ্ঞান' শব্দের প্রাকৃত রূপ যে পচ্চহিআণ' এবং উহা [illegible]তই যে হিন্দী 'পহিচানা' শব্দের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই 'পাছানা' 'পহিচানা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি? 'প্রত্যভিজ্ঞান' অর্থে 'পহিচানা' বা 'পাছানা' [illegible]র প্রয়োগ বাংলা-সাহিত্যে আর দেখি নাই; কৃষ্ণকীর্ত্তনেও এই একটি মাত্র সন্দিগ্ধ [illegible]গ আছে। আমাদের বিবেচনায় এখানে 'চেনা' বা 'জানা' অর্থ উত্তমরূপে সংলগ্ন হয় [illegible] 'পাছানা' শব্দটিকে 'পাছা না' ধরিলে—'তোমার এই রূপ-যৌবন (মৃত্যুকালে) পাছা [illegible]াৎ অর্থাৎ সঙ্গে) যাইবে না' অথবা—'তোমার এই রূপ-যৌবন (একবার চলিয়া গেলে) পাছে যাইবে না অর্থাৎ পাছে হাটিবে না—পাছে ফিরিয়া আসিবে না'—এইরূপ অর্থ করা [illegible] পারে। তুলনা করুন,—

"ক্ষীণঃ ক্ষীণোঽপি শশী ভূয়ো ভূয়োঽভিবর্দ্ধতে সতম্।
বিরম প্রসীদ সুন্দরি যৌবনমনিবর্ত্তিতাকর ॥"---উদ্ভট শ্লোক

(১২) 'তার গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে।
কিসকে বাধানে কাহ্ন মোর দুঈ তনে॥'—৪১ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—"গোত—প্রা° গোত্ত। গোত্র। মুণ্ডিলেক—'খুণ্ডিলেক' হইবে বোধ হয়। খুঁড়িল, খড়-দৃষ্টি দিল। তার গোত খুণ্ডিলেক ইত্যাদি—তার ঝাড়ে-বংশে আমায় কুচক্ষে দেখিল।"

প্রথমতঃ নিরুপায় না হইলে এইরূপ পাঠ-বিভ্রাট-কল্পনা সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ 'খুণ্ডিলেক' পাঠের 'খুঁড়িল' অর্থ হইতে 'খর-দৃষ্টি দিল', 'কুচক্ষে দেখিল' অর্থ সহজে সিদ্ধ হয় না। তৃতীয়তঃ এইরূপ অর্থ করিলে প্রথম পংক্তির সহিত দ্বিতীয় পংক্তির বিশেষ যোগ বা প্রথম পংক্তির বিশেষ সার্থকতা থাকে না। আমাদের বিবেচনায় 'মুণ্ডিলেক'ই বিশুদ্ধ পাঠ। 'তার গোত' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়ের সম্মিলিত অর্থ—'আমার যৌবন তাহার গোষ্ঠীকে মুণ্ডিত অর্থাৎ মস্তক-মুণ্ডন দ্বারা সূচিত গৃহত্যাগী করিয়াছে; (নতুবা) কি জন্য কৃষ্ণ আমার স্তন-দ্বয়কে বাধানিবে?' শ্রীরাধার এই ধ্বনি-গর্ভ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার যৌবন কৃষ্ণের গোষ্ঠীর সর্ব্বনাশ না করিয়া থাকিলে, কৃষ্ণ তাঁহার সতীত্ব-নাশ দ্বারা শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিবে কেন? 'তার গোত' ইত্যাদি পংক্তিদ্বয়কে উৎকৃষ্ট ধ্বনির দৃষ্টান্ত গণ্য করা যাইতে পারে।

(১৩) "লোভেঁ নাভী তলে বসে তীন রূপ বলী।
উরু শোভে বিপরীত রাম কদলী॥ ৩॥"—৪৮ পৃঃ।

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—"লোভেঁ—প্রলুব্ধ করে বা লোভনীয়। নাভী—নাভি। তীন রূপ বলী—ত্রিবলী, উদরাদির মাংস সঙ্কোচ-জনিত রেখা-ত্রয়।"

'লোভেঁ' শব্দের 'প্রলুব্ধ করে' অর্থ আর কোথায়ও দেখা যায় না। এইরূপ অর্থ করিলে 'লোভেঁ' ক্রিয়ার কর্ত্তৃ-পদ 'নাভী' ও 'তলে' শব্দকে 'বসে' ক্রিয়ার অধিকরণ কল্পনা না করিয়া গত্যন্তর নাই; 'নাভী তলে' শব্দে 'নাভি প্রদেশ' ও তদন্তর্গত নিম্ন উদর বুঝা গেলেও, শুধু 'তলে' শব্দে 'নিম্নে' অর্থাৎ 'নাভির নিম্নে' অর্থই প্রকাশ পায়। ত্রিবলী নাভির উপরে উদরেই দৃষ্ট হয়; মহাকবিরা উদরস্থিত ত্রিবলীরই বর্ণন করিয়াছেন; সুতরাং 'লোভেঁ' শব্দের এরূপ অর্থ সঙ্গত হইতে পারে না। একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, 'বলী' শব্দটি এখানে শ্লিষ্ট—ইহা দ্বারা ত্রিবলীর রেখা ও দাতৃশ্রেষ্ঠ বলি-রাজ, উভয়ই বুঝা যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ২৭৪ পৃষ্ঠায় 'খোঁপা পরতেখ মোর' ইত্যাদি শ্লেষালঙ্কারপূর্ণ পদে আছে—

"বলি বসে নাভীতলে পৃথু নিতম্ব যুগলে"

বসন্ত বাবু সেখানে 'বলি' ও 'পৃথু' শব্দের দুইটি অর্থই ধরিয়াছেন। এখানেও 'বলী' শব্দের সেইরূপ দুইটি অর্থই বুঝিতে হইবে। 'লোভেঁ' ইত্যাদি বাক্যের ত্রিবলী-পক্ষে অর্থ—'তিন রূপ-ধারী বলি অর্থাৎ ত্রিবলী (রম্য-স্থানে বাসের) লোভ হেতু নাভি-প্রদেশে বাস করিতেছে।' বলি-রাজের পক্ষে ধ্বনি-গম্য অর্থ—(অসুন্দর পাতালে বাস হেতু ক্লিষ্ট হইয়া)

বলি-রাজ (সুন্দর নাভি-প্রদেশে অধিক স্থান অধিকার করিবার) লোভ হেতু মূর্ত্তি-ত্রয় ধারণ করিয়া বাস করিতেছেন।" দ্বিতীয় অর্থটি এ স্থলে প্রাসঙ্গিক নহে; কেবল 'বলি' শব্দের ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্যার্থের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে; সুতরাং ঐ অর্থের অপ্রাসঙ্গিকতা দূর করার জন্য আলঙ্কারিকেরা এরূপ স্থলে 'বলি' (ত্রিবলী) বলির (বলি-রাজের) তুল্য-- এইরূপ উপমা-ধ্বনি স্বীকার করিয়া থাকেন। 'বলি বসে নাভী তলে' ইত্যাদি বাক্যে 'বলি', 'পৃথু' প্রভৃতি রাজগণের নাম কৌশলে সন্নিবেশিত করাই কবির অভিপ্রেত; সুতরাং উভয় অর্থই প্রাসঙ্গিক বলিয়া সেখানে ধ্বনি না হইয়া, বাচ্যার্থের প্রাধান্য হেতু শ্লেষ-অলঙ্কারই ঘটিয়াছে। সদৃশ প্রয়োগ যথা—

"আক্ষিপসি কর্ণমঙ্ক্যা ত্রিধৈব বদ্ধো বলিস্ত্বয়া মধ্যে।
ইতি জিত-সকল-বদান্যে তনু-দানে কিম্ লজ্জসে যুবতি॥"—আর্য্যা-সপ্তশতী

'লোভেঁ' শব্দটি কৃষ্ণকীর্ত্তনে অন্যত্রও এইরূপ 'লোভ হেতু' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা,

"কি না লাভ লোভেঁ কাহ্নাই না চিহ্ন এখন।"—৫৭ পৃঃ।

বসন্ত বাবুর শব্দ-সূচীতে এই প্রয়োগের উল্লেখ দেখা গেল না।

(১৪) "শ্রবণে শোভএ তোর রতন কুণ্ডল।
কুচ যুগ শোভে যেহ্ন শ্রীফল যুগল॥
তথিত উপর শোভে হার মঞ্জরী।
তা দেখিআঁ প্রাণ রাধা ধরিতে না পারী॥"—৫৭ পৃঃ।

বসন্ত বাবু 'হার মঞ্জরী' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'মুক্তা-রচিত হার'। 'মঞ্জরী' শব্দের এরূপ অর্থ কোন কোষে বা কবি-প্রয়োগে দেখা যায় না। 'মঞ্জরী' শব্দের 'পল্লব', 'মুকুল', 'লতা' ইত্যাদি বহু অর্থ আছে; এখানে 'হার মঞ্জরী' শব্দের 'হার-লতা' অর্থাৎ 'হার-যষ্টি' অর্থই সংলগ্ন হয়।

(১৫) "আহ্মে আইহন গোআলী সব গুণেঁ আগলী শিশু মুখেঁ পরবত টালী।
তোরে বোলোঁ বনমালী বাপেঁ মাএঁ দিবোঁ গালী পছু ছাড় ভৈল এত বেলী॥
আহ্মা শিশু না দেখিহ সুণ ল সুন্দরি রাধা আহ্মে কলি ত্রিদশ ঈশরে।
সুন্দরি সরূপেঁ শুন বজর কত পরমাণ তাব দাএ পরবত চূরে॥"—৮২ পৃঃ।

বসন্ত বাবু 'শিশু মুখে' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ লিখিয়াছেন—"আমি বয়সে বালিকা হইলেও কথায় পাহাড় টলাইতে পারি—অর্থাৎ আমি কথা বলিতে জানি এবং তাহার গুরুত্বও আছে।" আমাদের বিবেচনায় এরূপ অর্থ সংলগ্ন হয় না; কারণ, পরবর্ত্তী কলিতে শ্রীকৃষ্ণ 'আহ্মা শিশু না দেখিহ' ইত্যাদি যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন—'আমাকে শিশু ভাবিও না' ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীরাধার উক্তি 'শিশু মুখে' ইত্যাদি বাক্যের 'শিশু' শব্দের লক্ষ্য যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীরাধার 'শিশু মুখে' ইত্যাদি বাক্যের সঙ্গত অর্থ—'তুমি শিশু হইয়া মুখে পর্ব্বত টলাও, তোমাকে বলিতেছি' ইত্যাদি। 'আমি বালিকা

হইলেও কথায় পাহাড় টলাইতে পারি' এইরূপ পরিহাস-পূর্ণ উক্তি কুপিতা শ্রীরাধার মুখে সাজে না ; উহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুক্তিরও সঙ্গতি রক্ষা হয় না।

(১৬) "ষোল শত গোআলিনী জাইএ বিকে হাটে।
মাগু কিলে কিলাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা বাটে॥"—৮৫ পৃষ্ঠা
"কাহ্নাঞিঁ দেখিয়া বড়ায়ি তোকে লাগে ডর।
মাগু কিলে মারো আজি যবেঁ করে বল॥"—১২১ পৃষ্ঠা
"ভার সম কর দধি যেহ্ন নাহি টলে।
দধি নঠ হৈলেঁ মারিবো মাগু কিলে॥"—১৭৭ পৃষ্ঠা
আহ্মে সখি সব বহুত কাহ্নাঞিঁ
এক তোহ্মে এহা তীরে।
মাগু কিলেঁ তোহ্মা কিলায়িআঁ কাহ্নাঞিঁ
নীব যমুনার নীরে॥"—২৪৯ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু কেবল প্রথম উদাহরণের টীকায় লিখিয়াছেন,—"মাগু—প্রাচীন সাহিত্যে স্ত্রী।" তিনি শব্দসূচীতে এই চারিটি প্রয়োগেরই পৃষ্ঠাঙ্ক দিয়াছেন। 'মাগু' শব্দটি কেবল প্রাচীন সাহিত্যে নহে, বর্ত্তমান সময়েও বাংলার নানা প্রদেশে গ্রাম্য ভাষায় 'মাউগ', 'মাইগ' ও 'মা'গ' রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ যে 'স্ত্রী', সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। প্রকৃত জিজ্ঞাস্য এই, 'মাগু' শব্দটি উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে কি ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে? ইহা কর্ত্তা, কর্ম্ম, সম্বোধন বা অন্য কোন্ বিভক্তির পদ? 'মাগু' শব্দটিকে পৃথক্ একটি শব্দ ধরিলে, এক সম্বোধনের পদ ব্যতীত আর কিছুই এখানে হইতে পারে না। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাস করিয়া, 'মাগু' সম্বোধন করিয়াছেন, এইরূপ হাস্য-জনক অর্থ করা গেলেও, যেখানে 'কিলাইয়া মারিব', 'কিলাইয়া নিব' বলিলেই চলে, সেখানে 'কিলে কিলাইয়া মারিব' ইত্যাদি অর্থ-শূন্য পুনরুক্তির কি প্রয়োজন? আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বত্রই 'মাগু কিলে' সমাস-যুক্ত শব্দ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'মাগু-কিল' শব্দের 'মাগুর উপযুক্ত কিল', 'মাগুর অভ্যস্ত কিল' বা 'মাগুর প্রযুক্ত কিল'—নানা অর্থই করা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের সময়ে এ দেশে বোধ হয়, স্ত্রী-পুরুষের সাম্য-বাদের প্রাবল্য ছিল না ; সুতরাং 'স্ত্রীকর্ত্তৃক প্রযুক্ত কিল' অর্থটি অসম্ভব বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। আমাদের বোধ হয়, স্ত্রী নিরুপায় হইয়া স্বামীর যেরূপ কিল নীরবে সহ্য করে, চণ্ডীদাস 'মাগু কিল' শব্দে সেইরূপ কিলকেই বুঝাইতে চাহেন। ইহা চণ্ডীদাসের সৃষ্ট শব্দ, না তাঁহার সময়ে একটি প্রচলিত শব্দ ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই ; কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, সে সময়ে 'মাগু-কিল' জিনিসটির খুব প্রচলন না থাকিলে, এরূপ একটি নূতন শব্দের সৃষ্টি কোনরূপেই সম্ভবপর হইত না। সুতরাং চণ্ডীদাসের সময় বা সমাজ অন্য বিষয়ে যতই ভাল থাকুক না কেন, সে সময়ের স্ত্রী-বেচারীদের জন্য দুঃখ-প্রকাশ না করিয়া পারা যায় না।

(১৭) "কাঞ্চুলী ভাঁগিআঁ কুচে দিতেঁ চাহ হাথে।
হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলে লাগে মাথে॥"—১০৭পৃঃ
"দাণ চাহ মোরে আর কহ পাপ কথা।
হেন বুঝোঁ তোহ্মার কাটিলে লাগে মাথা॥"—১৮০ পৃঃ

বসন্ত বাবু দ্বিতীয় উদাহরণের কোন টীকা করেন নাই; কেবল প্রথম উদাহরণের 'লাগে' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'জোড়ে, লগ্ন হয়।' কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ-সূচীতে 'লাগে' শব্দের ১৯টি প্রয়োগের পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে; উহার কোথায়ও 'জোড়ে' অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না। বস্তুতঃ কষ্ট-কল্পনা ব্যতীত 'লাগে' শব্দের 'জোড়া লাগে' অর্থ সিদ্ধ হয় না। 'লাগে' শব্দের 'জোড়া লাগে' অর্থ স্বীকার করিলে অর্থ হইবে—(যে হেতু তুমি) আমার নিকট দান চাহিতেছ আর (নির্ভয়ে) পাপ-কথা কহিতেছে, (তাহাতে) এরূপ বিবেচনা করি, (তোমার) মাথা কাটিলে জোড়া লাগে; (নতুবা মাথা কাটা যাওয়ার ভয় থাকিলে ওরূপ কথা বলিবে কেন ?) এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারিলে, উহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের আর একটি উৎকৃষ্ট ধ্বনির দৃষ্টান্ত বলিয়া গণ্য করা যাইত। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস 'লাগে' শব্দটিকে সেরূপ অর্থে এখানে প্রয়োগ করেন নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'লাগে' শব্দটি অন্যত্র 'উপযুক্ত হয়' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—

"এখানক আইলা বড়ায়ি আহ্মার আগে।
মোর কাজ তোহ্মাত লাগে॥"—১৩ পৃঃ

বসন্ত বাবু এখানে 'তোহ্মাত লাগে' শব্দ দুইটির অর্থ লিখিয়াছেন—'তোমার যুক্ত হয়।' বলা বাহুল্য যে, ইহা ব্যতীত এখানে 'লাগে' শব্দের আর কোন অর্থই খাটে না। 'লাগে' শব্দটির এইরূপ প্রয়োগ—পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় 'আমার খাওয়া লাগে', 'তোমার যাওয়া লাগে' ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বদা শুনা যায়। আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস সেইরূপ অর্থেই উদ্ধৃত বাক্য-দ্বয়ে 'লাগে' শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন। এ ভাবের কথা কৃষ্ণকীর্ত্তনে আরও আছে, যথা—

"যবেঁ পথে মোরে করিবি বল।
তবেঁ হৈবে তোর মাথার ফল॥"—১১৩ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'মাথার ফল' শব্দ দুইটির অর্থ লিখিয়াছেন—"শিরশ্ছেদন, বধদণ্ড। ইংরাজিতে capital punishment." 'তবেঁ হৈবে' ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য যে 'শিরশ্ছেদন', তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু 'ফল' শব্দের 'ছেদন' অর্থ কোন কোষে বা কবি-প্রয়োগে দেখা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে একটু ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া অর্থ করিতে হইবে। 'ফল' ও 'লাভ' প্রায় একার্থক। যিনি দণ্ডের কর্ত্তা, তাঁহার পক্ষে তোমার মস্তক লাভ বা প্রাপ্তি ঘটিবে—ইহাই 'মাথার ফল' শব্দ দুইটির তাৎপর্য্য অর্থ বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা, পদাবলীর রাধার ন্যায় 'অবলা' না হইয়া নিতান্ত 'প্রবলা' হইলেও, তিনি যে নিজের হাতে কৃষ্ণের মাথা

কাটিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, ইহা তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমার পরিচয় বলিতে হইবে। তিনি প্রথম উদাহরণের 'কাঙ্গুলী ভাঁগিআঁ, ইত্যাদি বাক্যের পরেই বলিতেছেন,—

"এবেঁ সে জাণিলোঁ। কাহ্ন বাটোআড় তোহ্মে।
কংস জাণাইআঁ তোক কাটাইব আহ্মে॥"—১০৭ পৃঃ

এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, কৃষ্ণের মাথা কাটিলে জোড়া লাগে, রাধার কথায় এইরূপ কোন আভাস পাইলে, ধৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণ সেই কথা ধরিয়া লইয়া, অন্যত্র যেরূপ বলিয়াছেন, এখানেও বোধ হয়, সেইরূপই বলিতেন—আমি ত্রিদশ-ঈশ্বর; সুতরাং অমর,—তোর রাজা কংস আমার কি করিতে পারে? কিন্তু তাহা না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলিতেছেন,—

"তোহ্মাক লাগিআঁ যবেঁ যাএ পরাণে।
তভোঁ। তোর সঙ্গ রাধা নাহীঁ ছাড়ে কাহ্নে॥"

ইহা দ্বারাও আমাদের প্রস্তাবিত অর্থ ই সমর্থিত হয়।

(১৮) "ঘরের বাহির হৈতেঁ তেলিনি তেল বিচিতেঁ
কাল কাক রএ সুখান গাছের ডালে।
আগে সুনা ঘটে নারা হাঁছী জিঠিহো না বারী
চলিলোঁ। তাহার উচিত পাওঁ ফলে॥"—১১৬ পৃঃ

"নাহিঁ বারে লোক সমাজে।
নাহিঁ তার দুয়ি চোখে লাজে॥"—২৪৭ পৃঃ

বসন্ত বাবু শব্দসূচীতে লিখিয়াছেন,—"বারী—(বারণ মানিয়া) ১১৬।" 'বারে—বাধা মান্য করে।' সংস্কৃত 'বারি' ধাতু হইতে উদ্ভুত 'বারণ' বা 'নিবারণ' শব্দের 'বারণ করা' অর্থ ছাড়া 'বারণ মানা', 'বাধা মানা' অর্থ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, বুঝিতে পারি না। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে অন্যত্র 'বারিআঁ' শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা—

"ভাল মন্দ কত লোক পথ মাঝে যাএ।
তাহাক বারিআঁ বোল বুলিতে জুআএ॥"—২৫১ পৃঃ

বিদ্যাপতিতে আছে,—

'নিমিখ নিবারি রহল দুঅ নয়না'।

'বারি' ধাতুর 'নিবারণ করা' অর্থ হইতেই 'বর্জ্জন করা', 'পরিত্যাগ করা' অর্থ আসিয়াছে; উদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে সর্ব্বত্রই 'বর্জ্জন করা' অর্থ বুঝাইতেছে; যথা—'হাঁছী জিঠি পর্য্যন্ত বর্জ্জন না করিয়া চলিলাম—তাহার উচিত ফল পাইতেছি।' 'শ্রীকৃষ্ণ এমন ধৃষ্ট যে, লোক-সমাজকে বর্জ্জন করে না,—অর্থাৎ লোকের চোখের উপরই নানা অসৎ কার্য্য করে।' 'ভাল মন্দ কত লোক পথের মাঝে চলে—তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া অর্থাৎ ছাড়াইয়া যাইয়া (গোপনীয়) কথা বলা উচিত হয়।' '(আমার) দুইটি নয়ন পলক বর্জ্জন করিয়া রহিল,—অর্থাৎ আমি অনিমিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলাম।'

(১৯) "ছার তিরী বামা জাতী রাধে ল।
আল আক্ষাতে কর পরত্রয়।" ১২৯ পৃঃ

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন—"বামা—সং 'বাম্র'। অধম, নীচ।" সংস্কৃত 'বাম' শব্দের 'প্রতিকূল' অর্থ প্রসিদ্ধ; সুতরাং 'বামা' শব্দে এখানে 'প্রতিকূল-আচরণ-কারিণী' অর্থ না করিয়া, অপ্রসিদ্ধ 'বাম্র' হইতে 'অধম', 'নীচ' অর্থ করার কারণ কি? একবার 'ছার তিরী' অর্থাৎ 'তুচ্ছ স্ত্রী' বলিয়া, আবার যখন 'বামা জাতী' বলা হইয়াছে, তখন স্ত্রী-জাতির স্বভাব-সুলভ প্রতিকূলতা-ভাবটি লক্ষ্য করিয়াই 'বামা জাতী' বলা হইয়াছে—এরূপ বিবেচনা হয়। সতীদের ত কথাই নাই, অসতীরাও লজ্জা হেতু বাহিক প্রতিকূলতা না দেখাইয়া পারে না; সুতরাং জাতীয় স্বভাব বলিতে হইলে এই প্রতিকূলতাই বিশেষ-ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বোধ হয়, 'বামা' শব্দের উহাই মৌলিক অর্থ।

(২০) "মাথার মুকুট কাহ্নাঞি ভাঁগি জুলি জাএ।
যোড় হাথ করি কাহ্ন বোলো তোর পাএ॥"
"ছিণ্ডি জুলি জাএ কাহ্নাঞি সাতেসরী হারে।
আর নঠ না করিহ সব অলঙ্কারে॥" ১৩৩ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন—"ভাঁগি জুলি,—ভাঙ্গিয়া চুরিয়া। ছিণ্ডি জুলি ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া।" 'জুলি' শব্দের এইরূপ 'চুরিয়া' ও 'খুঁড়িয়া' অর্থ আর কোথাও দেখা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'ল' ও 'ন' অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য বড় সূক্ষ্ম; সুতরাং পাঠোদ্ধারের সামান্য অসতর্কতার জন্যই হউক অথবা লিপিকারের ভুলেই হউক, মুদ্রিত গ্রন্থের কয়েক স্থলে ল-কার ও ন-কারের গোলযোগে পাঠ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। বসন্ত বাবু টীকায় এরূপ কয়েকটি ভুল সংশোধন করিয়াছেন, কিন্তু কয়েকটি থাকিয়া গিয়াছে। উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের 'জুলি' উহার অন্যতম। 'জুলি' স্থলে শুদ্ধ পাঠ 'জুনি' হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'জুণি', 'জুনি', 'জণি', 'জনি' ও 'জনী' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। উহার অর্থ সর্ব্বত্রই 'যেন না'। প্রাচীন হিন্দী গ্রাম্য-গীতে 'জনি' শব্দের স্থলে 'জিন্' রূপটি দেখা যায়, যথা—

"গরবা সেঁ জিন্ ডারো বৈর্যা।" ইত্যাদি

বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রাচীন মৈথিল পুঁথিতে অধিকাংশ স্থলে 'জনি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'জনু' দেখা যায়। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু বাংলা পদাবলীর সকল 'জনি' শব্দগুলিই 'জনু' স্থলে অপ-পাঠ বলিয়া ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নিষেধার্থক 'জনি' শব্দের প্রয়োগ তুলসীদাসী রামায়ণ, হিন্দী পদ্মাবত, সার গ্রিয়ারসন সাহেবের বিদ্যাপতির পদাবলী ও ডাক্তার ফ্যালনের হিন্দী অভিধান—সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়; সুতরাং তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। বাংলার পরবর্ত্তী পদকর্ত্তারা প্রায় সর্ব্বত্র 'জনু' শব্দটিকে 'যেন' অর্থে ও 'জনি' শব্দটিকে 'না, যেন না' অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে নিষেধার্থক 'জনু' নাই, কিন্তু 'জুনি' আছে। 'জুনি' হইতে 'জুন্' ও স্বরের বিপর্য্যাস দ্বারা

'জনু' সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাদের প্রয়োগ অপেক্ষা চণ্ডীদাসের প্রয়োগের সহিত বিদ্যাপতির প্রয়োগের অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাও কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতার অন্যতম প্রমাণ। বসন্ত বাবু এই 'জনি' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই। ডাক্তার ফালেন সংস্কৃত, যন্ন (যৎ+ন) শব্দ হইতে 'জিন্' ও 'জনি' উদ্ভূত হওয়া অনুমান করেন। য-কারের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ ই-কার উচ্চারিত হয়; সুতরাং 'যন্ন' হইতে 'জিন্' ও স্বর-বিপর্য্যাস দ্বারা 'জনি' হওয়া অসম্ভব নহে।

(২১) "চুম্বিল কপোলগণ আধর নয়নে।
অধরে অধর দিআ কৈল মধুপানে॥"—১৩৪ পৃষ্ঠা

'কপোলগণ' শব্দটিও ল-কার ও ণ-কারের গোলযোগের আর একটি দৃষ্টান্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে আরও কয়েক স্থলে কপোলের কথা আছে; কপোল দুইটি বই তিনটি নহে; সুতরাং ঐ সকল স্থলে 'কপোল যুগলই' দেখা যায়, যথা—

"কপোল যুগল তার মহুলের ফুল।"—৩২ পৃষ্ঠা
"কপোল যুগলে শোভএ তোর
বিচিত্র মণিকুণ্ডলে।"—৬৭ পৃষ্ঠা
"কাহ্ন করিল চুম্বনে।
কপোল যুগ নয়নে।"—৩৮১ পৃষ্ঠা

আলোচ্য উদাহরণে 'কপোলগণ' হইল কি করিয়া? আমাদের বিবেচনায় 'কপোলগণ' স্থলে 'কপোল গল' প্রকৃত পাঠ হইবে। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে নয়নবৎ গলদেশও অন্যতম চুম্বন স্থল বলিয়া উক্ত হইয়াছে, চণ্ডীদাসের কাম-সূত্র-পরিচয়ের অনেক নিদর্শন কৃষ্ণকীর্ত্তনে পাওয়া যায়; সুতরাং এখানে যে লিপিকারের প্রমাদ হেতুই এই পাঠ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে—তাহা বেশ বুঝা যায়।

(২২) "মতি শোধে রাধিকার দশন রসনে।
বিসরী রাধার বোল চাপিল দশনে॥"—১৩৪ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন,—"দশন—(১) দংশন, (২) দন্ত। রসন—রসনা; জিহ্বা। বিসরী—বিস্মৃত হইয়া। মতি শোধে রাধিকার ইত্যাদি কানাই মনের বিহ্বলতাবশতঃ রসনাদি দংশন সম্বন্ধে রাধার নিষেধ বাক্য বিস্মৃত হইয়া দন্ত দ্বারা তাঁহার জিহ্বা চাপিয়া ধরিলেন।"

জিহ্বা-দংশন অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয়; ইহা বাৎস্যায়নেরও কল্পনায় আসে নাই। বস্তুতঃ বসন্ত বাবু 'দশন রসনে' শব্দ দুইটির যে 'দংশন', 'দন্ত' ইত্যাদি অর্থ লিখিয়াছেন—উহার কোন অর্থই এখানে খাটে না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ল-কার ণ-কারের গোলযোগের ন্যায় ব-কার র-কারেরও গোলযোগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনেক স্থানে 'ব'এর মধ্যস্থলে একটি সরল রেখা আছে; 'ব'এর নীচে বিন্দু কুত্রাপি নাই; সুতরাং

এরূপ স্থলে র-কারে ও ব-কারে যে সহজেই গোলযোগ ঘটিতে পারে, তাহা বেশ বুঝা যাইবে। আমাদের বোধ হয়, এখানে 'দশন বসনে' প্রকৃত পাঠ হইবে। সংস্কৃতে 'দশন-বসন' শব্দটি 'দন্তচ্ছদ' অর্থাৎ ওষ্ঠাধর অর্থে প্রসিদ্ধ। এখানে 'দশন-বসনে' শব্দের 'ওষ্ঠাধরে' অর্থ করিলে কোন অসঙ্গতি থাকে না। সদৃশ বাক্যও অন্যত্র আছে যথা -

"অতিশয় না চাপিহ আহর দাতে
সখি সব দেখিআ বুলিব দন্ত ঘাতে॥"— ১৬৩ পৃষ্ঠা

আমরা ব-কার ও র-কারের গোলযোগের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিব।

(২৩) "কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রুষ্টা প্রোতিপাদিতং।
অথাধিভবতো রাধা প্রাহ জরতীমিদং॥" ৭৪ পৃষ্ঠা

কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূলে অথাধি ভবতো' মুদ্রিত হইয়াছেন, বসন্ত বাবু 'সংশোধন'-পরিচ্ছেদে উহা সংশোধিত করিয়া 'অথাধিভবতো' লিখিয়াছেন; কিন্তু শ্লোকের অনুবাদস্থলে 'অথাধি-ভবতো' অংশের অর্থ লিখেন নাই। বস্তুতঃ 'অথাধিভবতো' পাঠের কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের বোধ হয়, প্রকৃত পাঠ হইবে 'অথাধিভরতো'। উহার অর্থ— 'অনন্তর আধি-ভর অর্থাৎ মানসিক ব্যথার প্রবলতা হেতু'।

(২৪) "নিপীয় বচনং সাধু তস্য তা মধুবাধনঃ।
বাধিকাধিককোপেন রাধিকাবাহ বাবনা॥"— ২৪৩ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু 'বাধিকাং' ইত্যাদি পংক্তির অনুবাদ করিয়াছেন,—'অধিকতর রুষ্টা রাধাকে এই কথা বলিলেন।' এই অনুবাদে 'অধিকামর্ষবাধিকাং' পদের 'বাধিকা' শব্দের অর্থ বুঝা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে 'বাধিকাং' স্থলে 'রাধিকাং' শুদ্ধ পাঠ হইবে। 'রাধিকাং' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ —'অধিক ক্রোধহেতু বাধিকা অর্থাৎ পীড়াদায়িকা শ্রীরাধাকে এই কথা বলিলেন।'

র-কার ও ব-কারের গোলযোগে এইরূপ পাঠ বিভ্রাটের দৃষ্টান্ত আরও কয়েকটি আছে; বাহুল্যবোধে আমরা উহার আলোচনা করিলাম না।

(২৫) "পসার নাম্বাইআঁ থোহ উচ্চরার মাঝে।
পাণি ফুটি সিঞ্চ তোক্ষে না করিহ লাজে॥"—১৫৩ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু 'পাণি. ফুটি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—'জলের ফুট বা বলক, (ছিদ্রমুখে) স্ফীত জল।' কৃষ্ণের এই বাক্যের প্রত্যুত্তরে রাধা বলিতেছেন,—

"নটক কাহ্নাঞি সুন মোর সত্য বাণী।
পসার নাম্বাইতেঁ নাএ নাহিঁ ঠাম্বি খানী॥
যমুনার ঢেউ দেখী হালএ পরাণী।
যাব যাএ নিকলেস কাঁপ লাগ পাণী॥"

বলা বাহুল্য যে, আধ-নাও জলের মধ্যে ছিদ্রমুখে 'জলের ফুট বা বলক' লক্ষ্য করা অসম্ভব ; সুতরাং এখানে 'ফুটি' শব্দের ঐ অর্থ সঙ্গত হয় না। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে কথ্য ভাষায় 'জল-টুকু', 'দুধটুকু' না বলিয়া, 'জলফুটি', 'দুধফুটি বলা হয় ; কেবল অল্পপরিমিত তরল-পদার্থ বুঝাইতেই 'ফুটি' শব্দের প্রয়োগ হয় : 'গুড় ফুটি', 'চিনি ফুটি' কখনও বলা হয় না। পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গের গ্রাম্য ছড়ায় আছে,—

"কালা দেও। রে তুই মোর ভাই।
ফুট ফুট পাণি দে ঝাপানি খেলাই।
আর ফুট পাণি দে নায়্যা ঘরে যাই।"

আমাদের বোধ হয়, এখানেও 'জলটুকু' অর্থেই 'পাণি ফুটি' বলা হইয়াছে।

(২৬) "গোসাঞি সোঁআর কাহ্নাঞি ঝাঁট বাহ নাএ।
মাঝ যমুনাত বহে খর বড় বাএ॥"—১৫৯ পৃ:

কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ-সূচীতে বসন্ত বাবু 'গোসাঞি' শব্দের সাতটি প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বত্রই 'গোসাঞি' শব্দের 'প্রভু' অর্থ ধরা হইয়াছে ; কৃষ্ণকীর্ত্তনের—

"রাখোআল হঞাঁ তোর কংসের গোসাঞি।"—৪৩ পৃঃ
"বিরহে বিকল গোসাঞি তোহ্মে বনমালী।"—৩৫৪ পৃঃ

ইত্যাদি স্থলগুলিতে যে 'গোসাঞি' শব্দটি 'প্রভু' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু 'গোসাঞি সোঁআর' ইত্যাদি বাক্যে 'গোসাঞি' শব্দটির অর্থ 'জগদীশ্বর'। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলেই 'ঠাকুর-ঘর' ও 'ঠাকুরপূজার বামুন' অর্থে 'গোসাঞি ঘর', 'গোসাঞি পূজার বামন' বলা হয়। চণ্ডীদাসের সময়েও যে এরূপ প্রয়োগ বিরল ছিল না, 'গোসাঞি সোঁআরি' বাক্যই উহার প্রমাণ।

(২৭) "আহ্মাতে লুবধ কাহ্নাঞি তোহ্মার মণে।
তে কারণে আইলা তোহ্মে আহ্মার গহনে॥"—১৮৪ পৃঃ

বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—"আহ্মার গহনে—আমায় নিগ্রহ নিমিত্ত। গহন—দুঃখ, যাতনা।" আবার শব্দ-সূচীতে লিখিয়াছেন,—'গহনে—যাতনার নিমিত্ত বা পথে।' 'গহন' শব্দের 'পথ' অর্থ কোষে পাওয়া যায় না ; 'যাতনা' অর্থেও প্রয়োগ দেখা যায় না। উদ্ধৃত কলিটির পূর্ব্বের ও পরের কলিগুলিতে দেখা যায়, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভোগের আশায় প্রলোভিত করিয়া, তাঁহার দ্বারা নিজের দাধ-দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে 'বোঝার উপর শাক-আঁটি'র মত বড়াই বুড়ার দাধ-দুগ্ধের ভারও বহাইয়া লইতেছেন। এরূপ স্থলে অপ্রীতিকর—'আমার নিগ্রহ নিমিত্ত' অর্থ কোন মতেই সংগত হইতে পারে না। সংস্কৃত 'গ্রহণ' শব্দের অপভ্রংশে 'গহন' সহজেই সিদ্ধ হয়। 'গ্রহণ' শব্দের প্রসিদ্ধ 'স্বীকার' অর্থ ধরিলে 'আহ্মার গহনে' শব্দদ্বয়ের অর্থ হইবে, 'আমা কর্ত্তৃক গ্রহণ বা নায়ক-রূপে স্বীকারের জন্য।' 'কর্ত্তৃকর্ম্মণঃ কৃতি' এই প্রসিদ্ধ সূত্র অনুসারে কৃদন্ত পদের যোগে কর্ত্তায় বা কর্ম্মে ষষ্ঠী-বিভক্তির প্রয়োগ সুসঙ্গত।

এখানে 'আমার' শব্দে কর্ম্মে ষষ্ঠী ধরিলে 'আমাকে গ্রহণ করিবার জন্যে' অর্থ হইবে। বল-পূর্ব্বক বা শ্রীরাধার অনিচ্ছা-সত্ত্বে তাঁহার গ্রহণ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত নহে; সুতরাং এখানে দ্বিতীয় অর্থ অপেক্ষা প্রথম অর্থই অধিক সঙ্গত বোধ হয়।

(২৮)　"লতা আম্ব কুশি আর　　পাকিল দ্রাক্ষা আপার
লতা জাম্বু শোভে চারি পাশে।"—২০৭ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'লতা আম্ব কুশি আর' শব্দগুলির অর্থ লিখিয়াছেন—'লতাম্র এবং কোষাম্র।' 'কোশাম্র' নামক ফল-বৃক্ষ অভিধানে দৃষ্ট হইলেও 'আম্ব' শব্দটিকে দুই বার পাঠ করিয়া 'আম্ব কুশি' শব্দ দুইটির দ্বারা 'কোশাম্র' অর্থ সিদ্ধ করা যায় কি না, সন্দেহের বিষয়। ঐরূপ অর্থ যে দুরন্বয়-দুষ্ট, তাহা বলা বাহুল্য। এই পদটির সর্ব্বত্র ত্রিপদীর ১ম ও ২য় চরণের শেষে মিল (rhyme) রক্ষিত হয় নাই; সুতরাং 'কোশাম্র'ই চণ্ডীদাসের বিবক্ষিত হইলে তিনি 'লতা আম্ব কোশ আম্ব' না বলিয়া, কি জন্য যে এরূপ হেঁয়ালীর সৃষ্টি করিবেন, তাহা বুঝা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে 'কুশি আর' শব্দের অর্থ 'কুশিআর' অর্থাৎ 'কুশাইর' বা 'কুশারি' নামক ইক্ষু। রাধামোহন ঠাকুরের একটি পদে 'কুশারি' শব্দের উল্লেখ আছে, যথা—

"দেখ রাধা মাধব ধারি।
রতি-রণ মান-বিরামক যৈছন
চরবণ তপত কুশারি॥"—পদকল্পতরু, ৪৫০ সংখ্যক পদ।

(২৯)　"আয়র গোপী　　ফুল তুলিবাক
লাগিল ঝাঁটাল বনে।
গাছের পাত　　তাহাক ঝাপিলেক
না দেখিল একো জনে॥"—২১২ পৃঃ

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন—"প্রা° 'ঝাটল'; 'গোলীসো ঝাটলো (ভবে)' অভি° প°। ঘণ্টা-পারুল।" চণ্ডীদাস ২০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত 'একে একে ঋতুগণে' ইত্যাদি সুদীর্ঘ পদটিতে বৃন্দাবনের নানাবিধ তরু-লতার নাম দিয়াছেন; উহাতে 'ঝাঁটাল' তরুর নাম নাই। বৃন্দাবনে নানা সুগন্ধি পুষ্প-তরু থাকিতে এই গোপীটি ঘণ্টা-পারুলের বনে ফুল তুলিতে থাকিবেন কেন—ইহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। আমাদের বোধ হয়, এখানে 'ঝাঁটাল'—ঘণ্টা-পারুল নহে—'ঝাড়াল' অর্থাৎ ঘন ডাল-পালা-বিশিষ্ট বনকেই 'ঝাঁটাল বন' বলা হইয়াছে। 'গাছের পাত তাহাক ঝাপিলেক'—এই পরবর্ত্তী উক্তি দ্বারাও এই অর্থই সমর্থিত হয়। পদটিতে গোপীদের অপূর্ব্ব বিলাস-কৌশল বর্ণিত হইয়াছে। এই গোপীটি অন্যের অগোচরে কৃষ্ণ-সঙ্গ পাইবার উদ্দেশ্যেই পুষ্প-চয়নের ছলে ঝাড়াল বনে প্রবেশ করিয়াছিল; চতুর-চূড়ামণি কৃষ্ণ উহা লক্ষ্য করিয়াই—

"সে বনের মাঝে　　দেব দামোদর
মিলিল দৈব ঘটনে।

সোঙরিল গোপী আপন মনে

হাসিল তার বদনে ॥"

(৩০) "শ্রীরাম রূপে তোহ্মে বধিলে রাবণ।

এবে উপাজিলা কংশ বধের কারণ ॥ ৩ ॥

বুদ্ধ রূপ ধরিআঁ চিন্তিবেঁ নিরঞ্জন।

কলকী রূপে তোহ্মে দলিবেঁ দুষ্ট জন ॥"—২৩৫ পৃষ্ঠা

বসন্ত বাবু টীকায় লিখিয়াছেন—"পরবর্ত্তী পংক্তি-ত্রয় পুথিতে (পৃ° ১৩০।১।৬) এইরূপ—

"বুদ্ধরূপ ধরিআঁ চিন্তিলেঁ নিরঞ্জন ॥ ৩ ॥

কলকী রূপে তোহ্মে দলিলে দুষ্ট জন।

এবেঁ উপাজিলা কংশ বধের কারণ ॥"

কৃষ্ণকীর্ত্তন-পুথির পাঠ ঠিক রাখিলে শ্রীরামের পরেই বুদ্ধ, তার পরে কল্কি ও তার পরে কৃষ্ণের অবতার স্বীকার করিতে হয় এবং তাহাতে পুরাণ-বিরোধ ঘটে বিবেচনা করিয়া বসন্ত বাবু পুথির পাঠ উক্তরূপে সংশোধিত করিয়াছেন। আবার তিনি সম্পাদকীয় বক্তব্যে লিখিয়াছেন,—"চণ্ডীদাসের উক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া এক ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। হয়ত প্রচুর প্রমাণ-প্রয়োগ ছিল, কিন্তু তাহা আমাদের নিকট আসিয়া পৌছায় নাই।" আমাদের বিবেচনায় কৃষ্ণকীর্ত্তন-পুথির পাঠে কোন পুরাণ-বিরোধ নাই; বসন্ত বাবু চণ্ডীদাসের উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়াই ঐরূপ পাঠ-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। 'এবেঁ' শব্দের অর্থ সকলের পরবর্ত্তী কাল নহে—উহার অর্থ বক্তা বলরামের সম-কাল। 'বুদ্ধরূপ ধরিআঁ' ইত্যাদি পংক্তি-দ্বয়ের 'চিন্তিলেঁ' ও 'দলিলেঁ' শব্দ দুইটির অতীত-কাল-বাচক বিভক্তির পরিবর্ত্তন করারও সঙ্গত কারণ নাই। আমাদের শাস্ত্র অনুসারে সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি ও অনন্ত। প্রত্যেক প্রলয়ের পরেই আবার অবিকল পূর্ব্ব-ক্রমানুসারে সৃষ্টি-ক্রিয়া ও অবতারাদির উৎপত্তি চলিতে থাকে। ইহা স্বীকার না করিলে অনেক স্থলেই শাস্ত্রোক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ ও কল্কিরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন মনে করিয়াই যে বলরাম 'চিন্তিলেঁ' ও 'দলিলেঁ' বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই। চণ্ডীদাসের যে এই অর্থই অভিপ্রেত, তাহার অপর প্রমাণ এই যে, তিনি ইহার পূর্ব্বপদে লিখিয়াছেন,—

"বলভদ্র থাণিএক গুণিলান্ত মণে।

মোহো পাসরিল কাহ্নাঞি বিসরী আপণে ॥

পুরুব জাণাইআঁ আহ্মে করাইউ চেতন।"—২৩৪ পৃষ্ঠা

বলা বাহুল্য যে, বসন্ত বাবুর সংশোধিত পাঠ অনুসারে বুদ্ধ ও কল্কি অতীত-অবতার না হইয়া ভবিষ্যৎ-অবতার হইয়া পড়েন; এরূপ স্থলে 'পুরুব জাণাইআঁ' ইত্যাদি উক্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? জয়দেব ও তাঁহার প্রসিদ্ধ দশাবতার-স্তোত্রে কূর্ম, বরাহ, বামন, পরশু-রাম, শ্রীরাম, বলরাম,

বুদ্ধ ও কল্কি অবতারের বর্ণনায় সর্ব্বত্র বর্ত্তমানের ক্রিয়া-পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। কল্কি-অবতারের পক্ষে 'ভবিষ্যৎ সামীপ্যে লট্' বলিয়া বর্ত্তমান-কালের ক্রিয়া-পদ সমর্থন করা গেলেও অন্য অবতারের পক্ষে তাহা খাটে না ; সুতরাং সেখানেও অবতারগণের নিত্যত্ব স্বীকার না করিলে লট্ প্রয়োগ সমর্থন করা যায় না। চণ্ডীদাস তাঁহার বলরামের মুখ দিয়া বসন্ত বাবুর সংশোধিত পাঠের ন্যায় উক্তি বাহির করাইলে, তাঁহার শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পাইত এবং 'এবে উপজিলা' ইত্যাদি পংক্তিটি পূর্ব্বে বসাইয়া, পরে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ ও কল্কি অবতারের বর্ণন করিলে 'সমাপ্ত-পুনরাত্তত্ব' নামক অলঙ্কার-দোষ ঘটিত।

(৩১) "তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটো।
তাক হাথে করী দুধ না আউটোঁ ॥"—২৪২ পৃষ্ঠা

"বাঁশী যবেঁ পাইএ তবে ঘসি ঘাটিএ
চারি চীর করি বা পোড়াইএ ॥ ২ ॥"—৩২৫ পৃষ্ঠা

"একে দহ দহ ঘসির আগুণ
আরে কে না জাগে ফুকে ॥"—৩৪৯ পৃষ্ঠা

কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'ঘসি' শব্দের এই তিনটি মাত্র প্রয়োগ আছে। বসন্ত বাবু ৩য় উদাহরণের 'ঘসির' অর্থ লিখিয়াছেন—'ঘুঁটের'; কিন্তু তিনি ১ম ও ২য় উদাহরণের 'ঘসি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'ভক্ষ্য দ্রব্য, পিণ্ড'। অভিধানে সংস্কৃত 'ঘসি' শব্দের 'ভক্ষ্য দ্রব্য' অর্থ থাকিলেও উহার প্রয়োগ দেখা যায় না। 'ঘসি' শব্দের 'গোবরের ছোট ছোট পিণ্ড' অর্থ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অনেক স্থলেই প্রচলিত আছে। আমাদের বোধ হয়, চণ্ডীদাস ঐ প্রচলিত অর্থেই 'ঘসি' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। প্রথম উদাহরণে দুধ আউটার প্রসঙ্গে ভাত ঘাটা অর্থ সঙ্গত হইলেও, দ্বিতীয় উদাহরণে যেখানে বাঁশী চৌ-চীর করিয়া ইন্ধনরূপে ব্যবহার করার কথা হইতেছে, সেখানে ভাত ঘাঁটা অপেক্ষা উহাকে গোবরের পিণ্ড ঘাঁটায় নিয়োজিত করিলেই উপযুক্ত অনাদর প্রকাশ পায়। তৃতীয় উদাহরণে 'ঘুঁটে' অর্থই যে ঠিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অবস্থায় 'ঘসি' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায়, সন্দিগ্ধ অর্থ-কল্পনার কোন প্রয়োজন দেখি না।

(৩২) "বধিলেঁ পূতনা নারী।
তোহ্মে তিরীবধিআ মুরারী ॥ ১২ ॥
মারন্তাক যে না মারে।
তার পাপী না লয়ে পীতরে ॥ ১৩ ॥"—২৭৬ পৃষ্ঠা।

বসন্ত বাবু 'মারন্তাক' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—"বধযোগ্য, বধার্হ, 'ক' বিভক্তি-চিহ্ন।" কর্তৃ-বাচ্যে শতৃ-প্রত্যয়ের অর্থে 'অন্ত' প্রত্যয় দ্বারা 'চলন্ত', 'ঘুমন্ত', 'বহন্ত', 'মারন্ত' ইত্যাদি পদ সিদ্ধ হয়। কদাচিৎ উহাদিগের আ-কারান্ত রূপও দেখা যায়, যথা—

"শেখর অভরণ কেল বহন্তা ॥"—রায় শেখর, দণ্ডাত্মিকা পদাবলী।

এ স্থলেও 'মারিতে উদ্যত' অর্থেই 'মারন্তা' পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। শুধু 'বধযোগ্য' বলিলে, কি জন্য বধ-যোগ্য—তাহা জিজ্ঞাসার অবসর থাকে; সুতরাং বধ-যোগ্যকে মারিয়াছি, শুধু ইহা বলিলে স্ত্রী-বধ-কারীর দোষ-ক্ষালন হয় না। 'আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্' এই প্রসিদ্ধ নীতি-বাক্য অনুসারে বধোদ্যত ব্যক্তির প্রাণ-সংহারই ধর্ম্ম, তাহা না করিলেই পাপ-ভাগী হইতে হয়। এই 'বধোদ্যত' অর্থ প্রকাশের জন্যই এখানে 'মারন্তা' শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ অসঙ্গতি আমরা আরও কয়েকটি লক্ষ্য করিয়াছি, বাহুল্য-ভয়ে এ স্থলে উল্লেখ করিলাম না। বসন্ত বাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের বহু শব্দেরই প্রাকৃত রূপ ও কারক ও ক্রিয়া-বিভক্তির বিশেষত্ব সুন্দররূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে বড় একটা বলিবার কিছু নাই; তবে কোন কোন স্থলে বিভক্তির অর্থ নির্ণয়ে যে দুই চারিটি অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব।

(৩৩) "তোহ্মেত ভাগিনা কাহ্ন আহ্মেত মাউলানী।"—৭১ পৃঃ

"তোহ্মে বড়ায়ি বোলে চালে হর্তা যাবি পার।
আহ্মেত করিব তথা কোণ পরকার॥"—১২৩ পৃঃ

"আহ্মেত না কৈল কিছু দোষে।
মিছা মাথা কেহ্নে কৈল রোষে॥"—২৫২ পৃঃ

এইরূপ বহু স্থলেই 'আহ্মেত' ও 'তোহ্মেত' শব্দের প্রয়োগ আছে; বসন্ত বাবু শব্দ-সূচীতে 'তোহ্মেত' শব্দের অর্থ 'তুমি ত' লিখিয়া, 'আহ্মেত' শব্দের অর্থ স্থলে লিখিয়াছেন—'ত' প্রথমার চিহ্ন। বস্তুতঃ এই সকল স্থলে 'আমি ত', 'তুমি ত' অর্থেই 'আহ্মেত', 'তোহ্মেত' ব্যবহৃত হইয়াছে;—এই 'ত'টি প্রথমান্ত শব্দের শেষে আছে বলিয়াই উহাকে প্রথমার চিহ্ন বলা যাইতে পারে না। ইহা সংস্কৃত অব্যয় 'তু' শব্দের অপভ্রংশ। যেখানে 'তু' অর্থাৎ 'কিন্তু' শব্দের অর্থ প্রকাশ পায় না—এরূপ স্থলে প্রথমান্ত পদের শেষে 'ত' থাকিলে উহাকে প্রথমার চিহ্ন মনে করা যাইতে পারে। আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনে এরূপ কোন প্রয়োগ লক্ষ্য করি নাই।

(৩৪) "দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে।"—৬৮ পৃঃ

"দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে॥ ধ্রু॥"—৬৯ পৃঃ

বসন্ত বাবু 'দেবাসুরেঁ মহোদধি' ইত্যাদি পংক্তির অর্থ লিখিয়াছেন,—"(কবির উক্তি) দেবতা ও অসুরে সমুদ্র মন্থন করিয়া তোমার উদ্ধার করিল।" দ্বিতীয় উদাহরণ প্রথমটির অনুরূপ বলিয়া বসন্ত বাবু উহার স্বতন্ত্র অর্থ লিখেন নাই; শব্দ-সূচীতেও এই 'তোহ্মারে' ও 'তোরে' শব্দ দুইটির উল্লেখ করেন নাই। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, 'মহোদধি' ও 'তোহ্মারে', 'তোরে' কোন্ বিভক্তির পদ? 'মথিল' ক্রিয়ার কর্ম্ম যে 'মহোদধি', তাহা সহজেই বুঝা যায়। তাহা হইলে 'তোহ্মারে' ও 'তোরে' কোন্ বিভক্তি হইবে? চাল্ন্যার্থক ধাতুর ন্যায় মন্থ বা মথ ধাতু দ্বিকর্ম্মক নহে, সুতরাং 'তোহ্মারে' ও 'তোরে' কর্ম্মে দ্বিতীয়ার পদ স্বীকার

করা যায় না। 'মহোদধি' শব্দের 'মহোদধি হইতে' অর্থ করাও সঙ্গত নহে; কারণ, পঞ্চমী-বিভক্তি-লোপের উদাহরণ পাওয়া যায় না; সুতরাং এ স্থলে 'তোহ্মারে' ও 'তোরে' নিমিত্তার্থে চতুর্থী স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই। কবির অভিপ্রেত অর্থও তাহাই মনে হয়; কেন না, দেবাসুরে তোমার উদ্ধার করিল বলিলে, রাধা-রূপিণী লক্ষ্মীর রূপের মাহাত্ম্য ঠিক প্রকাশ পায় না; দেবাসুরে তোমার জন্য সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল,—ইহা বলিলেই লক্ষ্মীর অনুপম সৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্য ঠিক বলা হয়। এইরূপ নিমিত্তার্থে চতুর্থীর দৃষ্টান্ত পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যেও পাওয়া যায়।

(৩৫) "দেহে বৈরি হৈল মোকে এ রূপ যৌবন।"—৫২ পৃঃ

বসন্ত বাবু শব্দ-সূচীতে এই 'মোকে' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—'আমায়'। 'আমায়' বলিলে দ্বিতীয়া বা সপ্তমী উভয়ই বুঝা যাইতে পারে। এ স্থলে যখন 'দেহে' অধিকরণে সপ্তমীর পদ রহিয়াছে, তখন বোধ হয়, দ্বিতীয়াই বসন্ত বাবুর অভিপ্রেত; এখানে সকর্ম্মক কোন ধাতুর প্রয়োগ নাই,—সুতরাং কর্ম্ম-কারকে দ্বিতীয়া হইবে কি প্রকারে? আমাদের মতে এখানেও 'কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি' বা 'ক্রিয়াগ্রহণমপি কর্ত্তব্যং' সূত্রদ্বয়ের কোন একটি স্বীকার করিয়া, 'মোকে' চতুর্থী-বিভক্তির পদ না বলিয়া উপায় নাই। চণ্ডীদাসের একটি প্রচলিত পদে এইরূপ অর্থে 'মোরে' শব্দটি কয়েক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে; যথা,—

"একে কাল হৈল মোরে নহলি যৌবন।
আরে কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥
আর কাল হৈল মোরে কদম্বের তল।
আর কাল হৈল মোরে যমুনার জল॥
আর কাল হৈল মোর রতন-ভূষণ।
আর কাল হৈল মোরে গিরি-গোবর্দ্ধন॥"—পদকল্পতরু, ৯৪৫ সং পদ।

এই পদটিতে 'মোর' ও 'মোরে' শব্দের প্রয়োগে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রক্ষিত হইয়াছে, অধিকাংশ লিপি-কার উহা লক্ষ্য না করায় চণ্ডীদাসের সকল সংস্করণগুলিতেই বটতলার মুদ্রিত পাঠের অনুকরণে 'মোরে' স্থলে সর্ব্বত্র 'মোর' পাঠ গৃহীত হইয়াছে। 'মোর' শব্দটি সম্বন্ধে ষষ্ঠী-বিভক্তির পদ; 'মোরে' শব্দটি চতুর্থী-বিভক্তির পদ; উহার অর্থ—'আমার পক্ষে'। বলা বাহুল্য যে, 'কদম্বের তল', 'যমুনার জল' ও 'গিরি-গোবর্দ্ধন' এই সকল পদার্থে শ্রীরাধার কোন স্বামিত্ব-সম্বন্ধ নাই; সুতরাং সেই সেই স্থলে 'মোরে' প্রয়োগ সমীচীন ও বৈশিষ্ট্য-সূচক হইয়াছে। 'নহলি যৌবন' অর্থাৎ 'নবীন যৌবন' বস্তুটিতে শ্রীরাধার স্বামিত্ব-সম্বন্ধ থাকিলেও, তাঁহার মনে যৌবনাভিমান নাই ও তিনি উহাকে বাঞ্ছনীয় মনে করেন না; সুতরাং সেই স্থলেও 'মোরে' প্রয়োগই সুসঙ্গত হইয়াছে। শ্রীরাধার অঙ্গ-ধৃত দৃশ্যমান 'রতন-ভূষণ' সুখকর না হইলেও, উহাদিগের স্বামিত্ব অস্বীকার করার ও গুরুজনের গঞ্জনার ভয়ে উহা পরিত্যাগ করার উপায় নাই বলিয়াই 'মোর রতন-ভূষণ' বলা হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের

'দেহে বৈরী হৈল মোকে' ইত্যাদি ঠিক 'একে কাল হৈল মোরে … লি যৌবন' বাক্যের অনুরূপ।

কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে এত অধিক সংস্কৃত শ্লোক আছে যে, উহার সম্বন্ধে কিছু না বলিলে চলে না। সম্পাদক বসন্ত বাবু বলেন, চণ্ডীদাস ঐ শ্লোকগুলির দ্বারা পরবর্ত্তী গানের আখ্যান-বস্তুর সংযোগ রক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং ঐগুলিকে গ্রন্থের অপরিহার্য্য অংশ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। ইহা দ্বারা অনুমান হয় যে, শ্লোকগুলি চণ্ডীদাসের স্ব-রচিত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে চণ্ডীদাসের সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং তিনি যে নিজে শ্লোক-রচনায় অক্ষম ছিলেন এবং অন্যের রচিত শ্লোক দ্বারা নিজের গ্রন্থ পূর্ণ করিয়াছেন, এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। প্রাচীন কৃষ্ণ-যাত্রার অধিকারী যেরূপ স্থলে গান ছাড়িয়া, সুর টানিয়া পরবর্ত্তী গানের অবতারণা বুঝাইয়া দিতেন, কৃষ্ণকীর্ত্তনেও ঠিক সেই স্থলেই সংস্কৃত শ্লোক আছে। এরূপ শ্লোকে যে কাব্য-সৃষ্টির অবকাশ খুব কম, তাহা বলা বাহুল্য। তথাপি শ্লোকগুলির প্রসাদ, মাধুর্য্য ও অনুপ্রাস-বাহুল্য দর্শনে চণ্ডীদাস যে সংস্কৃত-রচনায়ও অপটু ছিলেন না, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। দুঃখের বিষয়, লিপি-কারের দোষে কোন কোন শ্লোকের পাঠ এত বিকৃত হইয়াছে যে, বসন্ত বাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিশুদ্ধ পাঠের উদ্ধার করিতে পারেন নাই। বসন্ত বাবুর অসতর্কতা হেতুও পাঠোদ্ধারে ও বাংলা অনুবাদে কয়েকটি ভুল রহিয়া গিয়াছে; গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে উহা সহজেই সংশোধিত হইতে পারিবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বহু প্রাকৃত ও অপভ্রংশ শব্দ থাকিলেও এবং বিদ্যাপতির পদাবলীর সহিত এ জন্য শব্দগত অনেক সাদৃশ্য দেখা গেলেও, উহার ভাষা বিদ্যাপতির মৈথিলী এবং পরবর্ত্তী পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস প্রভৃতির তথা-কথিত ব্রজ-বুলি ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার ন্যায় সুপ্রাচীন না হইলেও, উহা কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুপ্রাচীন বাংলারই স্বাভাবিক পরিণতি। পরবর্ত্তী পদকর্ত্তা-দিগের তথাকথিত ব্রজ-বুলি যে বাংলার তৎকালের প্রচলিত ভাষা নহে, বিদ্যাপতির মৈথিল-ভাষার অনুকরণ-মাত্র, ইহা কোন রূপেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বসন্ত বাবু যে কি জন্য প্রাচীন পদাবলীর ভাষাকে তখনকার প্রচলিত ভাষা বলিয়াছেন, আমরা তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। বসন্ত বাবু তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্যের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—'কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন পদাবলীর ভাষা—ব্রজমণ্ডলের ভাষা*; অপরে কহেন, উহা মিথিলার 'বৃজ্জি' জাতির ভাষার অনুকরণ†। বস্তুতঃ উহার কোনটাই ঠিক নহে; তখনকার বাঙ্গালা ভাষাই ঐরূপ ছিল।'

স্বর্গ-গত ন্যায়রত্ন মহাশয় বা রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু যখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের

---

* বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব, (৩য় সংস্করণ) পৃ° ৪৮—৫০।

† বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, (৩য় সংস্করণ) পৃ° ২২৬।

ইতিহাস রচনা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলী আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহারা প্রাচীন পদাবলী বলিতে নিশ্চয়ই চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির প্রচলিত পদাবলীই বুঝিয়াছেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে দুই চারিটি প্রক্ষিপ্ত পদে ব্যতীত তথাকথিত ব্রজ-বুলির ব্যবহার নাই। সুতরাং শ্যায়রত্ন মহাশয় ও দীনেশ বাবু যে গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাদিগের ব্রজ-বুলি পদের ভাষার সম্বন্ধে ঐ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। শ্যায়রত্ন মহাশয় যে ব্রজ-মণ্ডলের ভাষার বিশেষ আলোচনা করিয়া ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—এরূপ কোন প্রমাণ নাই। ব্রজ-মণ্ডলের ভাষা হিন্দী ভাষারই রূপান্তর। ব্রজের হিন্দীর সহিত মৈথিলীর যে সামান্য একটুকু সাদৃশ্য আছে, এই তথাকথিত ব্রজ-বুলির সহিতও তদপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য নাই। সুতরাং শ্যায়রত্ন মহাশয়ের উক্তি সমর্থনযোগ্য নহে। দীনেশ বাবুর উক্তিটিতে আংশিক সত্য আছে। 'বৃজ্জি' নামক একটি জাতি বুদ্ধদেবের সময়ে বিহার প্রদেশে বর্ত্তমান ছিল। মিথিলাই তাহাদের আবাস-ভূমি ছিল কি না, আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি না। যদি মিথিলাকেই প্রাচীন 'বৃজ্জি' জাতির আবাস-ভূমি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বুদ্ধদেব ও বিদ্যাপতির মধ্যে প্রায় দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান হেতু 'বৃজ্জি' জাতির তৎকালীন ভাষার সহিত বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষার কতটুকু সাদৃশ্য ছিল, তাহা চিন্তার বিষয়। বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে বুদ্ধদেবের সম-সাময়িক পালি-ভাষাকে 'বৃজ্জি' জাতির তৎকালীন ভাষার প্রায় সদৃশ বলিয়া ধরিয়া লইলে, বিদ্যাপতির মৈথিলীর সহিত উহার আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায়। গোবিন্দদাস প্রভৃতির তথাকথিত ব্রজ-বুলি বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষারই অনেকাংশে অনুরূপ; সুতরাং উহার সহিতও যে 'বৃজ্জি' বা 'পালি' ভাষার আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে,—ইহা বলাই বাহুল্য। এ অবস্থায় দীনেশ বাবু প্রাচীন পদাবলীর ভাষাকে বিদ্যাপতি প্রভৃতির মৈথিল ভাষার অনুকরণ না বলিয়া, কেন যে 'বৃজ্জি' জাতির ভাষার অনুকরণ বলিয়াছেন, তাহা আমাদের বোধ-গম্য হয় নাই। 'বৃজ্জি' জাতির সেই প্রাচীন পালি-ভাষাই পরবর্ত্তী দুই হাজার বৎসরের নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়া বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষায় পরিণত হইয়াছে, ইহা বলাই যদি দীনেশ বাবুর উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সেই কথা স্বীকার করিলেও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলায় 'বৃজ্জি' নামে কোন ভাষা প্রসিদ্ধ ছিল কি? যদি না থাকে, তাহা হইলে বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত বাংলা পদাবলীর 'ব্রজ-বুলি' বা 'বৃজবুলি' নামটির উদ্ভব হইল কিরূপে? শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর বিদ্যাপতিতে বিদ্যাপতির একটি পদাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে; উহাতে দেখিতে পাই, বিদ্যাপতি তাঁহার ভাষাকে 'অবহট্‌ঠ' ভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই 'অবহট্‌ঠ' কি ভাষা—নগেন্দ্র বাবু সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। আমাদের বোধ হয়, এই 'অবহট্‌ঠ' শব্দটি সংস্কৃত 'অপভ্রষ্ট' শব্দেরই অপভ্রংশ। যে ভাষা ঠিক্ প্রাকৃত-ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী নহে—উহাই অপভ্রংশ ভাষা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ হিসাবে বিদ্যাপতির ভাষা, কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ও পরবর্ত্তী পদাবলীর ভাষা—সকলই 'অবহট্‌ঠ' বা

অপভ্রংশ ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। প্রকৃত কথা এই যে, যখন বিদ্যাপতিরও অন্ততঃ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত মিথিলায় 'বৃজ্জি' নামে কোন ভাষা দেখিতে পাই না, তখন 'বৃজ্জি' ভাষার কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া 'ব্রজবুলি' বা 'বৃজবুলি' নামের উৎপত্তি যে অন্যত্র খোঁজাই সুবুদ্ধির কার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য। আমাদিগের মতে 'ব্রজবুলি' বা 'বৃজবুলি' নামের উৎপত্তি-তত্ত্ব বিশেষ দুর্ব্বোধ্য নহে। এই ব্রজ-বুলি ভাষা বাংলার চলিত ভাষা নহে এবং ইহাতে ব্রজ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে দেখিয়া, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এই ভাষার সহিত ব্রজের ভাষার কতটা সাদৃশ্য আছে, উহার বিচার না করিয়াই, ভ্রান্ত ধারণাহেতু এই কৃত্রিম ভাষাটির *ব্রজ-বুলি (হিন্দী উচ্চারণে 'বৃজ্-বুলি')* নাম দিয়াছিলেন; তদবধি উহা 'ব্রজ-বুলি' নামেই *পরিচিত* হইতেছে; ইহাকে সত্য সত্যই কেহ ব্রজ-ধামের ভাষা বলিয়া স্থির না করেন, সে জন্যও এখন আমাদিগকে সতর্ক থাকিতে হয়। বসন্ত বাবুর ন্যায় প্রবীণ ভাষাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও যে কি জন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় ও দীনেশ বাবুর উক্তির ভ্রম প্রদর্শন করিতে যাইয়া, প্রাচীন পদাবলীর এই তথা-কথিত ব্রজ-বুলির *সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া*, প্রাচীন পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে *এইরূপ একটি ব্যাপক-উক্তি করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি না।* এই তথা-কথিত 'ব্রজ-বুলি' সম্বন্ধে অনেক *পাঠকেরই নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণা দেখিতে পাওয়া* যায়, এ জন্য খুব প্রাসঙ্গিক না হইলেও আমরা এখানে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

তার পরে বসন্ত বাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"পাঠকগণ কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' পদের ভাষার সহিত পদাবলীর 'প্রথম প্রহর নিশি' পদের ভাষা তুলনা করিয়া দেখিবেন, চণ্ডীদাসের ভাষা কিরূপ ভাবে বিকৃত বা রূপান্তরিত হইয়াছে। অপ্রচারহেতু কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় কীর্ত্তনিয়া বা পুথি-লেখকেরা কৃতিত্ব ফলাইবার সময় পান নাই।" শ্রীযুক্ত নীলরতন বাবুর সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের পদাবলীর যে বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বেশীর ভাগ পদই ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু তথাপি ঐ সংস্করণের প্রায় নয় শত পদের মধ্যে কেবলমাত্র 'প্রথম প্রহর নিশি' ইত্যাদি পদের সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' ইত্যাদি পদের সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন আর কোন পদেরই ভাষা কিংবা ভাবের এরূপ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় নাই, যাহাতে উভয় পদ একজনের রচনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, নীলরতন বাবুর সংগৃহীত ঐ 'প্রথম প্রহর নিশি' পদটি নবাবিষ্কৃত, তাহা পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। নীলরতন বাবু তাঁহার নবাবিষ্কৃত পদাবলী পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই দেখিয়া অনুমান করিয়াছিলেন যে, উহাতেও পুথি-লেখকেরা কৃতিত্ব ফলাইবার অবসর পায় নাই; সুতরাং চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাব অবিকৃত রহিয়াছে? কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রকাশের পরে আর এ সিদ্ধান্ত টিকিতেছে না। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুথিখানা লিপি-তত্ত্ব ও ভাষা-তত্ত্বের বিচারে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বলিয়া স্থির না হইলে, উহার সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারিত

উহাতে চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাব অবিকৃত রহিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বসন্ত বাবুর
প্রভৃতি স-বাক্য প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করিলেও আসল সন্দেহের কারণ থাকিয়া যাইতেছে।
এবং যা কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলীই চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা হয়, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের নামে
গেল প্রচারিত উৎকৃষ্ট পদাবলীর উৎপত্তি হইল কিরূপে? বসন্ত বাবু এ সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে
কিছু বলেন নাই। তিনি কেবল লিখিয়াছেন,—"কৃষ্ণকীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে
করা যাইতে পারে।" চণ্ডীদাস প্রাচীন বয়সে আরও উৎকৃষ্টতর পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন,
সেইগুলিই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া ক্রমে রূপান্তরিত হইয়াছে, বসন্ত বাবুর লেখার ভঙ্গীতে
এইরূপই তাঁহার অভিমত বুঝা যায়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর
আভিজাত্য-গৌরব কিঞ্চিৎ রক্ষা করা যায় কি না, তজ্জন্য আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থখানা পুনঃ
পুনঃ পাঠ করিয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনরূপেই ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি
নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সর্ব্বত্রই প্রবীণ-হস্তের পরিচয় বর্ত্তমান। উহার আখ্যান-বস্তু এরূপ
যে, উহার সহিত চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর পূর্ব্ব-রাগ, মান, আক্ষেপ-অনুরাগ প্রভৃতি
বিষয় কোনরূপেই খাপ খায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'দান-খণ্ড' ও 'নৌকা-খণ্ড' দুইটি সুবিস্তৃত
পালা। উহার তিন চারিখানা পাতা পাওয়া যায় নাই,—তথাপি দান-খণ্ডে একশত এগারটি ও
নৌকা-খণ্ডে ত্রিশটি পদ আছে। পদামৃতসমুদ্র বা পদকল্পতরুর সংগ্রহে চণ্ডীদাসের দান-খণ্ড
বা নৌকা-খণ্ডবিষয়ক একটি পদও নাই। নীলরতন বাবুর সংস্করণে দানের ৪০টি ও নৌকা-
খণ্ডের ৭টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। তুলনা করিয়া উভয় গ্রন্থের এই একই বিষয়ের পদাবলীর
খণ্ডেরাগে ...ক পংক্তিও অভিন্ন বা অনুরূপ দেখা যায় নাই। পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাসের রাস-
মধ্যে একটা ভাব ... আছে; উহার বর্ণনা ভাগবতের অনুরূপ। নীলরতন বাবুর সংস্করণে
লীলার একটিমাত্র; ...লা-বিষয়ক ১৩৪টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল পদে প্রধানতঃ
চণ্ডীদাসের রাস-লীলা ...ই অনুসৃত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাসলীলা নামে কোন বিষয়ই নাই।
ভাগবতের বর্ণিত ক্রমে ...ও কৃষ্ণের সহিত অন্যান্য গোপীদিগের বিলাস বর্ণিত আছে, কিন্তু
উহার বৃন্দাবন-খণ্ডে যদি ... সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভাগবতের রাস-লীলার বিবরণ সকলেই জানেন; সুতরাং
উহার অবস্থা ও উদ্দেশ্য ...
উহার উল্লেখ অনাবশ্যক: পদকর্ত্তারা যে ভাবে পূর্ব্ব-রাগের বর্ণন দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-
লীলার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে কালিয়-দমন, বস্ত্র-হরণ বা রাস-লীলার কোন অবসর নাই।
ভাগবতের রাস-লীলা অতি প্রসিদ্ধ; উহা পরিত্যাগ করিলে পদাবলীর বর্ণিত ব্রজলীলার মাহা-
ত্ম্যই কমিয়া যায়; বোধ হয় এই ধারণায়ই পদকর্ত্তারা রাসলীলার পদ রচনা করিয়া রস-শাস্ত্রের
বর্ণিত পূর্ব্ব-রাগাদি লীলার সহিত উহার কোন স্বাভাবিক সংযোগ না থাকায়—রাস-লীলাটিকে
একটা খাপ-ছাড়া অবান্তর লীলা-(episode) রূপে মাঝখানে স্থান দিয়াছেন। গোস্বামী-
দিগের রস-শাস্ত্র-রচনার ও ...প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা করেন; সুতরাং
তাঁহার গ্রন্থে রস-শাস্ত্রোক্ত পূর্ব্ব-রাগ প্রভৃতি ক্রম না পাওয়াই স্বাভাবিক বটে। তিনি তাঁহার
দান-খণ্ড, নৌকা-খণ্ড প্রভৃতি পা ...লাগুলির প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই শ্রেষ্ঠ নাট্য-কাব্যের ধরণে

পাত্র ও পাত্রীদিগের উক্তি প্রত্যুক্তি ও কার্য্য দ্বারা রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, অভিসার, প্রত্যাখ্যান, বিরহ ও সম্মিলন ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সংস্কৃতের প্রাচীন কবিরা যেরূপ কাব্যের উপাদেয়তা-বৃদ্ধির জন্য অনেক স্থলেই পুরাণকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া লইয়াছেন, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আমরা সেই স্বাধীনতা দেখিতে পাই। ভাগবতে আছে, আগে কালীয়-দমন, পরে বস্ত্র-হরণ, তার পরে রাস। কৃষ্ণকীর্ত্তনে পাইতেছি—আগে রাধার বিশেষ অনুরোধে গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণের বৃন্দাবনে বিলাস ও উহার অঙ্গীয় জল-ক্রীড়ার অনুরোধে কালীয়-দমন ও জল-ক্রীড়ার আনুষঙ্গিক বস্ত্রহরণ। ভাগবতের বর্ণিত বস্ত্র-হরণের আধ্যাত্মিকতা কৃষ্ণকীর্ত্তনে মোটেই নাই; কিন্তু চণ্ডীদাসের এই সকল বর্ণনায় বিশেষতঃ বৃন্দাবন-খণ্ডের বন-বিহারে যে অপূর্ব্ব কবিত্ব আছে, তাহার তুলনা কাব্য-সৌন্দর্য্য-প্রধান পদাবলী-সাহিত্যেও বিরল। বৃন্দাবন-খণ্ডের বন-বিহার আমাদিগের মনে মহাকবি মাঘের বর্ণিত যাদব-রমণীগণের রৈবতক-শিরে বন-বিহারের স্মৃতিই উদ্দীপিত করিয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের আখ্যান-বস্তু প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত পদাবলী হইতে এরূপ বিভিন্ন ও উহার ভাষা ও ভাব এরূপ স্বতন্ত্র যে, চণ্ডীদাসের অন্যান্য খাঁটি পদাবলী মুখে মুখে বিকৃত হইয়া ক্রমে ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত কোন মতেই মনে স্থান পায় না। মুখে মুখে বা পুথি-লেখকদিগের দোষে পদাবলী কতটা বিকৃত হইতে পারে, বিদ্যাপতির বহুতর পদে আমরা তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাইয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পূর্ব্বোক্ত 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' ও 'প্রথম প্রহর নিশি' পদ দুইটি ব্যতীত আর বাকি নয় শত পদে আমরা একটুকুও সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। বাঙ্গালীর হাতে পড়িয়া মৈথিল কবি বিদ্যাপতির যে দুর্দ্দশা না ঘটিয়াছিল, স্বদেশবাসীর হাতে পড়িয়া চণ্ডীদাসের তদপেক্ষা শতগুণ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে—ইহা শুনিতে যতই আশ্চর্য্য মনে হউক না কেন, প্রকৃতই যে ঐরূপ ঘটিয়াছে, তাহা আর গোপন করিলে চলিবে না। যে চণ্ডীদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন, তাঁহার খাঁটি রচনার এরূপ বিকৃতি কিসে সম্ভবপর হইল, তাহা একটি জটিল প্রশ্ন হইলেও উহার সমাধান অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের মনে হয় যে, মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের পর গোস্বামীদিগের দ্বারা যখন বৈষ্ণব-রস-শাস্ত্র রচিত হইল, তখন সেই রস-শাস্ত্রের পর্য্যায় অনুসারেই ব্রজলীলা-পদাবলী রচিত হইতে থাকে। বিদ্যাপতি কোনরূপ পদাবলীর পালা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। তাঁহার নানা ভাবের বিচ্ছিন্ন পদাবলী সংগ্রহ করিয়া আমাদের পদ-সংগ্রহকারগণ যেখানে যেটি সাজে, সেখানে সেটি বসাইয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রায় সর্ব্বত্র উক্তি প্রত্যুক্তি-পূর্ণ নাট্য-কাব্য বলিয়া, উহার পদাবলিগুলিকে সে ভাবে বসানো সুবিধা মনে করেন নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার কাঠিন্যও বোধ হয়, ইহার অন্যতম কারণ ছিল। পরবর্ত্তী 'ব্রজ বুলি' ভাষার প্রবর্ত্তনে বিদ্যাপতির ভাষার কাঠিন্য অনেক পরিমাণে অপনীত হইয়াছিল; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার অনুকরণে—সেইরূপ কোন কৃত্রিম ভাষা হয় নাই, কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের ফলে যখন চৈতন্যভাগবত

প্রভৃতির ভাষায় পরিণত হইল, তখন উহার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার এত পার্থক্য দাঁড়াইল এবং রস-শাস্ত্রের বর্ণিত রস-পর্য্যায়ের সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের রস-পর্য্যায়ের এত বিরোধ দেখা গেল যে, সাধারণ শ্রোতাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য চণ্ডীদাসের পদের ক্ষীণ ছায়া অবলম্বনে নূতন পদ রচনা করিয়া, তাহাতে অভিজ্ঞতা-রক্ষার জন্য চণ্ডীদাসের ভণিতা যোগ করা ব্যতীত আর গত্যন্তর রহিল না। অবশ্য এই রূপান্তর-ব্যাপারটি কত সময়ে, কত জনের হস্তে, কত ভাবে সংসাধিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে না- কিন্তু এরূপভাবেই যে কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের পদাবলীর রূপান্তর ঘটিয়াছে, তাহা বেশ অনুমান করা যাইতে পারে। এ স্থলে আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে যেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেইগুলিতে আমরা চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনার নিদর্শন না পাইলেও এমন কিছু পাই, যাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনে নাই। বস্তুতঃ গীতি-কবিতার সারভূত ভাবোচ্ছ্বাস ও রসোদ্দীপনায় চণ্ডীদাসের প্রচলিত অনেক পদই যে কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলী হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সত্য বটে, এই ভাবোচ্ছ্বাসের প্রাবল্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম-প্রচারেরই অন্যতম অপূর্ব্ব ও অসাধারণ ফল; কিন্তু চণ্ডীদাস যদি এ ভাবে পদাবলীর বনিয়াদ গাঁথিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যের এই সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নতি সম্ভবপর হইত কি না, কে বলিতে পারে? কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ও ভাবের বাহ্যিক পার্থক্যটাই এখন আমাদের চোখে বড় ঠেকিতেছে। আমরা উহার সহিত অধিক পরিচিত হইলে, কেমন করিয়া চণ্ডীদাসের সেই ভাষা ও ভাবই একটু একটু রূপান্তরিত হইতে হইতে আমাদের প্রচলিত পদাবলীর ভাষা ও ভাবে পরিণত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিব। শিক্ষার হিসাবে ইহার মূল্য কম নহে; সুতরাং আমরা এ সম্বন্ধে সুধী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক আরও গভীর ও বিস্তৃত আলোচনা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কৃষ্ণকীর্ত্তনের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, উহাতে রামী রজকিনীর কোন প্রসঙ্গ নাই এবং উহাতে 'রাগাত্মিক' পদাবলীর ভাবের কোন পদ পাওয়া যায় না; সুতরাং চণ্ডীদাসের কোন কোন 'রাগাত্মিক' পদ আধ্যাত্মিকতা ও কবিত্ব বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট হইলেও, উহা যে সহজিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত পদকর্ত্তাদিগের রচনা, তাহা বেশ বুঝা যায়। সহজিয়া-মত খুব প্রাচীন হইলেও, বাংলার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নব্য-সহজিয়া মত যে মহাপ্রভুর কিছু পরবর্ত্তী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সময়ান্তরে আমাদের এ সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

আমরা এখন কৃষ্ণকীর্ত্তনের ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে (১) চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ার, (২) বিষমাক্ষরী পয়ার, (৩) দশ-অক্ষরী পয়ার, (৪) এগার অক্ষরী একাবলী, (৫) লঘু-ত্রিপদী, (৬) দীর্ঘ-ত্রিপদী ও (৭) কয়েক প্রকার ভঙ্গ-ত্রিপদী—এই কয়েকটি অক্ষর-বৃত্তই ব্যবহৃত হইয়াছে। বিদ্যাপতির পদাবলী কিংবা বাংলার বৈষ্ণব কবিদিগের ব্রজবুলি-পদাবলীর ন্যায় কোথায়ও মাত্রা-চতুষ্পদী, মাত্রা-ত্রিপদী প্রভৃতি মাত্রা-বৃত্ত ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের অক্ষর-বৃত্তে সর্ব্বত্র অক্ষর-সংখ্যার

ধরা-বান্ধা নিয়ম দেখা যায় না। কোন কোন স্থলে মাত্রা-বৃত্তের নিয়ম অনুসারে একটি গুরু-অক্ষরকে দুইটি লঘু-অক্ষরের সমান ধরিয়া লইয়া, ছন্দের ওজন রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র সেরূপ করা চলে না। পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যে ছন্দের এরূপ গ্রন্থন-শৈথিল্য বড় একটা দেখা যায় না। ইহাও কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনতার অন্যতম প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

প্রমাণস্বরূপ আমরা নিম্নে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে পূর্ব্বোক্ত ছন্দগুলির কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম।—

(১) চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ার, যথা—

"কোণ সুখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস।
নাহি জাণ এবেঁ তোঁ আপনার নাশ॥
যে হৈবেক দৈবকীর গর্ত্ত অষ্টম।
অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম॥"—৩ পৃষ্ঠা

উদ্ধৃত উদাহরণের ২য় পংক্তির 'তোঁ' অক্ষর, ৩য় পংক্তির 'গর্ত্ত' শব্দের গ অক্ষর ও ৪র্থ পংক্তির 'তোহ্মার' শব্দের 'তো' অক্ষর গুরু পাঠ না করিলে ছন্দের ওজন ঠিক থাকে না।

পুনশ্চ—"দৈবকী উদরে গেল যে কেশ ধবল।
সেই বলভদ্র নাম অতিশয় বল॥
মায়ের গর্ত্তপাত ছল করিআঁ।
আপনে রহিলা রোহিণী গর্ত্ত গিআঁ॥"—৪ পৃষ্ঠা

এখানে ৩য় পংক্তিটির ওজন কোনরূপেই রক্ষা করা যায় না; ৪র্থ পংক্তির 'রোহিণী' শব্দের 'রো' অক্ষর গুরু পাঠ করিলে ওজন রক্ষা হয়।

(২) বিষমাক্ষরী পয়ার, যথা—

"তোর মুখে রাধিকার রূপ কথা সুণী।
ধরিবাক না পারেঁ। পরাণী॥ বড়ায়ি ল॥
দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।
আতিশয় মোর মন হানে॥ বড়ায়ি ল॥
* * * *
কুসুমিত তরুগণ বসন্ত সমএ।
তাত মধুকর মধু পীএ॥
সুসর পঞ্চম শর গাএ পিকগণে।
তে কারণে থীর নহে মনে॥"—১৩ পৃষ্ঠা

এই পদের প্রত্যেক অযুগ্ম চরণে ১৪টি অক্ষর ও প্রত্যেক যুগ্ম চরণে ১০টি অক্ষর আছে। 'বড়ায়ি ল' গানের সুর টানার জন্য কোন কোন চরণে ব্যবহৃত হইয়াছে। যুগ্ম দাড়ি-চিহ্নেই বুঝা যায়, উহা চরণের অন্তর্গত নহে।

(৩) দশ-অক্ষরী পয়ার, যথা—

"এক দিনে মনের উল্লাসে।
সখি সমে রস পরিহাসে ॥
আগু গেলি সত্বর গমনে।
বড়ায়িক না কহী যতনে ॥ ২ ॥
বকুল তলাত গোআলী।
বড়ায়ির পন্থ নেহালী ॥" ৯ পৃষ্ঠা।

পুনশ্চ—"বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিণী ॥ ৩ ॥
কাঠী সম বাহু যুগলে।
নাভি তলে দুঈ কুচ লুলে ॥"— ৮ পৃষ্ঠা

প্রথম উদাহরণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ চরণের 'তলাত' ও 'পন্থ' শব্দের 'লা' ও 'প' অক্ষর গুরু পাঠ না করিলে ওজন রক্ষা হয় না। দ্বিতীয় উদাহরণের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে যদিও অক্ষর-সংখ্যা দশটি করিয়া আছে, কিন্তু সেখানে প্রথম উদাহরণের ৪+৬=১০ স্থলে ৫+৫=১০ অর্থাৎ যতির বিপর্য্যয় হওয়ায়, শুনিতে ত্রিমাত্রিক নবাক্ষরী মাত্রা ছন্দের মত শুনায়। ৩য় ও ৪র্থ চরণে কিন্তু প্রথম উদাহরণের ন্যায় ৪+৬=১০ অক্ষরই আছে; কেবল ৩য় চরণের 'বাহু' শব্দের 'বা' অক্ষরটি গুরু পাঠ করিতে হয়।

(৪) এগার-অক্ষরী একাবলী ছন্দ, যথা—

"আয়িলা দেবের সুমতি গুণী। কংসের আগক নারদ মুনী ॥
পাকিল দাঢ়ী মাথার কেশ। বামন শরীর মাকড় বেশ ॥"—২ পৃষ্ঠা

এই উদাহরণের ৩য় চরণের 'দাঢ়ী' শব্দের 'দা' অক্ষরটি গুরু পাঠ না করিলে ওজন রক্ষা হয় না। এই পদটির শেষ দুই পংক্তিতে কোনরূপেই ছন্দ রক্ষা হয় না, যথা—

"দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস　　বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥"

'বাসলী' শব্দের 'বা' অক্ষরটি গুরু করিলে ও 'গাইল' স্থলে 'গালা' পাঠ করিলে দ্বিতীয় চরণের ছন্দ কথঞ্চিৎ রক্ষা করা যায়, কিন্তু প্রথম চরণের ছন্দ কোনরূপেই রক্ষা পায় না।

(৫) লঘু-ত্রিপদী ছন্দ, যথা—

"তোর মুখে সুণী　　রাধিকার রূপ
আওর নব যৌবনে।
আহোনিশি দহে　　সকল পরাণ
আর থির নহে মনে ॥ —১৭ পৃষ্ঠা

পুনশ্চ—"আইস রাধা　　কহোঁ তোহ্মারে
কৃষ্ণের পাঁচ আবথা।

বিরহ জরেঁ তেহেঁ জরিলা
পাঠাইল তোহ্মা বেথাঁ ॥"

দ্বিতীয় উদাহরণে কোন কোন অক্ষর দীর্ঘ উচ্চারণ করিলেও যতি-বিপর্য্যয় হেতু ছন্দ রক্ষা হয় না।

(৬) দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দ, যথা—

"আল রাধা

সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী তোঞ্চ দেব মুরারী মোঞ্চ
তোর মোর উচিত সেনেহা।

আল রাধা

তোহ্মাতে মজিল মন ভালে জাণে দেবগণ
ইথে কিছু নাহিঁক সন্দেহা ॥

* * * *

তোর নাম চন্দ্রাবলী মোর নাম বনমালী
তোর মোর শোভএ মীলনে।
কাহ্নাঞি পাইবি বড় পুনে এহা পরিভাব মনে
কেহ্নে তেজ হাথের রতনে ॥"—৭০ পৃষ্ঠা।

উদ্ধৃত উদাহরণের প্রথম চরণের 'দেব' শব্দের 'দে' অক্ষরটি গুরু পাঠ করিলেই ছন্দ রক্ষা হয়, কিন্তু 'কাহ্নাঞি পাইবি' ইত্যাদি চরণের 'কাহ্নাঞি পাইবি' স্থলে 'কাহ্নে পাবি' বা 'কাহ্নাই পাবি' পাঠ করিতে না পারিলে ছন্দ রক্ষা হয় না। ত্বরিত-পঠিত দুই তিনটি লঘু অক্ষরও একটি বলিয়া ধরা যাইতে পারে, এই পিঙ্গল-সূত্রের বিধান অনুসারে 'কাহ্নাই' শব্দটিকে দ্বি-অক্ষর-মাত্রক ধরা যাইতে পারে, কিন্তু 'কাহ্নাঞি' শব্দকে সেরূপ করা যায় না। আমাদের বোধ হয়, লিপিকার 'কাহ্নাঞি' লিখিলেও শব্দটি 'কাহ্নাই' বা 'কাহ্নায়' রূপেই উচ্চারিত হইত।

(৭) যে ত্রিপদীগুলি পূর্ব্বোদ্ধৃত লঘু ও দীর্ঘ-ত্রিপদী হইতে কিছু স্বতন্ত্র, উহাদিগকেই আমরা ভঙ্গ-ত্রিপদী নামে অভিহিত করিয়াছি। আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনে কয়েক প্রকারের ভঙ্গ-ত্রিপদী লক্ষ্য করিয়াছি, যথা—

(ক) "রাম কাজে হনুমন্তা। তেহেন আহ্মার দূতা।
ভাঁগিল লেহা পুরী যোড়াইতেঁ শকতা ॥
যেখানে শুঁচী না জাএ। তথাঁ বাটিআ বহাএ।
সেহি দূতা মোর কোণ কাজেঁ চড় খাএ ॥"—২৬ পৃষ্ঠা।

এই ছন্দটি নূতন না হইলেও তৃতীয় চরণের সহিত ষষ্ঠ চরণের মিল (rhyme) না রাখিয়া প্রত্যেক তিনটি চরণের শেষে মিল রাখা নূতন কায়দা বটে। মূলতঃ ইহা (গ) উদাহরণের

ছন্দের সহিত অভিন্ন। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা কুত্রাপি এই প্রণালীর মিল দেখিতে পাই না।

(খ) "গোপীজন সঙ্গে আহ্মে ছছন্দে বুলিলোঁ। ল বিকে*জাওঁ মথুরার হাট।
যো কেহে জাণিবো কাহ্নাঞি পথে মহাদাণী ল কাল ভৈল যমুনার বাট॥ ৭৮ পৃঃ

(গ) "আঠ চারি,বরিষের বালা।
তোর মাথে শোভে ঘোড়া চুলা।
এহা বুঝী তেজহ কাহ্নাঞি আহ্মার পাশে।
তেজ মিছা মাহাদানে।
ঘর যাহা নিজ মানে।
বাসলী বন্দিয়া গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥"—৯৩ পৃষ্ঠা

(ঘ) "বোলে প্রবোধিতেঁ সুন বড়ায়ি ল বড় নটক কাহ্নাঞি।
দরক জাইতেঁ মোর সুন বড়ায়ি ল কিছু উপায় নাহী॥"—১১৯ পৃষ্ঠা

পদাবলীর ছন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া এ স্থলে চণ্ডীদাসের ব্যবহৃত রাগ-রাগিণী ও তালের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না। চণ্ডীদাস গীতগোবিন্দের অনুকরণে সকল রাগ ও রাগিণীর সম্বন্ধেই 'রাগ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। হিন্দুস্থানী কালোয়াতেরা রাগিণী-গুলিকেও 'রাগিণী' না বলিয়া, চলিত কথায় 'রাগ' বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাই বলিয়া, গীত-গোবিন্দের পদগুলির পূর্ব্বে সংস্কৃতে যে কি জন্য 'ভৈরবী-রাগেণ গীয়তে' ইত্যাদি ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে সংস্কৃতে "রামগিরী রাগঃ।" ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় না।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে আমরা এরূপ দুই একটি রাগ (রাগিণী ?) ও কয়েকটি তাল পাইয়াছি, যাহা আর কোথায়ও দেখা যায় নাই। এই রাগের বা রাগিণীর নাম 'কহু রাগ' ও 'শোরী (সৌরী) রাগ'। এই 'কহু' শব্দের অপভ্রংশ 'কহু' বা 'কৌ'ই বোধ হয়, পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-পদাবলীতে 'কৌ রাগ' নামে খ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনেও দুই একটি পদের পূর্ব্বেও 'কহু গুর্জ্জরী রাগঃ' আছে। কিন্তু 'শোরী' বা 'সৌরী' রাগের নাম আর কোথায়ও পাই নাই। সেইরূপ 'ক্রীড়া', 'চিত্রক লগণী', 'লগণী', 'কুড়ুক', 'প্রকাণ্ডক', 'জয় জয়' ও 'রূপকথা' তালের নামও পরবর্ত্তী সাহিত্যে দেখি নাই। এই সকল তালের নাম লইয়া কোন কৌতূহলী পাঠক গবেষণা করিলে—অনেক তথ্য জানা যাইতে পারে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কোন কোন পদের পূর্ব্বে চারি-পাঁচটি পর্য্যন্ত তালের নাম দেওয়া আছে; উহাতে বোধ হয়, একই পদের বিভিন্ন কলি বিভিন্ন তালে গাওয়ার প্রথা ছিল। প্রচলিত অনেক রাগের নামে বর্ণ-বিন্যাসের বৈচিত্র্য আছে, যথা—'রামকিরী' স্থলে 'রামগিরী', 'আহিরী' স্থলে 'আহের', 'ধানশ্রী' বা 'ধানশী' স্থলে 'ধানুষী', 'পাহাড়ী' স্থলে 'পাহাড়ীআ' ইত্যাদি।

---

* বসন্ত বাবু 'বিকো' পাঠ ধরিয়া 'বিক্রয়ার্থ' অর্থ লিখিয়াছেন। 'বিকো' শব্দের আর প্রয়োগ নাই, 'বিকে' প্রয়োগ ২০।২৫টি আছে। বোধ হয়, 'বিকেই' প্রকৃত পাঠ হইবে।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে উপমা, রূপক, শ্লেষ প্রভৃতি অনেক অলঙ্কারই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু উহাতে অলঙ্কার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-কাব্যোচিত ধ্বনি বা ব্যঞ্জনারই প্রাধান্য দেখা যায়। উহা হইতে উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনা-পূর্ণ বাক্য-সমূহ উদ্ধৃত করিলে, উহা দ্বারাই একটি প্রবন্ধ পূর্ণ করা যাইতে পারে; আমরা এই প্রবন্ধে সেই চেষ্টা করিব না। রসজ্ঞ পাঠক কৃষ্ণকীর্ত্তনের অপ্রচলিত ভাষা-পাঠের বিরক্তি কাটাইয়া, বসন্ত বাবুর টীকা ও শব্দ-সূচীর সাহায্যে কাব্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেই বুঝিতে পারিবেন, কৃষ্ণকীর্ত্তন কিরূপ কাব্য-রসের অপূর্ব্ব ভাণ্ডার। আমাদের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা 'বস্তু-ধ্বনি', 'রস-ধ্বনি' ও 'অলঙ্কার-ধ্বনি'—প্রধানতঃ এই তিন প্রকার ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা স্বীকার করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই ত্রিবিধ ধ্বনির উদাহরণ পাওয়া গেলেও, জয়দেবের গীত-গোবিন্দ কাব্যের ন্যায় ইহাতে রস-ধ্বনিরই প্রাধান্য দেখা যায়। গীত-গোবিন্দে বসন্ত-কালীন রাস, অভিসার, উৎকণ্ঠা, মান ও মানান্তে মিলন প্রভৃতি কয়েকটি লীলা মাত্র বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের জন্ম, বাল্য-লীলা, রাধার অপূর্ব্ব রূপ-বর্ণন শ্রবণে তৎপ্রতি শ্রীকৃষ্ণের আসক্তি, বড়াইর দূতী-কার্য্যে নিয়োগ, দান-লীলা, নৌকা-বিলাস, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধা প্রভৃতির দধি-দুগ্ধের ভার বহন, মথুরার পথে ছত্র-ধারণ, বৃন্দাবনে রাধার কৌশলে গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণের বিলাস, উহার আনুষঙ্গিক জল-কেলি প্রসঙ্গে কালিয়-দমন, বস্ত্র-হরণ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার হার-অপহরণ, যশোদার নিকটে রাধার অভিযোগ, ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কন্দর্প-শর প্রহারে রাধার চেতনা-হরণ, রাধাকে অচেতন দর্শনে কৃষ্ণের বিলাপ, শ্রীহস্ত-স্পর্শে রাধার চৈতন্য-প্রাপ্তি, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের বংশী-বাদন, রাধা কর্ত্তৃক বংশী-অপহরণ, কৃষ্ণের খেদ, রাধা কর্ত্তৃক বংশী-প্রদান, রাধার বিরহ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার কৃত্রিম প্রত্যাখ্যান, রাধার খেদ, কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন ও নিদ্রিতা রাধাকে পরিত্যাগ করিয়া কংস-বধার্থে কৃষ্ণের মথুরা-গমন ও মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট রাধার সংবাদ লইয়া বড়াইর গমন—বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনে গীত-গোবিন্দ অপেক্ষা বিষয়-বৈচিত্র্য যে অনেক বেশী, তাহা বলা বাহুল্য। গীতগোবিন্দ উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক নাট্য-কাব্যের ধরণে গ্রথিত হইলেও, উহাতে নাটকীয় ঘটনা অপেক্ষা মহাকাব্যোচিত স্বভাব-বর্ণনারই একান্ত আধিক্য; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে নাটকীয় ঘটনারই প্রাধান্য দেখা যায়। কবি রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াইর সরস ও সতেজ উক্তি-প্রত্যুক্তি দ্বারাই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের ন্যায় সকল রস ও ভাবগুলি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নাটকীয় উৎকর্ষে কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে অতুলনীয়; পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যে আমরা যদিও গীতি-কবিতার সার-ভূত উদ্দীপনা ও রসোচ্ছ্বাসের অসাধারণ শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাই, কিন্তু উহাতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের সেই সরস, সতেজ ও সপরিহাস উক্তি-প্রত্যুক্তি—সেই নাট্য-প্রতিভার উৎকর্ষ কোথায়? চণ্ডীদাসের সময়টি বাংলার ইতিহাসে এক প্রকার অন্ধ-যুগ; কেন না, সে সময়ে বাংলার রাজ-নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা যে কিরূপ ছিল, তাহা প্রায় কিছুই জানা যায় না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাট্য-কারের আবির্ভাব যদি তৎকালীন সমাজের অসাধারণ কার্য্য-প্রবণতার অন্যতম নিদর্শন হয়, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের

সময়ে বাংলা-সমাজ যে কার্য্য-প্রবণতায় মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ভাব-প্রবণ যুগ হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানা শেষ-ভাগে খণ্ডিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরা হইতে প্রত্যাগমন ও শ্রীরাধার সহিত মিলন উহাতে পাওয়া যায় নাই; কিন্তু বিয়োগান্ত উপসংহার সংস্কৃত সাহিত্যে নিন্দিত বলিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনেও যে মাথুর-বিরহান্তে মিলন ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। মথুরায় বড়াইর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের—

"শকতী না কর বড়ায়ি বোলোঁ৷ মো তোহ্মারে।
জাইতে না ফুরে মন নাম শুনা তারে॥
যত দুখ দিল মোরে তোহ্মার গোচরে।
হেন মন কৈলোঁ৷ আর না দেখিব তারে॥"

ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান-বাক্য দর্শনেই বোধ হয়, বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন,—"শ্রীকৃষ্ণের কথা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি আর গোকুলে ফেরেন নাই এবং পুথিও এইখানেই শেষ হইয়া থাকিবে।" এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ নাই; কবি রস-বৈচিত্র্যের জন্য অনেক স্থলেই এইরূপ কৃত্রিম প্রত্যাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। "শকতী না কর" ইত্যাদি পদটিকেও সেইরূপ কৃত্রিম প্রত্যাখ্যান বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের এত রস-বিলাসের পরে, তাঁহার মুখে 'যত দুখ দিল মোরে' ইত্যাদি উক্তি শুনিয়া না হাসিয়া পারা যায় না। ইহাকে কবি-গানের সখী-সংবাদের চাপানের ন্যায় একপ্রকার "চাপান" ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না। বড়াই ইহার পরবর্ত্তী পদে যে 'উতোর' গাহিয়াছিলেন, বোধ হয়, তার পরে শ্রীকৃষ্ণের 'ভারি-ভুরি' বেশী ক্ষণ টিকে নাই। তবে নীলরতন বাবুর সংগৃহীত পদাবলীতে যেমন মথুরায় কংসবধাদি লীলা সবিস্তারে বর্ণিত দেখা যায়, কৃষ্ণকীর্ত্তনে সেইরূপ ছিল কি না, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। রাধা ও কৃষ্ণের যুগল প্রেম-লীলাই কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়, সুতরাং কবি জন্ম-খণ্ডের 'বিজয় নাম বেলাতে' ইত্যাদি একটিমাত্র পদের মধ্যে যেরূপ বাল্যলীলার নানাবিধ ঘটনা সংক্ষেপে সারিয়া দিয়াছেন, আমাদের বোধ হয়, মাথুর-লীলাও সেই ভাবেই শেষ করিয়াছেন; সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির মাথুর-লীলার পদগুলি পাওয়া যায় নাই বলিয়া বেশী আপশোষের কারণ নাই।

থিয়েটারী-ধরণের আধুনিক যাত্রা-গান প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে কৃষ্ণ-যাত্রা প্রচলিত ছিল, উহাতে বেশীর ভাগে কৃষ্ণ, রাধা ও বৃন্দা-দূতার উক্তি-প্রত্যুক্তি গীতাবলী দ্বারাই পালা পূর্ণ করা হইত। আমাদের এখন বোধ হইতেছে, চণ্ডীদাসই এই কৃষ্ণ-যাত্রার আদি না হউন, একজন শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলীর উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি কৃষ্ণ, রাধা ও বড়াইর বেশ-ধারী ব্যক্তিদিগের মুখে স্বতন্ত্র-ভাবে গীত না হইয়া, আধুনিক রস-কীর্ত্তনের পদের মত গীত হইলে, উহাদিগের বৈশিষ্ট্য যে রক্ষা পাইত না, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে। মহাপ্রভুর সময়ে নাম-কীর্ত্তনের খুব প্রাবল্য ঘটিয়া থাকিলেও, সে

সময়ে আধুনিক ধরণের রস-কীর্ত্তনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক বৃন্দাবন-লীলা অভিনয়ের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা দ্বারাও কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলী আধুনিক রস-কীর্ত্তনের ধরণে গীত না হইয়া—গীতি-নাট্যের ধরণে প্রাচীন কৃষ্ণ-যাত্রার ন্যায় গীত হইত, আমাদের এই অনুমানই সমর্থিত হইতেছে। আজকাল দেখা যায় যে, কীর্ত্তনিয়াগণ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক নানারূপ আঁখর দ্বারা পদগুলিকে পল্লবিত ও এক একটি কথার অসংখ্য পুনরাবৃত্তি করিয়া, ১০।১৫টি পদের দ্বারাই রস-কীর্ত্তনের এক একটি পালা শেষ করিয়া থাকেন; ইহা লীলা-ধ্যানে নিমগ্ন প্রেমিক-ভক্তদিগের রুচিকর হইলেও, সাধারণ শ্রোতাদিগের পক্ষে বিরক্তি-জনক। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের কোন কোন পালায় শতাধিক পদ আছে। উহার অধিকাংশ বাদ দিয়া গান করিলেও, আধুনিক ধরণে এক দিনে একটি পালা শেষ করা অসম্ভব মনে হয়। আঁখর না দিয়া ও কথাগুলির পুনরুক্তি না করিয়া যাহার যে গান, সে তাহা গাহিয়া গেলেই কৃষ্ণকীর্ত্তনের গীতি-নাট্যের অভিনয় করা চলে। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, কৃষ্ণকীর্ত্তন সেই ভাবেই অভিনীত হইত। সাধারণ শ্রোতাদিগের হিতার্থে আধুনিক রস-কীর্ত্তনের ধরণের পরিবর্ত্তন ও প্রাচীন কৃষ্ণ-যাত্রার পুনঃ প্রবর্ত্তনের বোধ হয়, সময় উপস্থিত হইয়াছে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধেই আজ বসন্ত বাবুর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যে কতকগুলি ত্রুটির উল্লেখ করিলাম, গ্রন্থের গুণের তুলনায় তাহা কিছুই নয়। বসন্ত বাবু আমাদিগের নিতান্ত শ্রদ্ধার পাত্র; তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য আট শতের অধিক প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া, বিশেষতঃ বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-কবি চণ্ডীদাসের বিলুপ্ত-প্রায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের সুপ্রাচীন পুথিখানা আবিষ্কার ও অপূর্ব্ব গবেষণা ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ টীকার সহিত মুদ্রিত করিয়া বাংলা সাহিত্যের যে বিশেষ উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি চির-কাল আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র থাকিবেন। প্রাচীন কোন বাংলা গ্রন্থের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। বিলাতে এইরূপ একখানা গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, উহা লইয়া একটা হৈ-চৈ পড়িয়া যাইত; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এত দিনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্বন্ধে কোন একটা আলোচনাও দেখিতে পাইলাম না। যাঁহারা প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যে অনুরাগী —তাঁহাদের পক্ষে নানা কারণেই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ন্যায় গভীর-ভাবে আলোচনার সামগ্রী আর নাই। সুতরাং যাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সুপ্রাচীনতা-জনিত নূতনতায় বিরক্ত না হইয়া, বসন্ত বাবুর উৎকৃষ্ট টীকা ও শব্দ-সূচীর সাহায্যে উহার মধ্যে প্রবেশ করিবেন, তাঁহারা নানারূপ নূতন তত্ত্ব-লাভের সঙ্গে সঙ্গে একখানা অপূর্ব্ব কাব্যের রসাস্বাদন করিয়া সকল পরিশ্রম সফল বোধ করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

"চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য

পরমশ্রদ্ধাস্পদ সুরসিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" শীর্ষক সমালোচনা দেখিয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। আজকাল এরূপ সমালোচনা দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ যে সকল বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার বিবরণ করিয়া এবং টীকার কএক স্থলে ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বস্তুতই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' যোগ্যতর ব্যক্তির সম্পাদকতায় প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা হয় নাই। আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের উপর কতকটা অত্যধিক বিশ্বাস-বশে এবং কতকটা অভিনন্দিত করিবার অভিপ্রায়ে পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় উহার সম্পাদন-ভার আমাদেরই হাতে অর্পণ করেন। কার্য্যের গুরুত্ব বোধের অভাবে এবং চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর সহিত স্বীয় নাম জড়িত দেখিবার প্রলোভনে আমরাও তখন উহাতে সম্মত হই। এ ক্ষেত্রে যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছে। 'কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর একখানি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে; তাহাও আবার খণ্ডিত। পুঁথির লেখা ও ভাষা সুপ্রাচীন। গ্রন্থমধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা প্রচলিত কোন সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালা অভিধানে পাওয়া যায় না। কাজেই যথাযথ পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছি এবং টীকাটি নির্ভুল হইয়াছে, এ কথা মোটেই মনে করি না। তবে শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর সহিত সর্ব্বত্র একমত হইতে পারিয়াছি, তাহাও নহে।

ণ-কারের প্রয়োগ-বাহুল্য- প্রাকৃত ভাষায় ন, য ও শ-ষ স্থানে যথাক্রমে ণ[১], জ[২] ও স[৩] এবং কোন কোন প্রাকৃতে জ, ণ ও ষ-স স্থানে যথাক্রমে য[৪], ন[৫] ও শকারের[৬] উচ্চারণ হইত। ইহা অস্বীকার করিলে প্রাকৃত ব্যাকরণের বহু সূত্রই অর্থ-শূন্য হইয়া পড়ে। কঠিন ও সহজ শব্দ ঊর্দ্ধ, অধঃ; আলো, আন্ধার প্রভৃতির ন্যায় আপেক্ষিক সংজ্ঞা মাত্র। দেশ-ভেদে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-বৈচিত্র্য প্রসিদ্ধ এবং অনুরূপ ক্রিয়াও স্বাভাবিক। এক সময়ে এক ব্যক্তির পক্ষে যাহা উচ্চারণ করা কঠিন, সময়ান্তরে তাহারই পক্ষে তাহা উচ্চারণ করা সহজ হইতে পারে। এক ব্যক্তির পক্ষে যে শব্দ উচ্চারণ করা দুঃসাধ্য, অপরের পক্ষে সেই

১ প্রা° প্র° ২।৪২ ; হে° চ° ৮।১।২৮-২৯ ; প্রা° স° ২।৪১

২ প্রা° প্র° ২।৩১ ; হে° চ° ৮।১।২৪৫ ; প্রা° স° ২।৩০

৩ প্রা° প্র° ২।৪৩ ; হে° চ° ৮।১।২৬০, ৮।৪।৩০৯ ; প্রা° স° ২।৪৪, ১৯।৩

৪ প্রা° প্র° ১১।৪ ; হে° চ° ৮।৪।২৯২

৫ প্রা° প্র° ১০।৫ ; হে° চ° ৮।৪।৩০৬ ; প্রা° স° ১৯।৪

৬ প্রা° প্র° ১১।৩ ; প্রা° ল° ৩।৩৯ ; হে° চ° ৮।৪।২৮৮

শব্দ উচ্চারণ করা সুসাধ্য দেখা যায়। অপভ্রংশ ভাষার অন্যতম লক্ষণ উহা 'শৌরসেনীবৎ'।[১] মরাঠী, গুজরাটী ও ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষাতে ন-কারের স্থলে ণ-কারের প্রয়োগ লক্ষণীয়। সতীশ বাবু ণ-কারাদি ও ন-কারাদি শব্দের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনাদিস্থিত ণ-কারের প্রয়োগ লক্ষ্য করিলে হয় ত তাঁহার অভিপ্রায় অন্যরূপ হইত। বিদ্যাপতির পদাবলীতে প্রায় সর্ব্বত্র ণ-কার স্থলে ন-কারের প্রয়োগ দেখা যায় বলিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও সেইরূপ আশা করা যায় না এবং তাহার কারণও যথেষ্ট আছে। পরিবর্ত্তনের যুগে কতকগুলি ন-কারাদি শব্দ কখন ন-কারাদি, কখন ণ-কারাদি-রূপেও উচ্চারিত হইতে পারে। অপর, পূর্ব্বে সংস্কৃতজ্ঞ লিপিকারগণও শব্দের বর্ণ-বিন্যাসাদি বিষয়ে অসতর্ক ছিলেন, এই অজুহাতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন'এর লিপিকারকে সরাসরী ভাবে স্বেচ্ছাচারী সাব্যস্ত করা সমীচীন কি? চণ্ডীদাসের সময়ে পশ্চিম-বঙ্গের এক প্রান্তে ণ-কারের উচ্চারণ থাকিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। পক্ষান্তরে উচ্চারণের অভাব কল্পনা করিলেও ণ-কারের এই প্রয়োগ-বাহুল্য শৌরসেনীর প্রভাব সূচনা করিতেছে, বলায় বাধে না।

আগুছিআঁ--আগু-আসিয়া = আগু'সিয়া হইতে আগুছিয়া হওয়া অধিক সম্ভব। পশ্চিমরাঢ়ে আগু শব্দ এখনও চলে। প্রাচীন বাঙ্গালাতে 'আগু পাছু' বিরল নহে। 'আগুসরি'ও পাওয়া যায়, যথা--

'আগুসরি যুদ্ধে এবে রাম রঘুপতি।
দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী॥'— কৃত্তিবাসী লঙ্কা°।

টেটন—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ও পুরুষোত্তম গজপতিকৃত দীপিকাচ্ছন্দ হইতে উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে (পৃঃ ৪৭৬)। মাধব কন্দলির অযোধ্যাকাণ্ডে টেণ্টন, শঙ্কর দেবের উত্তরাকাণ্ডে তেণ্টন। ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা প্রদেশে টেটোন। প্রা° 'টেণ্টা', কর্পূরমঞ্জরী, দেশী-নামমালা ৪।৩; অর্থ—জুআর আড্ডায় দুর্দ্ধর্ষ; ইহা হইতেই ধূর্ত্ত, শঠ প্রভৃতি অর্থ আসিয়া থাকিবে।

সকাল—উভয় বঙ্গেই সত্বর অর্থে সকাল শব্দ প্রচলিত। সুবেলা হইতে যেমন হি° সবেরা, সুকাল হইতে তেমন বা° সকাল, হি° সকার বিনয় পত্রিকা), ম° সকাঋ। পূর্ব্বাহ্ন অনেক কাজের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া উহা সুকাল। সকাল ও সাঁকাল শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৫২, ৫৯৯)।

তড়পথে—হি°, ম°, গু° প্রভৃতি ভাষায় 'তড়' শব্দ প্রচলিত। তড়পথে ও তড়াত শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৬৫, ৬০৮)।

জুড়িল—আরম্ভ অর্থে √জুড়া'র প্রয়োগ বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

বিচারিআঁ—বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ ও মাধব কন্দলির কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হইতে উদাহরণ সংগৃহীত হইয়াছে (পৃ° ৬২০-২১)।

১ হে° চ° ৮।৪।৪৪৬

বাঁহুক—বাঁহুক শব্দের প্রাঃ 'ব্যাভাঙ্গী' টীকায় বলা হইয়াছে (পৃঃ ৫৬৫)। পশ্চিম-রাঢ়ে 'বাঁক' শব্দ অপ্রচলিত নহে।

(১) **কলি**—H. H. Wilsonকৃত Sanskrit-English Dictionary, Sir M. Monier Williams প্রণীত S.-E. Dictionary এবং V. S. Apteএর সংস্কৃত-ইংরাজি অভিধানে কলি অর্থে 'a hero'; শব্দকল্পদ্রুমে 'শূর'; বিশ্বকোষে 'কলতে স্পর্দ্ধতে, শূর, বীর' পাওয়া যায়। 'মোএঁ গদা হাথে ধরেঁ। আজি দাপ চূর করেঁা' এবং 'আহ্মা শিশু না দেখিহ' ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে কলি শব্দের 'শূর' অর্থই সঙ্গত মনে হয়। 'সাকল্যে' এবং 'নিশ্চিত' শব্দের মধ্যে অর্থগত সাম্য কতটুকু অথবা আদৌ আছে কি না, সে বিষয়েই সন্দেহ।

(২) **কলি** ও (৩) **কৈলী**—সতীশ বাবুর অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু বীরভূম অঞ্চলে 'কৈল্' শব্দের ব্যবহার আছে বলিয়া আমাদের স্মরণ হয় না।

(৪) **কৌল**—পূর্ব্ববঙ্গের নিশ্চয়ার্থে প্রযুক্ত 'কৈল্' এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন'এ ব্যবহৃত 'কৌল' শব্দ এক বলা যায় না। 'তিঅজ পহর নিশী মোঞ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী' (পৃঃ ৩৩৪); এখানে কৌল শব্দের কি অর্থ হইবে?

(৯) **চলি ভৈল**—মৌলিক অর্থ 'চলিত হইল বা গত হইল', সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ত্তমান idiomএ 'গমন করিল অথবা যাইতে উদ্যত হইল', হইবে না কেন? প্রাচীন পুঁথি হইতে আরও দুইটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল।

কন্যার নিকট হোন্তে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
চলি ভেলা সখীবর পরম নৈরাশ ॥
—দৌলত উজীর-রচিত 'লায়লি-মজনু'।

চলি ভেল সখীবর ত্বরিত গমনে।
মানাইমু কিরূপে ভাবএ মনে মনে ॥— ঐ।

(১৪) **হার মঞ্জরী**—Wilson-কৃত S.-E. Dictionary এবং Apteএর অভিধানে মঞ্জরী অর্থে 'a large pearl'; শব্দকল্পদ্রুম, বাচস্পত্য ও বিশ্বকোষে 'মুক্তা'।

(১৬) **মাগু কিল**—'মাগু' শব্দটি প্রাচীন সাহিত্যেই পাওয়া যায়। অবশ্য উত্তরবঙ্গে 'মাউগ' এবং বাঙ্গালা দেশের বহু স্থানে 'মাগ' শব্দ প্রচলিত। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় মাতৃবাচক পালি মা তু গা ম হইতে বাঙ্গালা 'মাগু' শব্দের উৎপত্তি অনুমান করেন। 'মাগু কিল' অর্থে স্ত্রীর প্রযুক্ত কিল বা তাহার অনুরূপ প্রহার। স্ত্রী কর্ত্তৃক প্রহৃত হওয়া স্বামীর পক্ষে মরণ অপেক্ষা অধিক, আরও কষ্ট—উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করা যায় না। আমরা 'মেগের কিল গোড়ারি খেতে' শুনিয়াছি।

(১৭) **লাগে**—√লাগা বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়। 'হেন বুঝেঁা তোহ্মার কাটিলেঁ লাগে

মাথে' বাক্যে 'লাগে' শব্দের 'জোড়া লাগে' অর্থ কেন হইবে না, বুঝিলাম না। 'যুক্ত হয়' হইতে 'জোড়া লাগে' অর্থও আসিতে পারে। অন্যত্র অন্য অর্থ হইবার আপত্তি কি? সতীশ বাবু বোধ হয়, উদ্ধৃত বাক্যটির 'তোমার মাথা কাটিলে (তবে) উপযুক্ত হয়, এইরূপ বিবেচনা করি' অর্থ করিতে চান।

মাথার ফল—বলা বাহুল্য, মর্ম্মার্থই লিখিত হইয়াছে। সোজাসুজি অর্থ করিতে পারিলে, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অর্থ করিবার প্রয়োজনাভাব।

(২০) **ভাঁগি জুলি ও ছিঁণ্ডি জুলি**—পুঁথি দেখিলাম, 'জুলি'ই আছে। লিপিকারের ভুল হইলেও যখন আমাদের চোখে পড়ে নাই, তখন ত্রুটি আমাদেরই। সতীশ বাবুর ধৃত পাঠই ঠিক। 'জুনী'ও 'জনী' শব্দের টীকা দ্রষ্টব্য (পৃ° ৫৬১, ৫৮৬)।

(২১) **কপোলগণ**—আমাদেরই অনবধানতাবশতঃ পাঠ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। 'কপোল গল'ই হইবে।

(২২) **দশন রসনে**—লিপিকার-প্রমাদ, র'র পেট কাটা স্পষ্ট। 'দশন বসনে' পাঠই সঙ্গত। বাৎস্যায়নের কাম-সূত্রে না থাকিতে পারে, কিন্তু 'রসনা-দংশন' একটা অশ্রুত-পূর্ব্ব ব্যাপার নহে। এই প্রসঙ্গে কলিকাতার বাড়ীপড়ার গল্পটি মনে আসিল।

(২৩) **অথাধিভবতো**—লিপিকার-প্রমাদ হইতে পারে। পুঁথিতে কিন্তু 'অথাধিভ-বতো'ই আছে।

(২৪) **রাধিকাং**—এখানেও পুঁথিতে ঐরূপই আছে।

(২৫) **পাণি ফুটি**—গুড় প্রস্তুত করিবার কালে আগুনের তাপে রস ঘন হইয়া, উহাতে এক প্রকার আবর্ত্তের উদ্ভব হয়, তাহাকে পশ্চিম-রাঢ়ে 'গুড় ফুইট' বলে। প্রবল বন্যার সময় নদী-জলে যে আবর্ত্ত দেখা যায়, তাহাকেও 'বানের ফুইট' বলে। আধ-নৌকা জলের 'জলটুকু' অর্থও সংলগ্ন হয় না। শ্যামদাসের মীনচেতনে—

পানি ফুটি থাকিতে যে নৌকা খেলে জলে।
যুজন কাণ্ডারি হৈলে কি করে উথালে॥

এখানে 'পানি ফুটি'র 'জলটুকু' অর্থ হয় কি ?

(২৬) **গোসাঞি**—শব্দ-সূচীতে একটা অর্থই দেওয়া হইয়াছে। 'প্রভু' হইতে ভগবান্ অর্থ করা সহজ। রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চলে সূর্য্য অর্থে গোসাঞি শব্দের ব্যবহার আছে। 'গোসাঞি সোঁঅরি' ইত্যাদি বাক্যের সূর্য্যকে স্মরণ করিয়া অর্থাৎ (অ)বেলা লক্ষ্য করিয়া ইত্যাদি অর্থ করা যাইতে পারে।

(২৭) **গহন**—'গহন', 'গবন', 'গন' প্রভৃতি শব্দের মূল 'গমন' হইতে পারে। নিম্নে কএকটি উদাহরণ সঙ্কলিত হইল।

অবণাগবণে কাহ্ন বিমন ভইঈলা।—চর্য্যা°, ৭।৪

হনুমান বলে রাম কমললোচন।
তোমার কৃপায় আমার এক দণ্ডের গন॥—কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথি
এমন জানিলে জাইতাও অন্য গনে।
না জানিঞা এই পথে আইলাও গোপীগনে॥
—বৃন্দেশ কবি-রচিত নৌকাখণ্ডের পুঁথি
রাজপুর যাব আমি ভিক্ষার কারণ।
অনাহূত নহি আমি বলে দেহ গন॥—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল

প্রাচ্য হিন্দীতে গমনার্থ 'গবন' শব্দের প্রয়োগ অবিরল। মৈথিল ভাষায় 'গওনা' বা 'গবনা' অর্থে দ্বিরাগমন। এখানে পথ অর্থ ই সংলগ্ন।

(৩০) **অবতার-গণনায় পারম্পর্য্য লইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর সহিত পুরাণের বিরোধ**—সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি অনন্ত হইতে পারে। কিন্তু 'প্রত্যেক প্রলয়ের পরেই আবার অবিকল পূর্ব্বক্রমানুসারে সৃষ্টি-ক্রিয়া ও অবতারাদির উৎপত্তি চলিতে থাকে', এই মত কি সর্ব্ববাদিসম্মত? উহার অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনেক কথাই শুনা যায়। সুতরাং সে সকলের আলোচনা ও সমাধান এখানে একপ্রকার অসম্ভব।

(৩১) **আহ্মেত**—'তোহ্মে ভাগিনা কাহ্নাঞি আহ্মেত মাউলানী' (পৃ° ৭২, ৭৭), এখানে আহ্মেত'র ত কি সংস্কৃত অব্যয় তু'র অর্থ প্রকাশ করে?

পদাবলীর ভাষা—প্রাচীন বাঙ্গালা পদাবলীর ভাষা তৎকালপ্রচলিত ভাষা ভিন্ন কি হইতে পারে? গোবিন্দদাস-প্রমুখ মাত্র কএক জন পদকর্ত্তার ভাষা বিদ্যাপতির অনুকরণ। সমগ্র পদ-সাহিত্যের ভাষা তাহা নহে। সতীশ বাবুও বোধ হয়, তাহাই বলেন। আলঙ্কারিকের ভাষায় বলিতে গেলে, বাঙ্গালা পদ-সাহিত্য একটি প্রকাণ্ড মহীরুহ, আর গোবিন্দদাস প্রভৃতির পদাবলী উহার অঙ্গে সজাতীয় 'পরগাছা'। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস, পদাবলীর ভাষা তথা-কথিত ব্রজবুলি অথবা ঐরূপ একটা কিছু। স্বর্গীয় ভদ্র মহাশয় মহাজন-পদাবলী-সংগ্রহ পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"কবিদ্বয় * ব্রজলীলা বর্ণন করিয়াছেন। হিন্দী সে দেশের ভাষা, সুতরাং কবিতাকে প্রাকৃতিক করিবার জন্য ব্রজবোলী (হিন্দী) ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেক বৈষ্ণব গ্রন্থ-প্রণেতাই এ প্রয়াস পাইয়াছেন।" (পৃ° ২৭) কাব্যবিশারদ-সম্পাদিত বিদ্যাপতির উপক্রমণিকায় লিখিত হইয়াছে,—"বৃন্দাবন বা ব্রজের ভাষা স্বতন্ত্র, হিন্দীর ধাতু শব্দাদিও অন্যরূপ। ব্রজবুলি মৈথিলীরই নামান্তর।" (পৃ° ৮/০) ইহা হইতেও অনুমান করা যায়, পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে দেশের লোকের ধারণা কিরূপ।

চণ্ডীদাসের ভাষার রূপান্তর—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কৃষ্ণকীর্ত্তন'এর পুথি খণ্ডিত, ২২।২৩ খানা পাতা নাই। শেষের দিকেও খানিকটা নাই। ঐ অংশেও চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদের ২।৪টা ছিল না, নিঃসংশয়ে বলা যায় না; হয় ত ছিল। 'দেখিলোঁ প্রথম নিশি' ইত্যাদি পদ চণ্ডীদাসের ভাষার পরিবর্ত্তন দেখাইতে যথেষ্ট নহে কি? ভাত সুসিদ্ধ হইল

কি না, জানিতে হইলে, এক হাঁড়ী ভাতের ২।১টা টিপিয়াই ত বুঝা যায়। যাহা হউক, আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

এক নিঃশ্বাসে আমাদের বক্তব্য শেষ করিতে হইল। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, সতীশ বাবুর কৃত শব্দার্থ ও ব্যাখ্যাদির কতক আমরা সাদরে গ্রহণ করিয়াছি, কিছু করি নাই বা করিতে পারি নাই। কএক স্থলে সন্দেহ জন্মিয়াছে। বাকী সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে হইয়াছে। সতীশ বাবু অনালোচিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া এবং কতিপয় ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীবসন্ত রায়

---

* বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

ভ্রম-সংশোধন—পঞ্চবিংশ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার "স্বতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ-মর্ত্তজার আবির্ভাবকাল" নামক প্রবন্ধের ৯৪ পৃষ্ঠার নবম ছত্রে "১১৪৬ হিজরী" স্থলে "১০৪৬ হিজরী" হইবে এবং ৯৩ পৃষ্ঠার ২২শ ছত্রে "Bibliothica Indica." স্থলে "Bibliotheca Indica." হইবে। এই ভ্রম প্রদর্শন জন্য প্রবন্ধ-লেখক আমাদের ধন্যবাদভাজন।

পত্রিকাধ্যক্ষ।

চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণের পরিশিষ্ট

শাখা-পরিষদের কার্য্য-বিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—বরিশাল-শাখা।

ষষ্ঠ বর্ষের কার্য্যবিবরণ

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, বি এল---সভাপতি

" দেবকুমার রায় চৌধুরী——সম্পাদক

এই শাখার বৎসর শ্রাবণ মাসে আরম্ভ হইত। মূল-পরিষদের ব্যবস্থানুসারে বৈশাখ মাসে বৎসরারম্ভের নিয়ম হওয়ায় এবং ১৩২৩ সালের অধিবেশন-সংখ্যার অল্পতাবশতঃ এইরূপ অবধারিত হয় যে, ১৩২৩ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩২৪ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত ষষ্ঠ বর্ষ গণ্য হইবে। তদনুসারে এই বৎসরে সপ্তম বর্ষ আরম্ভ হইল।

এই বৎসর মোট ১২টি অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীযুত পরেশচরণ চট্টোপাধ্যায় বি ই মহাশয়-লিখিত "আত্মানুভূতি" ১ম ও ২য় অংশ, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন বি এ মহাশয়-লিখিত "বিভক্তির প্রকৃতি", "সাহিত্যিক যৎকিঞ্চিৎ" ১ম ও ২য় অংশ, "সাহিত্যে অস্পষ্টতা", "বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ব", শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, বি এল মহাশয়-লিখিত "নৃত্যকলা", শ্রীযুক্ত শশিকান্ত সেন বি এ-লিখিত "চীন ও প্রাচ্য এসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার", শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত এম এ, বি এল-লিখিত "বঙ্গ-সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত" ও "কাব্য সমালোচনায় আমিত্ব", শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহা বি এল-লিখিত "কালগণনা" প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। এই শাখা-পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের রায় বাহাদুর উপাধি ও শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রায়সাহেব উপাধি লাভে আনন্দ প্রকাশ করা হয়। ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

এ বৎসর চারি জন ছাত্র-সভ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। আশা করি, তাঁহাদের দ্বারা পরিষদের অনেক কাজ হইবে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক ছাত্র-সভ্য পাওয়া যাইবে।

গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিলে এ বৎসর কিছুই আদায় হয় নাই। এই দুঃসময়ে সে জন্য চেষ্টাও করা হয় নাই।

শ্রীপরেশনাথ সেন
সহযোগী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—ত্রিপুরা-শাখা

৬ষ্ঠ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী

আলোচ্য বর্ষে দুইটি অধিবেশন হয়। ইহাতে এই দুইটি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছে,—

১। ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্য—শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাস বিদ্যার্ণব।

২। প্রাচীন কবি ভবানীদাস ও নরপতি জয়চন্দ্র—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দত্ত।

গত বৎসর সভ্যসংখ্যা ১০৪ ছিল। বর্ত্তমান বর্ষের তিন জন নূতন সদস্য লইয়া মোট সদস্য-সংখ্যা ১০৭ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৺গঙ্গাকাশী চৌধুরী মহাশয় পরলোকগমন করাতে পরিষৎ একজন শিক্ষানুরাগী সদস্য হারাইয়াছেন। উপস্থিত সভ্য-সংখ্যা ১০৬। আলোচ্য বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইয়াছেন ;—

মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা বাহাদুর— সভাপতি.

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" বিজদাস দত্ত } সহকারী সভাপতি

শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত
" উপেন্দ্রচন্দ্র রাহা
" বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত } সহকারী সম্পাদক

এতদ্ব্যতীত ৫ জন সদস্যকে লইয়া পুথি সংগ্রহের জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এ বৎসর ১০ খানা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। বর্ষ-শেষে পুস্তক-সংখ্যা মোট—৯৫।

প্রস্তর-মূর্ত্তি

বর্ত্তমান বর্ষে একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা একটি অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি।

পিত্তল-মূর্ত্তি

এ বৎসর একটি পিত্তল-নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি দেখিতে বড়ই সুন্দর ও কারুকার্য্য-খচিত। হস্তিপৃষ্ঠে সিংহ এই মূর্ত্তির বাহন। মূর্ত্তির পশ্চাতে টাকা আকারের দুইটি বৃত্তমধ্যে কিছু লেখা আছে, কিন্তু তাহা এত অস্পষ্ট যে, কখনও পড়া যাইবে কি না, সন্দেহ। মূর্ত্তিটি ঢাকা মিউজিয়ামে পাঠান গিয়াছে।

অধিকাংশ টাকাই বার্ষিক অধিবেশনের সময় আদায় হয়। এ জন্য আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব দেওয়া গেল না।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—ভাগলপুর-শাখা

১৩২৪ সালের কার্য্য-বিবরণ

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষৎ একাদশ বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে পুস্তকাগার সম্পর্কে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই স্থানে বিবৃত করা উচিত মনে করি। শাখা-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার লিখিত পুস্তক "দেবদাসের" আয় সাহিত্যের উন্নতিকল্পে শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে তাঁহার বিবেচনা-মত আয়ের সমস্ত বা কোন অংশ অত্রস্থ শাখা-পরিষৎ ও তৎসংশ্লিষ্ট পুস্তকালয়ের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। গত বৎসর এই টাকা হইতে কিছু পুস্তক ও মাসিকপত্রাদি খরিদ করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরে মাত্র তিনটি মাসিক অধিবেশন হয় ;—

	লেখক	বিষয়
১।	শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র এম এ	বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণ
২।	" মেঘেন্দ্রলাল রায় বি এ	সাহজাহান
৩।	" গিরিজাভূষণ মিত্র এম এ	কবি প্রমথনাথ ও তদানীন্তন নাট্যমঞ্চ

৺সারদাচরণ মিত্র এবং ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দ্বয়ের মৃত্যুতে শোক-সভা হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ এখনো ভাগলপুর ইন্‌ষ্টিটিউটের আশ্রয়ে রহিয়াছে। স্বতন্ত্র গৃহ-নির্ম্মাণের কোন ব্যবস্থাই এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই। গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে ১৫০৲ টাকা মাত্র জমা আছে।

পরিশেষে আমরা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষগণকে ও শাখা-পরিষদের অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—মীরাট-শাখা

তৃতীয় বর্ষের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ

বিগত ২৫শে নভেম্বর মীরাটস্থ শ্রীশ্রী৺দুর্গাদেবীর মন্দির-বাটীতে মীরাট শাখা-পরিষদের ২য় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এ মহাশয় সভাপতির আসন

গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ তৃতীয় বর্ষের জন্ম কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এ	সভাপতি।
" গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ	সহকারী সভাপতি।
" হরিচরণ মুখোপাধ্যায় এম এ	সহকারী সভাপতি।
" নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এফ আর এস এল, (লণ্ডন)	সহকারী সভাপতি।
" অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যারত্ন, সাহিত্যভূষণ, তত্বনিধি—সম্পাদক	
" কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় বি এ	সহকারী সম্পাদক।
" নিত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় এম এসসি, এল এল বি	সহকারী সম্পাদক।
" সারদারঞ্জন দত্ত গুপ্ত বিদ্যারত্ন, বি এ	সহকারী সম্পাদক।
" নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ	সহকারী সম্পাদক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। উক্ত অভিভাষণে মীরাটের পুরাতত্ত্ববিষয়ক অনেক সারগর্ভ কথার অবতারণা করেন। মীরাট নামের উৎপত্তি, প্রাচীন কালে মুসলমান-রাজত্বের সময় মীরাটের ইতিবৃত্ত, মিরাটবাসীদিগের আচার-ব্যবহার, মুসলমানদিগের পুরাতন মস্জিদ (মকবারা) ও হিন্দুদিগের প্রাচীন দেবমন্দির ও মীরাটের পার্শ্ববর্ত্তী হস্তিনাপুর, পরীক্ষিৎগড় প্রভৃতি স্থানসমূহের পুরাকাহিনী, প্রবাসী বাঙ্গালীর পুরাকীর্ত্তি, "সারধানার" সমরু-বেগমের গির্জ্জা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করেন। তিনি উক্ত অভিভাষণে মীরাট ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের প্রাণি-বৃত্তান্তেরও আলোচনা করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে মীরাট-শাখা-পরিষদের বিগত সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল,—

প্রথম অধিবেশন, ২৫শে নভেম্বর, ১৯১৭।

১। "মহামান্য ভারতসচিব মিঃ মণ্টাগো সাহেবের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে" (কবিতা)। লেখক—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়।

২। "বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও গঠন"—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯১৮।

১। "ভগবানের ব্রজবিলাস" কবিতা,—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়।

২। "আমাদের অবনতির কারণ"—শ্রীযুক্ত রাজকিশোর রায়।

তৃতীয় অধিবেশন, ৩রা মার্চ্চ, ১৯১৮।

শ্রীযুক্ত কালীপদ বসু বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে তিনি শাখা-পরিষদের সহকারী সভাপতি অধ্যাপক ৺হরিচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের অকালে পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "অধ্যাপক ৺হরিচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তৎপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ, এফ্ আর এস্ এল (লণ্ডন) মহাশয় "৺হরিচরণ মুখোপাধ্যায়" শীর্ষক একটি আলোচনাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে প্রথমতঃ ৺হরিচরণ বাবুর বাল্যজীবন, বংশ-পরিচয়, ছাত্রজীবনের পরিচয় প্রদান করিয়া মীরাট কলেজে তাঁহার অধ্যাপনা-কার্য্যের বিশেষ বিবরণ প্রদান করেন। অতঃপর অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার কন্যা সুলেখিকা শ্রীমতী বীণাপাণি রায়-রচিত "মহাপ্রয়াণ" শীর্ষক কবিতা দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করেন। তৎপরে মীরাট কলেজের বি এস্ সি শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত টি, এন মাথুর "A tribute to Genius" শীর্ষক একটি ইংরাজী কবিতা পাঠ করিয়া অধ্যাপক হরিচরণ বাবুর মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করেন। অতঃপর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় প্রস্তাব করেন যে—

১। মৃত মহাত্মার আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা হউক।

২। মূল-পরিষৎকে অধ্যাপক ৺হরিচরণ বাবুর অকাল-মৃত্যু-সংবাদ জ্ঞাপন করা হউক।

প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত ও গৃহীত হইল।

৪র্থ অধিবেশন, ২৪শে মার্চ্চ, ১৯১৮

আলোচ্য বিষয়—"সৃষ্টি-রহস্য"—শ্রীযুক্ত সারদারঞ্জন দত্ত গুপ্ত।

"প্রতাপের মৃত্যু-শয্যা" কবিতা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীললিতমোহন রায়

সহকারী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—গৌহাটী-শাখা

১৩২৪ সালের কার্য্য-বিবরণ

৮ম বার্ষিক, ৭ম অধিবেশন, ২৯শে আষাঢ়, ১৩২৪।—উচ্চশিক্ষায় কি ভাবে বঙ্গভাষা প্রচলিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক আলোচনা।

৮ম বার্ষিক, ১ম বিশেষ অধিবেশন, ১৮ই শ্রাবণ, ১৩২৪।—"বঙ্গভাষার ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা—বক্তা—বিক্রমপুরের ইতিহাস-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

৮ম বার্ষিক, ৮ম অধিবেশন, ১লা ভাদ্র, ১৩২৪।—১। প্রবন্ধ—"অণু ও পরমাণু" (২য় প্রস্তাব), লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। ২। প্রবন্ধ—"উপনিষদে উপাসনাতত্ত্ব", লেখক—শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ।

৯ম বার্ষিক, ১ম অধিবেশন, ২৯শে ভাদ্র, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"কামাখ্যামন্দির", লেখক—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী ই, এ, সি। ২। প্রবন্ধ—"আলোয়ালের পদ্মাবতী", লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

৯ম বার্ষিক, ২য় অধিবেশন, ২০শে আশ্বিন, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"তন্ত্রে অদ্বৈতবাদ", লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ২। "পঞ্জিকা-গণনা", লেখক—শ্রীযুক্ত সিদ্ধিনাথ শর্ম্মা বি এস্ সি। ৩। "ঋগ্বেদে সোম ও চন্দ্র", লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ।

১ম বিশেষ অধিবেশন, ৩১শে আশ্বিন, ১৩২৪। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী বেদান্ততীর্থ, এম্ এ মহাশয়ের শ্রীহট্ট গমনোপলক্ষে বিদায়-অভিনন্দন প্রদান। এই সভায় "বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রবর্ত্তনের উপায়" শীর্ষক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য 'বনমালী রৌপ্যপদক' ঘোষণা করা হয়।

৯ম বার্ষিক, ৩য় অধিবেশন, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"অণু ও পরমাণু" (৩য় প্রস্তাব), লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।

৯ম বার্ষিক, ৪র্থ অধিবেশন, ৭ই পৌষ, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"বৈদিক কল্পবাদ", লেখক—শ্রীসারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বি টি (সম্পাদক)। ২। প্রবন্ধ—"ভবানীদাসের রাধা-বিলাস", লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ। ৩। প্রবন্ধ—"স্বপ্ন ও জাগরণ", লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এ।

২য় বিশেষ অধিবেশন, ২৩শে পৌষ, ১৩২৪। "The Industrial Possibilities of Assam",—A lecture by Rai Saheb Aghore Nath Adhikari, Superintendent, Silchar Training School.

৯ম বার্ষিক, ৫ম অধিবেশন, ২৫শে ফাল্গুন, ১৩২৪। ১। প্রবন্ধ—"আউনাগা" (প্রথমাংশ), লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এল্ এম্ এস্। ২। প্রবন্ধ—"ইংরেজ-রাজত্বের প্রাক্কালে আমাদের শিক্ষা ও বাণিজ্য," লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩। প্রদর্শন—"কামরূপে এনামেলের কাজ," প্রদর্শক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদক)।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন, ৫ই চৈত্র, ১৩২৪। মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা।

৬ষ্ঠ অধিবেশন, ৭ই বৈশাখ, ১৩২৫। ১। প্রবন্ধ—"ঔরঙ্গজেবের পত্র", লেখক—শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সান্যাল। ২। প্রবন্ধ—"আউনাগা" (শেষাংশ)—লেখক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

শ্রীসারদাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—চট্টগ্রাম-শাখা

১৩২৪ বঙ্গাব্দের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে বাঙ্গালী পল্টন, গরীবের খাদ্য, পরিষৎ-প্রসঙ্গ বা খাঁটী কথা, আয়ুর্ব্বেদে বৈজ্ঞানিক আদর্শ, সংক্রামক ব্যাধি, সাতকানিয়ার সাহিত্যিকের সাভিমান স্মৃতি, কামনা, দুঃখবন্ধু শীর্ষক প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হইয়াছে এবং পঠিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনাও হইয়াছে। এই বৎসরে পরিষদের সাতটি বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিভাগীয় কমিশনার মিঃ কে, সি, দে মহোদয়ের উদ্যোগে স্থানীয় সাহিত্য-পরিষৎ লাট সাহেব বাহাদুরকে একটি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পরিষদের হিতকামী সদস্য শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত কবিরঞ্জন মহাশয় উক্ত অভিনন্দন-পত্রের রৌপ্যাধারের ব্যয় স্বয়ং বহন করিয়াছিলেন। প্রবীণ সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে এবং বিজয়কৃষ্ণ সাহিত্যশাস্ত্রীর অকাল-বিয়োগে পরিষদের সদস্যগণ শোকপ্রকাশ প্রস্তাব পরিগ্রহণ করিয়াছেন। পরিষৎ মন্দিরে রায় শরচ্চন্দ্র দাস সি আই ই বাহাদুরের প্রতিকৃতির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মহাকবি নবীনচন্দ্রের স্মৃতি-সভার যথারীতি অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়কে পরিষদের সদস্যগণ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

চট্টলের স্থানে স্থানে পল্লী-পরিষৎ, পুস্তকাগার ও সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইতেছি। ফটিকছড়ী সাহিত্য-সভায় পরিষৎ-সভাপতি শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়কে এবং মধুরখিল সাহিত্য-সভায় এই অযোগ্য সম্পাদককে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করায় স্থানীয় পরিষদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। পল্লী-সাহিত্য-সভার সহিত সাহিত্য-পরিষদের সংযোগ স্থাপনের আবশ্যকতা প্রমাণিত হইয়াছে।

সাতকানিয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-গৃহে চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ খাস্তগির এম্ এ, বি এল মহাশয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং উৎসাহী উকীল শ্রীযুক্ত জগবন্ধু চৌধুরী মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের সভাপতি—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্। সহকারী সভাপতি—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মিত্র এম্ এ। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ খাস্তগির এম্ এ, বি এল্। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রমোদাকুমার বিশ্বাস পি এইচ ডি।

শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—নদীয়া-শাখা

১৩২৪ বঙ্গাব্দ

পৃষ্ঠপোষক—মিঃ এস্, সি, মুখার্জ্জি, আই সি এস, ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্, নদীয়া। মিঃ আর, এন, গিলক্রষ্ট, এম্ এ, প্রিন্সিপাল, কৃষ্ণনগর কলেজ। সভাপতি—নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর। সহকারী সভাপতি—রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বি এ, বিদ্যাবিনোদ, কাব্যকণ্ঠ। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্। সহকারী সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, বি ই, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার। ধনাধ্যক্ষ—জমীদার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বর্ত্তমান বর্ষে ১৯২ জন ব্যক্তি পরিষদের সাধারণ সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ১১টি মাসিক অধিবেশন, তিনটি কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন এবং ৩টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

১ম বিশেষ অধিবেশন, ১৬ই বৈশাখ। আলোচ্য বিষয়—৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম এ, বি এল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ।

১৭ই বৈশাখ, ১ম মাসিক অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। "১৩২৩ সালের কার্য্যবিবরণী এবং হিসাবাদি প্রকাশ"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ২। "ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের উপদেশপূর্ণ পত্র-পাঠ।"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ৩। "নববর্ষ"—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন-গুপ্ত বি ই। ৪। "প্রাচীন ও মধ্য যুগের আদর্শ নগর"—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। "পরিষৎ-শাখার নিয়মাবলী প্রকাশ"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ২। "একটি মকদ্দমার রায়—চলতি ভাষা বনাম সাধুভাষা"— শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন। ৩। "জগৎ-জ্ঞান"—কবিরাজ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, বিশেষ অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—পরিষদের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যবি এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের রাজকীয় কার্য্যে লাহোর গমন উপলক্ষে ১। "বিদায় কবিতা"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন। ২। "বিদায় প্রবন্ধ"—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি এ। ৩। "বিদায় কবিতা"—(সংস্কৃত) শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ শাস্ত্রী। ৪। সঙ্গীত"—"শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি ই।

২৯শে আষাঢ়, তৃতীয় অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ৺হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ। ২। "শোকোচ্ছ্বাস কবিতা"—শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন।

২৫শে শ্রাবণ, চতুর্থ মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। "প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে

জনশিক্ষা"—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার বি এ। ২। "আয়ুর্ব্বেদ পতন"—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ শাস্ত্রী। ৩। "বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের আলোচনা"—শ্রীললিতমোহন ইন্দ্র বি এল্।

২৯শে ভাদ্র, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত গুপ্ত এম এ মহাশয়ের ইংরেজিতে লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ—"ছাত্রদিগের স্বাস্থ্যনিবাস"—শ্রীপ্রফুল্ল-কুমার সরকার বি এ ও শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। ২। "মুসলমান আমলে ভারতে সভ্যতা"—মৌলবী শ্রীআকবরুদ্দীন বি এ।

২৩শে আশ্বিন, বিশেষ অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—১। সাহিত্যাচার্য্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ—প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন। ২। বক্তৃতা—রায় শ্রীবিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর। অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। ৩। শোকসন্তপ্ত শ্রীঅজয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকট শোকলিপি প্রেরণ করা হয়।

উক্ত তারিখ ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন হয়। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে আই সি এস, ডিষ্ট্রিক্ট জজ সাহেব মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয়—১। "নদীয়ার উটজ শিল্প"—শ্রীমান্ শিবচন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক অনূদিত শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সরকার বি এ ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সরকার বি এ দ্বারা লিখিত। ২। "বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগের বঙ্গীয় সভ্যতা"—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি ই।

২৯শে অগ্রহায়ণ, অষ্টম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। "বঙ্গসাহিত্য ও মুসলমান"—মৌলবী শ্রীআজিজুল হক বি এল্।

২৯শে পৌষ, নবম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। "জীবনের মহত্ব"—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ, কবিরঞ্জন।

২৭শে মাঘ, দশম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। "কান্না"—শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল্। ২। "মেঘনাদ-বধ কাব্যে সীতা ও সরমা"—রায় শ্রীদীননাথ সান্ন্যাল বি এ, এম বি। ৩। "বর্ণমালা-সংস্কার"—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি ই।

২৯শে চৈত্র, একাদশ ও দ্বাদশ মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—১। "মেঘনাদ-বধ কাব্যের ছন্দ ও ভাষা"—রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্ন্যাল বি এ, এম বি। ২। "বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র"—শ্রীহরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রদর্শন—গৌড়ের অনেকগুলি বিচিত্র নক্সা ও এনামেল-করা প্রাচীন ইষ্টক। সংগ্রাহক—মৌলবী শ্রীআজিজুল হক বি এল।

উল্লেখযোগ্য বিষয়।—আলোচ্য বর্ষে আমরা কয়েক জন সহায়ক সদস্যকে হারাইয়া বিশেষ উৎসাহহীন হইয়াছিলাম। ভগবৎকৃপায় নবাগত কয়েক জন সাহিত্য-বন্ধু আমাদের সহায়ক-সদস্যের পদ গ্রহণ করিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পরিষৎ-শাখাকে অনেকগুলি পুস্তক প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন। এ জন্য শাখা-পরিষৎ কৃতজ্ঞ। পরিষদের লাইব্রেরীর জন্য নদীয়ার অনেক হিতৈষী সাহিত্যিকের নিকট আমরা আমাদের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য জানাইয়াছিলাম। আশানুরূপ অর্থের অভাববশতঃ

আমরা পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। কৃষ্ণনগর "রামগোপাল টাউন হলে" পরিষদের অধিবেশনের কার্য্যাদি হইয়া থাকে এবং কৃষ্ণনগর, মদনমোহন কটেজে সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় স্থাপিত রহিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে আয়—৭৯৲, ব্যয়—১১।৶১০, উদ্বৃত্ত রহিয়াছে—৬৩॥/১০।

শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন
সহকারী সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা ও সারস্বত সম্মিলন

১৩২৪ বঙ্গাব্দের কার্য্যবিবরণ

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে কয়েক জন ছাত্রের উদ্যোগে সারস্বত সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ২০শে জুন ১৯১৭ তারিখে সারস্বত সম্মিলন গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইনানুযায়ী রেজেষ্টী করিয়া লওয়া হইয়াছে।

সারস্বত সম্মিলনের উদ্দেশ্যের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যের কতকটা সৌসাদৃশ্য থাকায় এবং উহার উন্নত প্রণালীর কার্য্যাবলী দেখিয়া সম্মিলন সাহিত্য-পরিষদের শাখারূপে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হয়। পরিষৎ-কর্তৃপক্ষ সারস্বত-সম্মিলনের পত্রানুসারে তাঁহাদের ২৩শে মাঘ, ১৩২৪ তারিখের ১০২৬।২৪ সংখ্যক পত্রে সম্মিলনকে হুগলী জেলার শাখা-সভা বলিয়া গ্রহণ করেন এবং নিম্নলিখিতরূপে ইহাকে নাম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা ও সারস্বত সম্মিলন।"

সদস্য

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ ও সারস্বত সম্মিলনের ১৩২৪ বঙ্গাব্দের সদস্য-সংখ্যা ৩৫ জন। ইহার মধ্যে সাধারণ সদস্য ৩৩ জন, পৃষ্ঠপোষক সদস্য ১ জন এবং সহায়ক-সদস্য ১ জন।

সম্মিলনের আর্থিক অবস্থা উন্নত না হওয়াতে ইহার আভ্যন্তরিক কার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত কোন বেতনভোগী কর্ম্মচারী নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণের উপরই ইহার সকল কার্য্যের ভার ন্যস্ত আছে। নিম্নলিখিত সভ্যগণ কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য আছেন,—১। শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, সভাপতি। ২। শ্রীহরিহর মুখোপাধ্যায়, সহকারী সভাপতি। ৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ঐ। ৪। শ্রীশৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। ৫। শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, ৬। শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এস্ সি, ৭। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, ৮। শ্রীশশিভূষণ ঘোষ, ৯। শ্রীজহরলাল বসু বি এল, কাব্যতীর্থ।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে সম্মিলনের সর্ব্বসমেত ৩০টি অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার মধ্যে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন—১৪টি, ১৫টি সাধারণ ও ১টি বিশেষ অধিবেশন হয়। নিম্নে

সাধারণ অধিবেশনগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই সভা শাখা-পরিষৎরূপে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে ১২টি ও পরে ৩টি অধিবেশন হয়।

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
প্রথম অধিবেশন, ৯ই বৈশাখ, ১৩২৪	৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "কপালকুণ্ডলা"-চরিত্র	শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এস্ সি „ জহরলাল মুখোপাধ্যায়
দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	"দ্বিজেন্দ্রলাল" "সমস্যা ও সমাধান"	„ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় „ হরিহর মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় অধিবেশন, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	সারস্বত-সম্মিলনের নিয়মাবলীর পরিবর্দ্ধন ও সংস্কার এবং ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইন অনুযায়ী সম্মিলন রেজেষ্ট্রী করন।	[সম্পাদক]
সারস্বত-সম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন ৩১শে আষাঢ়, ১৩২৪	সারস্বত-সম্মিলন ও ইহার বিভিন্ন বিভাগের অষ্টম বর্ষের (১৯১৬-১৭) কার্য্য-বিবরণী ও আয়-ব্যয়ের তালিকা।	[মুদ্রিত হইয়া সাধারণ্যে প্রকাশিত হইল।]
চতুর্থ অধিবেশন, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩২৪	"বঙ্গ-সাহিত্যে ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
পঞ্চম অধিবেশন, ১০ই আশ্বিন, ১৩২৪	সারস্বত-সম্মিলনের ত্রৈমাসিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও আলোচনা	[সম্পাদক]
ষষ্ঠ অধিবেশন, ২৮শে আশ্বিন, ১৩২৪	সাহিত্যাচার্য্য ৺ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ ও সাহিত্যরথী ৺ সারদাচরণ মিত্রের স্মৃতিসভা।	[মৃত মহাত্মা দুই জনেই হুগলী জেলার অধিবাসী। তাঁহাদের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহাদের পরিজনবর্গকে সম্মিলনের পক্ষ হইতে সহানুভূতি জ্ঞাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়]
সপ্তম অধিবেশন, ৮ই পৌষ, ১৩২৪	"বিমলা-চরিত্র" (দুর্গেশনন্দিনী)	শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি-এল, কাব্যতীর্থ

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
অষ্টম অধিবেশন, ১৫ই পৌষ, ১৩২৪	(১) ত্রৈমাসিক কার্য্য-বিবরণী পাঠ ও আলোচনা।	[সম্পাদক]
	(২) সারস্বত-সম্মিলনকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা গঠন-প্রস্তাব।	"
	(৩) সারস্বত-সম্মিলনে চিত্রশালা স্থাপন।	"
	(৪) ২৪শটি প্রাচীন ও বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রা (রৌপ্য, তাম্র ও পিত্তল) প্রদর্শন।	[প্রদর্শক—শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়]
"ছাত্র-ভাণ্ডারে"র তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন, ১৭ই পৌষ, ১৩২৪	দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্য-বিবরণী ও আয়-ব্যয়ের তালিকা প্রকাশ।	["ছাত্র-ভাণ্ডার" সারস্বত সম্মিলনের একটি বিশিষ্ট তহবিল। ইহাতে সংগৃহীত অর্থে দরিদ্র ছাত্রদের বিদ্যালয়ের বেতন ও পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা হইয়া থাকে।]
"ভূষণচন্দ্র স্মৃতি-বাসর" ১২ই মাঘ, ১৩২৪	সারস্বত সম্মিলন ও ভূষণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভূতপূর্ব্ব সভাপতি)	শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
নবম অধিবেশন, (পূর্ণিমা-মিলন।) ১৪ই মাঘ, ১৩২৪	"আয়েষা"-চরিত্র (দুর্গেশনন্দিনী)	শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দত্ত চৌধুরী
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখার উদ্বোধন অধিবেশন, ৩রা ফাল্গুন, ১৩২৪	১। সম্পাদকীয় নিবেদন	[সম্পাদক]
	২। মনুর সময়ে যুদ্ধনীতি	শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি এল, কাব্যতীর্থ
	৩। আবৃত্তি-পরিচয় প্রতিযোগিতা বিষয়— (ক) "বসন্তের কোকিল" ১।২ প্যারা বঙ্কিমচন্দ্র (খ) "দুই বিঘা জমি"—রবীন্দ্রনাথ (গ) "শরৎ"—ঐ (ঘ) "গঙ্গাস্তোত্রম্"—শঙ্করাচার্য্য	[মূল-পরিষৎ হইতে উদ্বোধন-অধিবেশনে কলিকাতায় দুই জন প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী যোগদান করিয়াছিলেন।]

অধিবেশনের নাম ও তারিখ	আলোচ্য বিষয়	প্রবন্ধ-লেখক
দশম অধিবেশন, ১৯শে ফাল্গুন, ১৩২৪	"আবৃত্তি-পরিচয়" পুরস্কার বিতরণ।	পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রগণ,— ১। শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ২। " সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ৩। " কালিদাস মুখোপাধ্যায় ৪। " গৌরীশঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় ৫। " রুক্মিণীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬। শ্রীমতী রাণীবালা দেবী
একাদশ অধিবেশন, ১৭ই চৈত্র, ১৩২৪	১। ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণী পাঠ	[সম্পাদক]
	২। দুইটি বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রা প্রদর্শন (১টি রৌপ্য ও অন্যটি তাম্র)।	[প্রদর্শক—শ্রীশৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়]

পুস্তকালয়

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ ও সারস্বত-সম্মিলন পুস্তকালয়ে ৩১শে চৈত্র, ১৩২৪ পর্য্যন্ত সংগৃহীত পুস্তকের মোট সংখ্যা ১১৬৮। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা ৯১২ ও ইংরাজী ২৫৬ খানি।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকালয়ে পুস্তক উপহার প্রদান করিয়া ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন,—শ্রীআশুতোষ দত্ত বি এস্‌সি, শ্রীশৈলভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীললিত-মোহন রায় চৌধুরী, শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (লক্ষ্মীনিবাস, কলিকাতা), বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির আনুমানিক মূল্য ১০০৲ টাকা হইবে।

নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রগুলি পুস্তকালয়ের জন্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে,—

(১) ভারতবর্ষ, (২) মানসী ও মর্ম্মবাণী, (৩) প্রবাসী, (৪) সবুজপত্র, (৫) ব্রহ্মবিদ্যা, (৬) অর্চ্চনা, (৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (৮) দর্শক।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে মোট আয় ২৯৪৸৵১০ টাকা এবং ব্যয় ২৯০।৶১৫ টাকা বাদে ৪।৵১৫ টাকা উদ্বৃত্ত আছে।

সম্মিলনের নিজস্ব গৃহ না থাকাতে ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থান করিতে হইতেছে। বাটী ভাড়া হিসাবে মাসিক ৭৲ টাকা এবং ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ২৷৹ টাকা প্রদান করিতে

বিগত বর্ষে সম্মিলন-মন্দির সংস্কার করিতে যাইয়া ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ২৬৬/০ টাকা ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে। এখনও ২৫৲ টাকা ঋণ বাকী রহিল। মন্দির সংস্কারের জন্য যে টাকা ঋণ লইয়া অগ্রিম ব্যয় করা হইয়াছে, অধিবাসিবর্গ উহার জন্য মাসিক ভাড়া হইতে এক টাকা করিয়া প্রদান করিতেছেন। বক্রী ঋণ বর্ত্তমান বর্ষে (১৩২৫ বঙ্গাব্দে) পরিশোধ হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২৪
সারস্বত-সম্মিলন-মন্দির,
১১৮ গ্রাণ্ড্ট্রাঙ্ক রোড, উত্তরপাড়া।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

গণিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতির * সভ্যগণ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (সভাপতি), ডাঃ শ্রীশ্যামাদাস মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ্ ডি, রায় শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু বাহাদুর এম্ এ, ডাঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মল্লিক এম্ সি ডি, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, ব্যারিষ্টার, শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ এম্ এ, ব্যারিষ্টার, শ্রীসত্যানন্দ বসু এম্ এ, বি এল্, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীনিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ, † শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীব্রজকিশোর রায় চৌধুরী এম্ এ, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, মিঃ ডি এন্ মিত্র বি এস সি, এল্ এল্ বি, পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ, শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ এম্ এ, শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীসত্যানন্দ বসু এম্ এ, বি এল্, শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এম্ এ, ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পি এচ্ ডি, শ্রীসুকুমার রায় চৌধুরী বি এস্ সি, শ্রীসীতেশচন্দ্র কর এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম্ এ, শ্রীমেঘনাদ সাহা এম্ এস্ সি, শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার এম্ এ, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীশ্রীশচন্দ্র সেন এম্ এ, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ‡ শ্রীহেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ (সম্পাদক)।

বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা দান সম্বন্ধে সদস্যগণের মতামত আলোচনার জন্য গঠিত শাখা-সমিতির মন্তব্য

যে বিষয়ের আলোচনার জন্য এই শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহা সাহিত্য-পরিষৎ-

---

* বর্ত্তমান বর্ষে এই সমিতির নাম 'গণিত-সমিতি' হইয়াছে।

† বর্ত্তমান বর্ষে এই সভ্য পরলোকগত হইয়াছেন।

‡ বর্ত্তমান বর্ষে ইনি এই সমিতির সভাপদ গ্রহণ করিয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়ের বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্রে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহা সংক্ষেপে এই—

"উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কোন প্রকার ক্ষতি না হয়, অথচ বঙ্গভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা যাহাতে রীতিমত হয় এবং ক্রমে ক্রমে যাহাতে বঙ্গভাষা পুষ্টি লাভ করিয়া পরিণামে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা প্রদানের উপযোগী হইতে পারে, ইহার জন্য আমাদের বর্ত্তমানে কি কর্ত্তব্য।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নটি পরিষদের সদস্যগণ এবং শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নিকট পাঠাইয়া তদ্বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত জানিবার জন্য পত্র লেখায়, যে সমস্ত মহোদয়গণ সম্পাদকের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ মন্তব্য পাঠাইয়াছেন, তাহা আলোচনার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। শাখা-সমিতি উহা আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

১। এই প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে প্রথমেই অবশ্য দেখা কর্ত্তব্য, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি করিতে গিয়া বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষার কোনরূপ অবনতি না হয়। কেন না, এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে, শিক্ষা বিষয়ে বঙ্গভাষার উন্নতি ইংরাজী শিক্ষার বাধাজনক হইতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ইংরাজীতে লাভ করা যাইতেছে ও যাইতে পারে, সে সকল শিক্ষা সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বাধা হইতে পারে। কিন্তু এ আশঙ্কা অমূলক। যেহেতু ইংরেজী ভাষা শিক্ষার খর্ব্বতা করা উপস্থিত প্রস্তাবের একেবারেই অন্তর্গত নহে। ইংরেজী ভাষা এবং ইংরেজী সাহিত্যাদি শিক্ষা কেবল আমাদের বৈষয়িক নিত্যকর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্য প্রয়োজনীয় নহে। অধিকন্তু ইংরেজী ভাষা জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। বর্ত্তমান প্রস্তাব কেবল ইহাই চাহে যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উচ্চশিক্ষা বাঙ্গালা ভাষাতেই দেওয়া হউক। তাহাতে কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে, সকল বিষয়েই ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা করিলে, সে ভাষা যে প্রকার আয়ত্ত হয়, অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিয়া, কেবল সাহিত্য হিসাবে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দিলে সেরূপ না হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, বাঙ্গালীকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বাঙ্গালা ভাষাতে শিক্ষা দিলে ঐ ঐ বিষয় অল্প আয়াসে ও অল্প সময়ে শিক্ষা লাভ করিবে এবং তাহাতে যে শ্রম ও সময়ের লাঘব হইবে, তাহা শিক্ষার্থীর ইংরেজী ভাষা শিক্ষার জন্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

২। এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষাতে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া কত দূর সম্ভবপর এবং অদূর ভবিষ্যতে সেই প্রণালীর প্রসার কত দূর ও কি উপায়ে বিস্তার করা যাইতে পারে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, কি নিম্ন, কি উচ্চ, সকল প্রকার শিক্ষাই যত দূর সাধ্য, শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলেই বিষয় শিক্ষার আয়াসের

হৃদয়ঙ্গম হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় বর্ত্তমান কালে পাওয়া যায় কি না, ইহা বিবেচ্য। যত দূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইহা নিঃসংশয়রূপে নির্দ্দেশ করা যায় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বলবিজ্ঞান প্রভৃতি অর্থাৎ ইংরেজী সাহিত্য ভিন্ন আর সকল বিষয়েই বাঙ্গালা ভাষাতে আবশ্যকীয় গ্রন্থের কোনও অভাব নাই এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়ার পর ভাষা-বিভ্রাটের আর কোনও আশঙ্কা নাই। যেহেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা এক প্রকার বলা যাইতে পারে। মধ্য (Intermediate) পরীক্ষাতেও অধিকাংশ বিষয়েই আবশ্যকীয় গ্রন্থের অভাব নাই। আর যে যে বিষয়ের গ্রন্থের অভাব আছে, তত্তদ্‌বিষয়ের গ্রন্থের অভাব সহজেই পূরণ হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় এবং সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইবার কোনও বাধা দেখা যায় না যে, বি এ, এম্ এ পরীক্ষার বিষয়ও এক দিন বাঙ্গালা ভাষাতে বাঙ্গালী শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। ৫ বৎসর পরেই বাঙ্গালা ভাষাতেই সমস্ত উচ্চশিক্ষার বিষয় অধীত হইবে—এই ঘোষণা কর্ত্তৃপক্ষ-কর্ত্তৃক একবার প্রচারিত হইলে, অল্প দিনের মধ্যেই সুযোগ্য গ্রন্থকারের লিখিত নানা বিষয়ের সদ্‌গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে রচিত হইবে।

৩। আর একটি বিষয়ে বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা কেবল রচনা শিক্ষার জন্য এক্ষণে পঠিত হয়। সে নিয়মের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য উভয় বিষয়ই পঠিত হয় ও উভয় বিষয়েই পরীক্ষা হয়, ইহা প্রয়োজনীয়।

৪। এম্ এ পরীক্ষাতে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য, বঙ্গ-ভাষাতত্ত্ব এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস প্রভৃতি পরীক্ষার বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বারা উচ্চশিক্ষা বিস্তারোপযোগী বক্তৃতা বঙ্গভাষায় প্রদানের প্রথা—যাহা আমাদের বর্ত্তমান মাননীয় বিচক্ষণ সুযোগ্য মাতৃভাষানুরাগী ভাইস চ্যান্‌সেলার মহোদয় প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, যাহাতে তাহা আরও অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র সরকার
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত

চতুর্ব্বিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়

১।	চাঁদা—		৯৫৪৪॥০
	সহর—	৪৮১৯॥০	
	মফস্বল—	৪৭২৫৲	
		৯৫৪৪॥০	
২।	প্রবেশিকা—		৯১১৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়—		৭৪৭৶৬
	গ্রন্থাবলী—	২৮৪॥০	
	পুস্তক—	৪৬২॥৶৬	
		৭৪৭৶৬	
৪।	পত্রিকা বিক্রয়—		৭৪৮/০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়—		৯৩৲
৬।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়—		১১৪৪৶৪
৭।	এককালীন দান—		২১৭৭৲
	সাধারণ—	৪৫২৲	
	গবর্ণমেণ্ট	১২০০৲	
	মিউনিসিপালিটী—	৫২৫৲	
		২১৭৭৲	
৮।	স্মৃতিসমিতি খাতে—		৪২।০
৯।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়—		৭৬৵০
১০।	পদক ও পুরস্কার—		৭০৲
১১।	পোষ্টঅফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে জমা—		১৪৯১।০
১২।	হাওলাত আদায় জমা—		৪৬৫৯॥৶৯
১৩।	হাওলাত জমা—		১৭২৪৲
১৪।	আমানত জমা—		৩২৭॥০
১৫।	বিবিধ আয়—		৫৪৯।৶১
			২৪২৯৭৵৮

ব্যয়

১। গ্রন্থাবলী মুদ্রণ— ৩৯৮৯৻৯

সম্পাদন— ৮৩৪৲
কাগজ— ১০৬৬৸৶৬
মুদ্রণ— ১২৮৯৸৶৯
ছবি— ৯৩৷০
বাঁধাই— ১৭১৶৬
ডাক— ১৮৶৯
বেতন— ৪৮৪৶৩
গাড়ীভাড়া— ৪।৶৬
বিবিধ— ২৬৬৬

৩৯৮৯৻৯

২। পত্রিকা, পঞ্জিকা ও কার্য্য-বিবরণী মুদ্রণ— ২৬১১৷৶৬

কাগজ— ১০৬১৷৶৩
মুদ্রণ— ১০৩৬৶৯
ছবি— ১৭৬।০
বাঁধাই— ৩০৪৷৬
বিবিধ— ৩৩৶০

২৬১১৷৶৬

৩। পুস্তকালয়— ১৭৫৯৸৶৯

পুস্তক ক্রয়— ১৯।৶৬
পুস্তক বাঁধাই— ১৬১৸০
আসবাব— ১১৯২।৶৬
তালিকা-মুদ্রণ ব্যয়— ২৫৬৸৯
দপ্তর সরঞ্জামী— ৫০৷৴
বিবিধ— ৭৮৸৶০

১৭৫৯৸৶৯

৮৩৬০৷৶০

জের— ৮৩৬০৷৶০

৪। পুথিশালা— ২৫৷৶৬

পুথি খরিদ— ২৲
ফিতা ও খেরো খরিদ— ১০৷০
পুথি বাঁধাই— ২৷০
বিবিধ— ১০৷৶৬

২৫৷৶৬

৫। বিবিধ মুদ্রণ— ৫৭০৷৶৬
৬। চিত্রশালা— ২২৯।০
৭। ডাক মাশুল— ১৮৪১৸৶৯

পত্রিকা প্রেরণের জন্য— ৮৮১৻৬
অধিবেশনের জন্য— ৮৮৩৷৶৩
সাধারণ পত্রাদির জন্য— ৭৭৷৶০

১৮৪১৸৶৯

৮। মেরামত— ১০৭০৸৶৬

গৃহ— ৪৯৪।৶৯
আসবাব— ৮৪৶৯
ছবি— ৫৩৶০
আলোক ও পাখা— ৪৩৯৶০

১০৭০৸৶৬

১২০৯৮৸৶৩

ব্যয়

জের—		১২০৯৮৸৶৩
৯। কমিশন—		১৩৪৶৹
চাঁদা আদায় জন্য —	৯৪॥৶৹	
পুস্তক বিক্রয় „ —	৩॥৹	
বিজ্ঞাপন „ —	৩৬৲	
	১৩৪৶	
১০। মিউনিসিপাল ট্যাক্স্—		২৬২৲
১১। ইলেকট্রিক আলোক ও পাখার বিল—		২৫০৸৹
১২। ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া—		১২৩।৶৹
১৩। „ পোষাক—		১৪৸৶৬
১৪। দপ্তরসরঞ্জামী—		২৪২॥৶৩
১৫। নূতন আসবাব—		২৩৪৪৸৶৯
১৬। বেতন—		৩৮৭৪॥৴৹
পুস্তকালয়—	৩৮২৲	
পুথিশালা—	৭০১।৴৬	
সাধারণ আফিস—	২৭৯১৶৬	
	৩৮৭৪॥৴৹	
		১৯৩৪৬।৯

জের—	১৯৩৪৬।৯
১৭। সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয়—	৪৯।৶৬
১৮। ছাত্র-সঙ্ঘের পুরস্কার—	৪।৶৬
১৯। স্মৃতিরক্ষার ব্যয়—	২৯৩৲
২০। পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের ব্যয়—	১১।৶৯
২১। পুস্তক বিক্রয়ের খরচা—	৬৫৸৶৯
২২। গাড়ীভাড়া—	২১৪৸৴৬
২৩। সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে খরচ—	৫৫১৸৶১১
২৪। কোম্পানীর কাগজ খরিদ—	৫০০৲
২৫। হাওলাত দাদন খরচ—	৩৬০৬॥৹
২৬। হাওলাত শোধ—	২২৪৲
২৭। আমানত শোধ—	৩০৮।৶৹
২৮। বিবিধ ব্যয়—	২৪৮॥৴৯
২৯। পদক ও পুরস্কার—	১১৫৲
৩০। অভ্যর্থনার ব্যয়—	৬৪৴৬
৩১। স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ—	৬০০৲
	২৬২০৪৶১১

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত—

সাধারণ তহবিল— ২১৩১৮/৯

বিশিষ্ট ভাণ্ডার—

কোম্পানীর কাগজ মজুত— ১৯০০০৲

ডাকঘরে মজুত— ৩৮৫৭।/৩

কাশীরাম স্মৃতির কোষাধ্যক্ষের

হস্তে মজুত— ১৫৮।/০

মোট উদ্বৃত্ত— ২৫১৪৭॥/৯

বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের

মোট আয়— ২১৩০৬॥/৮

(বাদ ডাকঘর হইতে জমা)

৪৬৪৫৪।/৫

বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ

তহবিলের ব্যয়— ২৪৫৫২।০

(বাদ কোম্পানীর কাগজ খরিদ ও

ডাকঘরে গচ্ছিত জন্য খরচ)

২১৯০২/৫

উদ্বৃত্ত টাকার আয়—

(ক) সাধারণ তহবিল— ৪০৫।/৩

ডাকঘরে— ১৮০।০

কোষাধ্যক্ষের হস্তে— ২০৫/৬

কার্য্যালয়ে ডাকটিকিট— ১৯/৯

৪০৫॥/৩

(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার— ২১৪৯৬।/২

কোম্পানীর কাগজ— ১৩০০০৲

পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার— ৫০০০৲

টারমিনেবল্ ওয়ার লোন—

১০০০৲

ওয়ার বণ্ড— ৫০০৲

ডাকঘরে— ১৯৯৬।/২

২১৪৯৬।/২

২১৯০২/৫

পরীক্ষায় দেখা গেল, হিসাব নির্ভুল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০।২।২৫

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১।২।২৫

হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীচুনীলাল বসু

২৪শ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি, ২।৩।২৫

শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর—কোষাধ্যক্ষ, ২৪।২।২৫

শ্রীচুনীলাল বসু

সভাপতি, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি, ৫।৬।১৮

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত

কোষাধ্যক্ষ, কাশীরাম-স্মৃতি

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সম্পাদক

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক, ২০।২।২৫

শ্রীরামকমল সিংহ,

প্রধান কর্ম্মচারী

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল,

হিসাব-রক্ষক, ২০।২।২৫

১২৩৪ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়ের স্বতন্ত্র হিসাব

বিবরণ	হাওলাত সমেত গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়			মোট আয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জায়			
		চাঁদা বা দান ও পুস্তক বিক্রয়	সুদ আদায়	হাওলাত আদায়				কোম্পানীর কাগজ মজুত	ডাকঘরে মজুত	কোষাধ্যক্ষের হস্তে মজুত	সাধারণ তহবিলে হাওলাত
…বারণ স্থায়ী তহবিল—	৯৯৩৫।৶৯	—	—	৬০০৲	১০৫৩৫।৶৯	—	১০৫৩৫।৶৯	৬৫০০৲	৬০১৷৵১১	—	৩৪৩৩।৶১০
…প্রকাশ লালগোলা …ী তহবিল—	১৩৮৯৩৸০	৩১১৸০	৬২৬।৵০	—	১৪৯০১৸৵০	১১৪৯।৵৬	১৩৭৫২৵৬	১৩০০০৲	—	—	৭৫২৵৬
…ীকান্ত স্মৃতি তহবিল—	১৬৸৵৩	—	।৵০	২২।৵৯	৪০৲	১০৲	৩০৲	—	৩০৲	—	—
…নিরাম স্মৃতি তহবিল—	২১৫৶০	২৬	১।০	—	২৪২।৶০	—	২৪২।৶০	—	২৪২।৶০	—	—
…চন্দ্র স্মৃতি তহবিল—	৩৭৫।৶৩	৩৶০	১১।০	১১২৲	৫০২৩	—	৫০২৩	—	৫০২৩	—	—
…প্রকাশার্থ বিনয়বাবুর দান—	২০৬০৲	—	৬০৲	—	২১২০৲	—	২১২০৲	—	৬২০৲	—	১৫০০৲
মোট—	২৬৪৯৬৸৶৩	৩৪০।০	৭৬৯৸৵০	৭৩৪।৶৯	২৮৩৪১৸৶০	১১৫৯।৵৬	২৭১৮২।৬	১৯৫০০৲	১৯৯৬।৶২	—	৫৬৮৫।৸৶৪

মন্তব্য—২য় দফা হিসাবে যে হাওলাত দেখান …ছে, তাহা প্রকৃত দেনা নহে। হিসাব মিটান …ক ইহা হাওলাত দেখান হইয়াছে। ৬ষ্ঠ দফায় …ওলাত দেখান হইয়াছে, উহা ৬।৫।২৫ তারিখে …দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক, ২০।২।২৫

শ্রীচুনীলাল বসু, সভাপতি
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি। ৫।৬।১৮

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কোষাধ্যক্ষ, কান্দীরাম স্মৃতি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
২০।২।২৫

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২১।২।২৫, হিসাব-পরীক্ষক।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক, ২০।২।২৫

ব্যোমকেশ পারিবারিক সাহায্য-ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ।

(১৩২৪ সালের ৩০শে চৈত্র পর্য্যন্ত)

আয়—

গত বর্ষের জের— ৩১৪৩৬

বর্ত্তমান বর্ষের আদায়— ২৬৭৵৩

৫৮১৵৯

ব্যয়—

সন ১৩২৪ সালে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবুর পরিবারবর্গকে সাহায্য দান— ৪৮৫৲

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত মাসিক ৩৫৲ হিসাবে সাহায্য দান— ৪২০৲

৺পূজার পূর্ব্বে দেনা শোধের জন্য এককালীন দান— ৫০৲

ফাল্গুন মাসে বাড়ী পরিবর্ত্তন করিবার জন্য এককালীন দান— ১৫৲

৪৮৫৲

টাকা আদায় প্রভৃতি জন্য পাথেয়— ৯৵৬

ডাক টিকিট— ৴৩

আদায়কারী লোকের বেতন— ৯৲

মোট— ৫০৩৵৯

কৈ :—

আয়— ৫৮১৵৯

বাদ ব্যয়— ৫০৩৵৯

উদ্বৃত্ত— ৭৭।০

জায়

ধনাধ্যক্ষের নিকট মজুত— ৭৪॥৴০

সহকারী সম্পাদকের নিকট— ২॥৴০

৭৭।০

শ্রীচুনীলাল বসু
বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি, ২।৩।২৫

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, ২১।২।২৫

হিসাব নির্ভুল,
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
১।৩।২৫

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সহঃ সম্পাদক।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত—কোষাধ্যক্ষ
১৮।৩।২৫

শ্রীচুনীলাল বসু
কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি।
৫।৩।২৮

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

২৫শে আষাঢ় ১৩২৫, ৯ই জুলাই ১৯১৮, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৭টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক (সভাপতি)

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অধ্যাপক শ্রীযদুনাথ সরকার এম্ এ, শ্রীহারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার এম্ এ, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীবিনয়কুমার সেন এম্ এ, শ্রীগুরুদাস গুপ্ত এম্ এ, শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল এম্ এ, বি এল, শ্রীসীতানাথ প্রধান এম্ এ, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু বি এল, শ্রীভূজেশ্বর শ্রীমানী বি এ, এটর্ণি, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীনাথ সরকার, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীচণ্ডীচরণ চন্দ্র, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিশ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়, শ্রীকেদারনাথ সেন, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত শ্রীতারাপদ সিংহ, শ্রীলালচাঁদ, শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী, শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীগৌরমোহন শীল, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সেন গুপ্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীপ্রতিভাকুমার সেন, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীমণিলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীযদুনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্, (সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—প্রথম বিশেষ অধিবেশন—২৫শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই, মঙ্গলবার, অপরাহ্ণ ৭টা। সভাপতি মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত ৪র্থ (বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম) বক্তৃতা—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় "শিবাজী ও ঔরঙ্গজেব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘটক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় তাঁহার "শিবাজী ও ঔরঙ্গজেব" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

৩০শে আষাঢ় ১৩২৫, ১৪ই জুলাই ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এফ সি এস, এম্ বি (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস বি এল্, শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীসতীন্দ্রদেব নন্দী, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকিশোরীচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, শ্রীরামকমল সিংহ, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী (সহকারী সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—৩০শে আষাঢ় ১৪ই জুলাই, রবিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য, বঙ্গের কৃতি সন্তান, তিব্বতীয় ভাষা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এই বিশেষ অধিবেশন হইবে।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলেন,—রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য অদ্যকার এই সভার আয়োজন। কিন্তু আমরা সভায় যে প্রকার লোক-সমাগমের আশা করিয়াছিলাম, তাহা হয় নাই, অতি অল্পসংখ্যক সভ্য অদ্যকার এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। অতএব অদ্য সভার কার্য্য স্থগিত থাকুক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের এই কথার উত্তরে ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলেন যে, সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে আপনি এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন না। প্রথমে সভার কার্য্য আরম্ভ হউক। পরে আপনি যথানিয়মে প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন এবং আপনার সেই প্রস্তাব, উপস্থিত কোন সদস্য সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতে পারে।

অতঃপর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে, অন্যতম সহকারী সভাপতি ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কিন্তু কেহই তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করেন নাই। সভাপতি

মহাশয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের প্রস্তাবের উত্তরস্বরূপে বলেন যে, যে পরিমাণ সদস্য অন্ত এই সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাতে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে বে-আইনী হয় না। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, রায় ৺শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্র উন্মোচন-সভায় আরও অনেক অধিক লোক-সমাগম হওয়া উচিত ছিল। তবে বৃষ্টির জন্য এবং রামমোহন লাইব্রেরী, বিডন বাগান ও ভারত-সভা প্রভৃতি স্থানে অন্ত আরও কয়েকটি সৈনিক-সম্বর্দ্ধনা ও রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হওয়ায়, এই সভায় সদস্য-সমাগম অল্পই হইয়াছে। পরন্তু গত বৎসর, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের মৃত্যুর পর সাহিত্য-পরিষৎ একটি বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া স্বর্গীয় মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের এই সকল উক্তি শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সভ্যগণ, সভার কার্য্য পরিচালন জন্য মত প্রকাশ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় মৃত মহাত্মার জীবনের অনেক ঘটনাবলীর আলোচনা করেন। বক্তা বলেন যে, এনসাইক্লোপিডিয়া প্রভৃতি অভিধানে দাস মহাশয়ের নাম এবং গুণগ্রাম স্থান লাভ করিয়াছে। ইহা আমাদের পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নহে। তিনি নির্ব্বাক্ কর্ম্মী ও সাধক ছিলেন। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারেন, আমি বাঙ্গালা দেশে এমন একটি লোকও দেখিতেছি না। আমি তাঁহাকে যত দূর জানিতাম, তাহাতে দৃঢ়তার সহিত এ কথা বলিতে পারি যে, তাঁহার ন্যায় রাজভক্ত নির্ভীক কর্ম্মী পুরুষ প্রায় দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে বলেন যে, তাঁহার *"সেণ্ট্রাল টিবেট-লাশা" পুস্তক যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনিই ৺শরচ্চন্দ্রের নিকট কৃতজ্ঞ। এরূপ মহাত্মার বাঙ্গালা দেশে জন্ম, বাস্তবিকই বাঙ্গালীর পক্ষে শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই।* "সেণ্ট্রাল টিবেট-লাশা" নামক পুস্তক, জগতের এক মহা অভাব মোচন করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন, মৃত মহাত্মার পূর্ব্ববঙ্গপ্রীতি অসাধারণ ছিল। চুঁচুড়ার সম্মেলনে পঠিত তাঁহার প্রবন্ধটি যখন আমি 'প্রতিভা' পত্রিকায় প্রকাশ জন্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তখন তিনি ঐ প্রবন্ধটি আমাকে দিয়া বলিয়াছিলেন, 'প্রতিভা' পূর্ব্ববঙ্গের পত্রিকা, সুতরাং আমার প্রবন্ধ সেই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হওয়া উচিত।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়, রায় ৺শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয়কে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন, শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু নিজ ব্যয়ে মৃত মহাত্মার তৈলচিত্র পরিষৎকে দান করায় বাস্তবিকই তিনি পরিষদের ধন্যবাদার্হ। ইহা বলিয়া তিনি ৺দাস মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া দাস মহাশয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

অতঃপর রংপুর শাখা-পরিষৎ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এই সভার সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞাপিত হইল।

তৎপরে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
সভাপতি।

পঞ্চবিংশ বার্ষিক, প্রথম মাসিক অধিবেশন

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন শেষ হইবার পর এই দিন (৩০শে আষাঢ়, ১৪ই জুলাই, রবিবার) অপরাহ্ণ ৭টায় সময় পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয়।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাঃ রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। নূতন সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। পদক ও পুরস্কার বিতরণ, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি এ মহাশয়ের "মহাকবি সঞ্জয়" নামক প্রবন্ধ; ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুর (এলাহাবাদ), (খ) কালীপদ বসু বি এল্ (মীরাট) ও (গ) অখিলচন্দ্র রায় (বীরপাড়া) মহাশয়ের পরলোক-গমনে, ৭। বিবিধ।

১। প্রথমে গত বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়।

২। নূতন সদস্য-নির্ব্বাচন, (৩) পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং (৪) একটি পুরস্কার পদক (শশিপদ রৌপ্যপদক) বিতরণ হয়। শ্রীমান্ প্রভাতকিরণ বসু মহাশয় শশিপদ রৌপ্য-পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। (পরিশিষ্টে নূতন সদস্য-তালিকা এবং উপহার-প্রাপ্ত গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য।)

৫। প্রবন্ধ-পাঠ—অতঃপর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি এ মহাশয়ের "মহাকবি সঞ্জয়" নামক প্রবন্ধের নিম্নোক্ত সারাংশ বর্ণন করেন,—

"এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে সঞ্জয়ের কবিত্ব সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা এবং স্থানে স্থানে তুলনামূলক সমালোচনা আছে। দ্বিতীয় ভাগে কবির প্রাচীনত্বের যথাসম্ভব প্রমাণাদি সংগ্রহের চেষ্টা করা হইয়াছে। শিলচর নর্ম্মাল স্কুলে সংরক্ষিত কাশীদাসী বনপর্ব্বের পুথির নিম্নলিখিত কয় পংক্তি লক্ষণীয়।—

পুণ্যকথা ভারতের পরম পবিত্র। অরণ্যেতে পুণ্যশ্লোক নলের চরিত্র॥
এ সব অমৃতকথা সমুদ্রলহরী। কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
ব্যাস মহামুনি ইহা প্রকাশ করিল। তাঁহার দাসের দাস পাঁচালী রচিল॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি করি গীতছন্দ। সঞ্জয় চরণ পান হেতু মকরন্দ॥ (পত্র ৩৭)

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কবি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণের অভিপ্রায়ও উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরিশেষে গ্রন্থমধ্যে "লাউর" শব্দের উল্লেখ এবং কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া, কবিকে শ্রীহট্টবাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।"

৬। অতঃপর এলাহাবাদের সেসন-জজ রায় শ্রীশচন্দ্র বসু বাহাদুর, মীরাটের কালীপদ বসু বি এল, বীরপাড়ার অখিলচন্দ্র রায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়। মীরাট শাখা-পরিষদের সভাপতি স্বর্গীয় কালীপদ বসু মহাশয় সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় অনেক কথা বলেন। তিনি মীরাট শাখা-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের প্রেরিত পত্র ও কালীপদ বাবুর জীবনী আলোচনাপূর্ণ একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রের অংশবিশেষ পাঠ করেন এবং শ্রীশবাবু প্রভৃতির মৃত্যুতে যে পরিষৎ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন,—শ্রীশবাবু প্রথমে সাবজজ এবং পরে সেসন-জজ হইয়াছিলেন। তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। এলাহাবাদের পাণিনি আফিস তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। এই আফিস হইতে শ্রীশবাবুর অনেক বই প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সকল বই পরিষদের কেনা উচিত। শ্রীশবাবু পাণিনির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। এই ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইবার পর ম্যাক্সমূলর বলিয়াছেন,—এই অনুবাদ যদি আমি আগে পাইতাম, তাহা হইলে বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইত না। শ্রীশবাবু "সেক্রেড বুক্‌স্ অব দি হিন্দু সিরিজ" প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। এই জন্ম ভারতসচিব মহাশয়, শ্রীশবাবুর ধন্যবাদ করিয়াছেন। তিনি প্রায় এক বৎসরকাল রোগ-শয্যায় শায়িত ছিলেন। প্রায় এক মাস হইল, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

অতঃপর ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ করার পর সভাভঙ্গ হয়।

আব্দুল গফুর সিদ্দিকী
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—(১)

২। সদস্য-নির্ব্বাচন,—

প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, প্রস্তাবিত সদস্য—কবিরাজ শ্রীপার্ব্বতীচরণ কবিশেখর, আসক লেন, ঢাকা। এম্, জি, সাওআরকর এম্ এ, এল্ এল বি, উকীল, আকোলা, বেরার। প্রস্তাবক—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীজয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ৩০।২ বীডন রো। প্রস্তাবক—চৌধুরী কে, বিশ্বরাজ ধন্বন্তরী, সমর্থক—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, সদস্য—শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ বি এ, ডেঃ

ম্যাজিষ্ট্রেট, বনগ্রাম, যশোহর। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বনগ্রাম, যশোহর। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীপ্রবোধকুমার দাস, সদস্য—শ্রীমুকুন্দবিহারী মল্লিক এম্ এ, বি এল্, ১৩ গোয়াবাগান লেন।

পরিশিষ্ট—(২)

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(1) Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for the year ending 30th Sept. 1917. —(2) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle, for 1916-1917. Director of Statistics, India—(3) Statistics of British India, vol 1. Commercial, 1917. (4) Do. Do. vol. IV. Administrative, Judicial and Local Self Government. 1915-16. (5) Monthly statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, Jan. 1918. (6) Do. Do. February. 1918. Supt. Govt. Printing. India—(7) Annual Report of the Board of Scientific Advice for India, 1916-17. (8) Patent Office Journal, January to March 1918. Supdt. Archaeological, survey of India, Western Circle,—(9) Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending, 31st March, 1917. Surveyor General of India.—(10) General Report of the Survey of India, during, 1916-17. Director, Geological Survey of India. (11) Records of the Geological Survey of India, Vol, XLVIII. Pt. 3. 1917. (12) Do. Do. Do. Part 4, 1917. Supdt. Govt. Press, Madras. (13) A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras. Vol. XX. Smithsonian Institution.—(14) Analytical and Critical Bibliography of the Tribes of Tierra Del Fuego and Adjacent Territory. (15) The Determination of Meteor-orbits in the Solar System. (16) Exploratioos and Fieldwork of the Smithsonian Institution in 1916. (17) Preliminary Diagones of New Mammals obtained by the Yate-National Geographic Society Peruvian Expedition. (18) New Rodents from British East Africa. (19) On the Occurence of Benthdesuus Atlanticus Goode and Bean on the Coast of British Columbia. (20) Water-vapor Transparency to Law Temperature, Radiation. (21) Cambrian Geology and Paleontology. Vol. IV. 1917. (22) Smithsonia Contribution to Knowledge, Vol, XXVII, 1911, (23) Do. Do. Vol. XXV. 1916. (24) Annual Report of the Smithsonian Institution—1916. শ্রীপূর্ণচাঁদ নাহার এম্ এ,—(25) An Epitome of

Jainism. Supdt. Govt. Printing India—(26) A Guide to Sanchi. (27) Statistics of British India Vol. V. Education, 1916-17.

প্রদাতা—শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, ১ তত্ত্বসন্দর্ভ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ২ বাবু কি ? শ্রীভোলানাথ দত্ত, ৩ ডাকের কথা (১ম খণ্ড), শ্রীমন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪ শিক্ষাকোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ মহাত্মা গৌরীকান্ত-বংশাবলী, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, ৬ মন্মথ কাব্য (খণ্ডিত), ৭ আর্য্যলহরী, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, ৮ দশম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন ও প্রদর্শনীর কার্য্য-বিবরণ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৯ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন, ১০ ঐ ঐ সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত, ১১ ঐ ঐ ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১২ গিরিশ-গীতাবলী, ১৩ গিরিশচন্দ্র, শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ১৪ সবিতারাধনা, শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৫ কিস্মৎ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

২৯শে ভাদ্র ১৩২৫, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৮, রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্ (সভাপতি)

শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্, শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ (এটর্ণি), শ্রীসন্দেশ্বর চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীনিশিকান্ত চৌধুরী বি এ, শ্রীক্ষেত্রনাথ কাব্যকণ্ঠ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীনবকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাধাবিনোদ বিশ্বাস, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এ, পি এস্, শ্রীহরিহরনাথ দে, শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীধ্রুবকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীভূতনাথ দত্ত, শুকুর মহম্মদ দেওয়ান, শ্রীআনন্দকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা, শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন ঘটক, শ্রীরামকমল সিংহ। ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী (সহকারী সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর-সমালোচনা", ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) নগেন্দ্রলাল চৌধুরী (মালদহ), (খ) সতীশচন্দ্র বসু (হালতলা, খুলনা),

(গ) কৃষ্ণাকিঙ্কর রায় বি এল্ (কলিকাতা), (ঘ) গৌরমোহন শীল (কলিকাতা) এবং (ঙ) কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর মহাশয়গণের পরলোক-গমনে, ৬। বিবিধ।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় গত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের এবং প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন। কার্য্যবিবরণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় নিম্নলিখিত ব্যক্তি-গণকে পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচনের প্রস্তাব পাঠ করিলেন,—

প্রস্তাবক—স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, সমর্থক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, প্রস্তাবিত সদস্য—পণ্ডিত শ্রীতারাপদ বিদ্যাভূষণ, কাব্যব্যাকরণতীর্থ, দেবীপ্রসাদ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত, বারাকপুর। প্রস্তাবক—ঐ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, ৬০ আমহার্ষ্ট রো। প্রস্তাবক—শ্রীমণীন্দ্রনাথ সাহা, সমর্থক—ঐ, সদস্য শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র, ১৪৮ আপার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীমাণিকলাল শেঠ, ২৫ রতন সরকার গার্ডেন ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীহীরালাল ঘোষ, ১৬।১ কলিন ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীপাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তী, দেখুড়িয়া ইউ পি স্কুলের হেড পণ্ডিত, রামপুরহাট, বীরভূম। প্রস্তাবক—শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীকালীপদ মিত্র, জোড়াবাগান কোর্ট, ইণ্টারপ্রিটার, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—মুনসী আবদুল করিম, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষ, এসিষ্টাণ্ট মাষ্টার, দুর্গাপুর হাই স্কুল, ভরদ্বাজ হাট, চট্টগ্রাম। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী বি এল্, ই এম্ লাইব্রেরীর সম্পাদক, বালুরঘাট, দিনাজপুর। প্রস্তাবক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীননীগোপাল জোয়ারদার বিদ্যাবিনোদ, স্মৃতিবেদান্তরত্ন, বি এ, হেড মাষ্টার, হরিণাবাগবাটী হাই স্কুল, বাগবাটী, সিরাজগঞ্জ। মৌলবী আবদুল হামিদ, সেক্রেটারী, আঞ্জুমানী মইমুন্ ইসলাম, কাউখালি, বরিশাল। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত, হেড মাষ্টার, মাণিকগঞ্জ স্কুল, মাণিকগঞ্জ। শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল, ১৬ কালিদাস পুতিতুণ্ডের লেন, কালীঘাট।

৩। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় উপহার-প্রাপ্ত পুথি ও পুস্তকগুলির তালিকা পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ করা হইল। (পুথি ও পুস্তকের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৪। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়

তাঁহার "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।
(এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকার প্রকাশিত হইবে)।

সভাপতি মহাশয় কর্তৃক আহূত হইয়া শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব আমার প্রবন্ধ আলোচনা করিয়া আমাকে বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। ইংরাজী transliteration অর্থে অন্য কোন শব্দ না পাওয়াই আমি "লিপ্যন্তর" শব্দ প্রয়োগ করি। বন্ধুবরের প্রস্তাবিত "অনুলিখন" শব্দটি অতি সুন্দর হইয়াছে। আমি উহা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেছি এবং আশা করি, ইহা সর্ব্বসাধারণে প্রচলিত হইবে। তিনি আমার প্রবন্ধের যে যে বিষয়ে আমার সহিত একমত হইতে পারেন নাই, সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চার কথা বলিতে চাই। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমার অভিমত বিশদ করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিব।

(১) আমার প্রবন্ধ রচনাকালে আরবী শিক্ষাশাস্ত্র (ইল্‌মু-ল্‌-কিরাঅৎ ব-ৎ-তজ্বীদ্) সম্পর্কীয় কোন গ্রন্থের সাহায্য পাই নাই, এই জন্য আমার আলোচনায় কতকটা ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।

(২) কতকগুলি আরবী ধ্বনি বাঙ্গালা অক্ষরে নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বন্ধুবর আমার সহিত একমত নহেন। আরবী শিক্ষাশাস্ত্রের বর্ণনা আলোচনা করিয়া একটি অক্ষর ভিন্ন অন্য অক্ষর সম্বন্ধে আমার মত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করিতেছি না। তবে আমার প্রস্তাবিত অনুলিখন-রীতি নূতন হরফ না হইলে চলিবে না বলিয়া একটু জটিল হইয়া পড়িয়াছে, স্বীকার করি।

(৩) হম্‌জহের জন্য ['] চিহ্নের আবশ্যক আছে। অন্যথা [মা'] প্রভৃতি হম্‌জহ্-অন্ত শব্দ জানাইবার উপায় কি ?

(৪) আরবীর সে ও জাল অক্ষরের ধ্বনি যথাক্রমে ইংরাজী thin ও then শব্দের thএর মত। বাঙ্গালায় এই উষ্ম থ ধ ধ্বনির নির্দ্দেশ থ় ও ধ দ্বারা ভিন্ন অন্য প্রকৃষ্টতর উপায়ে হইতে পারে না।

(৫) আরবীর জোআদ অক্ষরের জন্য দ্ লেখা চলিতে পারে। তবে এই অক্ষর উষ্ম বলিয়া ধ্ব লেখাই সমীচীনতর মনে করি। আরবী জো অক্ষরের জন্য ধ্ব লেখার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তৎসঙ্গে জ্ব ব্যবহারেরও প্রস্তাব ছিল। ধ্ব বোধ হয়, খুব সমীচীন হইবে না। আরবী শিক্ষাকারদিগের নির্দ্দেশ পাঠে এখন মনে করিতেছি, ধ্ব না লিখিয়া জ্ব লেখাই উচিত। কারণ, জো ঘোষ-ধ্বন্যাত্মক।

(৬) জীম অক্ষরের প্রাচীন উচ্চারণ গ্য বা জ জাতীয় ছিল, তাহা বন্ধুবরও স্বীকার করিতেছেন। আমি ইহার জন্য জ লিখিবার পক্ষপাতী, গ্যএর জন্য আমার নির্ব্বন্ধ নাই। তবে 'য' আমি সমীচীন মনে করি না।

কোন বিশেষ চিহ্ন থাকা উচিত। কেবল মাথায় বসান [’] কমা চলিবে না মনে করি।

(৮) উষ্ম, বিবৃত, সংবৃত প্রভৃতি শব্দ আমি যে বিশেষণে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণকারের মত-সঙ্গত।

এই সমস্ত বিষয় বক্তা উদাহরণ প্রভৃতি দেখাইয়া ও নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া বলেন—তাঁহার এই সম্বন্ধে বক্তব্য প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলেন,—"প্রবন্ধ-লেখক মৌলবী শহীদুল্লাহ সাহেব ভাষাবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। বিশেষতঃ যাঁহার প্রবন্ধের উপর মৌলবী সাহেবের এই প্রবন্ধ, তিনিও ভাষাবিজ্ঞানে বিশেষ সুপণ্ডিত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত আছেন এবং আমার পূর্ব্বে তিনি সবিশেষভাবে মৌলবী সাহেবের প্রবন্ধের একটু উত্তরও দিয়াছেন।

ভাষাতত্ত্বের দিক্ দিয়া আমি মৌলবী সাহেবের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের উপর কোন কথা বলিব না এবং আমার ততটা অধিকারও নাই। তবে মোটের উপর আমি ইহা বলিতে ইচ্ছা করি যে, যে বিষয়ের উপর এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, সে বিষয় লইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের বাল্য ও কৈশোরকালে মুসলমানের নামতত্ত্ব ও উচ্চারণতত্ত্ব লইয়া যে তিনটি প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সে প্রবন্ধ তিনটি পাঠ করিলে তাহাতে আলোচ্য বিষয়ের একটু ক্ষীণ আভা দেখিতে পাওয়া যায়।

বিগত ১৩২৩ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় আমি বঙ্গাক্ষরের সাহায্যে আরবী ও ফার্সী উর্দ্দু ভাষার শব্দ-লিখনপ্রণালী ও উচ্চারণবিধি" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, প্রকৃত প্রস্তাবে এতৎসম্বন্ধে সেই প্রবন্ধটিই সাহিত্য-পরিষদে প্রথম। শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু ও মৌলবী সাহেব যে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমি সে দিকে লক্ষ্য রাখি নাই। যাহা চালাইতে পারিব, যাহা চলিবে এবং যাহা লোকের পক্ষে সহজসাধ্য হইবে, আমি সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম।

এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধের পাঠ শুনিতে এবং প্রবন্ধ পাঠ করিতে আগ্রহ হয় বটে, কিন্তু দেশের জনসাধারণ তাহা গ্রহণ করিবে কি না, গ্রহণ করিতে পারিবে কি না, তাহাও ভাবিতে হয়। বিশেষ সকল বিষয়ের আলোচনাই দেশ, কাল এবং পাত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া করিতে হয়। মক্কার কারী তাঁহাদের মাতৃভাষা, আরবী ভাষা যে ভাবে উচ্চারণ করেন, কুফার কারী সে ভাবে করেন না। কুফার কারী যে ভাবে উচ্চারণ করেন, মিশরের কারী সে ভাবে করেন না। আবার মিশরের কারী যে ভাবে উচ্চারণ করেন, ভারতবর্ষের কারী সে ভাবে করেন না। ভারতবর্ষের কারীদিগের মধ্যে যে ভাবের

উচ্চারণপদ্ধতি প্রচলিত আছে, আমাদিগকে সেই পদ্ধতি বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহা না করিলে আমাদিগের—ইংরাজীতে যাহাকে বলে "টোটাল ফেলিওর"—তাহাই হইবে।

অপর দেশের কথা জানি না। কিন্তু ভারতের কারীদিগের মধ্যে সুরাহ্ ফাতেহার শেষ শব্দের উচ্চারণ-পদ্ধতি লইয়া বিষম মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে। এ বিরোধ যে কোন কালে মিটিবে, তাহা ত বোধ হয় না। অক্ষরটিকে কেহ "দোয়াদ" বলেন এবং কেহ "জোয়াদ" বলেন। কিন্তু এ বাজারে 'ধ' আনিলে চলিবে না।

ইহা ব্যতীত ছাপাখানার দিকেও বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। ছেনি ও তামা প্রস্তুত করাইবার অনর্থক গুরুভার যদি তাঁহাদের উপরে চাপান যায়, তাহা হইলে তাঁহারা যে এই মহৎ কার্য্যে পরোক্ষভাবে প্রতিবন্ধকতা করিবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধ-লেখক পণ্ডিতযুগলের নেকনজর যদি প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে আমার প্রবন্ধটির প্রতি নিপতিত না হইয়া থাকে, তবে আমি তাঁহাদিগকে এবং পরিষদের সদস্যমণ্ডলীকে আমার প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

উপসংহারে আমি শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সাহিত্য-পরিষৎ একটি শাখাসমিতি গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু সে শাখাসমিতি যে এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন, তাহা আমার জানা নাই। তবে সেই সমিতিকে আবার নূতন করিয়া গড়িয়া এ বিষয়ের একটি শেষ মীমাংসা হওয়া উচিত।"

৫। তৎপরে নিম্নোক্ত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল,—

(ক) ৺কৃষ্ণলাল চৌধুরী (মালদহ)　(ঘ) ৺গৌরমোহন শীল (কলিকাতা)

(খ) ৺সতীশচন্দ্র বসু (ফুলতলা, খুলনা) (ঙ) ৺কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর (ঐ)

(গ) ৺কুলদাকিঙ্কর রায় বি এল্ (কলিকাতা)

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়—১। হরদেনের নওলা। শ্রীসুখেন্দ্রলাল মিত্র—২। সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় (১ম খণ্ড)। ৩। সাকানামা। ৪। সারস্বতচিন্তামণি। ৫। ভারতবর্ষের ইতিহাস। ৬। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। ৭। আরব্য উপন্যাস (১ম খণ্ড)। ৮। বিধান ভারত (২য় উল্লাস)। ৯। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা। ১০। মা ও ছেলে (১ম ভাগ)। ১১। ভিক্টোরিয়া-ভারতী। ১২। উপন্যাস-মালা। ১৩। মুক্তাহার (১ম ভাগ)। ১৪। ষট্‌কাল-সন্দর্ভ। ১৫। মার্টিন লুথারের জীবন-চরিত। ১৬। ললনা। ১৭। বিবিধ প্রসঙ্গ। ১৮। জীবন-গতিনির্ণয় (১ম খণ্ড)। ১৯। কবিতাকল্পলতিকা। ২০। কুমুদনাথ। ২১। মায়াবিনী। ২২। যামিনী। ২৩। শিশুপালন (১ম ভাগ)। ২৪। গীতাঙ্কুর। ২৫। ধর্ম্মের উৎপত্তি ও উন্নতি। শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী—২৬। তত্ত্বসন্দর্ভ। ২৭। বেদসংহিতায় অদ্বৈতবাদ। শ্রীপার্ব্বতীচরণ কবিশেখর—২৮। চারুদর্শন। শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ—২৯। মেঘদূত। শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী—৩০। সাধুসঙ্গ। শ্রীমহাদেবচন্দ্র পাল—৩১। প্রেমময়ী। শ্রীরজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়—৩২। আর্য্য (১ম খণ্ড)। শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ রহমান—৩৩। সরলা। শ্রীক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত—৩৪। বনপাখী। শ্রীদুর্গাদাস পাত্র—৩৫। পঙ্কাজের প্রতিশোধ। শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—৩৬। সবিতারাধনা। ৩৭। প্রবাসীর প্রত্যাগমন। ৩৮। নবীনের সংসার। শ্রীরাধা-বল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ—৩৯। বোধবল্লভঃ। ৪০। বীজগণিতম্। ৪১। কোষ্ঠীপ্রদীপঃ। শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী—৪২। পাথেয়। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী—৪৩। বীরবলের হালখাতা। ৪৪। চার-ইয়ারী কথা।

পুঁথি

উপহারদাতা—শ্রীহীরালাল ঘোষ—১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড। ২। ঐ—সুন্দরকাণ্ড। ৩। ঐ—লঙ্কাকাণ্ড। ৪। ঐ—উত্তরকাণ্ড। ৫। কাশীখণ্ড। ৬। উৎকলখণ্ড। ৭। মহাভারত—আরণ্য পর্ব্ব। ৮। ঐ—উদ্যোগপর্ব্ব।

Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(I) Reports on the Administration of Bengal, 1916-17.—(2) Progress of Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17. Asst. Secretary, Govt. of The Punjab.—(3) Annual Progress Report of the Superintendent, Hindu and Buddhist Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st. March. 1917. Secretary, Smithsonian Institution—(4) Meliaceae Centrali Americanae Et Panamenses.—(5) Descriptions of two New Birds from Haiti. Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot.—(6) Supplement to the Progress of

Education in Bengal, 1912-13 to 1916-17.—(7) Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1917.—(8) Triennial Report on the Lunatic Asylums in Bengal for the years 1915, 1916, & 1917.—(9) Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling, for 1917-18.—(10) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1917.—(11) Administration Report on the Jails of the Bengal Presidency for the year 1917. Chief Inspector of Explosives in India.—(12) Nineteenth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India being his Annual Report for the year ending 31st March, 1918. Director, Geological Survey of India. (13) A Bibliography of Indian Geology and Physical Geography with an Annotated Index of Minerals of Economic Value. Supdt. Govt. Press, Madras.—(14) A Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss, Govt. Oriental Mss. Library, Madras; Supdt. Govt. Press, Allahabad.—(15) List of Sanskrit and Hindi Mss. purchased by order of the Govt. and deposited in the Sanskrit College, Benares, during the year, 1916-17. Director of Statistics, India.—(16) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, April, 1918.—(17) Do. May, 1918.—(18) Statistical Tables showing for each of the years 1901-'02 to 1916-17, the estimated value of the Imports and Exports of India at the prices prevailing in 1899-1900 to 1901-'02, with an Introductory Memorandum. Officer-in-charge, Bengal Sectt, Book Depot. (19) Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal for the year 1917.—(20) Report on the Third Wage Census of Bengal taken in December, 1916. Supdt. Govt. Monotype Press, Simla.—(21) Proceedings of All-India Conference of Librarians held at Lahore, 4th to 8th Jan. 1918. Officer-in-charge Bengal, Sectt, Book Depot.—(22) Statistics Returns with a brief note on Registration Department in Bengal. 1917. Supdt. Govt. Ptg. India.—(23) Patent Office Journal, April to June. 1918. Director of Statistics, India.—(24) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills. June, 1918. Director General of Archaeology in India.—(25) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1915 to 1916. Director, Geological Survey of India.—(26) Record of the Geological Survey of India, vol. XLIX. Part 1. 1918. Supdt. Govt. Printing, India.—(27) A Guide to Taxila.

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

৫ই আশ্বিন ১৩২৫, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪৷৷০টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই
সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম্ এ, সি আই ই
রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর এম্ বি
শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ

শ্রীঅমৃতলাল বসু, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, মাননীয় রায় শ্রীরাধাচরণ পাল বাহাদুর, রায় শ্রীশ্রীনাথ পাল বাহাদুর, রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার, শ্রীপুলিনবিহারী মিত্র, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বসু, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দেব, শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅমূল্যকুমার দাস, শ্রীঅন্নদাচরণ দাস, শ্রীঅন্নদাকুমার দত্ত, শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু, শ্রীঅক্ষয়কুমার দাস, শ্রীঅজিতকুমার সেন, শ্রীআনন্দমোহন ঘোষ, শ্রীআশুতোষ পাল, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন বিদ্যারত্ন, শ্রীঅরুণচন্দ্র নাগ, শ্রীঅজিতকুমার দে, শ্রীআবু সিয়াজী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম্ এ, বি এল্, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অধ্যাপক শ্রীমতিলাল বসু, অধ্যাপক ডাঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীজগবন্ধু মোদক, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীরামহরি ভড় বি এল্, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বল্লভ, শ্রীললিতমোহন পাল, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীঅখিলচন্দ্র বসু, শ্রীঅজিতরঞ্জন মল্লিক, শ্রীঅনিলকৃষ্ণ দত্ত বি এ, শ্রীঅযোধ্যানাথ গোস্বামী, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীঅতুল্যকুমার দাস, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, উপেন্দ্রনাথ কোলে, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত, ইউ সি মুখোপাধ্যায়, কে বি সেন, শ্রীকিরণচন্দ্র কর, কে সি ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সাহা, শ্রীকালীকুমার বসু, কে এস বিদ্যাবিনোদ, শ্রীকামিনীকুমার নাথ, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু, শ্রীকামাখ্যাচরণ বশঃ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীগিরীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য, শ্রীগণপতিভূষণ সিংহ, শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস, শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীচুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীজীবনকুমার রায়, জগদানন্দ বাজপেয়ী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীতিনকড়ি

বিশ্বাস, শ্রীতারকনাথ রায়, ডি চৌধুরী, শ্রীদেবপ্রসাদ দত্ত, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত চৌধুরী, শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীনীলমাধব সাহা, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এন্ চাটার্জি, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীনীরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীনলিনচন্দ্র দাস, এন এন বিশ্বাস, শ্রীনলিন ঘোষ, শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেশচন্দ্র দাস, শ্রীনৃত্যগোপাল সরকার, শ্রীপ্রেমতোষ বসু, শ্রীপরেশনাথ বসু, শ্রীপঞ্চানন ঘোষ, শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু, শ্রীপান্নালাল দে, শ্রীপূর্ণেন্দুভূষণ রায় চৌধুরী, পি এন ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, শ্রীপ্রমথনাথ নাগ, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি এ, শ্রীপুলিনবিহারী তালুকদার, শ্রীবসন্তকুমার রায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীবিজয়কুমার মিশ্র, শ্রীবিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত, শ্রীবিপিনবিহারী বসু, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীভবেশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী, শ্রীভুবনমোহন ঘোষ, শ্রীমাখনলাল পোদ্দার, শ্রীমনুজকুমার মজুমদার, শ্রীমন্মথনাথ বসু, শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমনোজনাথ ঘোষ, শ্রীমণিলাল বসু, শ্রীমদনমোহন দত্ত, শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য, এম সি গাঙ্গুলী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র সরকার, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র শীল, শ্রীযতীশচন্দ্র সেন গুপ্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, শ্রীরাধাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাধারমণ সাহা, শ্রীরামকেশব চক্রবর্ত্তী, শ্রীরমণীমোহন চৌধুরী, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীরাখালচন্দ্র গুহ বি এ, শ্রীরবীন্দ্রকুমার ঘোষ, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীরমেশ ভৌমিক, শ্রীললিতমোহন সিংহ, শ্রীলোকেন্দ্রনাথ চন্দ্র, শ্রীললিতমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপদ নন্দী বি এ, শ্রীশৈলেন্দ্র সিংহ, শ্রীশচীন্দ্র সিংহ, শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত, শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস, শ্রীসুবোধকুমার বিশ্বাস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুধন্বাকুমার সুর, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ধর, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুধীরচন্দ্র সিংহ, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু, শ্রীসুকুমার দে, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসত্যরঞ্জন সরকার, শ্রীসন্তোষকুমার বসু, শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, শ্রীসারদাপ্রসাদ হাজরা, শ্রীসচ্চিদানন্দ সরকার, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, এস কে চাটার্জি, এস কে বসু, শ্রীস্নেহলাল বসু, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীহরিদাস বিশ্বাস, শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত, শ্রীহরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীহরেন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীহেমকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ ডাঃ শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী শ্রীদিনেশচন্দ্র [illegible]	সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি ৺মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা।

পূর্ব্বনির্দ্ধারিত সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে মাননীয় ডাক্তার স্যার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে সুগায়ক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার-রচিত প্রথম সঙ্গীতটি গান করিলেন এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, তাঁহার স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন। এই সময় পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উপস্থিত হইলে, ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় তাঁহাকে সভাপতির আসন প্রদান করিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় মনোমোহন বসুর সহিত আমার বিশেষ আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। যে যুগে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন যুগ আসিয়াছে। তখন বাঙ্গালা দেশে মাত্র চারি জন নাট্যকার প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন;—১ম ৺রামনারায়ণ তর্করত্ন, ২য় ৺দীনবন্ধু মিত্র, ৩য় ৺মনোমোহন বসু এবং ৪র্থ মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ৺দীনবন্ধু বাবুর রসিকতার ন্যায় তাঁহারও রসিকতা যে কম ছিল, তাহা নহে; 'রামাভিষেক' নাটকে তাহার নমুনা পাওয়া যায়। বঙ্গীয় নাট্যশালায় রামাভিষেক নাটক এত অধিক রজনী অভিনীত হইয়াছিল যে, অন্য কোন নাটক তত অভিনীত হইতে দেখি নাই। তাঁহার "সতী" নাটকের শাস্তি পাগ্লার অনুকরণে এখনও অনেক চিত্র অঙ্কিত হইতেছে। যে সময় তিনি "মধ্যস্থ" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, সেই সময় তাঁহাকে অনেকেই "মধ্যস্থ বাবু" বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার ক্রোধ ছিল না এবং কখনও কাহারও নিন্দাবাদ করিতেন না। সকল সাধারণ কার্য্যে মধ্যস্থ হইয়া সুপরামর্শ দিতেন। তিনি ভাল গান বাঁধিতে পারিতেন। মনোমোহন-গীতাবলীতে উহা প্রকাশিত আছে। মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটকের গানগুলিতে ৺মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সুর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মনোমোহন বাবু, তাঁহার নাটকের সমস্ত গানগুলি কোন শ্রুত সুরের অনুকরণে বাঁধিয়া দিতেন। হাপ্-আখ্ড়াই ও পাঁচালীর গান বাঁধিয়া, তখনই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর লিখিয়া প্রতিবাদী দল কর্তৃক সুরলয়যোগে গাওয়াইতেন। তাঁহার দেশহিতৈষিতার প্রবৃত্তি যথেষ্ট ছিল। ৺নবগোপাল মিত্রের সময়ে চৈত্র মেলায় অনেক দেশীয়, স্বদেশীয় কবিতা ও উক্ত মেলায় পঠিত অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া দেশবাসীকে—বিশেষতঃ তৎকালীন শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার

পৌত্রের স্বহস্তে অঙ্কিত তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। আমি এই পুণ্য-দিনে তাঁহার পুণ্য-কথা প্রচার করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—মনোমোহন বাবু একাধারে কবি, নাট্যকার, সমাজ-সেবক ও দেশহিতৈষী ছিলেন। মনোমোহন বাবু আর এক হিসাবে বাঙ্গালার শেষ 'কবি'। রামরাম বসু, হরুঠাকুর প্রভৃতি যে 'কবির গানে' চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন, মনোমোহন বাবু সেই কবি-সম্প্রদায়ের শেষ। সাহিত্যের বিবর্ত্তের ও ক্রমবিকাশের কালে তিনি যে যুগের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই বর্ত্তমান যুগ প্রতিষ্ঠিত, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মনোমোহন বাবু আমাদের সেই পূর্ব্ব-সম্পদে ধনী না করিয়া গেলে, বর্ত্তমান নাট্য-সাহিত্য এত দূর বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিত কি না, সন্দেহ। তিনি গুপ্ত-কবির শিষ্য ছিলেন। মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি মনীষিগণ দেশাত্মবোধের আদি প্রচার-কর্ত্তা। দীনবন্ধুর নীলদর্পণের ও হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীতের দেশাত্মবোধের কথা কখনও বিলীন হইবার নহে। মনোমোহন বাবুর নাটকে দেশাত্মবোধের ভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছিল। হরিশ্চন্দ্র নাটকের "দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হ'য়ে পরাধীন"—গানে এক সময়ে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত ও আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। মনোমোহন বাবুর বক্তৃতা করিবার ক্ষমতাও যথেষ্ট ছিল। ১২৭৬ সালে হিন্দু মেলায় ও তৎপরে চৈত্র-মেলায় তিনি প্রতি বৎসর একটি করিয়া বক্তৃতা দিতেন। উক্ত বক্তৃতাগুলি, "হিন্দুর আচার-ব্যবহার, সামাজিক প্রবন্ধ" এবং "বক্তৃতামালা" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেন। এক্ষণে উক্ত উভয় পুস্তকই দুষ্প্রাপ্য। আমি তাঁহার দেশাত্মবোধের বক্তৃতাগুলির অংশ-বিশেষ আপনাদের সমক্ষে পাঠ করিয়া শুনাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। (অতঃপর সুরেশ বাবু বক্তৃতামালা ও সামাজিক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ পাঠ করিলেন এবং সকলকে পুনঃ পুনঃ উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন)। অতঃপর সুরেশ বাবু বলিলেন,—তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং বক্তৃতা করিয়া তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না—তাঁহার আদর্শের অনুসরণেই তাঁহার ঋণ পরিশোধিত হইতে পারে।

তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—মনোমোহন বাবুর পুত্র মতিলাল বসু আমার বাল্যসখা। সেই জন্য আমি তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা দেখাইতাম। তাঁহার নাটক পাঠে আমি বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতাম। আমার অনেক-গুলি নাটকে তাঁহার পন্থানুসরণও করিয়াছি। বাল্যকালে কথকতা, হাপ আখড়াই, পাঁচালীর গান শুনিয়াছিলাম; সেরূপ মনপ্রাণ-মাতানো গান আর শুনিতে পাই না। মনোমোহন বাবুর গানেও সেইরূপ মাদকতা ছিল। ইংরাজী সাহিত্য ৫০০ বৎসরে যাহা হইয়াছে, বাঙ্গালার সাহিত্য ৫০ বৎসরে উন্নতির পথে বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া সেইরূপটিই হইয়াছে।

গিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক নাটকখানি বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্য-জগতে অতুল কীর্ত্তি-স্তম্ভরূপে আবহমান কাল পর্য্যন্ত বিরাজমান থাকিবে। সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে এরূপ একজন স্বভাব-কবি নাট্যকারের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাতে পরিষৎ স্বদেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত সুরেশবাবু বলিয়াছেন, মনোমোহন বাবু একাধারে কবি, নাট্যকার, সমাজ-সেবক ও বক্তা ছিলেন। এ দেশে কবি না হইলে কবিকে চিনিতে পারা যায় না। আপনারা কবি, নাট্যকার, সমাজ-সেবক ও বক্তার বক্তৃতা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন। সুতরাং আমার বক্তৃতা না করাই উচিত ছিল। আমি শুধু তাঁহার সহিত সাহিত্য-পরিষদের কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহাই বলিতেছি। যে কয়জন মহাত্মা পরিষদের ধাত্রী বলিয়া পরিচিত, তিনি তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন। পরিষদের নিয়মাবলীর কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিশোধন করিবার জন্য যে এক্ষণে সদস্যগণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই নিয়মাবলী মনোমোহন বাবু সর্ব্বপ্রথম নিজে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পরিষৎকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্রথম কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি পরিশ্রম করিয়া, এই শিশু পরিষৎকে কিশোরবয়স্ক করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার "সতী" নাটক, "হরিশ্চন্দ্র" এবং "রামাভিষেক নাটক" যখন বৌবাজারে অভিনীত হইত, তখন লোকে একেবারে শোকে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিত। বৈতনিক, অবৈতনিক থিয়েটারে হরিশ্চন্দ্র নাটক এত অধিক অভিনীত হইয়াছে যে, তৎকালীন অন্য কোন নাট্যকারের গ্রন্থ তত অভিনীত হয় নাই; তাহাতে নাট্যকারকে বিশেষ ভাবে ধন্য ধন্য করিতে হয়। ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা। উক্ত তিনখানি নাটকের বর্ণনা, ভাষা ও সাহিত্য চিরদিন অতি উচ্চ-স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সাহিত্য-পরিষৎ এরূপ একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি-নাট্যকারের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষ গৌরবান্বিত হইলেন।

অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বলিলেন,—এই চিত্রের প্রতিষ্ঠার সার্থকতা কি? তাঁহার গ্রন্থের পরিচয় পাইব কোথায়? পরবর্ত্তী কালে যাঁহারা সাহিত্য-সেবায় ব্রতী হইবেন, তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারের গ্রন্থ-পরিচয় এবং গ্রন্থকার দেশের ও দশের জন্য কি কি কাজ করিয়াছেন, কিরূপে তাঁহার রচনাবলী বঙ্গীয়-সাহিত্যে উচ্চ স্থান লাভ করিল ইত্যাদি বিষয়সমূহের বিবরণী তাঁহাদের জানিবার উপায় কি? বিলাতে Marlow, Beaumont & Fletcher ইহাদের খবর কেহ রাখে না। অনেকে সুশিক্ষিত হইয়াও, অল্প গ্রন্থকারের সব বই না পড়িয়া কবিকে জানিতে পারেন। বিলাতে যেমন চিত্র-পটপ্রতিষ্ঠা-কালে, তাঁহার গ্রন্থের পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা, গ্রন্থাবলীর প্রণয়ন-কাল এবং সাহিত্যে তাঁহার উচ্চ স্থান-লাভ ইত্যাদি নিদর্শনী-পত্র উক্ত চিত্রপটের সঙ্গে থাকে, আমার মতে আমাদেরও ঐরূপ ভাবে চিত্রের সঙ্গে লিখিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। কবিবর ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে

দেশমাতৃকার দুর্দ্দশা সন্দর্শনে এবং দেশের অভাব-অভিযোগ অনুভব করিয়া, স্বদেশের জন্য খাঁটী বাঙ্গালায় স্বাধীন-ভাবে যে সমস্ত হৃদয়োন্মাদিনী কবিতা ও গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা-প্রজা সর্ব্বসাধারণে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। কবিবরের আকুল-প্রার্থনা সফলতা প্রাপ্ত হউক। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমে যদি রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতি কবিগণ এইরূপ গ্রন্থ রচনা করিতেন, তখন কি আমরা তাঁহাদের চিত্র-প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিষদে রাখিতে পারিতাম, না এরূপ ভাবোদ্দীপক গ্রন্থরাজির পাঠ-লালসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতাম ? আমাদের পরম সৌভাগ্য, আমরা পূর্ব্বেই সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিয়াছি। মানুষ, মানুষকে জীবনে-মরণে, শোকে-শান্তিতে সাহিত্যের ভিতর দিয়া মানুষ করিয়া তোলে; মনোমোহন বাবু স্বভাবসিদ্ধ নিজ গুণে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে, নাটকে, কবিতা-রচনায়, বক্তৃতায়, হাপ আখড়াই, পাঁচালী গানে স্বদেশের হিতার্থে নানান্ সৎকার্য্যের ভিতর দিয়া আমাদের মানুষ করিয়া গড়িয়াছেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব সুমধুর জীবন-চরিত কীর্ত্তন করিয়া আজ আমি কবিবরের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু, সুরেশ বাবু প্রভৃতির বক্তৃতার পর, বক্তৃতা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া আমার পক্ষে নিতান্তই অন্যায়। তবে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে, আমি পরিষদের মুসলমান সদস্যদিগের পক্ষ হইতে কিছু বলিতেছি। আমি স্বর্গীয় বসু মহাশয়ের অনেকগুলি নাটক পড়িয়াছি। অনেক নাটকের অভিনয়ও দেখিয়াছি। নাট্যজগতে নাট্য-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে স্বর্গীয় গিরিশ বাবু অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন, মনোমোহন বাবুরও কাজ কম নহে। তিনি যে সমস্ত জাতীয় উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা এবং নাটকাবলী লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের মুসলমান-সমাজেও অতি যত্নের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। অতীব আনন্দের কথা, আজ সেই মহাত্মার স্মৃতি রক্ষণার্থ জাতীয় অনুষ্ঠানের মূল সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু-মুসলমানগণের ধন্যবাদার্হ হইলেন।

শেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—মনোমোহন বাবুর কথা আপনারা অনেকেই শুনিলেন। তিনি বক্তা ছিলেন; এ সভায় যাঁহারা বক্তা আছেন, তাঁহারা মনোমোহন বাবুর বক্তৃতা-শক্তির প্রশংসা করিলেন। তিনি নাটক লিখিতেন; অমৃত বাবু তাঁহার নাটকের সমালোচনা করিলেন। তিনি প্রবন্ধ রচনা করিতেন; যাঁহারা এখন প্রবন্ধ রচনা করেন, তাঁহারা তাঁহার গুণপনা ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমার বলিবার অল্পই আছে। যদিও ইচ্ছা করিলেই তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে ও ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিতাম, কিন্তু আমার সে বিষয়ে বিশেষ সুযোগ হইয়া উঠে নাই। তবে এক দিন আমরা দুই জনে প্রায় দুই ঘণ্টা

ছিলেন; অনেক ক্ষণ ধরিয়া তিনি হাফ আখড়াইএর উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। এখন যাঁহারা লেখক-বৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারা অনেক প্রকারে উৎসাহ পান; তাঁহাদের অর্থাগম ও খ্যাতি লাভের অনেক উপায় আছে। কিন্তু সেই সে কালে—যখন লোকে পড়িত ইংরাজী, পড়িত সেক্সপীয়ার, বাইরাণ; রস পাইত স্কট ও ডিকুইনসিতে, তখন বাঙ্গালায় বই লেখা যে কি বিড়ম্বনা ছিল, এখনকার লোক তাহার ধারণাই করিতে পারেন না। কিন্তু সেই দুঃসময়েই মনোমোহন বাবু বাঙ্গালা লিখিয়া গিয়াছেন, কেবল দেশের হিতের জন্য; দেশকে দেশের কথা বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা লিখিয়া জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন যথার্থ দেশহিতৈষী ছিলেন। আসুন, আমরা তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, তাহার কিছু পরিচয় দিই।

এই বলিয়া সভাপতি মহাশয়, সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে কবিবরের স্মৃতির উদ্দেশে দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন এবং তিনি তৈল-চিত্রখানির আবরণ উন্মোচন করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় মনোমোহন বসুর পৌত্র, চিত্রকর, শ্রীমান্ অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুকে সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন ও তাঁহাকে তাঁহার পিতামহের আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য উপদেশ দিলেন।

তৎপরে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারী বাবুর রচিত শেষ সঙ্গীতটি শ্রীযুক্ত পুলিন বাবু গান করিলে, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানানন্তর বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

৫ই আশ্বিন ১৩২৫, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই অধিবেশনেরও সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিসমূহ"। ৫। বিবিধ।

১। গত দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে, পরিষদের সাধারণ সদস্য-রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নির্ব্বাচিত সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়	১। শ্রীবিনায়কচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট, বুক ডিপো।
		২। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ হাজরা বি এল্ মুন্সেফ, পটুয়াখালি, বরিশাল।
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	৩। শ্রীজগচ্চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মোক্তার, চট্টগ্রাম।
ঐ	রায় শ্রীচুনীলাল বসু	৪। মাননীয় রায় শ্রীরাধাচরণ পাল বাহাদুর ১০৮ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট।
রায় শ্রীচুনীলাল বসু	শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু	৫। কুমার শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর শোভাবাজার রাজবাটী

৩। নিম্নলিখিত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে উপহারদাতৃগণকে পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীহরিদাস হালদার	১। কর্ম্মের পথে
শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ	২। বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় "কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপিসমূহ" নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে এই প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ করিলেন এবং জানাইলেন যে, এই প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে। নির্ম্মাণকার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। প্রোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩.১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

পদক — পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক বা পুরস্কার	প্রবন্ধের বিষয়
১। রামেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)	এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ
২। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)	নরহরি সরকারের জীবন
৩। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্যচৌধুরী সুবর্ণ-পদক—	বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান
৪। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—	স্বর্গীয় বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের কাব্যের সমালোচনা
৫। শশিপদ রৌপ্য-পদক—	জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব
৬। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—	বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচারশক্তির পরিচয় থাকা চাই। পরিষদের নিযুক্ত পরীক্ষকগণের অনুমোদিত না হইলে কোন প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। প্রবন্ধগুলি বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ই চৈত্র মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে, ২৪৩.১ অপার-সার্কুলার রোড, কলিকাতা ঠিকানায় পরিষৎ-সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ অপার-সার্কুলার রোড, কলিকাতা
২০শে পৌষ, ১৩২৫

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

নেপালে বাঙ্গালা নাটক

(১) কাশীনাথকৃত বিদ্যাবিলাপ (৩) গণেশকৃত রামচরিত
(২) কৃষ্ণদেবকৃত মহাভারত (৪) ধনপতিকৃত মাধবানল-কামকন্দলা

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পুথিগুলি নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এইগুলি নেবারী অক্ষরে লেখা, কিন্তু ভাষা বাঙ্গালা—বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের লেখা। তাঁহারা কিরূপে নেপালে গিয়া আপন ধর্ম্ম ও সাহিত্য প্রচার করেন, এই পুথিগুলি তাহারই একমাত্র নিদর্শন। বইগুলি নাটকের আকারে লেখা। ২৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য—সদস্যপক্ষে ১৲, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ১৵০ ও সাধারণ পক্ষে ১।০।

ন্যায়দর্শন

(গৌতম-সূত্র, ১ম খণ্ড।)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়কর্ত্তৃক সম্পাদিত। মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পত্রাঙ্ক—৪২৭, ভূমিকা প্রভৃতি ৪৮। মূল্য—সদস্যপক্ষে ১॥০, শাখাসভার সদস্যপক্ষে ২৲, সাধারণ পক্ষে ২॥০ টাকা। কাশী, গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ এ, ভিনিস মহাশয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন,—

Government Sanskrit Library, Benares.
11th January, 1918.

Dear Panditji,

I must thank you for the kind gift of your Nayadarsana Volume I. It is a valuable contribution to the study of the Vatsyayana bhasya and should receive a hearty welcome from all who are interested in that early and difficult text. In glancing through the volume (and I have not had time to do more than this so far), I have been impressed by your original and most useful Tepponi.

Wishing you all success with this and the succeeding volumes.

I remain, sincerely yours
A. Venis,

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

প্রথম খণ্ড (প্রথম ও দ্বিতীয় শাখা), শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ সম্পাদিত। পদকল্পতরুর পাঁচখানা ও পদরসসার, পদরত্নাকর প্রভৃতি নবাবিষ্কৃত কয়েকখানা পদাবলীর প্রাচীন পুথি মিলাইয়া পদের নিম্নে প্রয়োজনীয় পাঠ-বিচার সহ সমস্ত পাঠান্তর ও দুরূহ বাক্যাবলীর বিস্তৃত টীকা দেওয়া হইয়াছে। পরিশিষ্টে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদিগের অনেক অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ ও নবাবিষ্কৃত প্রায় ত্রিশ জন পদ-কর্ত্তার পদাবলী, ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ সহ পদাবলি-শব্দকোষ, পদাবলি ও পদকর্তৃগণের সূচী ও বিস্তৃত ভূমিকা প্রকাশিত হইবে। এই সংস্করণটিকে পদাবলির বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে, কেন না, ইহার মূল গ্রন্থে সার্দ্ধশতাধিক বৈষ্ণব কবির তিন সহস্রের অধিক উৎকৃষ্ট পদাবলি ও পরিশিষ্টে প্রায় এক সহস্র পদাবলি প্রকাশিত হইবে। বৃহৎ আকারের ৪০৮ পৃষ্ঠায় এণ্টিক কাগজে, পাইকা ও স্মলপাইকা অক্ষরে মুদ্রিত ১ম খণ্ডের মূল্য আশাতীত সুলভ করা হইয়াছে। মূল্য—সাধারণ পক্ষে ১॥০, সদস্য পক্ষে ১৲, শাখা-সভার সদস্য পক্ষে ১।০।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোন প্রাচীন কবিরই প্রকৃত ভাষা পাওয়া যায় নাই। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম স্থল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে প্রচলিত খাঁটি বাঙ্গালা ভাষার নমুনা এই গ্রন্থে আছে। ভাষাতত্ত্বের হিসাবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল্য অত্যন্ত অধিক। আদর্শ পুথি শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং তাঁহারই সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত। আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় লিখিয়াছেন—"এই কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের যোজনা করিবে—ইতিহাসের পুরাণ পরিচ্ছেদের নূতন গড়ন দিবে।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত পুথির লিপিকাল শীর্ষক প্রবন্ধ সহ বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

অভিমত

ভারতীয় ভাষাতত্ত্বে সুপণ্ডিত Sir George A. Grierson, K.C.I.E., Ph, D., D. Litt., মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"Will you also please convey my thanks to Babu Basanta Ranjan Roy for his most valuable work? It is a real pleasure to find the history of the Bengali language treated so sanely and scientifically, and to see that the importance of its connexion with Magadhi Prakrit is so thoroughly recognized."

Times—Educational Supplement এ (19th Sept. 1918) প্রকাশিত Mr. J. D. Anderson, M. A., I. C. S. (Retd.) মহাশয়ের লিখিত Indian Modern Language শীর্ষক পত্রের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"...............a word should be said as to the scholarly labours of the Vangiya Sahitya Parishad, a society which publishes, in addition to an excellent journal, critical editions of old Bengali literature. Their last publication of this sort is of unique interest. It is Mr. Vasanta Ranjan Roy's annotated edition of the "Sri Krishna Kirtan," by far the oldest book in the Bengali language yet discovered..............."

গ্রন্থের আকার ডিমাই ৮ পেজি। মুখবন্ধ, সম্পাদকীয় বক্তব্য, লিপিকালনির্ণয় ও পদসূচী ৭৩ পৃঃ, মূল গ্রন্থ ৪০০ পৃঃ, বিস্তৃত টীকা ও শব্দসূচী প্রভৃতি ৪১৪ পৃঃ, মোট ৮৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এতদ্ব্যতীত মূল পুথির ও অন্যান্য প্রাচীন পুথির হাফটোন চিত্র ৭ খানি আছে।

মূল্য—সদস্য পক্ষে ২৲, শাখাসভার সদস্য পক্ষে ২।০, সাধারণ পক্ষে ২॥০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির, কলিকাতা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পঞ্চবিংশ ভাগ—চতুর্থ সংখ্যা

—0—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

(প্রবন্ধের মতামতের জন্ম পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর (সমালোচনা)…	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ …	১৪৭
২।	আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা অনুলিখন …	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ …	১৬৫
৩।	কামরূপের শিলালিপি …	শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন …	১৮৭
	১৩২৫ সালের কার্য্যবিবরণী …	…	৩৫—৭৭

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৫

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',

9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা।

মফস্বলে ৩।৶৹ তিন টাকা ছয় আনা।

বৌদ্ধ-গান ও দোহা

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ইহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩৲, শাখাসভার সদস্যপক্ষে—২॥০, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত

নীলরতন বাবু বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। নীলরতন বাবুর চেষ্টায় এই সংস্করণে আট শতাধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এন্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—২॥০, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

গোরক্ষ-বিজয়

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন বঙ্গভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য—সদস্যপক্ষে ৷৷০, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ৷৷৵০ এবং সাধারণপক্ষে ৸০ আনা।

বিদ্যাপতির পদাবলী

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এই গ্রন্থ স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ৮৪০টি পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২; মূল্য ৪৲ চারি টাকা। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৩৲ তিন টাকা।

পুস্তক-প্রাপ্তির স্থান,—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(মাসিক)

পঞ্চবিংশ ভাগ

—:•:—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ

—•—

কলিকাতা

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

পঞ্চবিংশ ভাগের সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। অকারতত্ত্ব	শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী	১৩
২। আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর	মুহম্মদ শহীহুল্লাহ এম্ এ, বি এল	১৪৭
৩। আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা অনুলিখন	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	১৬৫
৪। কামরূপের শিলালিপি	শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন	১৮৭
৫। কামাখ্যা-মন্দির	শ্রীহেমচন্দ্র দেব গোস্বামী	৭৭
৬। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ	১০৩
৭। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য	শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	১৪১
৮। তাপসা রওশন আরা (আলোচনা)	শ্রীরাখালদাস নাগ	৯৯
৯। তাপসা রওশন আরা (আলোচনার উত্তর)	ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	১০১
১০। নিম্নবঙ্গের বিল	শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস্ সি	৬৩
১১। বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	৬৯
১২। বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা	মুহম্মদ শহীহুল্লাহ এম্ এ, বি এল্	১
১৩। মূর্তীর পুরাবৃত্ত ও সৈন্ধব মর্ত্ত্যে তার আবির্ভাবকাল	শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ	৮৩

আরবী ও ফারিসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর *

(সমালোচনা)

যাঁহারা আরবী ও পারসী লইয়া আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনেকেই আরবী ও পারসী শব্দগুলিকে বাঙ্গালা হরফে লিখিবার একটি বৈজ্ঞানিক নিয়মের অভাব অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। আমার মনে হয়, ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে আমি "আরবী ও পারসী গ্রন্থের অনুবাদের আবশ্যকতা এবং আরবী ও পারসীর অক্ষরান্তরীকরণ" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা এই অভাব দূরীকরণের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম উদ্যম। উক্ত প্রবন্ধ "প্রতিভা" পত্রিকায় ১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে ভ্রাতা আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অবশেষে সুহৃদ্বর সুনীতি বাবু তাঁহার গবেষণাপূর্ণ "লিপ্যন্তর" প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুনীতি বাবু তাঁহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ-গণের মতামত চাহিয়াছেন। আমি বিশেষজ্ঞ না হইলেও, প্রস্তাবিত বিষয়ের কিঞ্চিৎ অধিকারী। তাই এতৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

'লিপ্যন্তর' শব্দের অর্থ অন্য লিপি। ইহা দ্বারা ক্রিয়া বুঝা যায় না। ক্রিয়ার্থ প্রকাশের জন্য 'লিপ্যন্তরণ' প্রভৃতি ভাবার্থ-প্রত্যয়-সিদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত। লিপি অপেক্ষা অক্ষর শব্দ অধিক প্রসিদ্ধ। এই জন্য আমি 'অক্ষরান্তরীকরণ' শব্দ transliterationএর বাঙ্গালা প্রতিশব্দরূপে প্রয়োগ-প্রয়াসী হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি "অনুলিখন" শব্দ প্রচলনের পক্ষপাতী। Translationএর যেমন 'অনুবাদ,' transliterationএর সেইরূপ 'অনুলিখন'। "অনুলিখন" শব্দটি যুক্তাক্ষর-বর্জ্জিত। সুতরাং বলিতে শুনিতে লাগিবে ভাল। সুধীগণ এ সম্বন্ধে বিচার করিবেন।

আরবীর "লিপ্যন্তর" বা "অনুলিখন" বলিতে আমরা যে আরবী বুঝিব, তাহা আধুনিক আরবী-জগতের কথোপকথনের আরবী الدارجة নহে, কিংবা পারসী বা হিন্দুস্থানীতে প্রবিষ্ট আরবী নহে। মিস্র, হিযাজ, ই'রাক্, শাম প্রভৃতি স্থানের কথিত আরবীর উচ্চারণ এক নহে। ভারতের লোকের বা স্থানের নামে যে আরবী শব্দ পাওয়া যায়, তাহা পারসীর (অর্থাৎ পারসী ভাষায় ব্যবহৃত আরবীর) ন্যায় উচ্চারিত হয়। আরবীর অনুলিখন বলিতে আমরা প্রাচীন আরবী বুঝিব। স্থানীয় উচ্চারণ-ভেদ সত্ত্বেও ক্বুর্আন পাঠ-কালে ক্বারীগণ আরবীর যে উচ্চারণ করেন, আরবীর বাঙ্গালা অনুলিখন-পদ্ধতির বিচারকালে সেই উচ্চারণ স্বীকৃত হইবে। সুনীতি বাবুও প্রাচীন আরবীর উচ্চারণকে অনুসরণ করিয়াছেন। তবে ভারতীয় আরবী নাম বাঙ্গালা হরফে লিখিতে হইলে, প্রাচীন

আরবী উচ্চারণ কিংবা আরবীর পারসীক উচ্চারণ অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা সুনীতি বাবু কোথায় স্পষ্টরূপে লিখেন নাই। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত উচ্চারণই যে অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাই বোধ হয়, তাঁহার অভিমত। এ বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমতাবলম্বী।

প্রাচীন আরবীর প্রকৃত উচ্চারণ হ্বাধরাত মুহাম্মাদের সময় হইতে গুরু-শিষ্যপরম্পরাক্রমে এ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। প্রত্যেক নমাজে ক্বুর্‌আনের কোন এক অংশ পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্বুর্‌আন পাঠের জন্য উচ্চারণ-শাস্ত্র শিক্ষা করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। উচ্চারণের ব্যতিক্রম হইলে নমাজ সিদ্ধ হয় না, এই প্রকার বিধান থাকায় প্রত্যেক মুসলমান সাধ্যানুসারে উচ্চারণ শিক্ষা করিয়া থাকেন। ض অক্ষরের উচ্চারণ লইয়া ভারতীয় মুসলমানগণের মধ্যে যে প্রবল মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এই উচ্চারণ-শিক্ষার প্রতি মুসলমানগণের তীক্ষ্ণ লক্ষ্য আছে বলিয়া। এক সময়ে হিন্দুগণের মধ্যে বেদ পাঠের জন্য শিক্ষাশাস্ত্র অবশ্য পঠনীয় ছিল। কিন্তু বেদ-চর্চ্চার অভাবে শিক্ষাশাস্ত্র একরূপ অনাদৃত অবস্থায় রহিয়াছে। মুসলমানগণের এখনও সেরূপ ঔদাসীন্য আসে নাই।

শিক্ষাশাস্ত্রকে আরবীতে ই'ল্‌মু-ত্‌তায্‌ৱীদ বলা হয়। ক্বুর্‌আনের বিধান—ৱা রাত্তিলি-ল্‌ক্বুর্‌আনা তার্‌তীলা—"এবং তার্‌তীলের সহিত ক্বুর্‌আন পাঠ কর"—উহার তার্‌তীল শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কেহ হ্বাধ্‌রাত আ'লীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "তার্‌তীলের অর্থ অক্ষরসমূহের যথাযথ উচ্চারণ (তায্‌ৱীদ) এবং বিরাম-স্থান সকলের জ্ঞান।" ক্বুর্‌আনে তারতীলের আদেশ থাকায় উচ্চারণ শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য করা হয়। যাঁহারা ক্বুর্‌আনের উচ্চারণ শিক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে ক্বারী (পাঠক) বলা হয়। হ্বাধ্‌রাত মুহাম্মাদ বলিয়াছেন, "অনেক ক্বারী আছে, যাহারা ক্বুর্‌আন পাঠ করে, অথচ ক্বুর্‌আন তাহাদিগকে অভিসম্পাৎ করে।" এই জন্য ক্বারীগণ অতি সাবধানে ই'লমু-ত্‌তায্‌ৱীদ শিক্ষা করিয়া থাকেন।

হ্বাধরাত মুহাম্মাদের পারিষদগণ ধর্ম্মগুরুর প্রমুখাৎ ক্বুর্‌আন শিক্ষা করিতেন। হ্বাধ্‌রাতের তিরোভাবের পরে অনুবর্ত্তিগণ পারিষদগণের নিকট ক্বুর্‌আন শিক্ষা করিতেন। এইরূপে খুলাফাএ রাশিদীনের (পাঁচজন সত্য খলীফার) সময় অতীত হইলে, সাধারণের মধ্যে অনেকে ক্বুর্‌আন পাঠে ভ্রম-প্রমাদ করিতে লাগিল। তখন মুসলমান-জগতের প্রধানগণ মক্কা, মদীনা, বস্‌রা, সিরিয়া এবং কুফা—ইস্‌লামের কেন্দ্রস্থল এই পাঁচ স্থানের ১৪জন ক্বারীকে সাধারণের ক্বুর্‌আন শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই সমস্ত ক্বারীগণের মধ্যে কুফানিবাসী ইমাম আ'স্নিমের ক্বুর্‌আন পাঠপ্রণালী, তৎশিষ্য হ্বাফ্‌স্‌, তৎপরে তৎশিষ্য, এইরূপ গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমে ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে। এখনও ভারতীয় ক্বারীগণ ইমাম আ'স্নিম পর্য্যন্ত আপনাদের গুরুর শৃঙ্খলা বর্ণন করিয়া থাকেন। ক্বারীগণের প্রতিষ্ঠা-পত্রে তাঁহাদের গুরুপরম্পরা বর্ণিত হইয়া থাকে।

ই'ল্‌মু-ত্‌তাযবীদ সম্বন্ধে আরবী ভাষায় শায়খ্‌ শাত্বিবী, ইমাম শায়খ্‌ যাজ্‌রী প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের রচনা প্রাচীন ও বিশেষ প্রসিদ্ধ। পারসী ভাষায় মাক্‌সূদু-ল্‌ক্বারী, মারূফু-ল্‌ক্বারী প্রভৃতি এবং উর্দু ভাষায় জীনাতু-ল্‌ক্বারী, সিরাযু-ল্‌ক্বারী প্রভৃতি পুস্তক সুবিদিত।

প্রাচীন আরবীর উচ্চারণ নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে ক্বারীগণের এবং ই'লমু-ত্‌তাযবীদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থের আশ্রয় লইতে হইবে। সুনীতি বাবু ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণকে অবলম্বন করিয়াছেন। এই জন্য কয়েক স্থলে, আমার বিবেচনায়, তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

যুক্তাক্ষর لا বাদ দিলে আরবী বর্ণমালার অক্ষর-সংখ্যা ২৮টি। ইমাম সীবারায়িহ্‌ ইহাদের ১৬টি উচ্চারণ-স্থান مخرج নির্দ্দেশ করেন। ইমাম খালীলের মতে উচ্চারণ-স্থান ১৭টি। ইমাম যাজ্‌রী প্রভৃতি অধিকাংশ এই শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন।

১৭টি উচ্চারণ-স্থান এই :—

১। মুখ-গহ্বর, ا ، و ، ی যখন ইহারা স্বরবর্ণ থাকে। ইমাম সীবারায়িহ ইহাদের পৃথক্‌ উচ্চারণ-স্থান স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্যঞ্জন অবস্থায় ইহাদের যে উচ্চারণ, স্বর অবস্থায় তাহাই।

২। কণ্ঠের নিম্নভাগ, ء , ه

৩। কণ্ঠের মধ্যভাগ, ع , ح

৪। কণ্ঠের ঊর্দ্ধভাগ, غ , خ

৫। জিহ্বামূল ও টাকরা (uvula), ق

৬। জিহ্বামূল ও জিহ্বামধ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং তৎসন্নিহিত তালু, ك

৭। জিহ্বামধ্য ও তৎসন্নিহিত তালু, ج , ش , ی (ব্যঞ্জন)।

৮। জিহ্বা-পার্শ্ব ও দক্ষিণ বা বাম-ভাগস্থ শ্বাদন্তের পশ্চাদ্বর্ত্তী পক্ব দন্তমূল; ض

৯। জিহ্বা-পার্শ্ব ও দক্ষিণ বা বামভাগস্থ শ্বাদন্তের ও তৎপার্শ্বস্থ দন্তের মূল। (ضاحك) , ل

১০। জিহ্বাগ্র, উপর পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তমূল, ن

১১। জিহ্বাগ্রের পৃষ্ঠভাগ ও উপর পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তমূল, ر

১২। জিহ্বাগ্র ও উপর পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্ত, ط , د , ت

১৩। জিহ্বাগ্র ও নীচের পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র, ص , ز , س

১৪। জিহ্বাগ্র ও উপরের পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র, ظ , ذ , ث

১৫। অধরের পৃষ্ঠভাগ ও উপরের পাটির দুই দন্তের অগ্রভাগ, ف

১৬। ওষ্ঠদ্বয়, و , ب , م

কণ্ঠকে উচ্চারণ-স্থানের প্রথম স্থান কল্পনা করিলে উচ্চারণ-স্থানের ক্রম হিসাবে আরবী অক্ষরগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজাইতে পারা যায়—

(বাম হইতে দক্ষিণে পড়িতে হইবে)

ء ه ع ح غ خ ق ك ج
ش ى ض ل ن ر ط د ت
ص ز س ظ ذ ث ف و ب م

এই ক্রমের মধ্যে যে-কোন অক্ষর তাহার পূর্ব্বলিখিত অক্ষর হইতে উচ্চারণ-স্থান ক্রমে পরবর্ত্তী এবং পরলিখিত অক্ষর হইতে উচ্চারণ-স্থান ক্রমে পূর্ব্ববর্ত্তী।

উপরে যে উচ্চারণ-স্থান বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া আরবী বর্ণমালা-গুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রধানতঃ ৮ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

১। কণ্ঠ— ا ء ه ع ح غ خ
২। জিহ্বামূল— ق ك
৩। তালু— ج ش ى
৪। দন্তমূল— ض ل ن ر
৫। দন্ত— ط ل ت ص ز س ظ ذ ث
৬। দন্তৌষ্ঠ— ف
৭। ওষ্ঠ— و ب م
৮। নাসামূল—কণ্ঠ্য বর্ণ ও ر ভিন্ন অন্য বর্ণের পূর্ব্বস্থিত হসন্ত ن এবং ب ও م এর পূর্ব্বস্থিত م

আরবীর শিক্ষাশাস্ত্রকার (مجوّد) গণ উচ্চারণ-স্থান ভিন্ন বর্ণগুলি সম্বন্ধে কতিপয় গুণ (صفة) নির্দ্দেশ করেন। এই গুণগুলিকে সংস্কৃত শিক্ষাশাস্ত্রের ভাষায় প্রযত্ন বলা যাইতে পারে। তাজ্বীদ-শাস্ত্রে বর্ণমালার ৪৪টির অধিক গুণ স্বীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৭টি প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট। ইমাম যাজ্‌রী এই ১৭টি গুণের পরিচয় দিয়াছেন। গুণগুলি যথা ;—

১। যিহ্‌র (উচ্চ শব্দ), কণ্ঠস্বর প্রথমতঃ আটক খাইয়া পরে উচ্চ হইয়া ধ্বনিত হয়। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মায্‌হুরাঃ বলা হয়।

২। হাম্‌স (নিম্ন শব্দ), কণ্ঠস্বর রুদ্ধ না হইয়া নিম্ন হইয়া ধ্বনিত হইতে থাকে। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মাহ্‌মুসাঃ বলা হয়। হাম্‌স যিহ্‌রের বিপরীত গুণ। এই অক্ষরগুলির সমষ্টি—

فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ

এতদ্ভিন্ন সমুদায় বর্ণ মায্‌হুরাঃ। সংস্কৃত শিক্ষাশাস্ত্রের রীতি অনুসারে মাহ্‌মুসাঃ বর্ণগুলিকে শ্বাস এবং মায্‌হুরাঃ গুলিকে নাদ বলা যাইতে পারে।

৩। শিদ্দাঃ—(কঠোরতা)। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলির নাম শাদীদাঃ। তাহার সমষ্টি

أجد قط بكت

হসন্ত অবস্থায় এই বর্ণগুলির ধ্বনি রুদ্ধ হয়। এইগুলিকে অল্পপ্রাণ বলা যাইতে পারে।

৪। রিখাবাঃ—(মৃদুতা)। শিদ্দাঃর বিপরীত গুণ। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে রিখ্‌ৱাঃ বলা হয়। এইগুলিকে মহাপ্রাণ বলা যাইতে পারে।

৫। শাদীদাঃ ও রিখ্‌ৱাঃ বর্ণগুলির মধ্যবর্ত্তী বর্ণগুলিকে বায়্‌ন বা মধ্যবর্ত্তী বলা হয়। তাহার সমষ্টি لن عمر ইংরাজি উচ্চারণশাস্ত্র (Phonetics) মতে ইহাদিগকে তরল বর্ণ (liquids) বলা যাইতে পারে। শাদীদাঃ ও বায়ন ভিন্ন সমুদায় বর্ণ রিখ্‌ৱাঃ।

৬। ইস্‌তি'লা'—(জিহ্বার উচ্চগতি)। যে সকল বর্ণ উচ্চারণ-কালে জিহ্বা তালুর দিকে উচ্চ গতিপ্রাপ্ত, তাহাদিগকে মুস্‌তা'লিয়াঃ বর্ণ বলা হয়। তাহাদের সমষ্টি—خص ضغط قظ

৭। ইস্‌তিফাল—(জিহ্বার নিম্নগতি)। ইহা পূর্ব্বোক্তের বিপরীত গুণ। এই গুণ-বিশিষ্ট বর্ণকে মুস্তফিলাঃ বলা যায়। ইহাদের সংখ্যা ২১টি।

৮। ইত.ৱাক (জড়িত হওয়া)। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলির নাম মুত.ৱাক্কাঃ। এই বর্ণগুলি উচ্চারণকালে জিহ্বার কিয়দংশ উপরের তালুতে জড়িত হয়, এই জন্য ইহাদিগের এই নাম। ইহারা ظ ط ض ص

৯। ইন্‌ফিতাহ্‌—(মুক্ত হওয়া)। ইহারা ইত.ৱাকের বিপরীত গুণ। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মুন্‌ফাতিহাঃ বলা হয়। ইহাদের সংখ্যা মুত..ৱাক্কাহ্‌ ভিন্ন অবশিষ্ট ২৪টি।

১০। ইজ্‌লাক—(প্রান্ত হইতে নির্গত হওয়া)। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলিকে মুজ্‌লিকাঃ বলা হয়। এই গুলির সমষ্টি فر من لب। ইহাদের মধ্যে ب ف م ওষ্ঠ প্রান্ত হইতে নির্গত হয়, এবং অবশিষ্টগুলি জিহ্বা-প্রান্ত হইতে উচ্চারিত হয়।

১১। ইস্‌মাত—(নীরব হওয়া)। ইজ্‌লাকের বিপরীত গুণ। এই গুণবিশিষ্ট বর্ণগুলির নাম মুস্‌মিতাঃ। ইহাদের সংখ্যা মুজ্‌লিকাঃ ভিন্ন অবশিষ্ট সমুদায় বর্ণ।

১২। সাফীর (শিশ)। س ز ص এই বর্ণগুলি উচ্চারণ-কালে শিশের শব্দ হয়। এইজন্য ইহাদের নাম সাফীরাঃ (صفيرة); ইহাদিগকে ইংরাজি উচ্চারণশাস্ত্রের (phoneticsএর) মতে শব্দকারী বর্ণ (sibilant) বলা যাইতে পারে।

১৩। কল্‌কলাঃ—ইহাদের সমষ্টি قطب جد। ইহাদের উচ্চারণ সময়ে উচ্চারণ-স্থানে মৃদু কম্পন হয়। এই জন্য ইহাদের এই নাম। ইহাদিগকে অল্পপ্রাণ ঘোষ-বর্ণ বলা যাইতে পারে।

১৪। লীন (কোমল)। অন্তঃস্থ و ى।

১৫। ইন্‌হিরাফ—(জিহ্বা উল্টান)। এই গুণবশতঃ ل ও ر কে মুন্‌হারিফাঃ

১৬। তাক্‌রীর (দ্বিরুচ্চারণ) ; ر বর্ণের এই গুণ আছে। কিন্তু ইহা পরিহার্য্য। এই গুণ-বশতঃ ইহার নাম মুকার্রারাঃ।

১৭। তাফাশ্‌শী (বিস্তৃতি)। ش বর্ণের এই গুণ। ش উচ্চারণকালে শব্দ মুখমধ্যে বিস্তৃত হয়। এই জন্য ইহার এই নাম।

১৮। ইস্‌তিত্‌লাত—(দীর্ঘ হওয়া)। ض বর্ণের এই গুণ। ض উচ্চারণ-কালে জিহ্বা ل এর উচ্চারণ-স্থান পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। এই জন্য ইহার নাম মুস্‌তাত্‌ীলাঃ।

১৯-২০। তাফ্‌খীম ও তার্‌ক্বীক্ব। কোন অক্ষরকে নিজ উচ্চারণ-স্থানে মোটা করিয়া উচ্চারণ করাকে তাফ্‌খীম ও সরু করিয়া উচ্চারণ করাকে তার্‌ক্বীক্ব বলে। ইহারা পরস্পর বিপরীত গুণ। মুস্‌তা'লিয়াঃ বর্ণ, স্থান-বিশেষে ر, এবং স্থানবিশেষে আল্লাহ্‌ শব্দের ل—এই বর্ণগুলির তাফখীম উচ্চারণ হয়।

সংস্কৃত বর্ণমালার সহিত তুলনা করিলে আরবী বর্ণমালাগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) যে বর্ণগুলি সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতের সমান ধ্বনিবিশিষ্ট ; যথা— ا ب ت د ر س ك ه و ى (২) যে বর্ণগুলি অধিকাংশে সংস্কৃতের সমান যথা— ج ش ل (৩) যে বর্ণগুলি কিয়দংশে সংস্কৃতের সমান ; যথা—
ث ح خ ذ ز ص ض ط ظ ع غ ف ق ء।

আরবী বর্ণমালাকে প্রধান প্রধান উচ্চারণ-স্থান ও গুণ অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করিলে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে,—

	শ্বাস অল্পপ্রাণ	শ্বাস মহাপ্রাণ	নাদ অল্পপ্রাণ	নাদ মহাপ্রাণ	শ্বাস তরল	নাদ তরল
কণ্ঠ		خ ح	ء	غ		ع ا
জিহ্বামূল	ك		ق			
তালু		ش	ج			ی
দন্তমূল				ض		ر ن ل
দন্ত	ت	س ص ث	د ط	ز ذ ظ		
দন্তৌষ্ঠ		ف				
ওষ্ঠ			ب			و م
নাসামূল						م ن

অনুলিখন-প্রণালী স্থির করিতে হইলে চারিটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য আবশ্যক,—(ক) আরবী প্রভৃতির ধ্বনিকে তাহার সদৃশ বা প্রায়-সদৃশ বাঙ্গালা ধ্বনি দ্বারা প্রকাশ, (খ) আরবী প্রভৃতির যে অনুরূপ বাঙ্গালা ধ্বনি স্থির করা হইবে, তাহাই সর্ব্বত্র ব্যবহার করিতে হইবে। ج এর জন্য যদি জ অনুরূপ ধ্বনি স্থির করা হয়, সর্ব্বত্র ج এর স্থানে অনুলিখন-প্রণালীতে জ ব্যবহার করিতে হইবে। এক স্থানে জ, এক স্থানে গ, এক স্থানে য ব্যবহার করিলে নিয়ম ভঙ্গ হইবে। (গ) প্রণালীটি কার্য্যে প্রয়োগ- যোগ্য হইবে। (ঘ) সহজ-বোধ্য হইবে।

ـَ ফাত্হাহ্ বা জবরের জন্য ॅ এবং ا এর জন্য া, কিংবা ফাতহাহ্র জন্য া, এবং ا এর জন্য া লিখিলে মূল অনুযায়ী হয়। হিন্দী অকারের উচ্চারণ হ্রস্ব আ হইলেও সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অকারের উচ্চারণ তাহা নহে। অথচ আরবী ফাতহাহ্র উচ্চারণ হ্রস্ব আ। হ্রস্ব ও দীর্ঘ আকারে তফাৎ দেখাইবার জন্য হয় হ্রস্ব আকারে, নয় দীর্ঘ আকারে চিহ্ন দিতে হইবে। আরবীতে ـَ ফাতহাহ্ যুক্ত শব্দ ا যুক্ত শব্দ অপেক্ষা বেশী। এই জন্য হ্রস্ব আকে খালি রাখিয়া দীর্ঘ আর জন্য চিহ্ন ব্যবহার করা ভাল। অতএব আমি ـَ = া, ا ও ا = া চালাইতে চাই।

ʼ আ ʼ ই ʼ উ—এই আ ই উ'র পূর্ব্বে কমা চিহ্ন দিয়া পাঠককে ধাঁধায় ফেলা হয় মাত্র। বাঙ্গালায় অনুলিখিত আরবী পাঠকালে পাঠকের স্মরণ থাকা উচিত যে, তিনি আরবী পাঠ করিতেছেন, বাঙ্গালা নহে। যেখানে আরবীতে একটি মাত্র উচ্চারণ আছে, যাহা বাঙ্গালার কোন এক অক্ষরের উচ্চারণের অনুরূপ, সেখানে আরবীর উচ্চারণ বাঙ্গালা ঐ অক্ষর দিয়া প্রকাশ করিলে যথেষ্ট। ঐ বাঙ্গালা অক্ষরকে ফুটকি, কমা, নিম্নরেখা কিংবা উর্দ্ধ-রেখা প্রভৃতি দ্বারা কুটিল করা সমীচীন নহে। তাহা হইলে অনুলিখন-প্রণালী প্রয়োগ-যোগ্য হইবে না এবং সহজ-বোধ্যও হইবে না। এই জন্য ء خ ف র জন্য যথাক্রমে আ, খ, ফ লিখিলে যথেষ্ট হইবে। নচেৎ ج এবং ل এর জন্য যদি জ এবং ল ব্যবহার করা হয়, তবে জ এবং লএর নীচেও ফুটকি দিতে হইবে। আরবী ج এবং ل এর উচ্চারণ ঠিক বাঙ্গালা জ এবং লএর উচ্চারণের মত নহে। আরবী ج মধ্য-তালু হইতে উচ্চারিত হয়। বাঙ্গালা জএর উচ্চারণ-স্থান তাহার অনেক নিম্নে। আরবী لকে উচ্চারণ করিতে হইলে জিহ্বাগ্রকে খাদন্ত ও তাহার সংলগ্ন মুখগহ্বরের দিকের দন্ত—এই দুই দন্তমূলে আঘাত করিতে হয় এবং জিহ্বাগ্রকে কিঞ্চিৎ উল্টাইতে হয়। আরবী ل দন্তমূলীয়, বাঙ্গালা ল দন্ত্য।

হসন্ত হাম্জাহ্ প্রদর্শনের জন্য 'এপষ্ট্রফী' ব্যবহার করা যাইতে পারে; যেমন بَأْ বা'।

তাশ্দীদ সম্বন্ধে সুনীতিবাবু কিছু নির্দ্দিষ্ট করেন নাই। তাশ্দীদ দ্বিত্বচিহ্ন। অক্ষরের দ্বিত্ব আরবীতে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে হইয়া থাকে,—(ক) দুইটি সম্পূর্ণরূপে সমান বর্ণের সন্ধিতে, যেমন رَبٌّ غَفُورٌ প্রভৃতি। (খ) দুইটি সমজাতীয় বর্ণের সন্ধিতে, যেমন بَسَطْتَ كَذَبَتْ, مِنْ رَحْمَةٍ, مِنْ لَدُنْ, قُلْ رَبِّ ইত্যাদি। (গ) ال শব্দের ل এর সহিত শাম্সী অক্ষরের সন্ধিতে, যেমন الرَّحْمٰن, الطِّيْن ইত্যাদি। (ঘ) হসন্ত নূনের সহিত م ن ي এবং و এর সন্ধি। এরূপ স্থলে হসন্ত নূন সানুনাসিক হয়। যেমন مِنْ يَقُوْلُ, مِنْ مَالٍ, مِنْ وَّاقٍ, مِنْ نَّصِيْرٍ।

(ক) প্রকারের দ্বিত্বস্থানে তাশদীদ-যুক্ত অক্ষরকে যুক্তাক্ষরে লিখিতে ভাল হয়। যেমন রাব্ব, ঘাফ্ফার ইত্যাদি। কিন্তু যে স্থলে দুইটি পৃথক্ শব্দের মধ্যে সন্ধি হয়, সেখানে দুইটি অক্ষর পৃথক্ রাখিতে কোন ক্ষতি নাই, যেমন (ربحهم تجارتهم) রাবিহ্বাত, তিযারাতুহুম্।

(খ) প্রকারের দ্বিত্বে আরবী লিখন-প্রণালী অনুসরণ করিয়া হসন্ত অক্ষর পৃথক্রূপে ও তাহার পরবর্ত্তী তাশদীদযুক্ত অক্ষরকে যুক্তাক্ষরে প্রকাশ করিলে ভাল হয়। যেমন বাসাত্‌ত্বা, কিদ্‌ত্তা, মিন্ র্রাহমতি, মিন্‌ল্লাহুন্ ও রুল্ র্রাব্বি।

(গ) প্রকারের দ্বিত্ব স্থানে ل যে বর্ণে পরিণত হয়, সেই বর্ণ ও তৎপরবর্ত্তী বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ লিখিলে ভাল হয়। যেমন আব্‌রাহমান, আত্‌ত্বীন ইত্যাদি। আর্রাহমান, আত্তীন লিখিলে ارحمن اطين ইত্যাদি মনে বলিয়া সন্দেহ হইতে পারিত। আর্-রহমান, আর-ত্বীন এইরূপে হাইফেন-যুক্ত পদ প্রয়োগ ঠিক নহে। এক স্থানে লুপ্ত অলিফকে হাইফেন দিয়া জ্ঞাপন করিয়া পুনরায় অন্য স্থানে আল্ ও তৎপরবর্ত্তী শব্দের মধ্যে বিয়োগ-চিহ্ন হাইফেন ব্যবহার করা বৈজ্ঞানিক প্রণালী-বিরুদ্ধ।

(ঘ) প্রকারের দ্বিত্বে সানুনাসিকত্ব জ্ঞাপনের জন্য হসন্ত ن এর জন্য, ঁ চন্দ্রবিন্দু লিখিয়া পরবর্ত্তী অক্ষরকে যুক্তাক্ষরে লিখিলে বুঝিবার সুবিধা হয়। যেমন মাঁ য়্যাশাঁউ, মিঁ ম্মালিন্, মিঁ ন্নাখীলিন্, মিঁ ব্রাব্বি।

ث - ث س ص এই তিন অক্ষর মুশ্তাবাহু-স্‌স্বুত বা প্রায় এক প্রকার ধ্বনিযুক্ত। ث س এক মাত্র পার্থক্য যে س স়াফীরাহ (sibilant), ث তাহা নহে। জিহ্বাগ্র উপর পাটির সম্মুখের দুই দন্তাগ্রে আঘাত করিয়া শিশধ্বনিবিহীন স উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিলে ث এর প্রকৃত উচ্চারণ হইবে। ث থ ও স এর মধ্যবর্ত্তী। হিব্রু ভাষায় ث অক্ষর নাই। আরবীর ث স্থানে হিব্রুর শীন অক্ষর দেখা যায়। যেমন আরবী ثوم হিব্রু شوم আরবী ثلج হিব্রু شلگ, আরবী ثلث হিব্রু شلش, আরবী ثم شم, আরবী ثمانية হিব্রু شمنه। অসুর-বাবীলিয় (Assyro-Babylonian) ভাষায়ও হিব্রুর ন্যায় শীন দেখা যায়, যথা আরবীয় اثنان হিব্রু شنيم অসুর šina شن, আরবী ثلث অসুর šalaš, আরবী ثمان অসুর šamna ইত্যাদি। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমি ث র অনুলিখনে স ব্যবহার করিতে চাই, এবং س এবং ص হইতে ইহার পার্থক্য করিবার জন্য স় (নিম্নরেখ স) লিখিতে চাই। নিম্নরেখ স এর জন্য নূতন হরফ তৈয়ারী করিবার প্রয়োজন হইবে না।

ج—সুনীতি বাবু বলেন প্রাচীন আরবীর উচ্চারণে গ ছিল। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন, গ্রীক ও হিব্রু গ ধ্বনি আরবী ج দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। সুনীতি বাবু مغرب

আরবী রূপ ধরিলে তাহাকে معرب মুআ'র্‌র্‌ব বা আরবীকৃত শব্দ বলা হয়। মুআ'র্‌র্‌ব শব্দগুলিতে আরবীর অপরিজ্ঞাত বিদেশী ধ্বনির নিকটবর্ত্তী আরবী ধ্বনি দেওয়া হয়। গ ধ্বনির নিকটবর্ত্তী আরবী ধ্বনি ج হইতেছে, غ নহে। গ ও ج এর উচ্চারণ স্থান অতি নিকট। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আরবী ج এর উচ্চারণ তালুমধ্য, জ'র ন্যায় সম্মুখের দন্তপংক্তির নিকটবর্ত্তী তালু নহে। কিন্তু غ এর উচ্চারণ-স্থান মুখগহ্বরের নিকটবর্ত্তী কণ্ঠের শেষাংশ। غ হইতে ج পর্য্যন্ত আরবী অক্ষরগুলিকে গ সহ উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী সাজাইলে এইরূপ ক্রম হইবে—غ خ ق ك গ, ج। গ ج উভয়েই নাদ ঘোষ অল্পপ্রাণ হওয়ায় ج এর ধ্বনি গএর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, এই জন্য আরবীকৃত শব্দগুলিতে বিদেশী গ ধ্বনির স্থানে সাধারণতঃ ج লেখা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে যেমন পারসী گنج স্থানে كنز, 'গণেশ' স্থানে كنس, গ ধ্বনির স্থলে ك ও লেখা হইয়াছে। সুনীতি বাবুর তর্কপ্রণালী অনুসরণ করিলে অবশ্য বলিতে হইবে, আরবী ف এর উচ্চারণ প এর ন্যায়, *যেহেতু গ্রীক, হিব্রু, পারসী,* ও সংস্কৃত প ধ্বনির স্থানে আরবীকৃত শব্দগুলিতে সর্ব্বত্র ف লেখা হইয়াছে। *কিন্তু কেহ বোধ হয় তাহা সাহস করিয়া এ পর্য্যন্ত বলিতে পারেন নাই।* সুনীতি বাবুর দ্বিতীয় প্রমাণ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বসরানিবাসী বৈয়াকরণ খালীল ইব্‌ন্ আহ্‌মাদ ج কে ك এর সমশ্রেণীস্থ বলিয়াছেন। আরবী ج যেমন পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, ك এর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বর্ণ। সেই হিসাবে ج কে যদি ك এর সমশ্রেণীস্থ বলা হয়, তবে ج এর গ ধ্বনি থাকায় প্রমাণ হয় না। ج এর প্রকৃত উচ্চারণ হ্‌যরাত মুহাম্মাদের সময় কি ছিল, জানিতে হইলে প্রথমতঃ ই'লমু-ত্‌ তায্‌বীদের সাহায্য লইতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ ক্বারীগণের উচ্চারণ লক্ষ্য করিতে হইবে, তৃতীয়তঃ যে ভাষায় জ ও গ উভয় ধ্বনিই আছে, সেই ভাষায় প্রাচীন আরবীর ج কোন্ অক্ষর দ্বারা লিখিত হইয়াছে, দেখিতে হইবে। ই'ল্‌মু-ত্‌ তায্‌বীদ অনুযায়ী ج এর উচ্চারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আল্‌জিরিয়া হইতে চীন ও সাইবিরিয়া হইতে জাভা পর্য্যন্ত সর্ব্ব স্থানের ক্বারীগণ ج কে জ এর ন্যায় উচ্চারণ করেন। এমন কি, উত্তর মিসর প্রভৃতি যে স্থানে এক্ষণে কথিত ভাষায় ج এর উচ্চারণ গ, সেই স্থানের ক্বারীগণও ج কে জএর ন্যায় উচ্চারণ করেন।

পারস্যের লোকেরা খ্রীষ্টিয় সপ্তম অষ্টম শতকে আরবী লিপি গ্রহণ করে। তাহারা কিন্তু গ স্থানে ج না লিখিয়া গ এর জন্য স্বতন্ত্র বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিল। ج এর গ ধ্বনি থাকিলে গ স্থানে ج লিখিয়া, জ এর জন্য স্বতন্ত্র অক্ষরের সৃষ্টি করিত। কিন্তু পারসীতে সর্ব্বত্র জ ধ্বনি স্থানে ج লেখা হইয়াছে। সুনীতি বাবু ج স্থানে গ কিংবা জ লিখিতে চান। আমার মতে গ একেবারেই চলিতে পারে না। জ'এ আপত্তি ছিল না। কিন্তু উর্দ্দূ, পারসী তুরকীতে ذ ز ض ظ এই চারি অক্ষরকেও জ দিয়া লিখিবার আবশ্যকতা থাকায়

পাঁচটী অক্ষরের কাজ জ দ্বারা করাইতে হয়। এই পাঁচ জ এর পার্থক্যের জন্য ফুটকি নিম্ন-রেখা ইত্যাদি লইয়া বড় টানাটানি পড়িয়া যায়। এই জন্য আমি জ-কে ج এর একটিনি হইতে রেহাই দিতে চাই। আমার মতে ج এর জন্য য লিখিলে সুন্দর হয়। য'এর বাঙ্গালা উচ্চারণ ধরিলে ج স্থানে য হইতে কোন আপত্তি থাকে না। ইহাতে বিশেষ এক সুবিধা যে, যে সমস্ত বিদেশী ভাষায় জ ও z দুই উচ্চারণ আছে, তাহাতে জ উচ্চারণের জন্য য লিখিয়া, z উচ্চারণের জন্য জ লিখিলে, ফুটকি ইত্যাদির ব্যবস্থা ব্যতীত মোটামুটি বিদেশী উচ্চারণ বাঙ্গালায় প্রদর্শিত হইবে। এই মিতব্যয়িতা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইংরাজি ভাষায় ق এর জন্য কখন কখন q, c লেখা হয়।

خ—স্থানে সুনীতি বাবু খ় লিখিতে চান। আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু যখন আরবীতে একটি মাত্র খ ধ্বনি দ্যোতক অক্ষর আছে, তখন অনুলিখনের খ-কে ফুটকি দিয়া দাগিবার আবশ্যক নাই। আরবী বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হইলেও আরবী যে আরবী, তাহা মনে রাখিলেই চলিবে। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে হামজাহ্ প্রসঙ্গে বলিয়াছি।

ذ—সুনীতিবাবু ধ় লিখিতে চান। س এর সহিত ث যে সম্বন্ধ, ز এর সহিত ذ এর ঠিক সেই সম্বন্ধ। ز ও ذ সমুদায় গুণে এক, কেবল ز صفيرة শিশ-বিশিষ্ট (sibilant) এবং ذ শিশ ধ্বনি-বিহীন। উপর পাটীর সম্মুখের দুই দন্তাগ্রে জিহ্বাগ্র আঘাত করিয়া শিশধ্বনি বিহীন ز উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করিলে ذ উচ্চারিত হইবে। ذز উভয়ে মুশ্‌তাবাহু-স্সৌত (প্রায় এক ধ্বনিবিশিষ্ট) হইতেছে। হিব্রু ভাষায় ذ অক্ষর নাই। আরবীতে যেখানে ذ দেখা যায়, হিব্রুতে সেখানে ز দেখা যায়; যথা আং ذنب হিং زنب, আং ذئب হিং زئب, আং ذبح হিং زبح, আং ذا হিং زه, আং ذهب হিং زهب, আং ذكر হিং زكر ইত্যাদি। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া ذ স্থানে আমি নিম্নরেখ জ̱ লিখিতে চাই। ইহাতে ز র সহিত ذ এর সম্পর্ক বুঝা যাইবে। সুনীতিবাবু ذ কে ض এর নিকটবর্ত্তী ধ্বনি মনে করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন।

ز র জন্য সুনীতি বাবু জ় লিখিতে চান। আমি কিন্তু বিদেশী শব্দের সাধারণ অনুলিখনে জ কে z ধ্বনির জন্য বাছিয়া রাখিতে চাই। এই জন্য জ-কে কোন পার্থক্য-বোধক চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিতে চাহি না।

ض কে সুনীতি বাবু ধ়্ দ্বারা প্রকাশ করতে চাহেন। ذ কে ধ় দ্বারা প্রকাশ করায় ض এর জন্য ডবল ফুটকিযুক্ত ধ় প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমার মতে ض কে সুধু ধ দ্বারা অনুলিখিত করিলে চলে। ض এবং ধ সমান নহে, তাহা ফুটকি দিয়া না বুঝাইলেও চলে। ض মহাপ্রাণ, দ অল্পপ্রাণ। এই জন্য ض স্থানে দ. চলিতে পারে না।

জনক। ط মহাপ্রাণ নাদ বর্ণ; থ মহাপ্রাণ শ্বাস বর্ণ। সুনীতি বাবু ط এবং ث কে এক শ্রেণীস্থ মনে করেন। কিন্তু আরবী শিক্ষা-শাস্ত্র অনুযায়ী ৪ ح خ ش ث س ص ف এক শ্রেণীস্থ এবং غ ض ظ ذ ز এক শ্রেণীস্থ। ض এবং ط মুশ্‌তাবাহ্‌-স্‌সূত। ط কে নিম্নরেখ ধ দ্বারা প্রকাশ করা যাইতে পারে।

ع—স্থানে সুনীতি বাবু [<] এই একটি নূতন হরফ আমদানি করিতে চান। আমি Royal Asiatic Societyর পদ্ধতি অনুসারে ['] চালাইতে চাই। এই চিহ্নের জন্য কোন নূতন চিহ্ন সৃষ্টির আবশ্যক হইবে না।

غ সুনীতি বাবু ঘ় লিখিতে চান। তাহাতে আমার আপত্তি নাই। আমি কিন্তু ঘ লেখার পক্ষপাতী। خ=খ সম্বন্ধে যে কথা, غ—ঘ সম্বন্ধেও সেই কথা।

ف সুনীতি বাবু ফ় লিখিতে বলেন। তাহাতে আপত্তি নাই। আমার মতে খালি ফ লিখিলে চলিতে পারে।

و এবং وْ وَ স্থানে সুনীতি বাবু অব, অও, ঔ—তিনটি রূপ লিখিতে চান তিনটি পাঠকের পক্ষে গোলমেলে বোধ হইবে। আমার মতে আও লিখিলে ভাল হয়। হসন্ত و স্থানে আমি ও লিখিতে চাই।

ة স্থানে সুনীতি বাবু হ্‌ বা ত্‌ লিখিতে চান। বিরাম স্থানে হ্‌ লেখা চলে। কিন্তু স্বরচিহ্ন যুক্ত হইলে তৃ লেখা উচিত। নচেৎ ইহাকে ت হইতে চিনা যাইবে না।

ای , ـَـ ی সুনীতি বাবুর মতে অয়্‌ বা ঐ। আমার মতে আয়্‌। আ দ্বারা আরবী ـَـ ـِـ র হ্রস্ব আকারত্ব সূচিত হইবে; ঐ-কারে য় লুকাইয়া পড়ে।

সুনীতি বাবুর অনুলিখন-রীত্যনুসারে চৌদ্দটি নূতন হরফের প্রয়োজন হইবে। আমার প্রস্তাব অনুসারে আটটির এবং ة র অনুলিখন ধরিয়া নয়টির। সুনীতি বাবু ة র জন্য কোন বাঙ্গালা হরফের প্রস্তাব করেন নাই। অথচ তাহার আবশ্যকতা রহিয়াছে।

সুনীতি বাবু আরবী অক্ষরগুলির উচ্চারণ বর্ণন করিতে উষ্ম বিবৃত প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণের কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু ঐ শব্দগুলি যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, সুনীতি বাবু সেই অর্থে ঐ শব্দগুলি প্রয়োগ করেন নাই। বিবৃত পঞ্চবিধ আভ্যন্তর প্রযত্নের অন্যবিধ। অ ভিন্ন স্বরসমূহের আভ্যন্তর প্রযত্ন বিবৃত। অকারের আভ্যন্তর প্রযত্ন সংবৃত। কিন্তু সুনীতি বাবু ব্যঞ্জনবর্ণগুলির বিবৃত ও সংবৃত ভেদ করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে ব্যঞ্জন বর্ণগুলির মধ্যে স্পর্শ বর্ণগুলির আভ্যন্তর প্রযত্ন স্পৃষ্ট, অন্তঃস্থ বর্ণগুলির ঈষৎ স্পৃষ্ট এবং উষ্ম বর্ণগুলির ঈষদ্বিবৃত। বর্ণের বাহ্য প্রযত্নের বিবার ও সংবার স্থলে যদি সুনীতি বাবু বিবৃত ও সংবৃত শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তিনি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিতে হইবে। ব্যাকরণ অনুসারে অঘোষ বর্ণমাত্রই বিবার এবং ঘোষ বর্ণমাত্রই সংবার। কিন্তু সুনীতি বাবু ঘোষ ও অঘোষ উভয়

শ্রেণীর বর্ণকে বিবৃত ও সংবৃত দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। সুনীতিবাবু বিবৃত সংবৃত অর্থে কি বুঝিয়াছেন বা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ব্যাকরণ অনুসারে শ, ষ, স, হ এই চারিটি বর্ণ উষ্ম। সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা অনুসারে خ ظ ف غ ض ذ , বর্ণগুলি উষ্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। অথচ সুনীতি বাবু ইহাদিগকে উষ্ম বর্ণ বলিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি spirant শব্দের উষ্ম অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা হইলে কিন্তু ش ص س ইহাদিগকে উষ্ম বলা যাইতে পারিবে না।

বৈজ্ঞানিক অনুলিখনের উপযোগী হরফ সকল ছাপাখানায় পাওয়া যাইবে না। কার্য্য-কারিতার দিক্ হইতে দেখিলে অনুলিখনের একটি সাধারণ প্রণালীও চাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ন্যায় ইহাতেও একটি অক্ষর দুই ধ্বনির জন্য প্রযুক্ত হইবে না। অথচ নূতন অক্ষর ব্যতীত যে কোন ছাপাখানার সাধারণ অক্ষর দ্বারা অনুলিখনের কার্য্য চলিবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ন্যায় ইহাতেও উচ্চারণের দিকে নজর থাকিবে। এই সাধারণ প্রণালীর জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী হইতে বিভিন্ন ভাবে এই কয়েকটি নূতন প্রস্তাব আমি করিতে চাই। ـَ অকার, اَ আ, آ আঁ, যথা بَ ব, بَا বা। ث র জন্য ছ। ث ও ছ এর উচ্চারণগত বিশেষ পার্থক্য আছে। কিন্তু সমগ্র বঙ্গীয় মুসলমানগণের মধ্যে আরবী পারসী শব্দের s ধ্বনি জ্ঞাপনের জন্য ছ অক্ষর ব্যবহৃত হয়। عثمان ওছমান ثناء الله ছানাউল্লা, سلام ছালাম, مسلمان মোছলমান صابر ছাবের, صفات الله ছেফাতুল্লা صلح نامه ছোলেনামা—বাঙ্গালী মুসলমানগণ বহুকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালা স এর শ উচ্চারণ সাধারণ হওয়ায় তাঁহারা বোধ হয় উচ্চারণের জন্য এই conventional ছ অক্ষর স্থির করিয়া লইয়াছেন। আমরা ث অক্ষরের জন্য মাত্র ছ-কে রাখিতে পারি। পড়িবার সময় ছ যে ث র সমান মনে রাখিলেই যথেষ্ট। ث স্থানে নিম্নরেখ স̱ লিখিলেও চলিবে।

ح জন্য বড় অক্ষরের হ লিখিলে চলিবে। বাঙ্গালা দেশে ح কে বড় হে এবং ه কে ছোট হে বলিবার প্রথা আছে। এই প্রথা অনুসরণ করিয়া শব্দ বা লাইনের অন্য অক্ষর-গুলি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত বড় টাইপে হ লিখিলে ح বলিয়া বুঝা যাইবে। কিংবা নিম্নরেখ হ̱ লিখিলে চলিবে। ص স্থানে স্ব লিখিলে চলিতে পারে। ص এর সহিত ঈষদুচ্চারিত w ধ্বনি, ব-ফলা দ্বারা সূচিত হইবে। দ্বিত্ব স্থলে স্স্ব লিখিলে চলিবে। কেহ যদি ব-ফলা আপত্তিজনক মনে করেন, নিম্নরেখ ছ̱ লিখিতে পারেন। ض এর জন্য দ্ব বা ধ।

ط এর জন্য পূর্ব্বোক্ত কারণে ত্ব লিখিলে চলিতে পারে। ব-ফলা আপত্তিজনক মনে করিলে নিম্নরেখ ত̱ লিখিলে চলিবে।

ق এর জন্য বড় টাইপের ক।

বাঙ্গালা দেশে ق কে বড় কাফ এবং ك কে ছোট কাফ বলার রীতি আছে। অন্যথায় ক।

وَ =ও, وا =ওা, وُ =ওু বা ভু, وِ =ভি বা ভি।

আরবীর পারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ।

ফারসী ও উর্দ্দুতে প্রবিষ্ট আরবী শব্দগুলি খাঁটি আরবী হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয়। এই জন্য ঐরূপ আরবী শব্দগুলির জন্য খাঁটি আরবীর অনুলিখন প্রণালী হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন অনুলিখন-প্রণালীর প্রয়োজন। মূল আরবী হইতে যে স্থলে কিছু ব্যতিক্রম আছে, তাহাই এই স্থানে প্রদর্শিত হইবে। বলা বাহুল্য, পারসী ও হিন্দুস্থানীতে আরবীর উচ্চারণ একই। ض এর জন্য আমি জ় লিখিতে চাই। সুনীতি বাবু ز র জন্য জ় লিখেন, এই জন্য ض এর জন্য জ় এইরূপ বিদ্‌কুটে অক্ষরের প্রয়োজন হইয়াছে। ظ এর জন্য জ জ় লিখিতে আমার আপত্তি নাই। ث ح ذ ذ সম্বন্ধে পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

পারসী অক্ষরগুলির অনুলিখন সম্বন্ধে সুনীতি বাবুর সহিত আমার মতভেদ নাই। তবে و - ی - যেখানে পুরাতন পারসীক কিংবা ভারতীয় উচ্চারণে মযহুল, সেখানে আমি ও এ লেখাই পসন্দ করি, নব্য পারসী উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া উ, ঈ লিখিলে বঙ্গীয় মুসলমানের কানে ভাল লাগিবে না।

তুর্কি ও পশ্‌তু ভাষা সম্বন্ধে আপাততঃ কিছু চর্চ্চা করিবার আবশ্যকতা দেখিলাম না।

বোধ-সৌকর্য্যার্থে সুনীতি বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালী এবং আমার প্রস্তাবিত প্রণালী পাশাপাশি দেখাইতেছি,—

মূল অক্ষর	সুনীতি বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত সাধারণ প্রণালী
ءَ ءِ ءُ	’অ, ’ই, ’উ	আ, ই, উ	অ, ই, উ
ب	ব	ব়	ব
پ	প	প	প
ت	ত	ত	ত
ث	থ় [সং ফারসী]	স	ছ [স]
ج	জ [গ়]	য	য
چ	চ	চ	চ
ح	হ়	হ়	হ (বড়টাইপে)
خ	খ়	খ	খ
د	দ	দ	দ
ذ	ধ় [জ় ফারসী]	জ়	জ়
ر	র	র়	র
ز	জ়	জ	জ
ژ	ঝ়	ঝ	ঝ
س	স	স	স
ش	শ	শ	শ

মূল অক্ষর	সুনীতি বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী	আমার প্রস্তাবিত সাধারণ প্রণালী
ص	স়	স়	স্ব [ছ়]
ض	ধ়ঁ, দ় [জ্ঞ় ফারসী]	ধ [জ় পারসী]	ধ্ব [জ্ব পারসী]
ط	ত়	ত.	ত্ব
ظ	থ়ঁ, জ্জ় [জ্জ় পারসী]	ধ় [জ্জ় পারসী]	ধ্ব [জ্ব পারসী]
عُ عِ عَ	<অ, <ই, <উ	আ' ই' উ'	আ' ই' উ'
غ	ঘ়	ঘ	ঘ
ف	ফ়	ফ	ফ
ق	ক়	ক়	[ক়, ক]
ك	ক	ক	ক
گ	গ	গ	গ
ل م ن	ল, ম, ন	ল, ম, ন	ল, ম, ন
و	ব়, ও	ব়, ও	ও, ভ
ه	হ়	হ়	হ়
ة	ত, হ	ত়, ঃ (বিরাম স্থানে)	ত়, ঃ (বিরাম স্থানে)
ی	য়	য়	য়
ا	আ	অঁা	অঁা
ا	আ	া	া
ءَا	<আ	অঁা'	অঁা'

ـُو ـِی	ঈ, উ	ঈ, উ	ঈ, উ
ـُو ـِی	এ, ও, [পারসীর মযহূল উচ্চারণ]	এ, ও [পারসীর মযহূল উচ্চারণ]	এ, ও [পারসীর মযহূল উচ্চারণ]
ـَی	অয়্ [ঐ]	আয়	অয়
ـَو	অব্ [অও, ঔ]	আও	অও
ـِو	ইব়	ইও	ইও
ـً ـٍ ـٌ	অন্, ইন্, উন্	আন্, ইন্, উন্ [ন্ ছোট টাইপে]	অন্, ইন্, উন্ [ন্ ছোট টাইপে]
ـَ ـِ ـُ	অকার, ি, ু	া, ি, ু	অকার, ি, ু
ـَ পারসী	অকার	অকার	অকার
ب আরবী	ব	বা	ব
ب পারসী	ব	ব	ব
با	বা	বা	বা
باء	বা’	বা’	ব’
بع	ব<	বা‘	ব‘

তুলনার সুবিধার জন্য আমরা প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে সূরাতু-ল্ ফাতিহাঃর অনুলিখন দিয়া এই সমালোচনার উপসংহার করিতেছি।

বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

বিস্মি-ল্লাহি-র্রাহ্মানি-র্রাহীম। আল্ হাম্দু লিল্লাহি রাব্বি-ল্ আ‘লামীন। আর্ রাহ্মানি-র্রাহীমি। মালিকি য়াওমি-দ্দীন। ইয়্যাকা না‘বুদু ৱা ইয়্যাকা নাস্তাঈ‘ন। ইহ্দিনা-স্ স্রিরাত.া-ল্মুস্তাক়ীমা। স্রিরাত.া-ল্লজীনা আন্‘আম্তা আ‘লায়্হিম্। ঘায়্রি-ল্ মাঘ্ধূবি আ‘লায়্হিম্ ৱা লা-ধ্ধাল্লীন। আমীন।

সাধারণ প্রণালী।

বিস্মি-ল্লাহি-র্ রহ্মানি-র্ রহীম। আল্ হম্দু লিল্লাহি রব্বি-ল্ আ‘লমীন। আর্ রহ্মানি-র্রহীমি মালিকি য়ওমি-দ্ দীন। ইয়্যাক ন‘বুদু ও ইয়্যাক নস্তঈ‘ন। ইহ্দিনা-স্ স্বিরাত্ব-ল্ মুস্তকীম স্বিরাত্ব-ল্লজীন আন্‘আম্ত আ‘লয়হিম্। ঘয়রি-ল্ মঘধূবি আ‘লয়্হিম ও লা-ধ্ধাল্লীন। আমীন।

আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা অনুলিখন

('আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর' প্রবন্ধ সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য)

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্ এ, বি এল্ আমার 'আরবীও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর' প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া আমায় বিশেষ সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতে ও ভাষা-তত্ত্ব-বিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং আরবী ও ফারসী ভাষাদ্বয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে; সুতরাং তিনি যে এ ক্ষেত্রে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ আনন্দের কথা।

বন্ধুবর তাঁহার প্রবন্ধে যে যে বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিব। আমার প্রবন্ধ প্রকাশের পর বন্ধুবরের সহিত এই বিষয়ে আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহার সহিত কথা কহিয়া আমি বিশেষ উপকৃত ও আনন্দিত হইয়াছি এবং দুই এক স্থলে আমার প্রস্তাবের অল্প পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করিতেছি। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেছি না—তৎসম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎ নিবেদন করিব।

আমার প্রবন্ধ লিখিবার সময়ে, ইংরেজী transliteration শব্দের তেমন ভাল বাঙ্গালা প্রতিশব্দ পাই নাই; translation অর্থে 'ভাষান্তর' শব্দের বহুল প্রচলনের নজীর অবলম্বন করিয়া 'লিপ্যন্তর' শব্দ ব্যবহার করি, 'লিপ্যন্তর' অপেক্ষা ভাল কথা আমার মনে আসে নাই। এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের অভিমত গ্রহণ করি। 'লিপ্যন্তর' শব্দ আমি অগত্যা প্রয়োগ করি। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ্ সাহেব যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন—'অনুলিখন' (বা 'অনুলেখন'), তাহা আমার ব্যবহৃত 'লিপ্যন্তর' শব্দ অপেক্ষা বিশেষ ভাবে উপযোগী হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিবে। শব্দটি যুক্ত-ব্যঞ্জন-বর্জ্জিত বলিয়া শ্রুতিমধুর, এবং শ্রবণমাত্রেই ভাব প্রকাশ করিয়া দেয়। মাতৃভাষার ভাণ্ডারে এই সুন্দর শব্দটি আনয়ন করিয়া, সুহৃদ্বর একটী অভাব দূর করিলেন, এই জন্য আমি তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছি।

ফারসী বর্ণমালা আরবী বর্ণমালার রূপভেদ মাত্র; আরবী অনুলিখনের রীতি নির্দ্ধারিত হইলে ফারসী সম্বন্ধে বিশেষ কোনও গোল থাকে না। তবে ذ ز ض ظ এই চারি অক্ষরের ফারসী উচ্চারণ অনুযায়ী z বা জ় ধ্বনি প্রকাশ করিব, অথচ মূল অক্ষরের পার্থক্যও জানাইব, বাঙ্গালা হরফের সাহায্যে এতটা করা সহজ-সাধ্য নহে, বিন্দু বা রেখা দিয়া নূতন হরফ বানাইতেই হইবে। এই বিষয়ে পরে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

হজরৎ মুহম্মদের সময়ে আরব-জাতি আরব উপদ্বীপ, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-সিরিয়ায় ও কিছু পরিমাণে ঐরাকে বাস করিত; আরবী ভাষার কেন্দ্র-ভূমি মধ্য ও উত্তর আরব-খণ্ড (নজ্দ

প্রদেশ ও সিরিয়ার মরু); এই কেন্দ্র হইতে আরব জাতি তথা আরবী ভাষার চতুর্দ্দিকে প্রসার ঘটে। প্রাচীনতম আরবীর* নিদর্শন যাহা এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর। ইহার পূর্ব্বের কোন আরবী রচনা মিলে না। এই নিদর্শনটি হইতেছে একটি শিলায় উৎকীর্ণ অনুশাসন।

হজরৎ মুহম্মদের জীবিতকাল ৫৭৮—৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ; তাঁহার প্রচারিত ইস্লাম ধর্ম্মই আরব-জাতিকে উন্নত করে, এবং তৎপ্রোক্ত কোরান-গ্রন্থই আরবী ভাষার একটি প্রধান গৌরবের বস্তু। হজরৎ মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে 'জাহিলিয়াৎ' বা অজ্ঞতার যুগেও এখনকার মত আরব-দেশে নানা গোত্রীয় যাযাবর জনগণ বাস করিত; ইহারা একই ভাষা, সমাজ, ধর্ম্ম ও জাতীয় অনুষ্ঠানের সূত্রে বদ্ধ ছিল। আরবদেশ আকারে ভারতবর্ষ অপেক্ষা বড়; ইহার অনেক অংশ মরুময়, ইহার অধিবাসী লোকেরা বাধ্য হইয়া নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ করিয়া থাকিত। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভাষাভেদ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ যখন আবার হিম্য়ারী-ভাষী বহু লোক আরবী ভাষা গ্রহণ করে ও আরব হইয়া দাঁড়ায়, তখন প্রাচীনতম আরবীর শুদ্ধতা ও অবিকৃত অবস্থা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এই সকল আরবী গোত্রের যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে যোদ্ধৃদের মধ্যে কবিতার আদর ছিল; সমগ্র আরব জাতির মধ্যে লড়াইয়ের কবিতা, শোকগাথা ও বিদ্রূপের কবিতার বিশেষ প্রচলন ছিল। প্রায় সকল বড় গোত্রে একজন করিয়া কবি থাকিতেন; তদ্ভিন্ন অনেক 'ভবঘুরে' কবি ছিলেন, যাঁহারা এক দেশ হইতে আর এক দেশে যাইতেন, ভিন্ন-গোত্রীয় লোকেদের কাছে নিজের কবিতা পাঠ করিতেন, এবং সকলের নিকটেই যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেন। 'উকাধ' বলিয়া মদীনা শহরের পশ্চিমে একটি স্থান প্রাচীন আরবজাতির সামাজিক ও ধার্ম্মিক জীবনের কেন্দ্র ছিল; প্রতি বৎসর এখানে একটি সমাজ বসিত, সকল আরব-গোত্রের লোক এখানে মিলিত হইত; এই সমাজে কবিরা নিজ নিজ কবিতা শুনাইতেন, যাঁহাদের কবিতা সমগ্র জাতির প্রতিনিধিরূপে সমাগত ব্যক্তিবর্গের নিকট আদরযোগ্য মনে হইত, তাঁহারা

* প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, আরবী ভাষা যে ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, তাহার নাম শেমীয় গোষ্ঠী। হিব্রু, সিরীয়, ফিনীশীয়, কিনানী, প্রাচীন অসুর-বাবিল, তথা আরবী, হিম্য়ারী ও আবিসিনীয়, এই কয়টি প্রধান শেমীয় ভাষা। ইহাদের মধ্যে হিব্রু-ফিনীশীয় ও অসুর-বাবিলের অতি প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়,—যিশু খ্রীষ্টের জন্মের দুই হাজার বছর পূর্ব্বের বাবিল ভাষায় লিখিত অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, ও খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব এক হাজার বৎসরের লেখা বইয়ে ও শিলালিপিতে হিব্রুর নমুনা পাওয়া যায়। হিম্য়ারী ভাষা এক সময়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ আরবে প্রচলিত ছিল,—এই ভাষায় উৎকীর্ণ লিপি পশ্চিম ও দক্ষিণ আরবের পাহাড়ে পাওয়া গিয়াছে; লিপিগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীনগুলির কাল অনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব। হিম্য়ারী জাতি আবিসিনীয়দের কাছে পরাজিত হইয়া ক্ষীণবল হইয়া পড়ে, ও উহাদের অবশেষ ক্রমে আরবী ভাষা গ্রহণ করিয়া খাঁটি আরব হইয়া দাঁড়ায়। আরবী-ভাষা শেমীয় ভাষাগুলির মধ্যে সর্ব্বশেষ লিখিত ও সাহিত্যে গ্রথিত হইলেও, মূল শেমীয় রূপ এক আরবীতেই বিশেষভাবে রক্ষিত আছে।

পুরস্কার পাইতেন। প্রাচীন আরব-জীবনের এই দিক্ দিয়া আরব-জাতীয়ত্ব ও ঐক্য বিশেষভাবে পুষ্টিলাভ করিত। আরব কবিগণের হাতে ক্রমে, হজরৎ মুহম্মদের জন্মের পূর্ব্বেই, একটি সাহিত্যিক ভাষা দাঁড়াইয়া গেল; এই ভাষার ভিত্তি ভিন্ন আরব-গোত্রের মধ্যে প্রচলিত 'প্রাকৃত' আরবী ভাষাগুলি, কিন্তু ইহা 'প্রাকৃত' আরবীর মধ্যে যোগসূত্র-স্বরূপ এক সাহিত্যিক বা 'সংস্কৃত'-আরবী হইয়া দাঁড়াইল; প্রাকৃত আরবীর প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া সার্ব্বজনীন সাধু ভাষা বা আদর্শ ভাষা হইল। হজরৎ মুহম্মদ যখন কোরানে রক্ষিত উপদেশ ও আদেশাবলী প্রচার করেন, তখন তিনি এই সাধু আরবীকে উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার ভাষায় ও 'ইম্‌রু'উ-ল্-ক্বয়্‌স্ প্রমুখ 'জাহিলিয়াৎ'-যুগের অমুসলমান কবিদের ভাষায় পার্থক্য নাই; মুসলমান-পূর্ব্ব-যুগের কবিদের ভাষা সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ সাধু আরবীর নিদর্শন হিসাবে কোরানের আরবীর সদৃশ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইস্লামের প্রচারের পর কোরানের আরবীই আদর্শ বলিয়া মুসলমান আরব ও অন্যান্য জাতির সমক্ষে রক্ষিত হইল। লোকে আরবী ভাষায় কিছু লিখিতে গেলে এইরূপ আরবী ব্যবহারেরই প্রয়াস করিত। কিন্তু ওদিকে নানা আরবী গোত্রের মধ্যে যে 'প্রাকৃত' চল্‌তি আরবী ছিল, তাহার গতি অব্যাহত ভাবে চলিল। নানা আরবী-গোত্রীয় লোকেরা স্বদেশের বাহিরে সিরিয়ায় মিসরে, ত্রিপোলিতে, আল্‌জিয়রে, মোরোক্কোতে উপনিবিষ্ট হইল, সেই সকল স্থানের আদিম অধিবাসীদের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে আরবী-ভাষা করিয়া তুলিল, নূতন নূতন আরব-খণ্ডের পত্তন করিল। তাহাদের মুখের আরবী সাহিত্যের আরবী হইতে ক্রমে ক্রমে অনেক দূরে যাইয়া পড়িল। প্রাচীন আরবার ব্যাকরণ সাহিত্যের আরবীতে, 'সাধু' আরবীতেই বদ্ধ রহিল, আর আরবে, মিসরে, সিরিয়ায় ও অন্যত্র কথাবার্ত্তার আরবীতে পুরান রূপের ভাঙ্গন ধরিল। আরব-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও মুসলমান-ধর্ম্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই 'সাধু' আরবী সৎসাহিত্যের ভাষা, এমন কি, পবিত্র ভাষা হিসাবে ফারসী, সিরীয় প্রভৃতি নানাদেশীয় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। মুসলমান জগতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত যত বড় বড় বই লেখা হইয়াছে, সমস্তই হয় এই সাধু আরবীতে, না হয় ফারসীতে। অধুনা আরবী-ভাষী সমস্ত দেশে দুই প্রকার আরবী চলে, (১) সাধারণ আরবী, চল্‌তি আরবী, এবং (২) সাধু আরবী, 'নহ্‌বী' বা ব্যাকরণ-সঙ্গত আরবী। বাঙ্গালা দেশের সাধু-ভাষা বনাম চলতি-ভাষার মত সমস্যা মিসর সিরীয়া ও অন্যত্র আসিয়া পড়িয়াছে; সেখানেও আমাদের দেশের মত তিনটি দল দেখা যায়—প্রাচীন-পন্থী, মধ্যপন্থী ও আধুনিক পন্থী। বোধ হয়, মধ্য-পন্থীরাই এখন প্রবল, এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন না করিলে মিসর ও সিরীয়ার দুই প্রকারের প্রাকৃত আরবী নূতন করিয়া 'সাধু' বা সাহিত্যিক রূপ ধারণ করিয়া বসিত; মোরোক্কো হইতে পারস্য পর্য্যন্ত এক সাধারণ সাহিত্যিক আরবীর প্রচার থাকিত না।

যোগিতা নাই। এদেশের মুসলমান নাম গুলি সাহিত্যিক আরবী অনুসারেই লিখিত ও উচ্চারিত হয়, আমাদের আলোচ্য আরবী অতএব সাহিত্যিক আরবীই হওয়া উচিত।

প্রাচীন সাহিত্যিক ভাষার উচ্চারণ লইয়াই আমাদের তর্ক—বাঙ্গালা অক্ষরের সাহায্যে সেই উচ্চারণ কতটা এবং কিরূপে জান'ইতে পারা যায়। এখন, সাধু বা সাহিত্যিক ভাষা কাহারও ঘরোয়া ভাষা নয়; এই জন্য ইহার উচ্চারণ প্রদেশ-ভেদে বিভিন্ন, অথচ ব্যাকরণ সর্ব্বত্রই এক। আমাদের বাঙ্গালা সাধু-ভাষা যেমন পশ্চিম-বঙ্গে এক রকম করিয়া পঠিত হয়, আবার পূর্ব্ববঙ্গে আর এক রকম করিয়া। কিন্তু প্রাদেশিক উচ্চারণ-ভেদ থাকিলে স্থানবিশেষের উচ্চারণ শিষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়, সর্ব্বত্র ইহার অনুকরণের চেষ্টা থাকে। প্রাচীন সাধু আরবী, আরবী-সাহিত্যের গৌরবের দিনে পারস্য হইতে স্পেন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অনুশীলিত হইত; বস্‌রা, বাগদাদ, কুফা, দমস্ক, মক্কা, মদীনা, বুলারু, অল্‌জজ্জারহ্‌, কর্দোভায় একই ব্যাকরণ অনুসৃত হইত, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চারণ-পার্থক্য প্রাচীন কাল হইতেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহা হইতেছে আরব-সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির যুগের কথা; এই যুগে কোথাকার আরবীকে শিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করি, তৎসম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে। হজরৎ মুহম্মদ যে গোত্রোদ্ভূত, সেই গোত্রের উচ্চারণ ও তাঁহার উচ্চারণ একই ছিল অনুমান করা যাইতে পারে; হজরৎ মুহম্মদের সময়কার কুরয়্‌শ্‌ গোত্রীয় আরবীর উচ্চারণকে শিষ্ট বা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিলে আমাদের চলিতে পারে।

প্রাচীন ভাষার ঠিক উচ্চারণটি জানা অসম্ভব; কেহ ত তাহা আমাদের জন্য গ্রামোফোনে ধরিয়া রাখে নাই। গুরু-পারম্পর্য্যেও উচ্চারণ অবিকৃত রাখা সম্ভব নহে; কারণ, মাতৃভাষার যে উচ্চারণ-বিকৃতি নিরঙ্কুশ ভাবে চলিতেছে, তাহা অতি-বড় পণ্ডিতও অতিক্রম করিতে পারেন না। হজরৎ মুহম্মদের সময়ের আরবীর উচ্চারণ কি ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলি আমাদের প্রণিধান করা আবশ্যক। (১) আধুনিক আরবী-ভাষীর উচ্চারণ—প্রাদেশিক উচ্চারণ-নির্ব্বিশেষে। প্রাচীন আরবীর কতকগুলি বিশিষ্টতা এক প্রদেশে রক্ষিত আছে, হয় ত সেগুলি অন্যত্র লুপ্ত; এই জন্য সকল আরবী-ভাষী জাতির উচ্চারণ তুলনা করা আবশ্যক। (২) কোরান পাঠের পদ্ধতি যেমন ভিন্ন-ভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে, তাহার আলোচনা। (৩) আরবী শিক্ষা-শাস্ত্রের আলোচনা। (৪) আরবী অক্ষরে বিদেশী নাম ও বিদেশী অক্ষরে আরবী নামের অনুলিখন-পদ্ধতির আলোচনা। (৫) আরবী ও সহজাত অন্য শেমীয় ভাষার উচ্চারণ-তত্ত্বের আলোচনা। প্রাচীন আরবীর উচ্চারণ নির্দ্ধারণের জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উপরিলিখিত পাঁচ প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। আমি মুখ্যতঃ তাঁহাদেরই মত অবলম্বন করিয়াছি। তবে এই সকল উপায়ের বিশেষ ভাবে আলোচনা করি নাই। বিশেষতঃ আমার আলোচনায় আরবী শিক্ষা-শাস্ত্রের উল্লেখ না থাকায় ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। আরবী 'ইলমু-ৎ-তজ্‌বীদ ও 'ইল্‌মু-ল্‌-ক্বিরা'আৎ-এর কথা পড়িয়া থাকিলেও, এ দেশে প্রচলিত ঐ বিষয়ে কোনও বইয়ের কথা আমার জানা ছিল না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেবের

সহিত আলাপ করিয়া আমি সিরাজু-ল্-কারী প্রভৃতি কতকগুলি প্রামাণ্য বইয়ের কথা শুনি, এবং সেগুলি সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছি। এই সকল বইয়ের মুখ্য বক্তব্যগুলি বন্ধুবর তাঁহার 'সমালোচনা'-প্রবন্ধে বলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ১৮০৫ সালে প্রকাশিত Lumsden এর বৃহৎ আরবী ব্যাকরণে আরবী শিক্ষাকারগণের উপদেশের সার-সঙ্কলন পাওয়া যাইবে। আরবী শিক্ষার আলোচনায় আমি বুঝিতেছি যে আরবী ط ধ্বনিকে অঘোষ বলিয়া গ্রহণ করা আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই—এই ط য়ের ধ্বনি মূল আদি শেমীয় ভাষার অঘোষ ছিল, কিন্তু আরবীতে ঘোষ হইয়া দাঁড়ায়। অ ط কে ত্ব দিয়া লিখিলে ইহার আদি প্রাগ্-আরবী উচ্চারণ নির্দ্দেশ করা হয় বটে, কিন্তু আরবীর উচ্চারণের নির্দ্দেশ হয় না। আমি Brockelmann এর Semitische Sprachwissenschaft অনুসরণ করিয়া ত্ব লিখি, এখন বুঝিতেছি, ত্ব লিখিলে ঠিক হয় না। কিন্তু আমি বিকল্পে দ্ব লিখিবারও প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

আরবীর অন্যান্য ধ্বনি ও বাঙ্গালা অক্ষরে তাহাদের নির্দ্দেশের জন্য আমি যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলাম, আরবী শিক্ষা আলোচনা করিয়া ও বন্ধুবরের সমালোচনা পাঠ করিয়াও তদ্বিষয়ে আমার মত বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছি না।

আরবী শিক্ষাকারগণ যেরূপ সূক্ষ্মতার সহিত আরবী ধ্বনির বিশ্লেষণ করিয়াছেন ও আরবী উচ্চারণের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব, অতীব প্রশংসার্হ। প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে এক সংস্কৃতেই এরূপ সূক্ষ্ম ধ্বনি-বিশ্লেষ দেখা যায়। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রবন্ধে বাঙ্গালী পাঠক ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন; আমার মনে হয়, আরবী শিক্ষা-শাস্ত্রের প্রণালী সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেবের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর কেহ আলোচনা করেন নাই। সংস্কৃতের সহিত তুলনা করিয়া লেখায় এই আলোচনা অতীব উপযোগী হইয়াছে।

কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষার সংজ্ঞার সহিত আরবী শিক্ষার সংজ্ঞার তুলনায় দুই একটী বিষয়ে শহীদুল্লাহ সাহেবের সহিত একমত হইতে পারিতেছে না। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার কতকগুলি সংজ্ঞা আমি ঠিক কি ভাবে প্রয়োগ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব, কারণ শহীদুল্লাহ সাহেব তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। প্রথমতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য উচ্চারণ-তত্ত্ব (Phonetics) এর মতে ব্যঞ্জন বর্ণগুলির শ্রেণী-বিভাগ আলোচনা করা যাউক। কণ্ঠনালী হইতে বায়ু মুখ-গহ্বরে আসিয়া যদি কোথাও বাধা না পায়, জিভ যদি তালুতে স্পর্শ বা আঘাত করিয়া পথ-রোধ না করে, যদি মুখ-গহ্বর বিবৃত বা খোলা থাকে, তাহা হইলে স্বর-ধ্বনি বাহির হয়। জিহ্বার উচ্চ, নীচ বা মধ্য, কণ্ঠাভিমুখী বা দন্তাভিমুখী অবস্থান-ভেদে অ, আ, ই, উ প্রভৃতি স্বরধ্বনি-ভেদ। আবার যদি জিহ্বা ঈষৎ স্পৃষ্ট অবস্থায় তালুর অংশবিশেষে থাকে, কিন্তু বায়ু-নিঃসরণ রুদ্ধ করে না, তাহা হইলে স্বরবর্ণ ঋ ঌর উদ্ভব হয়। জিহ্বার অবস্থানের দিকে দৃষ্টি করিয়া ও মুখ-কোটরের উন্মুক্তত্বের দিকে দৃষ্টি করিয়া উচ্চারণ করিলে দেখা যাইবে যে

বলিয়া গিয়াছেন। হ্রস্ব অ, দীর্ঘ আ-কারের সংক্ষিপ্ত রূপ—ইহাদের উচ্চারণে প্রযত্নের (quality) পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল প্রলম্বিতত্বের (quantity)। বিবৃত দীর্ঘ ও হ্রস্ব কণ্ঠ্য স্বরের ধ্বনি যথাক্রমে বাঙ্গালা 'রাধা' শব্দের আকারদ্বয়ের ন্যায়; 'রা'এর আ ঝোঁকের জোরে দীর্ঘ, 'ধা'এর আ ঝোঁকের অভাবে হ্রস্ব। ইংরেজী artisin, art শব্দদ্বয়ে যথাক্রমে হ্রস্ব, দীর্ঘ, বিবৃত অ-আর ধ্বনি মিলে। প্রাচীনতম সংস্কৃতে অ-কারের ধ্বনি এইরূপই ছিল। পরে এই বর্ণের তথাকথিত সংবৃত উচ্চারণ আসিয়া যায়, অর্থাৎ অ-কারের উচ্চারণে 'রাধা' শব্দের ধা'র মত বিবৃত ধ্বনি না থাকিয়া ইংরেজী sun, her শব্দে যে দুই প্রকার হ্রস্ব ধ্বনি মিলে, সেইরূপ ধ্বনি আসিয়া পড়ে। এই উচ্চারণে কোনওরূপে জিহ্বা দ্বারা কণ্ঠবায়ুর নিঃসরণের পথ রুদ্ধ হয় না—কেবল বিবৃত উচ্চারণের সময় ঠোঁট যতটা বিস্তৃত থাকে ও জিহ্বা যতটা গলার দিকে যায়, ততটা বিস্তার ও অন্তর্মুখিতা থাকে না। এখানে সংবৃত মানে অবরুদ্ধ নহে; সংবৃত অর্থে checked, mixed বা *half open*.

বাঙ্গালা দেশে আমাদের মধ্যে এক সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বাঙ্গালার বাহিরে অ-কারের বিবৃত উচ্চারণ বজায় আছে, আমাদের উচ্চারণ পুরাকালের সংবৃত উচ্চারণ। কিন্তু বস্তুতঃ বিবৃত উচ্চারণ ('রাধা'র ধা-এর মত) এক দ্রাবিড়ভাষী দক্ষিণী পণ্ডিতদের মুখ ভিন্ন অন্য কোথাও মিলে না। উত্তর ভারতের পণ্ডিতেরাই প্রাচীনকালের মত সংবৃত উচ্চারণ করেন। আমাদের বাঙ্গালায় হ্রস্ব অ প্রাচীন ধ্বনি হারাইয়া কণ্ঠৌষ্ঠ্য ও-কার সংস্পৃক্ত এক সম্পূর্ণ নূতনজাতীয় ধ্বনি গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে,—এই ধ্বনি একেবারেই সংবৃত অ-কার নহে।

কণ্ঠনালী হইতে নির্গমনকালে বায়ু যদি কোথাও জিহ্বা কর্তৃক রুদ্ধ হয়, এবং জিহ্বা যদি মুখমধ্যে বায়ুর অবস্থানকালে তালুর কোনও অংশে ঘা দেয় বা স্পর্শ করে, কিংবা নির্গমনকালে ওষ্ঠদ্বয় কর্তৃক বায়ু ব্যাহত হয়, তাহা হইলে ব্যঞ্জন বর্ণের উদ্ভব হয়। আবার প্রলম্বন-শীলতা ও তদভাব-নির্ব্বিশেষে ব্যঞ্জন বর্ণগুলির রূপভেদ হয়। কতকগুলি ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে ইচ্ছামত প্রলম্বিত করা যায়; যেমন f, v, ইংরেজীর thin, then শব্দের th (then এর th এর উচ্চারণ-পার্থক্য জানাইবার জন্য dh লেখা যাইতে পারে), z, s, h প্রভৃতি; যথা—iffffff··· ivvvvvvv··· iththththth... idhdhdh··· izzzz··· issss··· ihhhhhh··· আবার কতকগুলিকে মোটেই প্রলম্বিত করা যায় না—একবারমাত্র উচ্চারণ করিয়াই থামিতে হয়—যেমন আমাদের ক, খ, গ, ড, ব, ধ, ইংরেজীর k, t, b, d প্রভৃতি ধ্বনি; যেমন ইক্|, আথ্|, আগ্|, এড্|, অব্|, ইধ্| প্রভৃতি। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে সংস্কৃতে 'স্পৃষ্ট' বর্ণ বলে, ইংরেজী নাম plosive (বা explosive)। প্রথম প্রকারেরর প্রলম্বন-সামর্থ্য-শীল ব্যঞ্জনধ্বনি সংস্কৃতে শ, ষ, স, হ ভিন্ন অন্য নাই; য র ল ব* ঈষৎ স্পৃষ্ট 'অর্দ্ধস্বর',

* ব-জাতীয় ধ্বনি সাধারণতঃ তিন প্রকারের :—

(১) উ-কারের বিকার-জাত, অর্দ্ধস্বর—বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য বর্ণ, w.

ই উ ঌ ঋ-র ভেদ মাত্র। প্রলম্বনশীল ব্যঞ্জন বর্ণের ইংরেজী নাম continuant; জিহ্বাকে মুখ-বিবরের অংশের সহিত ঘর্ষণ করিয়া উচ্চারণ করা হয় বলিয়া অন্য নাম fricative বা affricate; শ্বাসের প্রলম্বন ও সংহরণের উপর এই জাতীয় ব্যঞ্জনের প্রলম্বন ও সংহরণ নির্ভর করে বলিয়া spirant: সাধারণতঃ ইংরেজীতে এই তিন নাম ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে এই জাতীয় বর্ণচতুষ্কের নাম 'উষ্ম'। 'ঘৃষ্ট'-শব্দ দ্বারা affricate শব্দের অনুবাদ করিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন ঃ, ও বিসর্গের রূপভেদ 'জিহ্বামূলীয়' ও 'উপধ্মানীয়' (যথাক্রমে ফারসীর خ ও ওষ্ঠ্য f এর ধ্বনি)কেও উষ্ম বলা হয়। উষ্ম মানে বাষ্প, উত্তাপ, শ্বাস। ইংরেজীতে spirant বলিলে h, f, v, thin, then শব্দের th প্রভৃতির ধ্বনি বুঝায়; সংস্কৃতেও দেখিতেছি, spirantএর সহিত সমার্থক শব্দ 'উষ্ম' দ্বারা হ, জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় বিসর্গ, এবং শ, ষ, স ধ্বনি নির্দ্দিষ্ট হয়।* প্রলম্বনশীল, শ্বাস-চালিত ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন-ধ্বনি জানাইবার জন্য উষ্ম শব্দের প্রয়োগ—সংস্কৃতে উষ্ম শব্দের প্রয়োগ হইতে অভিন্ন। সংস্কৃতে অবর্ত্তমান ঐ জাতীয় কতকগুলি বিদেশী ধ্বনি জানাইবার জন্য এই শব্দের ব্যবহার করায় বড় জোর এই প্রয়োগকে সংস্কৃত প্রয়োগের প্রসার বলা যাইতে পারে। এই জন্য সংস্কৃত শিক্ষার সংজ্ঞার অন্য শব্দের অভাবে, spirant অর্থে 'উষ্ম' শব্দের ব্যবহারে কোনও আপত্তি হইতে পারে না। আরবীর ذ ث ض غ ف ظ خ spirant বা উষ্ম কি না, পরে বিচার করা যাইবে।

ব্যঞ্জন-বর্ণ-সম্পর্কে বিবৃত ও সংবৃত শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেব প্রশ্ন করিয়াছেন। বিষয়টা একটু আলোচনা করা যাক্। কণ্ঠ-নালী হইতে বায়ু নিঃসরণ-কালে মুখ-বিবরে জিহ্বা-কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলে ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপন্ন হয়। কণ্ঠ হইতে বায়ু উপরে আসিবার পথে কণ্ঠ-নালীর অভ্যন্তরস্থ পেশীময় দ্বার (vocal chords) মধ্য দিয়া চালিত হয়; এই পেশীময় দ্বার যদি আকুঞ্চিত না থাকে, যদি খোলা থাকে, 'বিবার' অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে কেবল শ্বাস বাহির হইয়া মৃদু উচ্চারণ হয়। যেমন ক, চ, ট, ত, প, s, f। কিন্তু পেশীগুলি যদি বায়ু-নির্গমনকালে দ্বারকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয়, যদি সঙ্কুচিত হইয়া 'সংবার' অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে বায়ুকে জোর করিয়া, ঘা দিয়া, নিজ পথ করিয়া, বাহির হইয়া মুখকোটরে আসিতে হয়; এই ঘা দেওয়ার ফলে আওয়াজ আর মৃদু থাকে না, গম্ভীর 'ঘোষ' 'নাদে' পরিণত

(২) বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন-বর্ণ, প্রলম্বনশীল—অর্থাৎ দাঁতের সাহায্য না লইয়া v উচ্চারণ করিলে যে ধ্বনি দাঁড়ায়। হিন্দী মরাঠী ও পঞ্জাবীতে এই ধ্বনি আছে।

(৩) দন্তৌষ্ঠ্য ব্যঞ্জনবর্ণ, প্রলম্বনশীল, ইংরেজী v। সংস্কৃত শিক্ষাকারগণের মতে ব'র বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ও দন্তৌষ্ঠ্য উভয়বিধ উচ্চারণ ছিল।

* স্বরাণামূষ্মণাঞ্চৈব বিবৃতং করণং মতং—পাণিনীয় শিক্ষা। শষসহাঃ উষ্মাণঃ—সিদ্ধান্তকৌমুদী। সর্ব্বে স্বরা ঘোষবন্তো বক্তব্যাঃ ইন্দ্রে বলং দদানীতি। সর্ব্বে উষ্মাণোঽগ্রস্তা অনিরস্তাঃ বিবৃতাঃ বক্তব্যাঃ প্রজাপতেরাত্মানং পরিদদানীতি—ছান্দোগ্য উপনিষৎ। (সর্ব্বে উষ্মাণঃ অগ্রস্তাঃ অন্তরপ্রবেশিতা অনিরস্তা অবহিরাক্ষিপ্তা বিবৃতাঃ

হয় ; যেমন গ, জ, ড, দ, ব, z, v। দেখা যাইতেছে যে, ঘোষ ও অঘোষ বা নাদ ও শ্বাস (ইংরেজীর voice ও breath) বর্ণের পার্থক্যের মূল, ইহাদের আভ্যন্তর প্রযত্নকালে পেশীময় দ্বারের 'সংবার' ও 'বিবার'—অর্থাৎ আকুঞ্চন ও প্রসারণের অবস্থা। * সংবার ও বিবার হইতে গঠিত বিশেষণ-পদ 'সংবৃত' ও 'বিবৃত' শব্দদ্বয় যথাক্রমে ঘোষ ও অঘোষ ব্যঞ্জন-ধ্বনি অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্বরধ্বনির বর্ণনায় যে বিবৃত ও সংবৃত শব্দদ্বয়ের ব্যবহার, তাহা একটু আলাহিদা অর্থে। সংবার বিবার, সংবৃত বিবৃত, এইরূপ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় একটু গোলমালের কারণ থাকে, স্বীকার করি। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের উদ্ভব, স্বরবর্ণের উদ্ভব হইতে অন্যরূপ ; স্বরবর্ণ 'বিবৃত' অর্থে মুখ খোলা, জিভ দিয়া ঘা না দেওয়া, ও ব্যঞ্জনবর্ণ 'বিবৃত' অর্থে কণ্ঠ-নালীরদ্বার খোলা বুঝিলে তেমন গোলমালের সম্ভাবনা নাই। ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিকে বিশেষিত করিবার জন্য 'বিবৃত সংবৃত' শব্দের প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে সমর্থনযোগ্য। এ বিষয়ে আমি ইউনিভার্সিটী কলেজের নিরুক্ত ও প্রাতিশাখ্যের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতারাম শাস্ত্রী, বৈদিক ব্যাকরণের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পশুপতি শাস্ত্রী এম্ এ প্রমুখ কয়জনের অনুকূল মত পাইয়াছি।

'মহাপ্রাণ' বলিলে যাহা বুঝায়, আরবীর 'রিখ্‌বহ্‌' ও ইংরেজীর affricate বলিলে তাহা বুঝায় না। মহাপ্রাণ অর্থে প্রাণ বা breath বা শ্বাসধ্বনি-যুক্ত স্পৃষ্ট বর্ণ ; খ, ঘ, ভ, থ, ধ কে যথাক্রমে ক্‌হ, গ্‌হ, ব্‌হ, ৎহ, দ্‌হ প্রভৃতিতে বিশ্লেষ করা যায়। এই বিশ্লেষের উপর নির্ভর করিয়া খ, ঘ, ধ প্রভৃতির রোমান অনুলিখন kh, gh, dh, উর্দু অনুলিখন کھ گھ دھ ইত্যাদি। মহাপ্রাণের ইংরেজী হইতেছে aspirate, অর্থাৎ spiritus asper বা 'কর্কশ-প্রশ্বাস' বা 'হ' ধ্বনিযুক্ত। aspirate বা মহাপ্রাণ বর্ণগুলি, প্রলম্বনশীল (অর্থাৎ continuant) বা উষ্ম নহে ; ইধ্, ইঘ্, ইভ্, এর ধ ঘ ভ-কে স্বেচ্ছামত চালাইয়া লইতে পারা যায় না। কিন্তু রিখ্‌বহ-বর্ণকে চালাইয়া প্রলম্বিত করা যায়—যেমন ...ذذذذا ...ززززز ...ظظظظظ ইত্যাদি। সুতরাং শহীদুল্লাহ সাহেব 'রিখ্‌বহে'র প্রতিশব্দ যে 'মহাপ্রাণ' ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে।

আরবী শিক্ষাশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীন আলোচনার আবশ্যক নাই। বন্ধুবর যে মখারিজু-ল্-হুরূফ ও সিফাতু-ল্-হুরূফ্ مخارج الحروف و صفات الحروف অর্থাৎ বর্ণের উচ্চারণ স্থান ও ধ্বনিলক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—আধুনিক পাশ্চাত্য উচ্চারণতত্ত্বের সহিত সমালোচনা করিয়া দেখিবার স্থান ইহা নয়। তবে সংক্ষেপে এই কথা বলা যায় যে, আরবী শিক্ষাকারদের মধ্যে সময়ে সময়ে মতভেদ দেখা যায় ; এই মত-ভেদের

* "That the difference [of surds & sonants] depends upon the vivara (opening) or samvara (closure) (of the glottis), is also recognised by them"—Whitney, সংস্কৃত ব্যাকরণ ১৩ পৃঃ।

কারণ—তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ অবলম্বন করিয়াছেন। সংস্কৃত শিক্ষাকারদের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। স্থানে স্থানে তাঁহাদের কথা বুঝা যায় না। ر ذ ط ث এর মখ্‌রজ বা উচ্চারণ-স্থান কোনও মতে বিভিন্ন, কোনও মতে অভিন্ন। দ্বিতীয় মতে সকল-গুলিই দন্তমূলীয় (حروف اللثوية)। س ز ض এক মতে জিহ্বা ও নীচের পাটীর দাঁতের যোগে উচ্চারিত হয়, অন্য মতে এই ধ্বনিগুলি উপরের পাটীর দাঁতে ঠেকিয়া উচ্চারিত হয়, তৃতীয় মতে ইহারা দন্তমূলীয়। ظ কে কেহ ث ذ এর সহিত এক পর্য্যায়ের বর্ণ বলিতেছেন, —অর্থাৎ ইহার মখ্‌রজ হইতেছে "জিহ্বাগ্র ও উপরের পাটীর সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র"; কিন্তু ইহার صفة বা গুণ হইতেছে, ইস্‌তি'লা استعلا অর্থাৎ জিহ্বার উচ্চগতি— "উচ্চারণ-কালে জিহ্বা তালুর দিকে উচ্চ গতি প্রাপ্ত হয়"—অর্থাৎ ইহার গুণ বা প্রযত্ন অনুসারে ظ দন্ত্য বর্ণ নহে, দন্তমূলীয় বর্ণ। প্রকৃত পক্ষে ইহা দন্তমূলীয় বর্ণই—ইহা ط ص ض এর সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত—ইহাদের اطباق গুণ তাহাই প্রমাণ করে।

আরবী শিক্ষার صفات الحروف এর মধ্যে 'জিহর', 'হমস', 'শিদ্দৎ' ও 'রিখ্‌বৎ'— এই চারি প্রকার প্রযত্নের আলোচনা করা যাক্। 'জহর' অর্থে বড়-গলা করা, আরব বৈয়াকরণদের মতে শ্বাস রোধ করিলে জহর বা নাদ ধ্বনির উৎপত্তি হয়। জহর ধাতু হইতে জাত 'মজ্‌হুরহ্‌' অর্থে ঘোষ বা সংবার ধ্বনি। ظل قور بض اذ غزا جند مطيع —এই বর্ণগুলি আরবী শিক্ষা-মতে ঘোষ বা মজ্‌হুরহ্‌। কিন্তু এখানে একটু কথা আছে। ق ও ط যেমন কানে শুনিয়াছি, ইহারা আমাদের ক ও ত-জাতীয় ধ্বনি, অঘোষ, একেবারেই ঘোষ-ধ্বনি নয়। প্রাচীন কালের আরবী হইতে গ্রীক লাটিন, ও লাটিন গ্রীক হইতে আরবী নামের অনুলিখনে দেখা যায় যে, ق এর অনুরূপ বর্ণ k বা c, এবং ط এর t; যেমন গ্রীকের Platon= افلاطون, Sokrates= سقراط, Titus= تيطس, Loukas= لوقا, Tiberias= طبريه, Crete (Kreta)= اقريطس, Petros (Peter)= بطرس, Italy= ايطاليا, Cyprus (Kypros)= قبرس, Laodikea= لاذقيه, Caesar= قيصر ইত্যাদি ইত্যাদি। মুঅর্‌রব করায় (বা বিদেশী শব্দের আরবী-করণে) k, t র অনেক বহু স্থলে ق ط লেখা হইয়াছে। আবার ك ت ও মিলে। প্রাচীন যুগের কথা ق ও দন্তমূলীয় তালব্য ط কখনই ঘোষ-ধ্বনি হইতে পারে না। হিব্রুতে ইহাদের পরিবর্তে 'কোফ' ও 'তেথ' বর্ণ পাওয়া যায়। ق ও ط কে মজ্‌হুরহ্‌ বা ঘোষ বলিলে ইহাদের বিশিষ্টতা কতকটা নির্দিষ্ট হয়—মজ্‌হুরহ্‌ শব্দকে এখানে ইংরেজী emphatic বা প্রবলরূপে উচ্চারিত অর্থে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ق অক্ষর আরবী-ভাষীদের মুখে এখন নানারূপে উচ্চারিত

হইয়াছে; কাইরো-শহরে ইহা সাধারণতঃ গ-রূপে উচ্চারিত হয়, আবার মিসরের অন্যত্র ইহার উচ্চারণ হম্‌জ্জের মত। ধইরাক্রে ও আরবে ইহার উচ্চারণ সাধারণতঃ গ। এই ধইরাকী ও আধুনিক আরবী প্রাদেশিক উচ্চারণ-ভেদ অবলম্বন করিয়া বোধ হয়, আরবী শিক্ষাকারগণ ق কে মজ্‌হুরহ্‌ বলিয়াছেন। ط তদ্রূপ কচিৎ দ-রূপে—উচ্চারিত হয়, বিশেষতঃ তুর্কীদের মুখে, যেমন طاغ=দাগ; কিন্তু 'ত' বা 'ট'-জাতীয় দন্তমূলীয় উচ্চারণই সাধারণ। এই প্রাদেশিক ط=দ উচ্চারণ ধরিয়াই বোধ হয়, ইহাকে মজ্‌হুরহ্‌ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

হম্‌স্‌ অর্থে গলা ছোট করা; হম্‌স্‌কে বিবার বা শ্বাস প্রযত্ন বলা চলে, মহ্‌হুরহ অর্থে অঘোষ। এই বিচারে কোনও গোল নাই।

শদীদহ্‌ অর্থে স্পৃষ্ট; শদীদহ্‌ বর্ণগুলি প্রলম্বিত করা যায় না। রিখ্‌বহ বর্ণগুলিকে প্রলম্বিত করা চলে—ইহারা spirant, continuant বা affricate, সংস্কৃত সংজ্ঞায় ইহাদের উষ্ম বলা উচিত, পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। কোনও ক্রমেই ইহাদিগতে মহাপ্রাণ বলা যায় না। আরবীতে মহাপ্রাণ বর্ণ নাই, তবে হলন্ত শদীদহ্‌ (স্পৃষ্ট বর্ণের) বর্ণের পর হ-ধ্বনি আসিলে মহাপ্রাণ ধ্বনির (বর্ণের নহে) সৃষ্টি হয় বটে। যেমন — سبحان 'সুব্‌হান্‌' ও مجهورة 'মজ্‌হুরহ্‌' শব্দ; এখানে ব+হ ও জ+হ মিলিয়া মহাপ্রাণ ধ্বনি 'ভ' ও 'ঝ'এর সৃষ্টি করিয়াছে। এই মহাপ্রাণ ধ্বনিকে আরবী শিক্ষাকারগণ ঠিক-মতই আমল দেন নাই—কারণ, ইহা মিশ্র বিশ্লেষযোগ্য ধ্বনি। ث এর ধ্বনি উষ্ম, রিখ্‌বহ, কিন্তু হলন্ত ت এর পর ه বা ح থাকিলেই আমাদের মহাপ্রাণ থ-এর উদ্ভব হইবে।

অন্যান্য صفات গুলিকে আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। যাহা হউক, আরবী শিক্ষা-শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া ও সংস্কৃতের সহিত তুলনা করিয়া আরবী ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকে সাজাইলে, আমার প্রবন্ধের শ্রেণী-বিভাগ হইতে বিশেষ পার্থক্য হইবে না; কেবল পূর্ব্বে আমার এক জায়গায় ভ্রম হইয়াছিল,— ر ل ن কে দন্ত্য বর্ণ বলিয়াছিলাম, তাহা নহে, এগুলি দন্তমূলীয় বর্ণ।

আরবী ও সংস্কৃত ও আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার সামঞ্জস্য করিয়া আরবী ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সাজাইতে পারা যায়। এইরূপ সাজানতে কেবল বর্ণগুলির (organic production) ঔদ্ভবিক আভ্যন্তর প্রযত্নের দিক্‌ বিচার করা হইয়াছে, তাহাদের বাহ্য-প্রকাশ (acoustic expression)এর দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই। অর্থাৎ ধ্বনিগুলি মুখের কোথায় উৎপন্ন হয়, সেই অনুসারে সাজান গিয়াছে, কানে কেমন শুনাইল, সেই অনুসারে নহে। যেমন ص س ইহাদের উচ্চারণ-স্থান আলাহিদা; কিন্তু কানে অনেকটা একরকম শুনায়; ইহাদিগের উচ্চারণ-স্থান ধরিয়া ইহাদিগকে যথাক্রমে 'দন্ত্য' বা 'তালব্য', ... বা 'কণ্ঠনালীয়' ... এক আলাহিদা শ্রেণীতে ফেলা উচিত। ... ধরিয়া ...

আওয়াজ ধরিলে উভয়কেই এক sibilant বা সফীরহ্ শ্রেণীতে ফেলা চলে। আরবী صفير পর্য্যায়ে organic ও acoustic পর্য্যায় জড়িত হইয়া আছে, ঔৎপত্তিক ও শ্রৌতিক বিচার আলাহিদা করা হয় নাই।

[১] কণ্ঠনালীর মধ্যে উৎপন্ন ধ্বনিসমূহ—

(ক) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট ধ্বনিদ্বয় ء ع (ব্যঞ্জন অলিফ্, হম্‌জহের সহিত অভিন্ন, আদ্য হম্‌জহ্ অলিফ্‌রূপে লিখিত হয়)।

(খ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট ধ্বনিদ্বয় ه ح ;

আরবী শিক্ষার মতে, ইহাদের মধ্যে ء ه কণ্ঠনালীর নিম্নতম অংশে উৎপন্ন, এবং ح ع অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধে। আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার মতে ء ও ه এর উচ্চারণস্থান, ح ও ع অপেক্ষা উচ্চে; ء ه glottal (কণ্ঠ-নালীতে উৎপন্ন) ধ্বনি, ح ع ও glottal, বা bronchial (গলনালীতে উৎপন্ন) ধ্বনি।

[২] কণ্ঠনালীর উচ্চতম অংশে (জিহ্বামূলে) উৎপন্ন ধ্বনি—

(ক) غ —সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট।

(খ) ইউরোপীয় শিক্ষা মতে, বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট ق এর ধ্বনির ও উচ্চারণ স্থান এই। আরবী শিক্ষা-মতে ق এর উচ্চারণ-স্থান আরও উচ্চে,—আলজিভের কাছে—ق ও ك কে حروف اللهوية বা আলজিভে বা তালুতে উৎপন্ন ধ্বনি বলে (Wright কৃত বৃহৎ আরবী ব্যাকরণ প্রথম খণ্ড উচ্চারণ পর্য্যায় দ্রষ্টব্য)। ق কে আবার مجهورة ঘোষবৎ বলা হইয়াছে। কিন্তু ق ঘোষধ্বনি নহে, ঘোষধ্বনি হইলে ইহার উচ্চারণ গ হইত। উপভাষা ভেদে হয় ত ق ঘোষ-ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছিল, এবং উপভাষার উচ্চারণ ধরিয়াই ইহাকে مجهورة বলা হইয়াছে।

[৩] জিহ্বামূলে ও আলজিভের উপরেই, তালুর কোমল অংশে উৎপন্ন ধ্বনি—

(ক) বিবারযুক্ত ঘৃষ্ট خ। আরবী শিক্ষাকারগণ ইহাকে কিন্তু غ ও ء ع ه ح এর মত حلقية অক্ষর বলেন। কিন্তু বিশুদ্ধ حلقية অক্ষর ء ه ح ع এর উচ্চারণে জিভের স্থান নাই, خ غ এর উচ্চারণে জিভকে উপরের দিকে তুলিতে হয়, তাই خ غ কে مستعلية বলে।

(খ) বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট ك। ইহার উৎপত্তি-স্থান আজকালকার সিরীয় ও অন্য ভাষা আরবীতে আর একটু আগাইয়া তালুর কঠিন অংশে আসিয়া পড়ায়, ইহার 'চ' ধ্বনি শুনা যায়। ك কে شجرية বা তালব্য ধ্বনি বলে।

(ক) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট নাদ ج—তালব্যীকৃত গ, গ্য। পরে উচ্চারণ-স্থান তালুর কঠিন অংশে বিশেষ করিয়া সরিয়া আসিয়া ও জিভের আগার দিক্ দিয়া উচ্চারিত হইয়া সাধারণ আরবীতে তালব্য জ ধ্বনির উৎপত্তি। মিসরে কিন্তু পুরাপুরি গ ধ্বনিই শুনা যায়।

[৫] জিভের আগার দিক্ দিয়া তালুর কঠিন অংশে উৎপন্ন—

(ক) বিবারযুক্ত ঘৃষ্ট শ্বাস— ش

(খ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট নাদ— ي

[৬] জিভের আগার দিক্ চওড়া করিয়া বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বের দন্তমূলে আঘাত করিয়া উচ্চারিত সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট নাদ— ض

ইউরোপীয় শিক্ষার মতে কিন্তু ض এর উচ্চারণস্থান [৭] পর্য্যায়ের সহিত অভিন্ন, এবং ইহা (অন্ততঃ আধুনিক ভাখা আরবীতে) ط ধ্বনির ঘোষ রূপ।

[৭] জিহ্বাগ্র-মুখ ও দন্তমূলের ঈষদুচ্চ অংশে (প্রাতিশাখ্যে বর্ণিত বর্ত্স নামক স্থানে, apical region এ) উৎপন্ন ধ্বনি—

(ক) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট শ্বাস— ط (নাদ=ض)

(খ) বিবারযুক্ত ঘৃষ্ট নাদ— ظ

(গ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট শ্বাস (ঊষ্ম)— ص

এই বর্ণগুলির উচ্চারণে জিভকে বিশেষ করিয়া সংযত করিয়া সজোরে বর্ত্সে আঘাত করিতে হয়। সাধারণতঃ এই ধ্বনির সম্পর্কে ঠোঁট বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারণ করার দরুণ ব বা w ধ্বনির আমেজ আসিয়া যায়। ض ধ্বনির পক্ষেও তাই। ط কে مُطْبَقَة বা ঘোষ বলা হইয়াছে, مطبقة অর্থে emphatic বুঝিতে হইবে। ط ظ ص ض —ইহাদের উচ্চারণে জিভ তালুতে ঠেকে বলিয়া ইহাদিগকে مطبقة বলে। এবং জিভ উপরে উঠে বা ভিতরের দিকে গতি নেয় বলিয়া مستعلية বলে ج غ ও এই পর্য্যায়ভুক্ত।

[৮] জিহ্বাগ্রমুখ ও দন্তমূল বা দন্ত—

(ক) বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট শ্বাস— ت

(খ) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট নাদ— د

(গ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট কর্কশ নাদ— ر ইহাকে مكرر বা বর্ণনযুক্ত বলা হয়।

(ঘ) সংবারযুক্ত ঘৃষ্ট কোমল নাদ— ل

(ঙ) বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট নাসিকা— ن [কণ্ঠ্য স্পর্শ বর্ণের পূর্ব্বে থাকিলে ن কণ্ঠ্য ও হয়]।

[৯] জিভের আগা চওড়া করিয়া দন্তমূলে বা দন্তে ঘর্ষণপূর্ব্বক জাত ধ্বনি—
　(ক) বিবারযুক্ত উষ্ম শ্বাস— ص
　(খ) সংবারযুক্ত উষ্ম নাদ— ز
[১০] জিভের আগা চওড়া করিয়া দন্তাগ্রে ঘর্ষণপূর্ব্বক জাত ধ্বনি,—
　(ক) বিবারযুক্ত স্পৃষ্ট উষ্ম— ث
　(খ) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট উষ্ম— ذ
[১১] উপরের দন্তপঙ্‌ক্তি ও অধরে উৎপন্ন বিবারযুক্ত উষ্ম শ্বাস— ف
[১২] ওষ্ঠাধরে উৎপন্ন—
　(ক) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট— ب
　(খ) সংবারযুক্ত স্পৃষ্ট, বা অর্দ্ধস্বর— و
　(গ) নাসিক্য— م

উচ্চারণ-স্থান বিচার করিয়া দেখিলে আরবী ধ্বনিগুলি (প্রাচীন যুগের উচ্চারণে) এই ১২ শ্রেণীতে পড়ে। ঠিক উচ্চারণটি কোথায় হইল, আর কানে কেমন শুনাইল—organic ও acoustic—এই দুই ভাবের বিচারে গোলমাল করিলে চলিবে না।

শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেব আরবী ধ্বনির বাঙ্গালা অনুলিখন বিষয়ে যে যে স্থলে আমার সহিত একমত হইতে পারেন নাই, এক্ষণে তাহা আলোচনা করিব। অনুলিখন-পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য তিনি যে যে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত বলিয়াছেন, তাহা অতীব সমীচীন।

প্রথমতঃ ব্যঞ্জন বর্ণগুলি ধরা যাউক। ث ج ز ذ ط ع —এই কয় বর্ণের অনুলিখন লইয়া শহীদুল্লাহ সাহেব আমার সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

ث—ইহার উচ্চারণ একেবারে হুবহু ইংরেজী think thin, thank প্রভৃতি শব্দের th এর উচ্চারণ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই th উষ্ম ধ্বনি, আমাদের মহাপ্রাণ থ নহে—ইহাকে যথেচ্ছ প্রলম্বিত করা যায়, কিন্তু আমাদের থ-কে তাহা করা যায় না। ইউ-রোপীয় বৈয়াকরণগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, আমিও আরবীভাষীর মুখে উচ্চারণ শুনিয়া বুঝিয়াছি, ث ও ইংরেজী think এর th এ কোনও তফাৎ নাই। গ্রীক নামে theta অক্ষর (th) থাকিলে, আরবী অনুলিখনে প্রাচীন কাল হইতেই ث ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; যেমন Pythagoras=فيثاغورس, Corinth=كورنثوس, Timotheus=تيموثاوس, Bithynia=بثينية ইত্যাদি; কচিৎ س ও মিলে, যেমন Thessalonike=تسالونيكي। আরবী শিক্ষাকারগণের কানে ز ص س এক পর্য্যায়ের ধ্বনি, ঊষ্মাহ্‌ বা sibilant ধ্বনি, ث এই শ্রেণীতে স্থান পায় নাই। এই ধ্বনি 'স' জাতীয় sibilant নহে। ث ঊষ্মাহ্‌ ধ্বনির কাছাকাছি বটে, আবার ত-বর্গেরও কাছাকাছি।

sing, কোথাও বা tink ting হইয়া পড়ে, তদ্রূপ আরবীর ث ও মিসরে ও উত্তর আফ্রিকায় ত, এবং তুর্কীস্থান ও পারস্যে স (s) রূপ ধারণ করিয়াছে। মিসরে ثلاث কে তলাৎ, ثعلب কে তুলাব, ثاني কে তানী উচ্চারণ করে। عثمان উস্মান্ শব্দের বিকারে Osman, Ottoman। প্রাচীন আরবী মূল শেমীয় ভাষার ধ্বনি ও ব্যাকরণ অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ রাখিয়া আসিয়াছে। হিব্রু, অসুর প্রভৃতি ভাষায় প্রাচীন কালেই মূল শেমীয় ধ্বনিগুলিকে বিকৃত ও সুখোচ্চার্য্য করিয়া ফেলায় ث (th)এর জায়গায় ঃ (sh) দাঁড়াইয়া গিয়াছে। [আমাদের মুখেও আরবীর ث আর উষ্ম th নাই, sh হইয়াছে—যেমন ثالث থ্বালিথ্ব=সালিস (উচ্চারণে—শালিশ)]। বাঙ্গালায় উষ্ম থ্ব নাই, আমরা মহাপ্রাণ থ দিয়া ইংরেজী th ধ্বনিকে নির্দ্দেশ করি; যেমন—থ্যাঙ্ক, থিওরি, বেথুন, সাউথ ইত্যাদি। আরবীর পক্ষেও তাহা করা ছাড়া উপায় নাই। সব দিক্ বিবেচনা করিলে বিন্দুযুক্ত থ্ব ভিন্ন ث এর বিশুদ্ধ আরবীর ধ্বনি জানাইবার কোনও উপায় নাই। স, বা ছ লিখিলে ঠিকটি হইবে না। বিন্দুযুক্ত থ্ব এর অভাবে খালি থ লিখিলেও চলিবে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহা উষ্ম প্রলম্বনশীল থ, আমাদের মহাপ্রাণ থ নহে।

ذ এর ধ্বনি ইংরেজী this, then, though শব্দের th এর ধ্বনি—thin, thank এর th হইতে পার্থক্য জানাইবার জন্য অভিধানাদিতে অনেকে ইহাকে dh লিখেন। এই ধ্বনি উষ্ম থ্ব এর ঘোষ রূপ—উষ্ম ধ্ব। ইংরেজীর this, that যেমন বিদেশীর মুখে হয় sis, zat নয় dis dat এ পরিণত হয়, আরবীর ذ ও তদ্রূপ পারস্যে ও তুর্কে জ়, মিসরে দ। বোম্বাই অঞ্চলে ইংরেজী the, this কে ধি, ধিস্ লেখে; আমরা লিখি খালি দ। কিন্তু ইহাত দ নয়, বরং ধ-এর কাছাকাছি—জ়-ঘেঁষা ধ বলা যাইতে পারে। বিন্দুযুক্ত ধ্ব ছাড়া ইহার দন্ত্য উষ্ম ঘোষ স্বরূপটি জানাইতে পারা যায় না। বিকল্পে বা অভাবে ধ লিখিতে পারা যায়। হিব্রুতেও মূল ذ এর ধ্বনি বিকৃত হইয়া z-এ পরিণত হইয়াছে। ধ্ব লিখিলে ইহার বিশুদ্ধ আরবী ধ্বনি অনেকটা যথাযথ বোধিত হইবে, জ দ্বারা মোটেই হইবে না।

ج—ইহার প্রাচীনতম আরবী উচ্চারণ যে গ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ-মাত্র নাই। তবে হজরৎ মুহম্মদের সময় কুরয়শ্ গোত্রীয় আরবদের মধ্যে কি ছিল, তাহা জানা যায় না। আমার প্রবন্ধে আমি বলি যে, বোধ হয়, তখন তালব্যীকৃত 'গ' উচ্চারণই ছিল। (গ্য বা গ জাতীয় উচ্চারণ; অর্থাৎ 'অগ্য' 'বিদ্যুৎ' প্রভৃতি শব্দ পুরাপুরি 'অজ্জ' 'বিজ্জু' হইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই যে কোনও ভাবে উচ্চারিত হইতে, সেইরূপ; পরে তাহা হইতে এখনকার 'জ' উচ্চারণের উদ্ভব হইয়াছে)। শহীদুল্লাহ সাহেব স্বীকার করিতেছেন যে, আরবী শিক্ষার মতে ج এর মখ্রজ আমাদের আধুনিক 'জ'এর উচ্চারণস্থানের অনেক উপরে; 'গ' বর্গের উচ্চারণস্থানের সন্নিকটে। সুতরাং তাহাতে প্রমাণ হয় যে, তালব্য ধ্বনিগুলি কণ্ঠধ্বনির বিকারজাত—কণ্ঠধ্বনি উচ্চারণ-স্থান ত্যাগ করিয়া তালুর দিকে আসিলেই তালব্যীকৃত, পরে পুরা তালব্য এবং এরূপ কি, ক্রমে

সামনে আসিয়া পড়িয়া দন্ত্য হইয়া দাঁড়ায়। কণ্ঠ্য ক, গ হইতে তালব্যীকৃত ক্য গ্য (অর্থাৎ চ, জ-রূপে বা ক, গ), পরে তালব্য চ জ বা শ য়, এবং তৎপরে দন্ত্য চ্ জ্ ts dz), সর্ব্বশেষে s, z—এইরূপ পরিণতি সর্ব্বত্রই দেখা যায়। সংস্কৃতের চ জ শএর উৎপত্তি এইরূপেই মূল কণ্ঠ্য ধ্বনির বিকারে ঘটিয়াছে, ভাষাতত্ত্বের ইহা এক সাধারণ কথা। একবার ভাঙ্গন ধরিলে আর গড়ন হয় না—একবার তালব্য হইয়া গেলে আর ফিরিয়া কণ্ঠ্যধ্বনি হয় না। প্রাচীন আরবীতে কোন কোন গোত্রীয় ভাষায় যে বিশুদ্ধ কণ্ঠ্য গ-ধ্বনি বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, আধুনিক আরবী ভাষাবিশেষে প্রাচীন গ ধ্বনি এখনও সংরক্ষিত রহিয়াছে। মিসরে جعفر جبار جمادي —প্রভৃতি শব্দে ج এর উচ্চারণ গ; ج এর তালব্য জ-উচ্চারণ একেবারেই অজ্ঞাত। কুরয়শ-বংশীয়েরা ও অন্যান্য বহু গোত্রীয়েরা কোমল তালব্যীকৃত উচ্চারণ করিতেন, যে উচ্চারণের মখ্‌রজ আরবী শিক্ষাকারগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমি আমার প্রস্তাবে ج এর জন্য জ লিখিতে চাহিয়াছিলাম, তবে গ লিখিতেও আমার আপত্তি নাই। ইউরোপেও অনেকে g লেখেন। কিন্তু বাঙ্গালায় সর্ব্বত্রই যে 'গ' লিখিতেই হইবে, তাহা আমি বলি নাই। প্রাচীন শেমীয় ভাষায়ও 'গ' ধ্বনি ছিল; হিব্রু তাহা বজায় রাখিয়াছে, আরবীতে যেখানে ج পাই, হিব্রুতে সেখানে 'গিমেল' অক্ষর (=গ) মিলে। গ্রীক ভাষার গ ধ্বনির জন্য আরবীতে ج غ দুইয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। শহীদুল্লাহ সাহেব গ্রীক কথার আরবী রূপের প্রতি তাদৃশ নির্ভর করিতে চাহেন না—তিনি বলেন যে, মুৎঅর্‌ব করিবার সময়ে গ্রীক ধ্বনি আরবীতে না থাকিলে কাছাকাছি অন্য এক ধ্বনি দ্যোতক বর্ণ দিয়া কাজ সারা হইত। এই কথা সমর্থনের জন্য তিনি গ্রীকের প-ধ্বনির জন্য আরবীতে ف অক্ষরের ব্যবহার নির্দেশ করিয়াছেন; গ্রীক pর জন্য আরবীতে ف বা ب র ব্যবহার দেখিয়া কেহ বলিবেন না যে, ف বা ب র উচ্চারণ প ছিল—এইটুকু বলা যায় যে, ইহারা সমশ্রেণীক ধ্বনি—ওষ্ঠ্য ধ্বনি বলিয়াই p f bর অদল বদল বা একের জন্য আরের প্রয়োগ স্বাভাবিক। সেইরূপ গ্রীক g বা গ এর জন্য ج ও غ এর প্রয়োগ দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায় যে, g (গ), ج ও غ এর উচ্চারণ অনেকটা এক প্রকারের ছিল। ج غ পুরাতন আরবীতে এক কণ্ঠ্য পর্য্যায়ের ধ্বনি যদি না হইবে, তবে এক বিদেশী ধ্বনির জন্য ইহাদের অনিয়ত ভাবে প্রয়োগ থাকিবার কারণ কি? আবার গ্রীকেরা আমাদের ভারতীয় ভাষার নামে জ লিখিবার জন্য z বা di (=dy) প্রয়োগ করিয়াছে, কিন্তু আরবীতে আমাদের মত জ ধ্বনি থাকিলে কণ্ঠ্য গ বা g লিখিতে যাইবে কেন? ج এর পুরান উচ্চারণ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেরী লাগে না—ভাষাভেদে ইহা গ বা তালব্যী-

জ-দ্যোতক বর্ণ হিসাবে নয়, ও গ এর জন্ত গাফ্ অক্ষর সৃষ্টি করে। পশ্চিমী আরবীতে (বিশেষতঃ মিসরে ও স্পেনে) ইহার 'গ' ধ্বনি বাহাল থাকে। বাঙ্গালায় ইহাকে 'জ' লেখাই ভাল। এ দেশে প্রচলিত উচ্চারণের বিরোধী হয় বলিয়া আমি ج এর গ রূপ পরিহার করিতে প্রস্তুত। কিন্তু ج কে 'গ' লিখিলে ভুল হয়, বিশুদ্ধ প্রাচীন আরবীর উচ্চারণের *বিরোধী হয়, তাহা স্বীকার করি না।*

শহীদুল্লাহ সাহেব ج *এর জন্ত 'য' লিখিতে চান।* তিনি বাঙ্গালা জ অক্ষরকে কেবল জ় বা z র ধ্বনি-নির্দ্দেশক করিয়া রাখিতে চান। তাঁহার প্রস্তাবের একটু যে সমীচীনতা নাই, তাহা নহে। ج =য হইলে জএর বোঝা অনেকটা হালকা হয়। কিন্তু ج =য লিখিলে, বাঙ্গালা বর্ণমালার ঐতিহাসিক পারম্পর্য্যের উপর একটু জুলুম করা হয়। শহীদুল্লাহ ও সিদ্দিকী সাহেবের মত আমিও বলি, দুই প্রকারের অনুলিখন-রীতি স্থিরীকৃত হউক, (১)'বিজ্ঞান-সম্মত', (২) সাধারণ। (১) এ দুই চারিটা ফুটকী থাকিবে, যাহাতে জিনিষটি ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে যত দূর সম্ভব মূলানুযায়ী হয়; (২) এ ফুটকীর ব্যবহার একেবারে না থাকিলেই ভাল, যাহাতে সর্ব্বত্রই সহজে প্রযুক্ত হইতে পারে। দেবনাগরীতে জ=ज, ज़= ز , z; বাঙ্গালায়ও সেইরূপই হওয়াই বাঞ্ছনীয়—জ = ج, j; জ়=ज़, ز, z. কিন্তু সর্ব্বত্র জ় হরফ মিলিবে না। সেই জন্ত যদি একটি সরল প্রণালী সাধারণ্যে গৃহীত হইবার আশা থাকে, তাহা হইলে 'বিজ্ঞান-সম্মত' রীতিতে ج=জ, ز =জ় লেখা হউক, এবং সাধারণ রীতিতে যদি য= ج, জ= ز সর্ব্বত্রই লেখা হয়, আমি সাদরে তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।

ض—ইহা মূলে দন্তমূলীয় রিখ্‌ব্ বা উষ্ম ধ্বনি। ظ হইতেছে দন্ত্য উষ্ম ধ়; ض দ় এর দন্তমূলীয় রূপ। দ্ব়—এইরূপ লেখা ছাড়া সহজ উপায় পাই নাই। দ লিখিলে অল্পপ্রাণ দএরই রূপভেদ মনে হইতে পারে, তাই দ অপেক্ষা মহাপ্রাণ ধ এর আশ্রয় গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু দ্ব় অক্ষর তৈয়ারী না করাইলে মিলিবে না। তাই অগত্যা বিকল্পে দ় লেখারও প্রস্তাব করি। দ লিখিলে সাধারণ ভাবে বেশ চলিবে।

ظ এর জন্ত যে জ় লিখিয়াছিলাম, তাহা এখন দেখিতেছি, ঠিক হয় নাই; কারণ, প্রাচীন শেমীয় ভাষায় দন্তমূলীয় অঘোষ উষ্মধ্বনি হইলেও, আরবীতে ظ মজহুরহ্ বা ঘোষধ্বনি। ইহা দ, ধ়, য, জ় এই চার মিশ্র এক অপূর্ব্ব ধ্বনি। ইহার জন্ত বিকল্পে যে জ্ব় (জ় এর বিকারে) লিখিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাই সমীচীনতর। জ় লিখিলে, ইহার ঘোষরূপ কতকটা প্রতিভাত হইবে।

ض ظ এর উচ্চারণ শহীদুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন, আমার প্রবন্ধেও তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এখানে বাহুল্য করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার প্রস্তাব-মত ص ض ط ظ এর "বিজ্ঞান-সম্মত" অনুলিখন এই দাঁড়াইতেছে—স়, দ় বা ধ়, ত়, জ়। এবং

বিন্দু-যুক্ত 'ত'-এ যখন কাজ চলিতে পারে, তখন তো'র জন্য দুই-বিন্দু-দেওয়া হরফ আনিয়া লাভ কি? সাধারণ রীতির জন্য শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রস্তাবিত ব-ফলাযুক্ত বর্ণ ব্যবহার অতিশয় উপযোগী হইবে। ص ض ط ظ বর্ণগুলি দন্তমূলীয়; ইহাদের উচ্চারণে আবার একটু ও-কারের (ওষ্ঠ ধ্বনির) আমেজ আসিয়া যায়। তাই—আরবী নাম صاد ضاد طا ظا উচ্চারণে সোআদ, জোআদ, তোএ, জোএ, (অর্থাৎ তোআ জোআ) হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাই ضالين দ্বাল্লীন্ শব্দ কানে 'দোআল্লীন'এর মত লাগে। এই অক্ষরচারিটির দন্তমূল প্রকৃতির পরিবর্তে ইহাদের ওষ্ঠ্য ভাব জানাইলেও কাজ চলিবে—অন্তঃস্থ ব বা ব-ফলাযুক্ত অক্ষরে বেশ ভালই হইবে। তবে ঠিক শহীদুল্লাহ সাহেব যে যে অক্ষর ব্যবহার করিতে চাহেন, আমি তাহা চাহি না। ص ض ط ظ 'বিজ্ঞান-সম্মত' পদ্ধতিতে যদি স় দ় (য়) ত় জ় লিখি, তাহা হইলে সাধারণ পদ্ধতিতে যথাক্রমে স্ব দ্ব ত্ব জ্ব লিখিলেই অনুস্মৃতি রক্ষিত হয়। ق এর জন্য ক ও তদ্রূপ বেশ চলিতে পারে। আশা করি, শহীদুল্লাহ সাহেব ص ض ط ظ এর উচ্চারণ বিচার করিয়া এইরূপ অনুলিখন অনুমোদন করিবেন। ق এবং ح এর জন্য ক, হ না লিখিয়া ক হ্ব, লিখিলেও চলিতে পারে; যদিও ح এর জন্য হ্ব লেখা ঠিক ধ্বনির উপযোগী হয় না।

আধুনিক ভাখা আরবীর উচ্চারণে আমাদের কাজ নাই। প্রাচীন আরবীই এ দেশে পড়া হয়, তাহার উচ্চারণই আমাদের দরকার। কিন্তু এখানে একটু কথা আছে। পারস্যে ও আমাদের দেশে যে সকল আরবী নাম চলিত আছে, তাহাদের উচ্চারণ ত খাঁটী আরবী ঢঙে করা হয় না। ভারতবর্ষের ও পারস্যের মুসলমান ইতিহাসে যে সকল রাজা ও অন্যান্য লোকের নাম পাওয়া যায়, সে গুলি বাঙ্গালায় লিখিতে গেলে কোন্ উচ্চারণ ধরিয়া লিখিব—খাঁটী আরবী বা পারস্য ও ভারতের? এই সকল রাজারাও নিজেদের নাম আরবী ঢঙে উচ্চারণ করিতেন না, কারণ তাঁহারা ত আরবী-ভাষী ছিলেন না; আমরা যদি ভারতীয় ও পারসীক মুসলমান নাম খাঁটী আরবী ঢঙের উচ্চারণ ধরিয়া বাঙ্গালায় লিখি, তাহা হইলে অনর্থক পণ্ডিতী ফলান হইবে। ঘিয়াসুদ্দীন, মুজফ্ফর, রেজাকে ঘিয়াথ্-দ্দীন, মুজ্বফ্ফর রদা লিখিলে দুর্বোধ্য হইবে। কিন্তু আরব দেশের সম্বন্ধে কোনও কিছু যখন লিখিব, যখন প্রাচীনযুগের আরব ইতিহাসের কথা বলিব, তখন যদি খাঁটী আরবী উচ্চারণ ধরিয়া লিখি, তাহা হইলে মন্দ হয় না। হয়ত খাঁটী আরবী রূপটী আমাদের কাছে একটু দুর্বোধ্য ঠেকিবে; সেখানে বিকল্পে বা বন্ধনীর মধ্যে দেশী রূপটী দিলেও চলিবে। আবার যখন বাঙ্গালা হরফে আরবী বচন লিখিব, তখন বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা থাকা উচিত।

ث ذ ض ظ এর ফারসী ও হিন্দুস্থানী উচ্চারণ ধরিয়া লিখিতে হইলে কি লিখিব? আরবী উচ্চারণে ث—থ্ব বা থ—ইহাতে কোনও গোল হয় না। ফারসী উচ্চারণে ث;

হয়। তলায় দাগ কাটিলে বা বিন্দু দিলে, ্ , দিয়া লেখার অসুবিধা; তাই এপ্রেস, ঐছলামী S এর অনুকরণে মাথায় ফুটকী-দেওয়া সঁ রূপেই লিখিয়াছিলাম। তদ্রূপ ট-কে সঁ এর ঘোষ রূপ হিসাবে ষঁ রূপেই লিখি। ط এর জন্য ত ত্ত্ব পড়িয়াই রহিয়াছে; ظ কে লইয়া মুস্কিলে পড়িতে হয়, অগত্যা স্ত্র লিখি। ض এর ঘ উচ্চারণ জানাইতে গেলে কি করা উচিত, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালায় ঘ এর জন্য অক্ষর না থাকায় বড় মুস্কিল। আমি বলি ض ظ ژ ذ —এই কয় হরফের ফারসী উচ্চারণের জন্য খালি জ লেখাই ভাল। আবশ্যক হইলে মূল শব্দ উদ্ধার করিয়া দিলে চলিবে। কিম্বা ঝ, য়, ত্ত্ব ও স্ত্র এর পরিবর্ত্তে অন্য কোনও বিশেষ চিহ্ন দেওয়া 'জ'এর ব্যবহার করা।

আমি যেখানে বিন্দু ব্যবহার করিয়াছি, শহীদুল্লাহ সাহেব দেখিতেছি সেখানে রেখা ব্যবহার করিতে চাহেন। রেখা দিলে আমার মনে হয় অক্ষরের পায়ের কাছে অনেকটা স্থান জুড়িয়া যায়, ্ , লেখার একটু অসুবিধা হয়। এ বিষয়টীও বিচার করা উচিত। দুই তিনটী ফুটকী দিয়া অক্ষর জটিল করা অপেক্ষা উপরে একটী ফুটকী দিলে বোধ হয় অক্ষরগুলি দেখিতে চক্ষুপীড়াকর হয় না।

ث এর জন্য ছ লেখা সমীচীন মনে করি না। পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত সমাজ ছ-এর s উচ্চারণ পরিহার করিয়াছেন, সাধারণ লোকেও শিক্ষার প্রচারের সঙ্গে ছ-এর এই বিকৃত উচ্চারণ পরিত্যাগ করিবে। ছ-এর উচ্চারণ অর্দ্ধবঙ্গময় তথা সমগ্র ভারতবর্ষে chh; পূর্ব্ববঙ্গের উচ্চারণ ধরিয়া ছ-কে s এর প্রকাশক করিয়া লইলে পশ্চিমবঙ্গে বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা। এই জন্যই আরবী قصّه ,مسئله পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া হিন্দুর মুখে, কেচ্ছা (kechchha) মোচোরমান। حديث غياث ,عثمان প্রভৃতি শব্দ আমরা 'হদীছ, ঘিয়াছ, ওছমান' পড়িতে চাহি না হয় হদীস্থ, গিয়াস্থ, ওস্থমান, না হয় হদীসঁ, গিয়াসঁ, ওসঁমান, না হয় বরং খালি স যুক্ত রূপ।

ع —'অয়ন্ এবং ء হম্‌ঝহ্।

'অয়ন্ অতি 'গুরুতর' কণ্ঠধ্বনি—খালি [']তে ইহার যথার্থ ব্যঞ্জনা হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষত যখন আমি হম্‌ঝহকে ['] দ্বারা জানাইতে চাই। হম্‌ঝহকে বাদ দিলে অনুলিখন-পদ্ধতি সম্পূর্ণ হইবে না—এই জন্য ইহাকে জানাইবার চেষ্টা করা উচিত। হম্‌ঝহের উচ্চারণ মৃদু হইলেও ইহা আরবীর একটি বিশিষ্ট ঘোষধ্বনি—আমরা অকারণ ইহাকে ত্যাগ করি কেন? দেখিতেছি, এক অ্যাপসট্রফী দিয়া 'অয়ন্ ও হম্‌ঝহ্ উভয়কেই শহীদুল্লাহ সাহেব জানাইতে চান। সেটা কি 'বিজ্ঞান সম্মত' হয়? رأس ,سئل (রা' মিল) প্রভৃতি শব্দে স্পষ্ট হম্‌ঝহের কণ্ঠধ্বনি আসে—ইহাদিগকে বাদ দিলে চলে কি করিয়া? ['] যদি রাখা স্থির হয়, তবে হম্‌ঝহ্ অপেক্ষা অতি গুরুতর ع-এর জন্য কোনও রূপক ['"] দিলে যথেষ্ট হয় মনে করি না। আমার প্রস্তাবিত [ع] চিহ্নটী অ্যাপসট্রোফীর—

পরিবর্তিত রূপ মাত্র। [ʻ] অক্ষর যদি পছন্দ না হয়, অন্য কোনও বিশিষ্ট অক্ষর ব্যবহৃত হউক। অনেক সময়ে দেখা যায়, রোমান হরফে ছাপা আরবীতে আরবীর ع অক্ষরই ব্যবহৃত হইয়াছে—যেমন ع umar, ع othman, sh ع ir, jam ع ; বাঙ্গালায় আমি ইহাও পছন্দ করি, যেমন ع ওমর, ع ওস্মান, শা ع ের, জম ع । [ʻ] দ্বারা কিন্তু সহজেই কার্য্য-সিদ্ধি হয়—বাঙ্গালা ঋ-ফলা (ৃ)কে উপরে বসাইয়া দিলেই হইল, কিম্বা বাঁকাইয়া বসান v অক্ষর, অথবা ব অক্ষরের মাথা ও ডাহিন দিকের দাঁড়ি কাটিয়া বসাইলেও চলে—যেমন ʻ। শহীদুল্লাহ সাহেব مُعَرَّب معناة عليهم প্রভৃতি শব্দকে মুআ'র্‌রব, মানুআ'ম্‌তা, আ'লায়্‌হিম্ লিখিয়াছেন। অর্থাৎ যেন ʻঅয়ন্ অক্ষর স্বরধ্বনির পরে আসে। কিন্তু তাহা ত নহে—তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে [']কে ব্যঞ্জন-দ্যোতক অক্ষর হিসাবে ধরিলে লেখা উচিত, মু'আর্‌রব, আন্'আম্‌তা, 'আলায়্‌হিম। ʻঅয়নের মত গুরু-গম্ভীর কণ্ঠ্য নাদধ্বনিকে যাহাতে বিশিষ্টরূপে লেখা যায়, আশা করি, শহীদুল্লাহ সাহেব ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিয়া দেখিবেন।

অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনি সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের কোনও মত-বৈষম্য নাই। কেবল و স্থানে ভ-লেখা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। و এর v, w দুই উচ্চারণই আছে। খালি ব বা ও এ বেশ চলিবে। বাঙ্গালায় ভ-এর v উচ্চারণ দেখা দিলেও সাধারণতঃ ভ=bh ; ভ=v দন্তোষ্ঠ্য ধ্বনিদ্যোতক, و কিন্তু ওষ্ঠ্যধ্বনি—দন্তোষ্ঠ্য নহে। যদি এক ব এর দ্বারা কাজ চলে, অনাবশ্যক ভ-কে আনিয়া লাভ কি ?

'ওা' পুরাণ বাঙ্গালার বর্ণবিন্যাসের অনুকূল, 'ওা'=wā সম্পূর্ণরূপে সমর্থন যোগ্য। কিন্তু শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রস্তাবিত 'ও্' 'ও' কিছুতেই নহে। এই বর্ণ দুইটি দেখিলে বাঙ্গালী ধাঁধায় পড়িবে, এবং হয়ত 'ভু ভি' পড়িয়া বসিবে।

ة—হা-তার সম্বন্ধে কেবল এই কথা লিখি—"আরবীর উচ্চারণ অনুসারে হ্ বা ৎ।" আমার মনে হয়, ة এর উচ্চারণ নির্দ্দেশের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। বন্ধুবর 'ত'রূপে উচ্চারিত ة কে ত্ব লিখিতে চান। ইহাতে একটি নূতন অক্ষরের আবশ্যক হয়। ة অক্ষরের ত, ت এর রূপভেদ; তাহা ة মাথার দুইটি বিন্দুতেই বুঝা যায়; উচ্চারণেও কোনও পার্থক্য নাই। সংযুক্ত পদে যেখানে উচ্চারিত হয়, সেখানে খালি ত রূপে লেখাই যথেষ্ট মনে হয়—যেমন সুরতু-ল্‌ফাতিহহ। হা তা-র জন্য ঃ লেখা ঠিক মনে হয় না।

'ত্বো' অক্ষরের জন্য তিনি দুই-ফুটকী-ওয়ালা হ-ফ ত্, ব্যবহার করিতে বলেন। ইহা তৈয়ার না করাইলে চলিবে না, আবার ইহাতে ̤ দেওয়া সহজ নয়। হা-তা-র জন্য খালি ত রাখিলে, এক ফুটকি দেওয়া ত্ দ্বারা 'ত্বো' অক্ষর বেশ জানান যায়।

তন্বীনের ন-ধ্বনি সাধারণ ন-ধ্বনি হইতে পৃথক্ নহে—ইংরেজীর অনুকরণে ইহাকে ছোট

তন্বীন বসে। তন্বীনের ন-এর সহিত ও মিন্ প্রভৃতি পদের ন-এর সহিত পরবর্ত্তী পদের আগু ব্যঞ্জনের সন্ধির বিষয় আমি অনবধানতা হেতু উল্লেখ করি নাই। বন্ধুবর যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণীয় মনে করি। তশ্‌দীদ সম্বন্ধেও আমি নির্দ্দেশ করি নাই— বন্ধুবর তদ্বিষয়ে আলোচনা করিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও বিশেষ সমীচীন।

স্বরধ্বনি সম্বন্ধে শহীদুল্লাহ সাহেবের সহিত আমার মতভেদ ফৎহুহের বাঙ্গালা অনুরূপ লইয়া। আমি বলি, ফৎহুহের স্থলে অ লেখা, তিনি বলেন আ লেখা, এবং অলিফ মদ্দহএর জন্য আঁ লেখা। ফৎহুহের এর স্থলে অ লিখিলে বাঙ্গালা বানানের পুরাতন পদ্ধতি অনুসারেই হইবে—প্রাচীনের সহিত, তথা অন্য প্রান্তের বর্ণমালার সহিত সংযোগ রক্ষিত হইবে। সাধারণতঃ দেখা যায়, বাঙ্গালায় প্রবিষ্ট আরবী ফারসী শব্দে ফৎহুহের রূপ হইতেছে অ। যেমন--কদম, কবর, নজর, মোহম্মদ, কর্জ্জ, গজল, তকমা, তনখা, দরাজ, নহর, মতলব, কম, জলদী, তপসীল, দরিয়া, তখ্ত, দস্তুর, গরীব, নজীর, বকরীদ, হকীম, কবুল ইত্যাদি।

যেখানে ফৎহুহের স্থানে আ মিলে, সেখানে বিশেষ কারণ আছে। বিশেষ কারণ গুলি এই—

(১) আগু অ, পশ্চিমা ধরণে উচ্চারণ করিতে গিয়া ঝোঁকের মাথায় পড়ে বলিয়া আ হইয়া যায়। যেমন আচকান, আনার, আপসোস, আন্দাজ, আসল ইত্যাদি। [সংস্কৃত শব্দও বাদ যায় না, যেমন—আবস্থা, পুরাতন বাঙ্গালার আতি, আনুভব, আবশ, আনন্ত, আনল্ আন ইত্যাদি]।

(২) মধ্য অ-এর পরে দুই ব্যঞ্জন থাকিলে ও তাহাদের একটির লোপ হইলে, অ বহু স্থলে আ হয়, যেমন—চাঁদা, নাকরা, পালোয়ান, খাতা, দালাল, মামুদ।

(৩) অনুরূপ ধ্বনির দেশী বা ফারসী কথার প্রভাবে মধ্য অ কখন কখন আ হয়। কচিৎ পশ্চিমা উচ্চারণের অনুকরণের চেষ্টাতেও এইরূপ হয়। যেমন—কামান, বাদাম, তামাম, জাহাজ, লাগাম, বাহাদুর, দামামা, হালুয়া।

(৪) ‘অয়ন্ অক্ষর থাকিলেও হয়। যেমন—দাবী, মাল, বাদ, জমা, তালিম, কাবা (=দ‘বী, ন‘ল্, ব‘দ, জম‘, ত‘লীম, ক‘বহ)।

দেখা যাইতেছে যে, ফৎহুহের জন্য অ-কার লেখাই বাঙ্গালার রুচিসঙ্গত। অন্যথা আ-কার লিখিলে উচ্চারণ বড়ই বিবৃত (broad) হইবার ভয় আছে। নজর-আলীকে নাজার আলী, হজরৎকে হাজরাৎ, কদম কে কাদাম, গরীব কে গারীব, গজল কে গাজাল লিখিলে কি ঠিক উচ্চারণটা জানান হয়? ফৎহুহের সাধারণ উচ্চারণ হইতেছে সংস্কৃতের সংবৃত অ-কারের উচ্চারণ। বাঙ্গালায় এই উচ্চারণ নাই, ইহার নিকটতম ধ্বনি হইতেছে অ-কারের ধ্বনি। অ-কার লিখিলে পারম্পর্য্যও বজায় থাকে,—সে দিকেও দৃষ্টি রাখা উচিত। আ লিখিলে ا এর জন্য আঁ এই নূতন অক্ষরের আবশ্যক হইয়া পড়ে; অন্যথা আা—এইরূপ লিখিতে হয়।

তাহা ভাল দেখাইবে না। আঁ সর্ব্বত্র মিলিবেও না। এই সকল কারণে আমি ৼুহের জন্য অ লিখিতে চাই, শহীদুল্লাহ্ সাহেবের প্রস্তাবিত আ গ্রহণ করিতে পারি না।

শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী সাহেব প্রস্তাব করেন যে, আরবীর অনুলিখন বেশী জটিল হইলে সাধারণ মুসলমান গ্রাহ্য করিবেন না—বটতলার পুস্তক-বিক্রেতাগণ যে মুসলমানী বহি ছাপাইয়া বিক্রী করেন, তাহার উপযোগী একটি সাধারণ সরল অনুলিখন-প্রণালী প্রচলন করা উচিত,—যাহাতে বিন্দুর বাহুল্য থাকিবে না, নূতন হরফ তৈয়ারী করার হাঙ্গাম থাকিবে না। শ্রীযুক্ত শহীদুল্লাহ সাহেবও দুই প্রকার রীতির প্রচলন বাঞ্ছনীয় মনে করেন। আমিও ইঁহাদের কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তদনুসারে আমার প্রস্তাবিত অনুলিখন-রীতি এখন এইরূপ দাঁড়াইতেছে। কেবল সাধারণ রীতির উপযোগী অক্ষর [ ] বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।

কেবল আরবীর জন্য

স্বরবর্ণ— اَ =অ; اِ =ই; اُ =উ; آ =আ; اِي =ঈ; اُو =ঊ; اَي =অয় ['ঐ' ব্যবহারও চলিবে]; اَو =অব [অও] ['ঔ' ও চলিবে]।

ব্যঞ্জনবর্ণ— ء, أ, إ (হম্‌জহ)=' (আবশ্যক হইলে); ب =ব; ت =ত; ث =থ় [থ]; ج =জ [য]; ح =হ় [হ]; خ =খ় [খ]; د =দ; ذ =ধ় [ধ]; ر =র; ز =য় [জ]; س =স; ش =শ; ص =স় [ষ]; ض =দ়, দ্ [য]; ط =ত় [ত]; ظ =য় [জ]; ع =‘; غ =গ় [ঘ]; ف =ফ় [ফ]; ق =ক় [ক] বা [ক]; ك =ক; ل =ল; م =ম; ن =ন; و =ব [ব, ও]; ه =হ, হ্; ة =ত, হ্; ي =য়।

(وا =ওা, বা; وِ =বি; وُ =বু, উ)

ফারসী ও উর্দুর জন্য

স্বরবর্ণ— ے =এ, ঐ; و =ও, ঊ।

ব্যঞ্জনবর্ণ— پ =প; ٹ =ট; ث =স় [স]; چ =চ; ح =হ় [হ], ڈ =ড; ذ =য় [য, জ]; ڑ =ড়; ژ =ঝ় [ঝ]; ص =স় [স, ষ]; ض =য় [য, জ]; ط =ত় [ত, ৎ]; ظ =য় [জ]; گ =গ।

উর্দুতে মহাপ্রাণ ধ্বনি গুলি অল্পপ্রাণ বর্ণের সহিত হে-অক্ষর যুক্ত করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও, বাঙ্গালায় অনুরূপ মহাপ্রাণ বর্ণ খ ঘ ঢ ঢ় ভ প্রভৃতি দ্বারা লিখিত হওয়া উচিত।

[১] 'বৈজ্ঞানিক' ও [২] সাধারণ অনুলিখন-রীতির প্রয়োগ নিম্নে প্রদর্শিত করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করি। আশা করি, এ বিষয়ে শীঘ্র একটা সর্ব্ববাদিসম্মত নিষ্পত্তি হইবে

সূরা নস্‌র।

[১] 'ইধা জা'অ নস্‌রু-ল্-লাহি ব-ল্-ফৎহু, ব র'অয়ত-ন্-নাস য়দ্‌খুলূন ফী দীনি-ল্-লাহি 'অফ্‌বাজান্; ফসব্বিহ্‌ বি-হম্‌দি রব্বিক ব-স্তগ্‌ফির্‌হু; 'ইন্নহু কান তব্‌বাবা।

[২] ইধা যা'অ নস্‌রু-ল্-লাহি ওঅ-ল্-ফৎহু, ওঅ র'অয়্‌ত-ন্-নাস য়দ্‌খুলূন কী দীনি-ল্-লাহি অফ্‌ওাজান্; ফসব্বিহ্‌ বি হম্‌দি রব্বিক ওঅ-স্তগ্‌ফির্‌হু; ইন্নহু কান তওওাবা।

সূরা ফাতিহা।

[২] বি-স্‌মি-ল্লাহি-র্-রহ্‌মানি-র্-রহীম্।
অল্-হম্‌দু লি-ল্লাহি রব্বি-ল্-ৎআলমীন্।
অর্-রহ্‌মানি-র্-রহীম্।
মালিকি য়ওমি-দ্-দীন্।
ইয়্যাক নৎবুদু, ওঅ'ইয়্যাক নস্তৎঈন্।
ইহ্‌দিনা-স্-স্বিরাত্ব-ল্-মুস্তকীম্।
স্বিরাত্ব-ল্-লধীন অন্‌ৎঅম্‌ত ৎঅলয়্‌হিম্,
ঘয়্‌রি-ল্-মগ্‌দ্বূবি ৎঅলয়্‌হিম্ ওঅ লা-দ্ব্-দ্বাল্লীন্।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কামরূপের শিলালিপি*

কামরূপ কামাখ্যার কয়েকটি শিলালিপি ও তাম্রলিপি লইয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছি। কামরূপের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ হইবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ এ দেশ পৌরাণিক যুগ হইতে প্রসিদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ ইহা তান্ত্রিকগণের প্রধান তীর্থস্থান; তৃতীয়তঃ আজন্ম শুনিতেছি, এ এক অপূর্ব্ব দেশ (হোমারের লোটাস ইটারের দেশের ন্যায়)। এ দেশে পুরুষ গেলে আর ফিরিতে চায় না; ইহা নাকি যাদুর দেশ। চতুর্থতঃ ইংরাজ আমলেই এ দেশ স্বাধীনতা হারাইয়াছে; হিন্দু রাজাদিগের কীর্ত্তিকলাপ উজ্জ্বলরূপে দৃষ্টি-গোচর হইতে পারে। পঞ্চমতঃ এ দেশের শিলালিপি বা তাম্রলিপি লইয়া বড় কেহ ঘাঁটাঘাঁটি করেন নাই; সম্ভবতঃ আমিই তৃতীয়। ষষ্ঠতঃ আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার এম্ এ, বি এল, জমিদার মহাশয় এ দেশে জৈন লিপি সংগ্রহ করিবার সময় হিন্দু রাজাগণের প্রদত্ত শিলালিপি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জৈন লিপি লইয়া ব্যস্ত থাকায় সেগুলির কিছু করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে জানিয়া, তিনি তাঁহার আনীত লিপিগুলি আমায় দিয়া, সেইগুলির উদ্ধার করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারই প্ররোচনায় আমি সেইগুলি পড়িবার চেষ্টা করি; কিন্তু তাহাতে অসুবিধা ঘটিতে থাকায়, আসল লিপিগুলি দেখিবার ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, আমি আমার কনিষ্ঠ ভগিনীপতি শ্রীমান্ আভাসচন্দ্র মিত্র ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আশুতোষ তর্কতীর্থ, এই তিন জন ১৩২৪ সালের ১১ই ফাল্গুন তারিখে যাত্রা করিয়া, ১২ই ফাল্গুন কামাখ্যাধামে পৌঁছাই। আসল লিপিগুলির সহিত মিলাইতে আমাদের অনেক ভুল সংশোধিত হইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহার সাহায্য ব্যতীত আমার দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হওয়া দুরূহ হইত। পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই মহাশয় এই লিপিগুলি অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিয়া দেওয়ায়, এখন ইহা নির্ভুল হইয়াছে বলিয়া ধারণা।

লিপিগুলি দেখাইবার পূর্ব্বে কামরূপের কামাখ্যা দেবী সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিলে বোধ হয়, অসংলগ্ন হইবে না। আধুনিক কামরূপ আসামের অন্তর্গত একটি দেশ। কিন্তু যোগিনীতন্ত্রোক্ত সীমা এই,—

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনীম্।
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিং করতোয়াস্তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষু নদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি।

কামরূপ ইতি খ্যাতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণং দীর্ঘেণ শতযোজনম্॥"

এই করতোয়া নদী জলপাইগুড়ি ও পাবনার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। অতএব রংপুর, ঢাকা প্রভৃতি কামরূপের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। কলিকাতার ৪৫৮ মাইল দূরে নৈর্ঋত কোণে, ব্রহ্মপুত্র নদের উপরে নীলশৈল বলিয়া এক পর্ব্বত দেখা যায়। এই পর্ব্বতে সতীর অঙ্গ যোনি পতিত হইয়াছিল। এই জন্য এই স্থান ৫১ পীঠের অন্তর্গত একটি পীঠস্থান। এখানে দেবী কামাখ্যা নামে প্রকাশিতা। সাহিত্য-সংবাদ মাসিক পত্রিকার গত বর্ষের চৈত্র মাস হইতে "কামাখ্যার দশ দিন" নামক প্রবন্ধে এই স্থান সম্বন্ধে কতকটা আলোচনা করিয়াছি। নীলশৈল বা কামাখ্যা পাহাড় নদীগর্ভ হইতে ৭০০।৮০০ ফুট উচ্চ হইবে। ইহার উপত্যকা-ভূমি দেড় মাইল হইবে। তাহাতে ৩৫০ ঘর লোকের বাস। হিন্দু ব্যতীত অন্য জাতি নাই। ইহারা কেহই জুতা পায় দেয় না বা মন্দিরের ত্রিসীমানায় জুতা আনিতে দেয় না। এই উপত্যকায় ছোট বড় ৭।৮টি ইটের মন্দির আছে। এক মন্দির ব্যতীত এখানে, গৌহাটীতে বা পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ইটের বাড়ী নাই। কারণ, প্রায়ই ভূমিকম্প হয়; এ জন্য ইটের বাড়ী টেকে না। কামাখ্যা পাহাড়ে দেবতার কোন মূর্ত্তি নাই। কারণ, তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, মহাদেব বলিতেছেন,—

"ময়ি শৈলত্বমাপন্নে শিলায়াং যোনিমণ্ডলে।
সর্ব্বে শিলাত্বমগমন্ শৈলরূপাশ্চ নির্জ্জরাঃ॥"

এ দেশের মন্দিরগুলি বাঙ্গালার মন্দিরের ন্যায়। ইহাতে বাঙ্গালার প্রভাবই প্রকাশ পাইতেছে। এ অঞ্চলের মন্দিরগুলির প্রধান বিশিষ্টতা এই যে, দেবতার স্থান সমতল ভূমি হইতে কোথাও বা ৬।৭ ধাপ, কোথাও বা ১০।১২ ধাপ নীচে। সে স্থান গাঢ় অন্ধকারাবৃত; বায়ু প্রবেশেরও পথ নাই।

কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের অন্তর্গত জমি ১২।১৪ বিঘা হইবে। এই জমির চারি দিকেই প্রাচীর আছে। তন্মধ্যে সৌভাগ্য কুণ্ড নামক একটি পুষ্করিণী আছে। এইটিই পাহাড়ের উপরের বড় পুকুর। ইহার জল ফাল্গুন মাসেই ফুরাইয়া যায়। তখন লোকের অত্যন্ত জলকষ্ট হয়। যে দুই তিনটি স্বল্পসলিল ঝরণা আছে, তাহার জলে ও নীচে ব্রহ্মপুত্রের জলে অতীব কষ্টে বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত এ স্থানের লোকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। দেবীর সিংহদ্বার পূর্ব্বমুখী। দক্ষিণ দিক্ ব্যতীত অন্য তিন দিকে দরজা আছে। উত্তরের দ্বারটি নিত্যব্য সাধারণ। কামাখ্যা দেবীর পূজায় ছাগ, মহিষ, পায়রা বলি হয়। দেবীর মন্দিরের মধ্যে দেবীর প্রতিমূর্ত্তি,—অষ্টধাতুনির্ম্মিত কামেশ্বর কামেশ্বরীর মন্দির, হরগৌরির ঘর, নাটমন্দির ও দক্ষিণ পার্শ্বে ভোগের ঘর, এগুলি সব একলপ্ত। আদি-মন্দির ও অন্য মন্দিরাদিতে নামে মাত্র আলো যায়। মেঝে সিমেন্ট-করা নয়—স্যাঁতসেতে। ভাল হাওয়া খেলে না বলিয়া একরূপ গন্ধ পাওয়া যায়। দেবীর মন্দিরের নীচের চারিটি দেওয়াল চারখানি পাথরের; অন্য অংশ ইটের তৈয়ারী। কামেশ্বর ও কামেশ্বরীর মন্দিরের মধ্য দিয়া এই

মন্দিরের প্রবেশ-পথ। দরজা পশ্চিম-মুখী। এই দ্বার হইতে ১২।১৩ টি সিঁড়ি নীচে নামিলে তবে যোনিপীঠে আসা যায়। এ স্থান যেমন দুর্গম, তেমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন। দুইটি তৈল-প্রদীপের আলোতে ইহার অন্ধকার কিয়ৎপরিমাণে দূর হয়। মন্দিরের মধ্যস্থান ৮ হাত স্কোয়ার। ইহার মধ্যে যোনিমুদ্রা এক হাত পরিসর। আর পূজক ও ভক্তবৃন্দের পূজার জন্য প্রায় দেড় হাত চওড়া স্থান ব্যতীত সমুদায় স্থান দেবী-অঙ্গ; সেখানে যাওয়া সকলেরই নিষেধ। যোনিমুদ্রার উপর পূজা করিতে হয়। এই যোনিমুদ্রার উপরে একটি স্বর্ণের মুকুট আছে। ইহা দক্ষিণমুখী। দাঁড়াইবার বা বসিবার স্থানের কিয়ৎ অংশ রৌপ্য-মণ্ডিত। বসিবার স্থান হইতে যোনি-স্থানটি এক হাত নীচে; ইহা একটি ঝরণাবিশেষ; ইহাতে সর্বদাই জল থাকে। ইহার সহিত সৌভাগ্যকুণ্ডের যোগ আছে এবং ইহার জল বাহির হইবার "গঙ্গা" নামক যে পয়ঃপ্রণালী দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, উহা ভৈরবী-মন্দিরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। যোনিকুণ্ডের পূর্ব্ব দিকে পৃথক্ পৃথক্ রৌপ্যমুকুটে ঢাকা মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী আছেন। মন্দিরটি তান্ত্রিক যন্ত্রের উপর নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। কামেশ্বর ও কামেশ্বরী উচ্চ মঞ্চোপরি পশ্চিম-মুখ করিয়া বিরাজমান আছেন। এই মন্দিরে, আদি-পীঠে, প্রবেশের দরজার বাম দিকে এক কোণে একটি কুলঙ্গীর মত স্থানে একটি তোলা হরফের শিলালিপি আছে। ইহা কোচরাজ শুক্লধ্বজ ও মল্লধ্বজের শিলালিপি। ইহার শক ১৪৮৭, ইহাই সর্ব্বপ্রাচীন। প্রবাদ এই যে, এই শুক্লধ্বজ ও মল্লধ্বজ কামাখ্যা দেবীকে ইদানীং প্রকাশ করেন। তাঁহারা দুষ্টবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া দেবীর নৃত্য দর্শন করেন। এই জন্য তাঁহারা দুই জন ও তাঁহাদের সহায়ক পূজারী কেন্দুকলুই পাষাণ হইয়া যান। দেবী আরও শাপ দেন যে, রাজাদের বংশের কেহ কামাখ্যায় অসিলে নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে। পাণ্ডারা বলেন যে, তদবধি আর কোচবিহারের রাজবংশ এখানে আসেন না।

এখানকার যত লিপি পাওয়া গিয়াছে, সবগুলিরই বাঙ্গালা হরফ। উক্ত শিলালিপি ব্যতীত নাটমন্দিরে একটি তাম্রলিপি ও একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। আদি-মন্দিরের কিছু দূরে পশ্চিম দিকে সংস্কারাভাবে জীর্ণপ্রায় অম্রাতকেশ্বরের মন্দির আছে। মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী। মন্দিরের মধ্যে একটি সুন্দর বাঁধান ঝরণা আছে। এই মন্দিরে প্রবেশের পথে, খিলানের পশ্চিম দিকের দেওয়ালে একটি শিলালিপি আছে। কামাখ্যা মন্দিরের পূর্ব্বদিকে কেদারেশ্বরের মন্দির আছে, তাহাতে একটি শিলালিপি পাওয়া গেল। মোট এই পাঁচখানি লিপি কামাখ্যা পাহাড়ে পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়ের নীচে পাণ্ডুষ্টেসনের অনতিদূরে পাণ্ডুনাথের মন্দির আছে। ইহাকে মন্দির বলা চলে না—ইহা টিনের ঘর মাত্র। এখানে তিনখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে দুইখানি বারাণ্ডায় গাঁথা আছে—এই দুইটি পড়া যায় না। আর যেটি আলগা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়াছে, উহা পড়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের পর পারে অশ্বক্রান্ত। সেখানকার বিষ্ণুমন্দিরে একটি সুন্দর নারায়ণের অনন্তশয্যার

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই দোলমঞ্চ তৈয়ারীর একটি শিলালিপি আছে। নাটমন্দিরের দেওয়ালে একটি কাল পাথরের সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। তাহার নীচে একটি ১৫ পংক্তির তোলা হরফের শিলালিপি আছে। উহা এমনই ভাঙ্গিয়াছে যে, তাহার উদ্ধার অসাধ্য। ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় বা দ্বীপ দেখা যায়। তাহার নাম উমানন্দ। শুনিলাম, ইহার মোট আয়তন ৪০ বিঘা। এখানে তিনটি শিবমন্দির আছে। দুইটি ভগ্নপ্রায়। আদি-মন্দিরটি ভাল আছে। তাহার অধিষ্ঠাতৃ দেবের নাম উমানন্দ ভৈরব। এখানকার পূজকদিগের নিকট তিনটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। আর একটি গহ্বরের সামনে একটি দুই পংক্তির হেঁয়ালি শ্লোক লিখিত আছে, তাহা এই,—

"শিবাগম্যং শিবাগম্যং শিবযোগং শিবাত্মকম্।
শিবগৌরী সদা সেব্যং শিবাশিবাশ্রয়ঃ শ্রয়ে॥ ১॥
দেবদেবীসুতস্যোয়ং শিবগৌরী সদাস্তু নঃ।
অনেকার্থমিদং বাক্যং সদা সানুস্থিতিং প্রতি॥ ২॥ ১৬৮৫

ইহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। এইগুলি ব্যতীত পাণ্ডু হইতে কামাখ্যা ষ্টেসনে আসিবার পথে রেলিং দিয়া ঘেরা একটি শিলালিপি রহিয়াছে এবং শুনিলাম যে, কামাখ্যা ষ্টেসন হইতে পাহাড়ে উঠিবার পথে জঙ্গলের মধ্যে একটি শিলালিপি আছে। সময়াভাবে উহার সন্ধান করিতে পারি নাই। কামাখ্যা পর্ব্বত হইতে ১০।১২ মাইল দূরে বশিষ্ঠের আশ্রম বলিয়া একটি স্থান আছে। সেখানে একটি শিলালিপিও আছে। এতদ্ব্যতীত গৌহাটিতে অনেকগুলি মন্দির বর্ত্তমান, তাহার কয়েকটিতে শিলালিপি আছে। মন্দির ছাড়া অন্যান্য স্থানেও শিলালিপি আছে। এইগুলির অধিকাংশই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে তেজপুরের একখানি শিলালিপি আছে। যেগুলি পূরণচাঁদ বাবু ও আমি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা এখন আপনাদিগকে এক এক করিয়া দেখাইতেছি।

১। কামাখ্যামন্দিরের মধ্যে তোলা হরফের প্রস্তরলিপি

[১] ওঁ লোকানুগ্রহকারকঃ করু- [২] ণয়া পার্থো ধনুর্ব্বিদ্যয়া . দানে- [৩] নাপি দধীচিকর্ণসদৃশো মর্য্যাদ- [৪] য়াম্ভোনিধিঃ। নানাশাস্ত্রবিচারচা- [৫] রুচরিতঃ কন্দর্পরূপোজ্জ্বলঃ কামা- [৬] খ্যাচরণার্চ্চকো বিজয়তে শ্রীমল্লদেবো [৭] নৃপঃ॥ প্রাসাদমস্য চিহ্নিতুশ্চরণা- [৮] রবিন্দভক্ত্যাকরোত্তদনুজো বরনীল- [৯] শৈলে। শ্রীশুক্লদেব ইমমুন্মহিতোপ- [১০] লেন শাকে তুরঙ্গগজবেদশশাঙ্কসংখ্যে॥ [১১] তস্যৈব প্রিয়সোদরঃ পৃথুযশা বীরেন্দ্রমৌলিস্থ- [১২] লীমাণিক্যং .ভজমানকল্পবিটপী নীলাচলে য- [১৩] স্থলং॥ প্রাসাদং মুনিনাগবেদশশভৃৎশাকে শিলার [?] [১৪] ভিভিৰ্বে বাভকি- মতাবয়ো রচিতবান্ শ্রীশুক্লপূর্ব্বধ্বজঃ॥

অনুবাদ

দয়াহেতু সকল লোকের অনুগ্রহকারী, ধনুর্ব্বিদ্যায় পার্থস্বরূপ, যিনি দানে দধীচি ও কর্ণসদৃশ, মর্য্যাদায় সমুদ্রস্বরূপ, নানা শাস্ত্রচর্চ্চায় যাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল, রূপে কন্দর্পসদৃশ, কামাখ্যাদেবীর শ্রীচরণসেবক মল্লদেবনামক নরপতি জয়যুক্ত হইতেছেন।

তাঁহার অনুজ শুক্লদেব, অদ্রিদুহিতার চরণপদ্মে ভক্তিহেতুক শ্রেষ্ঠ নীলপর্ব্বতে ১৪৮৭ শকে উৎকৃষ্ট মহত্বযুক্ত প্রস্তর দ্বারা এই প্রাসাদ করিয়াছেন। তাঁহারই প্রিয় সহোদর, অতিযশস্বী, বীরেন্দ্রবর্গের মস্তকের মাণিক্যস্বরূপ ও সেবকগণের কল্পবৃক্ষ সদৃশ, কামাখ্যাদেবীর ভক্তবৃন্দের শ্রেষ্ঠ, শুক্লধ্বজ, নীলপর্ব্বতে ১৪৮৭ শকে প্রস্তরসমূহ দ্বারা মনোহর দেবীমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের "হিষ্ট্রী অফ আসাম" পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠায় এই লিপির ইংরাজি অনুবাদ আছে। [এই শিলালিপির বিশেষ বিবরণ ২৫শ ভাগ, ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের লেখক মহাশয় ৯ম ছত্রে "ইমমুল্লাসতোপলেন" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তৎপরিবর্ত্তে "ইমমুন্নহিতোপলেন" পাঠ গ্রহণ করিতেছেন। আমরা উভয়ের প্রদত্ত ছাপ মিলাইয়া দেখিলাম, এই স্থলটি এতই অস্পষ্ট যে, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই।—পত্রিকাধ্যক্ষ]

২। শ্রীকামাখ্যাদেবীর নাটমন্দিরের তাম্রফলক

[১] ৮৭ ভূপালশ্রেণিমৌলিপ্রকরমধুকরাকীর্ণপাদারবিন্দঃ কামাখ্যাপাদপদ্মার্চ্চনজনিত-মহোদ্দীপ্তশুদ্ধান্ত- [২] রাত্মা। শ্রীগৌরীনাথসিংহো নৃপকুলতিলকো দানকল্পদ্রুকল্পো বিখ্যাতা-খণ্ডলীয়াম্বয়নলিনকুলো- [৩] দ্দামধামার্কতুল্যঃ॥ কোদণ্ডার্জ্জিতবাহুদণ্ডদলনপ্রত্যর্থিশুণ্ডে-ন্মজ্জ্বালাজালকরালকালকবলো[হ]পূর্ব্বঃ [৪] প্রতাপাননঃ। তদ্ধ্মাকুলবৈরিবৃন্দললনা-লোলাশ্রুধারাহবিৰ্দ্রব্যাপাদিতহোতকোটিবিলসন্নাস্তে তদীয়ঃ [৫] সদা॥ দোর্দ্দণ্ডপ্রবলপ্রতাপ-নিকরপ্রোদ্দীপ্তদাবানলো দগ্ধানেকবিপক্ষকক্ষানিচয়ঃ সঙগ্রামভীতিপ্রদঃ। [৬] যন্নামশ্রবণাৎ সহস্রনয়নঃ প্রাপ্নোতি শঙ্কাং জগত্যাশ্চর্য্যঃ পর এষ এব মহতাং বাচ্যঃ কিমন্যো গুণঃ॥ যং পিত্রা [৭] রাজ্যভারোদ্বহননিপুণতাং বীক্ষ্য রাজ্যে [জ্যে] নিযুক্তঃ সাম্রাজ্যে নীতিশাস্ত্রামলগহনমতি-র্লোকরক্ষাপ্রবীণঃ। [৮] লক্ষ্মীসিংহাখ্যভূপাত্মজগুণনিকরগ্রামবিশ্রামধামা বীরস্তাদৃঙ্নরেন্দ্রো নিখিলগুণনিধির্নাস্তি নাসীন্ন ভাবী॥ [৯] এতস্যৈব প্রতাপবহ্নিনিচয়ে স্বাত্মাভিমানোৎসুকাশ্চণ্ডালি-ম্রিয়া যদা সলভতাং প্রাপ্তা দ্বিষৎকর্ম্মণা। অঙ্গী- [১০] কৃত্য তদা স লক্ষকবলিং দাতুং সুধীরাগ্রণীঃ কামাখ্যাপ্রমদোৎকটায় হৃদয়ং প্রাধাদ্দ্বিষাং নাসনে॥ রাষ্ট্যং ল- [১১] ক্ষবলিং গুভায় মহতে শ্রীব [সু] দ্ধ [র্ধা] নারায়ণঃ শক্তঃ সাধয়িতুং প্রতিশ্রুতমিদং কো মন্ত্রিণাং মে ভবেৎ। ইত্যালোচ্য [১২]. মুহুর্মুহুঃ খণ্ডরূপামীত্যেন চৈবাদিশদ্দায়াবংশসমুদ্ভবং সুবিভবং শ্রীমদ্ধ হৎস্তুকন্দং॥ .গাস্তী-

স্তৈরুপায়ৈরখণ্ডৈঃ। শৌর্য্যৈঃ [১৪] সংগ্রামযজ্ঞেহর্জ্জুন ইব রিপুজিৎ কীর্ত্তিতাতুল্যকীর্ত্তির্যে দৃক্‌-সংদৃশ্যমানো নৃপবরসচিবো নৈব পূর্ব্বং ন পশ্চাৎ॥ [১৫] প্রখ্যাতে দুয়রাকুলে ক্ষিতিতলে জাতো মহাধার্ম্মিকঃ শ্রীমান্‌শ্রীবড়ফুকনো হরপুরোনাথাভিধানঃ কৃতী॥ [১৬] প্রাগ্‌জ্যোতিঃপুরমেত্য চা-[ছা]গমহিষৈঃ পারাবতাদ্যৈর্ব্বলিং দেব্যৈ লক্ষমিতং বিবিচ্য হিতকৃদ্রাজ্ঞো নৃপাঙ্গীকৃতং॥ [১৭] লোকানুগ্রহতৎপরামলমতির্য়ে'তা প্রজানাং সদা কামাখ্যাং শ[স]ন্ততং নিধায় হৃদয়ে নিত্যাং সুরৈঃ সেবিতাং। বর্ণাকা- [১৮] শমুনিক্ষপাকরমিতে শাকে শুভেহ্নি মুদা প্রারভ্যানুদিনং স লক্ষকবলিং প্রাদাপয়ৎ ফুকনঃ॥ সক ১৭০৪॥

অনুবাদ

ভ্রমরস্বরূপ ভূপতিগণের মস্তক-সমুদায়, যাঁহার চরণপদ্ম ঢাকিয়া রাখিয়াছে, যাঁহার অন্তরাত্মা কামাখ্যাদেবীর পাদপদ্ম পূজার ফলে অত্যন্ত উদ্দীপ্ত ও বিশুদ্ধ, শ্রীগৌরীনাথ সিংহ দানে কল্পবৃক্ষস্বরূপ বিখ্যাত, আখণ্ডলবংশরূপ পদ্মের মহাতেজস্বী সূর্য্যতুল্য।

ধনুর্দ্ধারণ করিয়া যাহাদের বাহুদণ্ডের দলন সম্পাদন করিয়াছেন, এতাদৃশ বিপক্ষগণ-রূপ শুষ্ক কাষ্ঠমধ্যে শিখাসমূহে অতিভীষণ কৃতান্তের কবলস্বরূপ, তাঁহার (গৌরীনাথ সিংহের) অপূর্ব্ব প্রতাপবহ্নি সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা সেই প্রতাপবহ্নির ধূমে আকুল বৈরিগণ-ললনাদিগের চঞ্চল অশ্রুধারাস্বরূপ হবির্দ্রব্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া খড়্গাগ্রে বিলাস পাইতেছে।

যাঁহার বাহুদণ্ডের প্রবল পরাক্রম উদ্দীপ্ত দাবানলস্বরূপ, অনেক অনেক বিপক্ষদল যাহাতে দগ্ধ হইয়াছে ও যিনি সংগ্রামে অতিভয়ানক, যাঁহার নাম শুনিয়া ইন্দ্রও শঙ্কিত হন; ইহাই জগতে আশ্চর্য্য, এ অপেক্ষায় মহদ্‌গুণ আর কি বলা যাইতে পারে।

যিনি রাজ্যভারবহনে অতিশয় নিপুণতা দেখিয়া পিতৃকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, যিনি রাজ্যশাসনে ও নীতিশাস্ত্রে নির্ম্মল বুদ্ধিসম্পন্ন, লোক রক্ষা করিতে অতিশয় প্রবীণ, লক্ষ্মীসিংহ নামক নরপতির পুত্র, গুণ-সমুদায়ের একমাত্র বিশ্রামস্থান এতাদৃশ বীর নরপতি নাই, ছিল না ও হইবে না।

নিজ অভিমানে অধীর হইয়া প্রচণ্ড শত্রুবর্গ যখন ইহাঁর প্রতাপ-অনলের পতঙ্গস্বরূপ হইয়া পড়িল, তখন এই ধীরবর বীরচূড়ামণি কামাখ্যা দেবীর প্রমোদ বৃদ্ধির জন্য লক্ষ বলি দিতে অঙ্গীকার করিয়া শত্রুনাশ করিতে একাগ্রচিত্ত হইলেন।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ, মহাশুভের কারণ এই প্রতিশ্রুত লক্ষ বলিদান সম্পন্ন করিতে আমার মন্ত্রিবর্গের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি সমর্থ হইবে, ইহা নিজ গুরু ও অমাত্যের সহিত বার বার আলোচনা করিয়া দ্বারাবংশোদ্ভব বিশেষ বৈভবশালী বৃহৎ ফুকনকে আদেশ করিলেন।

যিনি গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণ দ্বারা সমুদ্রকেও জয় করিয়াছেন এবং যিনি সাম, দাম, ভেদ ও দণ্ড, এই অখণ্ড উপায়চতুষ্টয় অবলম্বন করিয়া সমস্ত প্রজাবর্গ পালন করিয়া

থাকেন, সংগ্রামে যিনি অর্জ্জুনের স্থায় বলবান্ ও যাঁহার অনন্তসদৃশ কীর্ত্তিপুঞ্জ লোকমধ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে, এতাদৃশ রাজমন্ত্রী পূর্ব্বেও দেখা যায় না, পরেও দেখা যাইবে না।

ধরাতলে বিখ্যাত ছুরবাকুলে প্রাদুর্ভূত হইয়া, মহাধার্ম্মিক কার্য্যকুশল শ্রীমান্ হরপুরনাথ নামক বড়ফুকন, প্রাগ্জ্যোতিষপুরে আসিয়া নরপতির হিতার্থে সুরগণ-সেবিত কামাখ্যা দেবীকে সর্ব্বদা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া, প্রজাবর্গের হিতকামনায় ১৭০৪ শকে শুভ দিনে আরম্ভ করিয়া প্রতি দিন ছাগ, মহিষ ও পারাবত প্রভৃতি করিয়া মহারাজার অঙ্গীকৃত এক লক্ষ বলি অর্পণ করিলেন।

৬। কামাখ্যামন্দিরের নাটমন্দির প্রস্তর-লিপি

শ্রীরাম

[১] ৮৭ স্বস্তি কামাখ্যাচরণাম্বুজার্চ্চনপরো ধ- [২] র্ম্মেণ ধর্ম্মোপমো রূপেণালিত-পঞ্চশায়ক- [৩] মদঃ স্বর্দ্ধেশ[স্বর্গেশ]বংশোদ্ভবঃ। দিক্চক্রক্রমণপ্র- [৪] বীণবিকসৎ স্কন্দোল্লসৎ সদ্যশাঃ শ্রীরাজে- [৫] শ্বরসিংহভূপতিবরো ভূলোককল্পদ্রুমঃ॥ যো [৬] ভূপানতমৌলিরত্নবিলসৎপাদারবিন্দদ্বয়ো ভূ- [৭] ভৃন্নীতিলতৌঘনূতনঘনঃ কোদণ্ডবিদ্যার্জ্জুনঃ। [৮] পারাবারগভীর উর্জ্জিততরাদিত্যপ্রতাপো মহাদোর্দ্দ- [৯] ণ্ডাতিপ্রচণ্ডবৈরিনিবহ-প্রোদ্দামদাবানলঃ॥ তস্যা- [১০] জ্ঞা দধদাদরেণ শিরসি স্বর্দ্ধা[স্বর্গা]বরোহাবধিস্বর্দ্ধেশা[স্বর্গেশা]- [১১] ধবভূপসেবিছুরবাবংশ্যোগ্রনীলাচলে। কামাখ্যা- [১২] ঙ্ঘ্রিপরায়ণো দশরথঃ শ্রীযুক্ বৃহৎফুকনঃ কামাখ্যোৎস- [১৩] বমন্দিরং ক্ষিতিবসুস্বাদেন্দুশাকে- [১৪] করোৎ॥১৬৮১॥

অনুবাদ

কামাখ্যাদেবীর চরণপদ্ম অর্চ্চনে তৎপর, ধর্ম্মকার্য্যে মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মস্বরূপ, যিনি রূপে কন্দর্পেরও সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছেন, যিনি দিক্‌ভ্রমণে প্রবীণ এবং যাঁহার যশোরাশি প্রফুল্লভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের যশোরাশির অনুকারী হইয়াছে, সেই ইন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের অগ্রগণ্য, শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর সিংহ পৃথিবীতে কল্পবৃক্ষের স্বরূপ।

যাঁহার চরণপদ্মদ্বয় নরপতিগণের আনত মস্তকের পদ্মদ্বারা বিলাস প্রাপ্ত হইতেছে এবং নব মেঘ যেমন জলসেক করিয়া লতাদিগকে উজ্জীবিত করে, সেইরূপ অন্যান্য নরপতিগণের নীতিরূপ লতাকে যিনি উজ্জীবিত করিয়াছেন ও যিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় অর্জ্জুনের সদৃশ, গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র সদৃশ, সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী, বাহুদণ্ডের প্রতাপে অতি প্রচণ্ড শত্রুবর্গের মধ্যে যিনি প্রচণ্ড দাবানলস্বরূপ, সেই মহারাজের আজ্ঞা সমাদরে শিরোধার্য্য করিয়া স্বর্গবংশের প্রথমাবধি স্বর্গবংশীয় নরপতিগণের সেবক—ছুরবাবংশীয় শ্রীদশরথ বৃহৎফুকন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীর চরণপরায়ণ হইয়া ১৬৮১ শাকে কামাখ্যা দেবীর উৎসবমন্দির অর্থাৎ

মন্তব্য—শ্রীশ্রীকামাখ্যাদেবীর নাটমন্দিরের উত্তর দিকের দ্বারের পার্শ্বে দেয়ালে একটি সিংহবাহিনীমূর্ত্তি আছে। তাহার নীচে একটি প্রস্তরলিপি এবং উহার ঠিক নীচেই তাম্রলিপি। এই লিপি দুইটি সম্বন্ধে গেট সাহেব Report on the Progress of Historical Research in Assam এর ৮ পৃষ্ঠায় প্রস্তরলিপি সম্বন্ধে ও ১৫ পৃষ্ঠায় তাম্রফলক সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ৮ পৃষ্ঠায় প্রস্তরলিপিটির প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, উহা দুর্গামন্দিরে পাইয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, This temple has been built on the Nilachala Hill and consecrated to the Goddess Durga etc. এখানে Temple of Durga না হইয়া Natamandir of Kamakhya হওয়া উচিত। এই প্রস্তরফলকের উপরের সিংহবাহিনী মূর্ত্তি দেখিয়াই গেট সাহেব দুর্গামন্দির বলিয়া ধারণা করিয়া থাকিবেন।

৯। অশ্বক্রান্তকেশ্বর

[১] ৺১ স্বস্তি নৃপবৃন্দবন্দিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দবিপক্ষ- [২] পক্ষক্ষয়তীক্ষ্ণনানায়ুধবৃন্দদি- গঙ্গনাসনয়ন- [৩] স্তনহারাকারস্ফারযশোমণ্ডলপ্রলয়কা- [৪] ন্ধপ্রবলানলতুল- প্রতাপাখণ্ডলনিরস্ত- [৫] রবিত্তবিতরণবিড়ম্বিতগীর্ব্বাণক্রমকলা- [৬] কলাপকরম্বি- তনয়চয়স্তবকতবাকৃপ- [৭] তিনাতিক্রমভূচক্রশক্রবংশাবতংস সেবমানজ- [৮] নগণ- মানসরাজহংসশ্রীশ্রীমত্সূর্য্যা[স্বর্গ]দেবপ্র- [৯] মত্তসিংহনৃপেন্দ্রাণাং চারুচরণসরোরুহরো- [১০] লম্বগুণগ্রামাভিরামনীতিতিরস্কৃতমহাম- [১১] ন্ত্রিকদম্বস্বর্দ্দা[স্বর্গা]বতারাবধি সর্ব্য- [স্বর্গ]রাজসেবিকু- [১২] লকাননপঞ্চাননশ্রীযুক্তরুণদুরবাবৃহত্ফু- [১৩] কনস্তনরেন্দ্রাজ্ঞয়া শ্রীশ্রীঅশ্বক্রান্তকে[শ্ব]রস্য [১৪] মঠমিমমরচয়ৎ শুনগুনগুনাঙ্কশাকে -১৬৬৬—

অনুবাদ

যাঁহার চরণকমল সমুদায় নরেন্দ্র কর্ত্তৃক বন্দিত, বিপক্ষ বিনাশ করিবার জন্য যিনি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করেন ও যাঁহার যশোরাশি দিক্‌সুন্দরীদিগের স্তননয়নের হার প্রভৃতির আকার ধারণ করিয়া প্রলয়ান্ধকারের বিনাশী প্রবল অনলস্বরূপ এবং যিনি পরাক্রমে ইন্দ্রতুল্য, অনবরত ধন বিতরণ করিয়া যিনি কল্পবৃক্ষস্বরূপ হইয়াছেন ও নীতি-কৌশলে যিনি পৃথিবীতে বৃহস্পতির নীতিরও অতিক্রম করিয়াছেন এবং যিনি ইন্দ্রবংশের শিরোমণি, সেবকবৃন্দের মানসরাজহংস, সেই স্বর্গদেব শ্রীযুক্ত প্রমত্তসিংহ নৃপবরের চরণপদ্মের ভৃঙ্গ, অশেষ গুণে বিভূষিত এবং যাঁহার নীতিচাতুর্য্যে সমুদায় মন্ত্রিবর্গ তিরস্কৃত হইয়াছে ও স্বর্গরাজের প্রাদুর্ভাব হইতে স্বর্গরাজার সেবককুলস্বরূপ অরণ্যের সিংহ, এতাদৃশ শ্রীযুক্ত তরুণ দুয়রা বৃহৎ ফুকন, সেই নরেন্দ্র অর্থাৎ প্রমত্তসিংহের আজ্ঞায় ১৬৬৬ শাকে শ্রীঅশ্বক্রান্তকেশ্বরের এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

মন্তব্য—এই অশ্বক্রান্তকেশ্বরের মন্দির সংস্কারাভাবে এত অল্প দিনে অত্যন্ত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়াছে। মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী, ইহার দরজার সংলগ্ন একটি খিলান আছে। ঐ খিলানের পশ্চিম দিকের

দেয়ালে প্রস্তরের উপরি এই লিপি আছে। এই স্থানটি অত্যন্ত অন্ধকারময়,ছাদের কিয়দংশ ভাঙিয়া যাওয়ায় একটু আলো লাগিয়া থাকে; সেই জন্য পড়িতে পারা গেল। এই মন্দিরটি একটি ঝরণার উপর; ঝরণাটি মন্দিরের উত্তর দিকের দেওয়ালে সংলগ্ন। ইহারই দক্ষিণ ভাগে একখানি বৃহদাকার প্রস্তর আছে, এই প্রস্তরের উপর ফুল বিল্বপত্র দিয়া পাণ্ডারা পূজা করে, অনেক ফুল বিল্বপত্র পড়িয়া আছে। ঐ প্রস্তরখানির পশ্চিম দিকে একটি শিবলিঙ্গ ছিল, এখন তাহার পীঠটামাত্র আছে। এই ঝরণার জল বেশ স্বচ্ছ, ঝরণাটি একটি চৌবাচ্চার মত। এই ঝরণারই পশ্চাৎভাগে পূর্ব্ব দিকে আর একটি ঝরণা আছে। সে ঝরণাটিতে ঐ শিবমন্দিরের ঝরণা হইতেই জল আসিয়া জমে। এই ঝরণার উপরে একটা করকেট দিয়া ছাদ করিয়া দিয়াছে। জল পরিষ্কার, কোনও গন্ধ নাই, বেশ পান করিবার উপযুক্ত। ইহাতে আমরা একগাছি বেশ বড় ছড়ি ডুবাইয়া দেখিলাম, তলাইয়া গেল, মাটি পাইল না, তাহাতে বোধ হয়, বেশ গভীর। ইহা কামাখ্যা-মন্দিরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত, কামাখ্যামন্দির হইতে পাঁচ মিনিটে যাওয়া যায়। রাস্তাটা বাঁকা-চুরা। এই রাস্তাটি ব্রহ্মপুত্রে গিয়া মিলিয়াছে। রাস্তার দক্ষিণ দিকে এই মন্দির। এই মন্দিরেরই দক্ষিণ পশ্চিম দিকে উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর এবং ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত রাস্তার বাম দিকে অভয়ানন্দ তীর্থস্বামীর অসম্পূর্ণ আশ্রম। এখন স্বামীজী এখানে নাই। শুনিলাম, আশ্রমটি সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন। আশ্রমে তাঁহার ভৈরবী আছেন। ভৈরবীটি বারান্দায় কাঁথা সেলাই করিতেছিলেন। তিনি আমাদের আসিতে দেখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আমাদিগকে বসিবার জন্য অভ্যর্থনা করিলেন। ঘরের ভিতর হইতে হাত বাড়াইয়া একখানি টুল বাহির করিয়া দিলেন, উহা তাঁহাদের ভক্ত একজন মালাধারী কৃষ্ণকায় বৈষ্ণববেশী ব্যক্তি, আমাদিগকে বসিবার জন্য দিলেন এবং বাহিরে অন্যান্য চৌকি মোড়া যাহা ছিল, দিলেন। পরে ভৈরবীটি ঘরের মধ্য হইতে জারমান্ শিল্ভারের ডিপে করিয়া পান দিয়া অতিথিসৎকার করিলেন এবং আমাদের সম্মুখে বাহির না হইয়া ঘরের মধ্য হইতে কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন,—এই আশ্রমে এখনই ৩২ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের এখন কিছুই পাকাপাকি হয় নাই। কারণ, এখানে জন-মজুর ও দ্রব্যাদি অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। অনেক অনুরোধের পর একবার মাত্র ঘরের দরজার বাহিরে আসিয়া মাত্র ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন: ইঁহার পরিধেয় গেরুয়া বসন, বাম হস্তে একগাছি শাঁখা দেখা গেল। একটু ঘোমটা ছিল, এক ঝলকে মুখখানা দেখা গেল। মুখখানি গোলগাল, মোটা-সোটা গড়ন। সম্ভবতঃ কায়স্থ-ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে নয়। রংটা ময়লা, শ্যামাঙ্গী, বিশেষ সুশ্রী নয়, একটু পরদানবিশ। স্বামীজির পূর্ব্বকার ভৈরবীর দেহান্তে ইনি স্বামীজির সঙ্গে জুটিয়াছেন; বয়ঃক্রম, ১৮ হইতে ২০।২১ বৎসরের মধ্যে, কথা-বার্ত্তায় বিলক্ষণ কায়দা আছে। এই আশ্রমে ব্রাহ্মণ বিধবাদিগের পূজা-আহ্নিক ও হবিষ্যাদির স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। কায়স্থ ও বৈশ্য বিধবাদিগের ঐরূপ স্থান এখনও প্রস্তুত হয় নাই। এখন

করিতে বাকী আছে। পশ্চিম দিকের ঘরেই ভৈরবী আছেন। এই আশ্রমে যে-কোনও ব্যক্তি বিনা ভাড়ায় থাকিতে পারে। এই আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অল্প নীচে একটি ঝরণা আছে। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, রাত্রি ১২টা; আমরা পূর্ব্বদিন বৈকালে আশ্রমে গিয়াছিলাম। গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ পৃষ্ঠায় এই লিপির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

৫। কামাখ্যা কেদারেশ্বরের প্রস্তর-লিপি

[১] ৺৭ স্বস্তি শ্রীশ্রীসৌ-[২] মারেশ্বররাজেশ-[৩] রসিংহনৃপাজ্ঞ-[৪] য়া তরুণদুর-[৫] বাবৃহৎফুকুক- [৬] নেন শ্রীকেদা- [৭] রলিঙ্গোপরি-[৮] মঠোহয়মকারি [৯] রামমুনিরসেন্দু [১০] সাকে ১৬৭৩।

অনুবাদ

শ্রীসৌমারেশ্বর রাজেশ্বর সিংহ নরপতির আজ্ঞায় তরুণ দুরবা বৃহৎ ফুকন কেদারেশ্বর শিবলিঙ্গের উপর ১৬৭৩ শক সম্বৎসরে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

মন্তব্য—কেদারেশ্বরের মন্দিরের দ্বারে চৌকাটের নীচে এই শিলালিপি আছে। এই কেদারেশ্বরের মন্দিরটি ছোট, পশ্চিমদ্বারী। এই মন্দিরের সম্মুখে প্রাচীরের মধ্যে কম্পাউণ্ড প্রায় পাঁচ বিঘা। এই কম্পাউণ্ডের বহির্ভাগে পশ্চিম দিকে একটি বিস্তীর্ণ ময়দান আছে। এই ময়দানে উপস্থিত দ্বারবঙ্গনিবাসী মহারাজা দুই শত লোক সমভিব্যাহারে বাস করিতেছেন। শুনিলাম, শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবীর কৃপায় মহারাজের পুত্র হইয়াছে, সেই জন্য মহারাজা মানসিক করিয়াছিলেন যে, স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া মায়ের মন্দিরের নিকট বাস করিবেন। সেই মানসিক পরিশোধ করিবার জন্য আসিয়াছেন।

৬। পাণ্ডুঘাটের বিষ্ণুমন্দিরের শিলালিপি *

১। ৺৭ শ্রীমন্মল্লনৃপাত্মজস্য কৃতিনঃ শক্রধ্বজস্যাত্মজে
২। বীরে শ্রীরঘুদেবভূপতিকুলোত্তংসে কলানাং নিধৌ
৩। দুর্গাদত্তবরেণ শাসতি গুণগ্রামাভিরামে মহীং
৪। তস্যামাত্যগদাধরস্য বচসঃ স্নেহানুকূল্যাদপি॥
৫। শ্রীপাণ্ডুনাথস্য পুরে নির্ম্মিতঃ প্রাসাদস্য নির্ম্মিতবান্ মনোজ্ঞং
৬। পয়োনিধিবিষ্ণুপদেকতানঃ সাকে দ্বীপব্যোমরসেন্দুসংখ্যে॥

অনুবাদ

শ্রীমান্ মল্লরাজের পুত্র কৃতী শক্রধ্বজ, তাঁহার পুত্র, নৃপকুলের চূড়ামণি, কলাশাস্ত্র-নিপুণ রঘুদেব, দুর্গাদেবীর বরে গুণ-সমুদায়-যুক্ত হইয়া পৃথিবীর শাসনকর্ত্তা হইলে, তদীয় মন্ত্রী

* এই মন্দিরকে পাণ্ডুনাথের মন্দিরও বলে।

গদাধরের বাক্যে স্নেহানুকূল্যপ্রযুক্ত শ্রীপাণ্ডুনাথের পুরীতে নির্ম্মাণকারী বিষ্ণুচরণে একাগ্রচিত্ত হইয়া ১৬০৭ শকে এই সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টে এই লিপি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। এই প্রাসাদ এখন নাই। কোথায় যে ছিল, তাহাও জানা যায় না। এখানে যে আর দুইখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা পড়া গেল না। এই রঘুদেবের নাম কোচ রাজাদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে History of Assam-এর ৩৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ১৫৮১—১৫৯৩ A. D. ইহা হইতে এই লিপির শকের সহিত মিল হয় না।

৭। অশ্বক্রান্তার শিলালিপি

[১] স্বস্তি শ্রীশ্রীসুরগন্ধ- [২] র্ব্ববৃন্দবন্দিতগীতনৃ[৩]ত্যবাদ্যমঙ্গলপ্রীত্যুৎ[৪]সুক-মায়ামর্দ্দনজনা[৫]র্দ্দনদেবদোলান্দোল[৬]নবিনোদবিলাসায় [৭]মহারাজাধিরাজশ্রী[৮]-শ্রীসিবসিংহনৃপাজ্ঞ[৯]য়া জনার্দ্দনপদপঙ্কজ [১০] পরায়ণশ্রীমদনুজ[১১]দুরবাবৃহৎফুকনেন [১২] জনার্দ্দনগিরৌ ফল্গু[১৩]ৎসবদোলোয়মকারি [১৪] ত্রিনয়ননয়নাব্ধিতর্ক-[১৫] শশভৃচ্ছাকে ১৬৪৩॥

অনুবাদ

মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসিংহ নরপতির আজ্ঞায় জনার্দ্দন দেবের পাদপদ্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত অনুজ দুরবা বৃহৎ ফুকন, দেব-গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক বন্দিত, গীত-নৃত্য-বাদ্য-মঙ্গলধ্বনিতে প্রীতিযুক্ত, মায়ামর্দ্দন শ্রীজনার্দ্দন দেবের দোলযাত্রা বিনোদের জন্ম জনার্দ্দন পর্ব্বতে ফল্গুৎসবের নিমিত্ত দোল অর্থাৎ দোলমঞ্চ ১৬৪৩ শাকে নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টের ৬ পৃষ্ঠায় ইহার উল্লেখ আছে।

৮। বিষ্ণুর নাটমন্দিরের প্রস্তর-লিপি

১। ৮৭ যদ্দেবস্ত জনার্দ্দনস্ত নিকটে সিদ্ধাস্তিযেকো * *

২। [ৎস] বঃ শ্রীবিষ্ণো [:] * পয়া * শিখরে তৎসমং

৩। * * দনে * সনন্দো * বেদিতপদদ্বন্দ্বা *

৪। * * স্ব * শ্রী * শি * *

৫। * * দণ্ড বিদার্জ্জ

[ইহার পর ৬—১৫টি লাইন আছে, কিন্তু তাহা পড়া যায় না]

মন্তব্য—অশ্বক্রান্তের বিষ্ণুমন্দিরের নাটমন্দিরের দেওয়ালে একটি সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। তাহার নীচে উক্ত শিলালিপি, রেজ টাইপে, অক্ষরগুলি প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৬ পৃষ্ঠায় একটি শিলালিপি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন।

জনার্দ্দনের মন্দির তৈয়ারী করেন। আমার বোধ হয়, আমাদের এই লিপির কথাই গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টে লিখিয়া থাকিবেন। আর গেট সাহেব ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রিপোর্ট লিখিয়াছেন। হয় ত তাহার পর ঐ লিপিটি ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকিবে। কেন না, কোন ভাঙ্গা লিপি সম্বন্ধে গেট সাহেব কিছু বলেন নাই।

৯। উমানন্দের পথে দক্ষিণ দিকের গুহার প্রস্তর-লিপি*

১। শিবাগম্যং শিবাগম্যং শিবযোগং শিবাত্মকং।

২। দেবদেবীমুতস্যেবং শিব গৌরী সদাস্তু নঃ॥
শিব গৌরী সদা সেব্যং শিবা শিবাশ্রয়ঃ শ্রয়ে।১।
অনেকার্থমিদং বাক্যং সদা সাস্তুস্থিতিং প্রতি।২॥

॥ ১৬৮৫ ॥

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টে কোন স্থানে এ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই।

১০। উমানন্দের তাম্রশাসন

প্রথম পিঠ

উমানন্দ গোসাঞি দেব।

(১) স্বস্তীন্দ্রবংশে[শো]ত্তপলপূর্ণচন্দ্রঃ শ্রীকান্তপাদাম্বুজমত্তভৃঙ্গঃ। বিদ্যু[দ্যু]রত্নভূমির্ন- [২] রত্ন-রত্ন্যাঃ শ্রীচন্দ্রকান্তাদিকসিংহভূপঃ॥ ক্ষিতিপপটলশীর্ষাত্তংশসন্নীলরত্নভ্রমরকু- [৩] ল-বিরাজচ্চারুপাদারবিন্দঃ। সুরতরুবরলক্ষ্মীস্পর্দ্ধিবিশ্রাণনালিস্তুহিন- [৪] কিরণকীর্ত্তিঃ কামজিৎকায়কান্তিঃ॥ শ্রীউমানন্দদেবায় প্রদীপস্যন্দা- [৫] য়কাঃ। নরাঃ প্রদত্তাঃ পুণ্যার্থং শ্রীপূর্ণানন্দমন্ত্রিণা॥ তেনায় [২] প্রার্থিতো রা- [৬] জা কুটৈবা তাম্রপত্রিকা। দেবস্বরক্ষণার্থায় প্রাদদাত্‌ পুণ্যহেতবে তে নরাঃ [৭] কামরূপীয়বি[বী]রমল্লবুমল্লয়োঃ। স্বকার্য্যসিদ্ধিতঃ তাভ্যাং মূল্যা সা মন্ত্রিনো- [পো] [৮] পিতাঃ॥ এতদ্বিবরণং কামরূপদেশর বতরাও বরকায়স্থ ও চৌধা- [৯] রি ও পটোবারি ও তালুকদার ও ঠাকুরিয়া ও গয়রহ সকলে ও সাবধানে [১০] জানিব বনভাগপুরদনার চান্দ কুচিগ্রামর বিরমল্লর সুমল্লর সুমল্ল এই দুই [১১] ভায়েকক্‌ কুঞ্জেশঞা রাজমন্ত্রি শ্রীপূর্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঞি দেবে শ্রীশ্রী৺ বলে [১২] জনাই বুজর বড়ুবা পত্তাবাবে সেই দামই দিয়া স্বকীয় বহুতা আর্থেহকেই [১৩] গোবাকে শ্রীশ্রী৺র স্থান ভনিতে ঘৃতর প্রদীপ লগাবলৈ ঘৃতধনিকৈল্যান- [১৪] র নিমিত্তে উৎসর্গ করি দিবর অন্তে শ্রীশ্রী৺ তত্মনামত শ্রীশ্রী৺ দেবে এই মানুহকে [১৫] শ্রীবুঢ়া গোহাঞি দেবক তাম্রপত্র করাই দিলে এই মানুহবে নাম কুটাকুলত কোচ জনমা- [১৬] রায়ণ। ভায়েক রামনাথ। চাগা। দয়া। মুঠত ১টা এবেনিতে দিবলে বা সময়ত প্র- [১৭] দীপলে ঘৃত ৫ টকার দরে মাহে কত হয় প্রীত ১৮/ সের এরে

* ব্রহ্মপুত্র হইতে উমানন্দ উঠিতে ডানি দিকে একটি গুহার উপর প্রস্তরের লিপি।

সেরস্ত হয় ২২৷ ধানবলা ২

গ্রামর উবার দলনিমাটি ... মৌং বোয়োকারিবাং ২০ ৫

বারটা ... উত্তরে ... জানর মুর দখীনে ... ২।

এই মাটিকে এই মানুহে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করি ...

করকাটন বেঠ বেগার চোর চিনাদা খুঁচি মারেচাজনকর ... বস্ত জলজমি

[২১] ঘন খত রাজডণ্ড ব্যতিয়েক সর্ব্ববাব পরিত্যাগ হইল ইহাত ... ৩৲ টকা জমা

ন করিব ইতি [২৩] সক ১৭৩৪ মাস জৈষ্ঠ ১৬ অশৌ মহীন্দ্রঃ সমযাচতো...

ভাবিক্ষিতীন্দ্রবর্গান্‌ [২৪] ময়া প্রবত্তো ঘৃতদীপ এবঃ শিবায় পাল্যো কৃতিভির্ময়েন্দ্রঃ

দ্বিতীয় পিঠ

১। শ্রীশ্রীউমানন্দ গোসাঞ্রির ঠাই

২। ১৭১৫ শকর মাঘর ৬ দিন জোয়াত বৃহস্পতি বারে

৩। ৺দেবর আজ্ঞা ধারধরিয়া ফুকানে কৈদিচেছি ৺ত্‌ বাজনা

৪। আইকুঞ্রি ৺কর্ম্মত উৎসর্গা করি দিয়াছে CB কয়াল ফুকনর

৫। ভাগর মোচাগিয়র কুড়ির বামুগড়িয়াক দর্য্যবাবে দিলে

৬। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে সচ্ছন্দ সেবা খাটি দর্য্যবন কড়ি থাকিব

৭। ইহতে কোনো জনে বিরোধ আচরিব না পাই ইতি

অনুবাদ

ইন্দ্রবংশরূপ কমলিনীর বিকাশক পূর্ণচন্দ্র এবং শ্রীকান্ত-চরণপদ্মের মধুমত্ত ভৃঙ্গ, চন্দ্রকান্ত-সিংহ নামক নরপতির নীতিরূপ রত্নলতার সম্পর্কে বিদুর পর্ব্বতের প্রান্তভূমি একান্ত সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে। যাঁহার চরণ, প্রণাম-সময়ে নরপতিগণের মুকুটস্থিত নীলকান্ত মণির সংযোগে, রক্তপদ্মে ভ্রমর-মালা উপবেশন করিলে যেরূপ শোভা হয়, তাদৃশ শোভা ধারণ করিয়া থাকে এবং যাঁহার রাজ্যে দানশালা-সমুদায়, অর্থীদগের অভিলষিত দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া, কল্পবৃক্ষের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে এবং যাঁহার কীর্ত্তিজ্যোৎস্না চতুর্দ্দিক্‌ ধবলিত করিয়াছে, যাঁহার সৌন্দর্য্যে কন্দর্পও পরাজিত হইয়া যায়, তাঁহার মন্ত্রী পূর্ণানন্দ, পুণ্য লাভের জন্য, শ্রীউমানন্দদেবের ঘৃতপ্রদীপ দান করিবার নিমিত্ত কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিলেন এবং মন্ত্রীর প্রার্থনায় মহারাজ, উমানন্দ দেবের দেবোত্তর রক্ষা করিবার মানসে এই তাম্রশাসন প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। যে সমস্ত লোক নিযুক্ত করিলেন, তাহারা কামরূপের বীরমল্ল ও মধুমল্লের তরফের লোক ছিল। নিজের কার্য্য সিদ্ধির জন্য উহাঁরা ঐ সমস্ত লোকদিগকে মন্ত্রীর হস্তে অর্পণ করিয়া দিলেন।

শিবের মন্দিরে এই ঘৃতপ্রদীপ দিবার ব্যবস্থা করিলাম। হে কৃতী রাজগণ! আপনারা ইহা রক্ষা করিবেন। শক ১৭৩৪

মন্তব্য—এখানকার লোকে চ'কে 'স' এবং 'স'কে 'হ' উচ্চারণ করে। গেট সাহেবের রিপোর্টে কোন স্থানে এ সম্বন্ধে উল্লেখ নাই।

১১

শ্রীরাম

[১] স্বস্তি সমরসীমনিস্সীমভীমপরাক্রমশ্রীশ্রীমদ্ধুমানন্দপদাব্জমধুকর- [২] শ্রীশ্রীশিব-সিংহনৃপাজ্ঞামুত্তমাঙ্গে নিধায় তৎপ্রেমাধানবিধানপ্রধানসেনা- [৩] পতিতরুণছুরবাবৃহৎ-ফুকনেন ৺পূত্যার্থং ৺প্রত্যহঃ পূজার্থং শশধর [৪] রসযুগলশশাঙ্কশাকে দেবোত্তর-নিবদ্ধতাম্রপত্রিকেয়ং বিস্তীর্ণা।

৫। ব্রাহ্মণ বড় দেউরি	৬	ভোগর থালধরা	১	উতপন্ন	
৬। ভাগবতি	১	ভণ্ডারকাথ	১	জামির কাটল	১৬১॥
৭। নিলকণ্ঠ পাঠক	২	মুদিয়ার	১	× ×	×
৮। মহিম্ন পাঠক	২	ভাণ্ডারি	২	× ×	×
৯। রুদ্র পাঠক	২	মলিয়া	৪		
১০। প্রার্থিব সিবপূজারি	১	পার্থিব অনা	২	ব্রেজ পাইক নাম তকত	
১১। সুপকারক	২	কংহার	॥০	পং বড়ভাগ	গিরি
১২। দৈবজ্ঞ	১	ধোবা	।০	মৌ সোনাপুর ৩৫	সচং
	১৬	ডায়মরা	১	রাই পাটর	৬॥
		দর্ব্বি	।০	মানয়া ২।	৯ সচং
১৩। সূত্র সেবাইত	১২৯৫০	খরিভারি	২	ধনুকার	৩৫
১৪। আঠপরিয়া	৪	চোতলা সড়া	১	ওর গোয়াল	২॥
১৫। বটাধর	১	কুমার	২	পং কেঞ্জি	
১৬। ছতর ধরা	১	তেলিয়া	২॥০	মৌং হাথিঅমা ৮॥ ৬	সং
১৭। চামর ধরা	২	সাডা	১	কলাকুচির ১৩ ৯	কং
১৮। ডণ্ডধরা	৪	দিহদার	১	মৌং খোবাটাথির	৮
১৯। ভৃঙ্গলধরা	১	ঠাকুরিয়া	৭	পং বজেশ্বর	
২০। চোপধরা	১	খাতোবাল	১০	মৌং ভালেজর ১৮	১৪
২১। পাখাধরা	১	গরখিবা	১	মৌং চাজেথারীর	১৭৫
২২। পদপাঠক	১	বাড়িচোরা	৩	পং কোমরভাগ	
২৩। ধুপধটা	১	ধানভডারি	১	মৌং পালিআরিকং ১৮ ৮	সং

২৪। লাভুবন্ধা	১	ধানবলা	২		
২৫। ছুলিয়া	২	হাতি মাউত	১	মৌং বোয়োকারিবাং	২০ ৫
২৬। ডুবরি	২	সলিয়া	১	মৌং চন্দ্রপুরর	২।
২৭। পানিতোলা	১	খাহি	৬		
২৮। চুলিয়া	২		১০৬৸৹	এই ১৩ গ্রাম দরবস্ত জলজমি পচরিয়া গাং ১৩৲ টকা জমা	
২৯। দগডিয়া	১	লিক চৌবড ফুং	১৩	বাকে গাঞর	
৩০। কালিয়া	১	দলৈর	৫	পাইক	৪৷৷
৩১। দবাদারি	১	মজুনদার জগতা	১৷৷	এই তক তেণ্ডা সকল কুনির মালি	
৩২। সিংহাদারী	১	সেবা-বলোবা	১	দ্বিব	
৩৩। ওঝাপালি	৮	দেউরির	১	খাত	২ খন
৩৪। গায়ন বায়ন	১২	ভডারকাথ	১৷৷		
৩৫। লস্কর	১	মদিয়ার	৷৷		
			২৪৮		

অনুবাদ

সমস্ত সমরভূমিতে যাঁহার ভীমের ন্যায় পরাক্রম ও যিনি শ্রীউমানন্দদেবের চরণপদ্মের ভৃঙ্গ, সেই শিবসিংহ নরপতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া মহারাজের একান্ত প্রীতিপাত্র, প্রধান সেনাপতি তরুণ দুয়রা বৃহৎ ফুকন, ঈশ্বর প্রীতির কামনায় প্রতিদিন পূজার জন্য ১৬৭১ শাকে দেবোত্তর রক্ষার মানসে এই তাম্রশাসন প্রদান করিলেন।

মন্তব্য—এই তাম্রশাসন ১০৷৷৹ ইঞ্চি চওড়া ও ১৭৷৷৹ ইঞ্চি লম্বা।

১২

শ্রীশ্রীউমানন্দ

[১] ৬৭ স্বস্তি শ্রীহ্যবদ্ নন্দিতত্রিপুরারিচরণারবিন্দযুগল ৺জমৌলেন্দ্রামনাথণ্ডলবংশোত্তংশমহারাজাধিরাজ- [২] শ্রীমৎশ্রীগৌরীনাথসিংহস্মাপালপরমপ্রেমাস্পদসৌর্য্যধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যোদার্য্যাদিগুণনিকরোঁপেতস্বকুল- [৩] সারসপ্রকাশৈককাহস্করপ্রভুশ্রীযুক্তকণসন্দিকৈর্ব্বৃহৎফুকর্ণেনাখতরিকার্থং শ্রীশ্রীউমানন্দপ্রীতয়ে [৪] স্বস্বক্রীতদত্তভূসংস্থাপিতস্ববিত্তক্রি[ক্রী]তদৈবজ্ঞস্ত পুত্রপৌত্রাদিক্রমেণ শ্রীশ্রীউমানন্দভরণসম্মার্জনোপলেপনা- [৫] ধূপপ্রদীপজ্বালনদণ্ডবন্নমস্কাররূপপ্রাত্যহিককর্ম্মসম্পাদকপ্রমাণায় তাম্রপত্রিকেয়ং প্রদত্তা ॥

ও চৌধারি ও পটোয়ারি ও তালুকদার ও ছান্দরিয়া আলো সকলে [৮] সাবধানে জানিব পাতিদরজ পরগনার ধজরাই তালুকর বিহদিয়া গ্রামর কলাগনক ১ ভাই [৯] ধরা ১ বিরধন ১ মন্মথ ১ মুচত ১ পাইক আয়েপোচ গাঞ্‌তরোপিত মাটি ৪ পুড়া বড়ি ২ পুরা [১০] এই মাটি মানুহকনারানি ৫৩ রুপলৈয়া ৺দেবত চৌধারি পটোয়ারি রাজ সকলে ও বিকি-[১১] লে এখন সেই ভূমি মনুষ্যক্‌ আখন্ধশলার্থে ফুকনদেবে শ্রীশ্রীঠাইত দণ্ডবৎ অখণ্ড প্রদীপ লগাবর [১২] কারণ উৎসর্গ করি তৈলার কারণ নারাণি ৯০ রুপপিতলর দীপাধার ১ উৎসর্গি সেই মনুষ্যর হাতত স [১৩] মর্পিলে এই রুপর বাটি বৎসরি ২২॥ রুপর তৈল কিনি রত্তিদিবা প্রদীপ জলাই ফুকন ৺দেবর কুসল [১৪] চিন্তি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগাকরি থাকিবই হরিকর কাটল পদপঙ্কক বেদবেগার [১৫] চোরচিনালা ধুমসি মাড়েসা সর্ব্ববাব পরিত্যাগ হৈল ইহাত কোন জনে অন্যথা না চরিব ইতি ১৭০৭ সক [১৬] মাহমার বত্তির নিবন্ধ দিপাধার ১গচ আতে রাত্রুদিবা লাগে তেল ॥ সের মাহে লাগে [১৭] ১৫ সের বৎসরত লাগে ১৮০ সের আধেলির ৮ সেরর দরে লাগে রুপ ২২॥ এই রুপর ব্যাজ [১৮] গো ৺ সেবাত কালিবঝাবর নিত্তে কিনি দিয়া মান্নহপুরপার পরগণার সেমন রোন চৌধারি [১৯] চন্দর পাটোয়ারি মন্মথসয়া কিয়া ঠাকুরিয়া রাজেবিকে বাটেগাঞর চানাতুরা। পোং [২০] ভাই স্বধনন্‌। প্রতেক রাঘনাথ। হরিনাথ। রঘুনাথ। ভতিজা চিরিনাথ। মুঠত ১॥ [২১] আতেরুপ ৬০ টকা সেরর তলে কিনি দিয়া মাটিতুহরা গাঞত উবার বোরাতি [২২] মাটি ৪ পুড়া আতেরুপ ১৬টকা কুকুরিয়া গাঞতবড়ি ১॥ পুড়া আতে রুপ ৬ টকা।

দ্বিতীয় পিঠ

১।	সোনর পদ তোলা			কিনি দিয়া মানুহ মাটি পাতিদরজ পরগণার
২।	চত্র	১	১১	রামেচর চৌধারি বিজ ধজরাই দুই তালুকদার
৩।	ফুল	১	॥	ঠাকুরিয়া রাজে সকলোবিকে বিহদিয়া গাঞর
৪।	পিতলর			উবার গণককণা। ভাই ধরা। বিরধা।
৫।	গচা	১	৫শে	মন্মথ। মুঠত ১ পাইক আতে রুপ ৩০ টকা
৬।	তেলর			থাকে সেবার তলে কিনি দিয়া মাটি লোচগাঞত
৭।	ঠেকেলি	১	২	উবার বোবতি ৪ পুড়াবাড়ি ২ মুঠত ৬ পুড়া
৮।	মেহি	১	৫৬	আতে রুপ ১০ টকা
৯।	কলাশ	১	৪	
১০।	রুপর ফুল	১	২	

অনুবাদ

স্বস্তি। স্বর্গবাসী দেবগণেরও বন্দনীয় ও ত্রিপুরারি মহাদেবের চরণপদ্মদ্বয় যাঁহার মস্তকের চন্দ্রস্বরূপ হইয়াছে, সেই আখণ্ডলবংশের শিরোমণি মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত শ্রীগৌরী-

নাথ সিংহ এই নরপতির অত্যন্ত প্রীতিপাত্র এবং পরাক্রম, ধীরতা, গাম্ভীর্য্য ও উদারতা প্রভৃতি বহু গুণের আধার এবং যিনি নিজ কুলকমলিনীর প্রকাশে সূর্য্যস্বরূপ ও প্রভুত্বশালী শ্রীযুক্ত তরুণসন্দিক বৃহৎফুকন, তিনি গন্ধর্বলোক-প্রাপ্তি কামনায় শ্রীশ্রীউমানন্দ দেবের প্রীতির নিমিত্ত নিজ অর্থে ক্রয় করিয়া, পশ্চাৎ দান করিয়াছিলেন যে ভূমি, তাহাতে স্থাপিত অথচ স্বীয় অর্থে ক্রীত দেবাঙ্গের সম্বন্ধে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে শ্রীশ্রীউমানন্দ ঠাকুরের গৃহ সম্মার্জ্জন, উপলেপন, দীপ প্রজ্বালন, দণ্ডবৎ নমস্কাররূপ দৈনন্দিন কার্য্য-সম্পাদনকারী ব্যক্তির প্রমাণস্বরূপ এই তাম্রপত্রিকা প্রদান করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেবের রিপোর্টে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। লিপিখানি ১৩।০″ ইঞ্চি লম্বা ও ১০॥০″ ইঞ্চি চওড়া।

১৩

শ্রীরাম

[১] স্বস্তি শ্রীহরগৌরীপদারবিন্দমকরন্দ- [২] সন্দোহবিলীনমনোমধুকরপ্রবর [স্ব ।] [৩] য়রশিবনীরকপরমকরুণাবরুণা- [৪] লয়স্ত শুভযশোরাশিমণ্ডিতাশেষমেদি- [৫] নীমণ্ডলস্ত বাসববংশাবতংশশ্রীশ্রীমত্- [৬] শিবসিংহভূপালকস্য নিদেশতঃ তদীয়- [৭] সেনাপতিবর- সকলসংসারমঙ্গলাগার- [৮] হারকৈলাশকাশকার্পাসহিণ্ডীরপিণ্ডমু- [৯] গ্ধকীর্ত্তিমণ্ডল- মণ্ডিতাশেষদিগ্দিগ- [১০] ন্তরাগেন শ্রীকেশবপদপঙ্কজভৃঙ্গব- [১১] রেণ শ্রীমদ্দিহিংসীয়- বরফুকনেন প্রাগজ্যো- [১২] তিষপুরপ্রত্যগ্দ্বারং স্বর্ণগনেষ্টকাদিনির্ম্মিতং আ- [১৩] য়ামতো দ্বিপঞ্চাশদধিকশতধনুর্মিতপ্রাচীরং [১৪] দ্বিবিংশত্যধিকদ্বিশতধনুর্মিতপারথাদিভি- [১৫] রলঙ্কৃতমাসীত্ বেদবিশিখবেদাগশশধ- [১৬] র শাকে ১৬৫৪ মার্গশীর্ষে।

১৪ (বশিষ্ঠাশ্রম)

শ্রীরাম

[১] ওঁ স্বস্তি নিস্সীমভীমপরাক্রমপ্রবলবৈ- [২] রিবলপ্রলয়কালানলসম্পূর্ণগুণগ্রামৈ- [৩] কধামতরুণবানীপদারবিন্দমকরন্দম- [৪] ধুকরশক্রকুলকুমুদে[ন্দু]শ্রীশ্রীমদ্রাজেশ্বর- [৫] জেশ্বরসিংহনিদেশেন্দ্রনীলাবলধিমৌ- [৬] লিতদীয়চরণচারণচক্রবর্ত্তিকুন্দাবদাত- [৭] কীর্ত্তিনরবৌরপারাবারগম্ভীরবিত্তা- [৮] বিদ্যোতিতান্তঃকরণশ্রীগোবিন্দপদার্চ্চনে [৯] সর্ব্ববঙ্গ- বাহিনীপতি শ্রীমদনুজছরবা- [১০] বৃহৎফুকণাত্মজশ্রীমত্তরুণদুয়রাবাবৃহৎফু- [১১] কণতন্মজ- শ্রীমদ্দয়রবাভিধেয়েনেদ × [১২] × র নিষ্ঠাবতিণাবাপার × × × [১৩] নিকরতর্ক- নাগরসেন্দুশাকে ১৬৮৩।

১৫

[১] ৮৭ স্বস্তি স্মরহরচরণচারণবৈরিবারণ- [২] দারণপঞ্চাননপ্রতাপতপননৃপনিক- [৩] রশিরোরত্ননীতিরত্নরত্নাকরশশধরপ্র- [৪] বরযশোধরবাসববংশাবতংশশ্রীশ্রী-* [৫] মত্স্বর্গ-নারায়ণরাজেশ্বরসিংহনরেশ- [৬] রাণামাদেশতস্তন্মন্ত্রিপ্রবরপ্রাগ্‌জ্যোতিঃপু- [৭] রাশেষ-সেনানায়কযশোজিতসুধাকরা- [৮] রাতিতিমিরমিহিরস্বর্গাবতারাবধি স্বর্গ- [৯] নরেশ-সেবিবংশবিভূষণশ্রীমত্তরু- [১০] ণদুরবাবৃহৎফুকনো বিচিত্রচিত্রা- [১১] চলালয়নব-গ্রহাত্মকশিবোপরি [১২] নবরত্নাখ্যমঠমিমমচীকরদ্বেদা- [১৩] দ্রিরসেন্দুশাকে ১৬৭৪॥০॥

অনুবাদ

স্বস্তি। কন্দর্পবিনাশকারী মহাদেবের চরণের স্তুতি-পাঠক ও শত্রুরূপ হস্তীর পক্ষে যিনি সিংহস্বরূপ, প্রতাপে সূর্য্যসদৃশ, নরপতিগণের মস্তকের রত্নস্বরূপ যে নীতিরত্ন, তাহার রত্নাকর অর্থাৎ অগাধ সমুদ্র, যশোজ্যোৎস্নায় চন্দ্রের ন্যায় যিনি দিক্‌সমুদায়কে আলোকিত করিয়াছেন, অত্যন্ত যশস্বী, বাসববংশের শিরোরত্ন, স্বর্গের নারায়ণ শ্রীযুক্ত রাজেশ্বরসিংহ নৃপতির আদেশে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের অসংখ্য সৈন্যের নেতা, যাঁহার যশে চন্দ্র পরাজিত ও শত্রুরূপ অন্ধকারমধ্যে যিনি প্রখরকিরণশালী সূর্য্যস্বরূপ, স্বর্গাবতার পর্য্যন্ত স্বর্গীয় নরপতিগণের সেবায় অধিকারী যে বংশ, তাহার অলঙ্কার শ্রীযুক্ত তরুণ দুরবা নামে বিখ্যাত বৃহৎ ফুকন, বিচিত্র-চিত্রযুক্ত পর্ব্বতস্বরূপ গৃহমধ্যে নবগ্রহরূপী শিবলিঙ্গের উপর নবরত্ন নামক এই মঠ ১৬৭৪ শক-বৎসরে নির্ম্মাণ করিলেন।

১৬

[১] স্বস্তীশবিষ্ণুচরণাম্বুজলুব্ধভৃঙ্গঃ স্বত্রামগোত্রকুমুদাবলিপূর্ণচন্দ্রঃ। শ্রীমন্মহীন্দ্রকমলেশ্বর-সিংহভূপো বিশ্রাণনব্রজবিনিন্দিতকল্পবৃক্ষঃ [২] নৃপনিকরকিরীটোদ্দীপ্তসদ্রত্নদামদ্যুতিবিসর-বিরাজদ্রক্তপাদাম্বুজাগ্রঃ। হরহিমকরকীর্ত্তিঃ কামসৌন্দর্য্যমূর্ত্তিঃ স্বনয়চয়মনীষী দণ্ডিতৃ- [৩] দেব-দ্রোহী॥ কামরূপাধিবাতেন লোকস্য স্থিরতাকৃতিঃ। গেহেলোখ্যায় বীক্ষ্যাদায়াম প্রতাপ-বল্লভং। তস্মৈ মহীং মনুষ্যঞ্চ কৃত্বাসৌ [৪] তাম্রপত্রিকাং। শ্রীবৃহত্তুকুকণায়াদাত্তন্দি × বংশজন্মনে॥ এতদ্বিবরণং কামরূপদেশর বড়ুবা ও বড়কায়স্থ ও চৌধারি ও পটো- [৫] বারি ও তালুকদার ও চাহরিয়া অপরাপর সকলে ও সাবধানে জানিব সন্দিকৈবংসর শ্রীগেহেলো বড় ফুকনে কামরূপ [৬] গুৱাহাটি হয়ো থলদেশর স × নিবারণ করি দেশ সুস্থির করা অপোহত শ্রীশ্রী৮৮বেপ্রতপিবল্লভ নামদি মোহতপরা [৭] হরদও চৌধারির মাটি ১১০ পুরাবহতা মানুহ ১২দটা তিনিপোরা সহিতে তাম্রপত্র করি দিলে আরে নাওকচাকচারি ম- [৮] হল পরগণার মেহিয়াল তালুকর মৌজে—

বগা।	জিবন	মটবাকোং।
৯। জিকরির মদনাকৈবর্ত্ত	সোনা	দাহিয়া।
কংসরাই কোং	টিলাধোবা	মবজয়।
১০। চিরাম	অনিয়াকৈ০	গোরাকং।
ঘুটলাই	বিনন্দ	পানা
১১। গোবর্দ্ধন	স্বরূপা	হরিধন।
কিনাকলিতা	৩ জবজকলিতা	১২৮
১২। ভকতদাহ	জিবন	পাটয়া।
চান্দরাই	বানা	নাথন্ধচিখাতর
১৩। কানু	রাম	বামরগাঞর।
মণি	ফরিঙ্গা	রোপিতমাটি ৬০
১৪। হৈরাম	ডুরিয়াকৈবর্ত্ত	জবরাকলি।
হরিধনকৈ	রামা	পুরানাম বরন্তা
১৫। বিহিলা	ভগিষাকোচ	রজা।
আপা	কদমা	গপরঙ্গনাত
১৬। টবাকোচ	সোনারবাই	গোপাল!
বিহিলা	ভোগো	রোপিতমাটি ২০
১৭। ঘটটইসালৈ	পটেষাকৈ০	পোরা।
চামরাইকং	টেরিয়া	পুরাখ।৩। প

১৮। রজনাত রোপিত ২০ পুরাসুচত ১০০ মহলপরগনার বরিমাটি ৬ পুরাবারি ৪ পুরা সর্ব্ব সুচত [১৯] আবেশ্রীপ্রতাপবল্লভ বড় ফুকনে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করি শ্রীশ্রী৺৺র কুশলবাঞ্ছি থাকিব [২০] ইহার করকটল পদপঞ্চক বেঠবেগার চোর চিনালা ধুমুচি মারেতো জলকর রবক্ষায় চৌকী [২১] হাটঘাট ফাঁট দানখুত রাজ ৬ দণ্ড ব্যতিরেক সর্ব্বথাব পরিত্যাগ হইল ইহাত [২২] কোনো জনে অন্যথা না করিব ইতি সক ১৭২২—

১৭

শ্রীরাম

[১]৺৫ স্বস্তি দুর্ব্বারসংসারবিস্তারকারাগারনিকারনি প্র [২] চণ্ডরতর ভক্তেশর মহেশ্বরচরণচারণ প্রধ্যা... [৩] ম ... ... মান স ... ন কর্মার ... ন মানন×রাম ধা [৪] ম মজ্জোজ ... সমগ্র সংগ্রাম প্রা ... ... শো জড় স ধা [৫] ধাম সদর্ভ বা ... [...ন...

স্বস্থ র দক তীক্ষ্ণ ... [১০] শায়ক স ... স ... [১১] বধি স্বর্গ না ... ... [১২] বৃহৎ ফুকনেন ... [১৩] মহে শ্বর ... ...

মন্তব্য—এই শিলালিপিটি গৌহাটির শুক্রেশ্বরের মন্দিরের। লিপিটির তোলা হরফ। অধিকাংশ অক্ষর ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, ইহা কত শকে লিখিত হইয়াছে এবং কোন্ রাজার আমলে হইয়াছে, জানিবার উপায় নাই। গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ম পৃষ্ঠায় শুক্রেশ্বরের মন্দিরের শিলালিপির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৬৬৬ শকে রাজা প্রমত্তসিংহের আদেশে তরুণ দুয়রা (বৃহৎ ফুকন) একটি মন্দির তৈয়ারী করিয়া শুক্রেশ্বরের নামে উৎসর্গ করিয়া দেন। আমার বোধ হয়, ইহাই সেই লিপি হইবে। এখন হরফগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

১৮

[১] ওঁ স্বস্তি প্রচণ্ডকোদণ্ডকাণ্ডয- [২] মদণ্ডদণ্ডিতপ্রকাণ্ডারিমুণ্ডম- [৩] ণ্ডলীমণ্ডিত-ভূখণ্ডাখণ্ডলপ্রবল- [৪] যশোজিতসুধাধামকামাভি- [৫] রামধামাধিপাধিকধামস্থ- [৬] ত্রামগোত্রামন্দসিন্ধুশশধরনৃ- [৭] পনিকরশিরোদামশ্রীশ্রীমৎস্ব- [৮] র্গদেবরাজেশ্বরসিংহ-নরেশ্বরা- [৯] পাং চরণপুষ্করমধুকরমন্ত্রিপ্র- [১০] বরযশোজিতশারদশশধর- [১১] নিজ-বীর্য্যনির্জ্জিতরিপুনিকরস্ব- [১২] র্গনৃপবর্গসেবিবংশবিভূষণশ্রী- [১৩] যুক্তরুণদুয়রাবৃহৎ-ফুকনে- [১৪] ন গ্রহাশ্রয়াখ্যপুষ্করিণীবরখা- [১৫] নি বাণাদ্রিরসেন্দুশাকে ১৬৭৫ ॥

অনুবাদ

যমদণ্ডের স্তায় প্রচণ্ড ধনুর্দ্দণ্ডে দণ্ডিত প্রবল শত্রুগণের মুণ্ডসমূহে আচ্ছন্ন ভূমণ্ডলের ইন্দ্র, যশের দ্বারা যিনি সুধাংশুকেও জয় করিয়াছেন, কন্দর্প-সুন্দর, অতি তেজস্বী, সুত্রামা-গোত্ররূপ অগাধ সমুদ্রের পূর্ণচন্দ্র, নরপতিগণের মস্তকের মাল্যস্বরূপ, স্বর্গের দেবতা শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর-সিংহ নরপতির শ্রীচরণ-পদ্মের ভৃঙ্গ, প্রধান মন্ত্রী, যাঁহার যশঃপ্রভাবে শারদ চন্দ্র তুচ্ছীকৃত এবং যিনি নিজ বীর্য্যে শত্রু-সমুদয়কে পরাজিত করিয়াছেন, সেই স্বর্গ-নরপতিগণের সেবক শ্রীযুক্ত তরুণ দুয়রা বৃহৎ ফুকন, ১৬৭৫ শকে এই গ্রহাশ্রয় নামক পুষ্করিণী খনন করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেব ইহার সম্বন্ধে রিপোর্টে কিছুই উল্লেখ করেন নাই।

১৯

[১] ওঁ স্বস্তি সমস্তলোকাস্তোকশোকরোকবিমোক- [২] বিপুলজনার্দ্দনচরণচারণ-চঞ্চুরচতুরুদধি- [৩] মেখলমহীমণ্ডলাখণ্ডলপ্রচণ্ডাখণ্ডপ্রতাপমার্ত্তণ্ডখণ্ডি- [৪] তপ্রচণ্ডারিত-মিস্রমণ্ডলপাণ্ডরাখণ্ডযশঃশ্রীখণ্ডমণ্ডিত- [৫] জগদন্তবিবিধবিস্তরিতরণবিজৃম্ভিতাবরক্রমপ্র- [৬] ভাবজাতবাকৃপতিনীতিক্রমরামবামনশক্রমন- [৭] শ্রীশ্রীমৎস্বর্গদেবপ্রমত্তসিংহ-নৃপবরপাদপদ্ম- [৮] উপদাহমানমানধনবিপক্ষপক্ষক্ষয়দক্ষতী- [৯] ক্ষকোদেরক্ষারক-

মহামহিবাষাত্যনায়কসময়- [১০] সীমনিস্সীমভীমবিক্রমনিগ্রমদুর্দ্দমদমনযমবাড়্ঙ- [১১] গাযগ্নখোপমঃ স্বর্গাবরোহাবধি স্বর্গনরেশসেবিবং- [১২] শাবতংশ শ্রীমন্তরুণচুরবাবৃহৎ- ফুকনভরৈ- [১৩] প্রনিদেশতঃ শ্রীশ্রীজনার্দ্দনদেবস্য শোভনতর- [১৪] মদিদমরচয়ত্ ॥ রসরসরসেন্দু শাকে ১৬৬৬ ॥

অনুবাদ

সমস্ত লোকের শোক-দুঃখ-সমুদায়কে যিনি বিনষ্ট করিয়া থাকেন ও জনার্দ্দনের চরণ-সেবায় সুনিপুণ, সসাগরা ধরামণ্ডলে যাঁহার প্রতাপ-সূর্য্য প্রচণ্ড শত্রুরূপ অন্ধকাররাশি বিনষ্ট করিয়াছে, পাণ্ডবদিগের ন্যায় যাঁহার কীর্ত্তি, যিনি নানাবিধ রত্নরাশি বিতরণ করিয়া কল্পবৃক্ষকেও ন্যক্কৃত করিয়াছেন এবং ধীশক্তি দ্বারা যিনি বৃহস্পতির নীতিকেও তুচ্ছ করিয়াছেন, যে রাম, বামন প্রভৃতি স্বর্গের দেবতা, (পৃথিবীতে) শ্রীযুক্ত প্রমত্তসিংহ নৃপাধিরাজ নরপতি, তাঁহার চরণ-সেবক, যাঁহার সম্মানই একমাত্র ধন, যিনি বিপক্ষ-সৈন্যের বিনাশকারী, খড়্গ-ধারায় একান্ত অনুরক্ত, ভীমের ন্যায় যাঁহার পরাক্রম ও যিনি দুর্দ্দান্ত শত্রুগণের দমনে কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় পরাক্রমশালী, সেই স্বর্গাবতার পর্য্যন্ত স্বর্গীয় নরপতিগণের সেবকবংশের শিরোমণি শ্রীযুক্ত তুরবাবৃহৎফুকন, নিজ নরেন্দ্রের আদেশানুসারে ১৬৬৬ শাকে জনার্দ্দন দেবের এই সুন্দর তোরণ রচনা করিলেন।

মন্তব্য—গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন এবং "তোরণ" স্থানে "মন্দির" বলিয়া বসিয়াছেন।

২০

প্রথম পিঠ

[১] ৺৭ স্বস্তীন্দ্রবংশোৎপলপূর্ণচন্দ্রঃ শ্রীকান্তপাদাম্বুজমত্তভৃঙ্গঃ। বিদু[দূ]রভূমির্ণয়রত্নবন্যাঃ শ্রীচন্দ্রকান্তাভিকসিংহভূপঃ ॥ ক্ষিতিপপ- [২] টলশীর্ষোত্তংশসন্নীলরত্নভ্রমরকুলবিরাজত্রক্ত-পাদারবিন্দঃ। সুরতরুবরলক্ষ্মীস্পর্দ্ধিবিশ্রাণনালীতুহিনকিরণকীর্ত্তিঃ কামজি- [৩] ত্কারকান্তিঃ। দরজনাযদেশস্ত বটসহস্রান্তবালগান্ মনুজান্ যমহি[হী]পালো দাদয়ং পুণ্যবৃদ্ধয়ে ॥ পত্তমারাখ্য-গ্রামস্ত [৪] সুবংশাযুক্তানবে। মরুদ্গনেতি পূর্ব্বস্থ গোপ"। ইতি শ্রুতায় বৈ দ্বিজোত্তমায় গৌরীশপদাব্জভক্তিশালিনে। এতদ্বিবরণং দরবা দেশর [৫] রাজা ও চহরিয়া ও বত্তা ও হাজরকিয়া ও সইকিয়া ও বজ ও গাঁয়র সকলে ও সাবধানে জানিব শ্রীশ্রীপদ্মমরিয়া সতুজমা ৺দেবে [৬] শ্রীশ্রী৺দেববৈলে শ্রীযুত রাজমন্ত্রি পূর্ণানন্দ বুঢ়া গোহাঞি দেবর দ্বারাই জনালত্ শ্রীশ্রী৺দেবেপদব্দ শিকবো হাজারবত্তিংশটা গোট [৭] পাইক খবি পক্ষে জানি বড় নিবিত্তে শ্রীশ্রী৺দেবেক পুণ্যার্থে তাম্রপত্র করি দিলে [৮] এই মানুহর নাব গোহাঞি দিপলালি

নলডার করিব— [১০] সরেকক কলালহ করর ঘরর থিরো—। বকমর ঘরর মনপতি দানেতি ছভাই

১১। চিরাম দত্তরা ছুই ভাই কং ॥ পানিমল তাং লাহন ॥ বংশাকুচিয়া শয়েকর

১২। তারে ভতিজা কড়কর ভাল ॥ ভতিজকে পুরক ৴১ জিতমল বড়ার করিব
ছভাই বকমর ঘরর মনপতিদানেতি
ছভাই

১৩। কাঅর হাজারর বত্তাববিয়া/১ খটর হাজারর ঘারকলিতা হাজারর

১৪। শয়েকর হাথিবতার ঘরর ভুক্কতা বরিয়া সয়েকর । চপেরালিশ থাকিব

১৫। ভয়ুর পুত্তেক কঁলাথুপুকা ॥ সোনাপুর গ্রামর হালোবার ঘরর
ছভাই

১৬। পেরব ঘরর সুরথ কের্কেটু ॥ দয়ালত্তং ঘরর দয়াল । সোনারাই ইনককলিতা
ছভাই

১৭। কলিতা হাজারর ভাংকলিয়া সেনাপ্রামাথ ৮ আচিরা বড়িয়া হাজারর
৴১ ছভাই

মহিমাহাজরর খেকেরা বরিয়া পুরকর কুলার ঘরর

শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ দেব শ্রীচন্দ্রকান্ত সিংহ নরেশ্বরাণাং। বড় মণি জে চাকেং চাঁবৈর ঘরর রণুমহামল কোচ ॥/১ মুহে ৩ পাইকর গামাটি ৫৬

দ্বিতীয় পিঠ

[১] শ্রীশ্রী৺৺দেবে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করি শ্রীশ্রী৺দেবক আশীর্ব্বাদ করি [২] থাকিব ইহার কর কটন পদপঞ্চক বেঠ বেগার চোর চিনানা ধুমুচি [৩] মারেচা জলকর অবক্ষার চকি হাট ঘাট্ ফাট দানখত রাজদণ্ড [৪] ব্যতিরেক সর্ব্ববাব পরিত্রাণ ইহাতে কোন জনে অন্যথা [৫] না চরিব ইতি শক ১৭৩৮ ॥০॥ [৬] অসৌ মহীন্দ্রঃ সমবাচতেদং কৃতাঞ্জলির্ভাবিনরেন্দ্রবর্গান্ ॥ [৭] ময়া প্রদত্তা দ্বিজবৃত্তিরেশা [বা] পাল্যা ভবদ্ভিঃ কৃতিভিঃ কৃতজ্ঞৈঃ ॥

অনুবাদ

ইন্দ্রবংশরূপ কুমুদের পূর্ণচন্দ্র, শ্রীকান্ত অর্থাৎ নারায়ণের চরণ-পদ্মের মধুমত্ত ভৃঙ্গ, সেই পর্ব্বতের উচ্চ ভূমির উপর নীতিরূপ রত্নলতার ফল চন্দ্রকান্তমণিস্বরূপ চন্দ্রকান্ত সিংহ নৃপতি। যাঁহার রক্তবর্ণ চরণ নরপতিগণের মস্তকের মুকুটস্থিত নীলকান্ত মণির সংযোগে ভ্রমরশ্রেণী-সংযোগে রক্তপদ্মের সৌন্দর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়া থাকে এবং যাঁহার দানপ্রভাব কল্পবৃক্ষের সমান, যাঁহার চন্দ্রসদৃশ কীর্ত্তি, যিনি লাবণ্য দ্বারা কন্দর্পকেও পরাজিত করিয়াছেন।

মন্তব্য—এই তাম্রলিপি সম্বন্ধে গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টে কিছুই বলেন নাই।

ইহা চন্দ্রকান্তসিংহদেবের সিলমুক্ত। এইরূপ আর একটি উমানন্দের পাণ্ডার নিকট পাইয়াছি। দুই চারিটি সংস্কৃত শ্লোকের মিল আছে। সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে শক নাই। কিন্তু আসামী ভাষায় যেখানে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ১৭৩৮ শক লিখিত হইয়াছে।

২১

শ্রীরাম

[১] ৺৭ স্বস্তি সমস্তসামন্তচক্রচূড়ামণিমরীচিম- [২] ঞ্জরীরাজিরাজিতপদপল্লবকন্দর্প-দর্পদলনকলে- [৩] বরদিগ্দন্তাবলাবলীকর্ণতালাস্ফালমরুন্নর্ত্তিত- [৪] প্রবলপ্রতাপানলবিবিধ-দানসন্তানবিনিন্দিতকল্পপাদপ- [৫] জ্যাঘোষঘোরধ্বনিতশরকুলিশসম্পাতজর্জ্জরিতারি- [৬] বরকলেবরহরহাসকৈলাশকাশসকাশপরি- [৭] পাণ্ডুরাখণ্ডযশঃশ্রীখণ্ডমণ্ডিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড- [৮] শৌর্য্যৌদার্য্যমর্য্যাদাদয়ানয়নিচয়রত্নরত্নাকরশক্রবংশাব- [৯] তংশসৌমারেশ্বরস্বর্গদেবশ্রীশ্রীমৎ-শিবসিংহমহীমহে- [১০] ন্দ্রস্যো[স্যাপা]মাদেশমআজ্ঞাধীনতদীয়পদদ্বন্দ্বারবিন্দম- [১১] ন্দমকরন্দ-তুন্দিলমধুব্রতমন্ত্রিগণগণনাগ্রগণিতদুর্ব্বা- [১২] রবৈরিবারণদারণপঞ্চাননমহাসেনসমানস্ত [১৩] আদিপুরুষাণাং স্বর্গাবতরণসময়গৃহীততপোদান- [১৪] জসমাগতদুরবাকুলকমলদিনকরশ্রীমত্ত-[১৫] রুণদুরবাবৃহৎফুকণ × দেব × × × কারহ [১৬] × মিত্তাকারাবিষ্ঠা × × এ দরবারমন্দির [১৭] জয় নাম দক্ষিণদ্বারমিদমিষ্টকাদিভিরচাক- [১৮] রদ্গগনগুণগুণেন্দু শাকে ॥ ১৬৩০॥০

অনুবাদ

সমস্ত প্রধান নরপতিচক্রের চূড়ামণির কিরণ-সমুদায় দ্বারা যাঁহার পদপল্লব সুরঞ্জিত ও যাঁহার শরীর-সৌন্দর্য্যে কন্দর্প ন্যক্কৃত ও দিগ্গজসমূহের কর্ণাস্ফালনের বায়ু দ্বারা যাঁহার প্রবল প্রতাপানল নৃত্য করিতেছে, যাঁহার বহু প্রকার রত্নরাশি-দানের প্রভাবে কল্পবৃক্ষ নিন্দিত হইয়াছে, যাঁহার ধনুষ্টঙ্কারের ঘোরতর শব্দযুক্ত বজ্রসদৃশ বাণে শত্রুপক্ষের কলেবর জর্জ্জরিত হইয়াছে, যাঁহার কাশ-কৈলাস ও হরহাসসদৃশ শুভ্র যশঃস্বরূপ চন্দনচ্ছটায় ব্রহ্মাণ্ড বিভূ-ষিত এবং শৌর্য্য, ঔদার্য্য, মর্য্যাদা-গুণে পরিবর্দ্ধিত নীতি-সমুদায়স্বরূপ রত্নরাশির সমুদ্র, শক্র-বংশের শিরোভূষণ স্বর্গের যিনি সৌমারেশ্বর দেব, পৃথিবীর শ্রীযুক্ত শিবসিংহ ক্ষিতীন্দ্র, সেই মহারাজের আদেশানুসারে তাঁহার পাদপদ্মের মধুপানে পরিপুষ্ট এবং মন্ত্রিবর্গের গণনায় অগ্রগণ্য, বৈরিকরীন্দ্র-বিদারণে পঞ্চানন এবং কার্ত্তিকেয়তুল্য আদি-পুরুষদিগের স্বর্গ হইতে আসিবার সময় অনুষ্ঠিত দান ও তপস্যার পুণ্যে জন্মিয়া যিনি দুরবাকুল-পদ্মের বিকাশক সূর্য্যস্বরূপ হইয়াছেন, সেই তরুণ দুরবাবৃহৎ ফুকন ইষ্টকাদি দ্বারা দরবার-মন্দিরের জয়াখ্য এই দক্ষিণ দ্বার ১৬৩০ শকাব্দে রচনা করিয়াছেন।

২২

[১] স্বস্তি ধবলকলা ন্যা[কন্যাপা] লিঙ্গিতকলেবরবিবিধবিভাষিতোক্তি- [২] তাম্রবর্ণ

সেনাধিপঃ পরমধৈর্য্যমর্য্যা [দা]সৌ[শৌ] [৪] র্য্যগাম্ভি[ভী]র্য্যপারাবারঃ শ্রীব [য়] ও বজরাজ- জনমেজানি শ্রীবৃহৎকু- [৫] রূন ... ... বিবিধশস্ত্রাদিগজবাজিসেনাপতিপ্রারম্ভ [সি] দ্ধি [৬] ... ... রো [রা]জচন্দ্রবন্দ্বরণি[ণী]চন্দ্রচক্রে নিভূত গতবর সানী ... ...

মন্তব্য—লিপিখানি ভাল করিয়া পড়া যায় নাই, কাজেই বোঝা গেল না। গেট সাহেবের রিপোর্টে ইহার উল্লেখ নাই।

২৩

শ্রীরাম

[১] স্বস্তি শ্রীস্বেষ্টদেবপদদ্বন্দ্বারবিন্দসেবকপ্রজারিপুকুল- [২] নাস[শ]কসকলগুণাগার- গাম্ভীর্য্যশ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ- [৩] সি[শি]বসিংহমহীপালতচ্চরণচারকমন্ত্রিপ্রবরশ্রীমত্ [৪] দুয়রা- বংশোদ্ভবতরুণবৃহৎফুকনদত্তব্রহ্মোত্তর- [৫] তাম্রশাসনপত্রিকেয়ং—

[৬] ৮৭ কারকুপদেসর বড়ুবা বড় কায়স্থ ও ছোধারি [৭] পটোবারি ও অঙ্কদার ছান্দরিয়া আলো- [৮] সকল সাবধানে জানবা গঙ্গেসর পরগ- [৯] নার গন্ধ দোবারয়- রোর্ণ ৩০৫ ছয়াবড়গ [১০] ই মৌর ৫ পুরী সলি পবারা ৪৪ ছয়াবরি [১১] বাড়ি ৪ ছয়া- ভদার পয়রা পুর্ব্ব ১০ ছয়া [১২] বরি বাটি অপরা কদিয়া অনিষ্টা পরাভবা [১৩] ৭ ঘর ৭৮ পুণ্যে বাচা দুই প্রমাণিক ব্র- [১৪] হ্মোত্তরতাম্রফলিকা য দিয়াগল ইহাবর ব [১৫] কাটাল পদপঞ্চক বেচবেগার চোরচিলা [১৬] লাধর সিয়া ভলজল বকার কারী গ- [১৭] জসরবার পরিখা গন্ধেল ছুঁহাতকালোজ [১৮] লেক্ষ ... বৎসরে ১৬৮২ পুব- [১৯] ভুজি পলাস্থরী ২০

মন্তব্য—সোয়ালগুচিতে যাইবার রাস্তা পাণ্ডু হইতে, নৌকায় পশ্চিম দিকে যাইতে হয়, যাইতে ২ ঘণ্টা, আসিতে ৪৷৫ ঘণ্টা লাগে। গেট সাহেবের রিপোর্টের ১৪ পৃষ্ঠায় যে তাম্র- ফলকের কথা আছে, তাহাতে ৫৭ পুরস জমি হরি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দেওয়া গেল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ঐ নাম বা অত জমির কথা কিছু দেখিলাম না। ইহা সেই লিপি কি না, বুঝিতে পারিলাম না। তবে রিপোর্টের শকের সঙ্গে ইহার শকের মিল আছে।

২৪

[১—৫] [৬] ... ... বতংশ শ্রীশ্রীম ... সিংহ নরেন্দ্র পাদপদ্ম... [৭—৮] [৯] ... ... কুলাবতংশ শ্রীমন্মুগপ্রবর [১০] ফুকণ ... ... তরুণ দুয়রা [১১] শ্রীমদ্বৃহৎফুকন- ভরিদেশতঃ শ্রী [১২] য মেড়পুরস্থ প্রাসাদমিমমরচ্চন্দ্রসবস্থরসেন্দুশাকে।

মন্তব্য—ভাঙ্গিয়া যাওয়ার এই লিপি পড়া গেল না। ইহার শক ১৬৮৩ থাকার রাজেশ্বর- সিংহের প্রদত্ত কিছু হইবে বলিয়া বোধ হয়।

২৫

শ্রীরাম

[১] স্বস্তি করকলিতকঠোরকোদণ্ডখণ্ডক্ষিপ্তকাণ্ডবিদীর্ণ-[২]বিপক্ষপক্ষবক্ষঃপ্রকটকপাট-প্রা [প্রো]দ্গতক্ষধিরধরাদিগ্ব- [৩] ভূভাগভর্গভদ্রকালীচরণসমর্চ্চনৈধিততেজঃপুণ্যকীর্ত্তিনীতি- [৪] বিদগ্ধধৈর্য্যসারমারমনোরমমূর্ত্তিনিখিলক্ষ্মাপালকিরীট- [৫] কোটিঘৃষ্টপাদপীঠবিবিধবিত্তবিশ্রা-ণনতুলিতদেবদ্রুম- [৬] শ্রীশ্রীমত্ স্বর্গদেবপ্রমত্তসিংহসৌমারপীঠ- [৭] পুরন্দরাণামাশেষত-স্তচ্চরণনলিনপরাগরাগিস্বর্গাব- [৮] রোহাবধিস্বর্গনরেন্দ্রচরণসেবারুচিরুচিরপুরত্রয়কম- [৯] লকরণিতরুণশ্রীযুতগদাধরবৃহৎফুকনেন [১০] শ্রীশ্রীকামাখ্যামহাদেব্যাঃ পাশানা[ষাণা]দিময়-মঠো- [১১] য়[ং] নিরমাযি ঋষিরসতর্কসুধাংশুশাকে ১৬৬৭

অনুবাদ

যাঁহার করধৃত অতি কঠিন যে ধনুঃ, তাহা হইতে বিক্ষিপ্ত বাণদ্বারা বিদীর্ণ যে বিপক্ষপক্ষীয় বক্ষঃস্থলস্বরূপ বিস্তীর্ণ কপাট, তাহা হইতে বিনির্গত রক্তধারায় আচ্ছাদিত ভূমিতে ভদ্রকালীর চরণ-পূজায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তেজ যাঁহার, এতাদৃশ পুণ্যকীর্ত্তি, নীতিচতুর, ধৈর্য্যশালী, কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর এবং যাঁহার পাদপীঠ সমস্ত নরপতিগণের কিরীটাগ্রদ্বারা সেবিত, যিনি নানাবিধ ধন দান করিয়া কল্পবৃক্ষের সমান হইয়াছেন, এরূপ স্বর্গের দেবতা, সৌমারপীঠের ইন্দ্র (মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্য) যে শ্রীযুক্ত প্রমত্ত সিংহ—তাঁহার চরণপদ্মের রেণুরঞ্জিত, স্বর্গের সোপান পর্য্যন্ত যে স্বর্গ-নরেন্দ্রের চরণ-সেবা, তাহাতে কান্তিপুঞ্জ দ্বারা অত্যন্ত সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে যে ত্রিভুবনের পদ্ম-সমুদায়, তাহার (বিকাসক) সূর্য্য অথবা তরুণ সূর্য্য শ্রীযুক্ত গদাধর বৃহৎ ফুকন কর্ত্তৃক ১৬৬৭ শাকে শ্রীকামাখ্যা দেবীর এই পাষাণাদিময় মন্দির নির্ম্মিত হইল।

মন্তব্য—কালিয়াবারের পাষাণময় কামাখ্যা-মন্দির। এ সম্বন্ধে গেট সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভাষা সম্বন্ধে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা লিখিয়াছেন। আমি ও সংস্কৃত ব্যতীত বাঙ্গালা দেখিলাম না।

২৬

[১] ... ... পুষ্করমধু- [২] ... ... রণীকৃতভূ-মির্ [৩] প ... ... সুধাকরকরকলি- [৪] ত কা ... ... বত্ সর-ব্বজ্জরিতারি ... [৫] র বাসববংশার্ব্বশশধরধরণীমণ্ডলাখ- [৬] ণ্ডলাখণ্ডপ্রতাপরাজা-ধিরাজশ্রীশ্রীমত্ প্রমত্ত- [৭] সিংহস্বর্গদেবানামাজ্ঞয়া তদীয়পদপয়োজম- [৮] ধুকরপ্রতাপাদিন-করবর্ণাবতারাবাকি বর্ণ- [৯] রাজসেবিবংশাবতংশশ্রীযুতগদাধরতরুণ- [১০] দুয়ারাবৃহৎ-ফুকনঃ শ্রীশ্রীদুর্গামহাদেব্যা ম- [১১] ঠমিমমচীকরত্ ভূমিপরসরসেন্দুশাকে ১৬৬৭॥

২৭

শ্রীরাম

[১] ১৭ স্বস্তি নিখিলক্ষ্মাপালকিরীটকোটীরনি[২]ঘৃষ্টবিশিষ্টপাদপীঠহরগৌরীচারুচরণচারণ- [৩] আনন্দসন্দোহাস্খলিতহৃদয় ... ... নিচয়পারা বার- [৪]তুষার-বিমলযশস্যাধারণ [৫] বিপ বারণগণ [৫]কালানলসমুজ্জ্বলপ্রবলপ্রতাপানলজ্বালা জাল ... ... জটা- [৬]লমহীমণ্ডলবিতন্যমানমহাদানসন্তানবি- [৭] নিন্দিতকল্পপাদপঃ করকলিতক- [৮] শরাসনপ্রসারিতপ্রখরতরশরনিকর- [৯] জর্জ্জরীকৃতারাতিবরকলেবরকন্ধরা- [১০] সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যমার্কিকন্দর্প ... ... কলেবর [১১] বৃন্দার দুর ... ... পদপঙ্কজ অরবিন্দ [১২] .. ... নারায়ণ [১৩] ... ... কর মহামতিপ্রবরতদ- পরাজি- [ ] [১৪] ... স্বর্ণাবতার ... [১৫] কমলদিনকরস্তদীয় [১৬] রিপক্ষ- সদয় সুধারস শ্রীযুতরণদে- [১৭] ববীরস্য চরণপঙ্কেরুহ ... ... রুচির [১৮] ... রাধাকৃষ্ণ [১৯] ... .. জয় না[মা]ধরোত্তরপরমমঠপ্রবর [জমুনা] পরমোত্তরপরমোদারমিদং পাষাণা- [২০] দিভি[ঃ] ব্যরচয়ৎ নবরসম্বসেন্দু শাকে।

২৮

[১] স্বস্তি সম্বক্ কুস- [২] লকলাকলিতকলে- [৩] বরনানাগুণগ্রা- [৪] মবিরাজৎ- [৫]প্রবল- [৫]প্রতাপানলতাপিত[৬]পর- [চূ]ড়ামণিদে[শে] শরশ্রীশ্রী- [৭] স্বর্ণনারায়ণ- [৮]বিসমস- [৮] মরবিজয়িন [৯] শ্রীতলারিগোসাই [১০] নাথিশে গোসাই॥ বন্ধ- [১১] ন লায়স নিবাই॥ বাম [১২] বাসি মা কবি শরুণি দারুণি [১৩] বেজল॥ [১৪] ১৫৩৮

মন্তব্য—ইহা কি, বুঝিতে পারিলাম না। গেট সাহেবের রিপোর্টে ইহার উল্লেখ নাই।

শ্রীগণপতি সরকার

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২২শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫, ৮ই ডিসেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি)

রায় শ্রীচুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব বি এ, মিঃ আর রহমন্ খান, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীনাথচন্দ্র বিশ্বাস বি এল্, শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামকমল সিংহ। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত (সহকারী সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল এম এস মহাশয়-লিখিত "পাহাড়ী জাতির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদনের উপায়" নামক প্রবন্ধ, ৫। শোক-প্রকাশ—(ক) কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, (খ) অধ্যাপক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ (মীরাট), (গ) অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ (কলিকাতা), (ঘ) রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর (মেদিনীপুর), (ঙ) জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (কাটোয়া), (চ) কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি (কলিকাতা), (ছ) রাধিকামোহন সেন এম্ এ, বি এল্ (বহরমপুর), (জ) রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা) এবং (ঝ) কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়গণের পরলোক-গমনে। ৬। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্য্যারম্ভ হইবার পূর্ব্বে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, দেশপূজ্য সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমন জন্য পরিষদের গত ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নিম্নোক্ত মর্ম্মে চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ১ম প্রস্তাবে মহাত্মার পরলোক-গমনে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শোক-প্রকাশ করেন এবং সমিতির সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে জ্ঞাপন করেন। ২য় প্রস্তাবে সমিতির সেই দিনকার সমস্ত কার্য্য মৃত মহাত্মার প্রতি

প্রস্তাব দ্বারা মৃত মহাত্মার জন্য পরিষদের শোক প্রকাশার্থ সত্বরে পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং চতুর্থ প্রস্তাব অনুসারে উক্ত প্রস্তাবগুলির প্রতিলিপি ৺বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। এবং এই সকল প্রস্তাব-সম্বলিত পরিষদের সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র উক্ত দিবসের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুরের স্বাক্ষরে ৺গুরুদাস বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়। তদুত্তরে শ্রীযুক্ত হারাণ বাবু যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও পঠিত হইল।

তৎপরে তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল এবং তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইয়া গৃহীত হইল।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপহারপ্রাপ্ত বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজি পুস্তক ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথির উপহারদাতৃগণের নাম ও উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকাদির তালিকা পাঠ করিলেন। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের সমর্থনে উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর, ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয়-লিখিত 'পাহাড়ী জাতির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদনের উপায়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ জানাইলেন এবং বলিলেন যে, বেদে উল্লেখ আছে যে, অরণি মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা হইত। এই প্রবন্ধ হইতে সেই প্রথার অদ্যাপিও প্রচলন আছে জানা গেল।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—ডাক্তার সরসীলাল সরকার এখন চট্টগ্রাম পার্ব্বত্যপ্রদেশের সিভিল্ সার্জ্জন্। সেখানে পাহাড়িয়ারা কিরূপে অগ্নি উৎপাদন করে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি সমর্থন করিতেছি।

মানুষ যে কোন্ সময়ে প্রথম অগ্নি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব-কাল হইতেই সে প্রাকৃতিক উত্তাপ ও অগ্নির সহিত পরিচিত। সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বজ্রাগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা শিশু মানবের মনে বিস্ময় ও ভয় উৎপাদন করিত। আদি মানব এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করিত।

প্রাচীন কালের মানুষের নিকট অগ্নি উৎপাদন এতই কঠিন ছিল যে, তাহারা অগ্নি ধারি-

ভাবে সংরক্ষণের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিত। মিশর, গ্রীক্, রোম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন কালের সমস্ত সভ্য দেশে অগ্নি-সংরক্ষণ ধর্ম্ম-সাধনের অঙ্গীভূত ছিল। পারসীকেরা যখন প্রথমে ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, তখন তাঁহারা নিজ দেশ হইতে যে অগ্নি আনয়ন করিয়াছিলেন, আজিও তাহা তাঁহারা যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। আমাদের বেদপন্থী সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা চিরদিন অগ্নি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কোরিয়া দেশে আজিও প্রতি গৃহে অগ্নি সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন কালে সকল দেশেই অগ্নি দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। পারসীকেরা অগ্নির উপাসক। অগ্নি হিন্দুর একজন প্রধান দেবতা। হোমের প্রথম হবিঃ অগ্নির প্রাপ্য। অগ্নি সাক্ষী করিয়া হিন্দুর বিবাহ হইয়া থাকে।—অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা অপরাধী ব্যক্তির দোষ বা নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হইয়া থাকে। রমণীকুল-শিরোমণি সীতা দেবীকেও ভাগ্যদোষে অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল।

সকল প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রবাদ আছে যে, দেবলোক হইতে অগ্নিকে চুরি করিয়া মর্ত্ত্যে আনয়ন করা হইয়াছিল। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত আছে যে, প্রামিথিয়স্ (Prometheus) প্রথমে সূর্য্যলোক হইতে পৃথিবীতে অগ্নি লুক্কায়িত ভাবে আনয়ন করিয়াছিলেন। তজ্জন্ত তাঁহাকে দেবতাদিগের হস্তে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, গ্রীকগণ ভারতবর্ষ হইতে এই উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগে প্রাচীন ঋষিগণ অরণি মন্থন (কাঠে কাঠে ঘর্ষণ) করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। "মন্থন" কথা হইতে "প্রমন্থন" এবং "প্রমন্থন" হইতে গ্রীকেরা "প্রামিথিয়স্" দেবতার নাম সৃজন করিয়াছেন।

ইলেক্ট্রিসিটি (Electricity) ব্যতীত আর যে-কোন প্রকারে অগ্নি উৎপাদন করা হউক না কেন, তাহা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলমাত্র। যখন কাঠ, কয়লা, তেল, বাতি, গ্যাস্ প্রভৃতি যে-কোন পদার্থ দগ্ধ হইয়া অগ্নি উৎপন্ন হয়, তখন এই সকল পদার্থের মধ্যে যে অঙ্গার ও হাইড্রোজেন থাকে, তাহারা বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হইতে থাকে এবং এই রাসায়নিক সম্মিলনের ফলস্বরূপ উত্তাপ ও আলোক উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাপ ও আলোক দুইটি একই শক্তি, একই কারণে দুইটির উৎপত্তি। কারণের উগ্রতার প্রভেদে কখন একটি, কখন বা অপরটি উৎপন্ন হয়।

দেশালাই আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীর সকল জাতিই ঘর্ষণ বা ঘাত-সাহায্যে অগ্নি উৎপাদন করিত। এখনও অনেক অনুন্নত জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। লৌহ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে লোকে পাথরে পাথরে আঘাত অথবা শুষ্ক কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিত। লৌহের আবিষ্কারের পর চক্‌মকি ও লৌহখণ্ড অগ্নি উৎপাদনের জন্ত সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইত। ডাক্তার সন্নসী বাবু চট্টগ্রামের পাহাড়ী জাতির মধ্যে প্রচলিত যে প্রথার বিষয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন, তাহা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের

একটি উপায়। বাঁশ খুব শক্ত, তাহার উপর খাঁজ কাটিয়া অপর এক খণ্ড বংশ সেই খাঁজের মধ্যে ক্রমাগত আগুপিছু চালাইলে ঘর্ষণহেতু এত অধিক উত্তাপ উৎপন্ন হয় যে, তৎসাহায্যে শুষ্ক বংশখণ্ড জলিয়া উঠে। এই প্রবন্ধটি কৌতূহলপ্রদ ও উপাদেয় হইয়াছে। তজ্জন্য প্রবন্ধ-লেখক বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

তৎপরে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে এই প্রবন্ধের জন্য এবং শ্রীযুক্ত চুনী বাবুকে এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনার জন্য ধন্যবাদ জানাইলেন। তিনি বলিলেন যে, বেদে অরণি-মন্থনের উল্লেখ আছে—অরণি-মন্থন অর্থে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ। ব্রাহ্মণগণ অগ্নি রক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে গৃহস্থগণ বিবাহ-সময়ে যে অগ্নি স্থাপন করিতেন, তাহা জ্বালিয়া রাখিতেন এবং সেই অগ্নিতেই তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইত। সাগ্নিকগণও যাবজ্জীবন অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিতেন। ইহাই ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্যের কারণ।

তৎপরে যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্য-রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্যে অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় ১৭৯ জন সদস্য নিজে প্রস্তাব করিয়াছেন। এই জন্য ডাক্তার সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরে দ্রষ্টব্য)।

শোক-প্রকাশ—নিম্নোক্ত সাহিত্যসেবী ও পরিষদের সদস্যগণের পরলোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় শোক প্রকাশের প্রস্তাব করিলেন,— (ক) গোবিন্দচন্দ্র দাস, (খ) অধ্যাপক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ (মীরাট), (গ) অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ (কলিকাতা), (ঘ) রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর (মেদিনীপুর), (ঙ) জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (কাটোয়া), (চ) কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি (কলিকাতা), (ছ) রাধিকামোহন সেন এম্ এ, বি এল্ (বহরমপুর), (জ) রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), (ঝ) কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী (কলিকাতা)।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ৺কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় সম্বন্ধে জানাইলেন যে, স্বর্গীয় কবি চিরদিন দারিদ্র্যের মধ্যে কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্য অর্থ-সংগ্রহের নানা উপায় অবলম্বিত হইলেও নানা বাধায় সে সকল চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কবির "ও ভাই বঙ্গবাসী" ও "ভাওয়াল আমার অস্থিমজ্জা" ইত্যাদি কবিতা দুইটি পাঠ করিয়া এবং কবির শেষ লেখা পত্র একখানি পাঠ করিয়া বক্তা তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ৺গোবিন্দ দাস বাঙ্গালা দেশের উচ্ছ্বাস বাঙ্গালা ভাষায়—খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতেন। তাঁহার স্বভাব অতি অমায়িক ছিল। তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার কবিতাগুলি বাঙ্গালার প্রাণের কবিতা—উহাতে সংস্কৃত কিম্বা ইংরাজির গন্ধ নাই। তাঁহার কবিতা সকলকে তিনি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় স্বর্গীয় অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ মহাশয় সম্বন্ধে বলিলেন,—আমি যাঁহার স্মৃতির পূজা করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছি, তিনি হয় ত সকলের নিকট তেমন পরিচিত ছিলেন না ; পরিচিত না হওয়াই তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল ; অধ্যাপক নিখিলনাথ মৈত্র ভারতী দেবীর একজন মৌন সাধক ছিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহারাও সকলে ভাল করিয়া জানিতেন না। যাঁহারা তাঁহাকে না জানিতেন, তিনি তাঁহাদের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া বাণীর সেবা করিতেই ভালবাসিতেন। সেই সরল শিশুর মত মুখখানি দেখিয়া, সেই সদা হাস্যময় ভাব দেখিয়া অনুমান করা যাইত কি যে, তাহার অন্তরালে বহুভাষাবিৎ, বহু শাস্ত্রাভিজ্ঞ পাণ্ডিত্য যত্নে সঞ্চিত হইয়া আছে ? তিনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরেজি ভিন্ন আরও অনেকগুলি ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ফরাসী, লাটিন, জার্ম্মাণ, ইটালীয়, অষ্ট্রীয়, স্পানীয়, পারসী, উর্দ্দু, গুজরাটী, মারাঠী, উড়িয়া, তেলেগু, তামিল ও গ্রীক্ ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। আমার বোধ হয়, স্বর্গীয় হরিনাথ দের পরে এত বড় বহুভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ। তিনি শুধু বহু ভাষাবিৎ বলিয়াই খ্যাতি লাভ করেন নাই, তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যও আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন-শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি গণিত-বিদ্যায়ও কৃতবিদ্য ছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণিত-শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব আলোচনা-সমিতি তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক, বহু ভাষাবিৎ, গণিতজ্ঞ, প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি অতি অল্প বয়সে মারা গিয়াছেন। বিধাতা যদি তাঁহাকে পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিবার অবকাশ দিতেন, তবে তাঁহার দ্বারা বঙ্গের কেন, ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল হইত, ইহাই আমার বিশ্বাস। তাঁহার বিদ্যাবত্তা পণ্ডিত-সমাজে উপেক্ষিত হয় নাই। তিনি হুগলী কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে আনীত হন, তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য। পরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকতা পরিত্যাগ করেন—কেন, সে কথা নাই বলিলাম ;—যখন তিনি অন্যের আকাঙ্ক্ষিত সে পদ পরিত্যাগ করিলেন, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাকিয়া লইল। কিন্তু তিনি সে পদও কিছু দিনের মধ্যে পরিত্যাগ করিলেন। পরে বারাণসীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করেন। সেই সম্মান লইয়াই তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু এত পাণ্ডিত্যের গৌরব, সেই শিশুর ন্যায় শান্ত সরল হৃদয়ে একটুও অভিমানের মলিন রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। এত বিনয়, এত উদারতা, এত আত্ম-বিস্মৃতি আমি খুব কমই দেখিয়াছি। সংসারে অনেক লোকের সহিত মিশিতে মিশিতে এমন দুই একজন লোক কদাচিৎ কখনও দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের নিকট আপনাকে বড়ই ক্ষুদ্র, বড়ই তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। নিখিল বাবু সেই রকমের একজন লোক ছিলেন ; তাঁহার সম্মুখে আসিয়া [illegible] অবনমিত হইত।

তাঁহার দানশীলতার কথা না বলিয়া আমার এই অতি সামান্ত স্মৃতি-নিবেদন শেষ করিতে পারিতেছি না। তাঁহার বেশভূষা বিষয়ে অসাধারণ অমনোযোগিতা ছিল। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত না যে, তাঁহার প্রতি কমলার বিন্দুমাত্রও কৃপা আছে। তিনি বেশ-বিন্যাসে কিছু ব্যয় করিতেন না, কিন্তু যেখানে দরিদ্র, নিরাশ্রয় সাহিত্যসেবীর সন্ধান পাইতেন, সেখানেই মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেন। তিনি অনেক সাহিত্যসেবীকে মাসিক বৃত্তি দিয়াছেন, অনেককে অর্থ সাহায্য করিয়া বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, অনেকের পরিবার প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা এই দানের জন্ত সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন। কিন্তু মৃত্যু পর্য্যন্ত নিখিল বাবু এই দানশীলতার দ্বারা সাহিত্যসেবী তথা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দানের বিষয় অপর কেহই জানিত না। তিনি দানধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন—তাঁহার দান বিজ্ঞাপনের জন্ত ছিল না, সত্য সত্যই সৎকার্য্যে অহঙ্কারশূন্ত হইয়া অন্তের অজ্ঞাতসারে তিনি দান করিতেন।

তাঁহার জ্ঞান ও হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। তাঁহার চরিত্রের মহত্ব এ উভয়কে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার ন্তায় সচ্চরিত্র, সাধু হৃদয়বান্ পুরুষ বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সংসর্গে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, সেরূপ সরল, উদার, মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত, স্বার্থ-সম্পর্কশূন্ত, বালকোচিত প্রফুল্লহৃদয় আমাদের মধ্যে অতি বিরল। তাঁহার পুণ্য-চরিত্র স্মরণ করিয়া আজ তাঁহার জন্ত সাহিত্য-সেবকদিগের যে শ্রদ্ধাপূর্ণ সংকল্প, সেই সংকল্প আপনাদের সমক্ষে আমার ক্ষুদ্র শক্তির মত ভাষায় উপস্থাপিত করিলাম।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, ৺নিখিল বাবুর সম্বন্ধে যাহা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু বলিলেন, তদ্ব্যতীত তিনি একজন উৎকৃষ্ট দাবা খেলোয়াড় ছিলেন—দাবা খেলা শিখিবার জন্ত তিনি রুষীয় ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি একজন champion player ছিলেন। তিনি সঙ্গীত-শাস্ত্রেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে বলেন যে, লোকটা এল—কাজ খুঁজে পেল না। তিনি জীবিত থাকিলে দেশের অনেক কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন। বাঙ্গালোরে, মহীশূরে ও কলিকাতার রিপণ কলেজেও তিনি অধ্যাপকের পদ লইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, ৺মৈত্র মহাশয় অন্তান্ত বিদ্যার ন্তায় চিত্রবিদ্যার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি সাধারণের সহিত বাক্যালাপকালে অত্যন্ত হুসিয়ার হইয়া কথা বলিতেন। তাঁহার হৃদয় হিমালয়ের ন্তায় মহৎ ছিল।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, তিনি দাবা খেলা সংস্রবে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি Chess Associationএর স্থাপয়িতা ছিলেন। এই সভার জন্ত তিনি ৭।৮ শত টাকার নানা ভাষার পুস্তক নানা দেশ হইতে আনাইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, তিনি নানা সৎকর্ম্মের ন্তায় বিবিধ ধর্ম্ম-

সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠানকে সাহায্য করিতেন। বিবেকানন্দ সোসাইটীর তিনি Life Member ছিলেন। নানা ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের উদ্দেশে দানে তিনি নিজ নাম প্রকাশ করিতেন না। নাম না দিয়া তিনি পুণ্যকাজ করিতেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি ৺নিখিল বাবুর সম্পর্কে দুই বার আসিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ষ্টেট স্কলারশিপের প্রার্থী হইয়া বিলাত যাইবার প্রস্তাব তাঁহার নিকট উপস্থিত করেন। তিনি সংস্কৃত কি পড়িয়াছেন, জানিতে চাহিলে, তিনি যে সকল গ্রন্থের নাম করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি তাঁহার স্কলারশিপের ব্যবস্থা করিয়া দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন কারণে তাঁহার বিলাত যাওয়া ঘটে নাই। পুনরায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যাইতে পারেন কি না, তাহার জন্য তাঁহার নিকট একবার আসেন। কিছু দিন পরে জানিতে পারা গেল যে, উক্ত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার স্বর্গীয় পিতা ৺উপেন্দ্রচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ও উচ্চ অঙ্গের গ্রাজুয়েট ছিলেন। ৺নিখিলবাবু অত্যন্ত ধীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, মৃত্যুকালে ৺নিখিলবাবুর বয়স ৩২ বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

তৎপরে শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে স্থির হইল যে, ৺নিখিলবাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাঁহার পরলোকগমনে পরিষদের সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র লেখা হউক।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় ৺রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুরের সম্বন্ধে বলিলেন যে, তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন; ইংরাজি জানিতেন না। তাঁহার এক লক্ষ টাকা আয় ছিল। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ উড়িষ্যার রাজার মৃত্যু হইলে অন্য ব্যক্তি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজপদ গ্রহণ করিতেন বলিয়া তাঁহাদের প্রহরাজ উপাধি হয়। তিনি একজন জমিদার ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি টোল করিয়া নিজে বেদান্ত ও কাব্য শিক্ষা দিতেন। তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। মন্টেগু স্কীম সম্বন্ধে Orthodox Communityএর পক্ষ হইতে তিনি সাক্ষ্য দেন। তিনি বহু সাহিত্য-সেবীকে সাহায্য করিতেন। গবর্মেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়াছিলেন।

জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের মৃত্যুতে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ৺জ্যোতিঃপ্রসাদ বাবুর দুই পা ছিল না—তাহা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত উদ্যোগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কাটোয়ার 'প্রসূন' সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতা করিতেন এবং স্থানীয় বহু কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। পরিষদের কাশীরাম দাসের স্মৃতি-রক্ষা-সমিতির তিনিই অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন। তিনিই উদ্যোগী হইয়া স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ জন্য প্রায় এক লক্ষ ইষ্টক প্রস্তুত

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন যে, ৺দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় তিন বৎসরকাল পরিষদের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি সেই সময় তাঁহার সহিত এক সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন। শেষকালে তিনি উন্মাদের মত হইয়া পড়ায় পরিষদের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। নিজ চিকিৎসা ব্যবসায় ব্যতীত পরিষদের জন্ম অত্যন্ত পরিশ্রম করিতেন। এত পরিশ্রমই তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গের প্রধান কারণ। তিনি পরিষৎপত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদে অস্থিবিদ্যা সম্বন্ধে হাসপাতাল কলেজে—পরিষদের এক অধিবেশনে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপরে হর্ণেল সাহেব Hindu Osteology সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। ৺দুর্গানারায়ণ বাবুর প্রবন্ধের সহিত এই প্রবন্ধের কোন প্রকার প্রভেদ নাই। অতঃপর তিনি ৺দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি প্রতিকৃতি পরিষৎ-মন্দিরে স্থাপন জন্ম কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, ৺দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ই প্রথম পরিষদের অধিবেশনে Scientific Experiment দ্বারা প্রবন্ধোক্ত বিষয় বুঝাইয়া দেন। 'ছোট চাদর' প্রবন্ধ এইরূপ Experiment দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন। তিনি পরিষদের আয়-ব্যয়-বিভাগের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াও চারি দিকে নজর রাখিতেন। তিনি কথাবার্ত্তায় ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করিতেন না। প্রথম সাহিত্য-সম্মিলনে—কাসিমবাজারে যাইবার পথে ট্রেণে প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে বাক্যের সহিত ইংরাজি কথা বলায় কিছু পয়সা জরিমানা আদায় করিয়াছিলেন। প্রাচীন পুথির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। পরিষৎকে অনেক গ্রন্থ তিনি দান করিয়াছিলেন। তিনি গরীব রোগীকে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদে ৺দুর্গানারায়ণ বাবুর সঙ্গে তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সহিত তিনি বহু দিন একযোগে পরিষদে কাজ করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী এবং হিসাব সম্বন্ধে খুব কড়া লোক ছিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন যে, ৺রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন নাট্যকার ছিলেন। চরিত্র-চিত্রণে তিনি নিপুণ ছিলেন। ইংরাজি মূল গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় নাটক লিখিতেন—কিন্তু তাঁহার নাটকে ইংরাজি ভাব প্রকাশ হয় নাই—বাঙ্গালার ভাবেই নাটক লিখিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বহরমপুরের গবর্ণমেণ্ট উকীল ৺রাধিকামোহন সেন এম এ, বি এল, মীরাট কলেজের অধ্যাপক ৺হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এম এ ও পরিষদের প্রাচীন সদস্য কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় কিছু কিছু বিবরণ দিলেন।

শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শোক-প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব করিলে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—উপহৃত পুস্তক তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১ মোহিনী বিদ্যা। শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু ২ জানবিবি। শ্রীরামেশ্বর দে ৩ পূর্ণযোগ। শ্রীহৃষীকেশ দত্ত ৪ পিতৃবিলাপ কাব্য ও বিবিধ কবিতা। ৫ সত্যপথ বা সত্যনারায়ণের ব্রতকথা। শ্রীআশুতোষ চৌধুরী ৬ উগ্রক্ষত্রিয়-পরিচয়। শ্রীস্বামী যোগবিমল ৭ ঠাকুরের কথা। শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা ৮ শোণিতাঞ্জলি। সেখ হবিবর রহমান মণ্ডল ৯ কনোজকুমারী। শ্রীশশিভূষণ বসু ১০ ভক্ত-চরিতমালা। Agricultural Adviser Government of India ১১ মৌমাছি-পালন। Officer-in-charge, Bengel Secb Book Depot. ১২ ভারত-পরিদর্শন। শ্রীগম্ভীরধ্বজ সাহা ১৩ চন্দ্রশেখর উপন্যাস। ১৪ ভারতীয় শাসন প্রবন্ধ সম্বন্ধীয় সুধারোঁকা আবেদন-পত্র।

Secretary, Smithsonian Institution :—(1) Meliaceae Centrali-Americanae Et Panamenses. (2) Descriptions of Two New Birds From Haiti. (3) Recent Discoveries Attributed to Early Man in America. Officer-in-Charge. Bengal Secretariat, Book Depot. (4) Supplement of the Progress of Education in Bengel 1912-13, to 1916 17. (5) Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1917. (6) Triennial Report on the Lunatic Asylums in Bengal, for the years 1915, 1916 and 1917. (7) Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Garden, Darjeeling, for 1917-18. (8) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its Suburbs for the year 1917. (9) Administration Report on the Jails of the Bengal .Presidency for the year 1917. (10) Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Government of Bengal for the year 1917. (11) Report on the Third Wage Census of Bengal taken in December, 1916. Officer-in-Charge, Bengal Secretariat Book Depot. (12) Statistical Returns with a Brief Note of the Registration Department in Bengal, 1917. (13) Fifty-sixth Annual Report of the

(14) Report on Sanitation in Bengal for the year 1917. (15) Annual Statistical Returns and Short Notes on Vaccinations in Bengal for the year 1917–18. (16) Report on Police Administration in the Bengal Presidency, 1917. (17) Report on the Administration of the Salt-Department in Bengal, during the year 1917–18. (18) Bengal District Gazetteers—Malda, 1818. (19) Bengal Gazetteer—Backerganj 1918. (20) Report of the Agricultural Depot, Bengal, 1917–18. Chief Inspector of Explosives in India. (21) Nineteenth Annual Report of the Chief Inspector of Explosives in India Being the Annual Report for the year ending 31st March 1918. Director, Geological Survey of India. (22) A Bibliography of Indian Geology and Physical Geography with an Annotated Index of Minerals of Economic Value. Director, Geological Survey of India. (23) Record of the Geological Survey of India, vol. XLIX, Part I, 1918. Supdt. Govt. Press, Madras. (24) Annual Report of the Archæological Department, Southern Circle, Madras, for the year 1917-18. Under Secy. to the Govt. of Bengal, Appointment Dept. (25) Report of Indian Constitutional Reforms (2 Copies). Director General of Observatries. (26) Report on the Administration of the Meteorological Department of Govt. of India in 1917-18. Registrar, Calcutta University. (27) Calcutta University Minutes, Part VIII, 1916. (28) Do. Part I 1917. রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর (29) The M[illegible] Supply of Calcutta, Its Hygenic, Commercial and Social Aspects, [illegible] Some Practical Hints to Improve the Dietary of the Bengalis. Supdt. Archæological Survey of India, Frontier Circle. (31) Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle 1917-18. Curator, Govt. Book Depot. Burma. (32) Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burma, for the year ending 31st March 1918. Supdt. Govt. Press, Madras. (33) A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras. Supdt. Govt. Press, Allahabad. (34) List of Sanskrit and Hindi Manuscripts Purchased by order of Govt. and Deposited in the Sanskrit College, Benares, during the year 1916 17. Director General of Archæology in India. (35) Annual Report of the Archæological Survey of India, 1915-16. Supdt. Govt. Printing India. (36) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, April 1918. (37) Do—Do May, 1918. (38) Do—Do June, 1918. (39) Statistical Tables showing for each of the years 1901-02. to 1916-17 the Estimated Value of the Imports & Exports of India at the Prices Prevailing in 1899-1900 to 1901-02 with an Introductory Memorandum. Supdt. Govt. Printing, India. (40) Proceedings of the All India Conference of Librarians,

held at Lahore, 4th, 8th January 1918. (41) Patent Office *Journal* April to June 1918. (42) A Guide to Taxila. (43) Report of the Chief Inspector of Mines in India for the year ending 31st December 1917. (44) The Astronomical Observatries of Jai Singh. (45) Patent Office Journal, July to September 1918. (46) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July 1918. Secy. Indian Science Association. (47) Copper in Ancient India. Supdt. Govt. Press Madras. (48) Sanskrit Manuscripts in the Govt Oriental Manuscripts Library, Madras vol. XXIX, 1918. (49) Do. vol. XXIII, 1918. (50) Annual Report on Epigraphy for 1917-18. Manager, Govt. Monotype Press, Simla. (51) Annual Return of Statistics Relating to Forest Administration in British India for the year 1916-17. শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত (52) Report of the Vivekananda Society for the year 1917.

উপহৃত পুথির তালিকা—

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, ১ গীতগোবিন্দ, ২ কেশবমঙ্গল, ৩ বৈষ্ণব-বিধান, ৪ প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, ৫ রামায়ণ, অরণ্যকাণ্ড, ৬ মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭ ঐ, শান্তি-পর্ব্ব, ৮ কালিকাপুরাণ, ৯ কামাখ্যাতন্ত্র, ১০ কুলার্ণবতন্ত্র, ১১ আচার-চিন্তামণি, ১২ উগ্রতারা-সহস্রনাম, ১৩ প্রশ্নবিনোদ, ১৪ জ্যোতিষসার, ১৫ সংকৃত্যমুক্তাবলী, ১৬ সময়প্রদীপ, ১৭ জাতদীপক, ১৮ চৈতন্য চন্দ্রামৃত, ১৯ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, ২০ পদ্মপুরাণ, ২১ গুরুগীতা। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়—২২ আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসা।

প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা—

প্রস্তাবক—শ্রীগোপালদাস চৌধুরী, সমর্থক—ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী, সদস্য—শ্রীশ্রীমন্ত সরকার, বি এ, বি টি, জামালপুর, মৈমনসিংহ। প্রঃ—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—রেভারেণ্ড জি, সেন্‌গোল্‌ন, ৫২ ট্যাংরা রোড। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীহৃষীকেশ দত্ত, আড়ংপাড়া, সাগরদাঁড়ি পোঃ, যশোহর। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ ঘোষ, ৩৫।১ হরি ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ৩৫।১ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীশরচ্চন্দ্র ভাদুড়ী, ১৮ গড়পাড় রোড। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র বি এ, এটর্ণী, ২৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীনলিনচন্দ্র দাস সরকার, ১০।এ মলিন সরকার ষ্ট্রীট। প্রঃ—ডাঃ শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীআশুতোষ রায়, উকীল, বর্দ্ধমান। শ্রীযামিনীভূষণ খণ্ডাইত, ঐ। শ্রীরাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় ঐ। শ্রীসারদাপ্রসাদ

ঐ। শ্রীদুর্গাদাস নন্দী, ঐ। শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপ্রভাতরঞ্জন মিত্র, ঐ। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনলিনাক্ষ দাস, ঐ। মৌলবী গোলাম মাইউদ্দিন, ঐ। মৌলবী বদরে আলম, ঐ। গোলাম মুর্ত্তজা, ঐ। মৌলবী আবদুল খালেক, ঐ। মৌলবী আবদার গণি, ঐ। মৌলবী আজিজুর রহমন, ঐ। মৌলবী নসিরুদ্দিন আহমদ, ঐ। মৌলবী মোহাম্মদ ইয়াকুব, ঐ। শ্রীযামিনীরঞ্জন সেন, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার রায়, ঐ। শ্রীরাখালচন্দ্র দাস, ঐ। শ্রীকালাচাঁদ মজুমদার, ঐ। শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, ঐ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঐ। শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী, ঐ। শ্রীশ্যামসুন্দর চৌধুরী, ঐ। শ্রীপ্যারীমোহন চৌধুরী, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ চৌধুরী, ঐ। শ্রীআশুতোষ চৌধুরী, ঐ। শ্রীকরুণাময় নাগ, ঐ। শ্রীবসন্তকুমার কুণ্ডু, ঐ। শ্রীশ্রীমোহন সিংহ, ঐ। শ্রীমনোহর সামন্ত, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ শিকদার, ঐ। শ্রীকানাইলাল ঘোষ, ঐ। শ্রীনিবারণচন্দ্র ছুই, ঐ। শ্রীবিনোদলাল ঘোষ, ঐ। শ্রীযদুনাথ হাজরা, ঐ। শ্রীভবানীপ্রসাদ নন্দী, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নন্দী, ঐ। *শ্রীরমেশচন্দ্র হাটী, ঐ। শ্রীশিবচরণ দত্ত, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল দত্ত, ঐ। শ্রীসন্তোষকুমার* রায়, ঐ। শ্রীকুলদানন্দ রায়, ঐ। শ্রীনিত্যানন্দ রায়, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীভোলানাথ রায়, ঐ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীগৌরপদ রায়, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরকার, ঐ। শ্রীদীননাথ বসু, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বসু, ঐ। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বসু, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী বসু, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, ঐ। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, ঐ। শ্রীরমণেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, ঐ। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীদিবাকর ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরমাপ্রসাদ আইচ, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপাঁচুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীগিরীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীভগবতী মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশিবরাম মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীপূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্ঞানদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীতারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশরৎকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীমৃগাঙ্কলাল মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীভূধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, ঐ। শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্ঞানানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবনওয়ারীলাল হাটী রায় বাহাদুর, ঐ। শ্রীহৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজগবন্ধু

হাজরা, মোক্তার, বর্দ্ধমান। শ্রীরাজেন্দ্রলাল হাজরা, ঐ। শ্রীউমেশচন্দ্র দে, ঐ। শ্রীপ্রসন্নকুমার সরকার, ঐ। শ্রীহরিনারায়ণ ঘোষ, ঐ। শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঐ। শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্র, ঐ। শ্রীনিকুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীভবানীদাস মজুমদার, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঐ। শ্রীনিত্যানন্দ মজুমদার, ঐ। শ্রীচারুচন্দ্র বসু, ঐ। শ্রীহরিদাস ভক্ত, ঐ। শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশশিভূষণ চৌধুরী, ঐ। শ্রীজয়গোপাল চৌধুরী, ঐ। শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সেন, ঐ। শ্রীসত্যকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীআশুতোষ মওরা, ঐ। শ্রীবামনদাস ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘটক, ঐ। মুন্সী মোহাম্মদ আজিম, ঐ। মুন্সী নুরল হাফিজ, ঐ। মুন্সী খলিলুর রহমন, ঐ। মুন্সী সৈয়েদ রাহাত আলী, ঐ। মুন্সী গোলাম কাইউম, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, ঐ। শ্রীমুনীন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, ঐ। শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, ঐ। শ্রীগগনচন্দ্র মিত্র, ঐ। শ্রীমন্মথনাথ বসু, ঐ। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সরকার, ঐ। শ্রীমুনীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরামগতি রায়, ঐ। শ্রীমণীন্দ্রনাথ রক্ষিত, ঐ। শ্রীশরচ্চন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীসাতকড়ি সা, ঐ। শ্রীপঞ্চানন পাল, ঐ। শ্রীমধুসূদন উপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅভয়পদ চট্টোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীযতীন্দ্রনাথ মাজিয়া, ঐ। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, ঐ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীঅতুলচন্দ্র আদিত্য, ঐ। শ্রীক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীবৈদ্যনাথ রায়, ঐ। শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীরমাপতি ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীজগৎপতি ভট্টাচার্য্য, ঐ। শ্রীকেশবচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীআনন্দচন্দ্র রায়, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দত্ত, ঐ। শ্রীমহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র কুণ্ডার, ঐ। শ্রীচন্দ্রশেখর দাঁ, ঐ। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, ঐ। শ্রীরাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ। শ্রীউপেন্দ্রনাথ খণ্ডাইত, ঐ। প্রঃ—আবদুল করিম, সঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বিশ্বাস এল্, টি, পোঃ রাঙ্গামাটী, চট্টগ্রাম। প্রস্তাবক—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমর্থক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—মোস্তাফ্কার আহ্মদ, ৩ গুমঘর লেন। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ, ট্রেনিং কলেজ, মোরাদপুর, পাটনা। শ্রীশক্তিশরণ সিংহ এম্'এ, বি এল্, উকীল, সিউড়ী। প্রস্তাবক—শ্রীরাজকুমার চক্রবর্ত্তী, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীযশঃপ্রকাশ মিত্র, বাদুড়বাগান রো। প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমর্থক—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সদস্য—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ৬০ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, সমর্থক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রীনীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রোড। প্রস্তাবক—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীসত্যশরণ চক্রবর্ত্তী, ৭ কাঁটাপুকুর লেন। শ্রীহরকুমার চক্রবর্ত্তী, ৭ কাঁটাপুকুর লেন। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীহিরণকুমার রায় চৌধুরী, সাউথ্ সুবার্বন কলেজ, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—

বিশেষ অনুরোধ যে, তিনি অন্যান্য প্রচলিত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-শাস্ত্রগুলির উপর কটাক্ষপাত না করিয়া, তাহাদের গুণগুলি গ্রহণ করেন এবং একযোগে কার্য্য করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথটি নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার প্রদর্শিত যন্ত্রগুলির দ্বারাই ইহা সপ্রমাণ হইবে যে, তিনি অন্যান্য চিকিৎসার ব্যবস্থাগুলির উপর অমনোযোগী হইলে ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই।

তৎপরে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের গভীর গবেষণা ও পরিশ্রম-লব্ধ এই প্রবন্ধ বা বক্তৃতা পাঠের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ করেন এবং বলেন যে, কাব্যতীর্থ মহাশয় দেশের নানা ক্ষেত্রের নবজাগরণের সহিত সুর মিলাইয়া তাঁহার প্রিয়তম শাস্ত্র অধ্যাত্ম-তত্ত্বপূর্ণ আয়ুর্ব্বেদের দিকে জনসাধারণের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমুৎসুক হইয়া আজ এই বাণী প্রতিষ্ঠানে দণ্ডায়মান—তাহা সফল করিতে হইলে তাঁহাকে ও তাঁহার ন্যায় সুধী আয়ুর্ব্বেদ অনুশীলনকারী পণ্ডিতগণকে এই ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের সম্যক্ প্রচার ও প্রসারের জন্য ঋষি জনোচিত ত্যাগের সহিত এই ভাবে জনসাধারণের নিকট বোধগম্য ভাষায় এইরূপ বহু চিত্র ও যন্ত্রাদি প্রদর্শন করিয়া ইহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইতে হইবে এবং এই শাস্ত্রোক্ত ঔষধাদির জন্য গাছ-গাছড়া, লতা-গুল্ম প্রভৃতি নিজেরা উপস্থিত থাকিয়া দেশে আজ্জাইয়া লইতে হইবে—নিজেরা ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া উহার সাফল্যের দিকে যত্নপরায়ণ হইতে হইবে, তবেই আশা পূর্ণ হইবে।

শেষে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদের আজকার সভা একটি বড় সভা। প্রায় ২॥০ ঘণ্টাকাল আমরা চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের এই বক্তৃতা শুনিয়া ও যন্ত্রাদি দেখিয়া বহু উপকার পাইলাম—সেই জন্য বক্তা মহাশয়কে আমি বহু ধন্যবাদ দিতেছি।

তিনি আয়ুর্ব্বেদের একজন একনিষ্ঠ সাধক হইলেও প্রাচীন ও বর্ত্তমানের সামঞ্জস্য করিয়া নানা চিত্রাদি ও যন্ত্রাদির সাহায্যে তাঁহার বক্তৃতাটিকে আরও মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন, ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহা ঠিক বটে যে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা অন্তর্মুখ, অন্তর্দর্শন ও যোগাদি সাহায্যে বহু তথ্য ঋষিরা আবিষ্কার করিতেন। বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু-শাস্ত্রের ইহা একটি বিশিষ্টতা, হিন্দুরা যোগবলে তমঃ ও রজঃ নাশ করিয়া সত্ত্বগুণের প্রাধান্য লাভ করিতে চায়। তবে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের অবতারণার জন্য দেশের পূর্ব্ব-প্রচলিত অনুষ্ঠান ও ব্যবস্থাগুলির প্রতি মনোযোগী হইবার জন্য বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, আমার বোধ হয়, নিজ আলোচ্য শাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য মাত্র। *বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতির কথা* ইংরাজ ডাক্তারেরা স্বীকার করেন না, তাহাতে কি এল গেল, আমরা যাহাতে তাহাদের এই সকল বিষয় বুঝাইতে পারি এবং নূতন নূতন আবিষ্কার দ্বারা আয়ুর্ব্বেদকে আরও জনসাধারণের শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি, তাহাই

করা উচিত ; এ কথা কেহই বলিতে পারেন না যে, ইহার আর উন্নতি নাই। শেষে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ করিলে, রাত্রি ৯টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত　　　　শ্রীচুনীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

পরিশিষ্ট—উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব, ১ শ্রীমন্ত বা বিপদ্‌-তারিণী ব্রতকথা। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ২ রীতি।

Officer-in-charge Bengal Sectt. Book Depot. 1. Annual Report of the Department of Fisheries, Bengal, Behar and Orissa, for the year ending 31st March 1918. Under Secretary, Govt. of Bengal, P. W. D. 2. The Annual Progress Report of the Superintendent, Mahomedan and British Monuments, Northern Circle, for the year ending 31st March, 1918.

প্রস্তাবিত সদস্য

প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন, বি এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩২৫, ১৫ই ডিসেম্বর ১৯১৮, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ (সভাপতি)

শ্রীবাণীনাথ নন্দী, পণ্ডিত শ্রীশ্রীপতি কাব্যতীর্থ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল্, মৌলবী এম এ. রসিদ, মৌলবী আবদর রহিম, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্, সেখ হবিবর রহমন মণ্ডল. শ্রীগিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীআনন্দচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার, শ্রীকালীকুমার বসু, অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমণিমাধব দে, এস্, কে, চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅশ্বিনীকুমার মজুমদার,

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীহরিদাস মিত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদকদ্বয়।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধপাঠ—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের "মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ নকল হইয়া উঠে নাই বলিয়া পঠিত হইল না।

২। নিম্নলিখিত নামগুলি যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ ঐ ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (নামের তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৩। নিম্নলিখিত তালিকানুযায়ী পুস্তক ও পুস্তকপ্রদাতৃগণের নাম শ্রীযুক্ত কিরণ বাবু উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে পরিষদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে প্রথমে মৌলবী আব্দর রহিম মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধে অনেক কথা আছে, কিছু কিছু ত্রুটিও আছে। দুই এক স্থলে দুই একটি অবান্তর আলোচনা হইয়াছে। প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বে আমরা একবার দেখিলে ভাল হয়।

মৌলভী মোজাম্মেল হক্ মহাশয় বলিলেন, এই প্রবন্ধের জন্ম ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ দিতেছি। ইহা একটি বহু দিনের অভাব পূর্ণ করিয়াছে। এই ইতিহাসের চর্চ্চা করা মুসলমান সাহিত্যিক মাত্রেরই আবশ্যক। শুধু মুসলমান-সমাজের তরফ হইতে নহে, বঙ্গ-সাহিত্যসেবী-মাত্রেরই পক্ষ হইতে আমি সেই অভাব পূরণের জন্ম ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয়কে পুনরায় ধন্যবাদ করিতেছি। কয়েকটি সংবাদপত্রের নামোল্লেখ হয় নাই; যেমন মুন্সী মইজ-দ্দীন-প্রকাশিত "প্রচারক", বরিশাল হইতে প্রকাশিত "ভারত-সুহৃৎ" ও "Moslem Chronicle" ইত্যাদি। প্রবন্ধ প্রকাশের সময় আর একবার অনুসন্ধান করিয়া লইলেই চলিবে।

শ্রীযুক্ত আব্দুল রসিদ সাহেব প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন,—আমি এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ; তবে জানিতে ইচ্ছা আছে। প্রবন্ধ হইতে অনেক বিষয় জানিয়াছি। বহু পরিশ্রমে, সাহিত্যের একটি বিভাগে ইতিহাস সংগ্রহের জন্য আমি প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। ত্রুটি আছে, থাকিতে পারে—কারণ, এই বিষয়ে ইহাই প্রথম প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে

অনেকেই ইহার সাহায্য করিতে পারিবেন এবং এই ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া কালে ইহা এক বিশিষ্ট ইতিহাসরূপে গৃহীত হইবে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—বঙ্গের মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক বন্ধুবর ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয় পরিষদেরই একটি কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিলেন; তজ্জন্য আমি পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃৎ ও একনিষ্ঠ হিতৈষী ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের প্ররোচনায় তিনি এই অতি প্রয়োজনীয় ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া একটি যথার্থ অভাব পূরণ করতঃ ইতিহাস-সাহিত্য পুষ্ট করিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় অন্যান্য পুথির বিবরণের সহিত মুসলমান-লিখিত বহু বাঙ্গালা পুথির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। সহযোগী ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয় ৪৮খানি মুসলমান পত্রের ইতিহাসের বিবরণ সর্ব্বপ্রথমে সংগ্রহ করিতে যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা ও মুসলমান-সমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। ৩০।৪০ খানি পত্র লিখিয়াও সহানুভূতি পাওয়া দূরে থাক, সময়ে সময়ে কোন উত্তরই পান নাই। সুখের বিষয়, এই বিষয়ে তাঁহাকে আর অধিক আক্ষেপ করিতে হইবে না। কারণ, এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলেই ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ও দোষ-গুণের আলোচনা-প্রসঙ্গে বহু তথ্য আবিষ্কৃত হইবে এবং তাঁহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

শেষে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় বলিলেন,—আমি বাঙ্গালা পুথি নাড়াচাড়া করি; দুই চারিখানি মুসলমানী পুথিরও আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। ডাক্তার সাহেবের সুলিখিত প্রবন্ধে আমরা অনেক নূতন কথা জানিতে পারিলাম। তজ্জন্য আমি প্রবন্ধ-লেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি।

তৎপরে সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—বহু পরিশ্রম, বহু অনুসন্ধানে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে; তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে এই প্রবন্ধ-লেখককে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহের যেমন চেষ্টা, সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টাও তেমনি। এই ৪৮ খানি সংবাদপত্রের ইতিহাস-সংগ্রহে—যদিও কয়েকখানির অকাল-মৃত্যু হইয়াছে, অনেক সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে। প্রবন্ধ-লেখক আর একটি ভাল কাজ করিয়াছেন, এই সঙ্গে তিনি সংবাদপত্রগুলির নীতি বা Policyর ইতিহাসও কিছু কিছু দিয়াছেন; উহাতে সমসাময়িক মুসলমান-সমাজের ভাবের ইতিহাস গ্রথিত হইয়াছে—এইটা আমি একটা প্রধান আবশ্যক মনে করি। নানা ভাষায় প্রচারিত মুসলমানী সংবাদপত্রের কথাও তিনি কিছু কিছু উল্লেখ করিলে মন্দ হইত না। কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার ইতিহাস সম্পূর্ণ নহে। তবে যে তিনি এ বিষয়ের

পুনরায় আমি ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয়কে তাঁহার এই বহু অনুসন্ধান-লব্ধ প্রবন্ধের জন্ম ধন্যবাদ দিতেছি।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে প্রবন্ধ-সংগ্রহকর্ত্তা ডাঃ সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—বঙ্গীয় মুসলমান-সম্পাদিত ইংরাজি সংবাদপত্রের দুই একটা নাম বাদ আছে, তাহা অবশ্য ত্রুটি মনে করি। কিন্তু আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, আমার নোট-বহিখানির দুই তিনটি পাতা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এই প্রকার ত্রুটি ঘটিয়াছে। এ ত্রুটি পরে সংশোধন করিবার ইচ্ছা আছে। বাঙ্গালী মুসলমানদিগের উর্দ্দু ও ফার্সী পত্রিকাগুলির নামই আমি উল্লেখ করিয়াছি। পশ্চিমাঞ্চলবাসী মুসলমানদিগের দ্বারা পরিচালিত এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত উর্দ্দু পত্রিকাগুলির নাম আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই পরিত্যাগ করিয়াছি। যে তালিকা আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ বাঙ্গালী মুসলমানদিগের কীর্ত্তির তালিকা।

শেষে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিশেষ দুঃখিত অন্তঃকরণে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, ময়মনসিংহ জেলার সুবিখ্যাত সাহিত্যিক, ভারতভ্রমণ-লেখক, নানা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, শীকার-দক্ষ জমিদার ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়ের ও কর্ণাটক সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক ও, এস্, অচ্যুতরাও মহাশয়ের অকালমৃত্যু হইয়াছে। তজ্জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ দুঃখিত এবং তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, ইহাঁদের আত্মীয় জনগণের প্রতিনিধিকে শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র প্রেরণ করা হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং হীরেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীচুনীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযুক্ত দামোদরদাস খান্না, ১৭ বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ ভাদুড়ী, ১৮ গড়পাড় রোড। প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমর্থক—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন, সাবডিভিসন্যাল অফিসার, বসীরহাট।

উপহৃত পুস্তক-তালিকা—

উপহারদাতা—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়,—১ স্বদেশের হিতকথা, ২ আর্য্যশিক্ষা, ৩ ভারত-রমণী, ৪ বঙ্গমহিলা, ৫ রসাবিষ্কারবৃন্দক, ৬ শ্রীজয়দেব, ৭ গৃহমুকুর। আবদুল হামিদ—৮ তাপস-গীতি। Director, Agricultural Research Institute, Pusa. ৯ Scientific Report of the Agricultural Research Institute, Pusa 1917-1918.

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

(সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত।)

২০শে পৌষ ১৩২৫, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯১৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, (সভাপতি)

শ্রীযুক্ত রেভাঃ এ ধর্ম্মপাল, সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি আই ই, এম এ, ডি এল্, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ সি এস্, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ ডি, শ্রীযুক্ত স্বামী আর, সিদ্ধার্থ, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম্ এ, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীইন্দুভূষণ দে মজুমদার, শ্রীকুমুদবন্ধু দাসগুপ্ত বি এ, শ্রীবিজয়লাল দত্ত, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, কবিরাজ শ্রীহেমচন্দ্র সেন কবিরত্ন, কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ কাব্যতীর্থ, ডাঃ শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কুমার শ্রীক্ষিতীন্দ্র দেবরায়, শ্রীরাধানাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, শ্রীনরেন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীপ্রিয়লাল মল্লিক, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীভূপতিচরণ কাব্যতীর্থ, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী, স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কবিরঞ্জন, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভি, এস, মুদলেয়ার, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, পি চক্রবর্ত্তী এম্ এ, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এল্ এম্ এস্, শ্রীগোপালদাস চৌধুরী এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত বি এ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র বি এ, কবিরাজ শ্রীকিশোরিমোহন গুপ্ত কাব্যতীর্থ, এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীশশাঙ্কভূষণ সিংহ বি এ, শ্রীচুনীলাল পাল বি এ, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র পাইন বি এ, বি টি, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীপ্রমথনাথ দে, শ্রীকালীকুমার বসু, শ্রীদ্বিজপদ মিত্র, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতারাপদ সিংহ, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীকুমুদ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমাণিকলাল শেঠ, শ্রীকুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন ঘটক, শ্রীনটবর দাস, শ্রীনীহাররঞ্জন দাস, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীআশুতোষ জানা, শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার রায়, শ্রীজগদ্বন্ধু রায়, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসুকুমার লাহিড়ী, শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, শ্রীইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কর গুপ্ত,

শ্রীসুশীলগোপাল বসু, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীললিতমোহন পাল, শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীনেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ বসু, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীহরেশচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীতারাপদ বিদ্যাভূষণ, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমন্মথ লাহিড়ী, শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমণি-মোহন সেন, শ্রীননীলাল মিত্র, শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীমণিমাধব দে, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, মৌলবী আবু ইসমাইল সিরাজি, শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীচারুচন্দ্র রায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশরৎচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র, শ্রীপুলিনেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুশীলকুমার রায়, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায়, শ্রীদুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমৃগাঙ্ক-দাস চৌধুরী, শ্রীবসন্তকুমার দত্ত, শ্রীমণিকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগোকুলচন্দ্র রায়, শ্রীবঙ্কিম-বিহারী গুপ্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীগোপেশ্বর দত্ত, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীবঙ্কিমবিহারী গুপ্ত, শ্রীজ্যোতির্ভূষণ সেন, শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহ, শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপঙ্কজভূষণ দেব, শ্রীপ্রমথনাথ নাগ, শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচণ্ডীচরণ চৌধুরী, শ্রীনীলকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসূর্য্যকুমার দত্ত, শ্রীগিরীন্দ্রকুমার রায়, শ্রীনলিনীমোহন নিয়োগী, শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীশশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, এস, কে, চাটার্জ্জি, শ্রীবিজয়রত্ন সুর, শ্রীকুমুদবন্ধু রায়, শ্রীগণেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, শ্রীপরিতোষকুমার বসু, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দে, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার কুণ্ডু, শ্রীকানাইলাল দাস, শ্রীক্ষেমাপদ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাইমোহন সিংহ, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন রায়, শ্রীশিবনাথ বসু, শ্রীদ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দে, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীদুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সেন, শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিশ্চন্দ্র সেন, শ্রীনিখিলপতি গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅক্ষয়কুমার মিত্র, শ্রীপ্রমথনাথ কুমার, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, শ্রীমণিমাধব দে, শ্রীক্ষেত্র-নাথ কর, শ্রীমধুসূদন সাহা, এস, সি, রায়, এন্ মল্লিক, এ, কে, দত্ত, ডি, এম, বসু, এন্ দাস, শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীশৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভবরঞ্জন রায়, শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র দাস, শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রাণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামদাস বসু, এন্, সি, বসু, পি মুখার্জ্জি, এস, কে, বাগচী, শ্রীকালীপদ দত্ত, বি, বি, রক্ষিত, এচ, সি, মিত্র, শ্রীঅক্ষয়কুমার বসু, বি, বি, সেন, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ „ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি ডাঃ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী „ কিরণচন্দ্র দত্ত	সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের অন্যতম সদস্য, দেশপূজ্য, ঋষিকল্প, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে পরিষৎ কর্তৃক শোক প্রকাশ ও মৃত মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে বিশেষ শ্রদ্ধা দান।

অনিবার্য্য কারণে পরিষদের সভাপতি জগন্মান্য সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অনুপস্থিত থাকায়, প্রবীণ সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার প্রারম্ভে বলিলেন,—আজ আমরা যে জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। পরিষৎ হইতে আমরা অনেকের জন্য অনেক শোক প্রকাশ করিয়াছি। অনেকের জন্য অনেক কথা খুঁজিয়া বলিতে হয়। কিন্তু আজ যাঁহার পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি, সেই গুরুদাস বাবু সর্ব্বদা আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান আছেন। তিনি আমাদের সকলেরই মাননীয় এবং দেশপূজ্য। তিনি একটি বড় আলোর মত ছিলেন এবং তাঁহাকে সকলেই চিনেন। আমি তাঁহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য প্রথমে রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরকে অনুরোধ করিতেছি।

এই সময় অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া যাঁহারা সহানুভূতি-সূচক পত্র পাঠাইয়াছিলেন, অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভার সমক্ষে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া তন্মধ্য হইতে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পত্র পাঠ করিবার পর, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলিলেন যে, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কেন না, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, হিন্দু, মুসলমান, সাহেব প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে জানিতেন; তাঁহার নাম শোনেন নাই বা তাঁহাকে জানেন না, এমন লোক নাই বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি হইবে না। ব্যবহারাজীব এবং বিচারপতিরূপে তিনি দেশের জন্য যে সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আপনারা অনেকেই জানেন। তিনি সাহিত্য-পরিষদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু এবং সদস্য ছিলেন। বঙ্গভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনিই প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার ছিলেন, তখন তাঁহার 'কনভোকেশন লেক্‌চারে' এই কথার স্পষ্ট আলোচনা আছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের শিক্ষা যদি কখন জাতীয় ভাষার মধ্য দিয়া হয়, তবে জানিব, ইহার মূলে জ্ঞানী এবং ঋষি সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ত্তমান। এই বলিয়া শ্রীযুক্ত চুনী বাবু নিম্নলিখিত প্রথম প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং বাঙ্গালী জাতির গৌরব, মনীষার অবতার, পরম ভক্তিভাজন, ঋষিকল্প, অজাতশত্রু, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত

সাহিত্য-পরিষৎ আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।" শ্রীযুক্ত চুনী বাবু আরও বলি-লেন,—আজ তাঁহার পবিত্র স্মৃতি পূজার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই জানেন, তিনি একজন স্বপ্রতিষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। অন্ধ অনুকরণ তিনি কখনও করিতেন না। পাশ্চাত্য জ্ঞানে তাঁহার বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইলেও জাতীয় জীবনের উপযোগী আচার-ব্যবহার তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি এক-জন অসাধারণ সংযমী পুরুষ ছিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। সেনেটের মিটিংএ তাঁহার যে সংযম দেখিয়াছি, তাহা অপূর্ব্ব। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও তাঁহার সংযম ছিল। গুটীপোকা গরম জলে মারিয়া ফেলিয়া রেশমী সূতা প্রস্তুত হয় বলিয়া, তিনি কখন রেশমী কাপড় ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার আহারের সংযমের কথা আমি বিশেষরূপে জানিতাম। তিনি রেল গাড়ীতে কখন কিছু খাইতেন না—ইউনিভার্সিটি কমিশনে রেলে যাতায়াত-কালে এক সময়ে তিনি ২৪ ঘণ্টা অনাহারে ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহার স্থান পূরণ করিতে পারেন, এমন লোক বঙ্গদেশে নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে অনেক কথা অনেকের নিকট আপনারা শুনিয়া-ছেন। সে দিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। তাঁহার উপর বিধাতার অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল। তিনি জীবনে কখন বড় শোক পান নাই। ৺সারদা বাবুর স্বেচ্ছা-মরণ হইয়াছিল—গুরুদাস বাবুরও হইল। কিন্তু এই স্বেচ্ছামরণ আমরা ভুলিয়া যাইতেছি—ইহার মহিমা আমরা জানি না। গুরুদাস বাবু আমাদের শেষ ব্রাহ্মণ, শেষ হিন্দু, শেষ খাঁটি ব্রাহ্মণ। অতবড় ইংরাজী লোনা-জল তাঁহার পেটে গিয়াও তাঁহাকে বিগড়াইতে পারে নাই। তিনি আমাদের দেশী আদর্শ ছিলেন। আমাদের যদি মানুষ হইতে হয়, তবে তাঁহার আদর্শই গ্রহণ করিতে হইবে।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত তারাপদ বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত "সার গুরুদাস বিয়োগে" নামক তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিলেন।

অতঃপর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—বাস্তবিকই আমাদের দেশে 'একে একে নিভিছে দেউটি'। গুরুদাস বাবু আমাদের অনাথ করিয়া চলিয়া গেলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আলো অনেক আছে; কিন্তু যে দেউটি বাঙ্গালা উজ্জ্বল করিয়া ছিল, তাহা নিভিয়া গেল। কবি বলিয়াছেন,—'শোচনীয়াসি বসুধা যস্যং দশরথাচ্চ্যুতা।' গুরুদাস বাবুর মহনীয় বরণীয় চরিত্রের বিশ্লেষণ আমার সাধ্য নহে—বোধ হয়, তাহার এ সময়ও নহে। তবে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিতে পারি, গুরুদাস বাবু আমাদের গুরু ছিলেন;—আজ আমরা গুরু হারা হইলাম। তিনি মাটির মানুষ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে দৃঢ়তা ছিল, তাহা অনন্যসাধারণ। কবি বলিয়াছেন—'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি। লোকোত্ত-

প্রাণাং চেতাংসি কো হি বিজ্ঞাতুমর্হতি ॥' গুরুদাস বাবুতে আমরা এই বচনের যাথার্থ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার মাতৃভক্তি অসাধারণ ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন,—গুরুদাসের মাতৃভক্তি দেখিয়া আমি তাহাকে ভক্তি করি। গুরুদাস বাবুর মাই তাঁহাকে গুরুদাস বাড়ুজ্যে করিয়া গড়িয়াছিলেন - সেই জন্য আমরা এইরূপ গুরুদাস পাইয়াছিলাম। তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন—"ব্রাহ্মণ্য" কথার আত্মায় যাহা বিদ্যমান, তাহা গুরুদাস বাবুতে ছিল। তিনি পরিষদের হিতৈষী ছিলেন—পরিষৎকে অনেক সঙ্কট হইতে তিনি ত্রাণ করিয়াছেন। বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াও পরিষদের সভাপতি হইতে তিনি কখন সম্মত হন নাই। বাংলা ভাষায় তিনি যে সব বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি মূর্ত্তিমান্ স্বাবলম্বন ছিলেন। সারা জীবন তিনি কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। এই সময় তিনি স্যার গুরুদাস ও প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে আরও দুই একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া গুরুদাস বাবুর জীবনালোচনা করিলেন ও শেষে বলিলেন,—আজ আমরা তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে উপস্থিত হইয়াছি। যদি আমরা তাঁহার স্মৃতি রাখিতে চাই, তবে আসুন, আমরা বলি—'তোমার চরণ, করিয়া শরণ, চ'লেছি তোমারি পথে' ইত্যাদি।

শেষে সভাপতি মহাশয় প্রথম প্রস্তাবটি পাঠ করিলে, উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্নলিখিত ২য় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন,—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন, পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিতেছেন যে, যাহাতে সত্বরে স্বর্গীয় মহাত্মার একখানি প্রতিকৃতি পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হউক।"

এই উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু বলিলেন যে, গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে আপনারা অনেকেই অনেক কথা জানেন এবং আজিও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বেশী বলা অনাবশ্যক। আমি মাত্র একটি কথা বলিব। তাঁহাকে যদি চিনিতে হয়, তবে হিন্দু জাতিকে চেনা আবশ্যক। যত দিন ইউরোপীয় ভাবে আমরা বিভোর থাকিব, তত দিন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারিব না। তিনি কখন কোন বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন না। কেন না, তিনি বৈদান্তিক ছিলেন; এই সব সামান্য খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া তিনি কখন ঝগড়া করা পছন্দ করিতেন না। তিনি একনিষ্ঠ আচারবান্ এবং মিষ্টভাষী ছিলেন—কখন কাহারও খোসামোদ করিতেন না। আজ আমি এই সভায় তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে আসি নাই—তাঁহার চরণে ভক্তি-অঞ্জলি দিতে আসিয়াছি।

এই প্রস্তাব সমর্থনকল্পে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম এ মহাশয় বলিলেন,—পূজনীয় গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিবার আদেশ করিয়া সভাপতি মহাশয় বোধ হয়, সুবিবেচনার কাজ করেন নাই। আমি যদি তাঁহার [illegible]

আপনারা আমার অক্ষমতা মার্জ্জনা করিবেন। গুরুদাস বাবুর চরিত্র ভাল করিয়া দেখাইবার প্রয়োজন নাই—কেন না, তাঁহার সহাস সুন্দর মূর্ত্তি এখনও আমাদের সমক্ষে যেন বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমার ছাত্রাবস্থায় দুই জন মহাপুরুষের সহিত পরিচিত হইবার জন্ত প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল,—১ম বিদ্যাসাগর মহাশয়, ২য় গুরুদাস বাবু। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; গুরুদাস বাবুর দর্শন লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম। গুরুদাস বাবুর হৃদয় পরশ-পাথরের মত ছিল; যাঁহারা তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারাই সোনা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন একটি মহাযজ্ঞ; তিনি আত্মদান করিবার জন্ত সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। আপনারা জানেন, তাঁহার সংযম ও ত্যাগ অপূর্ব্ব ছিল। সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় যেখানে হইতে পারে, তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। পরিষদের সঙ্গে তাঁহার যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা আজ যে গৌরবের আসন পাইয়াছে, ইহার মূল তিনিই পত্তন করিয়াছিলেন। শিষ্য, ছাত্র এবং সন্তানের মত আমরা তাঁহার নিকট গিয়াছি। তাঁহাকে বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু ভাগীরথীস্নানের মত আমরা পবিত্র হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় ২য় প্রস্তাব অনুমোদন উপলক্ষ্যে বলিলেন,—গুরুদাস বাবু সত্যযুগের ব্রাহ্মণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। বিপিন বাবু বলিয়াছেন, তিনি কোন বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করিতেন না। এ কথা ঠিক নহে। তাঁহার বিবেকবিরুদ্ধ কার্য্যে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। গোঁড়া হিন্দু হইলেও তিনি সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতঃপর মন্মথ বাবু "প্রভাস" গ্রন্থ হইতে 'যাও মা মানবী দেবি, পূর্ণ ব্রত মা তোমার" ইত্যাদি কবিতাংশ পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, গুরুদাস বাবু প্রায়ই মধ্যে মধ্যে এই কবিতাটি পাঠ করিতেন এবং কতকটা এই ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় তাঁহার রচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়া, মহাত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিলেন। চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত ও কলিকাতার শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের প্রেরিত দুইটি কবিতার কথা এই সময় উল্লিখিত হইল।

পরে সভাপতি মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলে, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

শেষে সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় নিম্নলিখিত তৃতীয় প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—

"অদ্যকার বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবদ্বয়ের অনুলিপি স্বর্গগত মহাত্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হউক।"

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—দেবপ্রসাদ বাবু যে

প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমি সমর্থন করি। গুরুদাস বাবু একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। তাঁহার সহিত আমার গত ২২ বৎসরের পরিচয়। তিনি যে আজ নাই, ইহা আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। অন্য ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না; সেই জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিনয় অসাধারণ ছিল এবং সাহিত্য-পরিষদের তিনি অনেক উপকার করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। আমি উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।

এই সময় সভাপতি মহাশয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারক, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীযুক্ত এইচ্‌ অনাগারিক ধর্ম্মপাল মহাশয়কে কিছু বলিতে বলায়, তিনি বলিলেন যে, আমি বাঙ্গালা ভাষায় কিছু বলিতে অক্ষম; তজ্জন্য দুঃখিত। পরে ইংরাজী ভাষায় দুএক কথায় যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,—আমি পরলোকগত মহাত্মাকে কোন ইংরাজি গৌরবে ভূষিত আখ্যা দিয়া সম্ভাষণ করিতে চাই না, তাঁহাকে আমি 'ব্রাহ্মণ গুরুদাস' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে চাই। তিনি যে একজন আদর্শ ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ সম্মান। তাঁহার উদার ব্রাহ্মণত্বের ভাবে তিনি সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া আদর্শ মনুষ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন,—আমরা আজ যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের স্মৃতির পূজার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার তুলনা বাঙ্গলায় বিরল। আমাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় তিনি যে সব উপদেশ দিতেন, তাহা অমূল্য। সেই ঋষির হৃদয় দেশের চিন্তায় কিরূপ স্পন্দিত হইত, তাহা তাঁহার লিখিত বহু পত্রাবলী হইতে জানা যায়। তিনি দেশের নেতা ছিলেন। তিনি অমরধামে গিয়াছেন—বিশ্বজননী তাঁহার আত্মাকে শান্তি দান করুন।

অতঃপর ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা আপনারা শুনিয়াছেন; আমি আর বিশেষ কি বলিব। ১৯০৫ সালের শেষে তাঁহার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তখন হইতেই জানি, তিনি একজন আদর্শ বাঙ্গালী। ভগবান্ বাঙ্গলা দেশের গুরুদাসকে নিয়াছেন, আবার বোধ হয়, অন্য দেশের গুরুদাস গড়িতেছেন। এই সময়ে তিনি একটি ফারসী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া গুরুদাস বাবুর জীবনের আদর্শের পরিচয় দিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন, ব্রাহ্মণের আদর্শ ছিলেন, ব্রাহ্মণের যেরূপ সত্ত্বগুণ-প্রধান হওয়া উচিত, তিনি সেইরূপ ছিলেন। তাঁহার প্রতিকৃতি রাখিবার কথা হইয়াছে। যদি হয়, তবে হাইকোর্টের পোষাকে নহে, খাঁটি ব্রাহ্মণের পোষাক-পরা প্রতিকৃতি পরিষদে রাখা উচিত।

সায় গুরুদাসকে দেখিয়া আসিতেছি। তিনি সব স্মৃতিসভাতেই যাইতেন। আজ পঞ্চাশ বৎসর পরে তিনি নাই। তাঁহার বিয়োগে এই সভায় আমরা আজ তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি ৩য় প্রস্তাবটি পাঠ করিলেন এবং সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উহা গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীশ্রীনাথ সেন
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

২১শে পৌষ ১৩২৫, ৫ই জানুয়ারী ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, পণ্ডিত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরামহরি ভড় বি এল্, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীশ্যামাচরণ পাল, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সিংহ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র পাল, শ্রীপ্রমথনাথ শীল, শ্রীহরিপদ ঘোষ, শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার, শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীঅনন্তকুমার তলাপাত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীসূর্য্যকুমার পাল, শ্রীভোলানাথ কোঁচ, শ্রীশশীন্দ্রসেবক নন্দী। ডাঃ শ্রীআবদুল গফুর সিদ্দিকী (সহকারী সম্পাদক)।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমালোচনা" নামক প্রবন্ধ, ৫। শোক-প্রকাশ—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোকগমনে, ৬। বিবিধ।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় গত

চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত সদস্যগণের নামতালিকা পাঠ করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহারা সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয়, উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির নাম এবং উপহারদাতৃ-গণের নাম পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৪। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্‌ এ মহাশয়ের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমালোচনা" নামক প্রবন্ধের সারাংশ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, সমগ্র প্রবন্ধ পাঠ না করিলে প্রবন্ধের বিস্তৃত সমালোচনা করা অসম্ভব। প্রবন্ধ ২৫শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে—২।৩ দিন মধ্যেই সকলে দেখিতে পাইবেন। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু যে সকল আপত্তি করিয়াছেন, তাহার উত্তরও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় লিখিয়াছেন এবং এই উত্তরও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার ও উচ্চারণ প্রভৃতির যে খুটি-নাটির আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে হইলে প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়া উচিত।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রবন্ধে সমস্ত কথাই বলিয়াছেন, অদ্যকার সভায় তাঁহার আর বলিবার কিছুই নাই।

তৎপরে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পাদন করিয়া এবং সাহিত্য-পরিষৎ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় এই শ্রেণীর প্রয়োজনীয় গ্রন্থ অতি অল্পই আছে। বসন্ত বাবু শব্দের ইতিহাস-সঙ্কলনে অসাধারণ গবেষণা ও পরিশ্রম করিয়াছেন। সেই জন্য এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন একখানি অমূল্য গ্রন্থরূপে পরিগণিত। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুও এই বিভাগে কাজ করিতেছেন। গুণীর গুণ গুণবান্‌ই বুঝেন—এই জন্যই তিনি উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন।

৫। শোক-প্রকাশ—সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—স্বর্গীয় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়কে সকলেই জানেন। তিনি দেশের জন্য এমন একটা ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন, যাহা এক সময়ে কোনরূপে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় নাই—তিনি তাঁহার একার চেষ্টাতেই তাহা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা তাঁহারই প্রাণপাত চেষ্টার সুফল। কলিকাতা নগরীতে ৩০।৩২ বৎসর

সেই স্কুলে বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। আমি তথায় রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতাম। সেই স্কুল সম্প্রতি বঙ্গদেশে একটি দ্বিতীয় কলেজে পরিণত হইয়াছে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া গৃহীত (affiliated) হইয়াছে—এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশের সাধারণের ডাক্তারী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। তিনি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাদাস কর বঙ্গদেশে ও বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ডাক্তারী চিকিৎসা-শাস্ত্রের ভৈষজ্য-বিদ্যার এক অমূল্য গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বই পড়িয়া অনেকে ডাক্তার হইয়াছেন। ইংরাজী পাঠ্য-পুস্তকে যে সকল তত্ত্ব সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত আছে, তিনি সেই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার কর সেই বাঙ্গালা 'মেটিরিয়া মেডিকা'র বহু সংস্করণ করিয়া, তন্মধ্যে নূতন চিকিৎসা-তত্ত্বসমূহ সন্নিবেশিত করিয়া, পুস্তকখানিকে বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়াছেন। প্রেস্‌ক্রপশন্-বুক, খাদ্য সম্বন্ধে পুস্তক, রোগ-পরিচর্য্যা ও 'মেডিসিন' সম্বন্ধে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের নিজের বই আছে। প্রত্যেক পুস্তকেই তিনি নবাবিষ্কৃত সমস্ত তত্ত্বই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। চিকিৎসা-শাস্ত্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলন করিবার জন্য তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আমি তাঁহার নিকট হইতেই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান ীয় পুস্তক ছাপাইবার উৎসাহ ও উপদেশ পাইয়াছিলাম। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর হাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের একজন প্রকৃত কর্ম্মীর অভাব হইয়াছে। তাঁহার সৎকর্ম্মে নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও নিঃস্বার্থ কর্ম্ম দেশের লোকের পক্ষে অনুকরণীয়। আমি তাঁহার জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নিকট পরিষদের সমবেদনা-সূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব করিতেছি।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ডাক্তার কর মহাশয়ের কীর্ত্তি-কলাপ সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার তিনি অনুমোদন করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—আমি ডাক্তার কর মহাশয় সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলে নিজের দিক্ হইতে পাপগ্রস্ত হইব। তিনি আমার গুরু ছিলেন। আমি তাঁহার কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের একজন ছাত্র ছিলাম। প্রথমে উক্ত স্কুল বহুবাজার ষ্ট্রীটে ছিল; তথা হইতে বিবিরবাগান ট্রাম ডিপোর কম্পাউণ্ড যেখানে আছে, সেখানে উঠিয়া আসে। প্রথমে তিনটি ক্লাস ছিল। তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পরিশ্রম করিতেন—ছাত্রগণকে জাতিধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সন্তানের ন্যায় দেখিতেন। বাড়ীতে নিজ ধর্ম্ম পালন করিতেন—বাহিরে মানুষের মত ব্যবহার করিতেন। তিনি সদা প্রফুল্ল ছিলেন। অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ও আমার গুরু। ডাক্তার করের নিকট নোট লিখিয়া পড়িবার আবশ্যক হইত না—তাঁহার লেক্‌চার শুনিয়াই পড়ার কাজ হইত। তাঁহার

পিতার কথা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজন। পল্লীগ্রামের ডাক্তারদিগের মধ্যে প্রায় শতি শতকরা ৯৯ জন তাঁহার মেটিরিয়া মেডিকা পড়িয়া ডাক্তার হইয়াছিল। পরিষৎ হইতে বাঙ্গালা ভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা প্রচলন করিবার জন্য গবর্মেণ্টের সহিত যে সকল পত্র-ব্যবহার হইতেছে—তাহা স্বর্গীয় ডাক্তার করেরই প্রস্তাবমত হইতেছে। বঙ্গেশ্বর উডবার্ণ বেলগেছের মেডিক্যাল স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন। সে সময় ডাক্তার কর যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহা উড্‌বার্ণ সাহেব গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। তিনি একজন নিষ্কাম সাধক ছিলেন—সেরূপ এখন আর একজনও দেখা যায় না। তিনি কাজ চাহিতেন, নাম চাহিতেন না। বেলগেছিয়া মেডিক্যাল কলেজ তাঁহার অমর-কীর্ত্তি। আমি আগামী কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে, ডাক্তার করের জন্য একটি বিশেষ শোক-সভার প্রস্তাব উপস্থিত করিব এবং আমার আশা আছে যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবেন না।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—পরিষৎ, ডাক্তার করের নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় পিতার একখানি তৈল-চিত্র ও তাঁহার রচিত সমস্ত পুস্তক পরিষৎকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহার নিকট বিশেষভাবে ঋণী। আমি ১৮৯৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালায় প্রাকৃটিকাল কেমিষ্ট্রী লিখি—তাঁহারই প্রবোচনায় ও উৎসাহে ঐ বই লিখিয়াছিলাম। তৎপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ে বই লিখিবার চেষ্টা খুব কমই ছিল। তাঁহার পরামর্শে, উৎসাহে ও যত্নে আমি "ফলিত রসায়ন"ও লিখিয়াছিলাম।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই শোক-প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়, উদীয়মান সাহিত্যিক অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পরলোক-গমনের বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি সনাতন ধর্ম্ম-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উক্ত স্কুলটি সংপ্রতি এফিলিয়েটেড্ (affiliated) হইয়াছে। স্কুলের প্রথমাবস্থায় যে সকল দুরবস্থা ছিল, সেগুলির সংস্কার করিয়া তিনি স্কুলটিকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তিনি বোলপুরে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে ছিলেন। তিনি আমেরিকা গিয়াছিলেন এবং তথাকার সভ্যতা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবেন বলিয়াছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সাময়িক রাজনৈতিক বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়েও তিনি সুন্দর লিখিতে পারিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গভাষার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

প্রস্তাবিত সদস্য—

প্রস্তাবক—শ্রীদামোদর চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীসতীশচন্দ্র দে এম্ এ, আন্দুল রাজ, আন্দুল মৌরী, পোঃ হাওড়া। কুমার শ্রীসুরথনাথ মিত্র, ঐ, ঐ। শ্রীনলিনবিহারী কুণ্ডু চৌধুরী, জমীদার, ঐ। শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, ঐ। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু, ৭২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উকীল, সন্দীপ, নোয়াখালী। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথ দেব গোস্বামী, পুরী। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীসুরেশচন্দ্র বাক্‌চি। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সদস্য—শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বি এল্, উকীল, কুষ্টিয়া, (নদীয়া)।

উপহৃত পুস্তক-তালিকা—

Secretary, The Bengal Publicity Board (1) War Pamphlets No. 1 (2) Do. No. 2 (3) Do. No. 6 (4) Do. No. 9 (5) Do. No. 10 (6) August the Fourth (1918) (7) Blood and Treasure (8) The Montagu Chelmsford Proposals for Indian Constitutional Reform 1918 (9) The Charactor of the British Empire (10) Comrades in Arms (11) War Lecture's Hand Book (12) Sketch Map of Eastern Russia and Western Siberia Derector, Geological Survey of India (13) Records to the Geological Survey of India Vol. XLLX, Part II, 1918. Officer in Charge, Bengal Secretariat Book Depot. (14) Report on Inland Emigration, for the year ending 30th June 1918. Secretary, Smithsonian Institution (15) Teton Sioux Music. শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার—(16) America Through Hindu Eyes.

শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, (১) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনীর ৩য় অধিবেশনের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ চট্টগ্রাম)। সম্পাদক, জ্ঞানমণ্ডল, (২) বিহারীকী সতসঈ। সেক্রেটারী, বেঙ্গল পাবলিসিটি বোর্ড, (৩) ৪ঠা আগষ্ট, (৪) কথোপকথন।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন

২৮শে পৌষ ১৩২৫, ১২ই জানুয়ারী ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৹টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীরেবতীমোহন সেন, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীউমেশচন্দ্র রায়, শ্রীবিজয়কুমার বসু, শ্রীকালীকৃষ্ণ ভাদুড়ী, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীসতীন্দ্রসেবক নন্দী, শ্রীতারকনাথ রায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায়, শ্রীশিশুপদ দাস, এস, কে, চাটার্জ্জি, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা এম্ এ, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীতারকদাস ঘোষ, শ্রীনিখিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীমণিমাধব দে, শ্রীপঞ্চানন পাল, শ্রীবৈদ্যনাথ কর, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীজিতেন্দ্রনথ রায় চৌধুরী, শ্রীনগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু, শ্রীনগেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীশচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, এস্, এম্, চাটার্জ্জি, সি, সি, বানার্জি, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মিত্র, এ, সি, নাগ।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী } সহকারী সম্পাদকদ্বয়।
 " কিরণচন্দ্র দত্ত }

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-লিখিত "আলোচনা", (খ) মুন্‌শী নজির আহমদ সাহেব-লিখিত মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের "বাঙ্গালা শব্দকোষ আলোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য" এবং (গ) পণ্ডিত শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা", ৫। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত ৪র্থ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, বর্ত্তমান অধিবেশনে নূতন সদস্যরূপে কাহারও নাম প্রস্তাবিত হয় নাই।

৩। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক-সকলের নাম এবং উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিয়া, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে সর্ব্বসম্মতি-

৪। (ক) শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "আলোচনা" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ-লেখক এই প্রবন্ধে পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "প্রাচীন পুথির বিবরণ" গ্রন্থের ছয়খানি পুথির বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধ-পাঠান্তে বসন্তবাবু বলিলেন,—প্রাচীন পুথি সম্বন্ধে অনেকেই বড় একটা আলোচনা করেন না। প্রাচীন পুথির কথা দূরে থাক, প্রবন্ধ-লেখক তাহার বিবরণ লইয়া যে এতটা মাথা ঘামাইয়াছেন এবং এই আলোচনাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

(খ) তৎপরে মুনশী নজীর আহ্‌মদ মহাশয়ের লিখিত "আলোচনা" প্রবন্ধটিও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পাঠ করিলেন। মৌলবী মহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়, পরিষৎ-পত্রিকায় "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধোক্ত 'আউল' এবং 'আনাড়ী' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে নজীর আহ্‌মদ মহাশয়, শহীদুল্লাহ্ মহাশয়ের সহিত একমত হইতে না পারিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধ-পাঠান্তে বসন্তবাবু বলিলেন,—কোনও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রধান সহায়—যুক্তি ও প্রমাণ, ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনেও এ কথা ভুলিলে চলিবে না। Indo European ভাষাসমূহে অনেক শব্দের রূপ প্রায় এক। প্রাকৃত-সম্ভব ভাষাসকলের মধ্যেও শব্দগত সাদৃশ্য বিলক্ষণ; আর তাহাই স্বাভাবিক। সেই জন্য কোন দুই ভাষার মধ্যে কেবল শব্দ-সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া কোন একটি ভাষার শব্দবিশেষকে অপরটি হইতে গৃহীত বা জাত বলা যুক্তির বিরোধী। আকুলার্থক "আউল" শব্দ প্রাকৃতে বহুল প্রচলিত। বাঙ্গালা ভাষাও প্রাকৃত-সম্ভব। এ স্থলে উহাকে আরবী শব্দ বা ধাতু হইতে উদ্ভূত বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়ও মূল প্রবন্ধের ফুট নোটে শব্দটি প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'আনাড়ী' শব্দটিও আরবী হইতে আসিয়াছে মনে হয় না। প্রাকৃত 'অন্নাণী' হইতে বাঙ্গালা 'আনাড়ী' হওয়াই অধিক সম্ভব। মারাঠীতে "অড়াণী" শব্দ প্রচলিত—অর্থ অজ্ঞানী। বাঙ্গালী আনাড়ী ও মারাঠী 'অড়াণী' শব্দের মূল অভিন্ন বোধ হয়। কাজেই এ বিষয়ে প্রবন্ধলেখকের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। তবে আরবী পার্সী বহু শব্দ যে বাঙ্গালায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। যাহা হউক, এইরূপ আলোচনার জন্য প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় সর্ব্বথা ধন্যবাদার্হ।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—বর্ত্তমান প্রবন্ধটি অতি সংক্ষিপ্ত এবং পাঁচটি ফার্সী অক্ষরে লেখা শব্দ প্রবন্ধকার ইহার মধ্যে দিয়াছেন। বসন্ত বাবু এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আনাড়ী শব্দ আরবী হইতে আসিয়াছে বলিয়া আমারও মনে হয় না। 'আউল' শব্দ সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ আছে। নজীর আহমদ মহাশয় যে সব কারণ

দেখাইয়াছেন, তাহা আমার ঠিক বলিয়া মনে হয় না। আমার বোধ হয়, শহীদছুল্লাহ সাহেবের মন্তব্যই ঠিক।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—'আউল' শব্দ আরবীতেও আছে, প্রাকৃতেও আছে। বাঙ্গালায় শব্দটি কোথা হইতে আসিল, এখন তাহাই বিচার্য্য। আউল ও আনাড়ী সব দেশেই আছে, সুতরাং ইহার অর্থবাচী শব্দ সব দেশেই থাকার কথা। আমাদের দেখিতে হইবে, এই উভয় ভাষার মধ্যে কাহার সহিত বাংলার প্রথম সংযোগ হইয়াছিল; তাহা দেখিলেই কোথা হইতে শব্দটি নেওয়া, তাহা বলা যাইবে। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা আলোচনা-সাপেক্ষ। সমস্ত দিক্ বিচার করিয়া এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইলে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া আসিতে পারিতাম।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা" নামক তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের সময়ে প্রবন্ধোক্ত প্রত্যেক মুদ্রা সভাস্থলে উপস্থিত সভ্যবৃন্দকে তিনি দেখাইলেন এবং তাহার পাঠ বিবৃত করিয়া সকলকে শুনাইলেন।

প্রবন্ধ-পাঠান্তে তিনি আরও অনেকগুলি মুসলমান আমলের মুদ্রা সভাস্থ সকলকে দেখাইলেন এবং বলিলেন, ইহার বিবরণ তিনি পরে আমাদিগকে এক দিন শুনাইবেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—পরম সুহৃৎ অমূল্য বাবুকে আমি আজ বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। গত ৩০ বৎসর হইতে ত্রিপুরার ইতিহাস জানিবার জন্য আমাদের প্রবল আগ্রহ হইয়াছে। অমূল্য বাবু আজ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষ এবং যথার্থ ঐতিহাসিক বিষয়। পরিষৎ-পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, এতৎসম্বন্ধে যাঁহারা অনুসন্ধানে নিরত আছেন, তাঁহারা অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন, অমূল্য বাবু আমাদের যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ শুনাইলেন, ইহাতে আমরা বিশেষ উপকৃত হইলাম এবং মুদ্রাগুলি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। এ জন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন, অমূল্য বাবুর প্রবন্ধ হইতে আমরা আজ অনেক ঐতিহাসিক কথা জানিতে পারিলাম এবং ত্রিপুরার মুদ্রা সম্বন্ধে অনেক নূতন খবর জানিলাম। অমূল্য বাবুর পাঠোদ্ধার ঠিকই হইয়াছে। আমি এ জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় বলিলেন, শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা সোজা কথা নহে। এক একটি শব্দের এক একটি ইতিহাস আছে; তাহা বিশেষ করিয়া প্রণিধান করিবার বিষয়। অদ্যকার অধিবেশনে যে কএকটি শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা হইল, [illegible] বিষয়। সাহিত্য-পরিষদের প্রতি অধিবেশনে যদি এইরূপ

আলোচনা হয় এবং পরের অধিবেশনে কি কি শব্দের আলোচনা হইবে, তাহা পূর্ব্ব অধিবেশনে স্থির হইয়া যদি সমস্ত সদস্যের নিকট সেই সংবাদ প্রেরিত হয়, তবে সদস্যগণ তৎসম্বন্ধে প্রস্তুত হইয়া আসিয়া আলোচনা করিতে পারেন। আমার বোধ হয়, এই প্রথা অবলম্বন করিলে বাংলার অনেক শব্দের অমীমাংসিত ব্যুৎপত্তির মীমাংসা হইতে পারে। এই বিষয় কার্য্যে পরিণত করা যায় কি না, পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষ তাহার বিচার করিবেন। মুদ্রা সম্বন্ধে অমূল্য বাবুর প্রবন্ধ বাস্তবিক অমূল্যই বটে। এ সম্বন্ধে অনেকে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন—আমিও দিতেছি।

পরে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীচুনীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।
২৬।১০।২৫	

Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book Depot. (1) Report on Wards, Attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal, for the year 1917-18. (2) Report on the Land Revenue Administration of the Presidency of Bengal, for the year 1917-18. Superintendent, Government Printing, India (3) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, August 1918. (4) Do............September 1918, Secretary, Indian Science Association (5) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science Vol. IV, Part I 1918. (6) Do. Part II.

শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—৭। শ্রীশ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনামস্তোত্রম্। শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়—৮। ব্রহ্মশক্তি।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

(ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত)

২৬শে মাঘ ১৩২৫, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৹টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর (সভাপতি)

ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম বি, ডাঃ শ্রীসুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীইন্দুভূষণ

মজুমদার, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীপ্রমথনাথ শীল, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীমণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশরৎচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম্ এ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, শ্রীনলিনীমোহন নিয়োগী, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ সরকার, শ্রীঅরুণচন্দ্র নাগ, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅনাথবন্ধু দে, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীঅতুলচন্দ্র দাস, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ, শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী, শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসন্নকুমার মৈত্রেয়, শ্রীরামেশচরণ গুপ্ত, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র কুণ্ড, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক

শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী }
শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত } সহকারী সম্পাদকদ্বয়।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের অন্যতম সদস্য এবং বঙ্গভাষায় বহু চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থপ্রণেতা পরলোকগত স্বনামখ্যাত ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় এক পুরুষের ডাক্তার নহেন, তিনি পুরুষানুক্রমিক ডাক্তার। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় দুর্গাদাস কর মহাশয়ও একজন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। তখন ক্যাম্পবেল্ মেডিকাল্ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কলিকাতা মেডিকাল্ কলেজের সহিত বাংলা মেডিকাল্ স্কুল সংযুক্ত ছিল এবং ডাক্তার দুর্গাদাস কর তথায় ভৈষজ্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার রচিত মেটিরিয়া মেডিকা একখানি চমৎকার চিকিৎসা-গ্রন্থ; মাত্র এই বইখানি পড়িয়াই যে কত লোকে ডাক্তার হইয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কেবলমাত্র ইংরাজী ঔষধ নহে, অনেক বাংলা ঔষধের কথা তিনি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ডাঃ রাধাগোবিন্দ করও তাঁহার পিতৃদেব-প্রণীত এই গ্রন্থের বহু বহু উৎকৃষ্ট সংস্করণ করিয়া, বাংলা ভাষায় অন্যান্য বহু চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাঁহার স্মৃতি চিরকাল বাঙ্গালীর হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিবে। পল্লীগ্রামে ভাল চিকিৎসক প্রায়ই পাওয়া যায় না এবং ইংরেজী-শিক্ষিত ডাক্তারগণও নানা কারণে পল্লীগ্রামে যাইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন না। পল্লীবাসিগণ এই জন্য সুচিকিৎসকের বড়ই অভাব অনুভব করিয়া থাকেন। সাধারণের মধ্যে ডাক্তারী শিক্ষা প্রচলিত হইয়া যাহাতে এই অভাব দূরীভূত হয়, তজ্জন্য বাংলা ভাষায় চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার সেই মেডিক্যাল স্কুল আজ মেডিক্যাল

কলেজে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার একনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার করের নাম উক্ত কলেজের সহিত বাঙ্গালী জাতির স্মৃতিতে অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার পরলোকগমনে আমাদের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। তাই আমরা তাঁহার পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ অদ্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আমি দেশপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি।

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিলেন,—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের আমি একজন সামান্য সহযোগী এবং সতীর্থ। তাঁহার কার্য্যে আমি যে সামান্য সহায়তা করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। প্রথমে আমি তাঁহার সহিত তত পরিচিত ছিলাম না এবং লোকমুখে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল স্কুল সম্বন্ধে যেরূপ কথা শুনিতাম, তাহাতে তাঁহার সহিত মিশিতেও তত চেষ্টা করি নাই। পরে যখন ঘটনাসূত্রে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হইল, তখন আমি পূর্ব্ব-ব্যবহারের জন্য নিজেই লজ্জিত হইয়াছি। তিনি যখন মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন, তখন সেই সংবাদ শুনিয়া বিলাতের বৃটিশ মেডিক্যাল জার্ণালে এক জন লেখক লিখিয়াছিলেন যে, ইণ্ডিয়ার কয়েক জন বাতুল যুবক দেশীয় ভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা দিবার জন্য আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছে। গভর্মেণ্টের ইহাদিগকে বাতুলালয়ে আবদ্ধ করা উচিত। কেন না, মহামহিম গভর্মেণ্ট যে বিষয়ে সফলকাম হন নাই এবং দেশে একটির বেশী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করিতে পারেন নাই, ইহারা সেই বিষয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের এই আন্দোলন এবং চেষ্টার যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাতে সমস্ত দেশে বিষময় ফল উপস্থিত হইবে। পরে যখন সেই মেডিক্যাল স্কুল, মেডিক্যাল কলেজে পরিণত হইল, তখন ডাঃ করের কথামত উক্ত প্রবন্ধের লেখক ডাঃ ম্যাক-লাউড সাহেবের নিকট, এতৎসম্বন্ধে তাঁহার বর্ত্তমান অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে চাহিলে, তিনি লিখিয়াছিলেন যে, ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের উপাধির তালিকায় এমন কোন উপাধি নাই, যদ্দ্বারা ডাঃ করকে এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত রূপে পুরস্কৃত করা যায়। ছাত্রদের সহিত তাঁহার যে সহানুভূতি ছিল, তাহা অনুকরণীয়। আমি তাঁহাকে কখন রাগিতে দেখি নাই; ২৫ বৎসর যাবৎ এক সঙ্গে কাজ করিয়া, চেষ্টা করিয়াও আমি তাঁহাকে রাগাইতে পারি নাই। তিনি আড়ম্বরের সহিত কোন কাজ করিতেন না। তাঁহার অনেক দান ছিল; সে সব দানের কথা তাঁহার অতি নিকট সহযোগীরাও জানিতে পারিতেন না। তাঁহার সমস্ত উপার্জ্জিত সম্পত্তি বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজের জন্য দিয়া গিয়াছেন। এই মহাপুরুষ এইরূপে সর্ব্ববিষয়ে আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কলেজই চিরকাল তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিবে। তথাপি এ বিষয়ে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

পরে ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় বলিলেন,—বড়ই আনন্দের কথা, সরস্বতীর বরপুত্রগণ ডাঃ করের স্মৃতি-রক্ষায় উদ্যোগী হইয়াছেন। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে দেশে যখন ভাল

ডাক্তার ছিল না, তখন ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয় দেশবাসীর রোগ-শোকের কথা মনে করিয়া প্রথমে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করেন। তাঁহার একনিষ্ঠার কথা আপনারা শুনিয়াছেন। রাত্রি ১টার সময় কলেজে গিয়া, কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ কার্য্য ঠিক-মত করিতেছে কি না, তাহা তিনি দেখিতেন। ইহাকেই বলে একনিষ্ঠা। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার স্থান আপনারা নির্দ্দেশ করিবেন। তাঁহার ভৈষজ্যরত্নাবলীর ষড়্‌বিংশ সংস্করণ হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা ৺রাধামাধব কর "শরীর-পালনবিধি" নামে একখানি উৎকৃষ্ট পদ্য গ্রন্থ তাঁহারই উপদেশে লিখিয়াছিলেন। (এই স্থলে বক্তা উক্ত গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু পাঠ করিয়া শুনাইলেন ও বলিলেন)—ডাঃ কর মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গভাষায় চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রচার সম্বন্ধে যেন বিশেষ চেষ্টা করা হয়। আমি তাঁহার সেই শেষ কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম।

পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের গুণ-পরিচয় প্রকাশ করিয়া বলিব, এমন সামর্থ্য আমার নাই। অন্যান্য গুণের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবলমাত্র সাহিত্য-পরিষদের কেন তাঁহাকে করা উচিত, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব। বাংলা ভাষায় যাহাতে এই দেশে চিকিৎসা-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার যে ঐকান্তিক চেষ্টা এবং যত্ন দেখিয়াছি, তাহা অপূর্ব্ব। সেই প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার উপর তাঁহার যে অনুরাগ দেখিয়াছি, তাহা অসামান্য-সাধারণ। বাংলা ভাষা যে তাঁহার দ্বারা বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। আমি সাহিত্য-পরিষদের ক্ষুদ্র সেবকরূপে তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন,—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সদস্য, বঙ্গভাষার প্রসিদ্ধ একনিষ্ঠ সেবক এবং বঙ্গভাষায় চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থপ্রণেতা, পরলোকগত স্বনামখ্যাত ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া স্বর্গগত মহাত্মার জন্য গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার আত্মীয় জনগণের এই বিয়োগ-শোকে সমবেদনা অনুভব করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্তা সহধর্ম্মিণীর নিকট সহানুভূতি জানাইতেছেন।"

সভায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাবটি সসম্মানে গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় বলিলেন,—ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের স্মৃতি-সভায়, তাঁহার ছাত্ররূপে, আমি তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে দাঁড়াইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে দেশমাতৃকা যে তাঁহার একজন অকপট সেবক হারাইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি চরিত্রের মধ্য দিয়া যে [illegible]

জিনিষ, তাহা তিনি জানিতেন না। আমার বোধ হয়, কলেজ প্রতিষ্ঠার অতিরিক্ত পরিশ্রমেই তিনি এত শীঘ্র মারা গিয়াছেন। তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব এই কলেজেই তিনি দিয়া গিয়াছেন। বাংলায় তিনি অনেক বই লিখিয়াছেন। তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় ৮ বার মেটিরিয়া মেডিকার সংস্করণ বাহির হইয়াছিল, পরে ডাঃ কর তাহাকে পরিমার্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করেন। তিনি বাংলায় অনেক চিকিৎসা-বিষয়ক পরিভাষা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই বলিয়া বক্তা নিম্নোক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে উপস্থাপিত করিলেন,—

"পরলোকগত মহাত্মা ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার ভার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রতি অর্পিত হউক।"

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—প্রত্যেক মহৎ কার্য্যের এক এক জন Pioneer থাকে। ডাঃ কর বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষায় মেডিক্যাল স্কুল এবং উহাকে পরে সর্ব্ববিষয়ে মাত্র বাঙ্গালী-দ্বারা পরিচালিত মেডিক্যাল কলেজে প্রতিষ্ঠিত করার Pioneer ছিলেন। এই মহৎ সম্মানের তিনি অধিকারী। বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজে গিয়া আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার হৃদয় গৌরবান্বিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, চালাকী দ্বারা মহৎ কার্য্য হয় না—প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়ে মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ করের নিশ্চয়ই প্রেম, সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্য ছিল, তাই তিনি এরূপ মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিয়াছিলেন। ডাঃ করের দৃষ্টান্তে বাংলার প্রতি জেলায় যখন মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, আমার বোধ হয়, তখনই সাধারণে ডাঃ করের মহাপ্রাণতার বিষয় সম্যক্ বুঝিতে পারিবেন ও তাঁহার উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হইবে।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাবটি পুনরায় পাঠ করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।
১৮।১১।২৫

শ্রীবাণীনাথ নন্দী
সভাপতি।

নবম মাসিক অধিবেশন

২৬শে মাঘ ১৩২৫, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০টা

উপস্থিতি

(৬ষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের সদস্যগণই উপস্থিত ছিলেন)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক ও পুথি উপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল মহাশয়-প্রদত্ত দুইটি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা, ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "ডবাকের সংস্থান" এবং (খ) শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয়-লিখিত "সমতটের পূর্ব্বে" নামক প্রবন্ধ, ৬। শোক-প্রকাশ—(ক) গঙ্গানারায়ণ রায় আই এস ও, এম এ, (কলিকাতা), (খ) ডাক্তার শিবপ্রসাদ শর্ম্মা রায় এম বি, এম আর সি এস (এলাহাবাদ), (গ) রামদেব মুখোপাধ্যায় এম এ (বাঁকীপুর), (ঘ) হারাণচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল (বাঁকীপুর), (ঙ) জানকীনাথ পাঁড়ে বি এ (মুরশিদাবাদ) এবং (চ) বৈদ্যনাথ ঘোষ (কলিকাতা) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত দুইটি অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিতে উঠিলে ডাঃ আর্ জি কর মহোদয়ের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশের জন্য আহুত বিশেষ অধিবেশনে অধিক সময় ব্যয় হওয়ায় সভাপতি রায় বাহাদুর ডাঃ চুনীলাল বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ঐ কার্য্যবিবরণগুলি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত ব্যক্তিগণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হন এবং সভায় উপস্থিত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় (যিনি পরিষদের প্রথম জীবনে সদস্য ছিলেন, কিছু কালের জন্য তাঁহাকে পরিষৎ হারাইয়াছিল), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের সদস্যরূপে পুনর্নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক,—স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ, সমর্থক,—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, প্রস্তাবিত সদস্য—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ফরিদাপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদস্য—রাজা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, চাঁচল, মালদহ। শ্রীযুক্ত বলরাম মুখোপাধ্যায় বসোয়া। প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—ঐ, সদস্য—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ দত্ত, ৭ সি, রামমোহন সাহার লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু, সদস্য—শ্রীযুক্ত ডাঃ সুন্দরী-মোহন দাস, এম্ বি, ৩৮ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—মৌলবী এ, খাঁ, ১৭।১ কপালীটোলা লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, সঃ—ঐ, সদস্য—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, এফ এস্ এস্, এফ আর ই এস্।

৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণের ও পুস্তকগুলির নাম উল্লেখ করিয়া, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপহার-দাতৃগণকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

উপহৃত পুস্তকের তালিকা

Supdt. of Archaeology, His Exalted Highness The Nizam's Dominions (1) The Journal of the Hyderabad Archaeological society 1918. (2) Annual Report of the Archaeological Department of His Exalted Highness The Nizam's Dominions. 1326F., 1916-17. A. D. The Secretary, Indian Science Association. (3) Report of the Indian Association for the Cultivation of Science and Proceedings of the Science Convention for the year 1917. Supdt. Govt. Press, Madras, (4) A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Govt. Oriental Mss. Library Vol. XXIV, 1918. Director, Geological Survey of India. (5) Records of the Geological Survey, of India, Vol. XLIX, Part 3, 1918. Supdt. Govt. Printing, India, (6 Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, October 1918. Chief Officer-in-charge. Bengal Scot Book. Depot (7) Administration Report of the Excise Dept, Bengal, for the year 1917 18, (8) Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1917-18 (9) Report on the Working of Co-operative Societies in Bengal, 1917-18, (10) Annual Report of the Bengal Vetornary College and of the Civil Veternary Dept, Bengal, for the year 1917-18. Secretary, to the Govt of India, Dept of Rev. and Agrl. (11) Proceedings of the 8th Conference of Registrar of Co-operative Societies. Secretary, Indian Science Association, (12) On the Mechanical Theory of the Vibrations of Bowed Strings and of Musical Instruments of the violen family with experimental verification of the Results, part 1, (1918). Secretary, Bengal Publicity Board-(13) The War in September, 1918. (14) The War in December, 1918. (15) Germany and her Colonies (16) The King Emperor's Activity in War Time. Rev G. Schanzlin—(17) Bengali names of objects of Natural History (the animal kingdom) সেক্রেটারী, বঙ্গীয় বৈশ্য বারুজীবি সভা—(১) বঙ্গীয় বৈশ্য বারুজীবি সভার ১৭শ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ। রায় সাহেব, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার—(১) শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা (১ম ভাগ), (৩) শ্রীকৃষ্ণশিক্ষা (২য় ভাগ)। ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ—(৪) স্বামীজির সহিত হিমালয়ে, (৫) ভারতের সাধনা। সেক্রেটারী, পাব্লিসিটি বোর্ড—(৬) জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণ উপনিবেশ।

৪। তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্ মহাশয়-প্রদত্ত দুইটি প্রাচীন তাম্রমুদ্রা প্রদর্শন করিলেন ও দাতাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

৫। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) রাত্রি অধিক হওয়ায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়ের "সমতটের পূর্ব্বে" নামক প্রবন্ধ সভাপতি শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু রায় বাহাদুরের প্রস্তাবে পরবর্ত্তী অধিবেশনে পঠিত হইবে বলিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্ধারিত হইল। (খ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "ডবাকের সংস্থান" নামক প্রবন্ধ সংক্ষিপ্ত ভাবে পাঠ করিলেন ও সেই প্রসঙ্গে নানা পুস্তক ও মানচিত্র হইতে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণাদি উপস্থিত করিয়া শুনাইলেন ও দেখাইলেন। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উল্লেখ করিলেন এবং জানাইলেন যে, এই মন্তব্যের বিশেষ প্রমাণাদি লেখক মহাশয় কিছুই পাঠান নাই।

সভাপতি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত না হইলে এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা হইতে পারে না।

৬। শোকপ্রকাশ—(ক) গঙ্গানারায়ণ রায় এম্ এ (কলিকাতা), (খ) ডাঃ শিবপ্রসাদ শর্ম্মা রায় (এলাহাবাদ), (গ) রামদেব মুখোপাধ্যায় (বাঁকীপুর), (ঘ) হারাণচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্ (বাঁকীপুর), (ঙ) জানকীনাথ পাঁড়ে বি এ (মুর্শিদাবাদ), (চ) বৈদ্যনাথ ঘোষ (কলিকাতা)—উক্ত সদস্যগণের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল ও স্থির হইল, ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লেখা হউক।

সভাপতি মহাশয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেওয়ার পর রাত্রি ৮৷৷০ টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী
সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

১৭ই ফাল্গুন ১৩২৫, ২রা মার্চ্চ ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর (সভাপতি)

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সান্যাল এম এ, বি এল্, শ্রীহারাণচন্দ্র চাক্লাদার এম্ এ, শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ, শ্রীশচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীকানাইলাল দাস বি এ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীলাড্‌লিমোহন মিত্র, শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ, শ্রীবিনোদলাল ভদ্র, শ্রীরামকমল সিংহ।

আলোচ্য বিষয়—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "গিজো (Guizot) প্রণীত সভ্যতার ইতিহাস—তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ" পাঠ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্এ মহাশয় শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গিজোর (Guizot) সভ্যতার ইতিহাস নামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, অনুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী
সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৶৹ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১৷৹ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

যমানি ট্যাবলেট
Ptychotis Tablets

অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হয় পেটের গোলমাল হইতে। সেই জন্য পেটের সামান্য মাত্র অসুখও অবহেলা করা উচিত নয়। আমাদের 'যমানি ট্যাবলেট' সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা দরকার। ইহা সেবনে অজীর্ণ, অম্ল, উদরাময়, গ্রহণী, সূতিকা প্রভৃতি রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় এবং পেট ফাঁপা, চোঁয়া ঢেঁকুর উঠা, পেট কামড়ান প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক, পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি এবং সুনিদ্রা হয়। প্রত্যহ আহারান্তে সেবনে ওলাউঠা আক্রমণ করিতে পারে না।

দাম পাঁচ আনা মাত্র

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড
ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা

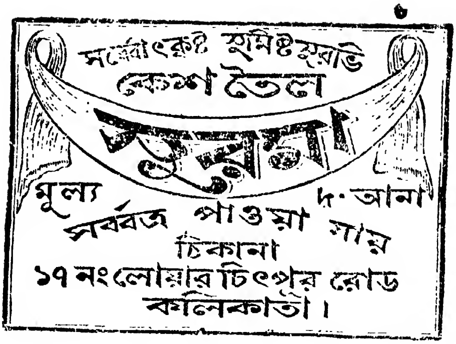

বলুন দেখি, এই সব উপসর্গ আপনার আছে কি না?

(১) একটু মানসিক পরিশ্রমে আপনার মাথা ঘোরে কিনা?

(২) একটু গভীর চিন্তায় আপনার চিন্তাসূত্র বিচলিত হয় কিনা?

(৩) সর্ব্বদাই মানসিক বিষাদ আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে কিনা?

(৪) চেষ্টা করিয়া একটু প্রাণের প্রফুল্লতা আনিতে চান, কিন্তু সেটুকুও থাকে না—এরূপ অবস্থা আপনার হয় কিনা?

(৫) সর্ব্বদা আপনার মাথার মধ্যে উষ্ণতাবোধ ও জ্বালা করে কিনা?

(৬) আপনার কেশরাশি ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে কিনা?

(৭) আপনার মাথার উপরিভাগে, টাকরোগের সূত্রপাত হইয়াছে কিনা?

(৮) বলুন দেখি—গভীর পরিশ্রম ও ক্লান্তির পরও রাত্রে আপনার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় কিনা?

যদি এই সব উপসর্গ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চিন্তচিত্তে আমাদের সুগন্ধি "কেশ-রঞ্জন তৈল" ব্যবহার করুন। সব দূরীভূত হইবে।

এক শিশির মূল্য	১৲ এক টাকা।	মাশুলাদি	।৶০ আনা।
তিন শিশির মূল্য	২॥০ আড়াই টাকা।	মাশুলাদি	৸৶০ আনা।

বহুমূত্রান্তক-রসায়ন।

আমাদের "**বহুমূত্রান্তক রসায়ন**" ব্যবহারে অল্পকাল মধ্যেই বহুমূত্র, বিবিধ মেহজন্য মূত্রদোষ ও তজ্জনিত হস্তপদাদির দাহ, মাথাঘোরা, তৃষ্ণা ও মুখশোষ প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রবের বিনাশ হয়; দিন দিন শারীরিক ও মানসিক বলবৃদ্ধি হয়; শরীরে নবজীবন আনিয়া দেয়; এবং পূর্ব্ব হইতে ব্যবহার করিলে সাজ্ঘাতিক স্ফোটকাদি হয় না।

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী দুই প্রকার

ঔষধ ও এক প্রকার তৈলের মূল্য	৫৲ পাঁচ টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	১৲ এক টাকা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা—মফঃস্বলের রোগীগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

[illegible]

কয়েকখানি পরিষদ্‌গ্রন্থ—

(১) **সঙ্গীত-রাগ কল্পদ্রুম**—কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগ-সাগর-সঙ্কলিত। সঙ্গীতরূ-শাস্ত্রে এই বিপুল গ্রন্থের পরিচয় অল্পপরিসর বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা অসম্ভব। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত এবং তৎকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত সঙ্গীতই ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সম্পাদকতায় পরিষৎ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুবৃহৎ তিন খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ১ম খণ্ড ১৫৲, ২য় খণ্ড ১০৲, ৩য় খণ্ড ৫৲, একত্রে ৩ খণ্ডের মূল্য—২৫৲ টাকা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

(২) **মায়াপুরী**—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ প্রণীত। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিজ্ঞান-বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া বহুবিধ বিজ্ঞানের স্থূল স্থূল কথাগুলি সাধারণের গ্রহণীয় করিবার উপায় করিয়াছেন। সেই বক্তৃতামালা আরম্ভের পূর্ব্বে প্রস্তাবনাস্বরূপ রামেন্দ্রবাবু যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, সেই প্রবন্ধই 'মায়াপুরী' নামে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০, সদস্য পক্ষে ৵০।

(৩) **কবি হেমচন্দ্র**—বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক আচার্য্য ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কৃত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যের সমালোচনা। প্রবীণ ও প্রাচীন সমালোচকের এই গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে পরম আদরে গৃহীত হইয়াছে। মূল্য ॥৵০।

(৪) **বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা**—মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র-প্রণীত সংস্কৃত ভাষার এই কাব্যখানি এত দিন ভারতবর্ষে দুষ্প্রাপ্য ছিল। স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর তিব্বতের দলই-লামার বাড়ীতে রক্ষিত কাষ্ঠের পাটায় খোদিত ইহার যে প্রতিলিপি আছে, তাহা হইতে এক প্রতিলিপি লইয়া আসিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ তিনিই অনুবাদ করিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের বহু অতীত জন্মের অবদান বা উপাখ্যান সঙ্কলিত আছে। ৪ খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য সদস্য পক্ষে ২।৵০, সাধারণ পক্ষে ৪৵০।

(৫) **কল্কিপুরাণ**—কল্কিপুরাণাবলম্বনে পয়ারাদি ছন্দে ৺রামলোচন দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক রচিত প্রাচীন গ্রন্থ। বর্ণনা অতি প্রাঞ্জল। দিনাজপুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় কে সি আই ই বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত। সদস্য পক্ষে মূল্য ॥৵০; সাধারণ পক্ষে মূল্য ১।০।

(৬) **জ্যোতিষদর্পণ**—শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে জ্যোতিষের দুর্ব্বোধ্য বিষয়সমূহ অতি সরল ও সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। মূল্য সাধারণ পক্ষে ১।০, সদস্য পক্ষে ১৲।

(৭) **তীর্থ-মঙ্গল**—কবিরাজ বিজয়রাম সেন বিশারদ প্রণীত এবং রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সম্পাদিত। এই গ্রন্থে নানা তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। সদস্য পক্ষে মূল্য ।৵০, সাধারণ পক্ষে ॥৵০।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd
No. Worli, 18 Bombay.
TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারিগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২৲।

২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি মহাশয় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রণীত Epochs of Civilization নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ৶৹ দুই আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্য্যালয়

অখিল ভারতবর্ষীয়
ব্রাহ্মণ-রক্ষা-মহাসভা।
পুস্তক, পত্রিকা ও শাস্ত্র-প্রকাশ বিভাগ।
কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত তারাচরণশর্ম্মা। কার্য্যালয়—গোধূলিয়া, কাশী।

উক্ত কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা।

ব্রাহ্মণ্য সাধনা।

ভারতের রাজধানী দিল্লীনগরীতে আহূত ইন্দ্রপ্রস্থ ব্রাহ্মণ সভার মহাধিবেশনে সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর উক্ত সভাতে হিন্দীতে যে বক্তৃতা দান করেন, তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ "ব্রাহ্মণ্য সাধনা" নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

পুস্তকের আকার ৩৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০।

হিন্দুসমাজ-মুখপত্র "হিতবাদীতে" এই পুস্তকের সুবিস্তৃত সমালোচনার উপক্রমণিকাভাগে হিতবাদী-সম্পাদক বলিতেছেন—

"গত জ্যৈষ্ঠ মাসে দিল্লীতে এক ব্রাহ্মণ সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর। তিনি সভায় কয়েকটী কাজের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজাবাহাদুর চিন্তাশীল, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, আচারবান্। ব্রাহ্মণসভা উপযুক্ত সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ফল ভগবানের হাতে।"

(হিতবাদী)।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজের মুখপত্র "ব্রাহ্মণ সমাজ" হইতে কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ব্রাহ্মণ্য সাধনা কি ভাবে করিতে হয় বর্ত্তমান অধঃপতিত সমাজে তাহার অনুকল্পই বা কি, সে সাধনার সাধ্য কি, তাহার পরিণতিই বা কোথায় ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় দূরদৃষ্টির অভিব্যক্তি এই পুস্তিকার প্রায় প্রত্যেক পংক্তিতে লক্ষিত হয়।"

ব্রাহ্মণ্য সম্পদ।

বাঁকিপুরে বিহার প্রাদেশিক ব্রাহ্মণসভার মহাধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর হিন্দীতে যে অভিভাষণ করিয়াছিলেন, "ব্রাহ্মণ্য সম্পদ" নামে তাহারই বাঙ্গালা অনুবাদ পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

পুস্তকের আকার ২৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০।

"এই সুচিন্তিত উপদেশের শেষাংশে উল্লিখিত হইয়াছে— * * * দল ও গণ্ডী মাহাত্ম্যে অন্ধ ও আত্মহারা নর, এইরূপ লোক জগতে অতি বিরল; কিন্তু রাজাবাহাদুরের জীবন অন্য প্রকার। অন্ধতা কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানেন না। এইজন্য তাঁহার লেখা আমরা বিশেষ মনোযোগসহ পাঠ করিয়া থাকি। এই পুস্তক খানিতে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, পড়িয়া সুখী হইলাম।" (নব্যভারত।)

"উভয় বক্তৃতারই এক উদ্দেশ্য—ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও তাহা রক্ষার জন্য চেষ্টা। ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারা যায় না, তদ্বিপরীতে ইহা প্রশংসনীয় কার্য্য; কারণ নিজ শ্রেণী বা জাতি কর্ম্ম দোষে নিজ উৎকর্ষ রক্ষা করিতে না পারিয়া ক্রমে নিম্নস্তরে যাইয়া পড়িলে তাহাকে পুনরায় পূর্ব্ব উৎকর্ষে, পূর্ব্ব গৌরবে আনিতে চেষ্টা করা স্বজাতির হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। রাজা শশিশেখরেশ্বর ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন মাথাওয়ালা মানুষ এবং সেই কার্য্য তিনি করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি কেবল ব্রাহ্মণদের কেন, সর্ব্ব সাধারণের প্রশংসা-ভাজন।" (সময়)

বঙ্গে ব্রাহ্মণ রক্ষা।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জে আহূত হইলে, শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুর উক্ত মহাসভার সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করিয়া বাঙ্গলা ভাষাতে যে অভিভাষণ করেন, তাহারই স্থূল মর্ম্ম এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পুস্তকের আকার ১৬ পৃষ্ঠা, মূল্য /০।

উপদেশ।

কাশী সাঙ্গ বেদ বিদ্যালয়, মহাকালী পাঠশালা, এংগ্লো বেঙ্গলী স্কুল প্রভৃতির বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য উপলক্ষে সভাপতি ভাবে শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখেশ্বর রায় বাহাদুর ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া সময়ে সময়ে হিন্দী এবং বাঙ্গলা ভাষায় যে সকল উপদেশ দান করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে।

পুস্তকের আকার ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০।

হিন্দুসমাজের বিরাট মূর্ত্তি-সন্দর্শন।

"এই পুস্তকে হিন্দু সমাজের অবস্থা অতি সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। হিন্দু মাত্রেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে সমাজের নিগূঢ় রহস্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন। রাজা শশিশেখরেশ্বর এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে গভীর জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।" ("বিকাশ।")

সুচিন্তিত প্রবন্ধ। যিনি পড়িবেন, তিনিই উপকৃত হইবেন।" (নব্যভারত।)

কৃষকের ছবি।

আকার ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০।

"The first-named, Krishakayr Chhabi is a collection of short poems on the different phases of a Bengal peasant's life from its contact with this mundane world to its separation therefrom. Its author, Raja Sasisekhareswar Rai, is well-known as a Zamindar who has the good of the rayets always at heart; and as he is in touch with all that move their little hearts, it is no wonder that these lines of harmony will awaken in their readers the full ring of the chords of sympathy." (The Amrita-Bazar Patrika.)

ভারতের গোধন রক্ষা।

৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে সময় এদেশে গো-রক্ষা-আন্দোলনের সূত্রপাত, সেই সময় এই পুস্তিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।

আকার ২৪ পৃষ্ঠা, বিনামূল্যে বিতরিত।

"ইহাতে গোজাতির ও গোদুগ্ধের উপকারিতা, ও গোমাংসের অপকারিতা বচন প্রমাণ দিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। কি উপায়ে গোহত্যা নিবারণ করা যায়, তাহারও পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। এরূপ পুস্তক সমাজের মঙ্গলপ্রদ সন্দেহ নাই" (প্রতিকার।)

"এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকখানি পাঠে গ্রন্থকারের অসহ্য হৃদয় বেদনার ও উদারচিত্ততার পরাকাষ্ঠা দেখিলাম। * * গ্রন্থখানি পাঠে আমরা এতদূর প্রীত হইয়াছি যে আমাদের পত্রিকার কলেবর ক্ষুদ্র না হইলে গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতাম। আমার স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাগণকে পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।"

(মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি।)

"ভাই ভারতবাসী, একটিবার এই পুস্তকখানা পাঠ করিয়া দেখ। এর মধ্যে কি রহিয়াছে। আমাদের বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই, তবে এইমাত্র বলিতেছি, পুস্তকখানার শেষ অংশগুলি পড়িয়া বাস্তব আমরা চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারি নাই।" (চেটলগেজেট।)

"যেমন আমাদের দেশ, পুস্তকখানি তদুপযোগীই হইয়াছে। সরল প্রাণ—অল্প শিক্ষিতেরাও বুঝিতে পারিবে। বাস্তবিক এ পুস্তকখানি ভারতে যথার্থ নূতন। এবং দেশের প্রকৃত অভাব মোচনে উপযোগী। প্রতি গৃহে ইহার একখণ্ড থাকা উচিত।" (সোমপ্রকাশ।)

ব্রাহ্মণের দুর্গতি ও তাহার প্রতিকার-উপায়।

আকার ২৯ পৃষ্ঠা, মূল্য /০।

সমাজ-গঠন।

আকার ২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য /০।

দেশী ও বিলাতী আচার-ব্যবহার।

তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ, মূল্য ॥০ ।

"এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা আসিয়া এ দেশে যেরূপ সমাজ-বিপ্লব ঘটাইতেছে, তাহা অতিশয় শোচনীয়। যাঁহারা বিজ্ঞ, তাঁহারা ব্যথিত হৃদয়ে ইহার আলোচনা করিয়া থাকেন। এই পত্রের "দেশী ও বিলাতী আচার-ব্যবহার" এই শিরস্ক প্রস্তাবটী তাহার জীবন্ত প্রমাণ। লেখক স্বদেশ ও বিদেশের বাসরীতি, ভোজন, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি যে সকল বিষয় সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ অনুসন্ধান করিয়া যেরূপে এ দেশের আবহমানকাল প্রচলিত প্রথা সমর্থন করিতেছেন, তাহা এ দেশীয় ইংরাজী মোহান্ধ স্ত্রী পুরুষদিগের জ্ঞানাঞ্জনশলাকার কাজ করিবে, এই আশয়ে আমরা ঐ সুদীর্ঘ প্রস্তাবটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যাঁহারা এখন ইংরাজদের দৃষ্টান্তে বাস, ভোজন, একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রণালার উচ্ছেদ সাধন ও স্ত্রী স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতেছেন, তাঁহারা যে ইংরাজী সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, এই প্রস্তাবটী পাঠ করিলে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক এই মোহান্ধদিগের জন্য এই অঞ্জনশলাকার ব্যবস্থা করিয়া জন সমাজের বাস্তবিক একটি মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিলাম।" [তত্ত্বোবোধিনী পত্রিকা।]

"UNDER the above name has been reprinted, with certain additions, an article, which was contributed a few years ago, to the pages of "Baishayika Tattwa," by Raja Sasisekhareswar Roy of Tahirpore. In this paper the relative advantages and disadvantages of the social and domestic economy of the European and Indian nation have been discussed and the objections to adopting European manners in this country have been pointed out with reference to the social, financial, climatic and hygeinic condition of India. The writer's arguments are not based on a sentimental love for all that is Indian but on a thorough sifting of medical and other evidence which he has brought to bear on the subject. The Rajah's points are thoroughly practical, and he has always adduced reliable facts and figures to support his contentions. The pamphlet is full of solid instructions, and we gladly await the publication of its subsequent parts."

(The Indian Mirror.)

শোণিতাঞ্জলি।

আকার ৮৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০ ।

"বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে রণক্ষেত্রের অবস্থা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রাজা স্বধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষিত ব্যক্তি ও সাহিত্য জগতে সুপরিচিত; তাঁহার লেখা গুলি মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে।" (কাশীপুর নিবাসী)

"যুদ্ধের স্থিতিকালে তাহার ফল ও সমাজের অবস্থা বর্ণনার জন্য এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধাবসানে প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং কিছু অসাময়িক হইয়াছে। তথাপি ইহাতে জানিবার অনেক বিষয় আছে। * *

হিন্দুদের প্রাচীন শাস্ত্র হইতে লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেকালে এখনকার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যুদ্ধের নিয়মাবলী ও বহুগুণ অধিক মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যমান ছিল। লেখক বলেন জগতের সমুদয় সৃষ্টিতে আবহমান কাল যুদ্ধ চলিতেছে ও চলিবে। তবে মানব সমাজে যুগে যুগে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সত্য যুগে নিঃস্বার্থ ভাবে কেবল দেশ ও সমাজ রক্ষার জন্য ধর্ম্মের উপর যুদ্ধ অবস্থিত ছিল; ক্রমে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া এক্ষণে কলিযুগে স্বার্থপূর্ণ অধর্ম্ম-যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। গ্রন্থকার তাঁহার বিস্তৃত অধ্যয়ন ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহার পুস্তক পাঠে আমরা প্রীত হইয়াছি।" (সময়)

"उक्त राजा साहब ने जर्मन, फ्रांस और अंगरेज-युद्धके विषय में बहुत कुछ अनुसंधान करके अनेक भाव दिखाये हैं। आजकल जर्मन, फ्रांस और अमेरिका आदि देशों ने जो नये २ अस्त्र शस्त्र प्रचार किये हैं जैसे वायुयान, सबमेरीन (जलके भीतर चलने वाली नौकाएँ) इत्यादि उक्त राजा साहब ने पुराणके श्लोकों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि ये सब पूर्वकाल में हमारे ही देश में विद्यमान् थे।

राजासाहब ने भविष्य पुराण के श्लोकों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि कलिकाल में शूद्र जाति का उदय होगा और वैश्य तथा क्षत्रियों का ह्रास हो जायगा सो इस युद्ध का परिणाम यही देखने में आ रहा है। अङ्गरेज और अमेरिकन वैश्यशक्ति और जर्मन क्षत्रो-शक्ति गिने जाते हैं सो इनका परिह्रास और शूद्र-शक्ति (लेबरल क्लास) का उदय होगा ऐसा उक्त पुस्तक के ८२ वें पृष्ठमें लिखा हुआ है। सारांश यह कि उक्त पुस्तक अमूल्य है और बहुला पढ़ने वाले पाठकों को चार आने खर्च कर त्रिशूल आफ़िस से अवश्य मँगा लेना चाहिये। यदि उक्त पुस्तक का राजा साहब हिन्दी-संस्करण करा दें तो हिन्दी-पाठकों को भी इससे बहुत कुछ लाभ पहुंचेगा।"

(भारतजीवन।)

আস্তিকতা কি ?

শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ ভারতী লিখিত।

আকার ১৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵১০।

শুভদিন।

স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সান্যাল সঙ্কলিত।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার সাহায্যে জ্যোতিষ বচন-অনভিজ্ঞ, সামান্য লেখা পড়া জানেন এমত স্ত্রীলোক বা বালকেও অতি সহজে ও অল্প সময়ে যাত্রাদির দিন দেখিতে পারেন।

আকার ২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ৵০।

যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

হঠযোগ—	মূল্য ॥০।
লয়যোগ—	মূল্য ॥০।
রাজযোগ—	মূল্য ॥০।

যোগ কর্ণিকা।

শ্রীমৎ অঘোরানন্দ নির্ব্বাণী সঙ্কলিত।

আকার ১৬৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৲।

সচিত্র বৈদিক সন্ধ্যা-রহস্য।

সম্পাদক—শ্রীতারাচরণ শর্ম্মা।

ইহাতে তিন বেদেরই সন্ধ্যা বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত হইয়াছে। বহু পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

বেদোদ্বোধিনী সমিতি প্রকাশিত।

সায়ণাচার্য্য কৃত ভাষ্য ও তাহার সরল বঙ্গানুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে ৮ পেজী সুপার রয়েল আকারে খণ্ডে ২ প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য সাহায্য ।০

ত্রিশূল।

অখিল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণ-রক্ষা-মহাসভার আনুকূল্যে
উক্ত সভার সঞ্চালক শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়বাহাদুরের সম্যক্তত্ত্বাবধানে
শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্ম-সম্পাদিত।

হিন্দু-সমাজ-তত্ত্বের অসঙ্কোচ ও অনপেক্ষ আলোচনা দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে সমাজ-শক্তির উন্মেষণ তথা হিন্দুজাতির স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ চেষ্টাই এই পত্রের মুখ্য অভীষ্ট।

ত্রিশূল সম্বন্ধে দশজনের অভিমত—

"নাস্তিকতা ও দর্শন শাস্ত্র আর একটি উপাদেয় প্রবন্ধ। লেখকের দার্শনিক আলোচনা বড়ই পরিপাটী।" (পল্লীবাসী) "উৎকৃষ্ট মাসিক।" (মেদিনীপুর হিতৈষী।)

"সময়াভাব ও তেমন প্রয়োজনীয় নহে এই বিবেচনায় আমরা মাসিক পত্রগুলির সমালোচনা ছাড়িয়া দিয়াছি। তথাপি ত্রিশূলের ভাদ্র ও আশ্বিনের যুগ্ম সংখ্যা সম্বন্ধে আমরা কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই সংখ্যায় "কোরাণ, পুরাণ ও বাইবেল" "ত্রিশূল-ক্রস-ক্রেসেণ্ট" "পৌরাণিক ভারতবর্ষ" এই তিনটি প্রবন্ধ অতি উৎকৃষ্ট এবং নানা তথ্য ও চিন্তাশীলতাপূর্ণ। এরূপ প্রবন্ধ সচরাচর দেখা যায় না। "শ্রীফল বা বেল" সাধারণের পাঠ করা উচিত।" (সময়)

সুদূর বোম্বাই নগরী হইতে প্রকাশিত "বৈষ্ণবধর্ম্ম পতাকা" বলিতেছেন—

"ইসমেঁ অধিকতর ব্রাহ্মণোঁকো উপদেশ দেনেবালে লেখ প্রকাশিত হুআ করতে হৈঁ। ব্রাহ্মণোঁকো লোগ ভারতকে আধুনিক অধঃপতনকা কারণ বনলাকর সামাজিক পতনকা সারা দোষ উনকে সির মড়া করতে হৈঁ। * * * উন দরিদ্রতাকা হাথ পকড়নেবালে ব্রাহ্মণোঁকী তত্ত্বদর্শিতা, অদম্য স্বার্থত্যাগ, পরোপকারিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠতাকে নৈসর্গিক ভাবোঁকে দর্শনকী জিন্হেঁ ইচ্ছা হো, বে ত্রিশূলকো অবশ্য দেখেঁ। * * * ত্রিশূলকী ভাষা বড়ী ঠীক ঔর ভাবপূর্ণ হৈ।"

মাসিক ত্রিশূলের বাঙ্গালা সংস্করণের বার্ষিক মূল্য ১৷০; হিন্দী সংস্করণের বার্ষিক মূল্য ১৷০; উভয় একত্রে লইলে ২৷০; ব্রাহ্মণ-সভার সদস্যগণ মাত্র ।০ ডাকমাশুল দিয়া বিনামূল্যে ত্রিশূল পাইতে পারেন। হিন্দুমাত্রই ব্রাহ্মণরক্ষা সভার সদস্য হইতে পারেন। বৎসরে ৷০ মাত্র সাহায্য দিতে হয়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ষড়্‌বিংশ ভাগ—প্রথম সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সমতটের পূর্ব্বে	শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ	১
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর, বিদ্যানিধি, এম্ এ	২১
এ দেশে ভূভ্রম-বাদ	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর, বিদ্যানিধি, এম্ এ	৪৭
পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ	শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার	৫৩

১৩২৫ সালের কার্য্যবিবরণী ৭৯—৯৪

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৬

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press,'

9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা।

মফস্বলে ৩।৵৹ তিন টাকা ছয় আনা।

বৌদ্ধ-গান ও দোহা

হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায়

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই

কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ইহাতে (১) চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, (২) সরোজ-বজ্রের দোহাকোষ, (৩) কাহ্নপাদের দোহাকোষ এবং (৪) ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০—১২০০ বৎসরের মধ্যে রচিত। বৌদ্ধ-গান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অমূল্য রত্ন। উহাতে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পণ্ডিতগণ বলিয়া আসিতেছেন,—বাঙ্গালা ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত। তাঁহারা তাহার কিছু কিছু প্রমাণও সংগ্রহ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু এত দিন সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন মিলে নাই, মাঝে একটা মস্ত অবকাশ ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহা এবং চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সেই অবকাশের অনেকটা পূর্ণ করিবে—বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টি ও পরিণতির ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সহায়তা করিবে। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থখানির স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সাধারণ পক্ষে—৩৲, শাখাসভার সদস্যপক্ষে—২৷৹, পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ সম্পাদিত

নীলরতন বাবু বহু দিনের চেষ্টায় বহু স্থান হইতে ইহাতে বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত পদাবলী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এত নূতন পদ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আর কোন সংগ্রহে নাই। নীলরতন বাবুর চেষ্টায় এই সংস্করণে আট শতাধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে ছাপা। মূল্য—পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৲, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে—২৷৹, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

গোরক্ষ-বিজয়

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর সি আই ই মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন বঙ্গভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য—সদস্যপক্ষে ৷৹, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ৷৵৹ এবং সাধারণপক্ষে ৮৹ আনা।

বিদ্যাপতির পদাবলী

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এই গ্রন্থ স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের ব্যয়ে ও নগেন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ৬০ পৃষ্ঠাব্যাপী মুখবন্ধে কবির জীবনী, কালনির্ণয়, পাঠনির্ণয়, পদনির্ব্বাচন, আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বহু গবেষণার মীমাংসা আছে। এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক ৮৬০টি পদ, হরগৌরী-বিষয়ক ৪৪টি পদ, গঙ্গাবিষয়ক ৩টি পদ, নানাবিষয়ক প্রহেলিকার ২০টি পদ ইহাতে আছে। পত্রাঙ্ক ৫৫২; মূল্য ৪৲ চারি টাকা। পরিষদের সদস্যপক্ষে ৩৲ তিন টাকা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

সমতটের পূর্ব্বে*

(শ্রীহট্ট-কাছাড় অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে লিখিত)

চীনদেশীয় পরিব্রাজক যুয়নচুয়াং ভারত-ভ্রমণে আসিয়া নানা দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক সমতট পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সমতটের পূর্ব্ব দিকে তিনি যান নাই। না গেলেও সমতটে অবস্থান-সময়ে তৎপূর্ব্বদিকে ছয়টি প্রদেশের নাম তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল; তিনি যথাক্রমে সেই-গুলির নাম ও দিক্ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন;—

১। শিহ্-লি-চ-ট-লো—সমতটের উত্তর-পূর্ব্বে, পর্ব্বত-মধ্যে, সমুদ্র-পার্শ্বে।

২। ক-মো-লং-ক—শিহ্-লি-চ-টলের দক্ষিণ-পূর্ব্বে সমুদ্রের শাখার উপরে।

৩। তো-লো-পো-তি—কমোলঙ্কের পূর্ব্বে।

৪। ই-শং-ন-পু-লো—তো-লো-পোতির পূর্ব্বে।

৫। মো-হ-চন্-পো—ই-শং-ন-পুলোর পূর্ব্বে।

৬। ইয়েন্-মো-ন-চৌ- মো-হ-চন্-পোর দক্ষিণ-পশ্চিমে।

এই সকল দেশ কোথায়, ইহা লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিক মহোদয়গণ বহু গবেষণা করিয়াছেন এবং নানা মত প্রচার করিয়াছেন। এই বিষয়ের আলোচনা করাই† এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যুয়নচুয়াংএর ভারত-ভ্রমণ-বিবরণের যত সটীক অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বর্গীয় টমাস্ ওয়াটার্স্‌কৃত অনুবাদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-তত্ত্ববিৎ ডাঃ রীস্ ডেভিড্‌স্ রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে ওয়াটার্স্ সাহেবের উক্ত অনুবাদ প্রকাশ উপলক্ষে লিখিয়াছেন;—

"As Mr. Watters probably knew more about Chinese Buddhist Literature than any other European scholar and had at the same time a very

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

† প্রবন্ধান্তরে (শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস সমালোচনা, ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩২২) অবান্তর ভাবে এতদ্বিষয়ে সামান্ত আলোচনা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এই গুরুতর ব্যাপারের বিস্তারিত

fair knowledge both of Pali and Sanskrit, he was the very person most qualified to correct those mistakes (made by Mr. Beal) and to write an authentic work on the interpretation of Yuan Chwang's most interesting and valuable records."*

বিশেষতঃ ওয়াটার্স্ সাহেবের ঐ গ্রন্থের পরিশিষ্ট-ভাগে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সঙ্কলন-কারিগণের অগ্রণী, সুপ্রসিদ্ধ ভিন্‌সেণ্ট্ এ. স্মিথ সাহেব কতিপয় মূল্যবান্ টীকা সংযোজিত করিয়া ইহার সারবত্তা আরও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। অতএব বর্ত্তমান প্রবন্ধে ওয়াটার্স্ সাহেবের গ্রন্থখানি অবলম্বন করিয়াই মদীয় বক্তব্য লিখিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ সমতটের অবস্থান নির্ণয় করিতে হইবে। চীন পর্য্যটক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ৯০০লি (৫লি=১ মাইল) পূর্ব্বদিকে গিয়া, করতোয়া পার হইয়া, কামরূপ রাজ্যে উপস্থিত হন এবং কামরূপ হইতে দক্ষিণে ১২০০ কি ১৩০০ লি চলিয়া সমতটে পৌঁছেন। মনে রাখিতে হইবে যে, তখন করতোয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী ভূভাগ কামরূপের অন্তর্গত ছিল। অতএব ঢাকা, ফরিদপুর প্রভৃতি লইয়া বর্ত্তমান ঢাকা-বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ ও সুন্দরবন লইয়া 'সমতট' রাজ্য অবস্থিত ছিল। ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট এ. স্মিথ্ সাহেব তদীয় টীকার সঙ্গে ওয়াটার্স সাহেবের গ্রন্থের পরিশিষ্ট-ভাগে যে একটি মানচিত্রে চীন পর্য্যটকের ভারত-ভ্রমণের প্রদেশ-গুলি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে সমতট বোধ হয়, বিশুদ্ধ ভাবেই দেখান হইয়াছে। এই সমতট হইতে যুয়ন্-চুয়াং ফিরিয়া পশ্চিম অভিমুখে ৯০০ লি গিয়া, তান্-মো-লিহ্-তি বা তাম্রলিপ্তি (বর্ত্তমান তমলুক) প্রাপ্ত হন, তাহাতেও সমতটের অবস্থান প্রাগুক্তানুরূপ বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

এখন সমতটের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে "শিহ্-লি-চ-ট-লো" রাজ্যটি কি, তাহা সর্ব্বাদৌ বিবেচ্য। বিশুদ্ধ সংস্কৃতে ইহা পরিবর্ত্তিত করিলে "শ্রীক্ষত্র" দাঁড়ায়। এতৎসম্বন্ধে আমরা অন্যত্র বলিয়াছি ;—

In fact what the people whom Yuan Chwang consulted said was "Srihatta" which the pilgrim heard as 'Srikshatra' and reproduced in his defective Chinese tongue as 'Shihli Chatalo'†

অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত দেশটির নাম লোকে বলিয়াছিল "শ্রীহট্ট",—পর্য্যটকের কাণে তাহা "শ্রীক্ষত্র"রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল; তাহাই বিকৃত চীন-ভাষায় শিহ্-লি-চ-ট-লো হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্বাঞ্চলে—সমতট ইত্যাদিতে উচ্চারণের যে একটা বিশেষত্ব ছিল, তাহার চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান। 'অধুনা অসমীয়া ভাষায় পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন উচ্চারণের ধারায় কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। "স"-কারের "হ"

* Preface to Watter's Yuan Chwang Vol i,

† Epigraphia Indica, Vol XII, P. 67.

উচ্চারণ তন্মধ্যে একটি ; এবং "হ"-কারের উচ্চারণ অনেকটা "খ"এর মতই শুনায়। ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে চৈনিক পরিব্রাজকেরও সেই ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। এই শ্রীক্ষত্র বা শ্রীক্ষেত্রকে কেহ কেহ ব্রহ্মদেশের "থারেখেত্তর" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং "বাঙ্গালার ইতিহাস"-লেখক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত অবলম্বন করিয়া ইহা "বর্ত্তমান প্রোম" বলিয়াছেন।* কিন্তু যাঁহারা "থারেখেত্তর"কে (শ্রীক্ষত্র) যুয়ন্-চুয়াংএর 'শিহ্‌লি-চ-ট-লো' মনে করেন, তাঁহারা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। জেনারেল ফেয়ার-প্রণীত "হিস্‌টরি অব্ বর্ম্মা" (ব্রহ্মদেশের ইতিহাস) গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 'থারেখেত্তর' রাজ্য ৯৫ খৃষ্টাব্দে অন্তর্বিগ্রহে বিধ্বস্ত হইয়া যায়।† তাহা হইলে ইহার প্রায় পাঁচ শতাব্দী পরে যুয়ন্-চুয়াং আসিয়া ঐ রাজ্যের সংবাদ কিরূপে পাইলেন, অথবা কি জন্য ইহা উল্লেখ-যোগ্য মনে করিলেন, বুঝা গেল না। তাঁহারা আরও একটি কথা ভুলিয়া যান যে, শিহ্‌লি-চ-ট-লো রাজ্যটি (near the sea) সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত বলিয়া যুয়ন্‌চুয়াং বলিয়াছেন। থারেখেত্তর (বা প্রোম) এবং সমুদ্রের মধ্যে অনেক ব্যবধান এবং সমুদ্র হইতে প্রোম যাইতে হইলে দুর্লঙ্ঘ্য-পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হয়। ফলতঃ শিহ্‌লি-চ-ট-লো বা "শ্রীক্ষত্র" শ্রীহট্টই বটে—"থারেখেত্তর" নহে।‡

এই শিহ্-লি-চ-ট-লোর অপর এক দাবিদার সম্প্রতি হাজির হইয়াছেন। চট্টগ্রামের কোনও কোনও দেশবৎসল ব্যক্তি জেলাটির প্রাচীনত্ব সূচনার্থ ইহাকেই চীন পর্য্যটকের কথিত দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং বলেন যে, "শিহ্-লি-চ-ট-লো" "শ্রীচট্টল" নামের চীন সংস্করণ। আপাততঃ ইহা বেশ সমীচীন দেখায় বটে; বোধ হয় যেন, ইহাই সুসঙ্গত সিদ্ধান্ত। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে কয়েকটি গুরুতর আপত্তির কারণ পাওয়া যাইবে। প্রথমতঃ "চট্টল" শব্দটি আধুনিক কোনও কোনও তন্ত্রে দেখা যায় বটে, কিন্তু ইহা চাটিগ্রাম শব্দের সংস্কৃতীকরণ বলিয়াই বোধ হয়। "চট্টগ্রামের বিবরণী" নামক

* বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ, ৯৫ পৃঃ।

† Vide General Phayre's History of Burma P. 18.

‡ "থারে-খেত্তর" শ্রীক্ষেত্র কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। তৎসম্বন্ধে জেনারেল ফেয়ার বলেন,—

"Thare Khattara is interpreted by Lassan as representing "Srikshetra", the field of fortune. 'Khattara' is also the Burmanized form of 'Kshatriya' and the name has been interpreted as referring to the race from which the kings of Burma claim to have descended." P. 11 (foot-note) History of Burma.

আমার শ্রীহট্টের নামও 'শ্রীক্ষেত্র'রূপে তত্রাদিতে উল্লেখ থাকা বিচিত্র নহে। কেন না, শ্রীহট্টের মহাপীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী মহালক্ষ্মী—তাঁহারই নামে ইহা 'শ্রী' অর্থাৎ লক্ষ্মীর "হট্ট" বলিয়া পরিচিত। সেই কারণে ইহা শ্রীর ক্ষেত্র অর্থাৎ স্থান বলিয়া উল্লেখিত হওয়াও অসম্ভাবিত নহে। "শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ" এই শ্লোকাংশ তন্ত্রান্তরে নাকি "শ্রীক্ষেত্রে হাটকেশ্বরঃ" এইরূপ আছে। তাহা হইলে "শ্রীহট্ট" ও "শ্রীক্ষেত্র" একার্থবাচক বলিয়াই প্রতীত

ক্রমশঃ-প্রকাশিত একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পাঠে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতেও ঐ দেশ 'চাটিগাঁ' বলিয়াই বৌদ্ধ-জগতে খ্যাত ছিল; এ কথা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতত্ত্বাভিজ্ঞ চট্টগ্রামবাসী রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই বলিয়াছেন।* খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চট্টল বা চট্টগ্রাম নামক কোনও রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল, এমন কথা চট্টগ্রামের বিবরণীতে পাওয়া যায় না।† সম্ভবতঃ ইহা তখন 'মগ'দের অধীন ছিল। তারপর যদিও তর্কস্থলে বলা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতেও "চট্টল" নামেই ইহা স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিচিত ছিল, তথাপি "শ্রীচট্টল" এই নামের "শ্রী" কিরূপে আসিয়া চট্টলের মাথায় বসিল? এটা নামের অংশ না হইলে চীন পরিব্রাজক এত কষ্ট করিয়া ইহা লিখিতেন না এবং তৎ-পশ্চাদাগত ইচিংও তাহা অব্যাহত রাখিতেন না। ফল কথা, "শিহ্-লি-চ-ট-লো" "শ্রীচট্টল" নহে, "শ্রীহট্ট"ই বটে।

ওয়াটার্স স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, সমতটের উত্তর-পূর্ব্বভাগে শিহ্-লি-চ-ট-লোর অবস্থান; 'থারেখেত্তর' (বা চট্টল) হইতে হইলে "দক্ষিণ-পূর্ব্বে" হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়াও তিনি পাঠ "উত্তর-পূর্ব্ব"ই পাইয়াছেন। তাই তিনি ইহা "ত্রিপুরা জেলা" অনুমান করিয়াছেন এবং তাঁহার টীকা-লেখক ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট এ. স্মিথ সাহেবও ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা নিকটে গিয়াছেন মাত্র, ঠিক্ স্থানে পৌঁছিতে পারেন নাই। তবে ত্রিপুরা জেলার এক বিশিষ্ট অংশ (সরাইল পরগণা) সে দিনও শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার শ্রীহট্টের মধ্যে যে মহাল 'সতর খণ্ডল' (সরাইল) সপ্তদশ শতাব্দীতেও ছিল, তাহা আইন আকবরি হইতেই প্রমাণিত হয়।

এখন শিহ্-লি-চ-ট-লো ত শ্রীহট্ট হইল,--যুয়ন্‌-চুয়াঙের বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া একবার দেখা উচিত। ইহা সমতটের পূর্ব্বোত্তরে, পর্ব্বতের মধ্যেও বটে; কেন না, ইহার প্রায় তিন দিকেই পর্ব্বত—খাসিয়া, জয়ন্তীয়া শ্রেণী হইতে ডান দিকে ঘুরিয়া, দক্ষিণ দিকে রঘুনন্দন পাহাড় পর্য্যন্ত একটা পর্ব্বতের বেষ্টনী শ্রীহট্টের উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ ঘেরিয়া চলিয়াছে। ইহা সমুদ্রের পার্শ্বে (near the sea) প্রমাণিত করা আবশ্যক।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, ভাটেরায় দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়; তাহা এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণেলে‡ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাঠ করেন। শাসন-প্রদত্ত ভূমি যে শ্রীহট্ট-প্রদেশেরই, তাহা শাসনে "শ্রীহট্টনাথ" শিবের উল্লেখেই বুঝা গিয়াছে। তাহার একটিতে

* চট্টগ্রামের বিবরণী, ভৌগোলিক ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ৬ পৃষ্ঠা।

† এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীহট্ট এত প্রাচীন কি না? তদুত্তরে যাহা বক্তব্য, তাহা ইতঃপূর্ব্বে ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন সমালোচনা স্থলে বলিয়াছি—ইপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, ১২শ খণ্ড, ১৩ সংখ্যক প্রবন্ধ (৭৭পৃঃ), অথবা বিজয়া, আষাঢ়, ১৩২০, অথবা রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সপ্তম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৯ দ্রষ্টব্য। তদুপলক্ষে প্রমাণিত করিয়াছি যে, 'শ্রীহট্ট' তখনও স্বনামখ্যাত জনপদরূপে বিরাজমান ছিল।

‡ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, No. VIII. August 1880.

জায়গাবিশেষের পরিচয়ে "সাগরপশ্চিমে"* শব্দটি রহিয়াছে এবং অপরটিতে† "নৌবাটক" শব্দের বারম্বার উল্লেখ আছে। ডাঃ মিত্র তাহার অর্থ করিয়াছেন, "war boat"।

এই শাসনগুলি খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর বলিয়া লিপি দ্বারা অনুমিত হয়, যদিও ডাঃ রাজেন্দ্রলাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলিয়াছেন। যাহাই হউক, ছয় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের স্থানবিশেষের নিকটে সাগর ছিল এবং নৌবল পরিরক্ষিত হইত, ইহার স্পষ্ট নিদর্শন এই শাসনদ্বয় হইতে পাওয়া যাইতেছে।

এই সাগর মহাসমুদ্রের অংশবিশেষ না হইতেও পারে; কিন্তু এ ক্ষণেও শ্রীহট্টের মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগে হাওর সংজ্ঞক যে সকল বিশাল হ্রদ বিদ্যমান আছে, প্রবল বর্ষাকালে, বিশেষতঃ যে বৎসর হঠাৎ জলপ্লাবন হইয়া শস্যাদি নষ্ট হইয়া যায়, সেই বৎসরে, ইহাদের আকৃতি দেখিলে, চৈনিক পরিব্রাজকের কথা যে ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে।‡ বর্ত্তমান কালে, দেড় শত বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, যখন (১৭৭৮ খৃঃ) মিঃ লিণ্ডসে শ্রীহট্টের গবর্ণর হইয়া বর্ষাকালে ঢাকা হইতে রওয়ানা হইয়াছিলেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন,—

I shall not be disbelieved when I say that in pointing my boat towards Sylhet, I had recourse to my compass, the same as at sea, and steered a straight course through a lake not less than one hundred miles in extent ¶

প্রতি বৎসরে বর্ষার পলি পড়িয়া অনেক নিম্ন স্থান উচ্চ হইতেছে। আমরা বাল্যকালে, মাত্র ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে, যে সকল প্রান্তর অতল-স্পর্শ দেখিয়াছি, তাহা আজ শস্যক্ষেত্রে

* প্রথম শাসন, ৩৮শ পংক্তি।

† দ্বিতীয় শাসন (১) ১৩-১৫ পংক্তি—

নিঃসীমনৌবাটকপত্তিরাজিপ্রভিন্নদন্তাবলসৈন্যসম্পৎ।
স রাজরাজঃ কুমুদাবদাতৈর্যশোভিরুর্ব্বীং বিমলীচকার॥

(২) ২১-২২ পংক্তি,—

যদীয়নৌবাটককেলিপাতঘাতোচ্ছলদ্বারিভিরপ্রয়ত্নেঃ।
রথ্যান্তরদৈরভিসম্পতদ্ভিঃ সন্তাপশান্তিঃ সুভরামলম্ভি॥

‡ এক দিন যে সমগ্র শ্রীহট্ট সমুদ্র-প্লাবিত ছিল, তদ্বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন,—The conformation of some of the sandy hillocks and the presence of marine shells at the foot of the hills along the northern boundary indicate that the sea flowed at the base of the hills at a (geologically speaking) comparatively recent period. (Statistical Accounts of Assam. Vol. Ii, p. 263)।

¶ Extracts from "The Lives of the Lindsay's Appendix to Hunter's Statistical Accounts of Assam. Vol. II. P. 346.

পরিণত হইয়াছে। তাই তের শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টরাজ্য চীন পরিব্রাজকের নিকট সমুদ্রের সমীপবর্ত্তী বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ইহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ দেখা যায় না।*

অতএব দেখা গেল যে, শিহ্-লি-চ-ট-লো যে শ্রীহট্ট, তাহা চীন পর্য্যটকের উচ্চারিত নাম-সাদৃশ্যে, তথা তৎকথিত লক্ষণাদিতে, স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। প্রথমটির সংস্থান সম্বন্ধে যদি আমরা স্থিরনিশ্চয় হইতে পারি, তবেই অন্য পাঁচটির সংস্থান-বিষয় আলোচনা করার সুবিধা হয়। তাই শিহ্-লি-চ-ট-লো লইয়া এত বিতর্ক করিতে হইয়াছে।†

২। অতঃপর শিহ্-লি-চ-ট-লো-র দক্ষিণ-পূর্ব্বে "ক-মোলংক"; ইহা সমুদ্রের এক কাঁড়ির উপর অবস্থিত বলিয়া কথিত।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মিঃ ওয়াটার্স (এবং মিঃ ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ্) শিহ্-লি-চ-ট-লোকে ত্রিপুরা অঞ্চলে আনিয়াছেন; কিন্তু কমোলংক সম্বন্ধে পূর্ব্বতন সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখিয়া লিখিয়াছেন,—"It is said to be Pegu and the Delta of the Irawadi," অর্থাৎ ইহা পেগু এবং ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপ। কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্! যুয়ন্‌চুয়াং পর পর রাজ্য-গুলির নাম লিখিয়া গিয়াছেন—'ক-মো-লংক' শিহ্-লি-চ-ট-লোর অব্যবহিত দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থিত হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা শিহ্-লি-চ-ট-লোকে "প্রোম্" বলেন, তাঁহারা অবশ্যই ক-মো-লংককে পেগু বলিতে পারেন,—কিন্তু শিহ্-লি-চ-ট-লোর বেলায় ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়া, ক-মো-লংক

---

* যুয়ন্‌চুয়াং যে কোন্ সময়ে সমতট পরিদর্শনপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন, ঠিক্ জানা যায় না। অন্তত আমরা এইটুকু অনুমান করিয়া নিতে পারি যে, নিশ্চয়ই তিনি বর্ষাকালে সমতট হইতে উত্তর-পূর্ব্বভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অপার জলরাশি দর্শনে তদস্তপার্শ্বস্থ জনপদ পরিভ্রমণে হতাশ হইয়াই প্রত্যাবর্ত্তনে কৃতসংকল্প হইয়া-ছিলেন। ফলতঃ বর্ষাকাল ভ্রমণোপযোগী সময়ও নহে; বিশেষতঃ বৌদ্ধ পর্য্যটকগণ মঠাশ্রয়ে বর্ষাকাল যাপন করিতেন। (Vide Watters' Yuan Chwang Vol. I, P 145)

† এ স্থলে অপর চীন পরিব্রাজক ইচিংএর উক্তি উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করিতেছি। যুয়ান্‌চুয়াঙের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে ইচিং ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি নলন্দা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ৫০০ যোজন চলিয়া পূর্ব্বসীমান্ত প্রদেশে যান। ঐ প্রদেশের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত বৃহৎ কৃষ্ণ (Great Black) পর্ব্বতকে তুফন (অর্থাৎ তিব্বত) দেশের দক্ষিণ সীমা বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। ঐ পর্ব্বত চীনদেশের সুচুয়ান (Szuchuan) প্রদে-শের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় এক মাসের পথ ব্যবহিত বলিয়া তিনি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে দক্ষিণ দিকে সাগর-তীরের সন্নিকটে "শ্রীক্ষত্র" নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন [Vide P 9. of Dr. Toka-kasu Itsing]। ইহা যে 'শ্রীহট্ট', তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। "বৃহৎ কৃষ্ণ" পর্ব্বত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তর-সীমাস্থিত ভোটানের পাহাড় বলিয়াই স্পষ্ট উপলব্ধ হইতেছে এবং তথা হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়া, আসাম ও খাসিয়া পাহাড় পার হইয়া, তদানীং সমুদ্র বলিয়া প্রতীত অম্বুরাশির প্রান্তবর্ত্তী শ্রীহট্ট রাজ্যেই তিনি পৌঁছিয়াছিলেন। ইচিং অবশ্যই তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী পরিব্রাজক যুয়নচুয়াঙের ভ্রমণবিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন এবং বোধ হয়, তিনি শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে যাইতে পারেন নাই বলিয়াই ইচিং ঐ অঞ্চলে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া, বরাবর সমতট দিয়া গেলে "সমুদ্র" পথে পড়িবে, এই আশঙ্কায় ভোটান পাহাড় ইত্যাদি দীর্ঘ ও দুর্গমতম পথ ঘুরিয়া শ্রীহট্ট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

স্থলে সাবেক রায় বহাল রাখা নিতান্তই অনুচিত এবং এটা তথ্যান্বেষীর পক্ষে দোষাবহ। ফলতঃ 'কমোলংক' পেগু নহে, শ্রীহট্টের সংলগ্ন "কমলাঙ্ক", বর্ত্তমানে কোমিল্লায় যাহা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই জনপদের অপর নামও ছিল—"কর্ম্মান্ত" ;* বোধ হয়, ইহা কমলাঙ্কেরই দ্বিতীয় নাম —যেমন 'ওড্র' ও 'উৎকল'। যাহা হউক, কমলাঙ্কের নাম অধুনা প্রামাণিক গ্রন্থবিশেষে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং এই কমলাঙ্ক যে এতদঞ্চলেরই নাম, তাহাও তদ্দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। পশ্চাৎ এই রাজ্য ত্রিপুরার অধীন হইয়া উহার সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছিল।†

ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত কবি ভবানীদাসের "ময়নামতীর গানে" নিম্নলিখিত দুইটি পংক্তি আছে,—

"বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৈরর (গৌড়র) সহর।
দাদার মিরাশ এড়ি যাবেক কামলাক নগড় ॥"—(৬পৃঃ, ১স্তম্ভ)

এই "কামলাক" যে "কমলাঙ্ক", তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।‡ গৈর বা গৌড় অনতিদূরবর্ত্তী শ্রীহট্টের তৎকালীন নামান্তর; বিখ্যাত শাহ জালাল কর্ত্তৃক ঐ রাজ্যের ধ্বংস-সাধন হইয়াছিল।

এই ময়নামতীর নামে কোমিল্লা সহরের পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী "লালমাই" পাহাড়ের নাম আজিও "ময়নামতীর পাহাড়" বলিয়া সংজ্ঞিত হইতেছে। ময়নামতী এই অঞ্চলেই লীলা-খেলা করিয়া গিয়াছেন এবং তদীয় উক্তিতে যে কমলাঙ্কের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা পেগু হওয়া অসম্ভব।¶ বরং যাহা 'কর্ম্মান্ত' বলিয়া অষ্টম শতাব্দীতে§ পরিচিত হইয়াছিল এবং যাহা

* "পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ" শীর্ষক প্রবন্ধ (শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী-লিখিত) দ্রষ্টব্য—প্রতিভা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা (চৈত্র, ১৩২০)।

† কমলাঙ্কের কিয়দংশ পালরাজগণের সময় সমতটের সামিল হওয়ার প্রমাণও পাওয়া যায়। ত্রিপুরার অন্তর্গত বাঘাউড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠে খোদিত লিপিতে সমতটের রাজা প্রথম মহীপালদেবের নাম লিখিত রহিয়াছে। Vide Plate X facing P. 18 of Vol. XI, No 1. 1915. J. A. S. Bengal.

‡ ওয়াটার্স ও বীল উভয়েই "কমোলাংক"কে "কামলঙ্কা" বলিয়াছেন; "কাম্‌লাক" এই অপভ্রংশদ্বারা "কামলঙ্কা"ই প্রকৃত নাম বলিয়া অধিকতর সম্ভাব্য হইলেও 'কমলাঙ্ক' নামটি শোভনতর এবং বাঙ্গালী লেখকবর্গ (এমন কি, 'পেগু'বাদীরাও) একবাক্যে 'কমলাঙ্ক' নামটিই গ্রহণ করিয়াছেন—এই প্রবন্ধেও তাহাই গৃহীত হইল।

¶ ব্রহ্মদেশের ইতিহাস পড়িলে কুত্রাপি কমলাঙ্ক নামে কোনও নগর বা জনপদ ছিল, এমন কিছু পাওয়া যায় না। অযথা কল্পনাবলে এতাদৃশ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। যে স্থানটিকে কমলাঙ্ক (বা কামলঙ্কা) বলিয়া ধরা হয়, সেই রাজ্যের প্রাচীন নাম ছিল সুবর্ণভূমি এবং রাজধানীর নাম ছিল হংসবতী। (Vide Phayre's History of Burma. P. 19 & P. 290) চীন পরিব্রাজকের এই অঞ্চলের উল্লেখ অভিপ্রেত হইলে, তিনি ঐ সকল নামই বলিতেন।

§ ইতঃপূর্ব্বে পাদটীকায় "পূর্ব্ববঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ" শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করা হইয়াছে—তাহাতে যে তাম্রশাসনদ্বয়ের কথা আছে, ঐগুলি নাকি অষ্টম শতাব্দীর বলিয়া লিপিবিচারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রাচীনতর

বর্ত্তমানে "কোমিল্লায়" পরিণত হইয়াছে—"কমলাঙ্ক" তাহাই বটে। ত্রিপুরার ইতিহাস-লেখক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় নিঃসন্দেহে কোমিল্লা অঞ্চলকেই কমলাঙ্ক বলিয়া গিয়াছেন; বাঙ্গালার প্রথম মৌলিক গবেষণামূলক ইতিহাস-লেখক ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও তাহাই বলিয়াছেন, যদিও ইঁহারা কেহই যুক্তি-তর্ক দ্বারা স্বীয় মত স্থাপন করেন নাই। যাহা হউক, কমলাঙ্ক সম্বন্ধে সমধিক আলোচনা বাহুল্যমাত্র।

পরন্ত এই "ক-মো-লংক" সমুদ্রের ফাঁড়ির উপরে প্রতিষ্ঠিত বলা হইয়াছে। বর্ষার জল-প্লাবনের সময়ে মেঘনা নদীর তীরবর্ত্তী স্থান জলমগ্ন হইয়া সমুদ্রাকার ধারণ করে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের খাত অধুনা ভৈরববাজারের নিকটে ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার সীমান্তে আসিয়া মেঘনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তের শত বৎসর পূর্ব্বে এ স্থান সমুদ্রের ফাঁড়িই ছিল, এটা অনুমান করা যাইতে পারে। অধুনা নদী বাহিত ও বর্ষার জল-বিধৌত পলিমাটি পড়িয়া বহু স্থানে চর ভরাট হইয়া পড়িয়াছে।

৩। যুয়নচুয়াং-কথিত তৃতীয় রাজ্যের নাম তো-লো-পো-তি; ইহা কমলাঙ্কের পূর্ব্বে। এই তো-লো-পো-তি সম্বন্ধে মিঃ ওয়াটার্স্ বলেন,—

"Tolopoti is the city with this name to which Shan-tsai went in order to consult Mahadeva its patron god ... Our pilgrim's Tolopoti has been restored as Darapati and as Dwarapati or Dwaravati 'the Sanskrit name for Ayuthya or Ayudhya the ancient capital of Siam'; but the characters seem to stand for Talapati i.e. Mahadeva.*"

ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী সূরিগণের মত প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা যে অযোধ্যার সংস্কৃত নাম বলিয়া "দ্বারাবতী" নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অযোধ্যা কোন্ সময়ে সৃষ্ট হইয়াছিল, সেটা তলাইয়া দেখিবারও অবসর পান নাই।

It is stated in the History of Siam that king Phra Ramathebodi founded the Capital Ayudhia in A. D. 1350 (vide Bowering's 'Siam' vol. I, P. 43) [Quoted from Phayre's History of Burma, P. 66-foot-note] অর্থাৎ যুয়নচুয়াংএর লেখার ৭০০ বৎসর পরে যে নগরের আবির্ভাব, তাহাই তৎকথিত "তো-লো-পো-তি" দ্বারা এই সকল পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিতেছেন।† পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে,

---

শাসনখানিতে প্রদাতার পিতৃপিতামহের নাম থাকাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, শাসনদাতাদের বংশীয়েরা অবশ্যই শতাব্দীকাল পূর্ব্ব হইতেই তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন। ফলকথা, যুয়ন্চুয়াঙের সময়ে এই রাজ্য যে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

* Watter's Yuan Chwang, Vol ii P. 189.

† শ্যামদেশের প্রাচীন নাম 'চম্পা' ছিল বলিয়া ব্রহ্মদেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিক টসীন্ কো মহোদয় অনুমান করেন। (vide N. B. Gazetteer, vol. I Part I, P. 205) কর্ণেল সেক্স্পীয়ার তাহাই বলেন। (vide Col. L. W. Shakspear's History of Upper Assam, Upper Burma &c. P. 8) অতএব 'দ্বারাবতী' বলিয়া

থারেখেত্তর চীন পরিব্রাজকের পরিভ্রমণে আসিবার প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহাই শিহ্-লি-চ-ট-লো দ্বারা সূচিত বলিয়া ইঁহারা নির্দ্দেশিত করিতেছেন। ফলতঃ এতাদৃশ পণ্ডিতগণের ঈদৃশ অসম্যগ্‌দর্শিতা বড়ই বিস্ময়জনক।

মোট কথা, তো-লো-পো-তি ঐ দিকে নহে—কমলাঙ্কের পূর্ব্বদিকে সোজা দৃষ্টিপাত করিলেই যাহা দেখা যাইবে, সেই "ত্রিপুরা" বা "ত্রিপুরাপতির" রাজ্যই এই "তো-লো-পো-তি" দ্বারা সূচিত হইতেছে। *

কথা হইতেছে, ত্রিপুরা কি এত প্রাচীন? উত্তর, ত্রিপুরা ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর। ত্রিপুরায় একটি অব্দ প্রচলিত আছে; সম্প্রতি উহার ১৩২৮ অব্দ চলিতেছে। ১৩২৮ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫৯০ খৃষ্টাব্দে যুয়ন্‌চুয়াং ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিবার প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল পূর্ব্বে এই অব্দ প্রবর্ত্তিত হয়। ত্রৈপুর নরপতি দ্বিতীয় বীররাজ ৫১২ শকাব্দে দিগ্বিজয়-ক্রমে "গঙ্গার পশ্চিম তীরে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া" তৎস্মৃতি সংরক্ষণার্থে এই অব্দের প্রতিষ্ঠা করেন। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন,—

"The State of Hill Tipperah has a chronological era peculiar to itself. The Dewan reports that it was adopted by Raja Biraraja from whom the present Raja is 92nd in descent. Raja Biraraja is said to have extended his conquest across the Ganges and in commemoration of that event to have established a new era dating from his victory."

P. 470, Hunter's Statistical Account of Hill Tipperah.

এই বীররাজেরও পূর্ব্বে বহু রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। যাঁহার নামে ঐ রাজ্য সংজ্ঞিত হইয়াছে, সেই "ত্রিপুর" নৃপতি যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলিয়া রাজমালায় কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বীররাজ ত্রিপুর হইতে অধস্তন ৪৩শ পুরুষ।

অতএব চীন পরিব্রাজকের নিকটে এই সুপ্রাচীন † প্রভাবশালী রাজ্যের নামই কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

এ স্থলে শ্যামদেশকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। এ ছাড়া অপর "দ্বারাবতী"র নামও ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে পাওয়া যায়। পেগু প্রদেশের উত্তরে তৌঙ্গ রাজ্যে এক দ্বারাবতী দুর্গ ছিল; তাহা বোধ হয়, ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, কি তাহার অল্প পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল (Vide P 89, Phayre's History of Burma)।

* ত্রিপুরার অন্য নামও ছিল—মগেরা ইহাকে থুরুতুন বলিত।—(৺কৈলাসচন্দ্র সিংহের "রাজমালা", ৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তো-লো-পো-তি দ্বারা 'স্থলবতী'ও বুঝাইতে পারে; কেন না, শ্রীহট্ট ও কমলাঙ্ক জলবহুল থাকায় স্থলময় পার্ব্বত্য ত্রিপুরার এই নাম বা উপনাম হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

† ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ-প্রণীত রাজমালায় আছে (২য় ভাগ, ১ম অধ্যায়, ৮ পৃষ্ঠায়) যে, "সমুদ্রগুপ্তের লাট-প্রস্তরলিপির দ্বাবিংশ পংক্তিতে নেপাল, কামরূপ, সমতটের সঙ্গে "ত্রিপুরা" রাজ্যের উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতেও ত্রিপুরা এক উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল।" [এ স্থলে বলা উচিত যে, ঐ লিপিতে "নেপালকর্তৃপুরাদি" আছে—অনেকে ইহা "নেপাল ও কর্ত্তৃপুরাদি" মনে করেন। আমরা মূল লিপি দেখিবার অবসর পাই নাই—অতএব উভয় ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইলাম।]

এই ত্রিপুরা-রাজ্য ত্রিপুরারি মহাদেবের সঙ্গে গাঢ় সম্পর্কিত। মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুর নিহত হইলে পুত্রহীনা রাজ-মহিষী বংশ-রক্ষার্থে মহাদেবের আরাধনা করেন; সংস্কৃত রাজমালায় আছে,—

"শিবলিঙ্গনতা ধ্যানাৎ সা বভূব সুগর্ভিণী।"

—(৺কৈলাসচন্দ্র সিংহের রাজমালা)।

'তোলোপোতি' বা তারাপতি দ্বারা মহাদেব সূচিত হইলে, এই রাজ্যেরই অধিষ্ঠাতৃদেবের নির্দ্দেশ হইয়া থাকিবে। ত্রিপুরায় সতীর দক্ষিণ চরণ পতিত হইয়াছিল, দেবী ত্রিপুরা এবং ভৈরব ত্রিপুরেশ অনাদি দেবতারূপে পূজিত। ত্রিপুরা-রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী কৈলাসহরের নিকটে উনকোটি নামক তীর্থে আজিও অতি প্রাচীন বিরাট্ মহাদেব-মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। হিতবাদীর সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সেই স্থানে গিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

"উনকোটি শৃঙ্গের পশ্চিম পার্শ্বে প্রস্তরে অনেকগুলি দেববেদীর মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। × × × ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ;—এটি মহাদেবের মূর্ত্তি, উহা অতি প্রকাণ্ড; দুইটি কর্ণ দুইখানি কপাটের ন্যায়; দুইখানি ঢালের ন্যায় দুইট কুণ্ডল তাহাতে শোভা পাইতেছে। গোঁপের এক দিক্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এক দিকে এক হাত, কি দেড় হাত পরিমাণ বর্ত্তমান আছে। হাতে ত্রিশূল, সম্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড বৃষ। × × × × × × শৃঙ্গাগ্রে প্রস্তর ও ইষ্টকরাশি প্রকীর্ণাবস্থায় ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। কোনও কালে ঐ স্থানে যে প্রস্তর ও ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির ছিল, *তাহা বেশ অনুমিত হয়।"—শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর পরিভ্রমণ, ১৫-১৬ পৃঃ।*

এই স্থানের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক প্রাচীন হস্ত-লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থও পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে আছে,—

"বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদসম্ভূতো বম্রবক্রঃ সুপুণ্যদঃ।
দক্ষিণস্যাং নদস্যাস্তু পুণ্যা মনুনদী স্মৃতা॥
অনয়োরন্তরা রাজন্ উনকোটিগিরির্ম্মহান্।
তত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ॥
তত্র বৈ কাপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্।
লিঙ্গঞ্চ কাপিলং তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্॥

অতএব এই রাজ্যের অধিষ্ঠাতা মহাদেব ও তল্লিঙ্গ বহু প্রাচীন এবং চীন পরিব্রাজক এই ত্রিপুরারাজ্যের কথা শুনিয়া গিয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই বিশাল প্রস্তর-নির্ম্মিত মহাদেব-মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায়ও প্রাচীনত্বের অমোঘ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

৪। 'তো-লো-পো-তি'র পূর্ব্বে যুয়নচুয়াং ই-শং-ন-পু-লো রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। "ই-শং-ন-পু-লো" দ্বারা "ঈশানপুর" বুঝাইতেছে বলিয়া সকলেই অনুমান করিতেছেন। যেহেতু

তো-লো-পো-তি দ্বারা শ্যামদেশকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, "ঈশানপুর" দ্বারা তৎপূর্ব্বদিক্‌স্থিত কাম্বোডিয়া ধরা হইয়া থাকে।

ই-শং-ন-পু-লো কি, বলিবার পূর্ব্বে তো-লো-পো-তি দ্বারা যে রাজ্য নির্দ্দেশিত হইয়াছিল, সেই ত্রিপুরা-রাজ্যের তৎকালীন বিস্তৃতিবিষয়ে ইহা বলা আবশ্যক যে, সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ, কাছাড়ের পশ্চিমার্দ্ধ এবং লুশাই পাহাড় ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল। ইহার পূর্ব্বভাগে ই-শং-ন-পু-লো দ্বারা কি সূচিত হইয়াছিল, এখন তাহার বিচার আবশ্যক।

"ঈশানপুর" অর্থ মহাদেবাধ্যুষিত নগর; ইহা কাম্বোডিয়া অঞ্চলে হইতে পারে কি না, তাহা বিবেচনা করিবার সময়ে সর্ব্বাদৌ দেখা আবশ্যক, ঐ অঞ্চলে শৈব ধর্ম্ম ভূরি প্রচলিত ছিল কি না? এ সম্বন্ধে কাম্বোডিয়ার ইতিহাসে কোনও স্পষ্ট প্রমাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহার সংস্কৃত নাম কম্বোজ, এইমাত্র জানা যায়। এমত অবস্থায় কাম্বোডিয়া অঞ্চল কিরূপে ঈশানপুর হইতে পারে?*

ফলকথা, সে দিকে দৃষ্টিপাত নিরর্থক। ত্রিপুরা-রাজ্যের পূর্ব্বভাগে—ত্রিপুরা ও ব্রহ্ম-দেশের শান রাজ্যের মধ্যে যে জনপদ অবস্থিত, "ইশংনপুলো" দ্বারা তাহাই সূচিত হইয়াছে। ভুবন পাহাড়স্থিত ভুবনেশ্বর তীর্থ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা তত্রত্য প্রস্তর-নির্ম্মিত ভগ্না-বয়ব দেবমূর্ত্তিগুলি এবং পাহাড়ের গায়ে খনিত গুহাগুলি† দেখিয়া ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা একটা সভ্য জনপদ-মধ্যস্থিত দেবতা-স্থান ছিল, যে স্থানে ঋষিকল্প সাধকগণ আসিয়া, দেবতা-দর্শনান্তে গুহামধ্যে বসিয়া, ইষ্টদেবতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এই ভুবন পাহাড়ের মূর্ত্তিগুলি দেখিলে সুপ্রাচীন বলিয়া ধারণা জন্মিবে। ঊনকোটি তীর্থের মূর্ত্তিবিশেষের সামান্য বর্ণনা ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে—ভুবন পাহাড়ের মূর্ত্তিগুলিও প্রায় তাদৃশ। আর

* ওয়াটার্স সাহেব ত নিঃসন্দেহে ইশংনপুলোকে 'ঈশানপুর' করিয়া, কাম্বোডিয়া বলিয়া প্রচার করিলেন। ফেয়ার সাহেবকৃত ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে (২২ পৃষ্ঠা) যুয়ন্‌চুয়াং-কথিত এই সকল রাজ্য সম্বন্ধে একটু আলোচনা আছে। ইশংনপুলো ও কাম্বোডিয়া সম্বন্ধে লিখিত আছে,—Beyond that (Tolopati) still east Tsanapura (T=I?) is not recognizable but still further east Mahachampa mentioned by the pilgrim represents beyond doubt the ancient kingdom of Cambodia. See paper by Mr. James Furgusson in the Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. vi, N. S. 1873.

আমরাও মনে করি যে, ইশংনপুলো এ যাবৎ নির্ণীত হয় নাই। কাম্বোডিয়াকে 'ঈশানপুর' কেন বলা হইয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ঐ স্থানে ঈশানবর্ম্মা নামে এক রাজা ছিলেন। এই প্রমাণ কি প্রচুর হইল? ঈশানবর্ম্মা নিজ নামে কোনও পুর স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, আগে তাহা প্রমাণ করিয়া, এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা উচিত ছিল। বস্তুতঃ এই বিষয় এ যাবৎ কাল অমীমাংসিত বলিয়া ধরা হইবে।

† স্থানীয় ভাষায় এইগুলির নাম "রদ" (রন্ধ্র শব্দের অপভ্রংশ)। কেহ কেহ শব্দটির বানান "হ্রদ" করিয়া অর্থের জটিলতা সম্পাদন করিয়াছেন।

কুড়ি বৎসর হইল, ঐগুলি দেখিয়াছিলাম এবং মূর্ত্তিগুলির নির্ম্মাণ-সৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু তাহার প্রায় সমস্তগুলিই ভগ্ন; লোকে বলে—কালাপাহাড় কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত। কিন্তু এই কালাপাহাড় ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ মোসলমান সেনানী নহে। আমার বিশ্বাস, নাগা, কুকি প্রভৃতি যে সকল অসভ্য জাতি এই জনপদের পার্শ্বে আজিও বর্ত্তমান আছে, তাহারাই রাজ্য সহ প্রতিমাগুলিরও ধ্বংস সাধন করিয়াছে।

এই ভুবন পাহাড় ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এই পাহাড় যে পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চিমাংশে বর্ত্তমান, সেই পর্ব্বতমালারই পূর্ব্বভাগের পাদদেশ একটি প্রাচীন জনপদের সংবাদ মাত্র পাওয়া যায়। তাহার রাজধানী ছিল "বিষ্ণুপুর"। অধুনা যে স্থানের নাম "বিষ্ণুপুর", তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য ১৩২৩ সালে মণিপুর গিয়াছিলাম। ইহা এক্ষণে পাহাড়ের নিম্নে প্রায় সমতল ভূমির উপরেই অবস্থিত। বর্ত্তমান রাজধানী ইম্ফালে আসিবার পূর্ব্বে মণিপুরের অধিপতিগণ এই বিষ্ণুপুরেই অবস্থান করিতেন। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, বর্ত্তমান বিষ্ণুপুরের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধভাগে প্রাচীন বিষ্ণুপুর অবস্থিত ছিল, তাহা পাহাড়ের চাপে লোকজন সহ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ১৩০৪ সালের ভূকম্প যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে এই ঘটনা খুব সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হইবে।

বিষ্ণুপুরের সংস্থান-ভূমি দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, জায়গাটি রাজধানী হইবার উপযুক্ত। এ স্থান হইতে সমগ্র মণিপুর উপত্যকা একখানি ছবির ন্যায় দৃষ্ট হয়। অথচ ক্রোশখানেক গেলেই প্রকাণ্ড লোগতাক্ হ্রদ; ইহার চারি পার্শ্বের ধান্যক্ষেত্র মণিপুরকে শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই বিষ্ণুপুর মণিপুরের মধ্যে একমাত্র স্থল—যাহার নাম আর্য্য-ভাষায় আখ্যাত;—অবশ্য "মণিপুর" নামটি মহাভারতের বলিয়া এ স্থলে গণনীয় নহে। বিষ্ণুপুরের নাম মণিপুরীরা "মায়াং" রাখিয়াছে, ইহার প্রকৃতিগত অর্থ (মি-ইয়াং) "অনেক লোক" অর্থাৎ জনাকীর্ণ স্থান; এখন "বিদেশী" অর্থে মায়াং শব্দ রূঢ় হইয়াছে। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, এই আধুনিক অনার্য্য-বহুল জনপদের ভিতরে বিষ্ণুপুর একমাত্র আর্য্যবসতিস্থান ছিল।

য়ুয়ন্চুয়াঙের সময়ে এই জনপদের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল; তবে তৎসাময়িক কোনও ইতিহাস পাওয়া দুর্ঘট। শান দেশের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে, ৭৭৭ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ চীন পরিব্রাজকের ভ্রমণের ১৫০ বৎসর পরে) পোং রাজ্যের অধিপতির ভ্রাতা শামলং মণিপুরে আগমন করিয়াছিলেন। ব্রাউন সাহেব লিখিয়াছেন;—

" * * By a Shan account of the Shan kingdom of Pong considered authentic, it appears that Shamlong brother of the Pong king in returning to his own country from Tipperah (A. D. 777) descended into the Manipur Valley at Moirang the chief village of the tribe of that name."*

* P. 58. Statistical Account of Manipur by Browne.

ইহাতে অবশ্যই বিষ্ণুপুর বিষয়ে কিছুই প্রমাণিত হয় না। তবে মণিপুর অঞ্চল যে তখন নানা-জাতি-অধ্যুষিত জনপদ ছিল, তাহা দেখা যায় এবং তন্মধ্যে এই বিষ্ণুপুরই বোধ হয়, আর্য্য-সভ্যতার আলোকবর্ত্তিকা হস্তে লইয়া বর্ত্তমান ছিল। এখনও বিষ্ণুপুরের যে সকল অধিবাসী আছে, তাহাদের ভাষা আর্য্যগন্ধি। ডাঃ গ্রিয়ার্স'ন লিখিয়াছেন ;—

"A tribe known as Mayang speaks a mongrel form of Assamese spoken by the same Tribe * *. they are also known as Bishnupuriya Manipuris. I have said above that Mayang is a mongrel form of Assamese; it can with equal (or perhaps more) justice be classed as a form of eastern Bengali. The language possesses characteristics of both the languages, but at the same time differs widely from both. * * * In the Manipur State the head-quarters of Mayang are two or three plain villages near Bishnupur (locally known as Lamangdong) 18 miles to the south-west of Imphal."*

এই মণিপুর উপত্যকায় ভিন্ন স্থানেও প্রাচীন হিন্দু-প্রভাবের আরও লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। রেসিডেন্সির প্রাঙ্গণে কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি এক প্রকার অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। তন্মধ্যে একটি বৃষভারূঢ় মহাদেবের মূর্ত্তি এবং দুএকটি হনূমান্ ও গরুড়মূর্ত্তি দেখিয়াছি। এগুলি মণিপুরের নানা স্থান হইতে নাকি সংগ্রহ করা হইয়াছে।† আমার দেখা এই সকল মূর্ত্তি ছাড়াও অপর মূর্ত্তির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

মণিপুর হইতে জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন,—"ইম্ফালের ৩২ মাইল দক্ষিণে খুমভাম্ মান্দুম্ নামক স্থানে পাহাড়ের উপর অতি প্রাচীন কাল হইতে মহাদেবের এক শিলামূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ঐ মূর্ত্তির সুগভীর নাভিমণ্ডল ও প্রশস্ত উদর বর্ত্তমান। স্বর্গীয় চন্দ্রকীর্ত্তি মহারাজ ঐ স্থান খুঁড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিম্নে বৃষের মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া খুঁড়ান বন্ধ করেন।"

শৈব ধর্ম্ম ও মহাদেবমূর্ত্তি-পূজা বহু প্রাচীন কালের পরিচায়ক।‡ অতএব এ স্থলেরই কথা যুয়ন্চুয়াঙের বিদিত হওয়া সম্ভব। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, "ইশংনপুলো"কে "বিষ্ণুপুর" বলিয়া অনুমান করা যায় কিরূপে? বিষ্ণু শব্দটিকে সংস্কার্থে ব্যবহারে প্রায়ই "বিষণ"রূপে পরিণমিত করা হয়। সরকারী কোনও কোনও মানচিত্রে এই বিষ্ণুপুরকে "বিষণপুর" লেখা

* Grierson's Linguistic Survey of India Vol. V Part I p. 419 [লামাং ডোং শব্দের অর্থ উচ্চ খোলা স্থান—ইহা বিষ্ণুপুরের বিশেষণ।]

† সম্ভবতঃ এই সকল মূর্ত্তি মণিপুরেই প্রস্তুত হইত। আজিও বিষ্ণুপুরে ঐ সকল প্রাচীন শিলা-শিল্পীর বংশধরগণ বর্ত্তমান থাকিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতেছে। কিন্তু হায়, প্রাচীন কালের মূর্ত্তিগুলির সৌষ্ঠব আর ইদানীং দেখা যায় না।

‡ এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মণিপুর অঞ্চলে খাম্বাথৈবীর যে অতি-প্রাচীন গল্প শুনা যায়, তাহারও নায়ক-নায়িকা শিব শক্তির অংশ বলিয়া সমাদৃত।

হইয়াছে। এই আন্ত্য "ব"টি আবার অন্তঃস্থ (ইংরেজীতে যাকে বলে "সেমি ভাওয়েল"), ইহা 'w' (ডব্লিউর) মতন উচ্চারিত হইত। অতএব বিষ্ণুপুর=বিষণপুর=ইষণপুর এইরূপ আকৃতি ধারণ খুবই স্বাভাবিক।* ফলকথা, ত্রিপুরা ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্ত্তী এই অঞ্চলই 'ইশংনপুলো' দ্বারা সূচিত হইয়াছে।+

৫। "ইশংনপুলো" হইতে পূর্ব্বভাগে "মো-হ-চন্-পো"—ইহা "মহাচম্পা" বলিয়া অনূদিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আনাম ও কোচীন চীন সূচিত হইয়াছে বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকগণ অনুমান করেন। "চম্পা" বলিতে অনেক দেশকেই বুঝায়। ভারতবর্ষে অঙ্গদেশের রাজধানীর নাম 'চম্পা'—যুয়ন্‌চুয়াং নিজেও ইহা দেখিয়া গিয়াছেন।‡ কোচীন চীন অঞ্চলের নামও 'চম্পা' ছিল—মহাচম্পা ছিল কি না, ঠিক বলা যায় না; অন্ততঃ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা'য় প্রদত্ত কোচীন চীনের ইতিহাসে "এম্পায়ার অব চম্পা" এই কথাই আছে, মহাচম্পা নাই। সম্ভবতঃ এই "মহাচম্পা" দ্বারা যুয়ন্‌চুয়াংও চম্পা মাত্রই বুঝাইতেছেন। কেবল অঙ্গদেশীয় চম্পা এবং হয় ত অন্যান্য 'চম্পা'¶ হইতে পৃথক্ করিবার জন্য নামের পূর্ব্বে "মহা" প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ইহা খুব সমীচীনই হইয়াছে। আজিও গ্রেট্-ব্রিটেনের বাহিরে ব্রিটিশ আধিপত্য বুঝাইবার জন্য 'গ্রেটার ব্রিটেন্' (Greater Britain) বলা হয়।

'ইশংনপুলো'কে কাম্বোডিয়া ধরিলে, আনাম-কোচীনচীন পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী হওয়াতে, ঐ ভূভাগকেই 'মোহচনপো' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কিন্তু মণিপুর উপত্যকা ও তৎপার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য ভূভাগ 'ইশংনপুলো' বলিয়া মীমাংসিত হইলে, এই 'মোহচন্‌পো'কে কোথায় অনুসন্ধান করিতে হইবে, দেখা যাউক।

---

* "ঈশানপুর"ই যদি যুয়ন্‌চুয়াঙের অভিপ্রেত হয়, তবে এমনও হইতে পারে যে, এই জনপদেরই ঐ নাম ছিল। ঈশানপুরের দুই অর্থ—এক মহাদেবাধ্যুষিত পুর, অপর পূর্ব্বোত্তর কোণবর্ত্তী নগর; ভুবন পাহাড় বা খুমতাম্‌মালুম্বিত মহাদেবের অধিষ্ঠান হেতু অথবা সমতটাদি সুপ্রসিদ্ধ রাজ্যের ঈশানকোণ-বর্ত্তিত্বের নিমিত্ত এই অঞ্চলেরই উক্তরূপ নাম হওয়া বিচিত্র নহে। তারপর হয় ত ঈশানপুর কালক্রমে "বিষণপুর" বা বিষ্ণুপুরে পরিণত হইয়া যাইতে পারে।

+ কাছাড়ের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব্বাংশে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, এগুলি ত্রিপুরার অধিকারের পরিচায়ক। কিন্তু তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। চীন পরিব্রাজক যাহাকে 'ইশংনপুলো' বলিয়াছেন, সেই রাজ্যেরই এই সকল পরিচয়স্বরূপ বলিয়া বোধ হয়। কাছাড়ের অংশবিশেষ যে ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ রাজ্যের পূর্ব্বসীমা কত দূর ছিল, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে না; অথচ ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে যে এই অঞ্চল ত্রিপুরার অধীনে ছিল, তাহারও প্রমাণ দুর্ঘট। কমলাঙ্ক রাজ্যটি যেমন ত্রিপুরার কুক্ষিগত হইয়াছিল, এখানেও সেইরূপ কিছু হইয়া থাকিতে পারে।

‡ Watters' Yuan Chwang, vol. ii, p. 181.

¶ পূর্ব্বোপদ্বীপে 'চম্পা' নামটির খুব প্রসার ছিল—শ্যাম এবং কাম্বোডিয়াও 'চম্পা' সংজ্ঞার দাবিদার, ইহঃপূর্ব্বে তাহা উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে এগুলির এই নাম ছিল কি না, সন্দেহের বিষয়।

ব্রহ্মদেশের ভামো বর্ত্তমানে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই ভামোর উত্তরাংশে সাম্পেনগো (Sampenago) নামক এক অতি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই 'সাম্পেনগো' চম্পানগরের (ব্রহ্মদেশীয় ভাষায়) অপভ্রংশ। এই চম্পানগর কত প্রাচীন, তাহা বলা যায় না; প্রবাদ আছে যে, পাটলিপুত্রের ধর্ম্মাশোক চম্পানগরে পাগোডা, জলাশয়, কূপ ও পান্থনিবাস সংস্থাপন করেন। কেন না, এখানে নাকি বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে কাকরূপে বাস করিয়াছিলেন।* কথা হইতে পারে যে, এই "চম্পানগর" চীন পরিব্রাজকের সময়ে ছিল কি না। তদ্বিষয়েও শানদের কাগজ-পত্র হইতে ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় যে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আছে যে, ৪০০ ব্রহ্মাব্দ (মগী) অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১০৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত চম্পানগরে শানবংশবিশেষ রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।†

যাহা বুদ্ধের পূর্ব্বজন্মবিশেষের লীলাভূমি, যাহাতে ধর্ম্মাশোকের নির্ম্মিত দেবালয়াদি ছিল, তাহাই খুব সম্ভব, বৌদ্ধ পরিব্রাজক যুয়ন্-চুয়াং কর্ত্তৃক উল্লেখিত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বোপদ্বীপের নানা চম্পার মধ্যে ইহা যে প্রাচীনতম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সম্বন্ধে আমরা আর একটি কথা বলিতে সাহসী হইতেছি। যুয়ন-চুয়াং যে ভাবে চম্পা শব্দটির বর্ণবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্যের বিষয়। চম্পা—"চান্-পো"—শান দেশের পোং রাজ্যের নামটি স্মরণ করাইয়া দেয় নাকি ?‡ শান ভাষা একাক্ষরী (monosyllable), কিন্তু ইহাতে পালি ভাষার সংমিশ্রণ রহিয়াছে।¶

ইহাতে যিনি যাহাই বুঝুন, আমাদের বোধ হয়, প্রাচীন কালে অঙ্গদেশের চম্পা রাজধানীর কোনও উপনিবেশকারী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সভ্যতালোক ঐ দেশে নীত হইয়াছে এবং তাঁহারাই

* The reason for Asoka's choosing Sampenago for one set of his pagodas, tanks etc. is said to be that Buddha had lived there in a former existence in the body of a crow. (Extracts from Mr. Ney Elias' Introductory Sketch of the History of Shans—p. 58, Vol. i, Part. ii, of the Gazetteer of Upper Burma and Shan States.)

† From a Burmese translation of an old Shan document which tells the history of 'Sampenago', it appears that Sektu Min's successors continued to rule in Sampenago till the time of Sawbwa Thakyabus in 400 B. E. (1038 A. D.) p. 57. vol, i part ii, Upper Burma and Shan States Gazetteer.

‡ আমাদের এইরূপ অনুমান যে সম্পূর্ণ উচিত, তাহা বলিতে পারি না। নয়টি শান রাজ্যের মিলিত নাম "কোশান্পিয়" (Koshanpyi)। উত্তরব্রহ্ম গেজেটিয়ার সম্পাদক স্কট সাহেব ইহা 'কৌশাম্বী' নামের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমান করেন (N. B Gazetteer, Vol i part i p. 189) কো=নয় (৯) এবং শান্পিয়কে চম্পার অপভ্রংশ মনে করিতে পারা যায় না কি ? "মৌ-শান্" একটি সংজ্ঞা পাওয়া যায়—ইহা "মহাচম্পার" অপভ্রংশ বলিয়া ধরিতে পারি নাকি ? [The term "Mau shans" is a political rather than social name. p. 190, N. B. Gaz., vol. i Part i] ফলতঃ প্রত্নতত্ত্বে অনুমানের প্রসর খুবই আছে।

¶ Shan language is described by Dr. Cushing as a monosyllabic language but has polysyllabic words of Burmese & Pali origin (Bhamo Gazetteer, p. 28)

চম্পানগর সংস্থাপন করেন। বলা আবশ্যক যে, সাম্পেনগো বা চম্পানগর এই শান অঞ্চলের অঙ্গীভূত ছিল।*

৬। সর্ব্বশেষ 'ইয়েন-মো-ন-চৌ'—মোহ্চন্‌পোর দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে উল্লেখিত হইয়াছে। ইহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইতে পারে নাই।†

এক্ষণে দেখা যাউক, আমাদের মতানুসারে তাহার কোন ঠিকানা হইতে পারে কি না। ব্রহ্ম-রাজগণের চিঠি-পত্রে তাঁহাদের উপনামের মধ্যে একটা উপাধি ছিল—তম্বুদীপের অধিপতি; এই তম্বুদীপ সম্বন্ধে উত্তর-ব্রহ্ম প্রদেশের গেজেটিয়ার সঙ্কলনকারী স্কট সাহেব লিখিয়াছেন,—"আভা নগরীর দক্ষিণবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশের সংজ্ঞা ছিল তম্বুদীপ।‡

'তম্বুদীপ' জম্বুদ্বীপের অপভ্রংশ বলিয়াই স্পষ্টতঃ অনুমিত হয়। "ইয়েন্‌মোনচৌ" দ্বারা এই জম্বুদ্বীপই সূচিত হইতেছে। কেন না, চৌ অর্থ দ্বীপ এবং "য়েন্‌মোনা" জম্বু শব্দের বিকৃতি বলিয়া ধরিতে পারি। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধ-সাহিত্যে "ভারতবর্ষ" সর্ব্বদাই "জম্বুদ্বীপ" নামে আখ্যাত হইত এবং ব্রহ্মরাজও বোধ হয়, নিজ রাজ্যাংশের এই নামকরণ করিয়া গৌরবানুভব করিয়াছিলেন।

এই ব্রহ্মরাজ্য, সাম্পেনগো (ভামো) সমন্বিত শান-রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। অতএব যাহা পূর্ব্বে অমীমাংসিত ছিল, তাহারও দেখা যায় যে, এইরূপ একটা মীমাংসা হইয়া যায়।

কথা হইতে পারে যে, এই ব্রহ্মরাজ্য য়ুয়ন্‌-চুয়াঙের সময়ে বর্ত্তমান ছিল কি না? তাহা যে খুব বিশিষ্ট ভাবেই ছিল, ইহারও একটা বেশ অবান্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যে "মগী" সন এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত, তাহা ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ পুপাসা কর্ত্তৃক

* Anderson describes Bhamo as forming an integral portion of the ancient Shan kingdom of Pong : This theory was based on the researches of Captain Pemberton who derived his information from Shan manuscripts at Manipur. (Bhamo Gazetteer p 13) এস্থলে একটি কথা উল্লেখ যোগ্য ; পোংরাজ্য নিতান্ত আধুনিক নহে From Shan manuscript Chronicle the kings are recorded from 80 A. D. (Upper Burma Gazetteer Vol. I, part I, p. 235)

† 'Yen Mo Na Chau is evidently for 'Yamanadwipa': but no probable identification has yet been proposed, for it cannot possibly have been the island of Java. Watters' Yuan Chwang, Vol. II p. 189.

‡ From the translation of a letter dated 21st October 1870, from the Burmese Government to the Governor General of India the style of the king is the Burmese Sovereign of this Rising Sun who rules over the country of Thuna Paranta and the Country of Tamba deepa"

N. B. Gazetteer, Vol. I, part. I, Chap, III, p. 163 (গেজেটিয়ার সঙ্কলয়িতা মিঃ স্কট তদুপলক্ষ্যে মন্তব্য লিখিয়াছেন :—Thuna Paranta, the Aurea Regio of Ptolemy, all countries to the north of Ava : Tambadeepa, all countries to the south of Ava.)

প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।* মনে রাখিতে হইবে, যে-সে ব্যক্তি অব্দ-প্রবর্ত্তক হইতে পারে না এবং একটা স্মরণীয় যুগেই অব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকে। অপিচ ঐ ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক য়ুয়ন্-চুয়াং ভারতবর্ষে অধ্যয়ন ও পর্য্যটনে ব্যাপৃত ছিলেন। মহারাজা-ওয়ং অর্থাৎ মহারাজ-বংশ নামধেয় গ্রন্থে ব্রহ্মদেশীয় রাজগণের ইতিহাস প্রাচীন কাল হইতে ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাতেও এই রাজ্যের উল্লেখ-যোগ্যত্ব প্রকটিত হইতেছে। ফলতঃ য়ুয়ন্-চুয়াং ইহারই বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, এই ব্রহ্মরাজ্য তখন বহু বিস্তৃত ছিল; চট্টগ্রাম অঞ্চলও সম্ভবতঃ তৎকালে ইহার অন্তর্নিবিষ্টই ছিল। এইরূপে সমতট হইতে পূর্ব্বোত্তর দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া উল্লেখযোগ্য রাজ্যগুলির নামোল্লেখপূর্ব্বক চীন পরিব্রাজক চক্রাকারে ঘুরিয়া, পুনশ্চ সমতটের নিকটে পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছিয়া, এখানেই নিরস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমার প্রবন্ধ শেষ হইল। উপসংহারে এইমাত্র বক্তব্য যে, প্রবন্ধের যুক্তি-তর্ক সমস্তই খুব সমীচীন এবং প্রত্যয়াবহ না হইতে পারে এবং যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছা গিয়াছে, তাহাতেও ভ্রম থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা দ্বারা যদি প্রত্নতাত্ত্বিকগণের দৃষ্টি আরাকান, পেগু, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, আনাম-কোচীন-চীনের দিকে না গিয়া, শ্রীহট্ট, কোমিল্লা, ত্রিপুরা, মণিপুর, শান, ব্রহ্মের দিকে পরাবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলেই আমার সংকল্প সিদ্ধ হইল, মনে করিব। এই দেশগুলির প্রাচীন তথ্য আজিও সম্যক্ উদ্‌ঘাটিত হয় নাই—প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়িবর্গ অদ্য পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে থাকিয়া, শিলামূর্ত্তি, প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদি দেখিয়া তথ্যাবিষ্কারের চেষ্টা অতি অল্পই করিয়াছেন। অথচ এই ভূভাগও অতি প্রাচীন এবং এই দিক্ দিয়াই আর্য্য-সভ্যতা পূর্ব্বউপদ্বীপে—আমাদের বৃহত্তর ভারতবর্ষে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের ইতিহাস-লেখক ফেয়ার সাহেব স্পষ্টই লিখিয়াছেন;—

---

* Vide Appendix A—Chronolgy (p. 202) of "Burma" by Max & Bertha Ferrara. পরন্তু ব্রহ্মের প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ ট-সীন্-কো (একখানি চিঠিতে) লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান ব্রহ্মাব্দ (মগী সন) "পুগান" রাজ্যের অধিপতি থিঙ্গারাজা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় বলিয়া তদ্দেশীয় ইতিহাস-লেখকেরা নির্দ্দেশ করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৪৪ বৎসর হইতে বৌদ্ধাব্দ গণিত হয়; তাহা হইতে ১১৮২ বাদ দিয়া এই (মগী) সন আরম্ভ করা হইয়াছে। তিনি এই পুগান-রাজ্য সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন—"The native writers aver that Tampa dipa (তিনি ইহাই Tambu-deepa (তম্বুদ্বীপ) এর বিশুদ্ধ বানান বলেন) is the name applied to a Pagan which is situated on the left bank of the river Irawaddy and that Suna Paranta (অর্থাৎ Thuna Paranta) is applied to a place opposed to Pagan on the right bank of the same river, and they are inclined to ascribe their foundation to the time of the Buddha." মিঃ ট-সীন্-কো এই সকল "নেটিভ" ইতিহাস-লেখকের উপরে তেমন আস্থাবান্ না হইতে পারেন, তথাপি আমাদের যতটুকু প্রয়োজন, তাহা উপরি উদ্ধৃত লেখা হইতে নিঃসন্দেহে পাওয়া যাইতেছে। য়ুয়নচুয়াঙের সময়ে পূর্ব্বউপদ্বীপের ঐ অংশ উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল—এবং "তম্বুদ্বীপ" বা তম্পদ্বীপ (আমাদের মতে সংস্কৃত অম্বদ্বীপ) নামটিও ছিল—যাহা চীন পরিব্রাজক ইয়েন্-মো-না-চৌ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

The route by which the Kshatriya Princes arrived is indicated in the traditions as being through Manipur which lies within the basin of the Irawadi. The northern part of the Kubo valley which is the direct route of Manipur towards Burma is still called Maurya or Maurira said to be the name of the tribe to which King Asoka belonged.*

আমরাও মনে করি যে, চীন পরিব্রাজকও ঐ পুরাতন পথের দিক্ দিয়াই তাঁহার পরিদৃষ্ট রাজ্যবর্গের নাম পর্য্যায়ক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ দিকে তিনি দৃক্পাতও করেন নাই। ফলতঃ পার্শ্বস্থ সংলগ্ন শ্রীহট্ট কমলাঙ্ক প্রভৃতি ছাড়িয়া তিনি সরিৎ-সাগর-ভূধর-ব্যবহিত প্রোম, পেগু ইত্যাদির উল্লেখ করিয়াছেন, এটা অতীব অসম্ভাবনীয়।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

* Phayre's History of Burma P. 4.

"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে" সংশয়

১। দুই বৎসর হইল, সাহিত্য-পরিষৎ "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রকাশ করিয়াছেন; আমাদের চির-জ্ঞাত চণ্ডীদাসের প্রতিযোগীও সঙ্গে সঙ্গে উপস্থাপিত হইয়াছে। না ভাষায়, না ভাবে উভয়ের সাম্য আছে। আছে কিন্তু কবির উপাধি চ-ণ্ডী-দা-সে, ও ব-ড়ু বিশেষণে, এবং উপাস্যা দেবী বা-শ-লী নামে।

"কৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থখানা কিন্তু অপূর্ব্ব। উহার প্রকাশও অ-পূর্ব্ব। রামেন্দ্র বাবু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার নায়ক। তিনি উহার মুখবন্ধ লিখিয়াছেন। রাখাল-বাবু প্রত্নবিৎ; তিনি উহার লিপিকাল নির্ণয় করিয়াছেন। আর, এত পণ্ডিত পুথী-সংস্করণে সাহায্য করিয়াছেন যে, তাঁহাদিগের নাম ছাপিতে পাতার এক পিঠ ভরিয়া গিয়াছে। এ সকল ব্যতীত বিদ্বদ্বল্লভ স্বয়ং বসন্ত-বাবু গ্রন্থসংস্কারক। তিনি প্রাচীন ও নবীন ভাষায় তাঁহার অশেষ জ্ঞান ঢালিয়া দিয়াছেন। আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া পরিশ্রম করিয়াছেন। শব্দ-সূচী নির্ম্মাণদ্বারা ভাষান্বেষীর ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। দেখুন, সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদের বাঙ্গালা অনুবাদ ছাপা হইয়াছে। কিন্তু একখানিরও শব্দ-সূচী নাই। এই এক উদাহরণে বুঝিবেন, বাঙ্গালা পুথীখানার ভাগ্য কেমন প্রসন্ন ছিল।

এ দিকেও দেখুন। সংস্কারক লিখিয়াছেন, (১) "চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের প্রথমার্দ্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন;" (২) "তাঁহার নিবাস বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে ছিল"; (৩) "কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাই আমরা চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।"

কাল, ও দেশ, ও কবি নির্দ্দেশ করিয়া এত পুরাণা পুথী অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।

২। বাঙ্গালা ভাষার খুঁটি খোজার বাতিকে পড়িয়া আমি "কৃষ্ণকীর্ত্তন" দেখিয়াছি। বাতিকের দোষ বহু। একটা দোষ, নিঃসঙ্গ থাকিতে দেয় না। মনে করিয়াছিলাম, বঙ্গীয় সুধীবর্গ এই অ-পূর্ব্ব গ্রন্থের আলোচনা করিবেন। কারণ, আধুনিক প্রত্যক্ষবাদের দিনে আপ্ত-প্রমাণ বড় কেহ মানিতে চায় না। প্রাজ্ঞে বলেন, পৃথিবী স্থিরা নহে, বঁ-বঁ শব্দে লাটিমের মতন ঘুরিতেছে। অজ্ঞের চিরাগত সংস্কারে অভিঘাত হয়; সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, কই—ঘোরা ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমারও দশা এই অজ্ঞের তুল্য হইয়াছে, আমি সংশয়ে পড়িয়াছি। সংস্কারক মহাশয় কি যুক্তি দেখাইয়া প্রাপ্ত পুথীর ভাষা নান্নুরের কবির বলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নিম্নলিখিত প্রশ্নদ্বয়ের স্পষ্ট উত্তর চাই,—

(১) প্রাপ্ত পুথীর বয়স, ও দেশ।

(২) মূল পুথীর কবি ও দেশ ও কাল।

প্রাপ্ত পুথী হইতে এই দুই প্রশ্নের কি উত্তর পাওয়া যায়, তাহা সংস্কারক মহাশয় বিস্পষ্ট ভাবে বলেন নাই। "সম্পাদকীয় বক্তব্যে" ৩৭ পৃষ্ঠা ভরিয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ

গ্রন্থ-বাহ্য। অগত্যা আমাকে আমার সংশয় জানাইতে হইল। * অবসর ও যোগ্যতার অভাবে তাহা উত্তম যুক্তি দ্বারা দেখাইতে পারিলাম না।

দুঃখ হইতেছে, এই বিচার, সংস্কারক ও তাঁহার সহায়বর্গের প্রীতিকর করিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের মতি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যুক্তি ও ন্যায় পীড়িত করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় লেখা ও ছাপা গ্রন্থের মান-মর্য্যাদা কিছুমাত্র খর্ব্ব দেখিতে পারি না।

(১) প্রাপ্ত পুথীর বয়স-ও দেশ-বিচারে বাহ্য-প্রমাণ

৩। সংস্কারক পুথী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দু-ভাঁজ-করা তুলোট [তুলাট] কাগজের উভয় পৃষ্ঠা লেখা, মধ্যস্থলে ছিদ্র।" তিনি আট শতের অধিক পুথী দেখিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি প্রাপ্ত পুথীর কাগজ ও কালী দেখিয়া বয়স অনুমান করিতে পারিতেন। তাঁহাকে নির্দ্দয় বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, তিনি পুথীর অবস্থা গুপ্ত রাখিয়াছেন। কাগজ কীটদষ্ট ও জীর্ণ কি না, শাদা তুলা জমাইয়া কাগজ, কি হরিতালাদি-লিপ্ত কাগজ; কালী মলিন, না উজ্জ্বল; পুথীর পাটা কাঠের, না কাগজের; ইত্যাদি বার্ত্তা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। কারণ, তুলাট কাগজ লৌহমঞ্জুষায় রক্ষিত হইলেও পাঁচ-ছয় শত বৎসর টেকে কি? কদাচিৎ টিকিতে পারে; কিন্তু প্রাপ্ত পুথী কাদাচিৎকের পর্য্যায়ে পড়ে কি? কে জানে। সংস্কারকের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করুন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাই চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা।" একখানা পুথী, সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের বলিতে যাইতেছেন, অথচ তিনি তাহার অবস্থা সম্বন্ধে নির্ব্বাক্। যদি প্রাপ্ত পুথী আধুনিক হয়, তাহা হইলে ভাষা খাঁটি আছে কি? রাখাল-বাবুর কলমে একটা কথা হঠাৎ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনের যে পুথী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রা-চী-ন পত্র-গুলিতে।" ইহা হইতে বুঝিতেছি, পুথীর সমুদয় পত্র এক সময়ের নহে, বোধ হয়, এক উপাদানেরও নহে। সংস্কারক মহাশয় "পাঠ-বিবৃতি" নাম দিয়া পুথীর লেখার কাটা-কুটির সাড়ে ছয় পৃষ্ঠাব্যাপী তালিকা দিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতেছি, লেখার অশুদ্ধি ছিল, লিপিকর যথোচিত সাবধানে পুথী লেখেন নাই কিংবা লিখিতে পারেন নাই। অথচ "ভাষা খাঁটি" আছে?

৪। সংস্কারক লিখিয়াছেন, "পুথির সহিত প্রাপ্ত এক খণ্ড কাগজের লেখা [?] দেখিয়া অনুমান হইয়াছিল, কীর্ত্তনের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুররাজের পুথিশালায় সযত্নে রক্ষিত হইত।" ইহা হইতে বুঝিতেছি, প্রাপ্ত পুথীর বয়স অন্ততঃ আড়াই শত বৎসর। তিন শত বৎসর হটিয়া না গেলে মূল পুথী পাই না। 'কিন্তু এই দীর্ঘকালে

* এই প্রবন্ধ গত পূজা অবকাশে লেখা হইয়াছিল। অবসর-অভাবে দ্বিতীয় বার আলোচনা করিতে পারি নাই। একটা তথ্য জানিতেও বিলম্ব হইয়াছে। মাসাধিক হইল, শ্রী সতীশচন্দ্র-রায় মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে"র এক চমৎকার সমালোচনা লিখিয়াছেন। দেখিলাম, আমার সংশয় তিনি প্রায় উপেক্ষা করিয়া লিখিয়াছেন। পুথীর কাল ও ভাষায় তিনি ও আমি বিমুখে চলিয়াছি। প্রবন্ধ-শেষে তাঁহার যুক্তি বিচার করিব।

প্রবেশে আলোক পাইতেছি না, কেবল অন্ধকার। সে অন্ধকারে কি ঘটিয়াছিল, কি না ঘটিয়াছিল, তাহা প্রাপ্ত পুথী হইতে জানিতে পারিতেছি না, অন্য পুথী হইতেও পারিতেছি না। আমার সংশয় অহেতুক কি ?

৫। সংস্কারক লিখিয়াছেন, পুথীর দুই দূরবর্ত্তী "পৃষ্ঠার উপরে পার্শীর মত কি লিখিত আছে।" তন্মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের "পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে তিন পঙ্‌ক্তি কাইতি অক্ষর, সম্ভবতঃ কাহারও নাম হইবে।" বোধ হয়, বসন্ত-বাবু এই দুই লেখার গুরুত্বও অনুভব করেন নাই। করিলে তাঁহার অধ্যবসায়ে তিনি পুথী লইয়া কাইথী লেখার দেশে যাইতেন, ফার্সী-পড়া মুন্সীও ধরিতে পারিতেন। বুঝিতেছি, পুথীখানা কাইথী লেখার দেশ দেখিয়া বিষ্ণুপুরে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল দেখিয়া আসিয়াছিল, না সে দেশের আচার-ব্যবহারও শিখিয়া আসিয়াছিল ? প্রাপ্ত পুথীর খাঁটিত্ব সম্বন্ধে সংশয় ঘনীভূত হইতেছে। পুথীখানা থাকিতে থাকিতে তাহার বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ কর্ত্তব্য। কারণ, যে দিনকাল পড়িতেছে, ভবিষ্য পাঠক বর্ত্তমান কাহাকেও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে না। পুথী যত অ-পূর্ব্ব, তাহার তত তীক্ষ্ণ সমালোচনা ও বিচার চাই।

৬। জানিতেছি, এক রাশি পুথীর মধ্যে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথী ছিল। বসন্ত বাবুর কুতূহল দৃষ্টি সে সব পুথী নিশ্চয়ই এড়ায় নাই। কিন্তু সে সব কি পুথী, কবেকার পুথী, কিংবা কোথাকার পুথী, এই আবশ্যক প্রমাণ, প্রাপ্ত পুথীর আকর-বর্ণনায়, তিনি উদাসীন হইয়াছেন।

৭। সংস্কারক লিখিয়াছেন, "পুথিতে দুই হাতের লেখা বেশ সুস্পষ্ট।• • তৃতীয় হাতের লেখা প্রথম হাতের এতটা অনুকরণ যে, বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ব্যতীত ধরা পড়ে না। অবশিষ্ট অর্থাৎ পুথির অধিকাংশ প্রথম হাতের লেখা।" প্রত্ন-লিপি-বিৎ লিখিয়াছেন, "এক অথবা একাধিক ব্যক্তির তিন প্রকারের হস্তাক্ষর" আছে। (১) "প্রাচীন হস্তাক্ষর", (২) "প্রাচীন হস্তাক্ষরের অনুলিপি", (৩) "অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর"।

প্রাপ্ত পুথী বাস্তবিক অ-পূর্ব্ব। ইহার লিপিকর এক, কিংবা একাধিক। একাধিক হইলে দুই কিংবা তিন। তিন হইলে, দুই স্বতন্ত্র, এক পরতন্ত্র। তিনের এক লিপিকর এমন পরতন্ত্র যে, "বিশেষ ভাবে পরীক্ষা ব্যতীত" তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। পরমাশ্চর্য এই, সাড়ে-পাঁচ-শত বৎসরের পুরাতন পুথীর কিয়দংশে প্রাচীন, কিয়দংশে আধুনিক হস্তাক্ষর আছে! এই বৃত্তান্ত শুনিলে ধীর ব্যক্তিরও মন ব্যাকুলিত হইবে। কারণ, এতগুলি আশ্চর্য্য বিষয়ের একত্রাবস্থিতি দৃষ্টি-গোচর হয় না। সংস্কারক ও লিপিবিৎ, তাঁহারাও ব্যাকুল হইয়া থাকিবেন। সংস্কারক প্রাপ্ত লেখা পুথীর কোন্ পাতা হইতে কোন্ পাতা তিন হাতের মধ্যে কোন্ হাতের, তাহা জানাইয়াছেন; কিন্তু ছাপা বহি, যেটা পাঠক দেখিতে পাইবেন, সে বহির কোন্ পাতায়, কোন্ হাতের আরম্ভ, কোন্ হাতের শেষ, সেটা জানাইতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, লিপিকর হাজার সাবধান হউন, অধিক

লিখিতে গেলে নিজের অভ্যস্ত বানান, এমন কি, শব্দ-বিভক্তি আসিয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া ভাষার কাল ও লিপিকরের দেশও ধরা পড়িতে পারে।

৮। প্রত্ন-লিপি-বিৎ পাঠককে কঠিন পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, পুথীর *তিন প্রকার হস্তাক্ষর এক লিপিকরেরও হইতে পারে। শুনিয়াছি, আদালতে জাল দলীল আসে। গানের পুথী, বেদ নয়, চণ্ডীও নয়, গানের পুথী;* তাহাতে হস্তাক্ষরের অনুকরণ *আছে! পুথীখানা অ-পূর্ব্বই বটে। আরও আশ্চর্যের কথা, এক সময়ের এক দেশের* তিন জনের হাতের অক্ষর, প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন, দুই আকারের হইতে পারে। প্রত্যক্ষে সংশয় নাই। সংশয় সেখানে, যেখানে প্রত্নলিপিবিৎ বৎসর গণিয়া "স্থির-সিদ্ধান্ত" করিয়াছেন যে, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র আবিষ্কৃত পুথী "১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।" সংক্ষেপে তাঁহার যুক্তি এই। ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত তিনখানি গ্রন্থের অক্ষর অপেক্ষা "কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীন অক্ষর-সমূহ প্রাচীনতর।" 'প্রাচীনতর' বিবেচনার হেতু কি, তাহা স্পষ্ট বুঝিলাম না। বোধ হয় হেতু এই, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে সমস্ত প্রাচীন আকারের অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তিন-চতুর্থাংশের অধিক অক্ষর পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই।"

যুক্তিটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে। জ্ঞাত কি কি? (১) পুথীতে প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক হস্তাক্ষর আছে; (২) এক জনের অনুকৃত অক্ষর আছে; (৩) ইহার প্রাচীন অক্ষরসমূহ [মনে করি যেন] ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের, অর্থাৎ পরে আর ছিল না। এই তিন জ্ঞাত হেতু হইতে, "স্থির" দূরে থাক, "অ-স্থির" সিদ্ধান্তও করিতে পারিতেছি না যে, আবিষ্কৃত পুথী, ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। হয় ত আরও হেতু আছে, যাহা প্রত্ন-লিপিবিৎ লেখেন নাই। সে যাহা হউক, (১) প্রা-চী-ন অর্থে কি বুঝিব, জানি না। (২) নবীনের সহিত প্রাচীনের সমাবেশ আছে, অথচ নবীনকে ছাড়িয়া কেন প্রাচীনকেই ধরিতে হইবে, তাহাও বুঝি না। (৩) তিনখানি প্রমাণ-গ্রন্থের কাল জানিতেছি, কিন্তু তিন প্রমাণ-গ্রন্থের লিপিকরের দেশ, শিক্ষা, সংসর্গ জানি না। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র লিপিকরের সহিত তুলনা করিতে পারিতেছি না।

আমি প্র-ত্ন নামেই ডরাই, প্র-ত্ন-ত-ত্ত্বের ত কথাই নাই। কারণ, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তথ্য এমন মিশাইয়া দেন যে, দিশা-হারা হইয়া পড়ি। প্রত্নলিপি-বিৎ রাখাল বাবুর বিচারে সে দোষ নাই, বরং অনাবশ্যক বন্ধন আছে। তিনি লিখিয়াছেন, " 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র যে পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক। যে কয়েক স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার প্রাচীন, তাহা বিচার করিলে গ্রন্থের লিপিকাল নির্ণীত হইতে পারে।" এই প্রতিজ্ঞা আমার নিকট দুর্জ্ঞেয় বোধ হইতেছে। কারণ, (১) তাঁহার 'প্রাচীন' বিশেষণের অর্থ 'পূর্ব্বকালে ছিল, পরে ছিল না।' এই অর্থ না ধরিলে তাঁহার যুক্তি ব্যর্থ

হয়। এইটুকু বুঝিলাম। কিন্তু বুঝি না, প্রাচীনের মধ্যে নবীনের বা "অপেক্ষাকৃত আধুনিকে"র প্রবেশ। বুঝি, নবীন কৃতির মধ্যে পুরাতন থাকিতে পারে, কিন্তু বিপরীত অবস্থা কল্পনাতেও আসিতেছে না। (২) পুথীর "কয়েক স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার প্রাচীন।" বুঝি না, এই কয়েক স্থলের প্রাচীনত্বের কাল নির্ণয় দ্বারা কেমন করিয়া সব লেখা, পুথীখানাই, প্রাচীন বলি। (৩) বুঝিতেছি, পুথীর কতক পাতা পুরাতন, কতক নূতন। যদিও এ কথা না পুথীর আবিষ্কারক, না লিপিবিচারক, দুই জনের একজনও স্পষ্ট লেখেন নাই। সে যাহা হউক, পুরাতন পাতায় পুরাতন, নূতন পাতায় নূতন অক্ষর দেখিলে সংশয় লঘু হইত। কিন্তু লিপি-বিচারক বলিয়াছেন, "প্রাচীন পত্রগুলিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের আকার আধুনিক।" এই ব্যতিক্রমে সংশয় ঘনীভূত হইয়াছে। (৪) পুথীর অক্ষরের ছাঁদ দেখিয়া বুঝি, লিপিকর লিপিকলায় দক্ষ ছিল; হয় ত লিপি করা তাহার ব্যবসায় ছিল। তিন লিপিকরের মধ্যে এক জনের অনুকরণ-বৃত্তিও ধরা পড়িয়াছে। কে জানে, অন্য দুই লিপিকর নবীন হইয়াও প্রাচীন রীতি রক্ষা করে নাই। (৫) প্রত্নলিপিবিৎ মাত্র তিনখানি গ্রন্থের অক্ষরের সহিত বিচার্য পুথীর তুলনা করিয়াছেন। পরে লিখিয়াছেন, " 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে'র প্রাচীন অক্ষরের তিন-চতুর্থাংশের অধিক প্রমাণ-গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত হয় নাই।" না হউক; জিজ্ঞাস্য, এই "হয় নাই" হইতে "হইয়াছে" সিদ্ধ হইতে পারে কি?

৯। রাখাল বাবু ক্ষমা করিবেন, তাঁহার যুক্তি-জাল আমার বুদ্ধির অভেদ্য হইয়াছে। তাঁহার কৃত সংজ্ঞা 'প্রত্ন-লিপি-তত্ত্ব' আমার বুদ্ধিকে অভিভূত করিয়াছে। কারণ, দর্শন-শাস্ত্রের সার, 'তত্ত্ব'। প্রত্ন-লিপি-বৃত্তান্ত বি-জ্ঞা-ন পদবীতেও পড়ে না, যদিও ইংরেজী palaeography শব্দে প্রত্ন-লিপি-বিজ্ঞান, এইরূপ বলা হইয়া থাকে। বিজ্ঞানে জানা হইতে অ-জানায় যাইতে পারা যায়, ইতিহাস ও বৃত্তান্তে জানা ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসরের পথ নাই। রাখাল বাবু যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, সে সকল ইতিহাসের কথা। যথা, অমুক সময়ে অমুক দেশে অমুক অক্ষর প্রচলিত ছিল। যদিও তিনি এরূপ প্রমাণও দিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণ, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে, অমুক শিলায়, অমুক তাম্রশাসনে, কিংবা অমুক পুথীতে, এইরূপ অক্ষর আছে। এইরূপ প্রমাণে কত বাধা পড়িল, তাহা বলিতে হইবে না। বস্তুতঃ তাঁহার উপজীব্য অতি-অল্প। একে, অন্বয় দ্বারা ব্যাপ্য-ব্যাপক-জ্ঞান নিঃসংশয় হয় না, তার উপর অন্বয়ের উপজীব্যও অল্প। ভূ-স্তরের ন্যায় অক্ষরের আকারের পূর্ব্বাপর-স্তর পাওয়া যায় কি না, জানি না। কিন্তু বলিতে পারি, বহু কাল গত না হইলে, কিংবা বিপ্লব না ঘটিলে আকার-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হইবে না। কারণ, লেখা কৃত্রিম অনুকরণ; একটা কলা—যাহার উৎপত্তি অজ্ঞাত, আদর্শ অজ্ঞেয়, পরিণাম মানব-মনের ও মানব-কর্ম্ম-ক্ষেত্রের দুর্ভেদ্য রহস্যে প্রচ্ছন্ন। স্থূলতঃ লিপি-কলা একটা কৃত্রিম কলা। ইহার পরিণামক্রম আবিষ্কৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা বৎসর গণিতে পারা যাইবে না।

দুই একটা সামান্য দৃষ্টান্ত লই। ওড়িষ্যায় সহস্র সহস্র মন্দির দেখিতে পাই, সব এক সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই, অথচ নির্ম্মাণ-রীতি এক। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ত্রিবিধ হস্তাক্ষরের অনুরূপ দৃষ্টান্তও আছে। ওড়িষ্যায় এই ছাপার অক্ষরের দিনেও হাতের ত্রিবিধ অক্ষর চলিত আছে। (১) বামুনী অক্ষর, (২) করণী অক্ষর, (৩) সাধারণ অক্ষর। বর্ণমালার সমুদায় তিন অক্ষরে প্রভেদ নাই, কয়েকটায় আছে। কত কাল হইতে আছে, কে জানে। তিনের কোন্‌টা প্রাচীন, তাহাও নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু যিনি ত্রিবিধ লিপি না জানেন, তিনি তিনটা কাল অনুমান করিয়া বসিবেন। আরও শুনুন, ওড়িষ্যার সামন্ত-রাজ্যে, অন্ততঃ একটায়, এমন কয়েকটা অক্ষর চলিত আছে, যাহা উক্ত তিনের বাহ্য। উহাকে ক্ষত্রিয়ী অক্ষর বলিতে পারি। অল্প-পরিসর দেশে একদা চারি প্রকার অক্ষর চলিতেছে। বর্ণমালার সব অক্ষর নয়, কয়েকটা মাত্র। কিন্তু এই কয়েকটা এমন যে, অনভিজ্ঞ পড়িতে পারিবে না।

১০। প্রত্নলিপিবিৎ উল্লিখিত সংশয়ের উত্তর দেন নাই। সুতরাং সম্প্রতি তাঁহার সাক্ষ্যে বিশ্বাস হইল না। পুথীর আবিষ্কারক বসন্ত বাবু "আট শতের অধিক পুথি" দেখিয়াছেন। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" পুথীর সহিত এক খণ্ড কাগজের লেখা দেখিয়া [তাঁহার] অনুমান হইয়াছিল, "কীর্ত্তনের এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর-রাজের পুথিশালায় সযত্নে রক্ষিত হইত।" তিনি অন্যত্র লিখিয়াছেন, "এ পর্য্যন্ত যত প্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ বড় জোর ২৫০ বৎসরের; ৩০০ বর্ষের আদর্শ দেখিয়া মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নিতান্ত কম।" ইহা হইতে বুঝিতেছি, বাঙ্গালা পুথীর পরমায়ু ৩০০ বৎসরের অধিক নয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথীর এমন কি ভাগ্য ছিল যে, ইহার পরমায়ু আড়াই শত বৎসর বাড়িয়া যাইবে। সে ভাগ্য কি, তাহা সংস্কারক গণিয়া বলেন নাই। কি ঘটিয়াছে, তাহাও যেন বুঝিতেছি। কামনা জুটিয়া যুক্তির পথ রোধ করিয়াছে। চ-ণ্ডী-দা-স, এই নাম "খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে" টানিয়া লইয়া গিয়াছে। এই কাল, "চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা" অভিব্যক্ত করিয়াছে। উক্ত কালের পূর্ব্বে যাইবার বাধা ছিল। কারণ, তখন চণ্ডীদাসের জন্মকালে গণ্ড-গোল ঘটিত।

পুথীখানি এখনও বর্ত্তমান। আশা করি, সংস্কারক মহাশয় নিঃস্পৃহ হইয়া সংশয় ভঞ্জন করিবেন। থাক্ না বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা, বাশলীদেবীর নাম। ব্যাসের নামে বহু পুরাণ আছে, মহাভারত নামে ইতিহাসও আছে। কিন্তু সকলেই কি ব্যাসের "খাঁটি ভাষা" আছে? যদি বা আছে, কতটুকু আছে, কে জানে। মূর্ত্তি ও প্রতিমূর্ত্তি এক নয়; অনুমূর্ত্তি কদাপি নয়।

(২) প্রাপ্ত পুথীর বয়স-ও দেশ-বিচারে আভ্যন্তর প্রমাণ

(ক) শব্দের বানান বিচার

১১। প্রাপ্ত পুথীর বর্ণাশুদ্ধি এত যে, তাহাতে পাঠকের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এক-অর্থ-ব্যঞ্জক ধ্বনির আক্ষরিক চিত্র বিভিন্ন হইলে বর্ণাশুদ্ধি বলি। এক এক অক্ষর

এক এক ধ্বনির দ্যোতক। ধ্বনি-অনুযায়ী দ্যোতক বসাইয়া গেলে ধ্বনি-সংবাদী বানান হয়। এই বানান সম্পূর্ণ শুদ্ধ। কারণ, ধ্বনি তাহার প্রমাণ। যেখানে ধ্বনি প্রমাণ না হইয়া রীতি, পরম্পর্য্য, বা বিধি প্রমাণ হয়, সেখানে বানান ধ্বনিসংবাদীর তুল্য শুদ্ধ না হইলেও সঙ্কেত-সংবাদে শুদ্ধ। আমরা বলি হো-রি, কিন্তু লিখি হ-রি। হো-রি ধ্বনি-সংবাদী, হ-রি সঙ্কেত-সংবাদী বানান। হ-রি, এই সঙ্কেত একবার গ্রহণ করিয়া, উহার পরিবর্ত্তন করিলে সঙ্কেত অশুদ্ধ হয়, বানান অশুদ্ধ হয়। হ-রি বানান নিয়ম-বিধি। অপূর্ব্ব-বিধি ভঙ্গে যেমন দোষ, নিয়ম-বিধি-ভঙ্গেও তেমন দোষ।

আমি জানি, পুথীর বানান অশুদ্ধ, এই কথা বলিলে কেহ কেহ ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হন। তাঁহাদিগের তৃপ্ত্যর্থে উপরে একটু ভূমিকা করিতে হইল। ইহাতেও তাঁহারা তুষ্ট হইবেন কি না, সন্দেহ। কারণ, তাঁহারা বিবেচনা করেন, বানানে নিয়মভঙ্গতা সে কালে নিয়ম ছিল। এমন পুথী পাওয়া যায় নাই, যাহার বানান আগা-গোড়া 'শুদ্ধ'। এই উক্তি সত্য কি না, জানি না। সত্য হইলে বুঝিব, লিপিকর হাতের ছাঁদ অভ্যাস করিত, বানান শিখিত না। কারণ, নিয়মানুবর্ত্তিতা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অক্ষরের ছাঁদ ভাল; অথচ সমাবেশ ভুল, যে লিপিকরের চোখে না পড়ে, সে বুদ্ধিতে হীন। তাহাকে বানানের বিচারক জ্ঞান করিতে পারি না। ইহা অপেক্ষা সে ভাল, যে কাঁচা হাত পাকাইয়াছে, কিন্তু ধ্বনিতে কিংবা সঙ্কেতে ভুল বানান বৃহৎ পুথীর সর্ব্বত্র এক রাখিতে পারিয়াছে। তাহার বানান, প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইলেও হইতে পারে।

১২। দুঃখের বিষয়, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র লিপিকর কাঁচা। তাঁহার বানান ক্রমচ্ছিন্ন; একই অর্থে একই শব্দের বানান এক নহে। যেমন শ্রবণার্থ শু-ন ধাতু, শু-ণ, শু-ন, সু-ণ রূপ পাইয়াছে। ইহা হইতে শু-ণি-আঁ, শু-নী-আঁ, সু-ণি-আঁ, সু-ণি-এঁ।, সু-ণি-য়া, শু-ণী, সু-ণী। কেবল বাঙ্গালা শব্দের বানানে এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা, এমন নহে। সংস্কৃত শব্দের দশাও এইরূপ। যেমন, গু-ণ, গু-ন, গু-ণ-নি-ধী; গি-রি, গি-রী; গ-তি, গ-তী; হ-রি, হ-রী; আ-শ, আ-স; আ-কা-শ, আ-কা-স ইত্যাদি। অ স্থানে আ, এত আছে যে, সে বিষয়ে পরে লিখিব। লিপিকর অ-শিক্ষিত। কিংবা তাহার হাত ভাল, বুদ্ধি কাঁচা।

১৩। সংস্কারকের নিকট এই বানান-বিভীষিকা সহজবোধ্য হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, " 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে' প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র।" যুক্তিটা নূতন বটে। তাঁহার বিবেচনায় "প্রাকৃত" শব্দের বানানে নিয়ম ছিল না। কিন্তু "সংস্কৃত" শব্দের বানানেও কি অনিয়ম ছিল? তাঁহার উক্তি প্রমাণ-সাপেক্ষ। আর, বিচার্য্য বস্তুকে প্রমাণ ধরিতে পারা যায় না।

আমার বোধ হইয়াছে, সংস্কারক মহাশয় প্রথমে কামনার বশ্যতা স্বীকার করায় পরে ব্যাখ্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি কামনা করিয়াছেন, প্রাপ্ত পুথীখানি বড় চণ্ডীদাসের। ইহাতে চণ্ডীদাসের "খাটি ভাষা" আছে। কবি মূর্খ ছিলেন না, পরন্তু সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত

ছিলেন। নতুবা সংস্কৃত শ্লোক রচিতে পারিতেন না। অতএব আমাদের চোখে যে বানান ভুল বোধ হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ অশুদ্ধ নহে। যথা, এই পুথীতে **ন** ও **শ** স্থানে যে **ণ** ও **স** আছে, তাহা শৌরসেনী "প্রাকৃতে"র প্রভাব। সে "প্রাকৃতে" **ণ**-কার ও **স**-কার উচ্চারিত হইত। কিন্তু সংশয় এই, সর্ব্বত্র সে প্রভাব থাকিল না কেন? ইহার উত্তর, **শ** বানান, মাগধী "প্রাকৃতে"র প্রভাব, **ন** বানান পৈশাচী "প্রাকৃতে"র প্রভাব। এইরূপ, হ-রি স্থানে যে হ-রী বানান আছে, তাহা মহারাষ্ট্রী "প্রাকৃতে"র প্রভাব, ইত্যাদি। এইরূপ ব্যাখ্যা, জানি না কেন, এত পণ্ডিতকে প্রলুব্ধ করে। বোধ হয়, শাস্ত্র-প্রবৃত্তি দ্বারা তর্ক-বিদ্যা পরাজিত হয়। যেহেতু শাস্ত্রে লিখিত আছে, অতএব ইহা সে-ই,—এই যে যুক্তি-হীন বিচার, তাহা শাস্ত্র-প্রবৃত্তির লক্ষণ। শাস্ত্র-প্রবৃত্তির একটা গুণ আছে, অল্পায়াসে চিত্তের প্রসাদ জন্মে। ইহাতে কিন্তু অন্বেষণা পরাস্ত হয়, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ প্রচ্ছন্ন হয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র সংস্কারক নানা প্রবন্ধে বলিতে চান, যেহেতু এই গ্রন্থে "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত" শব্দের সংখ্যা অধিক, সেহেতু ইহা বহু প্রাচীন। সম্প্রতি ইহাতেও আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যখন দেখি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ভাষায়, ব্যাকরণে ও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে সেই "প্রাকৃতে"র ধুআ, তখন তাঁহার "প্রাকৃত" সংজ্ঞার লক্ষণ পাইতে চাই। অনুমানের অবয়ব-ত্রয়ে তাঁহার কামনা প্রকাশ করি। (১) "প্রাকৃত" শব্দ পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল (পরকালে ছিল না?); (২) এই পুথীতে "প্রাকৃত" শব্দ আছে; (৩) অতএব এই পুথী পূর্ব্বকালে রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উদাহরণ ও হেতু, দুই অবয়বেই সন্দেহ। 'পূর্ব্বকাল' অর্থে কোন্ কাল, তাহা বলিতে হইবে; "প্রাকৃত" শব্দ, অর্থে কোন্ শব্দ, তাহাও স্পষ্ট করিতে হইবে। সহজ বুদ্ধিতে বুঝি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বানান অশুদ্ধ। ইহা হইতে প্রাপ্ত পুথীর দেশ কিংবা কাল কিছুই জানা গেল না।

(খ) শব্দ-বিচার

১৪। পুথীর বানান দেখিয়া শব্দ বুঝিতে হয়। বানানে ভুল থাকিলে এবং অর্থ ধরিতে না পারিলে শব্দটি বুঝিতে পারা যায় না। যদি "কৃষ্ণকীর্ত্তন" লিখিবার সময় **ণ ন, শ স, ই ঈ, অাঁ এ্যা**, ইত্যাদির ধ্বনিতে ভেদ থাকিত, তাহা হইলে একই শব্দের কোথাও এটা, কোথাও ওটা লেখা দেখিতাম না। কিন্তু **অ** স্থানে **আ** লেখাতে ধ্বনিভেদ স্বীকার করিতে হইতেছে। সংস্কৃতে **অ**কারের দীর্ঘ **আ**-কার। বাঙ্গালাতে **অ**কার **আ**কার দুই ভিন্ন স্বর। পূর্ব্বকালে এক ছিল কি? তিন শত বৎসরের পুথীতে এক নয়। "শূন্যপুরাণে", "বৌদ্ধগান ও দোঁহা"তে নয়। "সর্ব্বানন্দী"* শব্দেও বোধ হয়, এক নয়। অথচ "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" অ-কারণ আ-কারণ, অ-প-মা-ন আ-প-মা ন, অ-ধি-ক আ-ধি-ক, ইত্যাদি বিবিধ বানান পাইতেছি। আমার বোধ হয়, **অ** স্থানে **আ** বানান লিপিকরের ভ্রম নয়। ভ্রম হইলে **আ** অল্প পাইতাম।

* "আট শত বৎসরের পুরানা বাঙ্গালা শব্দ",—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, এই বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যা।

আ কাটিয়া অ লেখাও দেখিতাম। একটা কারণ কল্পনা করি। মূল পুথী অন্ততঃ দুই দেশ দেখিবার পর অনুলিপি করা হইয়াছে। সে অনুলিপি বর্ত্তমান পুথী। এক দেশে অ ছিল, অন্য দেশে কতকগুলা অ পরিবর্ত্তিত হইয়া আ হইয়াছিল। বর্ত্তমান পুথীর লিপিকরও অ স্থানে আ করিয়া থাকিতে পারে। ফলে একই দাঁড়াইতেছে। দুই দেশ ভ্রমণ স্বীকার না করিলে অ-ধি-ক আ-ধি-ক একার্থে লিখিত হইতে পারিত না। অত কথায় কাজ কি, কবির নিজের নামের বানান কোথাও অ-ন-ন্ত, কোথাও আ-ন-ন্ত হইতে পারিত না। এক দেশে তিনি ছিলেন অ-ন-ন্ত; দেশান্তরে হইয়াছিলেন আ-ন-ন্ত। দৃষ্টান্ত ধরুন,—বা-ঙ্গা-লী, ব-ঙ্গা-লী; ক-লি-কা-তা, ক-লি-ক-ত্তা। অনন্ত কবি সংস্কৃত ভাষা জানিতেন; অথচ নিজের নাম আ-ন-ন্ত বানান করিলেন? পুথীর সংস্কারক মহাশয় অকার-আকারের বিরোধ এক কথায় মিটাইয়া দিয়াছেন। তিনি অ-ষ্ট-ম স্থানে আ-ষ্ট-ম পাইয়া লিখিয়াছেন, "আদ্য অকারের স্থানে 'আ' আদেশ বাঙ্গালা ভাষার একতম বিশেষত্ব।" হেতুটা কাজের হয় নাই, কারণ পুরাতন পুথী হইতে বিশেষত্বের প্রমাণ দেন নাই। তা ছাড়া বাঙ্গালা ভাষায় কতক শব্দের আদ্য (সংস্কৃতের) অ স্থানে আ হয় বটে, কিন্তু তা বলিয়া আ-তি, আ-ধি-ক, আ-ভি-মা-ন প্রভৃতি শব্দে হয় না। তবে যদি পাণিনি-শাস্ত্র খুলিয়া অ-বর্ণের বিবৃত উচ্চারণ বলেন, তাহা হইলে কথা নাই। কেবল আদ্য অ-স্থানে আ হয় নাই, অন্ত্য অ স্থানেও হইয়াছে। যথা, খা-হ—খা-হা, চা-হ—চা-হা, জা-হ—জা-হা, পা-হ—পা-হা, ইত্যাদি। আসামীভাষায় এইরূপ আছে।

১৫। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র কতকগুলি শব্দে বিশেষ আছে। যদিও পুথীর দেশ-কাল-নির্ণয়ে সব লাগিতেছে না, একত্র করিলে সন্দেহ সূচনা করিতে পারে। (১) শব্দের অন্ত্য স্বর লোপ। যথা, অ-ভ-র-সা—অ-ভ-র-স, র-স-না—র-স-ন, কাঁ-চা—কাঁ-চ, ঝ-গ-ড়া—ঝ-গ-ড়, কি-ছু—কি-ছ। (২) অন্ত্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপ। যথা, অ-মূ-ল্য—অ-মূ-ল, অ-যো-গ্য অ-যো-গ, যো-গ্য—যো-গ, শূ-ন্য—শূ-ন, ই-চ্ছা—ই-ছা, বু-দ্ধি—বু-ধি, সি-দ্ধি—সি-ধি। ( ) মধ্যস্থিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপ। যথা, দু-স্ত-র—দু-ত-র, দু-র্ল-ভ—দু-ল-ভ—দু-ল-হ, নি-র্ল-জ্জ—নি-ল-জ, স-ম্মা-ন—স-মা-ন। (৪) স্ত স্থানে থ, ষ্ট স্থানে ঠ। যথা, অ-স্ত—আ-থ, ন-ষ্ট—ন-ঠ, রু-ষ্ট—রুঠ। (৫) ল স্থানে ন। যথা, লা-ঙ্গ-ল—না-ঙ্গ-ল, লে—নে। (৬) ত স্থানে ন। যথা, খ-চি-ত—খ-চি-ন, তি-থী-ত—তি-থী-ন। (৭) পুথীতে ড় ঢ় নাই, আছে ড ঢ; তথাপি ড স্থানে র। যথা, রাজা ব-র দুরুবার (১২৬ পৃঃ), আড়ী—আ-রী (১৫১), 'প-রি-লো যমুনা নীরে (২৯৫)—(পড়িলোঁ)। (৮) শ স্থানে হ, হ স্থানে শ বা স। যথা, তোর না পুরিবে আ-হা (১২৭)—আ-শা, প-স-রি-ল (২৮০)—প-হ-রি-ল (প্রহারিল)। (৯) র, ল লোপ। যথা, ম-রি-লোঁ—ম-ই-লোঁ, মা-রি-লোঁ—মা-ই-লোঁ, বু-লি-ল—বু-ই-ল, অ-ভি-লা-ষ—অ-ভি-হা-স। (১০) র আগম একটী শব্দে। যথা, কদমতলাত রাধা রা-হী (৩৪৮)। আ-হী স্থানে রা-ঈ—রা-হী (অর্থ, রাধা এবং বড়ায়ী।

এই অর্থে "শূন্যপুরাণে" "লক্ষী চারি জুগের রা-ই"। র আগম উত্তর ও পূর্ববঙ্গে অধিক। "শূন্যপুরাণ"ও উত্তরবঙ্গ দেখিয়াছিল।) কয়েকটি শব্দে নূতনত্ব আছে। যথা, স-জ ধাতু (সজ্জীকরণে) হইতে স-জা-ই-অঁা। আমরা বলি সা-জা-ই-অঁা। গ-রু-অ—গু-রু-আ স্থানে; চ-ম্পা (চ-ম্প-ক); দূ-তা (দূতী); প হ্র ধাতু পরিধানে; প-য়-র, প-এ-র (পদের); ব-ড়ী (ব-ড়); ব-ন্ধু-লী (বান্ধুলী); আ-অ-র (আ-র); স-রু-প-সি (মৈথিলী স-রু-প-সঁ) ইত্যাদি। শব্দের বিশেষগুলি স্মরণ করিলে মিথিলা ও আসামের মধ্যস্থান, উত্তরবঙ্গ মনে হয়। প-হ্র ধাতু, আ-ই স্থানে রা-ই, উত্তরবঙ্গের পুথীতে দেখিয়াছি।

(গ) বিভক্তি-বিচার

১৬। শব্দের রূপ যাহাই হউক, বিভক্তির রূপ একপ্রকার না হইলে ভাষা বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কারক মহাশয় লিখিয়াছেন, "প্রত্যয়-[?] লোপ ও বিভক্তিবিনিময়ের দৃষ্টান্ত অবিরল। একাধিক প্রত্যয়ের [?] একত্র প্রয়োগ সাধারণ।" সোজা বাঙ্গালায়, "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে"র ভাষায় বিভক্তি একপ্রকার নাই, বহুপ্রকার আছে। এই বহুত্ব দ্বারা কি অনুমান হয়? অনুমান হয়, পুথীখানি খাঁটি নাই, মিশাল হইয়াছে, অর্থাৎ মূল পুথী আর আবিষ্কৃত পুথী এক নহে। মূল পুথী এক সময়ে এক দেশে লেখা হইয়া থাকিবে। এখন যে পুথী পাইতেছি, সেটা খাঁটি নাই, হয় দেশান্তরে, না হয় কালান্তরে, কিংবা দেশ-কালান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সংস্কারক মহাশয় বিভক্তি-পরিবর্ত্তনের তালিকা করিয়াছেন। এখানে কয়েকটার উল্লেখ করি। বিভক্তির উৎপত্তি-অনুসন্ধানে প্রয়োজন নাই; একই কারক ও ক্রিয়াপদে কত প্রকার বিভক্তি বসিয়াছে, তাহা দেখা প্রথম কর্ত্তব্য। কর্ত্তাকারকে অকারান্ত শব্দের উত্তর এক-বচনে 'এ'। সর্ব্বত্র এই বিধি রক্ষিত হয় নাই। দেখিতেছি, কর্ম্মকারকে 'ক', 'কে', 'এ', 'রে'—এই চারি বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ, সম্বন্ধে 'ক', 'র', 'কের'; অধিকরণে 'এ', 'ত', 'তে', এক স্থানে এক সময়ে প্রচলিত ছিল কি? নিমিত্তার্থে 'করিবাক', 'করিবারে', 'করিতে'; অনন্তরার্থে 'করি', 'করিআ'। এইরূপ, ক্রিয়াবিভক্তিও এক নয়। ক-রে, ক-র-এ আছে; ক-র-ন্তি, গে-লা-স্ত আছে, কিন্তু অপর শত স্থলে অ-ন্তি নাই। সেটা কি ভাষা, যেটার কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা নাই?

সংস্কারক মহাশয় বর্ত্তমান ছাড়িয়া ভূত, বাস্তব ছাড়িয়া অবাস্তবের দিকে ধাবিত হইয়াছেন। সেই প্রাচীনত্বের কামনা, "প্রাকৃত"ভাষার প্রভাব। দুই একটা উদাহরণ দি-ই। কর্ত্তা কারকে এ; সংস্কারক অমনই লিখিলেন, 'এ' "মাগধীর অনুরূপ"। সেহেতু, 'গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে' আছে। এ-কারের লোপও হইত। সেহেতু, 'গাইল চণ্ডীদাস' আছে। কিন্তু মাগধী "প্রাকৃতে" কর্ম্ম-কারকে এ-কার হইত না, অথচ "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" আছে। সংস্কারকের উত্তর, সেটা "প্রথমার অনুকরণ"। অর্থাৎ তাঁহার মতে বিভক্তিদ্বারা কর্ত্তা কর্ম্ম বুঝিবার

উপায় ছিল না। তাঁহার মতে "প্রত্যয়লোপ ও বিভক্তি বিনিময়" "অপভ্রংশ ভাষার প্রভাব।" কিন্তু এ প্রকার নিষ্ঠুর উক্তির প্রমাণ চাই।

১৭। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" কয়েকটি নূতন বিভক্তি আছে।(১) ক্রিয়াবিভক্তি পরে 'হা', 'হে' যোগ। যথা, আ-ছি-লা—আছিলা-হা, হ-রি-লা—হরিলা-হা, গে-লা—গেলা-হা, ক-রি-বে—করিবে-হে। এইরূপ 'হা' ও 'হে' দ্বারা বোধ হয়, শেষ স্বর দীর্ঘ করা হইত। এই ব্যাখ্যা ঠিক হইলে হ-রী, ম-তী প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য স্বর 'ঈ' লিখিবার কিছু হেতু পাওয়া যায়। শেষ স্বর দীর্ঘ করা বাঙ্গালার রীতি নহে। পূর্ব্বকালে সে রীতি ছিল কি না, কে জানে। কিন্তু অদ্যাপি মৈথিলী ভাষায় সে রীতি অনেকটা আছে। অনন্তরার্থে 'ই' (যেমন ক-রি) স্থানে 'ঈ' প্রত্যয় "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" যেমন প্রচুর, মৈথিলী ভাষাতেও তেমন। ইহার সহিত মৈথিলী ভে-লা-হ, গে-ল-ছ-লা-হ, ক-রৈ-ত-ছ-লা-হ প্রভৃতি হান্ত ক্রিয়াবিভক্তি তুলনীয়। (২) "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ক্রিয়াপদের আর এক বিশেষ মৈথিলীতে আছে। স্ত্রীলিঙ্গ কর্ত্তার ভূতকালে স্ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়াপদ। যথা, 'আগুত চ-লি-লী মোর সুন্দরী নাতিনী', 'মথুরা চ-লি-লী রাধা বড়ায়ির সঙ্গে', 'চ-লি-লী গোআলার ঝী দধি বিকে জাএ', 'চ-লী ভৈ-লী চন্দ্রাবলী'। ক্রিয়াপদের লিঙ্গভেদ বাঙ্গালায় পাই না। পূর্ব্বকালে ছিল কি না, কে জানে। মৈথিলীতে কিন্তু আছে। (৩) "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে" 'ইল'-প্রত্যয়নিষ্পন্ন বিশেষণ-পদ অনেক আছে। যথা, 'দে-খি-ল পা-কি-ল বেল গাছের উপরে' (৪৫ পৃঃ), 'ভাঁ-গি-ল নেহা পুনী যোড়াইতে শকতা' (২৬ পৃঃ), 'কা-টি-ল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত' (৩১৮ পৃঃ)। এইরূপ বিশেষণপদ বৈষ্ণব পদাবলীতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও শুনিয়াছি, বৈষ্ণব পদকর্ত্তা মৈথিলী ভাষা অনুকরিতেন। কথিত বাঙ্গালাতেও দুই একটা ই-ল-যুক্ত বিশেষণ আছে। কিন্তু সাধারণ নহে। মৈথিলীতে ই-ল স্থানে অ-ল হয়, এবং অ-ল প্রত্যয়ান্ত পদ সাধারণ বলিতে পারা যায়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র অন্য দুই ক্রিয়াপদে মৈথিলীর সাদৃশ্য আরও স্পষ্ট। যথা, 'দেখিল কোপিল কাহ্নাঞি র-হি-ল-ছে পাশে' (১৯০ পৃঃ), 'বাস পাঞা র-হি-ল-ছে কেহ্নে' (২৬২ পৃঃ), 'নানা ফুল ফু-টি-ল-ছে মাঝ বৃন্দাবনে' (২৪৪ পৃঃ)। মানভূমী ভাষায় গে-ল-ছে আছে; কিন্তু ইহাতেই সন্দেহ দূর হয় না। (৪) একটা নূতন বিভক্তি ই-আ-র পাইতেছি। যথা, আ-নি-আ-র (আনিবার), ক-হি-আ-র (কহিবা-র), দি-আ-র (দিবা-র)। ইহাতে বুঝিতেছি, পুথী এমন স্থানে গিয়াছিল, যে স্থানে ব উচ্চারিত হইত, এবং ব স্থানে অ উচ্চারণও ছিল। (কিংবা ই-হা স্থানে ই-আ, পরে র আগম। কহিহা-র, আনিহা-র, দিহা-র।) পুথীতে এক স্থানে স-রো-অ-র কাটিয়া লিপিকর স-রো-ব-র করিয়াছিল। (সংস্কারক স-রো-ব-র কাটিয়া স-রো-অ-র ছাপাইয়াছেন।) শেষে 'র' অন্য দুই পদেও আছে। যথা, আ-ছে-র, গে-লি-র। (বোধ হয় 'ক' স্থানে 'র'। অর্থাৎ প্রথমে 'ক', পরে লোপে 'অ', পরে 'র' যোগ। উত্তর-বঙ্গের র যোগ স্মরণ করাইতেছে।) বোধ হয়, 'র' স্থানে 'ল' হইয়া চলিহ-লি, দিহ-লি, করিল-লি।

১৮। সংস্কারক লিখিয়াছেন, "ক্রিয়াপদের উত্তর 'ম' প্রত্যয় অদ্যাপি চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত।" আমি সুদূর চট্টগ্রামের পরিবর্তে উত্তরবঙ্গে অন্বেষণ করিয়াছিলাম। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয় গত ২৯শে পৌষ আমার প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন, "আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয় ও তৎসম্বন্ধে আমার অভিমত লিখিতেছি। প্রথমতঃ আপনার অনুমান ও তৎপরে আমার মন্তব্য লিখিত হইল,—

আপনি লিখিয়াছেন, "এমন স্থানে কৃষ্ণকীর্ত্তন শেষ লেখা হইয়াছে, যে স্থানে

(১) আ-তি, আ-ধি-ক, আ-প-মা-ন প্রভৃতি বলে। অর্থাৎ বহু শব্দের আদ্য অকার আকার উচ্চারিত হয়।"

মন্তব্য। "এইরূপ ব্যবহার লৌকিক রাজবংশী ভাষায় বহু দেখা যায়।"

"(২) আসামী ভাষার কারক ও ক্রিয়াবিভক্তি চলিত ছিল।" মন্তব্য। "ইহা প্রকৃত।"

"(৩) আসিআঁ, করিআঁ প্রভৃতি পদ অনুনাসিক হয়। ইহা বীরভূমের লক্ষণ বটে, কিন্তু আসাম ও রঙ্গপুরের ভাষারও লক্ষণ। বস্তুতঃ সমস্ত উত্তরবঙ্গের ভাষার লক্ষণ, মিথিলা হইতে আসাম।"

"(৪) একটী বিশেষ দেখিতেছি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এইরূপ পদ আছে। অনুজ্ঞায়, আনি-আর (আন), কহি-আর (কহ), দি-আর (দেহ)। এইরূপ, আছে-র (আছে), গেলি-র (গেল)। আমি জানিতে চাই, উত্তরবঙ্গে এইরূপ র-যুক্ত ক্রিয়াপদ এখন শুনিতে পান কি না, কিংবা কোন পুরাতন বহিতে লক্ষ্য করিয়াছেন কি না।"

"মন্তব্য। উল্লিখিত তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্নে লিখিত লক্ষণ ও ব্যবহার রাজবংশী ভাষায় বহু পরিদৃষ্ট হয়।"

"(৫) স্ত্রীলিঙ্গ কর্ত্তার অতীত ক্রিয়াপদ স্ত্রীলিঙ্গ, কৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহাও পাইতেছি। ইহা মৈথিলীতে আছে। উত্তরবঙ্গেও ছিল কি? যেমন, রাধা

বসিলী মাথাত দিআঁ হাথে।
বড়ায়ি চলিলী আন পথে ॥"

"মন্তব্য। রাজবংশী ভাষায় এইরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।" এই সব উত্তর পাইয়া বুঝিলাম, আমার পূর্ব অনুমান মিথ্যা নহে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথী উত্তরবঙ্গ ঘুরিয়া বিষ্ণুপুরে আসিয়াছিল। সংস্কারক মহাশয়ও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি টীকাতে আসামী ভাষায় রচিত গ্রন্থ হইতে প্রচুর উদাহরণ তুলিয়াছেন। বোধ হয়, অনুরূপ উদাহরণ বাঙ্গালায়, রাঢ়ের বাঙ্গালায় পান নাই। সর্বনামপদের, কারকের ও ক্রিয়াবিভক্তির রূপভেদ দ্বারা বুঝিতেছি, আবিষ্কৃত পুথীর ভাষা "খাটি" নাই, দুই তিন সময়ের দুই তিন দেশের ভাষা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। একটী প্রমাণ দেখুন,—'করিবাক', 'করিবারে', এক সময়ে এক দেশে চলিতে পারে না। এই দুইএর মধ্যে বোধ হয়, 'করিবাক' পুরাতন। 'করিতে' আধুনিক। 'করিবারে' অপেক্ষাকৃত পুরাতন।

সন ১৩১২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় উক্ত সুরেন্দ্রবাবু "রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষা" নামে রাজবংশী ভাষার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখিতেছি, (১) কর্ত্তাকারকের বিভক্তি 'এ', (২) কর্ম্মকারকের 'ক', (৩) করণ ও অধিকরণের 'ত' হয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" এই এই বিভক্তি আছে, অন্য বিভক্তিও আছে। অতএব বুঝিতেছি, প্রাপ্ত পুথী, দেশান্তর এবং কালান্তর দেখিয়াছিল। দেশান্তর অস্বীকার করিলেও কালান্তর স্বীকার করিতে হইবে।

(ঘ) ভাষা-বিচার

১৯। ভাষার দুই অঙ্গ, শব্দ ও ব্যাকরণ। এই দুই অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা দ্বারা ভাষাজ্ঞান পূর্ণ হয় না। এখানে সে দুই মিলাইয়া ভাষার বিচার করি। গ্রন্থ হইতে কয়েকটা পদ উদ্ধার করি। দেখা যাইবে, এক সময়ের এক কবির লেখা নহে।

(ক)

(১) যাই যমুনার পাণিকে আইস
সখি মোর সঙ্গে।
যমুনা জলে কুম্ভ ভরিআঁ
আসিব এ বড় রঙ্গে॥
হেন বুলী রাধা কলসী লআঁ
জাএ গজগড়ি ছান্দে।
আলকেঁ শোভে বদন তাহার
যেহেন কলঙ্ক চান্দে॥—(২৪০ পৃঃ)

'যাই' ও 'জাএ' পুথীর বর্ণাশুদ্ধি। 'অলকে' স্থানে 'আলকেঁ' ভাষার দেশান্তরীয় পরিবর্ত্তন। কর্ত্তাকারকে 'এ', কর্ম্মে 'ক', অধিকরণে ও করণে 'ত' নাই। রাঢ়ের ভাষা। বিশেষতঃ 'গজগতি' স্থানে 'গজগড়ি'। কিন্তু উদ্ধৃত পদ সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের পুরানা কি? আড়াই শত, কি তিন শত বৎসর পর্যাপ্ত মনে হয় না?

(২) হের চন্দ্রাবলী রাধা মাঝ বৃন্দাবনে।
কুসুম সমুহে শোভে সব তরুগণে॥
তাত সুললিত ভ্রমরের রোল।
আছুক মানুষ দেবলাক পড়ে ভোল॥—(২০৯ পৃঃ)

'তাত'—তা-তে হইলে বর্ত্তমান লেখ্যভাষা হইত না কি?

(৩) যদি কিছু বোল বোলসি তবে
দশন-রুচি তোহ্মারে।
হরে দুরুবার ভয় আন্ধকার
সুন্দরি রাধা আহ্মারে॥

তোহ্মার বদন সংপুন চান্দ
আধর আমিঅঁা লোভে।
পরতেখ মোর নয়ন চকোর
যুগল নিশ্চল শোভে॥—(২১৭ পৃঃ)

'অ' স্থানে 'আ', এবং দুইটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু না থাকিলে তাহা দুই তিন শত বৎসরের মনে হইত।

(৪) বাঁশী হারায়িআঁ কাহ্ন মনে খেদ করে।
তাহাক চাহিআঁ কাহ্ন বুলে ঘরে ঘরে॥
মাথাত হাথ দিআঁ কাদন্তি গদাধরে।
তাহাক শুণিআঁ রাধা পায়িল বড় ডরে॥
মণত শুণিআঁ পাছে দেব চক্রপাণী।
দুঈ হাথে মুছিলান্ত নয়নের পাণী॥
তবেঁ সব কহিলান্ত বড়ায়ির থানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী গণে॥—(৩১২ পৃঃ)

ইহার ভাষা ও (১) (২) এর ভাষা এক কি? আমার বোধ হয়, সকল পদ এক কবির রচিত নহে। নূতন নূতন গায়ন নূতন নূতন পদ রচিয়া বড়ু চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়াছিলেন। সমুদয় পদের ভাষা সমান বোধ হয় না। নীচের পদের ভাষা (১) (২) সহিত তুলনা করুন।

(৫) মেদনি যোড়িলো হালে।
কৌণো ব্রহ্মার দণ্ড যোআলে॥
গোআলী বান্ধিলোঁ বাসুকী দড়ী।
গিরি করিলেঁ৷ যোথড়া গোবালী॥

* * * *

সুমেরু আহ্মাক গঢ়ে।
তার শৃঙ্গে মোর মেঢ়ে॥
নাম মোর বনমালী।
হেলেঁ দলিবোঁ কালী॥
গোকুলে গোজাতী।
দেহ আহ্মারে সুরতী॥—(৪৯ পৃঃ)

এই পদ ধরিয়া দুই এক কথা লিখি। এখানে যো-ড়ি-লো স্থানে যো-ড়ি-লোঁ হইবে। মে-দ-নি বানান কবির, না লিপিকরের? টীকাকার লিখিয়াছেন, " 'মেদনি যোড়িলো হালে, এবং 'সুমেরু আহ্মাক গঢ়ে' ইত্যাদি পদাংশ সহজিয়া হিঁয়ালীর মত কাণে বাজে।" সহজিয়া হিঁয়ালী জানি না। ভাবে হিঁয়ালী নাই, ভাষায় ও অলঙ্কারে আছে। টীকাকার

লিখিয়াছেন, "উক্তিটি বক্তার অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচায়ক।" অদ্ভুত বটে। কারণ, তিনি মেদিনীতে হল যোজিত করিলেন। গোবর্দ্ধনরজ্জু হইল বাসুকী, যুগকীলক হইল গিরি, আর যুগ হইল ব্রহ্মার (পাঠে ব্রহ্মা-ক নাই কেন?) দণ্ড। বক্তার কৃষির বার্ত্তা পাওয়া গেল। তাঁহার মণ্ডপ কোথায়? সুমেরুপর্ব্বত তাঁহার গড়, পর্ব্বতের শিখর মণ্ডপ। কবির উৎপ্রেক্ষা, সপ্তদ্বীপা সপ্তসমুদ্রা মেদিনীর অত্যুচ্চ পর্বত অবিকল দুর্গ হইয়াছে। হিঁয়ালী নাই। হিঁয়ালী এই যে, তখনও কালিয়দমন হয় নাই, কবি বা বক্তা পূর্ব্বেই তাহা জানাইয়া দিয়া কৃতিত্বের তালিকা পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু এত সব কৃতিত্ব স্মরণ কেন? আলঙ্কারিক অনৌচিত্যদোষ ধরিবেন না কি? ('গোকুলে গোজাতী' ইহার অর্থ বুঝিলাম না।) দ্রষ্টব্য, মে-দ-নি, কৌ-নোঁ, আ-ম্মা-ক (আম্মা-র), গো-বা-লী (গো-বালী=গোআলী), এইরূপ শব্দ ও বিভক্তি উদ্ধৃত অপর পদাংশের তুল্য নহে।

২০। কবি বৃন্দাবনে নানা দেশের গাছ বসাইয়াছেন। সব গাছ চিনিতে পারিলাম না, চেষ্টাও করিলাম না। একে গাছগুলির চলিত নাম, তাহাতে গায়নের মুখে বিকৃত হইয়া অচেনা হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি দেখা যাইবে, কোন কোন গাছ দুইবার আসিয়াছে। মূল কবি এত অসাবধান হইতে পারেন না। দুইবার নাম করা গায়নের কর্ম্ম। কবিকঙ্কণ কালকেতুর পুরীনির্ম্মাণ সময়ে বনের বহু গাছের নাম করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী গায়ন কবির তালিকা বাড়াইয়া দিয়াছেন। "শূন্যপুরাণে"ও সেই দশা। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" স্মৃত যাবতীয় বৃক্ষনাম পর্য্যালোচনা করিলে কবির দেশ চেনা অসম্ভব হইবে না। "শূন্যপুরাণে" এক 'গুআর বাখারী' পড়িলেই বুঝি, উহার অন্ততঃ কিয়দংশ রাঢ়ের কবির নহে। গাছের শোনা কিংবা পুঁথীতে পড়া নাম কবির কলমে বা মুখে বার বার আসে না, চেনা জানা নাম বার বার আসে, উপমাতেও আসে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" কবিপ্রসিদ্ধ উপমা ছাড়া একটা এইরূপ উপমা আছে। সেটা 'গণ্ডযুগ-মহুল'। রাধিকার গণ্ডদ্বয় ফুটন্ত মহুলের (মহুআর ফুলের) সহিত উপমিত হইয়াছে। আমার জানা-শোনা উপমায় মহুল একেবারে নূতন। মহুল ঘটাকার ও চম্পক-বর্ণ। রাধিকার বর্ণে মিল হইয়াছে; গণ্ডের আকারে মিলিয়াছে কি না, জানি না। হয় ত কবি নায়িকার ফুলা গাল সুন্দর মনে করিতেন। সে যাহা হউক, এই এক উপমা হইতে বুঝিতেছি, কবির নিবাস বাঁকুড়া। বীরভূমও হইতে পারে। এখানে গাছের টীকার বিচার করিব না। একটা গাছ কু-ডু-ম আছে। ইহা সং ধূলি-কদম্ব, বাং কেলি-কদম। কিন্তু কু-ড়ু-ম বা কু-রু-ম সাঁওতালী নাম। সাঁওতালী নাম পাইয়া বুঝিতেছি, কবি সাঁওতাল-পরগণার নিকটে ছিলেন। কিন্তু সে কবি কে, যিনি আঁ-ব, আ-ম্ব, আ-ম্বু, এই তিন নামে আমগাছ বৃন্দাবনে তিন বার বসাইয়াছেন? জামগাছ জা-ম্বু নামে দুইবার, ডা-লি-ম্ব দুইবার, দ্রা-ক্ষ দ্রা-ক্ষা দুইবার, ছা-ত্রিঁ-য়ণ ছা-তী-অ-ন দুই নামে একই গাছ দুইবার, ম-হু-ল দুইবার, মা-ল-তী দুইবার, ইত্যাদি বৃন্দাবনের কি দুই অংশের বর্ণনা? অ-র্জু-ন নাম সং। ইহার আর এক সং নাম ক-কু-ভ। ইহার অপভ্রংশে মানভূমে 'কো-হ' "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বৃন্দাবনে

কু-হ-য় (রাগ নামে ক-কু, ক-হু)। কিন্তু বৃন্দাবনে দুই নামে দুইবার কেন? বোধ হয়, মূল কবি একবার লিখিয়াছিলেন, গায়ন পালা বাড়াইতে গিয়া আর বার আনিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবনের অযোগ্য কা-ল-কা-সু-ন্দা, হি-ঞ্চী, খ-র-মু-জা, কা-ঙ্ক-ড়ী, কু-শি-আ-র (ইক্ষুভেদ) প্রভৃতি বন্য ও গ্রাম্য গাছের নাম করিয়াছেন। গ্রাম্য শ্রোতা দীর্ঘ তালিকায় এক প্রকার রস ভোগ করে। ইক্ষু অর্থে কু-শি-আ-র নাম রাঢ়ে অজ্ঞাত। সে কালে কি এই নাম চলিত ছিল? সব গাছ চিনিতে চেষ্টা করিলে পূর্ব্ব বা উত্তরবঙ্গের নাম আরও পাওয়া যাইতে পারে। আ-না-র-স নূতন আনা। কিন্তু আ-তা ও পে-য়া-রা লুকাইয়া আছে, কি একেবারেই নাই, তাহা বুঝিতেছি না। যদি একেবারে না থাকে, তাহা হইলে বৃন্দাবন পুরাতন। কিন্তু কত পুরাতন, কে জানে। আরও দেখিতেছি, মা-ল-তী নামে বাং‌তে মালতী লতা গাছ হইয়াছে।

২১। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" কয়েকটা যাবনিক শব্দ আছে। যথা, কামান, খন্দ, খাঁখার, গুলাল, বাকি, মজুরি, মজুরিআ, এবং হয় ত আফার। প্রত্নান্বেষী বঙ্গদেশের ইতিহাসের উপাদান খুঁজিতেছেন, কেহ কেহ সে উপাদান ইতিহাস নামে প্রকাশ করিতেছেন। তবে বোধ হয়, এইটুকু স্থির হইয়াছে, খ্রীষ্টের ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রাঢ়দেশ মুসলমান অধিকারে আসে নাই। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র সংস্কারক ও লিপি-বিচারক, উভয়েই বলিয়াছেন, এই পুথী (প্রাপ্ত পুথী, মূল নয়) চতুর্দ্দশ শতাব্দের প্রথমার্ধে লিখিত হইয়াছিল। যদি মূল পুথী ও প্রাপ্ত পুথীর বয়স একই ধরি, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক শত দেড় শত বৎসরের মধ্যে কবিকুল ধ-নু ছাড়িয়া ফা° কা-মা-ন* ধরিয়াছিলেন, প্রজাকুল জমির খাজনা কষিতে গিয়া খ-ন্দ ও বা-কি শিখিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু খাঁ-খা-র, গু-লা-ল ও ম-জু-রি এরূপ শব্দ নহে। সে কালে মুসলমান রাজা গাঁয়ে গাঁয়ে মক্তব বসাইয়াছিলেন কি? বাং-তে দুই অর্থে খা-খা-র বা খাঁ-খা-র শব্দ চলিত আছে। (১) কাসিলে উদ্গত শ্লেষ্মা। ইহার মূল সং। (২) অঙ্গার; ইহা হইতে কলঙ্ক, অপযশ। যেমন, 'কুলের খাঁ-খা-র'। আমার বোধ হয়, ইহার মূল ফা° খা-ক—অঙ্গার, + সং ক্ষা-র = খাক্ + ক্ষা-র = খা-খা-র; যেমন ছাই-পাঁশ। মনে হইতেছে, কবিকঙ্কণে দুই অর্থ স্পষ্ট আছে। সে যাহা হউক, কিছু কাল গত না হইলে ঘরের

* কা-মা-ন শব্দ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইয়াছে। ফা° ক-মা-ন ধনু, এবং ফা° কবিও নায়কের ভ্রূ মদনের ধনু মনে করিতেন। নয়ন-বাণ তাঁহারাও জানিতেন। কিন্তু হিন্দু কবির কা-ম-ধ-নুও ত ছিল। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" (৩২ পৃঃ), 'ভ্রূহি কামধনু নয়ন বাণে' আছে। সং কা-ম-ধ-নু শব্দের সংক্ষেপে কা-ম্-হ-ন—কা-মা-ন যে হয় নাই, তাহা বলা কঠিন। কবিকঙ্কণ ("বঙ্গবাসীর") লিখিয়াছিলেন, "অতসী কুসুম তনু ভুরুযুগ কা-ম-ধ-নু"। (অমে তিন শত বৎসর পূর্ব্বেই অতসী কুসুম পীতবর্ণ হইয়াছিল।) মৈথিল কবি উমাপতি "পারিজাত-হরণ" নাটকে লিখিয়াছিলেন, 'ভৌহ-কমান বিলোকন বানে। বেধহ বিধুমুখি কয় সমধানে।' বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রায় শত বর্ষ পূর্ব্বে উমাপতি ছিলেন। তত সকালে মিথিলায় মুসলমান কবির প্রভাব ঘটিয়াছিল কি? কে জানে। কা-মা-ন একবার চলিলে আর ভয় থাকে না। জ্ঞানদাস, 'কা-ম-কা-মা-ন ভুরুভঙ্গী'। এইরূপ বহু কবি।

কথার মধ্যে ফা° শব্দ চলিত হইতে পারিত না। এক শত বৎসর পর্য্যাপ্ত কি? গু-লা-ল শব্দের মূল ফা° গু-লা-লা—পুষ্পগুচ্ছ—মনে করি। বহু পুষ্পের একত্র সন্নিবেশে গু-লা-ল, যেমন গু-লা-ল তুলসী। মূল সং-ও হইতে পারে। গু-ল, গোল, বৃত্তাকার পুষ্প বলিয়া গুল+বা° আল, যেমন কদম্ব, গেঁ-দা কিংবা মোতিয়া বেলা। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" 'গুলাল মাহ্লী', 'গুলাল মালতীমালা' আছে; আর আছে 'নখরনিকর দেখি গুলালে'। শেষোক্ত উপমা হইতে বুঝি, গু-লা-ল এমন ফুল, যাহার গোছা হয়। অতএব ফা° ব্যুৎপত্তি ধরিতে হইতেছে। তা ছাড়া, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" তু-ল-সী নাম কোথাও নাই। কৃষ্ণতুলসীর ফুলের রঙ্গে নখের আরক্তিমাও সূচনা করিতেছে। (টীকাকার তমালসদৃশ পুষ্প মনে করিয়াছেন। তিনি বৃক্ষ-ভেদ বলিয়া ক্ষান্ত থাকিলেই ভাল করিতেন। ইংরেজী বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়ায় অনেক স্থলে যা-নয় তাই হইয়া গিয়াছে।) যদি বা গু-লা-লে সন্দেহ থাকে, ম-জু-রি ও ম-জু-রি-আ শব্দে কিছুই নাই। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" এই দুই শব্দ পাইয়া আশ্চর্য হইয়াছি। কারণ, বীরভূম, বাকুড়া প্রভৃতি দক্ষিণরাঢ়ে এই দুই শব্দ প্রায় অপ্রচলিত আছে। লোকে বলে, মু-নি-ষ। কবিকঙ্কণে আছে, বে-র-ণি-য়া। বোধ হইতেছে, বাঁকুড়ায় বে-র-ণি-য়া বা বে-র-ণ এখনও চলিতেছে। যদি মনে করি, সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বীরভূমে ম-জু-রি, ম-জু-রি-আ চলিত ছিল, তাহা হইলে কিছু কাল পরে লোকে কি ফা°-মূলক শব্দ ভুলিয়া গিয়া সং-মূলক ধরিয়াছে? ফা° শব্দটি ম-জ্-দুর। উহা অপভ্রষ্ট হইয়া ম-জু-র; ই-যোগে মজুরের কর্ম্ম; তাহাতে বা° ইআ প্রত্যয় করিয়া ম-জু-রি-আ। এত করিয়াও রাঢ়ে অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র "ভারখণ্ডে" ও "ছত্রখণ্ডে" ম-জু-রি ম-জু-রি-আ আছে। দেখিতেছি, এই দুই খণ্ড কবিত্বে অধম। উত্তরবঙ্গের কোনো গায়ন এই দুই খণ্ড জুড়িয়া দিয়াছেন কি? আ-ফা-র শব্দ ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। এক স্থানে (৯০ পৃঃ) আছে, 'পালাইলেঁ দান এড়ান না জাএ, পাইলেঁ মূল আ-ফা-রে।' যমুনার ঘাটে কৃষ্ণ দান (শুল্ক) সাধিতে বসিয়াছেন। রাধা দান না দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন, 'পালাইলে কি হইবে, দান এড়াইতে পারিবে না; মূল্য পাইলেই আ-ফা-র, প্রচুর পাইলাম।' অন্য স্থানে (২৮৫ পৃঃ), 'বড়ায়ি মোর লাভে বন্ধন সার। আছুক লাভ মোর মূলত আ-ফা-র॥' অর্থাৎ লাভের মধ্যে বন্ধন সার হইল; লাভ দূরে থাক, মূলে আফার—? আবী বা-ফে-র অর্থে প্রচুর। যদি প্রচুর অর্থ ধরি, মূলে প্রচুর; অর্থাৎ মূলেই প্রতুল, লাভ দূরে থাক। টীকাকার দুই স্থলে দুই ব্যুৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। ব্যুৎপত্তি এক হইলে বরং কথা থাকিত। যাবনিক হইলে অন্য দিকে বাধা পড়ে। পুথীখানা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইয়া পড়ে। কোন্ কূল সামলানা যাইবে?

২২। বলা বাহুল্য, তিল কুড়াইয়া তাল করা যাইতেছে। এমন কথা নয়, গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলে আমার কোনো অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে। কোন্ বাঙ্গালী চণ্ডীদাসের উৎকর্ষে অসহিষ্ণু হইতে পারে? কিংবা কোন্ বাঙ্গালী পাঁচ ছয় শত বৎসরের

পুরানা পুথী পাইলে নিরানন্দ হয়? কিন্তু সোনা নামে পিতল লইতে চাই না; সোনা কি না, তাহা আগুনে পোড়াইয়া, নিষ্ঠুর পাষাণে কষিয়া, আর যত প্রকারে পারি, পরখিয়া দেখিতে চাই। কেবল আমি নই, সকলেই দেখুন। এ বিষয়ে টীকাকার একটু বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন। টীকার ভীষণ কণ্টকের বেড়া ভেদ করিতে না পারিলে সকল পাঠক গ্রন্থে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। গ্রন্থ চারি শত পৃষ্ঠা, টীকাও প্রায় তত! ভাবে কঠিন নহে, গ্রন্থের ভাষা যথোচিত প্রাঞ্জল। দোষ, অজস্র বর্ণাশুদ্ধি, অজস্র ব্যাকরণাশুদ্ধি। গায়ন বোধ হয় নাকী সুরে গাইতেন। এ কারণ অজস্র চন্দ্রবিন্দু। ঞ লিখিয়াও সন্তোষ নাই, তদুপরি চন্দ্রবিন্দু। সাধারণ আসামী ভাষায় নাকি নাকী সুর একটা প্রবল লক্ষণ। টীকাকারের উৎপীড়নও অল্প নহে। চন্দ্রবিন্দু কিসের দ্যোতক, কিংবা হ-এ পদে 'হ' ধাতু কি না, কিংবা মা-এ-র অর্থে 'মা'র' (?) লিখিবার ছাপাইবার নিরীহ পাঠককে পড়াইবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। ইহার উপর উদাহরণের প্রাচুর্য্য। উদাহরণও প্রায় যে-সে পুথী, ছাপা অ-ছাপা, জানা অ-জানা পুথী হইতে তুলিয়া বিশেষ লাভ হয় নাই। উদ্ধৃত পুথীর কবি, কাল, ও দেশ না জানিলে উদাহরণের সার্থকতা থাকে না। টীকাকার এ সম্বন্ধে নির্ব্বাক্ থাকিয়া ভাল করেন নাই। একখান পুথীতে, কোথাকার কবেকার কে জানে, একটা পদ আছে। তাহা দেখিয়া "কৃষ্ণকীর্ত্তন" বুঝিবার আবশ্যকতা বুঝিতে পারিতেছি না। বাস্তবিক দুঃখ হইতেছে, টীকাকার প্রয়োজন বিস্মৃত হইয়া বৃথা পরিশ্রম করিয়াছেন। পুথীর বানান-দোষ, বিভক্তি-দোষ বহু কষ্টের কারণ হইয়াছে।

২৩। বোধ হয়, উদ্ধৃত উদাহরণের অনেকগুলি আসামী। ইহাতে মনে হয়, টীকাকার জানা বাঙ্গালা পুস্তকে অনুরূপ উদাহরণ পান নাই। তাঁহার পরিশ্রমের অবধি ছিল না, অথচ আসামী ভাষাদ্বারা রাঢ়ীয় ভাষা বুঝিতে হইয়াছে। ইহাতে দুই অনুমান হয়। (১) আসামী ও পুরাতন বাঙ্গালা ভাষা এক ছিল, (২) "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পুথী আসামী ভাষার দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছিল। প্রথম কল্পনা পরে বিচার করিব। দ্বিতীয় কল্পনার পক্ষে আসামী ভাষায় রচিত (১) "নারায়ণ কবচ" ও (২) "কলঙ্কভঞ্জন" হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার করি। এই ভাষার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সাদৃশ্য স্পষ্ট। বই দুইখানি ছাপা হইয়াছে, বোধ হয় ভাষাও কিছু আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে।

(১) শুক নিগদতি শুনা' সুভদ্রার নাতি।
বিশ্বরূপে' এহি অঙ্গীকার কব্রি আতি'॥
দেবগণে' বরিলা ভৈলন্ত' পুরোহিত।
করিলন্ত' কার্য্য যত গুরুর বিহিত॥
অসুরক' রক্ষা করে শুক্রর বিপ্তাই।
তাক' নষ্ট করিবাক' দিলন্ত উপায়॥

নারায়ণ কবচ দিলন্ত' বাসবক'।
যাক' পাইয়া ইন্দ্রে' সব জিনিলা' দৈতক'॥
(২) বয় তিরী' লোভি তোক' বুজিলোঁ' নিশ্চয়।
পয় তিরী ধর্ম্ম কিয় নষ্ট কর তই'॥
এতিক্ষণে যাইবোহোঁ' যশোদার ঘরে।
কহিবোহোঁ' সব কথা দেখাবোহোঁ' তোরে॥
এক দিনা নষ্টচন্দ্র উদয় হইল।
দেখোঁ' বুলি' ভয়ে কোনো বাহির নাহিল॥
হেন সময়ত' কাখে কলশীক্' লই।
যমুনাত' জল আনিবাক' যাওঁ' মই॥
রাধিকাক' চাই হরি বুলিল' বচন।
চিন্তা নাই অপযশ করিবোঁ' মোচন॥

২। কবি, কাল ও দেশ

২৪। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" পুথীর কবির নাম অ-ন-ন্ত। ইনি নিজকে 'বড়ু চণ্ডীদাস' নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ইনি বা-স-লী দেবীর ভক্ত ছিলেন। পুথী হইতে ইহার অধিক কিছু জানিতে পারা যায় না। (পুথীর কোথাও বা-শু-লী বানান নাই।)

অ-ন-ন্ত নাম অসাধারণ নহে। বা-স-লী (বা বা-শ-লী) ঠাকুরাণীও অসাধারণ নহেন। অনন্ত কবি বাসলী-চণ্ডীর উপাসক ছিলেন। আর কেহ ছিলেন না, তাহাও জানি না। আশ্চর্যের কথা, চণ্ডীর উপাসক হইয়া চণ্ডীর কীর্ত্তন না গাইয়া কৃষ্ণের কীর্ত্তন গাইলেন! ইহার রহস্য জানি না। শুধু চ-ণ্ডী-দা-স নহেন, ব-ড়ু চণ্ডীদাস। ব-ড়ু বিশেষণ হইতে বুঝি, কবির গ্রামে আর এক চণ্ডীদাস ছিলেন। ইনি ব-ড়ু ছিলেন না। সং ব-টু হইতে ব-ড়ু। ব-টু অর্থে ব্রহ্মচারী (তু° বটুকরণ—উপনয়ন)। "শূন্যপুরাণে" ব-ড়ু অর্থে ব্রহ্মচারী, অবিবাহিত ব্রাহ্মণ। ব-টু শব্দের আর এক অর্থ, মাণবক; অবজ্ঞায় বালক বা কিশোর। পুরীর মন্দিরে জনকয়েক ব-ড়ু আছে। তাহারা পূজার উপকরণ জোগাড় করে। ভুবনেশ্বরে ব-ড়ু নামে এক সম্প্রদায় আছে। ইহারাও ব্রাহ্মণ নয়। বোধ হয়, পূর্ব্বকালে অবিবাহিত কুমার পূজাহারী হইত। তাহাদের বংশধর এখন সেই বড়ু নামে চলিতেছে। চণ্ডীদাস এইরূপ ব-ড়ু উপাধিযুক্ত ছিলেন। নিশ্চয়ই সম্মান-সূচক উপাধি। নতুবা কবি নিজ নামে যুক্ত করিতেন না। (ব-র কিংবা ব-ড় হইতে ব-রু-আ কিংবা ব-ড়ু-আ শব্দ হইত, ব-ড়ু হইত না।)

২৫। কবি কথায় কথায় 'লক্ষ' গণিয়াছেন। ইহা ধনবানের লক্ষণ নহে। একটা দুঃসাহসের কথা লিখিতেছি, অনন্ত কবি অতিশয় গ্রাম্য ছিলেন। ভাষায় গ্রাম্য, অশিষ্ট;

ভাবে গ্রাম্য, অশিষ্ট। বহু কবি আদিরসপ্রধান গ্রন্থ রচিয়াছেন, কিন্তু সে রস শব্দের ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। অনন্ত কবির নিকট স্ব-শব্দ-বাচ্যতা দোষ বাধিত না। রাড়-চোয়াড়ি দেখিয়া বুঝি, কবি রাধাকৃষ্ণসংবাদ গ্রাম্য দুঃশীল কিশোর-কিশোরীর অনুরাগের তুল্য মনে করিয়াছেন। কথায় কথায় কৃষ্ণ যে ত্রিদশ-ঈশ্বর, তাহা আছে বটে, কিন্তু ভক্তির চিহ্ন নাই। কবি সংস্কৃত শ্লোক রচিয়াছেন, অগণ্য সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু নায়ক-নায়িকার যে সব আকার-ইঙ্গিত সংস্কৃত কাব্যে বর্জনীয় বিবেচিত হয়, সে সবের প্রাচুর্য্য করিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যের রীতি নাই মানুন, ভব্যতার রীতি উত্তম কবির স্বাভাবিক লক্ষণ।

কবি লিখিয়াছেন, শ্রীরাম, বুদ্ধ, ও কল্কীর পর কৃষ্ণ অবতার। সংস্কারকের মতে "চণ্ডীদাসের উক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া এক ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।" কিন্তু যত দিন এই নূতন কথা পুরাণে না পাই, তত দিন কবির উক্তি পোত-হীন বা সংশয়াত্মক বলিতে হইবে। জয়দেবে ধৃত-দশ-বিধ-রূপের কল্কী রূপও গত হইয়াছে। অনন্ত কবি হয় ত অসাবধানে জয়দেব অনুকরিতে গিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি জয়দেব কবির 'বদসি যদি'-র বাঙ্গালা আবৃত্তি করিয়াছেন। আরও দুইটা পদের বাঙ্গালা করিয়া লইয়াছেন। কোনো বড় কবি অন্য কবির পদ এমন চুরি করেন কি? চুরি বলিতেছি; কারণ, গানের ভণিতায় জয়দেবের নাম নাই, আছে "বাসলী চরণ শিরে বন্দিআ, গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥" অনন্ত কবি নারদমুনিকে উপহাস করিয়াছেন, "বামন শরীর মাকড় বেশ", "রাঅ কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ", "দেখিআঁ কংসেত উপজিল হাস॥" কবির নিকট যোগীর যোগও উপহাসের বিষয় হইয়াছিল। রাধা বিরহে কাতরা। পূর্বপ্রত্যাখ্যান-রূপ অপরাধ (?) স্মরণ করিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, তিনি দিবানিশি যোগ ধ্যান করেন, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়াছেন, ইত্যাদির সহিত যোগের দুই একটা জানা বুলি শুনাইয়া দিলেন।

২৬। কি জানি কেন, অনন্ত কবিকে নান্নুরের চণ্ডীদাস মনে করিতে ক্লেশ হইতেছে। উভয়ের মধ্যে এত বিরোধ চোখে পড়িতেছে যে, অনন্ত-কে একজন বড় গাঁইয়ে, এবং নান্নুরের চণ্ডীদাসকে একজন স্রষ্টা-কবি মনে হইতেছে। কবি না হইলে কাব্যসমালোচনা নাকি বিড়ম্বনা। এই হেতু সংস্কারক সমালোচনা করেন নাই। আমিও কবি নই; কিন্তু তাঁহাকেই কবি বলি, যিনি আমার মতন নিঃস্পৃহ অকবি পাঠককেও কবিত্বরসাস্বাদনে প্রেরিত করেন। সত্য কথা বলিতে কি, "বাসলীগণ বড়ু চণ্ডীদাস", এই ভণিতায় ফাঁপরে ফেলিয়াছে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ছন্দের মাধুর্যে চমৎকৃত হইয়াছি, মুগ্ধ হইয়াছি; কিন্তু এমন রস, এমন ভাব অল্প পাইয়াছি, যাহা মরমে পশিয়া থাকে। ইহাতে প্রায় চারি শত পদ বা গীত আছে। সকল পদই যে তুচ্ছ নগণ্য, এ কথা কেহ বলিবে না। কিন্তু গণিতে বসিলে কয়টা পদে উত্তম কাব্যের লক্ষণ পাওয়া যাইবে? অর্ধেকে?

২৭। আমার পুথী বাড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু আর একটু না বাড়াইলে চণ্ডীদাস-নাম-লুপ্ত কৃতাশেষ-শ্রম সংস্কারক-মহাশয়ের প্রতি অবিচার করা হয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" অল্প-স্বল্প দেখি।

গোকুলে কৃষ্ণ জন্ম লইলেন, বাড়িলেন। বৃন্দাবনে গিয়া নিত্য নিত্য গোবৎস রাখিতে লাগিলেন। এ দিকে রাধাও তাঁহার বড় আয়ী ও সখিজন সঙ্গে মথুরায় দধি-দুধ বিকিতে বৃন্দাবনের পথ দিয়া নিত্য যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এক দিন রাধা এক পথে, বড়ায়ী অন্য পথে গিয়া পড়িলেন। বড়ায়ী রাধার অন্বেষণ করিতে করিতে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত। বড়ায়ীর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনিয়া কৃষ্ণ পরাণ ধরিতে পারিলেন না। বলিলেন, "রাধিকা মানাআঁ দেহ মোরে ॥" এইরূপ দুই এক কথায় নায়কের পূর্বরাগ সমাপ্ত। (জানি না, কবিকুল নায়কের না নায়িকার পূর্বরাগ প্রথমে বর্ণনা করেন।) কৃষ্ণ, ফুল ও পান বড়ায়ীর হাতে রাধার নিকট পাঠাইলেন। দূতী কৃষ্ণের "পাঁচ অবস্থা"ও জানাইলেন। কিন্তু রাধিকার অনুরাগ দূরে থাক, ফুল পান দূরে ফেলিয়া রোষে দূতীকে চড় মারিলেন। শুনিয়া কৃষ্ণের অপমানবোধ যেমন, ক্রোধও তেমন হইল। তিনি রাধাকে দুঃখ দিতে উপায় চিন্তিলেন। দূতীকে বলিলেন, যমুনার ঘাটে রাধাকে রাখিয়া, "লুঠিআঁ সব পসার খাইবোঁ দধি তাহার, কাড়ি লৈবোঁ সাতেশরী হার ॥ বাটেত সুজিয়া দান, করি তার অপমান, তোর মোর সাধিব মান ॥" ভবিষ্যতে আর কি করিবেন, তাহাও দূতীকে বলিয়া দিলেন। "পাছেত মদন বাণে হাণিআঁ তাক পরাণে, রহিবোঁ ধরি মুনিবেশ ॥" এটা কিন্তু গানের শেষ পালা।

২৮। জানি না, কৃষ্ণ কেমন নায়ক। চারি জাতি নায়কের কোন্ জাতি? ধূর্ত নয়, শঠ নয়; পঞ্চম জাতি, দাম্ভিক অহঙ্কারী। ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া প্রণয়কামনা "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" নূতন। কৃষ্ণ নিজের বড়াই, তিনি যে দেব চক্রপাণি, দেব বনমালী, ত্রিদশের পতি, ইত্যাদি তাঁহার যত কিছু গরিমা হাটে বাটে আবৃত্তি করিতে ছাড়েন নাই। যত পদে এইরূপ বড়াই আছে, তাহার একটাও সঙ্গত নয়। রাধাকে ভুলাইতে এক দিন কৃষ্ণ রাধার দধির ভার বহিলেন, রৌদ্রে কাতরা রাধার মাথায় ছাতা ধরিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার যে অপমান হইল, কৃষ্ণ তাহা ভুলিতে পারিলেন না, এমন কি, স্বর্গের দেবতারাও ক্ষুব্ধ হইলেন। নারীর ভার-বহন, নারীর মাথায় ছত্র-ধারণ! যমুনার তীরে বস্ত্রহরণের পালায় কৃষ্ণ রাধার পাটল* বসনখানি দিলেন, কিন্তু "সাতেশরী" হারটি চুরি করিলেন। রাধা যশোদার নিকট কৃষ্ণের রীত-নীত সব খুলিয়া বলিয়া দিলেন। মা পুত্রকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন। পুত্র মায়ের কাছেও মিথ্যা কথা কহিতে ডরাইলেন না। কিন্তু অপমান পাইলেন। এমন উপায় করিলেন, যাহাতে রাধা তাঁহার পায়ে পড়ে। অপমানের প্রতিশোধ লইতে তিনি রাধাকে না কাঁদাইয়া ছাড়িবেন না। তিনি পুনঃ-পুনঃ স্মরণ করিতে লাগিলেন, রাধা পান ফেলিয়া দূতীকে চড় মারিয়াছিলেন, তাঁহাকে নানাবিধ গালি দিয়াছিলেন, তিনি রাধার দধিভার বহিয়াছিলেন, তাঁহার কারণে কালীদহে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, ইত্যাদি। তিনি মদনের পাঁচ বাণে রাধা বধ করিলেন।

* যে কবি অতসী-কুসুম-শ্যাম কৃষ্ণের পীতাম্বর, এবং চম্পক-গৌরী রাধার নীলাম্বর বর্ণিয়াছেন, তাঁহার বর্ণজ্ঞান ধন্য। কিন্তু অনন্ত কবি রাধার পাটল বসনে সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন! 'সুরঙ্গ পা-টো-ল' অর্থে পাটের লাল শাড়ী বুঝি।

ভাণ নহে, রাধা সত্য সত্য মূর্চ্ছিতা হইলেন; বড়ায়ীর শোক, কৃষ্ণের শোক হইল। পরে স্ত্রীবধ-পাপভয়ে অবশ্য রাধাকে জীয়াইয়া দিলেন। ইহার পর, এক দিন কৃষ্ণ বাঁশীটি শিঅরে দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, রাধা বাঁশী চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। এই কৌতুক বুঝিতে পারি, রাধার পক্ষে বাঁশীটি বড় সুখের ছিল না। কিন্তু বাঁশী হারাইয়া কৃষ্ণের যে "হাকন্দ ক্রন্দন" তাহা বুঝিতে পারি না। "মেঘ যেহ্ন আষাঢ় শ্রাবণে। ঝরে তার পানি নয়নে গো॥" ইহার পর অকস্মাৎ রাধার বিরহ ও খেদ। কৃষ্ণের তেমনই নির্দ্দয় উক্তি,

তোহ্মা ত লাগিআঁ রাধা বড় পাইলোঁ দুখ।
হেন মন কৈলোঁ না দেখিবোঁ তোর মুখ॥

এমন কি,

ছিনারী পামরী নাগরী রাধা।

কিন্তু রাধিকার নারীধর্ম্ম কিছুই ছিল না, অক্লেশে গালি সহিয়া গেলেন। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" মানের পালা নাই; আছে কৃষ্ণের প্রবল সাহস, অনুচিত আত্মশ্লাঘা। আমার বোধ হইয়াছে, অনন্ত কিংবা আর কেহ নায়ুরের চণ্ডীদাসের এবং অপর কবি ও গায়কের পদ একত্র করিয়া, কিংবা সে চণ্ডীদাসের পদের সহিত মিশাইয়া, নিজে পদ গাঁথিয়া চণ্ডীদাসের নামে বিকাইতে গিয়াছিলেন। অর্থাৎ "কৃষ্ণকীর্ত্তন", চণ্ডীদাসের ভাঙ্গা পালা। ইহাতে চণ্ডীদাসের ভাষা ও ভাব আছে, কি নাই; আছে মাত্র ভণিতা, যাহাতে তাঁহার অনুকারক ও অপহারক ধন্য হইয়া গিয়াছেন। চারি শত পদের কোন্‌গুলা চণ্ডীদাসের নয়, বোধ হয়, তাহা চিরকাল অজ্ঞাত থাকিবে। কারণ, অপহারক চেনা পড়িলেও অনুকারক পড়ে না। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র মধ্যে মধ্যে এমন পদ আছে, বিশেষতঃ "রাধাবিরহ" পালায়, যাহার কবিত্ব, জানা চণ্ডীদাসকেও যেন পরাজিত করিয়াছে। সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য, পুথীর আবিষ্কারক ধন্য, যিনি আমার মতন অকবিকেও কাব্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন। কবির চরিত নাই জানি, তাঁহার জন্মশক নাই বা জানিলাম, কিছুই আসে যায় না। এই স্থানে এ দেশের কোনো কবির চরিত কেহ লিখিয়া যায় নাই। যিনি কবি, তিনি নিজের কৃতিতেই নিজের চরিত লিখিয়া গিয়াছেন।

২৯। এক মাস হইল, ২৫ ভাগের ৩-এর পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রী সতীশচন্দ্র-রায় মহাশয় চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যেমন পাণ্ডিত্য, তেমন সূক্ষ্মদর্শিতা প্রকট হইয়াছে। ইহা নূতন বার্ত্তা নহে। তিনি একপুরুষকাল বৈষ্ণবপদাবলী-সমুদ্র মন্থন করিতেছেন, বাঙ্গালীকে সুধাও দান করিয়াছেন। তাঁহার বিচার যুক্তিহীন হয় না। কিন্তু একটা 'কিন্তু' আছে। সে কিন্তুটি এই। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন, "কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পুথিখানা লিপি-তত্ত্ব ও ভাষা-তত্ত্বের বিচারে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বলিয়া স্থির" হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, আমি "লিপি-তত্ত্বের বিচারে" নিঃসংশয় হইতে পারি নাই; আর একা সংস্কারক মহাশয়ের উক্তি ব্যতীত পুথীর ভাষাতত্ত্বও অজ্ঞাত। বলা বাহুল্য, পুথীর

দেশ কাল ও কবি যদি অসংশয়ে জানা থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে আধার করিয়া অন্যান্য পক্ষ স্থাপনা চলিতে পারিত। কিন্তু প্রত্নলিপির সূচ্যগ্রে বৃহৎ অট্টালিকা টল্-টল করিতেছে। আমার বোধ হয়, প্রথম পক্ষ স্বীকার করাতে সতীশ বাবুকে অ-আকারের, রাঢ়-বঙ্গের শব্দের ও বিভক্তির প্রাচীন সমতা কল্পনা করিতে হইয়াছে। প্রথম পক্ষ অস্বীকার করিলে, ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার এবং আমার বিচার-ফল এক দাঁড়ায়। ঐক্য দেখিয়া বুঝিতেছি, আমার তর্ক নিতান্ত অসার নহে।

৩০। কিন্তু গ্রন্থের ভাব সম্বন্ধে অনৈক্য হইয়াছে। তিনি গ্রন্থে ব্যঞ্জনার প্রাধান্য দেখিয়াছেন, আমি লক্ষণার দেখিতেছি। যদি বা ব্যঞ্জনা আছে, তাহা অভিধামূলা। সকল পদেই যে এই, তাহা বলি না। যে গ্রন্থে চারি শত পদ আছে, এবং যাহাতে নান্নুরের চণ্ডীদাসের পদ এবং জয়দেবের ভাঙ্গা পদও আছে, তাহা ব্যঞ্জনাহীন হইতে পারে না। কিন্তু যে যে পদে কৃষ্ণের অপমান স্মরণ, বড়াই, ও উপায়চিন্তা আছে, সে সে পদ সতীশবাবু তাঁহার "বৈষ্ণব-পদাবলী"তে স্থান দিতে চাহিবেন কি? তিনি কোন্ কবিকে পরের ভাব অনুবাদ করিয়া নিজের ভণিতা দিয়া চালাইতে দেখিয়াছেন? বলা বাহুল্য, কাব্যের বিচারকালে কবির নাম বিস্মৃত হইতে হইবে। তিনি লিখিয়াছেন, "দেখিলোঁ প্রথম নিশি" ইত্যাদি একটী পদ ছাড়া চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত শত শত পদের "ভাষা কিংবা ভাবের এরূপ কোন সাদৃশ্য দেখা যায় নাই, যাহাতে উভয় পদ এক জনের রচনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।" তাহা হইলে বুঝি, (১) হয় প্রচলিত পদ অন্য কবির, (২) নয় "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পদ অন্য কবির। এই দুই বিকল্পের মধ্যে কোন্‌টা প্রথমে গ্রাহ্য? প্রচলিত পদের অন্ততঃ কতকগুলি চৈতন্য-প্রভুর সময় হইতে অর্থাৎ চারি শত বৎসর চলিয়া আসিতেছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যদি "কৃষ্ণ-কীর্ত্তন" গুপ্ত ছিল, তবে হয় তাহা ছিল না, না হয় বঙ্গদেশে ছিল না। আমার বিশ্বাস, প্রকৃত কবি গুপ্ত থাকেন না। এখানে কাব্যকর কবি সম্বন্ধে যে কথা, অন্য কবি সুধী সম্বন্ধেও সে কথা। লোকে যেমন করিয়া হউক, কিঞ্চিৎ বর্জন, কিঞ্চিৎ সংশোধন, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে জীবিত রাখে। দেশে এমন কি একদেশীয় বিপ্লব ঘটিয়াছিল, যাহাতে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র পদগুলি বাছিয়া বাছিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল? গান থাক; "অনন্ত" নামটাও কেহ জানিত না? অসম্ভাব্যও কখন কখন সম্ভাবিত হয়। কিন্তু যখন হয়, তখন কারণটা স্থূলভাবে এক কথায় শেষ করিতে পারা যায় না।

৩১। এখন আর এক কথা। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" দেশান্তরী হইয়াছিল কি না। সতীশবাবু বলিয়াছেন, ইহার শব্দ, ক্রিয়া ও কারক-বিভক্তির সহিত আসাম, উত্তরবঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গের প্রচলিত অনেক শব্দ ও বিভক্তির সাদৃশ্য আছে। আমি পূর্ব্ববঙ্গে যাই নাই। কিন্তু আমি মনে করিয়াছি, পুথী দেশান্তরী হইয়াছিল; তিনি বলিতেছেন, উক্ত সাদৃশ্য দ্বারা কৃষ্ণকীর্ত্তনের "অসাধারণ প্রাচীনতা প্রমাণিত হইতেছে।" তাঁহার যুক্তি এই,—আসাম, এবং উত্তর পূর্ব পশ্চিম বঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রদেশের ভাষার আকর এক। কাজেই "আদিম যুগে" উক্ত সকল

প্রদেশের ভাষা এক ছিল। যুক্তি অ-ন্যায় নহে। তবে কি না, প্রবন্ধের আদ্যে আমি যাহা শাস্ত্রপ্রবৃত্তি বলিয়াছি, ইহা প্রায় তাই। শাস্ত্র-প্রবৃত্তির প্রয়োগ বিকীর্ণ। এক কথায়, উহা দ্বারা সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। ন্যায়ের ভাষায়, উহা কারণ হইতে কার্যানুমান। উপস্থিত তর্কে উহা দাঁড় করাইতেছে, যেহেতু আকর এক, সেহেতু সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বঙ্গের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-প্রান্তের ভাষা এক ছিল। এবং যেহেতু "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" ঐক্য ছিল, সেহেতু "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রাচীন। মনে করুন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বয়স ভুল ধরা হইয়াছে, তাহা হইলে তর্ক কোথায় দাঁড় করায়? এই কারণে বলি, একা প্রত্নলিপি-বেত্তার অনুমানে ভর না করিয়া পুথীর যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্মম প্রখর দৃষ্টির গোচর করুন।

৩২। এখন মূল প্রশ্নে আসি। সতীশবাবু লিখিয়াছেন, কৃষ্ণকীর্ত্তনে "এরূপ অনেক শব্দ পাওয়া যায়, যাহা সুদূর আসাম উত্তরবঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গের গ্রাম্য ভাষায় চলিত আছে।" ইহা হইতে অনুমান হয় কি যে, পুথীখানা সে সে প্রদেশ ঘুরিয়া আসিয়াছে? আমি বলি, না। কেবল-অন্বয় দ্বারা অনুমান দুরূহ, ও প্রায়ই অসিদ্ধ। তথাপি যদি অন্বয়-স্থল অধিক এবং ব্যতিরেক অল্প হয়, তাহা হইলে অনুমান সম্ভাব্য বিবেচিত হইতে পারে। নিশ্চয় আসে না, সম্ভাব্যতামাত্র আসে। সে স্থলে ব্যতিরেকগুলি বিচার করিতে হইবে। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" এমন কোন শব্দ ও বিভক্তি আছে কি, যাহা উত্তরবঙ্গে আছে, পশ্চিমবঙ্গে নাই? এখানেও নিশ্চয়ে আসিতে পারি না। কারণ, তর্ক উঠে, অধুনা পশ্চিমবঙ্গে নাই, পূর্বকালে ছিল। উপজীব্যের অভাবে এই তর্কের সমাধান হইতেছে না। কিন্তু সম্ভাব্যতা তিরোহিত হইল না। এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, পূর্বকালের ইতিহাস সম্ভাব্যতা ব্যতীত নিশ্চয়ের ইতিহাস নহে। একটা নয় দুইটা নয়, বহু পথ যে দিক নির্দেশ করে, সে দিকই গন্তব্য। সতীশবাবু বিভক্তি বিচার করেন নাই; কেবল 'সে করিব' এইরূপ একটা প্রয়োগ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা পশ্চিমবঙ্গে তিন শত বৎসর পূর্বে প্রচলিত ছিল। তাঁহার উদ্ধৃত শব্দের অধিকাংশ পশ্চিম-বঙ্গে আছে। তিনি যে অর্থ ধরিয়াছেন, সে অর্থ ঠিক, এবং সেই অর্থ পশ্চিমবঙ্গে চলিত আছে। কয়েকটা শব্দ পাইতেছি, পশ্চিমে চলিত নাই, পূর্বে আছে। যেমন, চি-ত-র, টে-ট-ন, কৈ-ল বা ক-লি। এই তিনের মধ্যে চি-ত-রে মাত্র একটী পদে আছে। চি-ৎ বা চি-ত রাঢ়ে ও ওড়িয্যায় আছে। চি-ত-এ স্থানে চি-ত-রে এই পদ আসিতে পারে। সুতরাং এই শব্দ তেমন ব্যতিরেক নহে। সং ধৃ-ষ্ট স্থানে টী-ট। রূপান্তরে বৈষ্ণবপদাবলীতে টী-ট আছে। কিন্তু টে-ট-ন নাই। আসামীতে, এবং সতীশবাবু বলেন, পূর্ববঙ্গের কথ্য ভাষায় আছে। টে-ট-ন দুইটি পদে আছে। আশ্চর্য্য, দুইটি পদের 'ধ্রু' দেখিলে বুঝা যায়, দুই-ই অশুদ্ধ। একটাও চণ্ডীদাসের যোগ্য মনে হয় না। দ্বিতীয় পদে (২১৬ পৃঃ) রাধিকার উপদেশ কাঁচা কবির কীর্ত্তি। দ্রষ্টব্য, ইহার না-ছি ক্রিয়াপদ আসামী আসামী ঠেকিতেছে। ক-লি, কৈ-লি, কো-ল, এই তিন একের তিন রূপ। ইহার একটাও ওড়িয়াতে নাই, রাঢ়ের ও আসামের ভাষার নাই। সতীশবাবুর লেখায় জানিতেছি, পূর্ববঙ্গে গ্রাম্যভাষায় আছে। যে

পদে (৮২ পৃঃ) ক-লি আছে, সে পদটি গ্রাম্য গালাগালি। কৃষ্ণ 'ত্রিদশ-ঈশ্বর' হইয়াও রাধা গোআলীকে গদা দেখাইতেছেন, 'পামরী ছেনারি' বলিতেছেন; আর রাধাও তেমনই, 'বাপে মাএঁ' গালি দিতে উদ্যত হইয়াছেন। আর এক পদে (৩৯৭ পৃঃ) ক-লি আছে। এ পদেরও কোনও গুণ নাই। যে পদে (৯১ পৃঃ) কৈ-লী, এবং যে পদে (১৯১ পৃঃ) কো-ল, সে দুই পদও তথৈবচ। আশ্চর্য্যের বিষয়, একটা শব্দের দুই বিভিন্ন রূপ হইয়াছে, ক-লি, কৈ-লি এবং কোল।* এইরূপ, একই শব্দের যে দুই দুই রূপ আছে, তাহাতে বুঝি, পুথীর দুই স্থান দর্শন।

যদি বলেন, লিপিকর-প্রমাদে দুই রূপ হইয়াছে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসি, যে লিপিকর লেখার পর পুথী মিলাইয়াছিল, ভুল কাটিয়া লিখিয়াছিল, সে লিপিকর শব্দের দুই রূপ, বিভক্তির দুই রূপ কেমন করিয়া রাখিল? ইহাতে বোধ হইতেছে, মূল পুথীতেই দুই দুই রূপ ছিল।

দুই রূপের দুই কারণ হইতে পারে। (১) একই দেশে কালান্তর, (২) একই কালে দেশান্তর। তৃতীয় কল্পনাও আসে, কালান্তর ও দেশান্তর দুই-ই। কালান্তর স্বীকারে 'খাঁটি চণ্ডীদাস' থাকে না, দেশান্তর স্বীকারে 'চণ্ডীদাসের খাঁটি ভাষা' থাকে না। আমার সন্দেহ, দুই-ই হইয়াছিল। যিনি পূর্ব্বপক্ষ করিয়াছেন, তাহাঁকেই দেখাইতে হইবে, ভাষায় ও ভাবে চণ্ডীদাস। আমি সংশয় জানাইয়া ক্ষান্ত। সংশয় দূর হইলে আমার যে আনন্দ হইবে, তাহা অসংশয়ীর কদাপি হইবে না। দুঃখের বিষয়, আমার পড়া-শুনা নাই, অবসর নাই; "কৃষ্ণকীর্ত্তন" লইয়া বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজনও নাই। ইতি

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

পুনশ্চ,

এই উত্তর লিখিবার পর আমি আমার "সংশয়" সতীশবাবুর গোচর করিয়াছিলাম। তিনি কয়েকটি সংশয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ হয়, এইখানে উল্লেখ করা ভাল।

সতীশ বাবুর বিবেচনায় আমি অতিরিক্ত সংশয়বাদী হইয়াছি। আমার বিবেচনায় আমরা দেশী নামে অতিরিক্ত বিশ্বাসশীল হইয়া পড়ি। আমরা ভুলিয়া যাই, যাহা সাধ্য, তাহাকে সাধন করিতে পারা যায় না, সংশয়িতকেও পারা যায় না। আমি এই কথা পুনঃ পুনঃ তুলিয়াছি। এখন সতীশ বাবুর কয়েকটা তর্ক দেখি।

(১) "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত" শব্দাধিক্য। তিনি বলেন, ""প্রাকৃত" ব্যাকরণের "প্রাকৃত" ও তজ্জাত অপভ্রংশ আমাদের দৃষ্ট অন্যান্য প্রাচীন পুথীতে যে পরিমাণে আছে, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দেখা যায়, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং এই সকল অন্যান্য প্রাচীন পুথি হইতে "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রাচীনতর, এইরূপ অনুমান কি জন্য অসঙ্গত?"

---

* সং সা-ক-ল্য হইতে 'নিশ্চিত', এই অর্থ আসে কি? বরং বাং 'কু-ল্লে দশ টাকা' প্রয়োগের কু-ল্লে বা কু-ল্যে সং সা-ক-ল্যে হইতে পারে। সং খ-লু শব্দের বিকারে খ-উ-লু, ক-উ-লু, কো-লু, এবং পরে কৈ-লু, ক-লি

উত্তর। 'পাখা সব [illegible] পোহাইল'—এই পদের একটা শব্দও সংস্কৃত-সম নহে। অথচ জানি [illegible]। [illegible] 'কৃষ্ণকীর্ত্তনে' অধুনা-প্রচলিত কয়েকটা শব্দের প্রাচীন রূপ আছে। [illegible] পরিবর্তে সুকৃতির অলঙ্কার হইত। আমি জানিতে চাই, কোন্ কোন্ রূপ কোন্ সময় প্রচলিত ছিল, কোন্ সময়ে ছিল না। মনে রাখিবেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তন" [illegible], সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। সে সময়ের বাঙ্গালা ভাষায় "প্রাকৃত" ও "তদ্ভব" শব্দ কি পরিমাণে প্রচলিত ছিল, তাহা ত জানি না। অন্য দিকে দেখুন, সতীশবাবু যে সকল পুস্তক হইতে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" প্রযুক্ত শব্দ তুলিয়াছেন, বোধ হয়, সে সবের একখানাও তিন শত বৎসরের সে দিকের নয়। অতএব যে যে শব্দ প্রাচীন ঠেকিতেছে, সে সবের প্রাচীনতার মর্যাদা এই; বিপত্তি ঘটাইয়াছে, নবীন বা আধুনিক রূপে। প্রত্নলিপিবিদের বিবেচনায় লিপির প্রাচীন রূপ দেখিয়া পুথীর বয়স গণিতে হইবে; আমার বিবেচনায় নবীন রূপ দেখিয়া গণিতে হইবে।

(২) অ আ বানান। আমি অ স্থানে আ পাইয়া পুথীর দেশভ্রমণ অনুমান করিয়াছি। সতীশবাবু বলেন, "দেশবিশেষের বর্ত্তমানের ব্যবহার দেখিয়া সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন ব্যবহার সম্বন্ধে অনুমান কি ঠিক? বীরভূম প্রভৃতি মিথিলার সন্নিহিত [?] দেশে ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব্বে অ-কারের মৈথিল উচ্চারণবৎ উচ্চারণ বর্ত্তমান থাকা সম্ভব, এবং প্রাচীন কালে পুথির বানান সম্বন্ধে কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম না থাকায় অনভিজ্ঞ লিপিকর কিংবা স্বয়ং চণ্ডীদাসও কোন স্থলে 'ধ্বনি'-অনুযায়ী ও কোন স্থলে 'সঙ্কেত'-অনুযায়ী 'অ' ও 'আ' লিখিয়াছেন,—এরূপও ত কল্পনা করা যাইতে পারে।"

উত্তর। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র প্রাপ্ত পুথী যে সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের, ইহা-ই সাধ্য। সাধ্যকে সাধন করিতে পারা যায় না। সাধ্যকে হেতুও করিতে পারা যায় না। আমি স্বীকার করি, প্রাচীনের ইতিহাস সম্ভাবনার ইতিহাস, একশেষের ইতিহাস নহে। পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বীরভূমে অ স্থানে আ উচ্চারণ ও লিখন অসম্ভব নয়। কিন্তু কোন্ দেশ প্রথমে দেখিব? যে দেশে আ-তি, আ-ধি-ক অদ্যাপি আছে, না যে দেশে নাই?

(৩) অনুজ্ঞায় আনিআ-র (আন), কহিআ-র (কহ) ইত্যাদি র-যুক্ত ক্রিয়াপদ রাজবংশী ভাষায় আছে। সতীশবাবু লিখিয়াছেন, "বস্তুতঃ পূর্ব্ববঙ্গের (ঢাকা অঞ্চলের) স্ত্রীজাতির গ্রাম্য কথ্যভাষায় এখনও কও-এর, যাও-এর, খাও-এর ইত্যাদি অনুজ্ঞার পদ সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়। বীরভূমেও যে প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না, কে বলিবে?

উত্তর। এখানেও সাধ্যকে সিদ্ধ বিবেচনা করা হইয়াছে। যিনি বলিবেন ছিল, তাঁহাকে প্রমাণ দিতে হইবে।

(৪) আমি বিভক্তি বিচার করিয়া লিখিয়াছি, "সেটা কি ভাষা, যেটার কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা নাই।" সতীশ বাবু লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালা হিন্দী মৈথিল—এই তিনটি ভাষায়ই একই ক্রিয়া ও কারকবিভক্তির একাধিক প্রয়োগ দেখা যায়।"

উত্তর। এক স্থানের এক বক্তার মুখে একই অর্থে ক্রিয়া ও কারকবিভক্তি একই। সতীশ বাবু এক নূতন কথা তুলিয়াছেন। হয় ত তাঁহার অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি নাই। তিনি পরে লিখিয়াছেন, "বিদ্যাপতির পদে বর্ত্তমানে ক র, ক-র ই, ক-র-ও, ক-ক্ক, ক-র-য়, ক-র-থি এইরূপ নানা রূপ দৃষ্ট হয়। সম্বন্ধে ক, ক র, এমন কি, র পর্য্যন্ত দেখা যায়। এ সকল কি দেশান্তর ভ্রমণের ফল?" আমি বলি অর্থ এক হইলে কেবল দেশান্তর নয়, কালান্তরের ফল। কারক ও ক্রিয়াতেই ভাষার সর্ব্বস্ব।

(৫) শব্দের ও বিভক্তির দুই দুই রূপ দেখিয়া আমি মনে করিয়াছি, দেশান্তর, কালান্তর, কিংবা দেশকালান্তরের ফল। (আরও একটি ছিল, সেটি কব্যন্তর। কবি দেশ-কালের অধীন বলিয়া এই কোটি অগ্রাহ্য করিয়াছি।) সতীশ বাবু লিখিয়াছেন, "বলবত্তর চতুর্থ কারণও আছে। সেটি এই যে একই কবির ভাষায় কালান্তরের একাধিক শব্দ ও বিভক্তির রূপের নিদর্শন-- ভূগর্ভে নানা যুগের প্রাণিসমূহের কঙ্কালবৎ বিদ্যমান থাকে।"

উত্তর। কথাটা সত্য, যদিও দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই। অতীত ধরিয়া বর্ত্তমান, অতীত হইতে বর্ত্তমান বিচ্ছিন্ন নহে। ইহা কেবল ভাষায় নয়, জগতের যাবতীয় কার্যে কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট আছে। জগৎ অনাদি, জগতের কর্মও অনাদি। ভাষা যেমন নদীর তরঙ্গ। নদীর চড়া, বাঁক, গভীরতা, বিস্তার, মৃৎস্তর প্রভৃতির ভেদে তরঙ্গের উত্থান-পতন, গতি-বেগ, বর্ণ প্রভৃতির ভেদ হয়। দেশ-কাল-পাত্রভেদে ভাষারও ভেদ হয়। কিন্তু এই তিনের ভেদ না হইলে ভাষার সর্ব্বস্ব যে কারক ও ক্রিয়া, তাহার ভেদ হয় না। বিদ্যাপতি, কি বৈষ্ণবপদাবলী, কি "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রভৃতি গ্রন্থে যদি ভেদ দেখি, তাহাতে অনুমান করি, ভাষা খাঁটি নাই। বাজারে নির্জ্জলা দুধ দুষ্প্রাপ্য, পুরাতন গানের নির্জ্জলা ভাষাও দুষ্প্রাপ্য। কোন্ গান কত গায়ন গাইয়াছেন, কে জানে আমি কোথাও বলি নাই, "কৃষ্ণকীর্ত্তন" দুই এক শত বৎসরের রচনা। অনন্ত কবি পাঁচ শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে থাকুন, কি পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্বে থাকুন, তাহা আমার বিচার্য ছিল না। প্রাপ্ত পুথীতে যে মিশাল চলিয়াছিল, ইহাই আমার সন্দেহ। তবে, মানব-মন নিরবচ্ছিন্ন সন্দেহে থাকিতে পারে না, কল্পনাদ্বারা সংশয়কে অসংশয়ে দাঁড় করায়। আমার মনে হয়, মূল পুথীর উৎপত্তি রাঢ়ে। পরে গায়নে পুথী উত্তরবঙ্গে (গৌড়ে?) লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কিছু কিছু রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইহাতে মিথিলার জনশ্রুতি; পুথীতে কাইথী অক্ষর, ফার্সী অক্ষর (?)। পরে বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্ম ও গীত প্রতিষ্ঠার পর রাজার পুথীশালায় প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু এই অনুমান-সূত্রে সব তথ্য গ্রথিত হইতে পারিল না। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" যদি চণ্ডীদাসের, চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলী কাহার? বসন্তবাবু দুই অভিন্ন মনে করিয়া অর্ধকুক্কুটী ন্যায় অনুমোদন করিয়াছেন। রামী রজকিনী ও সহজিয়া মত ও নান্নুরের চণ্ডীদাস সম্বন্ধে জনশ্রুতি, সব কি পোতহীন ভিত্তি? বাঁকুড়া-ছাতনার জনশ্রুতি আকাশে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া আছে? আমার বিশ্বাস, যাহা ইতিহাস নামে খ্যাত, তাহার সমস্ত সত্য নহে; এবং যাহা জনশ্রুতি নামে প্রচারিত, তাহারও সমস্ত অসত্য নহে।

পদাবলীর চণ্ডীদাস ও "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি বলিতে পারা যাইতেছে না। মনে করি, প্রাপ্ত পুথী অনন্তনামা গায়নের পুথী। তিনি নান্নুরের চণ্ডীদাসের ও অন্য কবির (যেমন জয়দেবের) পদ লইয়া নিজের ও শ্রোতার রুচি অনুসারে অনেক পদ নিজে রচিয়া গানের পালা বাঁধিয়াছিলেন। হয় ত অনন্তও বাশলীর উপাসক ছিলেন। হয় ত বাঁকুড়ায় ইঁহার নিবাস ছিল। যেমন এক কৃত্তিবাসের নামে বহু কবি তরিয়া যাইতেন, অনন্ত ও আরও অনেক কবি চণ্ডীদাসের ভণিতার মাহাত্ম্যে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ডে কৃত্তিবাসের নামের সহিত অন্য এক কবির নাম যোজিত আছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর "বঙ্গবাসী"র সংস্করণ দেখুন। তাহাতে অন্ততঃ দুই কবির পদ আছে। ছাপা হয় নাই, এমন পদও শুনিয়াছি। অত কথায় কাজ কি, সে দিনকার গোবিন্দ অধিকারীর ভাঙ্গা দলের পালা বর্দ্ধমানে শুনিয়াছি। প্রসিদ্ধ কবির বহু সম্প্রদায় ঘটে। ব্যাস হইতে কালিদাস, বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-কৃত্তিবাস-কবিকঙ্কণ হইতে রাম-প্রসাদ-গোবিন্দ-নীলকণ্ঠ-অধিকারী এক এক সম্প্রদায়। নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাস এইরূপ। এক হইতে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। "কৃষ্ণকীর্ত্তন" চণ্ডীদাসের এক সম্প্রদায়ের গান নহে, চণ্ডীদাস-সম্প্রদায়ের গান। অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাসের অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের পুরাণ নহে, ব্যাস-নামক সম্প্রদায়ের পুরাণ। বলা বাহুল্য, প্রবর্ত্তকের নামে সম্প্রদায়ের নাম হয়। অতএব "কৃষ্ণকীর্ত্তন" চণ্ডীদাসের বলিতে পারি। 'চণ্ডীদাসী' বলা আরও ভাল।

সতীশবাবু তাঁহার পত্রে আর দুই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। দেখি, 'চণ্ডীদাসীয়' কল্পনায় সে দুইএর সঙ্গতি হয় কি না। তিনি লিখিয়াছেন, (১) "নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রকাশিত বহু-টীকা-সম্বলিত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩শ অধ্যায়ের 'এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশা' ইত্যাদি ২৬শ সংখ্যক শ্লোকের শ্রীমৎসনাতন গোস্বামিকৃত বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকার শেষে তিনি লিখিয়াছেন, "কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি প্রসিদ্ধাঃ তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিতদানখণ্ডনৌকাখণ্ডাদিপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ'। সুতরাং চৈতন্যপ্রভুর সময়ে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র অনুরূপ দানখণ্ডাদি পদাবলী প্রচলিত ছিল।" বলা বাহুল্য, এই তথ্যের সহিত আমার কল্পনার বিরোধ নাই। কিন্তু প্রাপ্ত পুথীতে যে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড আছে, তাহাই যে চৈতন্যপ্রভুর সময়ে প্রচলিত ছিল, এ কথা বলিবার হেতু নাই। (২) "চৈতন্যপ্রভুর সমসাময়িক সনাতন গোস্বামীর বৃহৎ বৈষ্ণব-তোষণী টীকায় ও রূপ-গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে চন্দ্রাবলী অন্যতম যূথেশ্বরী ও প্রধান প্রতিনায়িকা। কৃষ্ণকীর্ত্তনে চন্দ্রাবলী শ্রীরাধার নামান্তর। অতএব চণ্ডীদাস এই প্রতিনায়িকা চন্দ্রাবলীর অস্তিত্ব জানিতেন না। ইহা দ্বারাও চণ্ডীদাসের এই পদগুলির (কৃষ্ণকীর্ত্তনের) রূপ ও সনাতন গোস্বামী হইতে প্রাচীনতা প্রমাণিত হয় না কি?" আমি বলি, হয় না। বরং আমার কল্পনা সমর্থিত হইতেছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি অনন্ত, চন্দ্রাবলীর নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরাধা হইতে চন্দ্রাবলীর বিশেষ জানিতেন না। যে কবি কৃষ্ণ ও কল্কী অবতারের ক্রম জানিতেন না, সে কবির গানে, বোধ হয়, আরও ভুল পাওয়া যাইবে। ব্যাসীয় পুরাণে অনৈক্য আছে, চণ্ডীদাসীয় গানেও আছে। চণ্ডীদাসীয় পদাবলীর চন্দ্রাবলী উৎকৃষ্ট কবির সৃষ্টি। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি তাঁহার ধার দিয়াও যান না। তিনি মানের পালা জানিতেন না। অথচ বৃন্দাবন খণ্ডে এক ব্যর্থ ভাণ করিয়াছেন। ইতি—

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

এ দেশে ভূভ্রমবাদ*

গত বৎসরের পরিষৎপত্রিকার ৩এর সংখ্যায় আর্যভটের তন্ত্রের সহিত তাঁহার ভূভ্রমবাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল। যে মাসে এই সংখ্যা পাইবার কথা, সে মাসে আমি অসুস্থ ছিলাম। ইতিপূর্বে দেখি নাই, দৈবাৎ সে দিন দেখিলাম। এক সময়ে আশা করিয়াছিলাম, "আমাদের জ্যোতিষে"র দ্বিতীয় ভাগে ভূভ্রমবাদ যথাসাধ্য বর্ণনা করিব। কিন্তু দেখিতেছি, সে আশা পূর্ণ হইবার নহে। নাই হউক, আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবাদিগের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে।

সকলেই জানেন, ভূভ্রম বা পৃথিবীর ভ্রমণ আধুনিক মতে দ্বিবিধ। (১) স্বীয় দেহের আবর্ত্তন, (২) সূর্যকে প্রদক্ষিণ। (প্রদক্ষিণ—পূর্ব হইতে দক্ষিণ দিয়া পশ্চিমে গমন। ইহার ফলে সূর্যকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে সরিতে দেখি।) আমরা সবাই শুনিয়াছি, আর্যভট পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে ভ্রমণ স্বীকার ও প্রচার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গতি সম্বন্ধে আর্যভটের কি মত ছিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।

আমার বিশ্বাস, আর্যভট প্রথম গতির প্রচারক হইলেও স্থাপয়িতা ছিলেন না। প্রাচীন কালে এ দেশে বহু জ্যোতিষী সে গতি স্বীকার করিতেন। আভাষে বুঝা যায়, দ্বিতীয় গতিও স্বীকার করিতেন। কয়েকটি প্রমাণ সংক্ষেপে জানাইতেছি। বক্তব্যের সুবিধার নিমিত্ত দুই গতি পৃথক আলোচনা করি।

(১) পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে আবর্ত্তন

এ বিষয়ে আর্যভটের উক্তি, বিশেষতঃ উক্ত মতের খণ্ডন প্রয়াস, যথেষ্ট প্রমাণ। আর্যভটের পর বরাহ, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীপতি, যিনি পারিয়াছেন, তিনিই এক কলমে মতটা খণ্ডন করিতে বসিয়াছিলেন। পরে মতটা একবারে চাপা পড়িয়া যায়। ইহার কারণ কি, জানি না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্যের কথা এই যে, আর্যভটের টীকাকার পরমাদীশ্বর পৃথিবীর অক্ষাবর্ত্তন "মিথ্যা জ্ঞান" বলিয়া আচার্যের বিপরীত মত প্রকাশ করিতে পারিয়াছিলেন!

একটা কথা কিন্তু চিন্তা করিবার আছে। আর্যভট যখন তাঁহার তন্ত্র লেখেন, তখন তিনি মাত্র তেইশ বৎসরের যুবা। অথচ, পৃথিবী অহোরাত্র লাটিমের মতন ঘুরিতেছে, এত বড় প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথা নিজের কল্পনাবশে লিখিয়া ফেলিলেন! কেহ তাঁহাকে নির্যাতন করিল না, কারায় ফেলিল না, যুক্তি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া পোড়াইয়া মারিল না? আরও আশ্চর্য, তন্ত্রশেষে তাঁহার স্পর্দ্ধা। তিনি নির্ভয়ে লিখিলেন, যে আর্যভটীয়ের প্রতিকঞ্চুক বা শত্রু হইবে, তাহার পুণ্য ও আয়ুর বিনাশ হইবে, সে অধঃপাতে যাইবে! এই দর্পের কারণ নিশ্চয় ছিল। আভাসে বুঝি, দুই কারণ ছিল। (১) তিনি নূতন কিছু বলেন নাই, আদিকালে স্বয়ং ব্রহ্মা

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

যে জ্যোতিঃশাস্ত্র বেদ হইতে উদ্ধার করিয়া লোকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি সেই সং-জ্ঞান সম্যক উদ্ধার করিয়াছিলেন মাত্র। অর্থাৎ দেশে এক ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ছিল, যাহা অবলম্বন করিয়া তিনি আর্যভটীয় তন্ত্র লিখিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এক জ্যোতিষতন্ত্র আধার না পাইলে কেহ কোনও কিছু নূতন করিতে পারেন না। ব্রহ্মগুপ্তও এক ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ধরিয়া লিখিয়াছিলেন, অথচ "তন্ত্রপরীক্ষাধ্যায়ে" আর্যভটের ভুল দেখাইয়া তাঁহাকে স্মৃতিবিরোধী ও অজ্ঞ প্রতিপাদন করিতে ছাড়েন নাই। কেহ মিথ্যাকথা লিখিয়া গিয়াছেন, বলিতে পারি না। আর্যভটের কথা মিথ্যা হইলে ব্রহ্মগুপ্ত যুক্তিতে না গিয়া আরম্ভেই আর্যভটীয় অগ্রাহ্য করিতেন, বোধ করি, গালি দিতেও ছাড়িতেন না। পৃথিবী স্থির, আর রব্যাদি-গ্রহসম্বলিত ভপঞ্জর গতিশীল, প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রত্যক্ষ থাকিতে কল্পনা (theory) নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ কল্পনা মানিলে অন্য প্রত্যক্ষের অপলাপ হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত একখানি ছিল না। এত কাল পরেও আমরা দুই তিনখানির সন্ধান পাইয়াছি। "ব্রহ্মার কৃত,"—ইহার তাৎপর্য চিন্তনীয়। সেটা এমন, যাহা আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, যাহার আরম্ভ কেহ জানে না বা জানিতে পারে না। (২) আর্যভট লিখিয়াছেন, যে জ্ঞান কুসুমপুরে—পাটলীপুত্র নগরে—অভ্যর্চিত, পূজিত, সে জ্ঞান বলিতেছেন। ইহা হইতে বুঝি, সে কালে পাটনায় জ্যোতিষতন্ত্রের বিশেষ চর্চা ছিল, এবং গণকের এক সম্প্রদায় (school) ছিল। আর্যভট সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বোধ হয়, এই সম্প্রদায় পৃথিবীর আবর্ত্তন-গতি স্বীকার করিতেন। আর্যভট স্বীয় গ্রন্থ সূত্রাকারে লিখিয়া গিয়াছেন; তথাপি সাধারণ প্রত্যক্ষের বিরোধী মত একটা নৌকার দৃষ্টান্তে প্রচার করিতে বসিলেন! ইহা অসম্ভব বোধ হয়। জানা কথার স্মরণমাত্র যথেষ্ট, অজানা কথা বলিতে বুঝাইতে শ্লোক বাড়াইতে হয়।

বিরোধী সম্প্রদায় "ভূ স্থিরা" ভাবিলেন বটে, কিন্তু কালের ধর্ম্ম এড়াইতে পারিলেন না। তাঁহারা এমন একটা সংজ্ঞা ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যাহা চিরদিন "ভূ অস্থিরা" বলিতে থাকিবে। এই সংজ্ঞা 'কু-দিন', অপর নাম ভূদিবস'। 'কু', 'ভূ' একই অর্থ; কু-দিন পৃথিবীর দিন। জ্যোতিষে নানাবিধ দিন, মাস, বৎসর গণিত হয়। কিন্তু সকলের মূলে এক তত্ত্ব আছে। এক কথায় তাহার পরিবর্ত্তে 'গতিজন্য' ধরিলে চলে। যেমন, চান্দ্র-দিন—চন্দ্রের গতিজন্য যে দিন; সৌর দিন—সূর্য্যের গমন হেতু যে দিন (রাশিচক্রের ১ অংশ অতিক্রম কাল); নাক্ষত্র দিন—নক্ষত্রের গতিজন্য যে দিন; সাবন দিন—সূর্যের উদয়হেতু যে সবন আরম্ভ হইত, তাহা হইতে। এই রূপ, কু-দিন বা ভূ-দিবস—পৃথিবীর গতিজন্য যে দিন, অর্থাৎ স্বীয় অক্ষে পৃথিবীর একবার আবর্ত্তনের কাল। কবে এই সংজ্ঞার উৎপত্তি, কে জানে; কারণ, আর্যভটের আবির্ভাবের পূর্ব্বের গ্রন্থ নামমাত্র আছে। আর্যভট যে নূতন রচনা করিয়াছিলেন, এমনও বোধ হয় না। তিনি করিয়া থাকিলে তাঁহার বিরোধী সম্প্রদায় সংজ্ঞাটি পরিত্যাগ করিতেন। প্রকারান্তরে তাহাই করিয়াছেন। 'কু-দিন' আর কেবল পৃথিবীর দিন থাকিল না। ব্রহ্মগুপ্ত লিখিলেন, সাবন দিন যা, কুদিনও তা (সাবনদিবসাঃ কুদিবসাস্তে)। কিন্তু ভাবিলেন না, যদি একই,

তবে এক পূর্বের সাবন দিন নাম থাকিলেই ত চলিত, একটা নূতন নাম কেন ? আমার বোধ হয়, কুদিন সংজ্ঞা এত প্রচলিত ছিল যে, তাহা পরিত্যাগের পথ পাইলেন না। অর্থান্তর করিয়া চালাইয়া দিলেন। ভাস্করাচার্য ব্রহ্মগুপ্তের অনুগামী। তিনিও লিখিলেন, সূর্যসাবন দিন যা, 'মেদিনীদিনও' তা। অন্যান্য গ্রহেরও কুদিন কল্পিত হইল। এখন কুদিন বলিতে কেবল পৃথিবীর সাবন দিন বুঝায়। যেটা প্রকৃত কুদিন ছিল, সেটা 'নাক্ষত্র দিন' নামে উক্ত হইয়া থাকে।

একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, ব্রহ্মগুপ্ত আর্যভটের যত দোষই দেখুন, আর্যভটে যে জ্ঞান প্রকটিত আছে, তাহা একজনের দ্বারা ত নহেই, বহু জ্যোতিষীর বহু শতাব্দীর পরিশ্রম ও চিন্তা দ্বারা অর্জিত হইয়াছিল। এই হেতু মনে করি, 'কুদিন' পরিভাষা আর্যভটের কল্পিত নহে। অর্থাৎ এমন এক কাল গিয়াছে, যখন এক সম্প্রদায় পৃথিবী অস্থিরা স্বীকার করিতেন। আর্যভটেই (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দে) সে কালের অবসান হইয়াছিল। শ্রীপতির (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দে) পর আর কাহাকেও ভূভ্রমবাদ খণ্ডন করিতেও দেখি না।

আর একটা বড় কথা আছে, যাহাতে আর্যভটের মত বুঝিতে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। তিনি রবি-শশী প্রভৃতির যেমন ভগণ-ভ্রমণ গণিয়াছেন, তেমন পৃথিবীরও গণিয়াছেন। নাম দিয়াছেন, কু-ভগণ, অর্থাৎ পৃথিবীর ভ্রমণ-পূরণ। তাঁহার মতে এক সৌর বর্ষে পৃথিবী ৩৬৬·২৫৮৬৮ বার ঘোরে। অর্থাৎ এক বর্ষে এত নাক্ষত্র দিন। এখানে একটা লক্ষ্য আছে। কুভগণ অর্থে সূর্যের চারি দিকে নক্ষত্র-চক্রে নহে, স্বীয় অক্ষে ভ্রমণ।

(২) পৃথিবীর প্রদক্ষিণ গতি

প্রাচীনেরা এই গতি স্বীকার করিতেন কি না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাই নাই। তবে, একটা বিষয় চিন্তার যোগ্য আছে। গ্রহগণের ভূ-কেন্দ্রক গতি, আর রবি-কেন্দ্রক গতি, এই দুই মতের কোন্‌টার কল্পনা লাঘব হয় ? দুই মতেই, চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিলে গণিতে যে-ফল, পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিলে সেই ফল। অন্য পঞ্চতারাগ্রহ লইয়া দুই মতে প্রভেদ। ভূ-কেন্দ্রক গতি মতে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি, পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করিতেছে। ইহাও প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই মতে বুধ শুক্রের ভ্রমণ ভাল বুঝিতে পারা যায় না। এই দুই সূর্য হইতে বহু দূরে, সূর্য রাশির সপ্তম রাশিতে কখনও যায় না। রবিকেন্দ্রক গতি মতে গ্রহগতি বুঝিতে গেলে কল্পনার লাঘব হয় না, গৌরব হয়। পঞ্চতারাগ্রহ ও পৃথিবীকে ভীষণ বেগে সূর্যের চারি দিকে ঘোরাইতে হয়। অথচ পৃথিবী হইতে উহাদিগের গতি লক্ষ্য করিতে হয়। কেবল প্রত্যক্ষের বিরোধী নহে, কল্পনারও গৌরব স্বীকার করিতে হইতেছে। আমার বোধ হয়, এই কারণে প্রাচীনেরা প্রত্যক্ষ লইয়া তুষ্ট ছিলেন, পৃথিবীর রবিকেন্দ্রক গতি কল্পনা করেন নাই। এক পরীক্ষা ছিল। সেটা, দৃক্‌ের সহিত গণিতের ঐক্যসাধন। যদি ঐক্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, নূতন

কল্পনার প্রয়োজন থাকে না। নূতন, যেটা প্রত্যক্ষের বিরোধী। তথাপি, গণিতের লাঘবও চিন্তার বিষয়। পৃথিবী স্থির, ইহা প্রত্যক্ষ হইতেছে। গ্রহগুলি অস্থির। অস্থিরকে রবিকেন্দ্রক করিলে যদি গণিতলাঘব হয়, তাহা হইলে সে কল্পনায় বাধা নাই। এইরূপ যুক্তি দ্বারা ইয়ুরোপে টাইকো এবং এ দেশে সে-দিনকার চন্দ্রশেখর পঞ্চতারা-গ্রহের রবিকেন্দ্রক গতি স্বীকার করিয়া, রবিকে পৃথিবীর চারি দিকে ঘোরাইয়াছেন (সিদ্ধান্তদর্পণ, ৫ম প্রকাশে)। চন্দ্রশেখরকে এই নূতন কল্পনার হেতু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, এই সকল গ্রহের গতি সূর্য-সম্বন্ধে লক্ষ্য করিলে রবিকে মাঝে বসাইতে হয়, পৃথিবীকে নহে। কথাটা তাঁহার নিকট এত সোজা হইয়া গিয়াছিল যে, তিনি যে নূতন কিছু বলিতেছেন, তাহা বোধ হয় নাই। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, প্রাচীন জ্যোতিষীদিগের মতও নিশ্চয় এইরূপ ছিল। দুঃখের বিষয়, তখন তাঁহাকে এই উক্তির প্রমাণ দেখাইতে বলি নাই। বুধ ও শুক্র তাঁহাদিগকে যে বিশেষ চিন্তিত করিয়াছিল, তাহা অল্পেই বুঝিতে পারি।

চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কাশীর বাপূদেব শাস্ত্রী 'প্রাচীন-জ্যোতিষাচার্যাশয়বর্ণনম্' নামে একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন, "ভৌমাদি পঞ্চগ্রহের রবিকেন্দ্রক ভ্রমণ মূল-গ্রন্থকারদিগের অভিমত ছিল। নতুবা তাঁহাদিগের মতে পাতভগণপাঠ অনুচিত হইয়া পড়ে।" কিন্তু যদি পূর্বাচার্যগণের ইহাই অভিপ্রেত ছিল, তাহা হইলে তাঁহারা পৃথিবীর চারি দিকে গ্রহভ্রমণ প্রদর্শন করিলেন কেন? ইহার উত্তরে শাস্ত্রীজী লিখিয়াছিলেন, লোকের বিশ্বাস এবং অনায়াসে গোলস্থিতি বুঝাইবার নিমিত্ত সূর্যের ধর্ম্মগুলি ধরণীতে আরোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার যুক্তি অল্প কথায় সুবোধ্য হইবে না। যাঁহারা গ্রহ-গণিত বুঝিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত পুস্তিকা পাঠ করিতে পারেন। (প্রাপ্তিস্থান, মেডিকাল হল প্রেস, বেনারস)।

আমরা প্রাচীন কালের বহু গ্রন্থ পাই নাই। এ কারণ বহু স্থলে আমাদিগকে সত্যমিথ্যা কল্পনা করিতে হইতেছে। টীকাও পাই নাই। আর্যভটের মাত্র দুইখানি টীকা মুদ্রিত হইয়াছে, আরও কত টীকা ছিল, কে জানে। কারণ, তাঁহার খ্যাতিপ্রতিপত্তি অল্প ছিল না। অপর কথা কি, ব্রহ্মগুপ্তকে একটা অধ্যায় লিখিতে হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর হইল, মালাবার প্রদেশে লিখিত এক টীকার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। টীকাকারের নাম কেরলনীলকণ্ঠ-সোমযাজী। টীকা-প্রণয়ন-কাল প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণের পিল্লে মহাশয় মালয়লম ভাষায় আর্যভট সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার পুত্র রামলিঙ্গম পিল্লে, বি এ, তাহা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন, এবং নটেশন কোম্পানীর "ইণ্ডিয়ান রিভিউ" মাসিক পত্রে প্রথমে প্রকাশ করিয়া, পরে পুস্তিকাকারে ছাপাইয়াছেন। এই বক্তৃতায় আর্যভট সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইংরেজীর অনুবাদ হইতে দুইটির উল্লেখ করিতেছি। আর্যভটের 'শীঘ্রোচ্চেনাপি বুধ-শুক্রৌ' (গোলপাদ), ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন, 'পৃথিবী হইতে দেখিলে বুধশুক্রকে এক একটি ছোট বৃত্ত করিতে দেখায়, দ্বাদশ রাশি

ভ্রমণ করিতে দেখায় না। বাস্তবিক এই দুই গ্রহ রবিকে কেন্দ্র করিয়া ভ্রমণ করে।' পৃথিবীর প্রদক্ষিণ সম্বন্ধে নীলকণ্ঠ আর্যভটের 'ক্ষিতিচ্ছায়া ভ্রমতি' (গোলপাদ), ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, 'ভ-পঞ্জরমধ্যে ক্ষিতি অপক্রম-মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে ; ক্ষিতির গতি হেতু ছায়ার গতি।' এইরূপ, অন্য দুই এক স্থান হইতে টীকাকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, 'পৃথিবী অপক্রমমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে।' টীকাকারের উক্তিগুলা স্পষ্ট। ইয়ুরোপ হইতে শেখাও নহে। কারণ, কোপরনিকসের কল্পনা খ্রীষ্টের ১৬শ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল, পূর্ব্বে নহে। বঙ্গদেশে কেহ মনে করিয়াছেন, চন্দ্রশেখর ইয়ুরোপের জ্যোতিঃশাস্ত্র শুনিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত-দর্পণে নূতন মত জুড়িয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ভাবেন না যে, সে কথা সত্য হইলে তিনি কোপরনিকসের চলিত মত ছাড়িয়া পুরাতন ও পরিত্যক্ত টাইকোর মত ধরিলেন কেন? তিনি 'ভূ স্থিরা' লিখিয়া গিয়াছেন ; বহু বাদানুবাদেও 'ভূ অস্থিরা' বলাইতে পারি নাই। কারণ, প্রত্যক্ষের বিরোধী।

পিল্লে মহাশয় আর এক কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বরাহ বৃহৎসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে জ্যোতিষীর লক্ষণ বর্ণন করিয়াছেন। যিনি জ্যোতিষী নামে গণ্য হইতে চান, তিনি এই এই বিষয় সম্যক্ জানিবেন। এইরূপ বলিতে বলিতে বরাহ লিখিতেছেন, গণকের জানা চাই, 'ভূ-ভগণ ভ্রমণ-সংস্থানাদি'। ইহার সোজা অর্থ, পৃথিবীর ভগণ বা প্রদক্ষিণ, পৃথিবীর ভ্রমণ বা আবর্ত্তন, এবং পৃথিবীর সংস্থান প্রভৃতি। সংস্কৃত ব্যাকরণে বোধ হয়, এই অর্থ অনুমোদিত হইবে। বৃহৎসংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার উৎপলভট্ট কিন্তু অর্থ করিয়াছেন, ভূমেঃ সংস্থানং তথা চ ভগণস্য নক্ষত্রচক্রস্য ভ্রমণসংস্থানং চ জানাতি। অবশ্য উৎপল বরাহের পঞ্চসিদ্ধান্তিকা হইতে পোষক প্রমাণ তুলিয়াছেন। কিন্তু সেটা সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয়। অধিক ধরিলে ভূমির ও ভগণের ভ্রমণসংস্থানাদি পর্যন্ত যাইতে পারা যায়, কিন্তু ভূমির সংস্থান ও ভগণের ভ্রমণ ও সংস্থান আনিতে পারা যায় না। বরাহের কি অভিপ্রায় ছিল, কে জানে। হয় ত সে কালের মতের স্রোতে পড়িয়া বাস্তবিক ভূ-ভ্রমণ লিখিয়াছিলেন, টীকাকার (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী) তেমনই ভিন্ন স্রোতে পড়িয়া অন্য অর্থ করিয়াছেন।

এই সকল প্রমাণ হইতে অনুমান হয়, (১) এ দেশে প্রাচীন কালে এক জ্যোতিবিক সম্প্রদায় পৃথিবীর স্বীয় অক্ষে আবর্ত্তন স্বীকার করিতেন ; (২) পৃথিবীর প্রদক্ষিণ অল্প জনে স্বীকার করিতেন ; (৩) পঞ্চতারা গ্রহের পক্ষে রবি প্রদক্ষিণ অধিক জনে করিতেন ; (৪) এবং বুধশুক্রের সকলেই করিতেন। এ কথাও স্মরণ কর্ত্তব্য, এই যে স্বীকার, তাহা কল্পনা মাত্র, দৃক্-গণিতোগত। ইয়ুরোপেও অদ্যাপি কল্পনা মাত্র ; বিশেষ এই, কল্পনার পক্ষে দৃক্-গণিতের প্রমাণাধিক্য ঘটিয়াছে।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ

পাটীগণিতে পূর্ণসংখ্যা, ভগ্নাংশ, দশমিক ও পৌনঃপুনিক দশমিক, এই চারি প্রকারের রাশি দৃষ্ট হয় এবং পূর্ণ-সংখ্যা, ভগ্নাংশ ও দশমিক রাশির যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ পৃথক্ পৃথক্ বিশিষ্ট নিয়মে সাধিত হয়। কিন্তু পৌনঃ-পুনিক দশমিক রাশির যোগ বিয়োগ ভিন্ন, গুণ কি ভাগ করিতে হইলে পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিকে অগ্রে ভগ্নাংশে পরিবর্ত্তিত করিয়া, উক্ত কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভাগের দ্বারা পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিতে পরিণত করিতে হয়।

অন্য-রাশি-নিরপেক্ষ কোন একটী পৃথক্ নিয়ম দ্বারা পৌনঃপুনিক-দশমিক রাশির উক্ত কার্য্যসকল সাধিত না হইলে পাটীগণিতের পৌনঃপুনিক-দশমিক অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকে। যাহাতে কোন বিশিষ্ট নিয়ম দ্বারা পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ সাধিত হইতে পারে, সেই জন্যই এই চেষ্টা।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণন

বিশুদ্ধ ও মিশ্রভেদে পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি দুই প্রকার। বিশুদ্ধ যথা—'৩৭৬ ; '২, মিশ্র যথা—২'৩৪৬ ; '৩৫৭৮।

(ক) বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিকে বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি দিয়া গুণ করার নাম—বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিকের গুণন। যথা '১২৩ × '৩ ; '২৫৯ × '২৩৪।

(খ) মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশিকে মিশ্র বা বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি দিয়া গুণ করার নাম মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণন। যথা,—'৮৬ × '৪। '৩২৪৫ × '৩৫।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণনের সাধারণ নিয়ম

$$\cdot\dot{\text{অ}} = \cdot\text{অ অ অ অ}\ldots\ldots$$

$$= \frac{\text{অ}}{১০} + \frac{\text{অ}}{১০^{২}} + \frac{\text{অ}}{১০^{৩}} + \frac{\text{অ}}{১০^{৪}} + \ldots\ldots$$

$$= \text{অ}\left(\frac{১}{১০} + \frac{১}{১০^{২}} + \frac{১}{১০^{৩}} + \frac{১}{১০^{৪}} + \ldots\ldots\right.$$

ঠিক—এইরূপে,

$$\cdot\dot{\text{অ}}\dot{\text{ই}} = \text{অই}\left(\frac{১}{১০^{২}} + \frac{১}{১০^{৪}} + \frac{১}{১০^{৬}} + \frac{১}{১০^{৮}} + \ldots\ldots\right)$$

$$\cdot\dot{\text{অ}}\,\text{ই}\,\dot{\text{উ}} = \text{অ ই উ}\left(\frac{১}{১০^{৩}} + \frac{১}{১০^{৬}} + \frac{১}{১০^{৯}} + \frac{১}{১০^{১২}} + \ldots\ldots\right)$$

(প্রত্যেক স্থলেই গুণ্য ও গুণক সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক অঙ্কবিশিষ্ট করিয়া লইতে হইবে।*)

এখন,

(১) $$\cdot\dot{\text{অ}} \times \cdot\dot{\text{ই}} = \text{অ}\left(\frac{১}{১০} + \frac{১}{১০^{২}} + \frac{১}{১০^{৩}}\ldots\ldots\right) \times \text{ই}\left(\frac{১}{১০} + \frac{১}{১০^{২}} + \frac{১}{১০^{৩}}\ldots\ldots\right)$$

$$= \text{অ ই}\left(\frac{১}{১০^{২}} + \frac{২}{১০^{৩}} + \frac{৩}{১০^{৪}} + \frac{৪}{১০^{৫}} + \frac{৫}{১০^{৬}}\ldots\ldots\right)$$

$$= \text{অ ই}\,(\cdot০১ + \cdot০০২ + \cdot০০০৩ + \cdot০০০০৪ + \ldots\ldots)$$

$$= \text{অ ই}\,(\cdot০১২৩৪৫৬৭৯০১২৩৪৫৬৭৯০১২\ldots\ldots)$$

$$= \text{অ ই}\,(\cdot\dot{০}১২৩৪৫৬৭\dot{৯})$$ ………………১ম প্রণালী।

(২) $$\cdot\dot{\text{অ}}\dot{\text{ই}} \times \cdot\dot{\text{ক}}\dot{\text{খ}} = \text{অই}\left(\frac{১}{১০^{২}} + \frac{১}{১০^{৪}} + \frac{১}{১০^{৬}} + \ldots\ldots\right) \times \text{কখ}\left(\frac{১}{১০^{২}} + \frac{১}{১০^{৪}} + \frac{১}{১০^{৬}} + \ldots\ldots\right)$$

$$= \text{অই ক খ}\left(\frac{১}{১০^{৪}} + \frac{২}{১০^{৬}} + \frac{৩}{১০^{৮}} + \frac{৪}{১০^{১০}} + \ldots\ldots\right)$$

$$= \text{অই ক খ}\,(\cdot০০\ ০১\ ০২\ ০৩\ ০৪\ ০৫\ldots\ldots\underline{৯৫}\ \underline{৯৬}\ \underline{৯৭}\ \underline{৯৯}\ \underline{০০}\ \underline{০১}\ \underline{০২}\ \underline{০৩}\ ..)$$

(৩) ·অ ই উ × ·ক খ গ = অ ই উ ক খ গ (·০০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪......৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৯)...... ৩য় প্রণালী।

(৪) ·অ ই উ এ ও × ·ক খ গ চ প = অ ই উ এ ও ক খ গ চ প (·০০০০০ ০০০০১ ০০০০২ ০০০০৩ ..... ৯৯৯৯৬ ৯৯৯৯৭ ৯৯৯৯৯)......৪র্থ প্রণালী।

উক্ত প্রণালীগুলির গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক প্রণালীতে প্রথমে গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক শূন্য (০), তৎপরে ১, ২, ৩,...ইত্যাদি অঙ্কগুলি, পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান পূরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অবস্থিত, এইরূপভাবে তাহারা পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক নয় (৯) পর্য্যন্ত আসিয়া পৌনঃপুনিক হইয়াছে। কিন্তু এই পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক নয় (৯) দ্বারা গঠিত অঙ্কটীর পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্কটী উক্ত প্রণালীগুলিতে নাই। তাহার কারণ,—

(১) ৫৬৭৮৯
১০
১১
১২
১৩
......৫৬৭৯০১২৩৩

(২) ৯৫৯৬৯৭৯৮৯৯
১০০
১০১
১০২
১০৩
......৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৯ ০০ ০১ ০২ ০৩ ০৩

অর্থাৎ, এক অঙ্ক দ্বারা গঠিত পৌনঃপুনিকের প্রণালীতে নয়ের (৯) পূর্ব্ববর্ত্তী ৮ অঙ্কটি থাকিবে না।
দুই অঙ্ক দ্বারা গঠিত পৌনঃপুনিকের প্রণালীতে ৯৯এর পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৮ অঙ্কটি থাকিবে না।
তিন অঙ্ক দ্বারা গঠিত পৌনঃপুনিকের প্রণালীতে ৯৯৯এর পূর্ব্ববর্ত্তী ৯৯৮ অঙ্কটি থাকিবে না।

এখন প্রথম প্রশ্ন এই, পৌনঃপুনিকের গুণফল পৌনঃপুনিক হইবে কি না?

তাহার উত্তর এই যে, আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রণালীগুলির গঠন-প্রকৃতি দেখিয়া বলিতে পারি যে, পৌনঃপুনিকের প্রণালীমাত্রেই পৌনঃপুনিকবিশিষ্ট হইবে। সুতরাং পৌনঃপুনিক গুণনের গুণফলও যে পৌনঃপুনিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা কত হইবে?

উত্তর—প্রথম প্রণালীর অঙ্কসংখ্যা ৯টী; দ্বিতীয় প্রণালীর অঙ্কসংখ্যা ৯৯ × ২ = ১৯৮টী; তৃতীয় প্রণালীর অঙ্কসংখ্যা ৯৯৯ × ৩ = ২৯৯৭ টী ইত্যাদি। অর্থাৎ গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যাকে তৎসমসংখ্যক '৯' দিয়া গুণ করিলে গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পাওয়া যাইবে।

তৃতীয় প্রশ্ন—সকল স্থলেই কি দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরানুযায়ী পৌনঃপুনিক হইবে?

উত্তর—না, তাহা হইবে না। গুণ্য ও গুণকের গুণফলে, গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক '৯' লইয়া যে অঙ্কটী গঠিত হইবে, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যে উৎপাদক (Factor) থাকিবে, তাহা দিয়া উক্ত সংখ্যক ৯কে ভাগ করিয়া, গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার দ্বারা গুণ করিলে গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পাওয়া যাইবে। কারণ (·অ ই উ × ·ক খ গ) এর গুণফলে সাধারণ পৌনঃপুনিক সংখ্যা = (৯৯৯ × ৩)টি, এখন গুণ্য বা গুণক তিনটী অঙ্ক দ্বারা গঠিত বলিয়া গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যাকে তিনটী তিনটী অঙ্ক দ্বারা গঠিত থাক (Group) সমূহে ভাগ করিলে (৯৯৯ × ৩) ÷ ৩ = ৯৯৯ টি থাক (Group) পাইব। অর্থাৎ গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যাকে, গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক অঙ্কবিশিষ্ট থাক (Group) সমূহে ভাগ করিলে থাকসংখ্যা গুণ্য বা গুণকের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক ৯ দ্বারা গঠিত অঙ্কসংখ্যার সমান হয়। যথা—
(·০০০০০১০০২০০৩০০৪.............৯৯৬৯৯৭৯৯৯) এই প্রণালীটী

·০০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪ (থাক থাক থাক থাক থাক) .... ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৯ (থাক থাক থাক থাক) এইরূপ থাকে (Groupএ) বিভক্ত হয়।

উক্ত 'থাক'সমূহকে অথবা 'থাক' সংখ্যাকে আবার কতকগুলি "বৃহৎ থাকে" ভাগ করা যায়, যে সকল 'বৃহৎ থাকের' প্রত্যেক—'থাকে' সমসংখ্যক কয়েকটী 'থাক' থাকিবে। যেমন পূর্ব্বোক্ত প্রণালীর ৯৯৯ টী 'থাক'কে নয়টী নয়টি 'থাকে'র দ্বারা গঠিত 'বৃহৎ থাক'সমূহে ভাগ করিলে (৯৯৯ ÷ ৯) অর্থাৎ ১১১টী 'বৃহৎ থাক' অথবা সভাইশটী

সাতাইশটী 'থাকের' দ্বারা গঠিত 'বৃহৎ থাক'সমূহে ভাগ করিলে (৯৯৯ ÷ ২৭) অর্থাৎ ৩৭ টী ('বৃহৎ থাক' ইত্যাদি পাইব। যথা—

```
·০০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪ ০০৫ ০০৬ ০০৭ ০০৮   ০০৯ ০১০ ০১১ ০১২ ০১৩ ০১৪ ০১৫ ০১৬ ০১৭......
         প্রথম 'বৃহৎ থাক'                          দ্বিতীয় 'বৃহৎ থাক'
            ... ..৯৯০ ৯৯১ ৯৯২ ৯৯৩ ৯৯৪ ৯৯৫ ৯৯৬ ৯৯৭ ৯৯৯
                          শেষ 'বৃহৎ থাক'
```

উক্ত 'বৃহৎ থাক'সমূহ এরূপভাবে গঠিত যে, উহাদের সকল 'থাক'কেই প্রণালীর 'বৃহৎ থাকের' সংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে সকল স্থলে একই গুণফল পাইব। যেমন ·০০০ ০০১ ০০২ ০০৩ ০০৪.........৯৯৭ ৯৯৯ এই প্রণালীর ৯৯৯টি 'থাকে'র উদাহরণ ধরিয়া পরীক্ষা করা যাউক। নয়টি নয়টি 'থাকে' ভাগ করিলে ৯৯৯টি 'থাক' (৯৯৯ ÷ ৯) ১১১টি 'বৃহৎ থাকে' বিভক্ত হয়। তাহার প্রথম 'থাক'কে ১১১ দিয়া গুণ করিলে

```
 ·০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮|০০৯০১০
                           ১১১|
 ·০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮|০০৯০১০
 ·০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮০|০৯০১০
·০০০০০১০০২০০৩০০৪০০৫০০৬০০৭০০৮০০|৯০১০
·০০০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯.০০০১   .............পাইব।
```

তাহার পঞ্চম 'থাক'কে ১১১ দিয়া গুণ করিলে

```
   ০৩৫|০৩৬০৩৭০৩৮০৩৯০৪০০৪১০৪২০৪৩০৪৪|০৪৫০৪৬
                                ১১১|
   ০৩৫|০৩৬০৩৭০৩৮০৩৯০৪০০৪১০৪২০৪৩০৪৪|০৪৫০৪৬
  ০৩৫০|৩৬০৩৭০৩৮০৩৯০৪০০৪১০৪২০৪৩০৪৪০|৪৫০৪৬
 ০৩৫০৩|৬০৩৭০৩৮০৩৯০৪০০৪১০৪২০৪৩০৪৪০৪|৫০৪৬
   ৮৮৯|০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯|০০০১     পাইব।
```

তাহার শেষ থাককে ১১১ দিয়া গুণ করিলে

```
  ৯৮৯|৯৯০৯৯১৯৯২৯৯৩৯৯৪৯৯৫৯৯৬৯৯৭৯৯৮৯৯৯
                                 ১১১
  ৯৮৯|৯৯০৯৯১৯৯২৯৯৩৯৯৪৯৯৫৯৯৬৯৯৭৯৯৯
 ৯৮৯৯|৯০৯৯১৯৯২৯৯৩৯৯৪৯৯৫৯৯৬৯৯৭৯৯৯
৯৮৯৯৯|০৯৯১৯৯২৯৯৩৯৯৪৯৯৫৯৯৬৯৯৭৯৯৯
  ৮৮৯|০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯          ইত্যাদি পাইব।
```

পূর্ব্বোক্ত গুণনসমূহ হইতে ·০০০০০১০০২০০৩......৯৯৭৯৯৯ এই প্রণালীটিকে ·০০০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯ এই অভিনব প্রণালীরূপে পাওয়া গেল। ইহার পৌনঃপুনিক সংখ্যা ২৭টী অথবা উক্ত প্রণালীটি তিন অঙ্কের গুণনের প্রণালী বলিয়া তিনটী নয়কে ১১১ দিয়া ভাগ করিয়া তিন দিয়া গুণ করিলে ($\frac{৯৯৯}{১১১}$ × ৩) অর্থাৎ ২৭টী পাইব।

আবার ·অ ই উ × ·ক খ গ যদি ইহাদের ১১১ উৎপাদক হয়,

অ ই উ = ৩৭ ম, ক খ গ = ৩ন ধরিলে

·অ ই উ × ·ক খ গ = ৩৭ ম × ৩ ন = মন × ১১১ (·০০০০০১০০২০০৩..............৯৯৯)

= মন (·০০·০০০১১১২২২৩৩৩৪৪৪৫৫৫৬৬৬৭৭৭৮৮৯)

প্রশ্ন—গুণ্য বা গুণকের সমসংখ্যক ৯ এর উৎপাদক দ্বারা প্রণালীগুলিকে গুণ করিলে প্রণালীগুলি নূতন ভাবে গঠিত হয় বা গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু গুণ্য বা গুণকের সমসংখ্যক ৯ এর উৎপাদক ভিন্ন অন্য কোন রাশির দ্বারা প্রণালীকে গুণ করিলে গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হইবে না কেন?

কারণ—·০০০১০২০৩..............৯৬৯৭৯৯ এই প্রণালীর অঙ্কসংখ্যাকে দুইটি দুইটি অঙ্ক দ্বারা গঠিত 'থাক'-সমূহে ভাগ করিলে ৯৯টী 'থাক' পাইব। আবার ৯৯টী 'থাক'কে ৩, ৯, ১১ বা ৩৩টী (অর্থাৎ ৯৯ এর উৎপাদক অনুযায়ী) বৃহৎ থাকসমূহে ভাগ করা যায়। উক্ত কয়েকটী 'বৃহৎ থাক' ভিন্ন ৯৯টী 'থাককে' আর অন্য কোন সংখ্যক 'বৃহৎ থাকে' সমান ভাবে ভাগ করা যায় না। সেই জন্য ৯৯ এর উৎপাদক ভিন্ন অন্য কোন রাশি দ্বারা গুণ করিলে গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা পরিবর্ত্তিত হইবে না।

চতুর্থ প্রশ্ন—এই যে, প্রণালীর কোন্ অঙ্কের গুণফল পর্য্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে ?

উত্তর—তৃতীয় প্রশ্নানুযায়ী গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যাকে, গুণ্য বা গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া, তাহা হইতে ১ বাদ দিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কের গুণফল পর্য্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে। অবশ্য উক্ত অঙ্কের গুণনের পর পরবর্ত্তী অঙ্কের গুণফলের শেষাংশ বা 'হাতে রাখিবার' কোন অংশ গ্রহণের জন্ম আরও দুই তিন অঙ্কের গুণনের প্রয়োজন হয়। যথা, আমরা তৃতীয় প্রশ্নোত্তরে দেখিয়াছি যে, ·১̇৮̇৫̇ × ·১̇২৩̇ ইহাদের গুণফলে ২৭টী পৌনঃপুনিক অঙ্ক থাকিবে। সুতরাং ২৭ ÷ ৩ − ১ = ৮ অঙ্কের গুণফল পর্য্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে।

(ক) বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণনের নিয়ম

প্রথমে গুণ্য ও গুণককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক রাশিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া উভয়ের গুণন কার্য্য ও দশমিক বিন্দু স্থাপন কর। পরে উক্ত গুণফলকে ২ দিয়া গুণ করিয়া, উক্ত গুণফলের নীচে ডান দিকে, গুণকের বা গুণ্যের অঙ্ক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিকে লিখ। তৎপরে প্রথম গুণফলকে যথাক্রমে ৩, ৪, ৫, ৬ বা আবশ্যকমত সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া, প্রত্যেক বার পূর্ব্ববারের গুণফলের নীচে ডান দিকে, গুণ্য বা গুণকের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া বাম দিকে লিখিতে হইবে। সর্ব্বশেষে পূর্ব্বোক্ত গুণফল-সকলকে একত্রে যোগ করিয়া যোগ-ফলে পৌনঃপুনিকের নিয়মমত পৌনঃপুনিক বসাও। যথা, (১) ·১̇২৩̇ × ·৬̇ = ·১̇২৩̇ × ·৬̇৬৬̇············ সমসংখ্যক পৌনঃপুনিকবিশিষ্ট হইল। এবং ১২৩ × ৩৩৩ অর্থাৎ (= ৪১ × ৩ × ৩৩৩)তে ৯৯৯ এর ৩ × ৩৩৩ উৎপাদক রহিয়াছে। সুতরাং গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা = [illegible] × ৩ = ৩টী।

```
 ·১২৩
 ·৩৩৩
 ─────
   ৩৬৯
  ৩৬৯
 ৩৬৯
 ─────
·০৪০৯৫৯·············উভয়ের গুণন ও দশমিক বিন্দু স্থাপন হইল।
      ৮১৯১৮·······গুণফলকে ২ দিয়া গুণ করিয়া গুণক বা গুণ্যের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে
──────────                                                              লিখিত হইল।
·০৪১০৪০৯১৮
          = ·০̇৪১̇  উত্তর।
```

(২) ·২̇৫৯̇ × ·২̇৩৪̇ = (২৫৯ = ৭ × ৩৭ ; ২৩৪ = ৯ × ২৬ ; ৯৯৯ = ৩ × ৯ × ৩৭)

সুতরাং গুণফলের পৌনঃপুনিক সংখ্যা = [illegible] × ৩ = ৯টী।

৯ ÷ ৩ − ১ = ২এর গুণফল পর্য্যন্ত পৌনঃপুনিক হইবে।

```
 ·২৫৯
 ·২৩৪
 ─────
 ১০৩৬
 ৭৭৭
৫১৮
──────
·০৬০৬০৬ ···|················গুণন ও দশমিক বিন্দু স্থাপন হইল।
    ১২১২১২|················গুণফলকে ২ দিয়া গুণন ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে লিখন।
        ১৮১|৮১৮ ·········গুণফলকে ৩ দিয়া গুণন ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে লিখন।
           |২৪২৪২৪·······গুণফলকে ৪ দিয়া গুণন ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে লিখন।
────────────────────
·০৬০৭২৭৩৯৪|০৬০৪২৪
               = ·০̇৬০৭২৭৩৯৪̇  উত্তর।
```

(খ) মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণন

(১) মিশ্র × বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি

$$\cdot\text{ক}\dot{\text{অ}} = \cdot\text{ক অ অ অ}\cdots\cdots = \frac{\text{ক}}{১০}+\frac{\text{অ}}{১০^{২}}+\frac{\text{অ}}{১০^{৩}}+\frac{\text{অ}}{১০^{৪}}+\cdots\cdots$$

$$\cdot\dot{\text{ই}} = \cdot\text{ই ই ই ই}\cdots\cdots = \frac{\text{ই}}{১০}+\frac{\text{ই}}{১০^{২}}+\frac{\text{ই}}{১০^{৩}}+\frac{\text{ই}}{১০^{৪}}+\cdots\cdots$$

$$\therefore\ \cdot\text{ক}\dot{\text{অ}} \times \cdot\dot{\text{ই}} = \left(\frac{\text{ক}}{১০}+\frac{\text{অ}}{১০^{২}}+\frac{\text{অ}}{১০^{৩}}+\cdots\cdots\right)\times\left(\frac{\text{ই}}{১০}+\frac{\text{ই}}{১০^{২}}+\frac{\text{ই}}{১০^{৩}}+\cdots\cdots\right)$$

$$=\left(\frac{\text{কই}}{১০^{২}}+\frac{\text{ক ই}+\text{অ ই}}{১০^{৩}}+\frac{\text{কই}+২\text{ অ ই}}{১০^{৪}}+\frac{\text{কই}+৩\text{ অ ই}}{১০^{৫}}+\frac{\text{কই}+৪\text{ অ ই}}{১০^{৬}}+\cdots\cdots\right)$$

উপরোক্ত প্রণালী হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, গুণ্য ও গুণককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া, মিশ্র পৌনঃপুনিক রাশির তদবস্থ (Non recurring) ও পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়কে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নূতন গুণক দিয়া গুণ করিতে হইবে এবং তদবস্থ অংশের গুণফলে দশমিক বিন্দু বসাইতে হইবে। পরে উক্ত তদবস্থ অংশের গুণফলের নীচে ডান দিকে, পৌনঃপুনিক অংশের গুণফলকে ১, ২, ৩, ৪ বা আবশ্যকমত সংখ্যা দ্বারা যথাক্রমে গুণ করিয়া, প্রত্যেক বারের গুণফলের সহিত তদবস্থ অংশের গুণফল যোগ করিয়া, গুণকের অঙ্কসংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে লিখিতে হইবে। অবশেষে যোগফলের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌনঃপুনিক বসাইতে হইবে।

যথা, (১) ·৮৬̇ × ·৪̇ ইহাদের পৌনঃপুনিক সংখ্যা সমসংখ্যক বিশিষ্ট এবং পৌনঃপুনিক অংশদ্বয় ৬ × ৪। ইহাদের গুণফলে ৩ উৎপাদক রহিয়াছে; সুতরাং ৯ ÷ ৩ = ৩টী পৌনঃপুনিক গুণফলে থাকিবে।

·৮৬̇.............·৮ তদবস্থ অংশ এবং ৬ পৌনঃপুনিক অংশ।

```
 ·৮
 ·৪  [ দশমিক বিন্দুযুক্ত তদবস্থ অংশের গুণফল ]     ৬
 ───                                             ৪
·৩২                                              ──
                                                 ২৪  [ পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল ]

   ·৩২      ......তদবস্থ অংশের গুণফল
    ৫৬      ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ১ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
     ৮০     ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ২ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
     ১০৪    ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ৩ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
      ১২৮   ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ৪ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
       ১৫২  ......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ৫ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
 ──────────
 ·৩৮৫১৮৩২
        = ·৩৮̇৫১̇
```

(২) ·৭৮৫৭১৪২̇ × ·১̇৮̇ ·৭৮৫৭১৪২̇ × ·১̇৮১৮১৮̇......সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক হইল,

[৮৫৭১৪২ = ৯ × ৯ × ১১ × ৯৬২ ; ১৮১৮১৮ = ৯ × ২ × ১০১০১ ; ৯৯৯৯৯৯ = ৯ × ১১ × ১০১০১

∴ $\dfrac{৯ \times ১১ \times ১০১০১}{৯ \times ১১ \times ১০১০১} \times ৬$ = ৬টী পৌনঃপুনিক গুণফলে থাকিবে]

```
·১৮১৮১৮
      ·৭
────────
·১২৭২৭২৬......তদবস্থ অংশের গুণফল।

              ৮৫৭১৪২
              ১৮১৮১৮
             ─────────
             ৬৮৫৭১৩৬
             ৮৫৭১৪২
           ৬৮৫৭১৩৬
           ৮৫৭১৪২
         ৬৮৫৭১৩৬
         ৮৫৭১৪২
        ────────────
        ১৫৫৮৪৩৮৪১৫৬......পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল।

 ·১২৭২৭২৬............       তদবস্থ অংশের গুণফল।
   ১৫৫৮৪৫১১৬৮৮২...         পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ১ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
         ৩১১৬৮৮৯৬১০৩৮      পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল × ২ + তদবস্থ অংশের গুণফল।
 ──────────────────────
 ·১৪২৮৫৭১৪২৮৫৭০৯৬১৩৮
                 = ·১̇৪২৮৫৭̇
```

(২) মিশ্র × মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি

·ক অ̇ × ·প ই̇

$$\cdot\text{ক অ̇} = \cdot\text{ক অ অ অ অ}\ldots\ldots = \frac{\text{ক}}{১০} + \frac{\text{অ}}{১০^২} + \frac{\text{অ}}{১০^৩} + \frac{\text{অ}}{১০^৪} + \ldots\ldots$$

$$\cdot\text{প ই̇} = \cdot\text{প ই ই ই ই}\ldots\ldots = \frac{\text{প}}{১০} + \frac{\text{ই}}{১০^২} + \frac{\text{ই}}{১০^৩} + \frac{\text{ই}}{১০^৪} + \ldots\ldots$$

$$\therefore \cdot\text{ক অ̇} \times \cdot\text{প ই̇} = \left(\frac{\text{ক}}{১০} + \frac{\text{অ}}{১০^২} + \frac{\text{অ}}{১০^৩} + \frac{\text{অ}}{১০^৪} + \ldots\ldots\right) \times \left(\frac{\text{প}}{১০} + \frac{\text{ই}}{১০^২} + \frac{\text{ই}}{১০^৩} + \frac{\text{ই}}{১০^৪}\right)$$

$$= \frac{\text{কপ}}{১০^২} + \frac{\text{পঅ} + \text{কই}}{১০^৩} + \frac{(\text{পঅ} + \text{কই}) + \text{অই}}{১০^৪} + \frac{(\text{পঅ} + \text{কই}) + ২\,\text{অই}}{১০^৫} + \ldots\ldots$$

উক্ত নিয়মটী হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, গুণ্য ও গুণককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিকে পরিণত করিয়া, প্রথমতঃ গুণকের তদবস্থ অংশ দ্বারা গুণ্যের তদবস্থ অংশকে গুণ করিয়া তাহাতে দশমিক বিন্দু স্থাপন কর। দ্বিতীয়তঃ গুণ্যের তদবস্থ অংশকে গুণকের পৌনঃপুনিক অংশ দিয়া এবং গুণ্যের পৌনঃপুনিক অংশকে গুণকের তদবস্থ অংশ দিয়া, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গুণ করিয়া একত্রে যোগ দাও। তৃতীয়তঃ গুণ্যের পৌনঃপুনিক অংশকে গুণকের পৌনঃপুনিক অংশ দিয়া গুণ কর। এখন তদবস্থ অংশদ্বয়ের গুণফলের নিম্নে ডান দিকে, গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি লিখ এবং উহার নিম্নে ডান দিকে, গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় গুণফলকে ১, ২, ৩, ৪ বা আবশ্যক-মত সংখ্যা দিয়া যথাক্রমে গুণ ও তাহার সহিত প্রত্যেক বার দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি যোগ দিয়া লিখিয়া যাও। অবশেষে যোগফলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌনঃপুনিক বিন্দু বসাও।

যথা—

'৩২৪̇৫̇ × '৩৫̇

'৩২৪̇৫̇, '৩৫̇৫̇......সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক হইল।

৪৫ × ৫৫ = ৫ × ৯ × ৫ × ১১
৯৯ = ৯ × ১১ } সুতরাং গুণফলে [illegible] × ২ = ২দুইটী পৌনঃপুনিক থাকিবে।

প্রথমতঃ

```
 '৩২
 '৩
 ----
'০৯৬
```

দ্বিতীয়তঃ

```
  ৩২      ৪৫      ১৭৬০
  ৫৫       ৩       ১৩৫
 ----    ----     -----
 ১৬০     ১৩৫      ১৮৯৫
১৬০                 = গুণফলসমষ্টি।
 ----
১৭৬০
```

তৃতীয়তঃ

```
  ৫৫
  ৪৫
 ----
 ২৭৫
২২০
 ----
২৪
```

'০৯৬..............তদবস্থ অংশদ্বয়ের গুণফল।
১৮৯৫............দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।
৪৩'০........পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল × ১ + দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।
৬৮৪৫......পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল × ২ + দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।
৯৩২০...পৌনঃপুনিক অংশদ্বয়ের গুণফল × ৩ + দ্বিতীয় গুণফলসমষ্টি।

'১১৫৩৯৩৯৩৮২০

= '১১৫৩̇৯̇ উত্তর।

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণনের অন্যবিধ নিয়ম

(১) মিশ্র বা বিশুদ্ধ × বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক দশমিক

গুণ্য ও গুণককে গুণনের প্রণালীতে লিখ এবং গুণ্যের পৌনঃপুনিক অংশের পর কবি টানিয়া গুণ্যের পৌনঃপুনিক অংশকে দুই অঙ্ক পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার লিখ। ক। এখন যথাক্রমে গুণকের অঙ্কগুলি দ্বারা প্রথমে কবির ডান দিকস্থ অঙ্কদ্বয়কে গুণ করিয়া যাহা হাতে থাকে, তাহা ধরিয়া গুণ্যকে গুণ কর ও প্রত্যেক বারের গুণফলের ডান দিকের প্রথম অঙ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া গুণ্যের পৌনঃপুনিকের সমসংখ্যক অঙ্ক পৌনঃপুনিক চিহ্নিত কর। খ। পরে গুণফলের প্রত্যেক পংক্তির পৌনঃপুনিক অংশকে কবির দক্ষিণ দিকে দুই অঙ্ক পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া লিখ ও যোগ দাও। এবং এই যোগফলে দশমিক ও গুণ্যের পৌনঃপুনিকের সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক চিহ্নিত কর। গ। তৎপরে উক্ত গুণফলসমষ্টির বাম দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া, গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক অঙ্ক বাদ দিয়া উক্ত গুণফলকে পুনর্ব্বার লিখ। এইরূপ ভাবে কয়েকবার লিখিয়া ও পৌনঃপুনিক অংশ কয়েক স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়া যোগ দাও এবং যোগফলের পৌনঃপুনিক অংশে পৌনঃপুনিক বিন্দু দাও। ঘ।

যথা,—

(১) ·৮৮৯ × ·১২৬

```
 ·৮৮৯|৮৯ }
 ·১২৬|   } (ক)
 -----
 ৫৩৩৯
১৭৭৯      (খ)
৮৮৯
-----

 ·৮৮৯|৮৯  }
 ·১২৬|    }
 ---------}
 ৫৩৩৯|৩৯  } (গ)
১৭৭৯৭|৯৭  }
৮৮৯৮৮|৮৯  }
·১১২১২৭   }

·১১২১২৭২৭২৭২৭......}
    ১১২১২৭২৭২......}
      ১১২১২৭......} (ঘ)
         ১১২......}
-------------------
·১১২২৩৯৫১২২৩৮......
```

= ·১১২২৩৯৫ উত্তর।

(২) ৪·৮ × ·২৪

```
 ৪·৮|৮৮
  ·২৪|
 ------
 ১৯৫|৫৫
 ৯৭৭|৭৭
 ------
১·১৭৩

১·১৭৩৩৩৩......
   ১১৭৩৩......
     ১১৭......
        ১......
--------------
১·১৮৫১৮৪
```

= ১·১৮৫ উঃ

(২) মিশ্র × মিশ্র পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি

প্রথমে গুণকের তদবস্থ অংশ ও পৌনঃপুনিক অংশ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গুণ্যকে (১) নিয়মানুসারে গুণ করিয়া দশমিক ও পৌনঃপুনিক বিন্দু দাও। পরে উক্ত গুণফলদ্বয়কে একত্রে লিখ ও পৌনঃপুনিক অংশ কয়েক স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত কর। ইহার পর উক্ত গুণফলদ্বয়ের নিম্নে, প্রত্যেক বার গুণকের পৌনঃপুনিক সংখ্যার সমসংখ্যক সংখ্যা বাম দিক্ হইতে বাদ দিয়া, গুণকের পৌনঃপুনিক অংশের গুণফল কয়েক বার লিখ। অবশেষে যোগফলে পৌনঃপুনিক বিন্দু দাও।

যথা,—

(১) ৭·৬৩ × ৮·৮৩

```
 ৭·৬৩|৬৩ }
  ৮·৮|   } গুণ্য × গুণকের তদবস্থ
 -------  }
 ৬১০৯|০৯ } অংশ।
৬১০৯০|৯০ }
--------  }
৬৭·১৯৯    }

 ৭·৬৩|৬৩ } গুণ্য × গুণকের পৌনঃ-
  ·০৩|   }
 ·২২৯০   } পুনিক অংশ।

৬৭·১৯৯৯৯৯৯৯
 ·২২৯০৯০৯
   ২২৯০৯০
    ২২৯০৯
     ২২৯০
      ২২৯
       ২২
        ২
-------------
৬৭·৪৫৪৫৪৫০
```

= ৬৭·৪৫ উত্তর।

(২) ৪৯·৬ × ·২৯৯৫৪

```
 ৪৯·৩|৩৩              ৪৯·৩|৩৩
   ·২৯|              ·০০৯৫৪|
 ৪৪৩৯|৯৯            ১৯৭৬|৩৩
 ৯৮৬৬·৬৬            ২৪৬৬৬|৬৬
---------           ৪৪৩৯৯৯|
 ১৪·৩০৬             ---------
                    ·৪৭০৬৩৯

      ১৪·৩০৬৬৬৬
        ·৪৭০৬৩৯
            ৪৭০
   ------------
   ১৪·৭৭৭৭৭৫  = ১৪·৭ উত্তর।
```

পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির ভাগ

ভাজ্য ও ভাজককে সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক দশমিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া উভয়ের তদবস্থ অংশ বাদ দাও। এই নূতন ভাজ্য ও ভাজককে অমিশ্র রাশি ধরিয়া ভাগ করিতে করিতে সময়মত দশমিক ও পৌনঃপুনিক বিন্দু বসাও।

```
(১) ৪·২৬ ÷ ·২৪          ৪·২৬৬ }
                          ·২৪২ }  সমসংখ্যক পৌনঃপুনিক দশমিক হইল।

        ৪২৬৬ − ৪২ = ৪২২৪ }
         ২৪২ −  ২ =  ২৪০ }  তদবস্থ অংশ বাদ দিয়া নূতন ভাজ্য ও ভাজক গঠিত হইল।

        ২৪০ ) ৪২২৪ ( ১৭·৬ উত্তর
              ২৪০
              ----
              ১৮২৪
              ১৬৮০
              -----
               ১৪৪০
               ১৪৪০

(২) ৪·৪৫ ÷ ·৩ = ৪৪৫ − ৪ = ৪৪১
      = ৪৪১ ÷ ৩৩             ৩৩ ) ৪৪১ ( ১৩·৩৬ উত্তর
                                  ৩৩
                                  ---
                                  ১১১
                                   ৯৯
                                  ---
                                  ১২০
                                   ৯৯
                                  ---
                                  ২১০
                                  ১৯৮
                                  ---
                                  ১২০
```

পরিশেষে গণিতজ্ঞগণের নিকট নিবেদন, সিদ্ধান্তগুলির আলোচনায় ও পরীক্ষায় ভার তাঁহাদেরই। সত্য আলোচনাতেই আবিষ্কৃত হয়, ইহাই সনাতন নীতি।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
বর্দ্ধমান উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

"পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ" প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ কোঙার মহাশয় যে প্রণালীটি তাঁহার প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন, গণিতজ্ঞ পাঠকমাত্রেই দেখিবেন যে, সেটী বেশ সরল ও সুন্দর। কিন্তু যত দূর আমি জানি, কোন পাটীগণিতের পুস্তকে এই প্রণালীতে পৌনঃপুনিক রাশির গুণ ও ভাগ দেখিতে পাই নাই। অথচ প্রণালীটি এত সরল (বিশেষতঃ ভাগের প্রণালী) যে, এ রকম ভাবে কেন যে করা হয় নাই, ভাবিলে একটু আশ্চর্য্য হইতে হয়।

তা ছাড়া আর এক দিক্ হইতে প্রণালীটির শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধ হয়। পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ করিতে হইলে সচরাচর তাহাকে ভগ্নাংশে পরিণত করিয়া, তৎপরে গুণ ও ভাগ সমাধা করিয়া, পুনরায় তাহাকে দশমিকে পরিণত করা হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এক প্রকার রাশির উপরে কোন প্রক্রিয়া (operation) সাধন করিবার

অন্ত অন্যবিধ রাশির সাহায্য গ্রহণ করা অক্ষমতারই পরিচায়ক—তাহাতে প্রথমোক্ত রাশি সম্বন্ধে অসম্পূর্ণতা আসিয়া পড়ে। এই অঙ্গহীনতা (incompleteness) বর্ত্তমান প্রণালী দ্বারা দূরীভূত হয়। এই কারণে বিশুদ্ধ গণিত ও ন্যায়ের (logic) দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, এই প্রণালীটিকে প্রচলিত প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে হয়।

Logical incompleteness ব্যতীত প্রচলিত প্রণালীতে আরও একটী গুরুতর দোষ আছে। সেটী এই,—দুইটী পৌনঃপুনিক দশমিক রাশি দেওয়া রহিয়াছে; তাহাদের গুণ অথবা ভাগ করিলে, গুণফল বা ভাগফল কি প্রকারের পৌনঃপুনিক রাশি হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা আগে হইতে কিছুই বলা যায় না—কয়টি digit লইয়া পৌনঃপুনিক চিহ্ন পড়িবে অর্থাৎ recurrence-period কত হইবে, তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। মোট কথা, এই হিসাবে প্রচলিত প্রণালী কতকটা tentative—অর্থাৎ করিয়া না দেখিলে বা trial না দিলে কিছুই বলা যায় না। Theoryর পক্ষে ইহা একটী গুরুতর দোষ। নরেন্দ্র বাবুর উদ্ভাবিত প্রণালীটি এ বিষয়ে একেবারে complete। যে দুইটী রাশির গুণ বা ভাগ করিতে হইবে, তাহাদের factors এবং recurrence-period দেখিয়াই গুণফল বা ভাগফলের কি recurrence-period হইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ স্থির করা যায়। এই সম্বন্ধে নরেন্দ্রবাবুর Theorem কয়টী বাস্তবিকই সুন্দর।

প্রসঙ্গতঃ এই প্রণালী হইতে বর্গ ও বর্গমূল (square and square root) সম্বন্ধে কতগুলি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। ·১ এর বর্গ (square)এর যে recurrence-period ৯; ·০১এর বর্গের period ১৯৮; ·০০১এর বর্গের period ২৯৯৭—এই interesting ফলগুলি অতি সহজেই প্রতিভাত হয়।

কোন একটা নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইলে, বিশেষতঃ প্রাথমিক গণিতে (Elementary mathematics) দুইটী জিনিষ দেখা দরকার। প্রথমতঃ প্রণালীটির যুক্তিযুক্ততা ও বৈজ্ঞানিক মূল্য কিরূপ; দ্বিতীয়তঃ, যুক্তিযুক্ত হইলেও কাজে লাগান কিরূপ সহজসাধ্য। নরেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবিত প্রণালীটি যুক্তি ও বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, এমন কি, উৎকৃষ্ট; তার পর কার্য্যতঃ এই প্রণালী অনুসারে অঙ্ক কষা এবং প্রণালীটি মনে রাখা খুবই সহজ। সাধারণ পাটীগণিতের পুস্তকে এই প্রণালীটি গৃহীত হওয়া—এই দুই কারণেই সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। আমি এই প্রণালীটির প্রতি আমাদের দেশের গণিতজ্ঞ পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
রিপণ কলেজের গণিতাধ্যাপক।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[জন্ম—১২৭১ সাল ; মৃত্যু—১৩২৬ সাল]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি বরেণ্য অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহোদয় গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। গত বর্ষে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা-পরিচালনের ভার তাঁহারই সুযোগ্য হস্তে ন্যস্ত ছিল। তিনি সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইলে আমার প্রতি পত্রিকার সেই গুরুভার অর্পিত হইয়াছিল। তখন ভাবি নাই যে, তাঁহারই শোকসংবাদ বহন করিয়া আমার কর্ত্তব্যের উদ্বোধন করিতে হইবে। যাঁহার উৎসাহ, উপদেশ ও সহায়তা পরিষদের সর্ব্ববিভাগকে এক সুন্দর সামঞ্জস্যের স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধিয়াছিল, তাঁহার অভাবে পরিষৎ যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, ইহা সহজেই অনুমেয়। তিনি শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও কখনও পরিষদের কার্য্যে অবহেলা করেন নাই। যাঁহারা নিত্য-নিয়ত পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রে রামেন্দ্রবাবুর সাহচর্য্য লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন যে, শেষ কয়েক বৎসর, যখন তাঁহার শরীরের বল ও সামর্থ্য কমিয়া আসিতেছিল, যখন তাঁহার প্রাণপ্রিয়তমা কন্যার রোগশয্যা একান্ত স্নেহপরায়ণ পিতার চক্ষুর সমক্ষে ধীরে ধীরে মৃত্যুশয্যায় পরিণত হইতেছিল, যখন পারিবারিক আধি-ব্যাধি তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে দুরপনেয় রেখারাজি অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল, তখনও পরিষদের কল্যাণে সেই জরাজীর্ণ দেহে অদম্য উৎসাহের অনির্ব্বচনীয় তেজ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিত। পরিষদের সেবায় তাঁহাকে কখনও ক্লান্তি অনুভব করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যেমন করিয়া পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন, যেমন করিয়া ইহার মঙ্গলকামনা করিয়াছেন, যেরূপ একান্ত মনে ইহার উন্নতির প্রতি স্তর বিনিদ্রভাবে নিরীক্ষণ করিতেন, তেমন করিয়া কোনও প্রতিষ্ঠানকে কেহ সেবা করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে পরিষৎ এত অল্প দিনের মধ্যে এত উন্নতি করিতে পারিত না। অল্প আরম্ভ হইতে ইহাকে বহু বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে টানিয়া আনিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফি ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। ব্যোমকেশ বাবুর নাম আমরা এখনও ভুলিতে পারি নাই ; তাঁহার অভাব এখনও পূরণ হয় নাই ; রামেন্দ্র বাবুর নামও সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে ; তাঁহার অভাবও বহু দিন অপূর্ণই রহিয়া যাইবে। নিরাশ্রয় নিরবলম্ব পরিষদ্‌কে যাঁহারা আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, ভিক্ষার দ্বারা, সেবার ঐকান্তিকতার দ্বারা যাঁহারা পরিষদের জন্য রাজপ্রাসাদতুল্য ভবন প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি পরিষদের প্রতি ধূলিকণায় সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া থাকিবে।

১৩০১ সালে পরিষৎ জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০১ সাল হইতেই রামেন্দ্র বাবুকে আমরা

পরিষদের কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। শোভাবাজার রাজভবন হইতে পরিষদ্‌কে যাঁহারা স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, রামেন্দ্র বাবু তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পরিষৎ একটি সভা বা সমিতিমাত্র নহে; ইহা ব্যক্তি বা সংঘ-বিশেষের অবসর-বিনোদের সহচর নহে; ইহা মাতৃভাষার পুণ্য-মন্দির; ইহা উদীয়মান জাতীয় প্রতিভার প্রধান সাধন ও সহায় হইবে। ভাষা, সাহিত্য-বিজ্ঞানেতিহাসের কেন্দ্রস্বরূপ এই সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আলোকমালা বিচ্ছুরিত হইয়া সমস্ত দেশকে উদ্ভাসিত করিবে। সাহিত্য-শিল্প-সাধনার গঙ্গোত্রীর ন্যায় এই সাহিত্য-পরিষদের মধ্য দিয়া ভাবের গঙ্গাপ্রপাত দেশকে জ্ঞানশালী, সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবশালী করিবে। সেই আশা লইয়া তিনি বিপদ্‌সঙ্কুল কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাতৃদেবীর সেই মহামহিমময়ী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে একটি সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানমাত্র মনে করিতেন না। তিনি ইহাকে জাতীয় শিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিণত করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। দেশের শক্তি ও অর্থ এক স্থলে সংহত করিয়া, দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম --ভাবাববোধে-- নিয়োজিত করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্দেশ্যে তিনি দেশের বিত্তশালী বদান্য ব্যক্তিগণকে ও প্রতিভাশালী যুবকবৃন্দকে একত্র করিয়া সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যে লাগাইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ সেবাপরায়ণতা চুম্বকের ন্যায় সকলকে আকৃষ্ট করিত। সেই জন্য তিনি কখনও অর্থের অভাব বড় একটা অনুভব করিয়া যান নাই। লালগোলার রাজাবাহাদুর এবং কাশিমবাজারের মহারাজ রামেন্দ্র বাবুর অধ্যক্ষতাকালে গৃহনির্ম্মাণকল্পে ও গ্রন্থপ্রকাশে পরিষদ্‌কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। অন্যান্য অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি গৃহ-নির্ম্মাণ-তহবিলে ও রামেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত স্থায়ী ভাণ্ডারে যথেষ্ট অর্থদান করিয়াছিলেন। পরিষৎ ক্রমে গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং লর্ড কারমাইকেলের গবর্মেণ্ট পরিষৎকে বার্ষিক বারশত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন। অবশ্য এ সকল বিষয়ে কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ কর্ম্মাধ্যক্ষগণের সহকারিতাও কম সহায়তা করে নাই। পরিষদের সভ্যসংখ্যাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আমি এরূপ শুনিয়াছি যে, ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোনও সভাসমিতির এত সদস্য নাই। সে যাহাই হউক, পরিষদের উন্নতির ইহাই শেষ সীমা নহে; বস্তুতঃ আমরা এখনও আদর্শের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি। তাহা হইলেও, ইহা স্বীকার না করিলে চলিবে না যে, রামেন্দ্র বাবুর অধ্যক্ষতার কয়েক বৎসর মধ্যে পরিষৎ যেরূপ দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ এবং অধ্যক্ষতার প্রভূত দক্ষতার পরিচায়ক।

রামেন্দ্র বাবু যে কত ভাবে সাহিত্য-পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন, এই প্রবন্ধের

স্বল্প পরিসরে তাহার পরিচয় প্রদান করা সম্ভবপর নহে। তিনি ১৩০১ বঙ্গাব্দে একবার সম্পাদক-পদে বৃত হন। ১৩০২ ও ১৩০৩ সালে তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৩০৪ ও ১৩০৫ সালে আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য করেন এবং ১৩০৬ হইতে ১৩১০ সাল পর্য্যন্ত তিনি পত্রিকা-সম্পাদকের পদে মনোনীত হন। ১৩০৬ সালেই পরিষৎ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের প্রাসাদ হইতে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে একটি ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া গৃহে উঠিয়া আসে। ১৩১০ সালে রামেন্দ্র বাবুর চেষ্টায় লালগোলার রাজাবাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশার্থ ৩০০৲ টাকা হিসাবে পরিষদ্‌কে দান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। ১৩১১ হইতে ১৩১৮ পর্য্যন্ত রামেন্দ্র বাবু পরিষদের সম্পাদক ছিলেন।

১৩১১ সালে নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে এক আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহাতে এমন সম্ভাবনাও হইয়াছিল, বুঝি বা বঙ্গভাষাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া বাঙ্গালী জাতির মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে জেনারল্ এসেমব্লিজ কলেজে একটি সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সফলতার সদুপায়' নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ সভার সভাপতিরূপে রামেন্দ্র বাবু বঙ্গভাষা ব্যবচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই হইতে প্রাথমিক এবং উচ্চ-শিক্ষায় বঙ্গভাষার প্রচলন সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবু পরিষদের মধ্য দিয়া নানা চেষ্টার অবতারণা করেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গভাষাই বাঙ্গালীর জাতীয় শিক্ষার স্বাভাবিক দ্বারস্বরূপ। মাতৃ-ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া, কষ্ট-সাধ্য বিদেশীয় ভাষাকে আশ্রয় করিলে জ্ঞানের সাফল্য-লাভ হইতে পারে না। মন্ত্র যেরূপ ধীরোদাত্ত প্রভৃতি স্বর-সংবলিত না হইলে কার্য্যকর হয় না, জ্ঞানও সেইরূপ মাতৃভাষার পুণ্য অঙ্কে পুষ্ট না হইলে ফলোপধায়ক হয় না। রামেন্দ্র বাবু ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি ইংরেজি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নতত্ত্বে যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই দেশ-প্রথিত জ্ঞান-গরিমার দ্বারা নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার দেশের লোকের ও দেশের সাহিত্যের সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া-ছিলেন। বিজ্ঞানাগারে নূতন নূতন গবেষণার দ্বারা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিব, এ চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কিসে মাতৃভাষাকে সৌষ্ঠব-মণ্ডিত করিব, বঙ্গ-সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়া দেশীয় শিক্ষার শুষ্কপ্রায় মূলকে সঞ্জীবিত করিব, বিশ্বের বিজ্ঞান-দর্শনকে মাতৃভাষার সুধাসিক্ত করিয়া দেশের লোকের মধ্যে পরিবেষণ করিয়া দিব, ইহাই তাঁহার সাধনার বিষয় ছিল এবং এই সাধনার মধ্যে যে ত্যাগস্বীকারের মহিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার কনক-কিরণে বহু দিন পর্য্যন্ত বঙ্গের সাহিত্য-গগন ভাস্বর হইয়া রহিবে। আজ যে বঙ্গ-ভাষার সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্য-পরিষদের কৃতিত্ব কতখানি এবং সেই কৃতিত্বের কতখানি রামেন্দ্র বাবুর, তাহার হিসাব-নিকাশ করা কঠিন। কিন্তু ইহা বঙ্গভাষার ঐতিহাসিককে এক দিন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য যে আকাঙ্ক্ষা গত কয়েক বর্ষ হইতে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মন

আন্দোলিত করিয়াছে, তাহা সাহিত্য-পরিষদের নানা চেষ্টা ও আবেদনের মধ্যে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। ১৩১২ সালে প্রথম রামেন্দ্র বাবুই এই সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য এক প্রস্তাব করেন এবং তাহার ফলে এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। এইখান হইতেই এ সম্বন্ধে এক দেশব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৩১৪ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই নবীন আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত্তি দান করিয়াছিল। সম্মিলনের কল্পনা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন রামেন্দ্র বাবু। কাশিমবাজারের সেই প্রথম সম্মিলনে রামেন্দ্র বাবুই সারস্বত ভবন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন ও সে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সম্মিলনের বৈঠকে আর একটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রামেন্দ্র বাবুর অনুরোধে লালগোলার বদান্য রাজাবাহাদুর পরিষৎ-মন্দিরের দ্বিতল নির্ম্মাণের ব্যয়ভার-বহনে অঙ্গীকার করেন। ১৩১৫ সালে কাশিমবাজারের মাননীয় মহারাজের এবং লালগোলার রাজাবাহাদুরের বদান্যতায় সাহিত্য-পরিষদের মন্দির নির্ম্মিত হইলে, পরিষৎ সমারোহের সহিত নবগৃহে প্রবেশ করেন। অনেক বিদ্যোৎসাহী ধনী ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। রামেন্দ্র বাবু তাঁহাদের নিকট একটি স্থায়ী ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার সংকল্প উপস্থাপিত করিলে, তাঁহারা সেই ভাণ্ডারে অর্থ-সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে প্রায় ২৩ সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল। রামেন্দ্র বাবু আমরণ যখের মত এই স্থায়ী ভাণ্ডারটিকে পাহারা দিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রতি হস্তক্ষেপ তিনি কিছুতেই সহিতে পারিতেন না।

ইহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৩১৬ সালে রামেন্দ্র বাবু পরিষৎ মন্দিরে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতার প্রবর্ত্তন করেন এবং নিজেই ইহার প্রস্তাবনাস্বরূপ 'মায়াপুরী' নামক একটি অতি সারগর্ভ ও সরস রচনা পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে রামেন্দ্র বাবু অতি সুন্দর ভাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নানা বৈজ্ঞানিক শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশে এই বিশ্বকে এক বিচিত্র মায়াপুরীরূপে পরিণত করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য রামেন্দ্র বাবু যেমন হৃদয়গ্রাহী ভাবে বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেন, তেমন আর কেহই পারেন নাই। এমন সুন্দর ও সরল ভাবে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের গভীর ও জটিল বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাহা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিত।

রামেন্দ্র বাবু যে বৈজ্ঞানিক বক্তৃতামালার উদ্বোধন করেন, তাহাতে ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক ও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। কিছু দিন চলিয়া এই বক্তৃতামালা বন্ধ হইয়া যায়। পরে আবার সার জগদীশচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে এইরূপ বক্তৃতার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু প্রভৃতিকে আমরা বক্তারূপে পাইয়াছি।

১৩১১ সাল হইতে লালগোলার রাজাবাহাদুর গ্রন্থপ্রকাশে সাহায্যার্থ তিন শত টাকা করিয়া দিতেছেন। পরে ১৩১৫ সাল হইতে রাজাবাহাদুর এই দান বাড়াইয়া ৮০০৲ টাকা করেন।

১৩১৬ সালে পরিষদের চিত্রশালা (museum) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার অধ্যক্ষপদে মনোনীত হন। কাশিমবাজার ও লালগোলার নৃপতিগণ ও অন্য অনেক হিতৈষী ব্যক্তি মুদ্রা ও অন্যান্য সামগ্রী দান করিয়া ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন। এই বর্ষেই ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবে রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ সারস্বত ভবন-প্রতিষ্ঠার সংকল্প পরিগৃহীত হয়। এই সারস্বত ভবনের জন্য পরিষদের চিরসুহৃদ্ ও বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তারের স্তম্ভস্বরূপ কাশিমবাজারাধিপতি ভূমি দান করেন। পরে ১৩২৪ সালে বঙ্গদেশের গবর্ণর বাহাদুর লর্ড কারমাইকেল এই রমেশ-ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন। ১৩১৮ সালে বিখ্যাত পণ্ডিত রোদেনষ্টাইন চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া ইহার বহু সুখ্যাতি করেন। রমেশ-ভবন-নির্ম্মাণ রামেন্দ্র বাবুর জীবনের একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং ইহা যে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, এ ক্ষোভ তিনি কখনও ভুলেন নাই। আমাদের সকলেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, রমেশচন্দ্র-স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইলে তাহা রামেন্দ্র বাবুরই অন্যতম কীর্ত্তিস্তম্ভ হইবে। রামেন্দ্র বাবুর কথায় আমরাও সকলকে আহ্বান করি,—

"রমেশচন্দ্রের ভারতব্যাপী বন্ধুগণ, যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাঁহার সখা ছিলেন, গৃহে তাঁহার সুখ-দুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বত ভবন, বঙ্গের সারস্বত ভাণ্ডার, বঙ্গের জাতীয় চিত্রশালা, যেখানে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদ্ঘাটিত করিবে, যেখানে বর্ত্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোচিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশার ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রে চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পূজা পাইবেন, বঙ্গের লক্ষ্মী যেখানে আপন ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিবেন, সেই সরস্বতী-ভবন—সেই রমাভবন—সেই রমেশ-ভবনপ্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি।"

এই যুগে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে, যাহার প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম না করিয়া পারা যায় না। পরিষদের গ্রন্থাগার ১৩০১ সালে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবেই স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে ইহাতে অনেক মুদ্রিত ও হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি সংগৃহীত হয়। কিন্তু সম্প্রতি যে বিস্তৃত পুস্তকালয় পরিষদের শোভা সম্পাদন করিতেছে, তাহা পরিষদ্গ্রন্থাগারের বহুকালসঞ্চিত গ্রন্থরাশির দ্বারাও সম্ভব হইত না। পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংরক্ষিত পুস্তকরাশিই পরিষদ্গ্রন্থাগারের কলেবর ও মূল্য অশেষগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। বিদ্যাসাগর-লাইব্রেরী ১৩১৮ সালে পরিষদে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৩২৭ সালে রামেন্দ্র বাবুর সুহৃদ্ ও পরিষদের ভক্তস্বরূপ লালগোলার রাজাবাহাদুরের অর্থসাহায্যে ইহা পরিষৎ মন্দিরে স্থান পাইয়াছে, এবং অনুমানতঃ অচিরকালে ইহা পরিষৎ-পুস্তকাগারভুক্ত হইবে।

১৩১৯ সালে বল্লালসেনের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় এবং কাশিমবাজারাধিপের অর্থে তর্পণদীঘির তাম্রশাসন পরিষদের জন্য ক্রয় করা হয়। এই বর্ষেই রামেন্দ্র বাবুর যত্নে নীলরতন বাবু চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। চণ্ডীদাসের এতগুলি

পদ ইহার পূর্ব্বে আর কোনও গ্রন্থেই সংকলিত হয় নাই। পর বৎসর আর একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—সংগৃহীত হয় এবং প্রাচীন সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। রামেন্দ্র বাবু এই গ্রন্থের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয়, কোনও প্রাচীন গ্রন্থই এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সম্পাদিত হয় নাই। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, বঙ্গাক্ষরে লিখিত, বাঙ্গালা পুথি।

১৩১৮ সালে সাহিত্য-পরিষদের নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তন একটি বিশেষ ঘটনা। পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রের পরিসর-বৃদ্ধি হওয়ায় সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং পরিষদের সৌভাগ্যক্রমে রামেন্দ্রবাবু সে সময়ে কর্ণধার ছিলেন। নিয়মাবলী-পরিবর্ত্তনে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ-গুপ্তের সাহায্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঐ বৎসর সাহিত্য-পরিষৎ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে সংবর্দ্ধনা করেন। রবীন্দ্রবাবু তখনও বিশ্বের সভায় বরণীয় হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বঙ্গজননীর আশীর্ব্বাদস্বরূপ বাঙ্গালীর হস্তের মাঙ্গলিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অভিনন্দন রচনা ও পাঠ করিবার ভার পড়িয়াছিল রামেন্দ্র বাবুর উপর। অভিনন্দনের ভাষা সাহিত্যিক কারুকার্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। ১৩২১ সালে সাহিত্য-পরিষৎ রামেন্দ্র বাবুকে সংবর্দ্ধনা করেন। এই আনন্দোৎসবে অভিনন্দন পাঠ করিয়াছিলেন রবীন্দ্র বাবু। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিবিরহিত এই যুগলের শ্রদ্ধাবিনিময় বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। রামেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পূর্ব্বেও বাঙ্গালার এই দুইটি বরেণ্যতম সন্তানকে আমরা একবার বিচিত্র অবস্থানের মধ্যে একত্র দেখিতে পাইয়াছি। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রামেন্দ্র বাবু মানবলীলা সংবরণ করেন; ১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্র বাবু প্রাতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার কিছু পূর্ব্বেই রবীন্দ্রনাথের নাইট্ উপাধি-পরিত্যাগ সংবাদপত্রের স্তম্ভে তারস্বরে ঘোষিত হইয়াছিল। রামেন্দ্র বাবু রোগশয্যায় এ সংবাদ পাঠ করিয়া রবীন্দ্র বাবুর দর্শন কামনা করেন। সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্র বাবু রামেন্দ্র-সুন্দরের রুগ্ন শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন। তিনি জানিতেন না যে, রামেন্দ্র বাবুর অবস্থা সংকটাপন্ন; জানিবার কোনও উপায় ছিল না। কেন না, রবীন্দ্র বাবুর আগমনে ও তাঁহার ত্যাগের মাহাত্ম্যে রামেন্দ্র বাবু উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষুর স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা উত্তেজনায় উজ্জ্বলতর হইয়াছিল। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে রবীন্দ্র বাবু উপাধি-পরিত্যাগ-পত্রখানি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। আমি শুনিয়াছি যে, তাহার কিছু পরেই রামেন্দ্র বাবুর সংজ্ঞা-লোপ হয়; আর তিনি কথা কহেন নাই। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও রামেন্দ্র বাবু দেশহিতের জন্য কি প্রাণান্তিক আগ্রহের সহিত অনুভব করিতেন, উপরিলিখিত ঘটনা তাহারই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাঙ্গালার বিশ্ববন্দিত কবি রামেন্দ্রসুন্দরকে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহাই প্রত্যেক বঙ্গবাসীর অন্তরের কথা,—"সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধু

গণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।"

১৩১৯ সালে রামেন্দ্র বাবুর শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। মাথার পীড়ার জন্য তিনি পরিষদের কার্য্য হইতে কিছু কালের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু এ সময়েও তিনি পরিষদের কার্য্যে পরামর্শ ও উপদেশ দিতে বিরত হয়েন নাই। যেখানে ত্রুটি, যেখানে অসম্পূর্ণতা, যেখানে মনোমালিন্য ঘটিত, সেখানেই রামেন্দ্র বাবুর হস্ত-সংকেত কর্ত্তব্যপথ, উন্নতির পথ, শান্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ সকল বিষয়ে রামেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিতেই অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাই আজ তাঁহার অভাবে তাঁহারা, সহসা কর্ণধার বিয়োগে দুর্ব্বল মাঝিকেরাও যেরূপ চঞ্চল হইয়া পড়ে, সেইরূপই চঞ্চল হইয়াছেন।

রামেন্দ্র বাবু অসুস্থ শরীরেই কলিকাতা সাহিত্য-সম্মিলনে বৈজ্ঞানিক শাখার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যের আহ্বান তিনি কখনও অবহেলা করেন নাই এবং তিনি যে সেবাব্রত জীবনের সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রাণপাত করিয়া সম্পন্ন করিতে কখনও ত্রুটি করেন নাই। আমার মনে হয়, তিনি এমন করিয়াই তাঁহার ভঙ্গপ্রবণ স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর একটু সুস্থ হইতে না হইতেই তিনি নিজ ইচ্ছাক্রমে ১৩২২ সালে পরিষদের সহকারী সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। পরিষৎ যদিও তাঁহার যোগ্য, সহকারী সভাপতির পদ, তাঁহাকে প্রদান করিলেন, তথাপি সে নিষ্ক্রিয় পদে তিনি বেশী দিন আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি ১৩২৪ সালে স্বেচ্ছাক্রমেই গুরুতর শ্রমসঙ্কুল পত্রিকাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। পরিষৎ-পত্রিকা তাঁহারই স্নেহময় হস্তে গত দুই বৎসর কাল কাটাইয়াছে। পত্রিকা-সম্পাদন-কার্য্যে তাঁহার উৎসাহের অবধি ছিল না; সর্ব্ববিভাগে কৃতিত্ব থাকা হেতু তিনি পরিষৎ-পত্রিকাখানিকে অনেক বিষয়ে উন্নীত করিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্র বাবুর শরীর দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এই কারণে গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে পরিষৎ, তাঁহাদের দেয় সর্ব্বোচ্চ সম্মান—সভাপতিপদ— তাঁহাকে প্রদান করিলেন। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এই সভাপতি-পদ বহু দিন পূর্ব্বে রামেন্দ্র বাবুর পাওয়া উচিত ছিল। তাঁহারা জানেন না যে, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগের পরামর্শ সাধারণতঃ রামেন্দ্র বাবুর ভবনেই হইত এবং রামেন্দ্র বাবুর নির্দ্দেশ-মতই অনেকটা কার্য্য হইত। এ ক্ষেত্রে রামেন্দ্র বাবুকে সভাপতিপদ-গ্রহণে সম্মত করা দুঃসাধ্য ছিল। এ বৎসর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহাকে সভাপতি-পদে মনোনীত করিলেন শুনিয়া তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি,—"আমি চিরজীবন পরিষদের সেবকের কার্য্য করিয়া যাইব, ইহাই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা— পরিষদের নেতৃত্বগ্রহণ আমার কাজ নহে। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি আমার এই চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষায় বাধা দিবেন কি?"

আমি এত ক্ষণ সাহিত্য-পরিষদের দিক্ দিয়াই রামেন্দ্র বাবুর কার্য্যকলাপের আলোচনা

করিয়াছি। বস্তুতঃ আমার মনে হয় যে, সাহিত্য-পরিষদের প্রথম পঞ্চবিংশ বর্ষের ইতিহাস অনেকাংশে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর জীবন-চরিত। কিন্তু সাহিত্যেও তাঁহার কৃতিত্ব কম ছিল না। রামেন্দ্রবাবুর 'প্রকৃতি' ও 'জিজ্ঞাসা' বঙ্গসাহিত্যের অপরিহার্য্য অঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ভাষার সৌষ্ঠবে ও প্রসাদগুণে এবং ভাবের গভীরতায় এই দুইখানি গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ্। 'জিজ্ঞাসা' জার্ম্মাণ ভাষায় অনূদিত হইতেছে। রামেন্দ্র বাবুর ভাবুকতা চিন্তার প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দেয়; তাঁহার সংশয়-বিতর্কপ্রশ্নের মধ্যে পাঠক নিজের মনের প্রতিবিম্ব দেখিতে পান। আমি ভরসা করি যে, রামেন্দ্র বাবুর চিন্তা-প্রণালীর সহিত পাশ্চাত্যজগতের পরিচয় হইলে, তাহা যথেষ্ট আদৃত হইবে। রামেন্দ্র বাবুর 'চরিতকথা'য় কতকগুলি সুন্দর জীবনী অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহার কয়েকটি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার 'কর্ম্মকথা'র অনেক দার্শনিক ও চারিত্রনৈতিক তত্ত্ব প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের সহিত, অথচ সাধারণের সহজবোধ্য ভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'ধর্ম্মের জয়', 'যজ্ঞ' ও 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' নামক প্রবন্ধে তিনি যে মনস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অন্য কোনও লেখকের মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার প্রবন্ধগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে, গভীর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বগুলি তাহাদের স্বাভাবিক জটিলতা পরিহারপূর্ব্বক প্রায়শঃ কবিত্বের মাধুর্য্যসম্পদ্ লাভ করিয়াছে। তিনি খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মত পারিভাষিক শব্দ-কণ্টকিত নীরস নিবন্ধের দ্বারা সত্যের শবব্যবচ্ছেদ করেন নাই সত্য, কিন্তু তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে সত্যকে কোনও দিন আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। আধুনিক যে শ্রমবিভাগ-ফলে জড়বিজ্ঞান জড়ের ধর্ম্ম লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, আত্মীয় ব্যাপারের প্রতি ফিরিয়াও চাহে না; যে রসায়নবিদ্যা পদার্থের সংযোগ-বিয়োগ লইয়াই ব্যস্ত থাকে, পদার্থের উৎপত্তি ও লয়ের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চেষ্টা করে না; সে শ্রমবিভাগ তাঁহাকে তৃপ্ত করিতে পারে নাই। একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক যেমন নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডল এবং আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম-পরম্পরাকে প্রকৃতির দুই রহস্য মনে করিয়া যুগপৎ তাহাদের উল্লেখ করিয়াছিলেন, রামেন্দ্র বাবু তাঁহার জীবনে সত্যের সেইরূপ অখণ্ডনীয় স্বরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্বের মধ্যে এমন অপূর্ব্ব রসসঞ্চারে সমর্থ হইয়াছিল যাহার দৃষ্টান্ত বঙ্গসাহিত্যে বিরল। এই বৈশিষ্ট্যই ভারতবর্ষের একান্ত নিজস্ব প্রতিভা। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র অথবা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, কেহই ভারতীয় প্রতিভার সেই নিজস্ব প্রভাব হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বিজ্ঞানালোচনার মধ্যেও উপনিষদের সেই চিরপুরাতন সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞানাগারের ধূলিধূম, অ্যাসিড্ ও অ্যালক্যালির মধ্যেও ভারতের সনাতন জ্ঞানগরিমা অভিব্যক্তি লাভ করিতে ছাড়ে নাই।

সাহিত্য-বিভাগে রামেন্দ্র বাবুর প্রতিভা নানা দিক দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তিনি

নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়া মাতৃভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলি এখনও মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে আবদ্ধ রহিয়াছে। সেগুলিকে মুক্তি দান করিয়া কবে আমরা দিনের আলোকে লইয়া আসিতে পারিব, তাহা বিধাতাই জানেন। তবে বঙ্গসাহিত্যের হিতকামী কোনও ব্যক্তি এই বিষয়ে মনোযোগী হইলে ভাল হয়। আমরা সাহিত্য-সংসারে যেরূপ স্বল্প মূলধন লইয়া ব্যবসায় করি, তাহাতে রামেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধের ন্যায় অমূল্য সম্পদ্ অবহেলা করিয়া ফেলিয়া রাখিলে আমাদিগকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত রামেন্দ্র বাবুর বিচিত্র জ্ঞানভাণ্ডার হইতে কি অপূর্ব্ব রত্ন-সকল আহরণ করিয়াছেন, তাহা 'বিচিত্র প্রসঙ্গে'র পাঠকগণের অবিদিত নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে রামেন্দ্র বাবু তাঁহার কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের সভায় যে দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন এবং যাহা 'ভারতবর্ষে'র কতিপয় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল, সেগুলিও ভাবসম্পদে অতুলনীয়।

সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থ-বিভাগে রামেন্দ্র বাবুর ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। এই দুরূহ গ্রন্থের যথাযথ অনুবাদ করিতে ত্রিবেদী মহাশয়কে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইহার অনুবাদ করিতে গিয়া তাঁহাকে লুপ্ত বৈদিক ক্রিয়াকলাপের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয় করিতে হইয়াছিল। মার্টিন হাউগ কর্ত্তৃক যে অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই পৃথিবীর সাহিত্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম অনুবাদ। কিন্তু এই অনুবাদ বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের সম্বন্ধে জগতে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করিয়াছিল, রামেন্দ্র বাবু বঙ্গভাষায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সঠিক অনুবাদ করিয়া একটি দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করিয়াছেন। বৈদিক যজ্ঞকাণ্ড সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছিলেন, তাহাও এই অনুবাদের অন্যতর ফল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুদিত হইয়া 'ভারতীয় শাস্ত্রপিটক' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রামেন্দ্র বাবুর ইচ্ছা ছিল যে, এই গ্রন্থমালায় অনেক প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা 'শতপথব্রাহ্মণের' বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। দীঘাপাতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় রামেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই পুস্তকের ব্যয়ভার বহন করেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহার যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা দিয়ে দেওয়া হইল,—

জীবনী-আলোচনা

৺রজনীকান্ত গুপ্ত, ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী।

প্রাচীন সাহিত্য

কালীনাথ রায়ের বংশপরিচয় ও কাল-নির্ণয়, কাশীরাম দাস (ইঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থ পরিষৎ যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার মূলেও রামেন্দ্র বাবু ছিলেন।)

'চম্পককলিকা' পুথি সম্বন্ধে মন্তব্য।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর নিকট পরিষদের ঋণ অপরিশোধনীয়। তিনি প্রথম হইতেই পরিষদে যাহাতে এই বিষয়ের আলোচনা হয়, তাহার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং প্রায় সমস্ত পরিভাষা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। নিম্নলিখিত পরিভাষাগুলি সংকলন ও সংগ্রহ করিয়া তিনি বঙ্গভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন,—

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, রাসায়নিক পরিভাষা, ভৌগোলিক পরিভাষা, শারীরবিজ্ঞান-পরিভাষা, ব্রেটন সাহেবকৃত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

একখানি প্রাচীন দলিল, রাঙ্গামাটি সম্বন্ধে মতামত; আর একখানি প্রাচীন দলিল, গ্রামদেবতা।

পুস্তক ও পুথি

পরিষদের পুথিশালা রামেন্দ্র বাবুই স্থাপন করেন। তিনি এবং ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী পুরাতন পুস্তকের দোকানে দোকানে ঘুরিয়া পুরাতন পুস্তক সংগ্রহ করেন। রামেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশ করেন,—

মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা (লংসাহেবের সঙ্কলিত), বাঙ্গালা পুথির বিবরণ, বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রাচীন পুথির বিবরণ ১ম ও ২য়, বাঙ্গালার আদি রসায়ন গ্রন্থ, গৌরীমঙ্গল, চম্পককলিকা।

ভাষাতত্ত্ব

বাঙ্গালা ব্যাকরণ; বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত সম্বন্ধে মন্তব্য; বাঙ্গালা কারক প্রকরণ; না; ধ্বনি-বিচার।

কার্য্যের দ্বারা কর্ত্তার সম্যক্ পরিচয় দান করা সম্ভবপর নহে। সাহিত্য-পরিষৎ-সম্পর্কে রামেন্দ্রবাবুর যে কার্য্যাবলী বিবৃত হইল, তাহা অসাধারণ-রূপে বৃহৎ হইলেও তিনি এ সমস্ত অপেক্ষাও মহত্তর ছিলেন। তাঁহার সুন্দর চরিত্র ও শুভ-ইচ্ছা তাঁহাকে এ সকলের অনেক উর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহার কীর্ত্তি অপেক্ষাও চরিত্র বড় ছিল; এবং সরলতা সে চরিত্রে অতি মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল।

তাঁহার কৃতকার্য্যতার মূলে যে গূঢ় মন্ত্র নিহিত ছিল, তাহা এই যে, তিনি আপনাকে কখনও প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। এই জন্যই সকলে স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত পরিশ্রম করিতে অগ্রসর হইত। তিনি ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কাজ করিয়া যাইতেন; এই জন্যই তিনি সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

পরিষদের মঙ্গলের জন্য তাঁহার চিন্তার অন্ত ছিল না। রোগে অবসন্ন, শ্রমে অসমর্থ, মস্তিক দুর্ব্বল—তথাপি তিনি পরিষদের চিন্তায় অস্থির। চিকিৎসক নিষেধ করিতেছে; বন্ধুগণ সতর্ক করিতেছে, আত্মীয়-স্বজন বিরক্ত হইতেছে; তথাপি তিনি 'পরিষৎ' 'পরিষৎ' করিয়া পাগল। পরিষদের কর্ম্মচারিগণকে বাড়ীতে ডাকিয়া তিনি সমস্ত বিভাগের সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতেন। ইহাতে তাঁহার বিরতি ছিল না; শ্রান্তি-বোধ ছিল না। যদি কখনও শুনিতেন যে, কোনও বিভাগের কার্য্যে ত্রুটি ঘটিয়াছে, তখনই তাহার সংশোধনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট চিঠির পর চিঠি লিখিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের যে কতখানি অনিষ্ট হইত, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতেন না। ব্যোমকেশবাবুর মৃত্যুতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যদি আর কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে সে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ;—

"সাহিত্য-পরিষদে ব্যোমকেশ আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছিল, সাহিত্য-পরিষদে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিল—আপনাকে অর্পণ করিয়াছিল। জীবন অর্পণের কথা, জীবন উৎসর্গের কথা পুঁথিতে পড়িয়াছি, বক্তৃতা মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু কার্য্যতঃ অধিক দেখি নাই। ব্যোমকেশ তাহা দেখাইয়া গিয়াছে। … … ব্যোমকেশে যে দৃষ্টান্ত দেখিলাম, তাহা জীবনে অধিক দেখি নাই।"

আমরাও বলি, রামেন্দ্রসুন্দরে যে দৃষ্টান্ত দেখিলাম, জীবনে তাহা আর দেখি নাই। তাঁহার আত্মা কল্যাণযুক্ত হউক, তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রহুক, সাহিত্য-পরিষৎ, সারস্বত-ভবন, সাহিত্য-সম্মিলন জয়যুক্ত হউক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

দশম মাসিক অধিবেশন

১৮ই ফাল্গুন ১৩২৫, ২রা মার্চ্চ ১৯১৯, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীরামহরি ভড় বি এল্, শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি এ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীশচীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীভবেন্দ্রলাল দাস বি এস্ সি, শ্রীসত্যচরণ নন্দী, শ্রীসতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীমধুসূদন পাল, শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীমণীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীচারুচন্দ্র শীল, শ্রীবিজনকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীবাসুদেব ঘোষ, শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সহঃ সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়ের "সমতটের পূর্ব্বে", (খ) ও (গ) রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ বাহাদুরের "এ দেশে ভূ-ভ্রমবাদ" এবং "আট শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা শব্দ" নামক প্রবন্ধত্রয়। ৫। শোক-প্রকাশ—অধ্যাপক ভাগ্যধর মল্লিক এম্ এস্‌সি মহাশয়ের পরলোক-গমনে। ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ও বর্ত্তমানে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে আমি পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্ত সভার সভাপতি নির্ব্বাচনে তাঁহাকে পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে এক আনন্দজ্ঞাপক পত্র প্রেরিত হইবে। তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তিকে এসিয়াটিক সোসাইটি, সভাপতি-পদে বরণ করিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়কর্ত্তৃক পরলোকগত ডাক্তার

রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের জন্য শোক-প্রকাশার্থ আহূত পরিষদের ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল। তৎপরে গত নবম মাসিক ও সপ্তম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন ;—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নির্ব্বাচিত সদস্য
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীনিতাইসুন্দর সিংহ এম্ এ হেড্ মাষ্টার, জগবন্ধু ইন্‌ষ্টিটিউশন, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।
„	„	শ্রীনিশিকান্ত বসু চৌমুহিনী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ	শ্রীসত্যচরণ নন্দী	শ্রীনরেন্দ্রনাথ দালাল, বি এস্‌সি, বি এল্, ১১ উল্টাডিঙ্গি মেন রোড।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোন কোন বঙ্গসাহিত্যানুরাগিণী মহিলা পরিষদের সদস্য-পদ গ্রহণে সম্মত আছেন। পরিষদের নিয়মে কোন বাধা না থাকিলে তিনি অদ্যকার সভায় একজন মহিলাকে পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচন জন্য প্রস্তাব করিবেন। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, মহিলা সদস্যগ্রহণে পরিষদের নিয়মে কোন বাধা নাই। তৎপরে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, শ্রীমতী জগৎমোহিনী সিংহ মহাশয়াকে (১৩ বলরাম বসুর ফার্ষ্ট লেন, ভবানীপুর) পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচন করা হউক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত মহিলা পরিষদের সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হউক।

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১) পুণ্যপ্রতিমা, শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী—(২) তত্ত্ব-সন্দর্ভ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—(৩) বসুরহাট বাণী-সম্মিলনী ২য় অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ (ধান্যকুড়িয়া), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, (৪) কতকগুলি মাসিক পত্রিকা, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র, (5) On Some Proverbs from the Tangail Sub-Division in the District of Mymensingh in Eastern Bengal. (6) Further Notes on a Case of Human Sacrifice and Cannibalism from the District of Nadiya, Bengal. (7) Indian Ophiolatry and Snake-worship of the Negroes of the West Indies. (8) Riddles current in the District of Chittagong in Eastern Bengal. Pt. I, (9) Notes on Some Ho Riddles. (10) On the Use of the Swallow-worts in the Ritual, Sorcery and Leech-craft of the Hindus and the Pre-Islamitic Arabs. (11) Further Note on the

Use of Swallow-worts in the Ritual of the Hindus. Director General of Archaeology in India. (12) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Part I. 1916-17. Superintendent, Archaeological Survey of India, Western Circle—(13) Progress Report of the Archaeological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st March 1918. Director of Statistics—(14) Statistics of British India Vol. II, 1918. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.—(15) Progress of Education in India, 1912-17.

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলির নিম্নোক্তরূপে আলোচ্য বিষয়গুলির উল্লেখ করিলেন। প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

"সমতটের পূর্ব্বে"—অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ মহাশয়-লিখিত; প্রবন্ধের সার মর্ম্ম এইরূপ,—

চীন-পর্য্যটক য়ুয়নচুয়াং বলেন যে, সমতটের পূর্ব্বে এই দেশগুলি ছিল,—(১) শি-হ-লি-চ-ট-লো—সমতটের উত্তরপূর্ব্বে, সমুদ্রতটে ও পর্ব্বতমধ্যে। (২) ক-মো-লং-ক—শিহলিচটলোর দক্ষিণপূর্ব্বে সমুদ্রের শাখার উপরে। (৩) তো-লো-পো-তি—কমোলংকের পূর্ব্বে। (৪) ই-শং-ন-পু-লো—তোলোপোতির পূর্ব্বে। (৫) মোহ-চন্-পো—ইশংনপুলোর পূর্ব্বে। (৬) ই-য়েন্-সো-ন-চৌ—মোহচন্পোর দক্ষিণ-পশ্চিম।

Thomas Watter-এর অনুবাদ অবলম্বনে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। চীন পর্য্যটকের মতে সমতটের অবস্থান এইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ৯০০ লি পূর্ব্বে করতোয়া নদী পার হইয়া, কামরূপ উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে ১২০০ কি ১৩০০ লি দক্ষিণে সমতট। অর্থাৎ ঢাকা, ফরিদপুর লইয়া বর্ত্তমান ঢাকা-বিভাগের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ ও সুন্দরবন লইয়া সমতট। সমতট হইতে ৯০০ লি পশ্চিমে তান্-মো-লিহ্-তি অর্থাৎ তাম্রলিপ্তি বা তমোলুক।

প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা প্রবন্ধলেখক স্থির করিয়াছেন যে,—(১) শি-হ-লি-চ-ট-লো—শ্রীহট্ট। (২) কমোলংক—কমলাঙ্ক বা কোমিল্লা। (৩) তোলোপোতি—ত্রিপুরাপতির রাজ্য। (৪) ইশংনপুলো—ত্রিপুরা ও সান্-রাজ্যের মধ্যে যে জনপদ, তাহাই ইশংনপুলো বা বিষ্ণুপুর (ভুবন পাহাড়ের পূর্ব্বভাগের পাদপ্রদেশে বিষ্ণুপুর নগর ছিল)। (৫) মোহচন্পো—ব্রহ্মদেশের তামোর উত্তরে "শম্পানাগো" অর্থাৎ 'চম্পানগর'। (৬) ইয়েন-সোনচৌ—যবদ্বীপ। "জম্বুদ্বীপের অধিপতি" ব্রহ্মরাজগণের একটি উপনাম ছিল। 'জম্বুদ্বীপ' যবদ্বীপের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়।

"এ দেশে ভূ-ভ্রমবাদ"—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয়-লিখিত। প্রবন্ধের মূল মর্ম্ম এইরূপ,—

(১) পৃথিবীর আপন অক্ষে আবর্ত্তনের কথা আর্য্যভট এ দেশে প্রচার করেন। তাঁহাকে সেই গতির আবিষ্কর্ত্তা বলা যায় না। প্রাচীন ভারতের জ্যোতিষীরা পৃথিবীর আহ্নিক গতি স্বীকার করিতেন। (২) পৃথিবীর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ বা পৃথিবীর বার্ষিক গতিও প্রাচীনগণের অপরিচিত ছিল না। প্রবন্ধে তাহাই সপ্রমাণের চেষ্টা।

"আট শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা শব্দ"—শ্রীযুক্ত রায় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম্ এ মহাশয়-লিখিত। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় এইরূপ,—

ট্রিভেণ্ড্রম্ সংস্কৃত গ্রন্থাবলীভুক্ত অমরকোষের ১ খানি টীকা হইতে বহু বাঙ্গালা শব্দ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, তাহার কতক রূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, কিছু বা বিলুপ্ত হইয়াছে। অপর শব্দগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া কএকটি সূত্র নির্ম্মাণের প্রযত্ন করা হইয়াছে। টীকাকার বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দ। টীকার নাম 'টীকা-সর্ব্বস্ব', রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ১২শ শতক।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, পরলোকগত অধ্যাপক ভাগ্যধর মল্লিক এম্ এস্‌সি মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশ প্রসঙ্গে বলিলেন, অকালে পরলোকগত ভাগ্যধর মল্লিক মহাশয়কে আমি বাল্যাবধি জানি। তিনি সুচরিত্র, মেধাবী ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে কলিকাতা করপোরেশনের গঠিত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ঔষধালয় খুলিয়া নানা ভাবে পল্লীবাসিগণের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার জন্মভূমি হাওড়া আমতার নিকটস্থ প্রদেশে এই মহামারীর প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাগ্যধর বাবু নিজ ব্যয়ে ডাক্তার ও ঔষধ-পথ্যাদি সহ পীড়িত দেশবাসীর সেবা করিতে গিয়া নিজে মহামারীতে আত্মবলিদান দেন। তাঁহার ন্যায় অল্পবয়স্ক পরদুঃখকাতর শিক্ষিত ব্যক্তি বিরল। তিনি প্রসিদ্ধ মান্যবর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। দুঃখের বিষয় বা সুখের বিষয়, তাঁহার সহধর্ম্মিণী মাত্র ৮।৯ মাস পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ স্বর্গগত এই নবীন দম্পতির যুগল-আত্মার মঙ্গল ও শান্তি বিধান করুন, ইহাই প্রার্থনা। ভাগ্যধর বাবু বঙ্গের সাহিত্য জাতির অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া সাহিত্য-জাতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলে পর সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

১১ই চৈত্র ১৩২৫, ২৫শে মার্চ্চ ১৯১৯, মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬॥০টা।

উপস্থিতি—

সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু (সভাপতি)

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক, শ্রীযামিনীকান্ত সেন বি এ, শ্রীচারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্ব-ভূষণ, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক বি এ, শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ ডি, শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, পি এচ ডি, শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ বি ই, স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসত্যচরণ বসু এম্ এ, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীশশাঙ্কভূষণ সিংহ এম এ, শ্রীবিনয়কুমার সেন এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বি এল্, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীকুমারকৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটর্ণি, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, শ্রীগৌরহরি সেন, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীকালীকুমার বসু, শ্রীবিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীকৃষ্ণদাস মিত্র মজুমদার বি এ, শ্রীশ্রীশচন্দ্র পাল, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরাধাকান্ত গোস্বামী, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস ঘোষ, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীললিতমোহন দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন রায় চৌধুরী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, শ্রীসরোজকুমার চৌধুরী, শ্রীললিতমোহন ঘোষ, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, শ্রীসর্ব্বেশ্বর পাল চৌধুরী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বটব্যাল, শ্রীহরিপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাসবিহারী দত্ত রায়, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
কিরণচন্দ্র দত্ত } সহকারী সম্পাদক।

পরিষদের সভাপতি সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত পঞ্চম বক্তৃতার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়।

বক্তৃতার বিষয়—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর রসায়নাচার্য্য, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্ মহাশয়-কর্তৃক "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

পরিষদের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভারম্ভে সভাপতি মহাশয় আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলো-

চনা করিয়া শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরকে "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আহার-তত্ত্ব

প্রথম বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার

স্বাস্থ্য ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। মানুষ যখন নিজ কর্ম্মদোষে এই আশীর্ব্বাদলাভে বঞ্চিত হয়, তখন তাহার ন্যায় দুঃখী জগতে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। খাদ্যের দোষে অথবা খাদ্যের পরিমাণ অধিক বা অল্প হইলে আমাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং রোগ ও অকাল-মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

শরীর ধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্যের মধ্যে কতিপয় বিভিন্ন জাতীয় উপাদানের অবস্থিতি একান্ত আবশ্যক। আমরা পরে এই সকল উপাদান সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। আপাততঃ বক্তব্য এই যে, এই সকল ভিন্নজাতীয় উপাদানসমূহের যে-কোন একটির কম-বেশী হইলে দেহমধ্যে নানাবিধ রোগের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

মাংস, দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্যবিশেষের মধ্যে অনেক সময়ে নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে। বিশেষ সাবধানের সহিত এই সকল খাদ্য ব্যবহার না করিলে নানা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। মাছ বা মাংস বিকৃত হইলে উহার মধ্যে অনেক সময়ে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ (Ptomaines) উৎপন্ন হয়। এরূপ খাদ্য ভক্ষণ করিলে মহা বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অধর্ম্মাচারী ব্যবসায়িগণ যৎসামান্য লাভের জন্য নিত্য-ব্যবহার্য্য অনেকানেক খাদ্য দ্রব্যের সহিত নানাবিধ দুষ্পাচ্য বা অখাদ্য পদার্থ ভেজাল দিয়া থাকে। এইরূপ খাদ্য গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

যথোচিত পরিমাণ খাদ্যের অভাবে ব্যক্তিগত ও জাতিগত দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। জাতি দুর্ব্বল হইলে, উহার রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং যে-কোন সংক্রামক রোগের আবির্ভাব হইলে বহুসংখ্যক লোক উহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথবা জীবন্মৃত হইয়া থাকে। জাতি দুর্ব্বল হইলে শীঘ্র দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং দারিদ্র্য জাতিগত গুণরাশিনাশের কারণ হয়। জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার প্রধান সহায়—যথোচিত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। (এই স্থলে বক্তা বাঙ্গালী যুবকের দেহ যাহাতে বলিষ্ঠ হয়, তৎসম্বন্ধে স্বদেশভক্ত ও স্বজাতি-বৎসল স্বামী বিবেকানন্দের একটি উপদেশ উদ্ধৃত করেন এবং ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ্ সাহায্যে এই মহাপুরুষের আলোকচিত্র প্রদর্শন করেন)।

খাদ্যের ব্যবহারিক ব্যবস্থায় মানবজাতির সামাজিক ও নৈতিক জীবন যথেষ্ট উন্নতি

লাভ করিয়াছে এবং ইহা দ্বারা আমাদের সৌন্দর্য্যগ্রাহিকা শক্তিও বিশেষভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনেকের ধারণা এই যে, বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে। যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে সাধারণ বাঙ্গালীর খাদ্যের সহিত স্বাস্থ্যের অবনতির কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা এই উপলক্ষে আমাদিগের আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে।

খাদ্য কাহাকে বলে? যাহা গ্রহণ করিলে আমাদের শরীরের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন হয় এবং যাহা দ্বারা আমরা তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি প্রাপ্ত হই, তাহাই খাদ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা চারি প্রকার; যথা,—(১) শারীরিক ক্ষয়পূরণ, (২) দেহের বৃদ্ধি-সাধন, (৩) তাপ-জনন, (৪) শক্তি-উৎপাদন।

(১) শারীরিক ক্ষয়পূরণ—আমরা সর্ব্বদা কোন-না-কোন পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি। আমাদিগের দেহাভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রসমূহও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কাজ নিয়ত সম্পন্ন করিতেছে। যে-কোনরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিলেই শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তাহা পরিপাক-যন্ত্রমধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া শারীরিক উপাদান নির্ম্মাণের উপযোগী হয়। পরে উহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চালিত হয় এবং যে স্থানে যে উপাদান ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, শোণিত-বাহিত জীর্ণ খাদ্য দ্বারা সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া থাকে।

এই স্থলে বক্তা কতিপয় ছায়াচিত্রের সাহায্যে অস্থি, মাংস, রক্তবাহিকা শিরা ও ধমনী, স্নায়ুমণ্ডল, মেদ, চর্ম্ম, মস্তিষ্ক, কসেরুকা, ফুস্‌ফুস্‌, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি নানাবিধ শারীরিক উপকরণ ও যন্ত্রাদি এবং তাহাদিগের ক্রিয়া সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

(২) দেহের বৃদ্ধি-সাধন—শরীরের ক্ষয়-পূরণ ব্যতীত দেহের বৃদ্ধিসাধনও খাদ্যের আর একটি কার্য্য। খাদ্য গ্রহণ করিয়াই শিশুর ক্ষুদ্র দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যের বৃহদাকার দেহে পরিণত হয়। ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের পর দেহ আর বাড়ে না, সুতরাং বালক ও যুবকের দেহের ওজন অনুসারে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ লোকের সে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হয় না। শারীরিক বৃদ্ধি স্থগিত হইলে পরিশ্রম-জনিত শারীরিক ক্ষয়-পূরণের জন্যই কেবল খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে।

(৩) তাপ-জনন—খাদ্যের আর একটি বিশেষ কার্য্য তাপ উৎপাদন করা। খাদ্যের সারাংশ যখন রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয়, তখন উহা হইতে শারীরিক ক্ষয়-পূরণের জন্য যতটুকু সার পদার্থের আবশ্যক হয়, দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজ নিজ প্রয়োজন মত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে। অবশিষ্টাংশ রক্তস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া সূক্ষ্মভাবে দগ্ধ হয় এবং এই দহনের ফলস্বরূপ তাপ উৎপন্ন

হয়। কাঠ, কয়লা প্রভৃতি পদার্থ যেমন বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হয় এবং তাপ ও কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প উৎপাদন করে, সেইরূপ আমাদিগের দেহ-মধ্যস্থ অঙ্গারঘটিত জীর্ণ খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থ প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইয়া তাপ ও কার্ব্বনিক্-এসিড্ বাষ্প উৎপাদন করিতেছে। নিশ্বাস-বায়ুর সহিত অক্সিজেন আমাদিগের ফুস্ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে ও তথায় রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয় এবং তদ্দ্বারা মৃদুভাবে দহন-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া তাপ ও কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প উৎপন্ন হয়। ইহা হইতেই আমরা শারীরিক উত্তাপ লাভ করিয়া থাকি এবং যে কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা দুষিত পদার্থ বলিয়া প্রশ্বাসের সহিত আমাদিগের শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায়।

এই স্থলে বক্তা কতকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা প্রশ্বাস-বায়ু-মধ্যে যে কত অধিক পরিমাণ বিষাক্ত কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প থাকে, তাহা প্রদর্শন করেন এবং বাসগৃহ-মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু-সঞ্চালনের আবশ্যকতা সরল ভাবে বুঝাইয়া দেন।

(৪) **শক্তি উৎপাদন**—আমাদের দেহমধ্যে নিয়ত যে তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা হইতেই আমরা কার্য্য করিবার সমস্ত শক্তি প্রাপ্ত হই। এঞ্জিন্ (Engine) চালাইবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা যেমন পাথুরে কয়লা পুড়াইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ আমাদিগের দেহ-যন্ত্র চালাইবার এবং পরিশ্রমঘটিত কার্য্য করিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, জীর্ণ খাদ্য দেহমধ্যে দগ্ধ হইয়া যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে আমরা ঐ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

তাপ এক প্রকার শক্তিমাত্র (A form of Energy)। তাপকে কৌশলে কার্য্য করিবার শক্তি (Mechanical energy), আলোক (Light), তড়িৎ (Electricity) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে। পুনশ্চ তড়িৎ প্রভৃতি যে কোনরূপ শক্তিকেও তাপ বা আলোক প্রভৃতি অন্য প্রকৃতির শক্তিতে পরিণত করা যাইতে পারে।

এই স্থলে বক্তা নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা এক প্রকৃতির শক্তি কিরূপ সহজে অপর প্রকৃতির শক্তিতে পরিণত হইতে পারে, তাহা সরল ভাবে বুঝাইয়া দেন।

জড় (Matter) ও শক্তি (Energy) লইয়াই এই জগৎ। জগতে যে পরিমাণ জড় পদার্থ আছে, তাহার সমষ্টির হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। এক কণা জড় পদার্থও নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে না, আবার এক কণাও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যাহাকে আমরা বিনাশ বা ধ্বংস বলি, তাহা পদার্থের রূপান্তর মাত্র। পদার্থের এককালীন বিনাশ বা ধ্বংস নাই।

জড় পদার্থ সম্বন্ধে যে নিয়ম, শক্তি (Energy) সম্বন্ধেও ঠিক তাই। জগতে মোটের উপর যে শক্তি আছে, তাহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। তবে জড় পদার্থের ন্যায় শক্তিরও রূপান্তর হইয়া থাকে। তাপ, আলোক, তড়িৎ, চুম্বকাকর্ষণ, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি এক একটি

প্রাকৃতিক শক্তি আমরা পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি করিলেও ইহারা একই আদিশক্তির রূপান্তর মাত্র। ইহাদিগের মধ্যে যে-কোন একটি শক্তিকে সহজেই আর একটি শক্তিতে পরিণত করিতে পারা যায়। তড়িৎশক্তি হইতে আলোক উৎপাদন এবং ট্রাম গাড়ীচালন ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, 'আহার-বস্তু' সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে বুঝাইতে চুণীবাবুর ন্যায় যোগ্য ব্যক্তি আর নাই, তাই তাঁহাকে আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিতেছি। তারপর এইরূপ ধারাবাহিক বক্তৃতা প্রবর্ত্তন দ্বারা বঙ্গদেশের কি পরিমাণে প্রভূত উপকার হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতি মহাশয়কে, এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে তাঁহার বক্তৃতার অন্তর্গত চিত্রগুলি প্রদর্শন করার জন্য সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী — সভাপতি।

নবম বিশেষ অধিবেশন

২৭শে চৈত্র ১৩২৫, ১০ই এপ্রিল ১৯১৯, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬৷০টা

উপস্থিতি—

মাননীয় সার্ শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার কে টি, এম্ এ, এম্ ডি (সভাপতি)

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটক, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ (পুষা), শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু, কবিরাজ শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেনশাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীকেদারনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন, শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীললিতমোহন ঘোষ, শ্রীহরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে, শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, শ্রীশান্তিসাধন বিশ্বাস, শ্রীভূদেব হালদার, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" কিরণচন্দ্র দত্ত } সহকারী সম্পাদক।

পরিষদের অগন্যতম সভাপতি সার্ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বক্তৃতামালার অন্তর্গত ষষ্ঠ বক্তৃতার জন্য এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়।

আলোচ্য বিষয়—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, এফ্ সি এস্, রসায়নাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা।

পরিষদের সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণের অনুপস্থিতি হেতু শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার্ মাননীয় সার্ শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার কে টি এম্ এ, এম্ ডি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইলেন যে, পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, সাহিত্য-সভার সম্পাদক এবং প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যসেবী রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর পরলোকগমন করিয়াছেন। সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং যথাসময়ে উপযুক্তভাবে শোক-প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত চুণীবাবু আরও জানাইলেন যে, তাঁহার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন জন্য আগামী ২রা বৈশাখ পরিষদের কার্য্যালয় বন্ধ রাখা হইবে এবং পরিষৎ কি ভাবে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, তাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

তৎপরে তিনি সেই দিনকার সভাপতি মহাশয়, বঙ্গদেশে উচ্চ-শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে বহু বৎসর ব্যাপিয়া যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাকে ভাইস চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত করিয়া গভর্ণমেণ্ট অতি যোগ্য ব্যক্তির উপর এই গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তির জন্য তিনি পরিষদের পক্ষ হইতে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

সভাপতি মহাশয় সাধারণভাবে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনার উপকারিতা বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, শ্রীযুক্ত চুণীবাবুকে তাঁহার বক্তৃতা দিবার জন্য আহ্বান করিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে, এই বিষয়ে আলোচনা করিতে রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু মহাশয়ের ন্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তি বিরল।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ-মত শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আহার-তত্ত্ব

(দ্বিতীয় বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার)

আমাদের দেহ—অস্থি, মাংস, চর্ব্বি, রক্ত প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা গঠিত। এই সকল উপকরণ এক একটি যৌগিক পদার্থ (Compounds) অর্থাৎ কতকগুলি মূল-পদার্থের (Elements) রাসায়নিক সম্মিলনে ইহারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত—মৌলিক ও যৌগিক। যে সকল পদার্থকে বিশ্লেষণ করিয়া সেই পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন নূতন পদার্থ উৎপাদন করিতে পারা যায় না, তাহাদিগকে মৌলিক পদার্থ (Element) কহে। অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্, অঙ্গার, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দস্তা, লৌহ ইত্যাদি এক একটি মৌলিক পদার্থ। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ এই পর্য্যন্ত ৮২টি মূল পদার্থ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখনও অনেক মৌলিক পদার্থ অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

মৌলিক পদার্থগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোনটি বা কঠিন, যেমন লৌহ; কোনটি বা তরল, যেমন পারদ; অন্যগুলি বাষ্পাকারে অবস্থিতি করে, যেমন অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ ইত্যাদি। কোনটি রক্তবর্ণ, যেমন তাম্র; কোনটির বর্ণ উজ্জ্বল পীত, যেমন স্বর্ণ; কোনটি ধূসর বর্ণের, যেমন লৌহ; কোনটি কৃষ্ণবর্ণের, যেমন অঙ্গার; কোনটি বা উজ্জ্বল শুভ্র, যেমন রৌপ্য; আবার কতকগুলি একেবারে বর্ণহীন, যেমন অক্সিজেন্, হাইড্রোজেন্, নাইট্রোজেন্ ইত্যাদি। মানুষের মত কাহারও প্রকৃতি অতি উগ্র, যেমন ক্লোরিণ (Chlorine); কেহ বা নিরীহ শান্তস্বভাব, যেমন নাইট্রোজেন্। মানুষের মত কেহ বা পাঁচ জনকে জ্বালাইয়া মারে, যেমন অক্সিজেন্; কেহ নিজেই পুড়িয়া মরে, অপরকে পোড়ায় না, যেমন হাইড্রোজেন্।

এই স্থলে বক্তা বিবিধ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা কতিপয় মৌলিক পদার্থের আকৃতি এবং প্রকৃতিগত বৈষম্য সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ একত্রে মিলিত হইয়া এক একটি যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। যৌগিক পদার্থের সংখ্যা করা যায় না। অস্থি, মাংস প্রভৃতি শারীরিক উপকরণসমূহ এক একটি যৌগিক পদার্থ। এই সকল উপকরণ ১৬টি মৌলিক পদার্থের সম্মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক উপকরণের মধ্যে ১৬টি মূল পদার্থের যে সকলগুলিই আছে, তাহা নহে। মাংসপেশীর মধ্যে নাইট্রোজেন্, অঙ্গার, হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্ ও গন্ধক আছে; অস্থির মধ্যে এই কয়টি মৌলিক পদার্থ ব্যতীত ক্যাল্‌সিয়ম্ (Calcium) ও ফস্‌ফরাস্ (Phosphorus) আছে; চর্ব্বির মধ্যে কেবলমাত্র অঙ্গার, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ থাকে।

আমাদের দেহ হইতে এই সকল উপকরণ নিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে; খাদ্যের দ্বারা সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া থাকে। অতএব যে সকল পদার্থ আমরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, তাহাদের মধ্যে এই সকল মৌলিক পদার্থের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, এই সকল মৌলিক পদার্থদিগকে তাহাদিগের মৌলিক আকারে গ্রহণ করিলে আমাদের শরীরের ক্ষয় পূরণ হয় না। পাথুরে কয়লা বা কাঠের কয়লার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ অঙ্গার আছে, কিন্তু কয়লা ভক্ষণ করিলে আমরা উহা হইতে আমাদিগের শরীর পোষণের উপযোগী অঙ্গার সংগ্রহ করিতে পারি না। বায়ুর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ নাইট্রোজেন্ ও

কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প আছে, কিন্তু আমাদিগের দেহরক্ষার জন্য যে নাইট্রোজেন্ ও অঙ্গারের আবশ্যক হয়, তাহা আমরা বায়ুস্থিত নাইট্রোজেন অথবা কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প হইতে সংগ্রহ করিতে পারি না। উদ্ভিদ্গণ, বায়ুর নাইট্রোজেন হইতে এবং ভূমির মধ্যে নাইট্রেট্ (Nitrate) নামক যে লবণ থাকে, তাহা হইতে নাইট্রোজেন্ গ্রহণ করে ও বায়ুস্থিত কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প হইতে দেহপোষণোপযোগী সমস্ত অঙ্গার সংগ্রহ করিয়া থাকে। ঐ নাইট্রোজেন্ ও অঙ্গার অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সহিত সম্মিলিত হইয়া উদ্ভিদ্শরীরে প্রোটীন্ (Protein), তৈল (Fat), শ্বেতসার বা চিনি (Carbohydrate) প্রভৃতি উদ্ভিদ্ ও প্রাণী-দিগের প্রাণধারণোপযোগী নানাবিধ খাদ্য সামগ্রীতে পরিণত হয় এবং উহারা বৃক্ষের ফল, মূল, কন্দ, বীজ প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। জীবগণ, উদ্ভিদ্জাত এই সকল সার পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি নিরপেক্ষ মাংসভোজী প্রাণিগণও প্রত্যক্ষভাবে না হউক, গৌণভাবে উদ্ভিদ্জগৎ হইতেই নিজ নিজ আহার সংগ্রহ করিয়া থাকে। তাহারা গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতি যে সকল প্রাণীর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারা সকলেই উদ্ভিদ্‌ভোজী অর্থাৎ উদ্ভিদ্জগৎ হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব কি আমিষভোজী, কি নিরামিষভোজী, সকল প্রাণীরই আহার সংগ্রহের আদিস্থান উদ্ভিদ্জগৎ।

এই স্থলে বক্তা কতিপয় ছায়াচিত্রের সাহায্যে উদ্ভিদ্ ও জীবজগতে অঙ্গার এবং নাইট্রো-জেন্ সংগ্রহের প্রণালী ও পরস্পরের মধ্যে এই দুই পদার্থের আদান-প্রদান সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প জীবগণের পক্ষে অতীব বিষাক্ত পদার্থ। জগদীশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে জীবগণ প্রতিনিয়ত প্রশ্বাসের সহিত উহা শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতেছে এবং বায়ু হইতে জীবনধারণের প্রধান সহায় অক্সিজেন্ বাষ্প গ্রহণ করিতেছে। জগৎরক্ষার এক অতি আশ্চর্য্য কৌশলে বায়ু হইতে এই বিষাক্ত কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প উদ্ভিদ্জগতের সাহায্যে দূরীভূত হইয়া বায়ুমণ্ডল পুনরায় নির্ম্মল এবং জীবগণের শ্বাসোপযোগী হইতেছে। কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প অঙ্গার ও অক্সিজেন্, এই দুই মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সম্মিলনে উৎপন্ন। গাছের পাতায় যে সবুজ রং প্রচুর পরিমাণে অবস্থিত করে, তাহা সূর্য্যকিরণ-সাহায্যে বায়ুস্থিত কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্পকে বিশ্লেষণ করিয়া, উহা হইতে শরীর-পোষণোপযোগী অঙ্গার সংগ্রহ করে এবং জীবের প্রাণরক্ষার প্রধান সহায় অক্সিজেন্ বাষ্পকে বায়ুমধ্যে পুনরায় প্রত্যর্পণ করে। অতএব জীবগণের পক্ষে যাহা বিষ, সেই কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্পই উদ্ভিদ্গণ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং উহার মধ্যে যে অক্সিজেন্ আছে, জীবগণের প্রাণরক্ষার জন্য উহাকে বায়ুমধ্যে পুনরায় ফিরাইয়া দেয়। এইরূপে জীব ও উদ্ভিদ্জগতের এই আশ্চর্য্য শ্বাসক্রিয়ার কৌশলে বায়ুর নির্ম্মলত্ব সংসাধিত হইয়া থাকে।

আমাদিগের শরীর-পোষণের জন্য খাদ্যের মধ্যে কতিপয় বিভিন্ন জাতীয় সার পদার্থের

(Nutritive principles) অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। সেই সকল সার পদার্থ কি, তাহাই আমরা এ স্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

দুগ্ধ প্রকৃতিদত্ত আদর্শ খাদ্য। দুগ্ধ আমাদিগের জীবনের এক অবস্থায় শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার একমাত্র অবলম্বন। জীব শৈশবে স্তনদুগ্ধ পান করিয়া শরীর ধারণ করে, তাহার অন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। দুগ্ধ দ্বারাই তাহার শরীর পোষণ হয়, দুগ্ধ পান করিয়াই তাহার দেহ দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও ওজনে বাড়িতে থাকে। শরীর রক্ষার জন্য যে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, তাহা সে দুগ্ধ হইতেই সংগ্রহ করে এবং চঞ্চল শিশু হাত-পা নাড়িয়া, হামা দিয়া, চলিয়া বা দৌড়িয়া যে পরিশ্রমের কার্য্য করে, তাহার জন্য তাহার যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা সে দুগ্ধ হইতেই আহরণ করে। অতএব দুগ্ধ শিশুর পক্ষে সর্ব্ববাদিসম্মত পূর্ণ খাদ্য (Complete food)।

এক্ষণে দেখা যাউক, দুগ্ধের মধ্যে কি কি সার পদার্থ (Nutritive principles) আছে।

দুগ্ধের মধ্যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থ অবস্থিতি করিতে দেখা যায়; এ সকলগুলিরই আকৃতি ও প্রকৃতি ভিন্ন। দুগ্ধের মধ্যে ছানা, মাখন, শর্করা বা চিনি, লবণ এবং জল আছে। আমাদের খাদ্যমধ্যে এই পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের অবস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইংরাজীতে ছানাজাতীয় পদার্থকে প্রোটীড্ (Proteid) বা (Protein), মাখনজাতীয় পদার্থকে ফ্যাট্ (Fat), শর্করাজাতীয় পদার্থকে কার্ব্বোহাইড্রেট্ (Carbohydrate), লবণজাতীয় পদার্থকে সল্টস্ (Salts) এবং জলকে ওয়াটার্ (Water) বলা হয়। ইংরাজী নামের পরিবর্ত্তে আমরা দুগ্ধজাত সার পদার্থসমূহের নাম লইয়া এই পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের নামকরণ করিলাম, যথা,—

(১)	ছানাজাতীয় উপাদান	... ...	Proteid
(২)	মাখনজাতীয় "	... ...	Fat
(৩)	শর্করাজাতীয় "	... ...	Carbohydrate
(৪)	লবণজাতীয় "	... ...	Salts
(৫)	জল "	... ...	Water

দুগ্ধ শিশুর পক্ষে উপযুক্ত ও পূর্ণ খাদ্য হইলেও বয়স্থ ব্যক্তির শুদ্ধ দুগ্ধের উপর নির্ভর করা চলে না; কারণ, তাহা হইলে প্রায় চার পাঁচ সের দুগ্ধ পান করিবার আবশ্যক হয়। এত দুগ্ধ খাইতে গেলে জল এবং ছানাজাতীয় উপাদান অনাবশ্যক অধিক পরিমাণে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়। পুনশ্চ প্রত্যহ কেবল দুগ্ধ পান করিলে আহারে অরুচি জন্মিয়া পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।

যখন আমরা শুদ্ধ দুগ্ধের উপর নির্ভর করিতে পারি না, তখন দুগ্ধের মধ্যে যে সকল সার পদার্থ আছে, উহাদিগকে অন্যান্য খাদ্য হইতে আমাদিগের সংগ্রহ করিবার আবশ্যক হয়। আমরা মাছ, মাংস, ডিম, চাউল, ডাল, ময়দা, ঘি, তৈল, চিনি, ফল, তরকারি প্রভৃতি

নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী হইতে উপরোক্ত পাঁচ জাতীয় সারপদার্থ সংগ্রহ করিয়া থাকি। মাছ, মাংস, ডিম, ডাল প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে ছানাজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। মাখন, ঘি, চর্ব্বি এবং উদ্ভিদ্‌জাত তৈল, এ সমস্তই মাখনজাতীয় পদার্থ। চাউল, ময়দা, যব, ডাল, চিনি, গুড়, ফল প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে শর্করাজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। এই সকল খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে বিবিধ লবণ জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে এবং ব্যঞ্জনের সহিত লবণ গ্রহণ করিয়া লবণের অভাব আমরা পূরণ করিয়া থাকি। সকল খাদ্যের মধ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে জল থাকে; এতদ্ব্যতীত পানীয়রূপে জল গ্রহণ করিয়া আমাদের দেহের জলের অভাব পূরণ হইয়া থাকে।

এক্ষণে এই সকল বিভিন্ন জাতীয় সারপদার্থের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে উপযোগিতা কি, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

(১) ছানাজাতীয় উপাদান।—শুদ্ধ এই জাতীয় উপাদানের মধ্যে নাইট্রোজেন্ আছে। সুতরাং মাংসপেশী প্রভৃতি নাইট্রোজেনযুক্ত দেহের উপকরণসমূহের পুষ্টি-সাধন ও ক্ষয়-পূরণ ছানাজাতীয় পদার্থের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। মাংসপেশীর ক্ষয়-পূরণ মাখনজাতীয় (Fat) বা শর্করাজাতীয় (Carbohydrate) উপাদানের দ্বারা হয় না। এই জন্য ছানাজাতীয় খাদ্যকে মাংস-গঠক (Flesh-former) খাদ্য কহে।

আমাদের খাদ্যের মধ্যে ছানাজাতীয় উপাদান কম থাকিলে দেহ সম্যক্ পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। শরীর জীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কার্য্যে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি থাকে না এবং মাংসপেশীর দৃঢ়তার অভাবে অধিক পরিশ্রম-জনিত কার্য্য করিবার সামর্থ্য কমিয়া যায়। আমরা যত দূর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে সাধারণ বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রদিগের খাদ্যে ছানাজাতীয় উপাদানের অর্থাৎ প্রোটিডের ভাগ কম থাকে, ইহাই আমাদের ধারণা। ইহার প্রধান কারণ যে অর্থাভাব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অর্থাভাব ব্যতীত খাদ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাবও ইহার আর একটি কারণ। দরিদ্র লোকে প্রত্যহ মাছ, মাংস, দুধ, ডিম প্রভৃতি ছানাজাতীয় খাদ্য দ্রব্য যথোচিত পরিমাণে আহরণ করিতে অসমর্থ। কিন্তু ডালের মধ্যে মাছ, মাংস অপেক্ষা ছানাজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে এবং ডাল, মাছ-মাংস হইতে অনেক সস্তা। সাধারণ বাঙ্গালীর ধারণা এই যে, ডাল অল্প পরিমাণে না খাইলে অজীর্ণ ও পেটের অসুখ হইবার সম্ভাবনা। এই ধারণা ঠিক সত্য নহে; এ সম্বন্ধে পরে আমি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। এ স্থলে কেবল এই কথা বলিতেছি যে, বাঙ্গালী যুবকদিগের খাদ্যে প্রোটীড্ বা ছানাজাতীয় উপাদানের বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার অভাবে তাহাদিগের শরীর যথোচিত বিকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না এবং তাহারা দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। ছানাজাতীয় খাদ্যের দ্বারা মাংস গঠিত হয়; সুতরাং পরিশ্রম-জনিত মাংসপেশীর ক্ষয় কেবল এই জাতীয় খাদ্যের সাহায্যে পূর্ণ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ছানাজাতীয়

খাদ্যের দ্বারা স্নায়ুর বল (Nervous Energy) বৃদ্ধি হয় এবং নানাবিধ দেহস্থিত রস প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা শারীরিক উত্তাপ এবং কার্য্য করিবার শক্তিও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

(২) **মাখনজাতীয় উপাদান**—ইহার মধ্যে কার্ব্বন্, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ আছে, নাইট্রোজেন্ মোটেই নাই ; সুতরাং ইহার দ্বারা মাংস-গঠন বা উহার ক্ষয়-পূরণ হয় না। ইহার প্রধান কার্য্য—তাপ এবং শক্তি উৎপাদন করা। শরীরের মধ্যে ইহা অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া দগ্ধ হয় এবং তদ্দ্বারা তাপ উৎপন্ন হয়। সেই তাপের কতকাংশ কার্য্যকরী শক্তিতে পরিণত হইলে, তদ্দ্বারা যাবতীয় পরিশ্রমের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইজাতীয় খাদ্য অধিক খাইলে কতকাংশ দেহমধ্যে চর্ব্বিরূপে পরিণত হয়, অপরাংশ পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই জাতীয় খাদ্য অপর সকল জাতীয় খাদ্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণ তাপ ও শক্তি উৎপাদন করিতে সমর্থ।

(৩) **শর্করাজাতীয় উপাদান**—এই জাতীয় খাদ্য হইতে আমরা কেবল তাপ ও শক্তি আহরণ করিতে সমর্থ হই। ইহা মাখনজাতীয় খাদ্যের ন্যায় তত অধিক তাপ উৎপন্ন না করিলেও দেহমধ্যে উহা অপেক্ষা সহজে ও শীঘ্র দগ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং তাপ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য আমরা এই জাতীয় খাদ্যের উপর অধিক নির্ভর করিয়া থাকি। এই জাতীয় খাদ্যের মধ্যে নাইট্রোজেন্ নাই, সুতরাং ইহা মাংসপেশী গঠনের সহায়তা করে না। ইহা পরিবর্ত্তিত হইয়া চর্ব্বিতে পরিণত হয় এবং দেহমধ্যে সঞ্চিত হইয়া মানুষকে মোটা করে। ঘি ও চিনি-মিশ্রিত মিষ্টান্ন যাঁহারা অধিক ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের দেহ প্রায় স্থূল হইয়া পড়ে। প্রধানতঃ এই জাতীয় খাদ্য আমাদের শরীরে বল বিধান করে। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, মাংস ভক্ষণেই শরীরে বল উৎপন্ন হয় ; এক্ষণে সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। মাংসপেশীর গঠন ও দৃঢ়তা ছানাজাতীয় খাদ্য (Proteid) দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু মাংসপেশী চালনা করিবার শক্তি মাখনজাতীয় ও শর্করাজাতীয় উপাদান হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। শ্রমসাধ্য ব্যায়াম বা অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইলে মাংসজাতীয় খাদ্যের পরিবর্ত্তে মাখন বা শর্করাজাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া অধিক সুফল লাভ করা যায়।

(৪) **লবণজাতীয় উপাদান**—ছানাজাতীয় পদার্থের ন্যায় ইহাও শরীর-গঠনের সহায়তা করে। অস্থি-গঠনে ক্যাল্সিয়ম্ ফস্ফেট্ নামক লবণ, পাচক রস (Gastric juice) প্রস্তুত করিবার জন্য সোডিয়ম্ ক্লোরাইড্, অক্সিজেন্ শোষণের জন্য রক্তের মধ্যে লৌহঘটিত লবণ, রক্তের ক্ষারত্ব সম্পাদনের জন্য নানাবিধ ক্ষারঘটিত লবণ, স্নায়ুমণ্ডলীর জন্য ফস্ফরাস্-যুক্ত লবণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। এই সকল লবণের অভাবে শরীরের উপকরণসমূহ ঠিক ঠিক ভাবে নির্ম্মিত হয় না।

(৫) **জল**—জল না হইলে জীবনধারণ করা যায় না। জল রক্তকে তরল অবস্থায় রাখে,

নতুবা রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়। জল পরিপাকের সাহায্য করে এবং পরিপাকপ্রাপ্ত খাদ্যকে তরল করিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবার সুবিধা করিয়া দেয়। জল, শরীরের যাবতীয় দূষিত পদার্থ মল, মূত্র ও ঘর্ম্মের আকারে শরীর হইতে নির্গত করিয়া দেয়। জল না পাইলে কার্ব্বন, নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি মূল পদার্থগুলি শরীর গঠন করিতে পারে না।

(৬) **ভিটামিন্** (Vitamines)—উপরোক্ত পাঁচ জাতীয় সারপদার্থ ব্যতিরেকে ভিটামিন্ নামক আর এক জাতীয় সারপদার্থ আমাদের খাদ্যের মধ্যে বিদ্যমান থাকার একান্ত আবশ্যক। ইহা যে কি পদার্থ, তাহা নিশ্চয় করিয়া এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। কিন্তু ইহা স্থির হইয়াছে যে, খাদ্যের মধ্যে অপর সকল জাতীয় সারপদার্থ যথাপরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও একমাত্র ভিটামিনের অভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না এবং বেরিবেরি (Beriberi), স্কর্ভি (Scurvy) প্রভৃতি কতকগুলি দুরারোগ্য রোগ উপস্থিত হয়। মাংস, দুধ, ডিম, চাল, ডাল, তরকারি ও ফল প্রভৃতির মধ্যে এই পদার্থ অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে। টাট্‌কা খাদ্যের অভাবে স্কর্ভি রোগ জন্মে। চাউল বেশী মাজা হইলে উহার ভিটামিন্ নষ্ট হইয়া যায়; এইরূপ চাউল ব্যবহার করিলে বেরিবেরি নামক এক প্রকার রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা।

বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় বক্তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

বক্তা শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়কে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণযোগে চিত্রাদি প্রদর্শন জন্য ধন্যবাদ জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৶০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য

যমানি ট্যাবলেট

Ptychotis Tablets

অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হয় পেটের গোলমাল হইতে। সেই জন্য পেটের সামান্য মাত্র অসুখও অবহেলা করা উচিত নয়। আমাদের 'যমানি ট্যাবলেট' সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা দরকার। ইহা সেবনে অজীর্ণ, অম্ল, উদরাময়, গ্রহণী, সূতিকা প্রভৃতি রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় এবং পেট ফাঁপা, চোঁয়া ঢেঁকুর উঠা, পেট কামড়ান প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক, পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি এবং সুনিদ্রা হয়। প্রত্যহ আহারান্তে সেবনে ওলাউঠা আক্রমণ করিতে পারে না।

দাম পাঁচ আনা মাত্র

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা

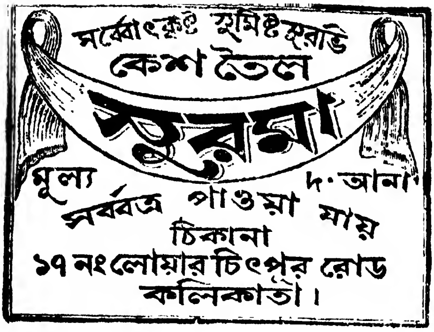

বলুন দেখি, এই সব উপসর্গ আপনার আছে কিনা?

(১) একটু মানসিক পরিশ্রমে আপনার মাথা ঘোরে কিনা?

(২) একটু গভীর চিন্তায় আপনার চিন্তাসূত্র বিচলিত হয় কিনা?

(৩) সর্ব্বদাই মানসিক বিষাদ আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে কিনা?

(৪) চেষ্টা করিয়া একটু প্রাণের প্রফুল্লতা আনিতে চান, কিন্তু সেটুকুও থাকে না—এরূপ অবস্থা আপনার হয় কিনা?

(৫) সর্ব্বদা আপনার মাথার মধ্যে উষ্ণতাবোধ ও জ্বালা করে কিনা?

(৬) আপনার কেশরাশি ক্রমশঃ বিরল হইয়া আসিতেছে কিনা?

(৭) আপনার মাথার উপরিভাগে, টাকরোগের সূত্রপাত হইয়াছে কিনা?

(৮) বলুন দেখি—গভীর পরিশ্রম ও ক্লান্তির পরও রাত্রে আপনার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় কিনা?

যদি এই সব উপসর্গ প্রকাশিত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চিন্তচিত্তে আমাদের সুগন্ধি "কেশ-রঞ্জন তৈল" ব্যবহার করুন। সব দূরীভূত হইবে।

এক শিশির মূল্য	১৲ এক টাকা।	মাশুলাদি	।৶৹ আনা।
তিন শিশির মূল্য	২৷৷৹ আড়াই টাকা।	মাশুলাদি	৸৶৹ আনা।

বহুমূত্রান্তক-রসায়ন।

আমাদের "বহুমূত্রান্তক রসায়ন" ব্যবহারে অল্পকাল মধ্যেই বহুমূত্র, বিবিধ মেহজন্ত মূত্রদোষ ও তজ্জনিত হস্তপদাদির দাহ, মাথাঘোরা, তৃষ্ণা ও মুখশোষ প্রভৃতি যাবতীয় উপদ্রবের বিনাশ হয়; দিন দিন শারীরিক ও মানসিক বলবৃদ্ধি হয়; শরীরে নবজীবন আনিয়া দেয়; এবং পূর্ব্ব হইতে ব্যবহার করিলে সাঙ্ঘাতিক স্ফোটকাদি হয় না।

দুই সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী দুই প্রকার

ঔষধ ও এক প্রকার তৈলের মূল্য	৫৲ পাঁচ টাকা।
ডাকমাশুল ও প্যাকিং	১৲ এক টাকা।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা—মফঃস্বলের রোগীগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price ~~Rs~~ 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd

No. Worli, 18 Bombay.

TELEGRAPHIC ADDRESS:—"Doctor Batliwalla Dadar."

কোচবিহার সাহিত্য-সভার পুরস্কার

কোচবিহার সাহিত্য-সভা নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার একটি পুরস্কার প্রদানে মনস্থ করিয়াছেন।

বিষয়—জাতীয় জীবন-গঠনে জাতীয় সাহিত্যের উপযোগিতা ও উপকারিতা।

১। বঙ্গভাষায়, ভাল কাগজে, এক পৃষ্ঠায় ও স্পষ্টাক্ষরে কথিত প্রবন্ধ লিখিত হওয়া আবশ্যক।

২। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে কোচবিহার সাহিত্য-সভার সম্পাদকের নিকট প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে হইবে।

৩। প্রবন্ধ-নির্ব্বাচক-সমিতির মনোনীত না হইলে কোন প্রবন্ধ পুরস্কারযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

৪। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরত দিতে সভা দায়ী থাকিবেন না।

৫। মনোনীত প্রবন্ধ সভাকর্ত্তৃক প্রকাশিত "পরিচারিকা" পত্রিকায় মুদ্রিত হইবে এবং তাহার লেখক উপরোক্ত ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

৬। প্রবন্ধ শেষে লেখক স্বীয় নামধাম উল্লেখ না করিয়া একটি কল্পিত নাম লিপিবদ্ধ করিবেন এবং একখানা পৃথক্ খামের উপর ঐ কল্পিত নামের উল্লেখ করিবেন। প্রকৃত নামধামযুক্ত পত্র ঐ খামের মধ্যে বদ্ধ ও শীলমোহর করিয়া প্রবন্ধ সহ সভার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের পরে সভার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সমক্ষে মনোনীত প্রবন্ধ-লেখকের খাম খোলা হইবে।

উৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত ও বিশুদ্ধ তাম্রের উপর গিনি সোনায় বাঁধান শাঁখা।

কলিকাতা শিল্প-প্রদর্শনী হইতে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।

সোনা ৩০৲ টাকা ভরি হিসাবে শাঁখার মূল্য লেখা হইল; (সোনার বাজার অনুসারে মূল্য কমবেশী হয়)

	হস্তিদন্তের উপর		তামার উপর
চারি আনা সোনায় প্রস্তুত :—	১৪॥০	...	১১॥০
ছয় আনা " "	১৯।০	...	১৫৻০
আট আনা " "	২৪৲	...	২০৲
তিন আনা " " (ছোট)	১০॥০	...	৯৲

ভিঃ পিঃ তে মাশুলাদি ১ জোড়া ॥০ আনা, ৩ জোড়া ৻০ আনা।

প্রত্যেক শাঁখার সহিত গ্যারান্টি দেওয়া হয়। ১৫ দিবস মধ্যে শাঁখা বদল করা বা ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে, গ্যারান্টি পত্রে তাহা লেখা থাকে। শাঁখার নমুনা দেখিতে আসিলে যত্নের সহিত দেখান হয়; মূল্য ডিপজিট রাখিয়া শাঁখা স্থানান্তরে দেখাইবার জন্য লইয়া যাইতে পারিবেন। শাঁখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া অর্ডার দিবেন। প্রমাণ শাঁখার ভিতরের মাপ ২ ইঞ্চ আধ সুত (৮ সুতে ১ ইঞ্চ)। কোন বিষয় জানিবার জন্য পত্র লিখিলে উত্তর দেওয়া হয়।

আমাদের আদি কার্য্যস্থল খুলনার দুইখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের অভিমত—

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কসের সোণার শাঁখা খুলনার একটী গৌরবের জিনিষ। এই শাঁখা হইতে খুলনার সুখ্যাতি ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। শিক্ষিত ব্যক্তি শিল্প-বিভাগে মনোযোগ দিয়া অসাধারণ উন্নতি এবং ভারতব্যাপী প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, এ দৃষ্টান্ত সাধারণের অনুকরণীয়। আমরা এই কারখানার প্রতি সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করি। মফঃস্বলবাসিগণের সুবিধার্থ কলিকাতা ৩৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে এই কারখানার একটি শাখাও স্থাপিত হইয়াছে। "খুলনা", ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

"ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্" বিশেষ প্রশংসা ও তৎপরতার সহিত কার্য্য চালাইতেছেন। কার্য্যনৈপুণ্য দর্শনে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহাঁদের কার্য্যের বিশেষত্ব এই যে, ইহাঁরা অলঙ্কারে পাইন ব্যবহার করেন না, যে অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পাইন ব্যবহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই, সে সমস্ত গহনা ইহাঁরা আদৌ প্রস্তুত করেন না। ইহাঁরা বিনা পাইনে সোনার শাঁখা, অঙ্গুরী, চিরুণী, বোতাম প্রভৃতি অতি দক্ষতার সহিত প্রস্তুত করেন। ইহাঁদের প্রস্তুত সোনার শাঁখা (তাঁবা ও হস্তিদন্তের উপর সোনাবাঁধা শাঁখা) সমগ্র বঙ্গদেশমধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহাঁদের প্রস্তুত গহনার পালিস সাহেব কোম্পানী অথবা বিখ্যাত ঢাকাই কারিকরের কার্য্যের অপেক্ষাও যে সুন্দর এবং তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক সুলভ, এ কথা আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি। ইহাঁরা কার্য্যদক্ষতা ও সততার গুণে অল্প দিনেই উক্ত কার্য্যের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। আমরা আশা করি, বাঙ্গালার গৃহে গৃহে ইহাঁদের প্রস্তুত শাঁখা গৃহলক্ষ্মীদের প্রকোষ্ঠের শোভা সংবর্দ্ধিত করিবে। "খুলনা-বাসী" ৬ই পৌষ, ১৩২৫।

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্,

৩৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এবং খুলনা।

WANTED

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে এবং তিনি প্যারিস প্লাষ্টারে মূর্ত্তির আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহা পরিষৎ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছে। এক্ষণে ভাস্করকে তাঁহার প্রাপ্য টাকা দিলেই তিনি মর্ম্মর-প্রস্তরে মূর্ত্তি খোদিত করিবেন। এই জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। ভরসা করি, অচিরেই আপনার নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য পাইব। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

গোরক্ষ-বিজয়

মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য—সদস্যপক্ষে ॥০, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ॥৵০ এবং সাধারণপক্ষে ৸০ আনা।

১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারিগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২৲।

২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি মহাশয় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রণীত Epochs of Civilization নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র।

(ত্রৈমাসিক)

ষড়্‌বিংশ ভাগ—দ্বিতীয় সংখ্যা

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্ম পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
চণ্ডীদাস	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ	৭৫
সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা শব্দ	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর, বিদ্যানিধি, এম্ এ	৮৫
দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ ...	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	৯৩
চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা ...	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	১০৫
আলোচনা ...	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৭

—০০—

১৩২৬ সালের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী ১—৪৪

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২৬

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

গ্রাহকপক্ষে বার্ষিক মূল্য ৩৲ তিন টাকা] [প্রতি সংখ্যার মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

মফস্বলে ৩৷৷৶৹ তিন টাকা ছয় আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বড়্‌বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক — প্রবন্ধের বিষয়

১। **হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক**—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। **ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক**—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

৩। **ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক**—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়।

৪। **রামগোপাল রৌপ্য-পদক**—৺ অক্ষয়কুমার বড়ালের "এষা" কাব্য সমালোচনা।

৫। **শশিপদ রৌপ্য পদক**—জাতীয় জীবনে চরিত্রের প্রভাব।

৬। **ব্যোমকেশ মুস্তফী রৌপ্য পদক**—২৪ পরগণার ও কলিকাতার জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সু-নির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৭। **নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য পদক**—৺ নবীনচন্দ্র সেনের সুভদ্রা-চরিত্র।

পুরস্কার

৮। **রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)**—মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব।

৯। **শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)**—সেণ্ট অগষ্টিনের জীবন-চরিত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচার-শক্তির পরিচয় থাকা চাই। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৬ষ্ঠ বিষয় পরিষদের ছাত্র-সভ্যগণের জন্য এবং ৭ম বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। পরিষদের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পাইবেন না। ৩য় এবং ৬ষ্ঠ বিষয়ের জন্য প্রবন্ধ আগামী ১৩২৭ সালের ২রা বৈশাখ তারিখের মধ্যে এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ ১৩২৬ সালের ৩০শে পৌষ তারিখের মধ্যে পরিষদের সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

চণ্ডীদাস

উত্তর-রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিম কোণে বীরভূমি, বাঙ্গালার একেবারে সীমানায়। বীরভূমের পশ্চিমে আর বাঙ্গালা নাই। মুসলমানদের বাঙ্গালায় আসিবার ২০০ শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বীরভূমের ইতিহাস ও বীরভূমের ধর্ম্ম বিষয়ে যাহা কিছু জানা যায়, তাহার একটু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। এই ২০০ শত বৎসরের মধ্যে বীরভূমে মহীপাল নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নামে প্রকাণ্ড এক দীঘি আর প্রকাণ্ড একটি ঢিবি এখনও বর্ত্তমান আছে; সেই স্থানটির নামও মহীপাল। কাঞ্চী নগরের রাজেন্দ্র চোল এই মহীপালকেই পরাস্ত করিয়া উত্তররাঢ় লুঠ করিয়াছিলেন। ইহার পর, বীরভূম জেলার মধ্যে পাইকোড় গ্রামে নারায়ণ-চত্বরে একখানি শিলালিপিতে লেখা আছে যে, কর্ণচেদি এই দেশ দখল করিয়াছিলেন ও এখানে কিছু দিন রাজত্বও করিয়াছিলেন। কর্ণচেদি ১০৪২ খ্রীঃ অব্দে রাজা হন। তাঁহার রাজধানী নর্ম্মদা নদীর ধারে ত্রিপুরী নগরে ছিল। সেইখান হইতে তাঁহার পিতা ও তিনি চারি দিকে রাজ্য জয় করিতে করিতে এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য করিয়াছিলেন; উত্তরে হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্ব্বত পর্য্যন্ত, পূর্ব্বে বাঙ্গালা হইতে পশ্চিমে দিল্লী পর্য্যন্ত তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু তিনি বরেন্দ্র-ভূমিতে বিগ্রহপালের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হন; বিগ্রহপালকে কন্যা দান করেন। তিনি পাহি দত্তকে বীরভূমির সামন্ত-রাজা করিয়া দেন। পাহি দত্তও নিজের নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন ও নিজের নামে তাহার নাম রাখেন পাহিকোট্ট বা পাইকোঁড়।

ঐ নারায়ণচত্বরে কর্ণচেদির শিলালিপির পাশেই বিজয়সেনের এক শিলালিপি পাওয়া যায়। সেনবংশ উত্তররাঢ় হইতেই আপনাদের রাজ্য বিস্তার করেন।

যত বার নূতন রাজা আসিয়াছেন, তত বারই বীরভূমে নূতন নূতন ধর্ম্ম হইয়াছে। মহীপালের আগে প্রায় সবই বৌদ্ধ ছিল। কিন্তু তখনকার বৌদ্ধ হীনযানও ছিল না, মহাযানও ছিল না; সবই সহজযান হইয়া গিয়াছিল। সহজযানের দুই রূপ আছে;—এক ভৈরব-ভৈরবী, আর এক নাড়ানাড়ী। প্রথমটি শাক্ত হইয়া দাঁড়ায়, দ্বিতীয়টি বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়ায়। কথা দুইয়েরই এক—যুগনদ্ধ বা যুগলরূপের উপাসনা। কেহ তাহার সঙ্গে মাছ-মাংস খান, কেহ বা খান না।

নানারূপ ধর্ম্মের মধ্যে বীরভূমে এক নূতন সহজিয়া ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার নাম কি বলিব, জানি না; তবে মোটামুটি বলা যায়, কঙ্কালিনীর উপাসনা। ভারতবর্ষের ২৪ জায়গায় কঙ্কালিনীর উপাসনা হইত; বীরভূমের অট্টহাসই তাহার প্রথম জায়গা। এখানে তাঁহার মন্দির ছিল না, তিনি এক কদম্ব-তলায় থাকিতেন। অট্টহাসের এই মূর্ত্তি এখন সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে আছে। তাঁহার পাঁজরাগুলি সব গণা যাইতেছে; কেবল যেন চামড়া দিয়া ঢাকা; পেটটি খোলে পড়িয়া গিয়াছে; চক্ষু কোটরগত। তিনি উৎকুটুকাসনে

বসিয়া আছেন অর্থাৎ পায়ের গুলমুড়া দুটি যোড় করিয়া, পাছার নীচে দিয়া বসিয়া আছেন। তিনি কাসিতেছেন, কাসির ভাবটি বেশ দেখা যাইতেছে, কিন্তু তাহার মধ্যেও বেশ আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহার আকার-প্রকার দেখিলে, তিনি যে সহজযানের দেবতা, তাহা বেশ বুঝা যায়। কারণ, তাঁহার নিকটেই এক প্রকাণ্ড মুখওয়ালা ক্ষেত্রপাল থাকেন। আমরা ডাকার্ণব তন্ত্র হইতে অট্টহাসের কঙ্কালিনীর কথা তুলিয়া দিতেছি।

অথ কঙ্কালযোগেন দেশে দেশে স্বযোনিজম্।
জ্ঞানযুক্তা বিজ্ঞানীয়াদ্‌যোগিনী বীরনায়িকা॥
অট্টহাসে চ যা (রজা) দেবী নায়কী সর্ব্বযোগিনী।
তস্মিন্ স্থানে স্থিতা দেবা মহাঘণ্টা কদম্বক্রমে॥
তস্য দেবী সদাবীরক্ষেত্রপালো মহাননঃ।
কঙ্কালমুখমায়া সা সম্ভবন্তি মহাত্মনাং॥
মুদ্রণং তেষু কঙ্কালমোড্ডানরন্ধ্রতোদ্‌গতং।
স্বধাভুক্ষিতবিজ্ঞানং সর্ব্বদেশগতং ক্রমাৎ॥

এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষের যে ২৪টি জায়গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সে নামগুলি সবই পুরান নাম। অনেকগুলি এখনও ঠিক করা যায় নাই।

কর্ণচেদির আসার পর হইতেই ইহাঁরা হিন্দু হইতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেও একটু অদ্ভুত রকম। তখন নাথেরা খুব প্রবল। সুতরাং এক দল শৈব হন; কিন্তু শৈব হইলেও গাজনে তুলসীর মঞ্জরী দিয়া থাকেন। আর এক দল বৈষ্ণব হন, কিন্তু মাছ-মাংস দিয়া বালগোপালের ভোগ দেন। এই সকল সহজিয়া হিন্দুদের সর্ব্বপ্রধান জয়দেব ঠাকুর। রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি তিনি উপাসনা করেন, সে উপাসনা সহজভাবেই ভোর। যে সহজ-ভাব বৌদ্ধ বোধিসত্ত্বেরা নিজের বোধিচিত্তে অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেন, হিন্দু সহজিয়ারা সেই ভাবটি রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তিতে আরোপ করিয়া, তদ্দর্শনেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। সহজভাব কেহ কাহাকেও বুঝাইতে পারেন না, নিজে যে বুঝিতে পারিল, সেই বুঝিতে পারিল, নহিলে বুঝাইবার যো নাই। কাহ্নুপাদ বলিয়া গিয়াছেন,—

"গুরু বোধসে সীসা কাল"—অর্থাৎ গুরু যখন বুঝাইয়া দেন, শিষ্য তখন কালা হইয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন,—

ভণই কাহ্নু জিণরয়ণ বিকসই সা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥

ইহার ব্যাখ্যা,—ভণই ইত্যাদি। কৃষ্ণাচার্য্যো হি বদতি কীদৃশং জিনরত্নং রতিং অনন্তমনুত্তরসুখং তনোতীতি রত্নং চতুর্থানন্দং বোদ্ধব্যং। যথা বধিরঃ সংকেতাদিনা মূকস্য সংবোধনং করোতি, তদ্বদ্‌গুরুঃ সদ্‌গুরুঃ শিষ্যে রতিস্বপ্রভাবেন মহাসুখং তনোতি। তথাচ ইউড়ীপাদাঃ দূরে অদূরে বেত্যাদি।

সরহপাদ বলিতেছেন,—

সো পরমেস্থরু কাহ্নু কহিজ্জই।
সুরঅকুমারী জিমহু পড়িজ্জই ॥

অদ্বয়বজ্রের ব্যাখ্যা,—ভ্রান্ত্যা যাবৎ সত্ত্বনিকায়ৈঃ স্থিতোঽপি সপরমতত্ত্বং পরমেশ্বরো অন্যদিদ্ধান্তাভাবাৎ। কস্য পৃথগ্‌ অনাবস্থিতস্য কথয়ামি হি তৎ। কথনমাত্রেণ তেষু প্রবৃত্তিঃ। কিন্তর্হি। যথা কুমার্য্যঃ সখীভ্যামালোচয়ন্তি প্রত্যয়ং কুর্ব্বন্তি। প্রথমতঃ ত্বয়া স্বামিনে গত্বা সুরতসুখমনুভূতং তস্ময়ি সাক্ষাদ্বদসি নিশ্চিতমেতৎ। গত্বা সা পুনরন্য গৃহাদাগত্য সখিনা চ পৃচ্ছতি পূর্ব্বোক্তং কীদৃশমিতি। তা উচুঃ। ত্বয়া সাক্ষাৎ স্বামিনা সহানুভবকালে জ্ঞেয়মিতি, সুখোৎপাদং ন কিঞ্চিৎ সাক্ষাৎ তে বক্তুমবাচ্যত্বাৎ।

আমরা জয়দেবের যে বইখানি পাই, তাহাতে তিনি যে বৈষ্ণব সহজিয়া ছিলেন, ইহাই বুঝিতে পারি। তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তিরই উপাসনা করিতেন। অন্যরূপ সহজিয়া ভাব তাঁহার কাব্যে নাই। কিন্তু বনমালী দাস তাঁহার যে চরিত লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ হয়, তিনি বা এক সময় খাঁটি সহজিয়া ছিলেন। তাঁহার জাতি-কুল কেহই জানিত না। তিনি কেন্দুলিতে থাকিতেন, কিন্তু কেন্দুলির কেহই তাঁহার জাতি-কুল জানিত না। যখন দক্ষিণ দেশ হইতে এক ব্রাহ্মণ জগন্নাথের এক দেবদাসীকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল ও জয়দেবের খোঁজ করিল, তখন সকলেই বলিল যে, জয়দেব বলিয়া একজন কদম্বখণ্ডীর ঘাটে থাকে বটে, কিন্তু তাহার জাতি-কুল কেহই জানে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ ত জাতি-কুল খুঁজিতে আসে নাই, যদি খুঁজিত, নিজের দেশেই সে মেয়ের বিবাহ দিত। সে আসিয়াছে জগন্নাথের হুকুমে জয়দেবকে মেয়ে দিতে, তাই সে তাহাকে মেয়ে দিয়া চলিয়া গেল। এই মেয়েই পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর সঙ্গে জয়দেবের ঠিক স্বামী ও স্ত্রীসম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে হয় না। কোন্‌ হিন্দুর ছেলে আপনাকে "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী" বলিয়া পরিচয় দিতে পারে? তিনিও বোধ হয়, এক সময়ে খাঁটি সহজিয়া ছিলেন, কিন্তু পদ্মাবতীর পাল্লায় পড়িয়া অথবা অন্য কোন নিগূঢ় কারণে বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গিয়াছিলেন।

এইবার চণ্ডীদাসের কথা। তাঁহার বাড়ীও বীরভূমে, কেন্দুলি হইতে বেশী দূরে নয়। তাঁহারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার কথাটা জয়দেবের চেয়ে আরও একটু জটিল। কেন না, তিনি গোড়ায় ছিলেন বাশুলির সেবক, তাহার পর হইলেন রামী রজকিনীর চরণচারণচক্রবর্ত্তী, তাহার পর তাঁহার দেবতা হইলেন রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি। জয়দেবের যদি দুই মূর্ত্তি হয়—খাঁটি এবং বৈষ্ণব সহজিয়া, তাহা হইলে চণ্ডীদাসের তিন মূর্ত্তি। এক মূর্ত্তি হইতে আর এক মূর্ত্তিতে কেমন করিয়া গেলেন, সেটাও একটি ভাবিবার কথা। বাশুলি তাঁহাকে রামী রজকিনীর সঙ্গে মিলাইয়া দিলেন, আবার তিনিই, কৃষ্ণের নির্ম্মাল্য একটি ফুল চণ্ডীদাস তাঁহাকে যখন অর্পণ করিলেন, তখন বলিলেন—ঐ ফুল আমার গুরুকে দেওয়া হইয়াছে, আমি আর কি করিয়া লইব? চণ্ডীদাস বলিয়া উঠিলেন—সে কি মা! তোমার

আবার গুরু! তিনি আবার কে? দেবী বলিলেন,—জান না? কৃষ্ণ আমার গুরু। তখন চণ্ডীদাস বলিলেন—তবে আমি কৃষ্ণকেই ভজিব। এ পর্য্যন্ত যত দূর লেখা-পড়া হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, চণ্ডীদাসের জীবনে তিন বার এই তিন রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। যখন তিনি বাশুলির সেবক, তখন তিনি খাঁটি বৌদ্ধ; যখন রামী রজকিনীর সেবক, তখন খাঁটি সহজিয়া; আবার রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির সেবা করিয়া তিনি বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গেলেন। তাঁহার মধ্যে এইটুকুই বিচিত্র যে, তিনি যে ভাবেই থাকুন, যে রসেই মজুন, আগেকার দেবতাটিকে ভুলেন নাই। বাশুলিও তাঁহার সঙ্গের সাথী, রজকিনীও দেখা হওয়া অবধি তাঁহার সঙ্গের সাথী। বসন্তরঞ্জন বাবু ঠিক অনুমান করিয়াছেন যে, রামী রজকিনী বাশুলি দেবীর দেয়াসিনী ছিলেন, আর চণ্ডীদাস একজন বাশুলির ভক্ত। বাশুলি দেবী আর কেহ নহেন, আমরা ঘরে ঘরে যাঁহার পূজা করিয়া থাকি, তিনি সেই মঙ্গলচণ্ডী। আমরা "ধর্ম্মপূজাবিধি"তে বাশুলির যে ধ্যান ও আবাহন-মন্ত্র পাইয়াছি, তাহা নীচে তুলিয়া দিলাম,—

ওঁ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দুরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গাং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ॥

ওঁ বাশুল্যৈ নমঃ।

ওঁ আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাং॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
অষ্টতণ্ডুলদূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেমঙ্গলকারিণীং।
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীং।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সন্নিধ্যমিহ কল্পয়॥

এই সকল দেবতা ঠিক হিন্দুর দেবতা নহেন, সুতরাং ইঁহাদের দেয়াসিনী থাকাই সম্ভব। বসন্তবাবুর অনুমান, সেই জন্য সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

এত ক্ষণ ত গৌরচন্দ্রিকা গেল। আসল কথা এই,—চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি নূতন খবর পাইয়াছি, তাহাও বসন্তবাবুর অনুগ্রহে। সেইগুলি পাইয়া চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে যাহা জানা আছে, তাহাতে সন্দেহ জন্মিয়াছে।

জানার মধ্যে প্রথমটি এই,—এক দিন আমি সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানা দেখিতে গিয়াছি; দেখিলাম, বসন্তবাবু তন্ময় হইয়া কি পড়িতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ও কি? তিনি বলিলেন—চণ্ডীদাসের মৃত্যু। কতকগুলি বাজে পুথির পাতার মধ্য হইতে এইখানি বাহির হইয়াছে, ২০০।২৫০ বৎসর পূর্ব্বের হাতের লেখা। লেখাগুলি এই,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমো ॥

কাঁহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডীদাস ।
চাতকি পিয়াসী গ(ঘ)ন   না পাইআ বরিসণ
নআনের নাগয়ে পিয়াস ॥
কি করিল রাজা গৌড়েস্বর ।
না জানিঞা প্রেম লেহ   ব্রেথাই ধরিস দেহ
বধ কৈলে প্রাণের দোসর ॥
কেনে বা সভাতে কৈলে গান ।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালপুর   আবিঃর্ভূত পশু নর
মানিনীর না রহিল মান ॥
গান সুনি পার্চ্ছার বেগম ।
অস্থির হইল মন   ধৈর্য্য নহে এক ক্ষণ
রাজারে কহে জানিঞা মরম ॥
রাণি মনঃকথা রাখিতে নারিল ।
চণ্ডিদাস সনে প্রিত   করিতে হইল চিত
তার প্রিতে আপন খুয়াল্য ॥
রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া ।
ত্বরান্বিতে হস্থি আনি   পিষ্ঠে পেলি বান্ধ টানি
পিষ্ট খুদে বৈরী ছাড় গিয়া ॥
আমি অনাথিনী নারী   মাধবির ডালে ধরি
উর্চ্চস্বরে ডাকি প্রাণনাথ ।
হস্থি চলে অতি জোরে   ভালন্তে না দেখি তোরে
মাথাএ পড়িল বজ্রাঘাত ॥
রানি কহে ছাড়িয়া না জায় ।
কহিতে কহিতে প্রান   আর দেহ সমাধান
দুহুঁ প্রান একত্রে মীলায় ॥ ১ ॥

সুন প্রিয় রজকিনি   আসকে হারালাঙ রাণী
এ বার তরাবে তুমি মোরে ।
বেগম সহিত লেহ   হা নাথ খুয়ালে দেহ
প্রাণে মাল্য এ রাজা গুয়া[ ]য় ॥

আসকে লভিত প্রাণ   তথনি করিলে গান
কেমনে জানিব হেন হবে ।
বৈরি সত ডংসে গায়   চেতন পাইএ তায়
তোমারে ডাকিএ আত্মা ভাবে ॥
এই করি আস মনে   উর্দ্ধারিবে পতিত জনে
তবে সে তুল্লভ মানি প্রীত ।
নতুবা ফুরাল্য দায়   বৈরি চোটে প্রাণ যায়
কে আর করিবে মোরে হীত ॥
কান্দি কহে চণ্ডীদাস   দস দসার আস
পূর্ণ কর রজককুমারি ।
নহিলে একলা জাই   সঙ্গে মোর কেহ নাই
কাছে আস্ত তবে প্রানে মরি ॥ ২ ॥

স্থন বন্ধু চণ্ডীদাস তুখিনিরে সঙ্গে করি লেহ ॥ ধ্রু ॥
চঞ্চল সভাব তোর চিত । সভাতে গাইলে গিত ॥
মনের মরম করি সার । অনুরাগে কি করিলে ফুৎকার ॥
পাতি হাট বসাত্যে না দিলে । আসক আনলে পড়াইলে ॥
বৈরি কাটে তোমার গায় । তুমি সে আনন্দ বাস তায় ॥
মোর অঙ্গ সব ক্ষেতি হৈল । রূধিরে বসন ভিজ্যা গেল ॥
পরসিতে এ জনার মন । কতেক কর্য়াছ কদর্থন ॥
রামি কহে জদি সঙ্গে নিবে । তুরিতে পরান তেজ তবে ॥ ৩ ॥

স্থন প্রাণনাথ চণ্ডিদাস তার নির্ব্বন্ধন ।
দৈবের কর্ম্ম ফাঁস না জায় খণ্ডন ॥
ছাড়ি পরিবার   মোরে সঙ্গে কর
সভারে কহিলে সত্য ।
বাসুলি বচন   না কৈলে স্মঙরণ
তাহাতে মজাল্যে চিত্ত ॥
আমা মুগ্ধ চাঞা   গজপিষ্টে মুঞা
রয়্যাছ বন্ধন পাকে ।
রাজা গৌড়ের স্বর   তুষ্ট কলেবর
কেহো না বুঝাল্য তাকে ॥

নাথ আমি সে রজকবালা।
আমার বচন না সুনে রাজন
বুঝিল কৃষ্ণের লীলা॥
সুদ্ধ কলেবর হইল জর্জ্জর
দারুন সন্ধান ঘাতে।
এ তুখ দেখিয়া বিদরএ হিআ
অভাগিরে লেহ সাথে॥
কহেন রামিনি সুন গুনমনি
জানিলাঙ তোমার রিতি।
বাসুলি বচন করিলে লংঘন
সুনহ রসিকপতি॥ ৪॥

পার্চ্ছার বেগম কয়। সুন মহিনাথ মহাশয়॥
তুমি অবলা বচন রাখ। রসিকমণ্ডল দেখ॥
আমি সে অবলা নারি। তুমারে কহিএ বিনয় করি॥
জোড় করে কহি বানি। সুন নৃপচুড়ামণি॥
সুন রসের স্বরূপ সে। কেন বিনাস করহ তাহার দে
সে সামান্য মানুস নহে। রতি স্থিতি তার দেহে॥
তাহার সুস্বর গানে। বিন্ধিল আমার প্রাণে॥
কেনে কৈলে এমন কাজ। ভুবনে রাখিলে লাজ॥
রাজা হে যবন জাতি। কি জানে রসের গতি॥
চণ্ডিদাসে করি ধ্যান। বেগম তেজল প্রান॥
সুনিঞা ধবিনি ধায়। পড়িল বেগম পায়॥ ৫॥

এই গানগুলি হইতে জানিতে পারা গেল যে, চণ্ডীদাস, রামী রজকিনীর সহিত কোন গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়াছিলেন। গানে মুগ্ধ হইয়া রাণী চণ্ডীদাসকে কামনা করেন এবং তিনি সে কথা সাহসপূর্ব্বক রাজাকে বলেন। রাজা শুনিয়াই হুকুম দেন যে, চণ্ডীদাসকে হাতীর উপরে কাছি দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া, হাতীকে চালাইয়া দেওয়া হউক। ইহাতেই চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়; কিন্তু তাঁহার দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইবার পূর্ব্বেই রাণী প্রাণত্যাগ করেন—শুনিয়া রজকিনীও রাণীর পায়ে গিয়া পড়িল।

এই গৌড়েশ্বর কে? হিন্দু, না মুসলমান? গানে তাঁহাকে পাতসাহও বলিতেছে, রাজাও বলিতেছে; রাণীকে রাণীও বলিতেছে, বেগমও বলিতেছে। রাণী কিন্তু রাজাকে যবনই

বলিতেছেন এবং চণ্ডীদাসকে ছাড়িয়া দিবার জন্য নানারূপ অনুনয়-বিনয় করিতেছেন। সুতরাং এ গৌড়েশ্বর কে? রাজা গণেশ হইবেন কি? তিনি ত হিন্দু-মুসলমান সব সমভাবেই দেখিতেন। তাঁহারই বাড়ীতে কি চণ্ডীদাস গান করিতে গিয়াছিলেন? তাঁহাকে পাতসাহও বলা যায়, রাজাও বলা যায়; তাঁহার রাণীকে রাণীও বলা যায়, বেগমও বলা যায়। কিন্তু তিনি কি চণ্ডীদাসের মত একজন ধার্ম্মিক লোককে "চিত্রবধ" করিবার আদেশ দিবেন? বিশ্বাস ত হয় না। রাজা গণেশ কখনও মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তিনি শেষ পর্য্যন্ত হিন্দুই ছিলেন। সুতরাং এ গৌড়েশ্বর তিনি নহেন। তবে কি এ গৌড়েশ্বর গণেশের পুত্র যদু বা জালালুদ্দিন? ইনি ত মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ইহাঁকে পাতসাহ এবং রাজা এবং ইহাঁর রাণীকে রাণী ও বেগম, দুই বলা যাইতে পারে। তাহাতেও এক বিষম গোল উপস্থিত। কারণ, শ্রীমৎ আর, ডি, বন্দ্য মহাশয় "বৈজ্ঞানিক রীতিতে গবেষণা" করিয়া গণেশ ও যদুর যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে তাঁহারই লিখিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির লিপিকাল মিলিতেছে না। তিনি লিখিয়াছেন,—"অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের যে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবত খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।" আমিও বলি "তথাস্তু"। যদিও আমার বিশ্বাস যে, তিনি যতগুলি প্রমাণ ও যুক্তি দিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক রীতিবিরুদ্ধ। 'শূদ্রপদ্ধতি'র লিপিকাল লেখা আছে,—"স° ১৪৪২ শাকে", উনি সেটিকে সংবৎ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন; এটি যে বিশেষ বৈজ্ঞানিক রীতিসিদ্ধ, তাহা বলিয়া ত মনে হয় না। আর তিন চারি জায়গায় এইরূপ সং—শক পাইয়াছি, সে সকল জায়গায় শকই ধরিয়া লইতে হইয়াছে, তাহাতে চারি দিক্ সামঞ্জস্যও হইয়াছে; কিন্তু সেটাও ঠিক বৈজ্ঞানিক রীতি নহে। ঠিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে চলিলে উহার উপর নির্ভরই করিতে নাই। কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছেন। কারণ, তিনি সংবৎ ধরিয়া ১৪৪২—৫৭ করিয়া, ১৩৮৫ খৃঃঅঃ পাইয়াছেন এবং সেইটিই তাঁহার হিসাবের মূল ভিত্তি হইয়াছে। কারণ, তিনি বলিতেছেন,—"১৩৮৫ খৃঃ অঃ হইতে ১৪৯৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে লিখিত এই গ্রন্থত্রয়ে ব্যবহৃত অক্ষর অপেক্ষা কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীন অক্ষরসমূহ প্রাচীনতর।" এখন খৃঃ ১৩৮৫ই যে অসিদ্ধ হইয়া যায়। উহার মূল যে সং ১৪৪২, সে যদি শক হইয়া যায়, তাহা হইলে ১৪৪২+৭৮=১৫২০ খৃঃ অঃ হইয়া গেল।

আর ১৪৪২ যে সংবৎ নহে—শক, আর, ডি মহাশয় একটু প্রণিধান করিলেই সেটা দেখিতে পারিতেন। যেখানে ঐ অঙ্কটি আছে, তাহার পরপরই স্পষ্ট করিয়া বলা আছে,

২ ৪ ৪ ১

"শাকে যুগ্মসরোজসম্ভবমুখাম্ভোরাশিচন্দ্রান্বিতে।" এখানে শাকই আছে।

প্রমাণ ও যুক্তিতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত একমত হইতে না পারিলেও তাঁহার

সিদ্ধান্তে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তিনি অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে কৃষ্ণকীর্ত্তনের অক্ষরগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু অঙ্কগুলি পরীক্ষা করেন নাই। সেগুলি পরীক্ষা করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে, '৩' এই সংখ্যাস্থানে 'ও' লেখা ১৩৬০ খৃঃ অব্দের পরে আর দেখা যায় নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিতে কিন্তু সকল জায়গাতেই '৩' এই সংখ্যার স্থানে 'ও' আছে; সুতরাং উহা খৃঃ ১৩৬০ বা তাহারও পূর্ব্বে লিখিত হইবে। শুদ্ধ যে "৩" স্থানে "ও" আছে, তাহা নহে। "৫" স্থানে " " লেখাও খুব প্রাচীন।

যখন কৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিখানি ১৩৬০ সালের পূর্ব্বে লেখা হইল, তাহা হইলে কি গ্রন্থকর্ত্তা চণ্ডীদাস যদুর সময়ে মরিতে পারেন? যদুর রাজত্বকাল খ্রীঃ ১৪১৪ হইতে খ্রীঃ ১৪৩১ পর্য্যন্ত। পুঁথি লেখার ৫৪ বৎসর পরে যদুর রাজত্বকাল আরম্ভ হইল, তাহা হইলে গ্রন্থ রচনার কত পরে? অতএব এ চণ্ডীদাস যদুর সময়ে হইতেই পারে না।

যদি বল, চণ্ডীদাসের এই মৃত্যু গণেশ ও যদুর অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল—গণেশের পূর্ব্বে ইলিয়স্ সাহিরা বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। এই বংশে পাঁচ জন রাজার নাম পাওয়া যায়,—

১।	সামসুদ্দিন ইলিয়স সাহ—	১৩৪৫—১৩৫৮
২।	সেকেন্দর সাহ—	১৩৫৮—১৩৮৯
৩।	গিয়াসুদ্দিন আজম সাহ—	১৩৮৯—১৩৯৬
৪।	সহিবুদ্দিন হামজা সাহ—	১৩৯৬—১৪০৬
৫।	সামসুদ্দিন দ্বিতীয়—	১৪০৬—১৪০৯

ইঁহাদের কাহারও সময়ে চণ্ডীদাস যে কৃষ্ণকীর্ত্তন বা সহজিয়া গান গাইবার জন্য গৌড়ে যাইবেন, এমন ত বোধ হয় না। তবে সে-কালকার মুসলমান সুলতানেরা অনেক সময় হিন্দুদিগের উৎসবে যোগ দিতেন এবং হিন্দু কলাবতদের উৎসাহ দিতেন। সেই জন্য হয় ত গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়া চণ্ডীদাস প্রাণ হারাইয়াছিলেন। অথবা বলিতে হয় যে, নূতন আবিষ্কৃত পদগুলি অনেক পরে কেহ রচনা করে, কি লিখিতে কি লিখিয়াছে।

আর এক উপায়ে এই সন্দেহ দূর করা যাইতে পারে—অর্থাৎ যদি আমরা একাধিক চণ্ডীদাস মানিয়া লই, তবে এই সমস্যার কতকটা মীমাংসা হইতে পারে। বসন্তবাবু বলেন, চণ্ডীদাসের পদাবলীর দুইটি গানের ভণিতায় "আদিচণ্ডীদাস" এই শব্দ আছে। শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী, পৃঃ ৭৮৬ ও ৮১৫,—

আদি চণ্ডীদাস চারি সে বুঝান।
মৃদু উঠাইল জানিল মান॥

পঞ্চরস অনুবাদ যে হয়।
আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥

গান দুইটিই সন্ধ্যা ভাষায় লেখা, গুরুমুখী ভিন্ন অর্থগ্রহ হয় না। তবে কি একজন চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তনের গ্রন্থকর্ত্তা, পদকর্ত্তা আর এক চণ্ডীদাস? দুই জনেই বাশুলির ভক্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিন্তু রামীর নামও নাই, নান্নুরের নামও নাই। বাশুলি যখন মঙ্গলচণ্ডী, তখন 'চণ্ডীদাস' শব্দেরও মানে বুঝা গেল। বাশুলি চণ্ডীর যাঁহারাই দাস, তাঁহারাই হইলেন চণ্ডীদাস। তাঁহারা সহজিয়া ছিলেন, অন্য সহজিয়াদের মত গান করিয়া বেড়াইতেন, সঙ্গে যোগিনীও থাকিত।

অন্ততঃ দুই জন চণ্ডীদাস স্বীকার করিলে, প্রথম চণ্ডীদাস জয়দেবের মত বৈষ্ণব হইয়া গিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছেন; আর একজন বৈষ্ণব হয়েন নাই; কখনও তিনি খাঁটি সহজিয়া গান গাহিতেন, কখনও বা রাধাকৃষ্ণকে লইয়া সহজিয়ার গান গাহিতেন। সম্ভবতঃ ইঁহারই মৃত্যু গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে হইয়াছিল।

এ বিষয়ে একটু প্রমাণ আছে। একটি পদ কৃষ্ণকীর্ত্তনেও আছে, পদাবলীতেও আছে। কিন্তু পদাবলীর পদটি ভাষা সম্বন্ধে আধুনিক। যেন পুরান পদ দেখিয়া, আধুনিক ভাষায় কেহ ভাঙ্গিয়া লইয়াছে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন—৩৩৪পৃঃ।	পদাবলী—১০১পৃঃ।
দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী	প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।	সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে	বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥ ইত্যাদি	চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥ ইত্যাদি

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা শব্দ

শব্দের বিবর্তন বুঝিতে গেলে প্রাচীন ও নবীন রূপ আবশ্যক। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থ অপরিবর্তিত পাওয়া প্রায় অসম্ভব। 'শূন্যপুরাণ' প্রাচীন ও নবীনের সমবায়। গ্রিয়র্সন সাহেবের প্রকাশিত 'মাণিকচাঁদের গান' দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' মিথ্যা প্রাচীনত্ব-আরোপের সুন্দর দৃষ্টান্ত।+ সাহিত্য-পরিষৎ হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভাষার বিস্তারিত বিচার উপস্থিত করা হইয়াছে। উহা যে পরিবর্তিত আকার, তাহা দেখাইয়াছি। যে 'হাজার বছরের পুরাণ বৌদ্ধগান ও দোঁহা' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা বলা যাইতে পারে কি না, এখনও জানি না।

সে যাহা হউক, পুরাতন বলিতে দুই একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রধান বিষয়ই উহ্য, মূল গ্রন্থের কিংবা বর্তমান অনুলিপির কাল জানা নাই। দেশও যে নিঃসন্দেহ জানা গিয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না। এখন যেমন স্থানভেদে একই শব্দ অল্পাধিক রূপান্তরিত হয়, সে কালেও নিশ্চয় হইত। সুতরাং এক স্থানের শব্দ অন্য স্থানের সহিত তুলনা করিলে অনুমানে ভুল হইবে।

এমন পুরাতন পুথী পাওয়া যাইবে কি না, কে জানে, যাহার রচনার দেশ ও কাল, একটাতেও সন্দেহ থাকিবে না। অভাবে, অন্য দুই উপায় ধরিতে হইবে। (১) তাম্রশাসন ও শিলা-লেখ। এ সকলের দেশ ও কাল প্রায়ই জানিতে পারা যায়। সংস্কৃতে লিখিত হইলেও মধ্যে মধ্যে তৎদেশ ও তৎকাল-প্রচলিত দুই একটা বাঙ্গালা শব্দও পাওয়া যাইতে পারে। যেমন গ্রামের নাম, সীমানির্দ্দেশে বৃক্ষাদির নাম। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রবন্ধে এইরূপ নাম দুই একটা দেখিয়াছি, অনুসন্ধান করিলে কিছু কিছু পাওয়া যাইবে। (২) সংস্কৃত গ্রন্থে নিবিষ্ট বাঙ্গালা শব্দ। যেমন বৈদ্যক গ্রন্থে টীকাকারেরা কখন কখন দেশীয় নাম দ্বারা উদ্দিষ্ট দ্রব্য বুঝাইয়া থাকেন। ভাব-প্রকাশে এইরূপ হিন্দী নাম আছে। ডল্বনের 'নিবন্ধসংগ্রহ' গ্রন্থে নাকি 'বেগুন', 'কুচকী', 'বাটনা', 'তরই' নাম আছে। বরাহকৃত বৃহৎসংহিতার উৎপল ভট্টের টীকায় এইরূপ দুই চারিটা শব্দ আছে, যদিও বাঙ্গালা নহে। এইরূপ গ্রন্থের দেশ-কাল সহিত বাঙ্গালা শব্দগুলি একত্র করিতে পারিলে শব্দের বিবর্তনের

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বর্ষের দশম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

\+ ইহার বিস্তারিত বিচার মহুর মহম্মদের 'গোবিন্দচন্দ্র' গীতের মুখবন্ধে করা গিয়াছে। ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ছাপা হইবে। একটা কৌতুকের কথা দেখিতে পাই, যেহেতু গোবিন্দচন্দ্র রাজেন্দ্র চোলের (১[illegible]—১১১২) সমসাময়িক (?), এবং যেহেতু মাণিকচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের পিতা (?), সেহেতু গানটি খ্রীষ্ট দশম (?) বা একাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল? দীনেশবাবু সাবধান হইয়া লিখিয়াছেন, "অবশ্য এ কথা বলা সঙ্গত নহে।" কিন্তু সঙ্গত না হইলে যেহেতু-সেহেতু-র প্রয়োজন আদৌ ছিল না। বাস্তবিক তাঁহার "গোবিন্দচন্দ্র গান" এক মানস-সৃষ্টি।

আভাস পাওয়া যাইতে পারে। অমর-কোষাদির টীকায় 'ইতি খ্যাত' নামে প্রচলিত শব্দ দেওয়া থাকে। উপস্থিত প্রবন্ধে এইরূপ এক টীকায় প্রাপ্ত কতকগুলি বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ করিতেছি।

অমর-কোষের একখানি টীকা পাইয়াছি। নাম 'টীকাসর্বস্ব'। টীকাকার 'বন্দ্যঘটীয় আর্তিহরপুত্র সর্বানন্দ'। 'বন্দ্যঘটীয়' উপাধি দেখিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ইহাঁকে বাঙ্গালী অনুমান করিয়াছিলেন। 'ইতিখ্যাত' শব্দগুলি দেখিলে তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিতে সন্দেহ থাকে না। ত্রিবাঙ্কুড়ের মহারাজার আদেশে এই টীকা মুদ্রিত হইয়াছে।

কেবল শব্দ পাইলে বিশেষ ফল হয় না। কাল জানা চাই। দৈবাৎ টীকার এক স্থানে টীকার কালও বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম অহোরাত্রের টীকায় লিখিত হইয়াছে, 'ইদানী ১০৮১ শকাব্দে কলিযুগের ৪২৬০ বৎসর গত হইয়াছে। শকাব্দে ৩১৭৯ যোগ করিলে কল্যব্দ হয়।' অতএব সন্দেহ নাই, এই টীকা খ্রীষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লিখিত হইয়াছিল। তবে টীকাখানি সাড়ে সাত শত বছরের পুরানা।

ভাষার পক্ষে শুভ এই, টীকাখানি বাঙ্গালা দেশে পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গেলে লিপিকারগণ উদ্ধৃত শব্দগুলি স্ব স্ব সময়োপযোগী করিয়া ফেলিতেন।* তাঁহারা অভ্যাসবশতঃ নিজের নিজের বানানও আনিয়া ফেলিতেন। দক্ষিণ দেশের মালয়লম অক্ষরে লিখিত পাঁচ সাতখানি পুথী দেখিয়া এই টীকা ছাপা হইয়াছে। সে দেশে বাঙ্গালা অজ্ঞাত। সুতরাং লিপিকর বাঙ্গালী হইলে পরিবর্তনের যে শঙ্কা থাকিত, তাহা নাই। কিন্তু অশুভ এই, লিপিকর না জানিয়া না বুঝিয়া এক এক শব্দের বর্ণান্তর এমন করিয়াছেন যে, শব্দটি বুঝিয়া উঠা কঠিন। যেমন, সং ত্রোটি শব্দে এক পুথীতে খো-ট আছে। ভাগ্যে অন্য পুথীতে খো-ট আছে, তাহাতে বুঝিতেছি, কোন্‌টা অভিপ্রেত। তবে সুখের বিষয়, 'সংস্কৃতগ্রন্থ-প্রকাশনকার্যাধ্যক্ষ' গণপতি শাস্ত্রী মুদ্রিত গ্রন্থের সংশোধক। দক্ষিণদেশের সংশোধক গ্রন্থপ্রকাশে যে যত্ন করেন, বঙ্গদেশে তাহা প্রায় দুর্লভ। টীকার প্রশংসা, কিংবা মুদ্রণ-পরিপাটির প্রশংসা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সংশোধকের বিচক্ষণতার প্রশংসা না করিয়া পারি না। টীকাতে প্রায় দুই শত বাঙ্গালা শব্দ আছে। মালয়লম ভাষাতে লিখিত পুথীর বিভিন্ন পাঠ সত্ত্বেও তিনি প্রায়ই ঠিক পাঠ বাছিয়া লইতে পারিয়াছেন।

অমর-কোষের সকল বর্গের টীকায় বাঙ্গালা 'খ্যাত' শব্দ নাই। কারণ, সে সকল স্থলে সংস্কৃত শব্দ তখন চলিত ছিল, এখনও আছে। পাতালবর্গ,১ সিংহাদিবর্গ, বনৌষধিবর্গ, এবং

---

* টীকাতে 'সিঙ্গলা' শব্দের শুকটি বা লোনা মাছ অর্থে লিখিত আছে, 'যত্র বঙ্গালরজাবাদৌ প্রীতিঃ' যাহাতে বঙ্গাল (বাঙ্গাল) নীচ জনের প্রীতি। 'মচ্চার' শব্দ সং কোষে পাই না, মচার আছে। সে যাহা হউক, আট শত বৎসর পূর্বে 'বঙ্গাল' শব্দ চলিত ছিল। বঙ্গাল + আ = বঙ্গলা (ভাষা)।

ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রবর্গ, এই কয় বর্গের টীকায় স্থানে স্থানে বঙ্গদেশ-খ্যাত শব্দ আছে। অর্থাৎ যে সকল শব্দ সাধারণের—বিশেষতঃ শূদ্রাদি ইতর জনের মুখে মুখে চলিতেছিল, সে সকল শব্দের কতক রূপান্তরিত হইয়াছিল, কতক সংস্কৃত-ভব না হইয়া "দেশী" বা অনার্য ছিল। কতকগুলি শব্দ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্বকালের ক্ষত্রিয় নাই, যুদ্ধ-বিগ্রহ নাই; শব্দও নাই। কতকগুলি সংস্কৃত-ভব শব্দ "সংস্কৃত" হইয়া গিয়াছে, সর্বানন্দ "ইতি খ্যাত" না লিখিয়া স্বচ্ছন্দে সংস্কৃত বিভক্তি যোগ করিয়া গিয়াছেন। কতকগুলি শব্দের অর্থ-গ্রহ সংস্কৃতে কঠিন, উদ্ধৃত বাঙ্গালা শব্দেও কঠিন।

এখানে কতকগুলি সূত্রে শব্দ নিবদ্ধ করি। দ্রষ্টব্য, সংস্কৃত মূল হইতে সর্বানন্দী রূপ আনিবার চেষ্টা না করিয়া অর্থবোধ নিমিত্ত প্রথমে সংস্কৃত শব্দ, পরে সর্বানন্দী রূপ, এবং শেষে আধুনিক বাঙ্গালা শব্দ বসাইলাম। সে কালে চলিত বানানে আধুনিক কৃত্রিমতা না আসিবার কথা। অর্থাৎ বোধ হয়, শব্দের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান করা হইত। কারণ, সে কালে বাঙ্গালা লেখাপড়া স্বাভাবিক ছিল, দশ জনের মুখ চাহিয়া লিখিতে হইত না।

১। পদান্তের অ গ্রস্ত হইত না। ইহার প্রমাণ দুইটা আছে। (১) শব্দের পরস্থিত 'ইতি খ্যাতে' পদের 'ইতি'র সহিত সন্ধি দেখিয়া। যথা, "কর্ণধারদ্বয়ং কর্ণহার ইতি খ্যাতে।" কর্ণহার না হইয়া কর্ণহার্ উচ্চারণ হইলে 'কর্ণহারিতি' হইত। এইরূপ, "শৃঙ্খলত্রয়ং শিকলেতি খ্যাতে," (ক্ল বোধ হয় মালয়লম ভাষার চিহ্ন), "কারাদ্বয়ং কাহরেতি খ্যাতে" (হ আগম)। স্থানে স্থানে সন্ধি করা হয় নাই। (২) পদান্ত অ গ্রস্ত হইলে পূর্বস্থিত স্বর দীর্ঘ হইবার কথা, কিন্তু বানানে দীর্ঘ নাই। যথা, "পৃথুকদ্বয়ং চিড ইতি খ্যাতে।" আমরা বলি চিড়া। অন্যত্র আছে, 'চিডউ'। অকারান্ত জানাইবার অভিপ্রায়ে 'খোপ্য' 'সিজ্য' শব্দে য-ফলা যুক্ত করা হইয়া থাকিবে। উচ্চারণ অবশ্য খোপ, সিজ্ নহে। ইহার সহিত পুরানা বানান 'হল্য' (হইল), 'পাল্য' ('পাইল) তুলনা করা যাইতে পারে। আর এক কথা। 'তিণ,' 'বীবণ' প্রভৃতি শব্দের ণ, অকারান্ত উচ্চারিত না হইলে ন হইয়া পড়ে।

২। শ কি স উচ্চারণ ছিল, তাহা বুঝিবার তেমন উপজীব্য নাই। তথাপি বোধ হয়, স উচ্চারণ অধিক ছিল। * যথা,—

সং	সর্বানন্দী	আধুনিক
শাল্মলীবেষ্ট	সম্বলিআঙ	শিমুলআঠা
লশুন	রসাউণ	রসুন
শৃঙ্খল	সিকল	শিকল

* ওড়িয়া উচ্চারণ এবং 'শূন্যপুরাণে'র বানান স্মরণ করিলে পূর্বকালে স-কারের আধিক্য ছিল মনে হয়। শিক্ষিত লোকে, যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে, শ-কার করিতেন। সা-রি, সিঁ-ড়ী, সি-লে-ট (শ্রীহট্ট) প্রভৃতি অনেক শব্দের বানানের স আকস্মিক নহে। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন, রাঢ়ে বহু বহু লোকে অদ্যাপি শ স্থানে এখন স বলে, যাহা প্রায় হ-কার।

৩। বানানে দেখিয়া মনে হয়, ব ব এর উচ্চারণ পার্থক্য ছিল। কিন্তু সাধারণ সূত্র পাইলাম না। বোধ হয়, মালয়লম ভাষা হইতে বানান পার্থক্য ঘটে নাই। যথা,—

(ক)	সং	সর্বানন্দী	আধুনিক
	বারিপর্ণ	বাহ্লী	পানা
	বাসগৃহ	বাসহর	বাসর
	পারিভদ্র	পারিবিদ	পালিটা
	নবমালিকা	নেবালি	নেআলি
(খ)	*-বক্কুক	বাসুলি	বাধুলি
	ব্রাহ্মণযষ্টিকা	বাম্ভণিআঠি	বামনহাটি
	(কেয়ূর)	বাহুখণ্ড	বাউটি

৪। ট-বর্গে সংযুক্ত ণ ব্যতীত অসংযুক্ত ণ ছিল। নিশ্চয়ই উচ্চারণ-পার্থক্য ছিল বলিয়া ন লেখা হয় নাই। যথা,—

জ্যোতিরিঙ্গণ	জ্যোলঙ্গণ	জোনাকি
তৃণ	তিণ	তিনু
বীরণ	বীরণ	বেনা
লশুন	রসাউণ	রসুন
মরুবক	মণহল	মরুআ
সোভঞ্জন	সোহণ	শজিনা

৫। ড ঢ য অবশ্য ছিল। ড় ঢ় য় হয় নাই বলিয়া অনুমান হয়।

৬। ন স্থানে গ্রাম্য ল হইতেছিল (সর্বানন্দ কি রাঢ়ের লোক?)। যথা,—

পীনস	পলিস	পীনাস
পোতাধান	পোহাল	পোনা
কর্ণিকার	কলিআর	(কনিআর)
অম্লান (পুষ্প)	আমিলাল	অম্লান
(পূতিকরঞ্জ)	লাটাকরঞ্জ	নাটাকরঞ্জ
(নক্ত+করঞ্জ)		

৭। আদ্য অ-কার স্থানে র আগম, অ স্থানে হ। (সর্বানন্দের নিবাস মুর্শিদাবাদে না নদীয়া ছিল?)

কুষ্ঠ (ওষধি)	রুড	কুট
অরিষ্ট	হরিঠ	রিঠা
কদম্ব	হুন্দল	কদম

৮। সংস্কৃত শব্দের অ স্থানে আ হয় নাই। যথা,—

অক্ষোট	অক্কোড	আঁকোড়
অসন (বৃক্ষ)	অসন	আসন

৯। বরং আ স্থানে অ হইত (তু° ওড়িয়া ভাষা)। যথা,—

প্রাকার	পগা(র)	পগার
আম্রাতক	অম্বাড	আমড়া
কারবেল্ল	করবেল	করেলা
হারীত (পক্ষী)	হরিআল	হড়িআল

১০। সংযুক্ত ব্যঞ্জন পরে থাকিলে পূর্ব অ, বর্তমান রীতির মতন, আ হইত। যথা,—

বল্বজা (তৃণ)	বাব্ব	বাবই
গর্দভাণ্ড	গাদ্ধউণ্ড	—
বন্ধুক	বান্ধুলি	বাঁধুলি
বর্তক (পক্ষী)	বাটহি	বটের

১১। সংস্কৃত শব্দের ত দ স্থানে ট ড, এবং ড ণ স্থানে র। যথা, –

বর্তক	বাটহি	বটের
দ্রোণকাক	ডাঢকাক	দাঁড়কাগ
বিভীতক	বহেডি	বহেড়া
বাত (মৃগ)	বাবট (হরিণ)	বাঅটিয়া
রোহিতক	রোহড	রোড়া, রোহন
কুবর	কুবল	কুবল
দাত্যূহ	ডাউক*	ডাহুক
জড়ুল	জরুড	জড়ুল
তিন্তিড়ী	তিন্তিলী	তেঁতুল
তুম্বরিকা	টুমরি	টুমুর

১২। শব্দশেষে ইআ, উআ হইত। যথা,—

(ব্যালগ্রাহী)	বাদিয়া	বাদিয়া, বেদে
মাতুলাহি	মালুআ	মেটেলী (?)
ডহু (ফল)	ডহুআ	ডহুআ, ডেঁফল
লাঙ্গলী (লতা)	লাঙ্গলিআ	লাঙ্গলিআ, লাঙ্গল্যে
মধূক	মহুআ	মহুআ

---

* এখানেই প্রথম, উচ্চারণ অনুসারে বানানের প্রমাণ।

১৩। কতকগুলি শব্দ ইদানী পূর্বরূপ ত্যাগ করিয়া সংস্কৃতের নিকটবর্তী হইয়াছে। যথা,—

উলূপী (শিশুক)	উণ্ডুৰাল	শিশুক
শাল্মলীবেষ্ট	সজ্ঝলিআঙ	শিমুল আঠা
চটক	গৰড	চড়ুই
কুশাল্মলি	কাসিম্বহ	কা-শিমুল
মাধবী	অন্তঙ্গ	মাধবী
অম্ললোণিকা	বিবোলি	আমরুল
কদম্ব	চুম্ফল	কদম
ঘাটা	ঘাট্ট	ঘাটা
(ক্লোম)	ফক্কুস	ফুস্‌ফুস
ঝাবুক	ঝাবুল	ঝাউ
ঘণ্টাপাটলি	ঝারলি	ঘণ্টাপারুল

১৪। কতকগুলি শব্দ অপ্রচলিত বা লুপ্ত হইয়াছে। যথা,—

(পার্ষ্ণি)	গডিব*	গোড়ালি
(শ্মশ্রু) (চুল)	চোড	দাড়ি
উপধান	গণ্ড	?
দংশী	কুঞ্জি	ডাঁশ
অলিন্দ	বিনি	—
(সোপান)	থক্‌থড়ি	পুইঠা
বৃশ্চিক	গুআউভ (উর্দ্ধ-শূক ?)	বিছা (কাঁকড়া-)
তোত্র	কনাল	?
আলান	বাখোড	?
সজ্জনা	সামনী	?
ফলকমুষ্টি	মাণ্ডু	মুঠা

১৫। অনেকগুলি আধুনিকের পূর্বরূপ। যথা,—

(কবরী)	খোপ্যক (খোপ্য ?)	খোঁপা
(ক্ষুৎ)	ভাজ্ঝি	হাঁচি
কচ্ছু	খসু	খোঁস, খোস
(কাকপক্ষ)	ঘোটাচুড	ঘোড়াচুল

* সং ঘো-হি-র হইতে? তু° গো-ড়, গো-ড়া।

তালপত্র	তাডঙ্গ	তাড়, তাড়ঙ্ক
অষ্ঠীবৎ	অণ্ঠু	আঁঠু
(নেত্রমল)	পিচ্ছোড়ি	পিঁচড়া
স্নায়ু	নহর	?
বিস্ফোট	স্ফোটা	ফোড়া
শীর্ষক	টোপর	টোপর
(দুকূল) →	মল্ল →	মলমল
(সম্পুট)	ফরুগ	ফরুআ, ফেরো
পণ (দ্যূতে)	আঢ	আঢ়ি
(কিঙ্কিণী) —	ঘাঘরী —	ঘুঙ্ঘুর
বিষ্টি	বেঠ	বেঠি, বেঠ
রথ্যা —	লাচ্ছ —	লাছ, নাছ (দুয়ার)
ছদি	চাল	চাল
বলীক	ওহালি	অইল, ওলি
পণ্য-বিথীকা	পোট্টালী	পট্টী, পটী
প্রান্তর	পোল্লবাট	দূরপাল্লা ?
শর্করা	ঝিকর	?
কুতূ, কুতুপ	কুডুয়া	কুপা
চিপিটক	চিড	চিড়া
পেটক	পেডা	পেড়া
বিহঙ্গিকা	বাহুকা	বাহঙ্গী, বাঙ্গী
(শূর্প)	কুল্লক	কুলা
(স্যূত)	ধোতচ্ছট	ধুচনী
জলজ্ঝর	জাণ্ডি	জালা
শৃঙ্খল	সিঙ্কল, সিকল	শিকল
শল্য →	শেল্ল* →	শেল
সংক্রম	সকাম	সাঁকো
ডুণ্ডুভ	ডোঢ	ঢোঁড়া
(পাঠীন)	বদালী	বোয়াল
ভেক →	বেঙ্গ	বেং
(বালমূষিকা)	লিঙ্গলী	নেংটেইন্দুর

* ল-কারে ব-ফলার যোগ থাকিত, যেমন ওল্বতে। তু° শ-ল্য—শে-ল্ল।

বরটা	বরলা	বল্‌তা
(শতপদী)	কানাজুঞ্রি	কানাঝিঞ্রা (কিন্তু পিঁপিড়া
দম্য	দাম্বোড়া	দামড়া
কক্ষ্যা	কচ্ছ	কাছি
তূণ	তোণ	টোন
(স্থাণু)	মুণ্ড	মুঁড়া গাছ
(শাখা)	তাল	ডাল
শিফা	শিহড	শিকড়
সপ্তপর্ণ	চাত্তিপন্ন	ছাতিন্
বিকঙ্কত	বহেঞ্চি	বঁইচি
(তিন্দুক)——→	কেন্দু	——→ কেঁদ
কণ্টকিফল	কণ্টভাল	কাঁঠাল
সিন্দুবার	নিসুন্দার	নিসিন্দা
স্নুহী	সিজ্য	সিজ
বাট্যালক	বালিআড	বেড়েলা
(নাগবলা)	গোরক্ষচাউল	গোরক্ষচাউল
স্পৃক্কা	পিড়ীক	পিড়িং
(তাম্বুল)	পর্ণ ——	——→ পান
বার্ত্তাকী	- বাতিঙ্গণ	-বেগুন
কোকিলাক্ষ	কোইলখা	কুলেখাড়া
(সূরণ)	ওল্ল	ওল

ইত্যাদি।

কয়েকটি নাম সর্বানন্দ যেন ভুল করিয়াছেন। যেমন, ইঙ্গুদী—পুতাজিঅা। কতকগুলি শব্দ পরবর্তী সং কোষে স্থান পাইয়াছে। যেমন, সং নক্ত, সর্বানন্দী লাট্টা, মেদিনীতে লট্টা। ইত্যাদি। কিন্তু সে অনেক কথা।

শ্রী যোগেশচন্দ্র রায়।

দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ

আমরা অনেক দিন হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ করিয়া আসিতেছি। এ দেশে প্রচলিত সংস্কৃত কোষ ও বৈদ্যক গ্রন্থ প্রভৃতির টীকাতে বহু শব্দের প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। ত্রিবন্দ সংস্কৃত গ্রন্থমালার (Trivandrum Sanskrit Series) ৩৮ সংখ্যক পুস্তক অমরকোষের এক অভিনব সটীক সংস্করণ। প্রাচীন সাহিত্য-সেবীদের কিঞ্চিৎ উপকারে আসিতেও পারে ভাবিয়া উহা হইতে নিম্নে ঐরূপ কতিপয় শব্দ সঙ্কলিত হইল। গ্রন্থ-সম্পাদক, পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী। টীকার নাম 'টীকাসর্বস্ব'। রচয়িতা, বন্দ্যঘটীয় আর্তিহরপুত্র শ্রীমৎ সর্বানন্দ।

অথ টীকাসর্বস্বং দশটীকাবিৎ করোত্যমরকোশে।
শ্রীমৎসর্বানন্দো বন্দ্যঘটীয়ার্তিহরপুত্রঃ ॥

তিনি বাঙ্গালী, একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এবং তাঁহার প্রতিভা অনন্য-সাধারণ। দশখানা টীকা থাকিতে সর্বানন্দ আর একখানা লেখা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। ইহাতেও টীকা-সর্বস্বের উপাদেয়ত্ব কতকটা প্রতিপন্ন হয়। অপর, সার্দ্ধশতাধিক গ্রন্থ মন্থন করিয়া উদাহরণাদি সংগৃহীত হইয়াছে।

শকাব্দার ১০৮১ বর্ষে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১১৫৯ শকে টীকাখানি রচিত হয়। 'দৈবে যুগসহস্রে দ্বে ব্রাহ্মঃ' (কালবর্গ, শ্লোক ২১)এর টীকায় লিখিত হইয়াছে,—'ইদানীং চৈকাশীতিবর্ষাধিক-সহস্রৈকপর্যন্তেন (১০৮১) শকাব্দকালেন ষষ্টিবর্ষাধিকদ্বিচত্বারিংশচ্ছতানি (৪২৬০) কলি-সন্ধ্যায়া ভূতানি'।

কিঞ্চিদধিক তিন শত শব্দ। প্রায় ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার বাঙ্গালার নিদর্শন হিসাবে সাধারণ পাঠকের কাছে কৌতুককর হইতে পারে।

অঙ্কোড়—অঙ্কোঠ। আঁকোড়। Alangium.

অড্ঢ—দ্যূতাদিষুৎসৃষ্টে অড্ঢ ইতি খ্যাতে। পণ। অড্ঢ' হইতে হোড়' হওয়া সম্ভব। চৈতন্য-চরিতামৃতে,—

কৃষ্ণমাধুর্য্য রাধাপ্রেম দোঁহে হোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি ॥
আদি°, ৪র্থ অ°।

পশ্চিম-রাঢ়ে 'বাজি রাখা' অর্থে 'হোড় রাখা' শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দীতেও ঐ অর্থে 'হোড়' শব্দ প্রযুক্ত হয়। জুআ প্রভৃতিতে অত্যন্ত আসক্তি হেতু বোধ হয় 'গোআলা হোড়' হইয়াছে।

অণ্ডু—অষ্ঠীবৎ। আঁঠু, হাঁটু।

অত্তব—অতিমুক্তা, মাধবীলতা।

অন্দোল—আন্দোলক। হিং হিংডোলা, মং হিঁদোচ্চা।

অম্বাড়—আম্রাতক। আমড়া। কৃং কীং'এ আম্বড়া।

অরড়—প্রপাতত্রয়ং অবড় ইতি খ্যাতে। A precipice. পশ্চিমরাঢ়ে 'নদীর আরুড়ী'।

অলাধ—অলগর্দ্দদ্বয়ং অলাধেতি খ্যাতে। জলকেয়ুটিয়া ইতি ভরতঃ।

অবল্গুচ—অবল্গুজ, সোমবাজী।

আড়—অক্ষেষু দ্যূতেষু আড় ইতি খ্যাতে গ্রহঃ। আড়, আড়া-আড়ী ও আড়ী শব্দ মূলতঃ এক মনে হয়।

[আণ্ডোল—গর্ভাশয়চতুষ্কং যেন বেষ্টিতা গর্ভস্তিষ্ঠতি তত্র, আমলাখ্যে (আণ্ডোল ইতি ভরতঃ।)]

আমিরাল (পুষ্প)—অম্লানদ্বয়ং আমিরাল ইতি খ্যাতে। আমিলা।

আরী—উপকার্য্যাদ্বয়ং আবীতি খ্যাতায়াম্। বাজগৃহসামান্যে ইতি রায়ভরতৌ।

ইনী—অতসী। তিসী।

উচ্চড়—চূড়ালত্রয়ং উচ্চড় ইতি খ্যাতে। তৃণভেদ। চেচুড়া।

উণ্ডুবাল, উড়ুবাড়—উলূপীদ্বয়ং উণ্ডুবালাখ্যে। (অতিচঞ্চলে মৎস্যবিশেষে)।

উপলণী—উদ্বর্ত্তন।

এড়চী—প্রপুন্নাটষট্‌কমেড়চ্যাম্। [হেলাচাতি কেচিৎ]। চাকুন্দা।

এণশৃঙ্গী—অজশৃঙ্গাদ্বয়মেণশৃঙ্গীতি খ্যাতায়াম্। কাঁকড়াসিঙ্গী।

ওড়ী—নীবার। উড়ীধান্য। প্রাং উড়িদ।

ওরাস (ওসার ?)—পবিণাহদ্বয়ং বিস্তারে। বস্ত্রবিষয়ে দ্বয়ম্ ওরাস ইতি খ্যাতে।

ওলভ—অভ্যূষ। Food half dressed.

ওল—অর্শোঘ্নত্রয়মোল ইতি খ্যাতে। [ওবন্ত শূরণঃ কন্দ ইতি কোষান্তরম্]।

ওহালী—বলীকত্রয়ং ওহালীতি খ্যাতায়াম্। The edge of a thatch.

কচ্ছরজ্জু—চুষাত্রয়ং কক্ষ্যা চর্ম্মরজ্জৌ। কাছি।

কড়কচ—সমুদ্রবেলাভবে কড়কচেতি খ্যাতে লবণে অক্ষীবদ্বয়ম্।

কণ্টভাল—কণ্টকিফল। কাঠাল। মাগধী * কণ্টঅহাল; হিং কটহল; কামরূপ-বিহারী ভাষায় কাঠোআল। কৃং কীং'এ কণ্ঠোআল।

কনাল—তোত্র। হস্তিতাড়নার্থ-লোহমুখ দণ্ড।

কয়র—ক্রকর। কয়েব।

করন্দ—করমর্দ।

করবেল—কারবেল্ল। করলা।

করবত—করপত্র। করাত।

কর্ণহার—কর্ণধারদ্বয়ং কর্ণহার ইতি খ্যাতে। চর্য্যাপদে কণ্ণহার; কৃ' কী'’এ কাণ্ডার, কাণ্ডারী; শূ' পু'এ কাণ্ডার; পদ্মাবতিতে কনহার; তুলসীদাসে কনহার; বিগ্না'’তে কড়হার।

কলি—কলিকা। প্রা' কলিআ।

কলিআর—ক্রমোৎপলত্রয়ং কলিআর ইতি খ্যাতে। কর্ণিকার।

কবী—কবিকা। কড়িআলি, লাগাম।

কাকজিহ্বী—কাকাঙ্গীদ্বয়ং কাকজিহ্বীতি ইতি খ্যাতে। (Leo hirta).

কাকমারী—কাকমাচীদ্বয়ং কাকমারীতি খ্যাতায়াম্) An esculent vegetable, (Solanum Indicum).

কাক—কঙ্কতী (অমরমালা)। প্রসাধনী। কাঁকুই।

কাঙ্করেটু—কর্করেটু। কর্কটিআ বা কর্কটা।

কাঞ্চদ—লাঙ্গলীচতুষ্কং কাঞ্চদ ইতি খ্যাতে। কাঁচড়া।

[কাঞ্চী—কাকচিঞ্চীত্রয়ং কাঞ্চী ইতি রায়ঃ। কুঁচি ইতি ভরতঃ।]

কাঠাইড়া—মকুষ্ঠকত্রয়মৃবিমুদ্গে কাঠাইড়া ইতি খ্যাতে।

কাণ্টোক—শতপত্র। কাঠঠোকরা।

কানাজুম্বী, কানাজুঞ্জী—কর্ণজলোকাদ্বয়ং কানাজুম্বীতি খ্যাতায়াম্।

কাফল—কটফল।

কামণ—কম্বু। কায়নী দানা।

কায়ম্ব—কাদম্ব, কলহংস।

কালজ, কালেজ—কালখণ্ডদ্বয়মুদরদক্ষিণপার্শ্বস্থে কালজেতি খ্যাতে। কালজং কালখণ্ডম্ ইতি রত্নঃ। কলিজা বা কলেজা।

কালিআ—কালীয়ক, (পীতকাষ্ঠে গন্ধদ্রব্যে)।

কাণি—কাণীতি খ্যাতে নেত্রান্তে নির্যাণম্।

কাসিম্বহ—কূটশাল্মলি। কাসমদ্দা।

কাসী—কর্তরী। কাঁচী।

কাহর—কারা, বন্ধনালয়।

কিঙ্কোহি—মহীলতা। কেঁচুয়া। মাগধী কিংচলএ; হিং কেঁচুবা।

কিন্দরা—কিমরা। কেঁদরা।

কুঙ্গী—বংশী। কুত্র ডাঁশ।

কুটিজ, কুটিচ—কুটজচতুষ্কং কুটিজ ইতি খ্যাতে। কুড়চি।

কুড়ুআ—কুতেশ্চর্ম'পঃ স্নেহপাত্রে কুড়ুআ ইতি খ্যাতে কুতুঃ। কৃ' কী'’এ কুরুআ।

কুন্দক—পালঙ্ক্যাচতুষ্কং কুন্দক ইতি খ্যাতে সুগন্ধিদ্রব্যে।

কুম্প—কুণি, ('কুণাণিঃ কুণিরি'তি নৈরুক্তাঃ)। কোঁপা বা বোঁগা।

কুরল—কুরর। কুরুলিয়া।

কুল্ল—প্রস্ফোটন। কুলা।

[কেউটিআ—অলগর্দ্দদ্বয়ং জল-কেউটিয়া ইতি ভরতঃ]

কেন্দুবৃক্ষ—তিন্দুক। কেঁদগাছ।

[কেরুআল—অরিত্রদ্বয়ং কেরুয়াল ইতি ভরতঃ।]

কোইলখা—কোকিলাক্ষ। কুলিয়াখারা ইতি ভরতঃ। কুলেখাড়া।

কোট্টাডম্বর—কাকোদুম্বরিকাচতুষ্কং কোট্টাডম্বর ইতি খ্যাতে।

কোড়ণা—কোটিশ, (লোষ্টভঙ্গসাধনে মুদ্গরে)। তাহা হইতে কোড়ল।

কোণ্ড—কোযষ্টিক। কোড়া। Lapwing, (Vanellus cristatus).

কোচ্ছগোমী—খলপূ, (সম্মার্জনকারিণি বা খলাদিমার্জনকারিণি)।

কোসুম্ব - কুসুম্ভ।

খইরী—খদিরী। লাজালু।

খড়কা—পক্ষদ্বারদ্বয়ং খড়কীতি খ্যাতে দ্বারে। খিড়কী। প্রা' খড়ক্কী, খড়ক্কিআ।

খড়খড়ী—আরোহণদ্বয়ং খড়খড়ীতি খ্যাতায়াম্। সোপান। তাহা হইতে 'পাখী-খড়খড়ী'।

খসু—কচ্ছূ। খোস। অপ' প্রা' খজ্জুড়িঅ; হি' খুজলী।

খাল—লম্বক, (ধনুষো মধ্যং)।

খিরিস—কথিতক্ষীরবিকারে খিরিস ইতি খ্যাতে। কূর্চিকা। খীরসা।

খোট (খোট ?)—ত্রোটি। ঠোঁট।

খোড়িআ শাক—তণ্ডুলীদ্বয়ং খোড়িআ শাক ইতি খ্যাতে। খুদে নটিআ, খেটে শাক।

খোপ্যক—কবরী। কৃ' কী''এ খোপা, খোম্পা, খোঁপা।

খ্যাবী, খ্যাবি—খেরদ্বয়ং খ্যাবীতি খ্যাতায়াম্। (গড়)-খাই।

গড়ির—গুল্ফয়োরধো গড়ির ইতি খ্যাতে। পাঞ্চি। গোড়ালি। অপ' প্রা' গরড়ু; প্রা' গমড়ে; সং গম lit. going; foot, leg.

গড়ুক—গড়ক। গড়ুই।

গণ্ডু—গণ্ডুক। গেঁড়।

গমড়—চটক।

গলাসুতুণ্ডী, (গলকণ্ঠিকা)—অধোজিহ্বিকা। আলজিব্।

গাড়খেড়, গন্ধখেড় (?)—মালাতৃণকদ্বয়ং গাড়খেড় ইতি খ্যাতে ইকতৃণপর্য্যায়ে। গন্ধখড়।

গান্ধউণ্ড—গর্দভাণ্ডপঞ্চকং গান্ধউণ্ড ইতি খ্যাতে। গান্ধানুজা।

গুত্তি—রথগুপ্তি, (শত্রুশস্ত্রাদেরাত্মরক্ষার্থং রথাবরণে)

[গেন্দুক, কুণ্ডাভ্রু্যা—গোড়ুয়া, গোতুয়া।]

গোরক্ষকর্কটী—বিশালা। রাখালসসা।

গোরক্ষচাউল—গান্ধেরুকী। গোরক্ষচাউল্যা।

গোণ্ডনাভি—বৃদ্ধনাভি। গোঁড়।

[গোণী—ইতি মহেশ্বরঃ। স্যুত। গুন, থলী।]

ঘাঘরী—কিঙ্কিণী। ঘাঘর।

ঘাট্ঠ, ঘাড্ঢ—ঘাটা। ঘাড়।

ঘিরী—মস্তিষ্কদ্বয়ং ঘিবীতি খ্যাতে। তুল° মাথার ঘী।

ঘোটাচুড়—কাকপক্ষদ্বয়ং ঘোটাচুড়ু ইতি খ্যাতে। ক্ষত্রিয়কুমারাণামুপনয়নকৃতে শিখাপঞ্চক ইত্যন্যে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ঘোড়াচুল। নাথ-সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ পুরুষের নাম ছিল 'ঘোড়াচুলী'।

ঘোল—যথাক্রমং পাদাম্বু ঘোলং তক্রাখ্যম্।

ঘোষ—ধামাবর্গদ্বয়ং ঘোষ ইতি খ্যাতে।

চাতিপন্ন—সপ্তপর্ণ। ছাতিন বা ছাতিম। কৃ° কী°এ ছাতীঅন, ছাঞিঁয়ণ। প্রা° ছত্তিবণ্ণ।

চাল—পটল। তুল° পরল।

চিড়, চিড়উ—পৃথুক। চিঁড়া।

চিরায়িত—কিরাততিক্ত। চিরতা।

চিল্লী—চীরীঝিল্লিকা। ঝিঁঝি পোকা।

চুড়াট্ট—বলভীচুড়াট্ট ইতি যস্তাখ্যা।

চোড়—শ্মশ্রু। দাড়ী।

চোরবল্লী—চোরপুষ্পী। চোরফুলী।

[ছট—স্যূত। চট।]

ছন্দবার—আপূপিক (পিষ্টকাদিবিক্রয়জীবী)। ছন্দ' হইতে ছাঁদা।

ছাগীবাল—জাবাল, (অজাপাল)। রাখোআল, রাখাল ও পশ্চিম-রাঢ়ের বাগাল শব্দ তুলঃ।

জকড়—জটুল। জড়ুল।

জাইবার্ধা—যাচ্ঞা-প্রাপ্ত বস্তু।

জাড়ি বা জাড়ী—অলঞ্জর। জালা।

জালি বা জালী—কুষ্মাণ্ডাদিজালিকায়ামচিরোদ্ভূতায়াম্। তুল° লাউ-জালী, কুমড়া-জালী।

জবাচ্ছ—জবাচ্ছেতি খ্যাতে যুগঃ। জুঁআল।

জেঠি—মুসলীদ্বয়ং জেঠি ইতি খ্যাতায়াম্। জ্যেষ্ঠা স্যাদ্‌গৃহগোধিকা ইতি বোপালিতঃ। টিক্‌টিকী। খনার বচন ও কৃ°কী°এ।

জোঙড়া—ক্ষুদ্রশঙ্খদ্বয়ং জোঙড়া ইতি যত্র নীচোক্তিঃ।

জোলঙ্গণি—জ্যোতিরিঙ্গণ। জুনি-পোকা বা জোনাকী।

ঝাবুল—ঝাবুক। ঝাউ।

ঝঁপাণ—যাপ্যযান, শিবিকা। ঝাঁপান। চৌদোলে চড়িয়া সর্প-ক্রীড়াকেও ঝাঁপান বলে।

ঝারলী—ঝাটল। ঘেঁটু।

[ঝারী—স্বল্প-বারিধানিকায়াং ঝারীতি খ্যাতায়ামিতি ভরতঃ।]

ঝিকর—কর্পরাংশো ঝিকরাখ্যঃ। এই ঝিকর হইতেই 'মাথার ঝিকুর নড়া'। শর্করাশ্মরী-রোগশ্চ।

টঙ্গী—টঙ্ক। টাঙ্গী।

টুমরী—আঢ়কীষট্‌কং টুমরীতি খ্যাতায়াম্। [তুবরিকাখ্যে গন্ধদ্রব্যে মোটরী ইতি কেচিৎ।]

টের—বলিরদ্বয়ং টেরে। টেরে বলিরকেকরৌ ইতি রভসঃ। টেরা।

টোপর—শীর্ষক। প্রা° টোপ্পর।

ডহুআ—ডহু। ডেও। কৃ° কী°এ ডৌহাকু।

ডাউক—দাত্যূহ। ডাহুক, ডাক।

ডাঢ়কাক—দ্রোণকাক। দাঁড়কাক।

ডাংশ—দংশ। ডাঁশ।

ডেঙ্গুরী—ডিণ্ডিম। ডেঙ্গরা বা ঢেড়া।

ডোঢ়—ডুণ্ডুভ। ঢোঁড়া।

তসলী, তসরী—তসর, সূত্র-বেষ্টন-ভেদ। তাসনী।

তাড়ঙ্ক—তালপত্র। কর্ণিকা।

তারক, তারকা—'নক্ষত্রে নেত্রমধ্যে চ তারকং তারকেতি চ' ইতি কোশান্তরম্।

তাল (ডাল ?)—শাখা। ডাল। অর্দ্ধমাগধী ডালা, ডালী। হি° ডার, ডাল; সাঁওতালী ডেড়, ডার।

তিণ—সামান্যতৃণে। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'তিন'।

তিত্তিলাবু—কটুতুম্বী। তিত্‌লাউ। প্রা° তিত্ত এবং লাউ।

তিন্তিলী—তিন্তিড়ী। তেঁতুল। কৃ° কী°এ তেন্তলি।

তিল—তিলকত্রয়ং তিল ইতি খ্যাতে দীর্ঘপত্রে।

তেলাকোচ—তুণ্ডিকেরীকচতুষ্কং তেলাকোচ ইতি খ্যাতে। তেলাকুচা।

তেবড়ী—ত্রিবৃতি। তেউঁড়ী।

তেলাবনী—তেলাবণীতি খ্যাতায়াম্ জলৌকায়াম্। [পিষ্টকাদিপচনপাত্রে তেলানীতি খ্যাতে।] তোলো, তেলানী।

তৈলাম্বু—তৈলপায়িকা। তেলাঁপোকা।

তোণ—তূণ। টোণ। প্রা° তোণ।

ত্রিঙ্গণ—ত্রিমণ ইতি খ্যাতে তেরনদ্রব্যম্। মানভূম অঞ্চলে তিঙ্গন বা তিঙন।

তুসিনাম—চূর্ণামলং তুসিনামেতি খ্যাতায়াম্। ঝিনুক।

থলী—ইতি মহেশ্বরঃ। স্থত।

থোট (?)—ত্রোটি (পক্ষিতুণ্ডে)। ঠোঁট।

দশতী—দশা (বস্ত্রাবয়বে)। দশী।

দাড়ী—দংষ্ট্রিকা (দন্তায়)।

দার্বী—দর্বিত্রয়ং দার্ব্বীতি খ্যাতায়াম্। ডাবু (বাঢ়ে চলিত, অর্থ হাতা)।

দাম্বোড়া—হট্টবালো দাম্বোড়েতি খ্যাতে দম্যদ্বয়ম। দামড়া। সাঁওতালী ডাঙ্গরা।

দেবতা—বেণীপঙ্ক্তং শিরীষপত্রাকারপত্রে দেবতা ইতি খ্যাতে। দেবতাড়ে থরা তীক্ষ্ণে ত্রিষু স্যাদ্গর্দভে পুমান্ ইতি রভসঃ। A kind of grass, (Andopogon serratus).

দ্রগড—ঘনেতরদ্ অঘনং দধি দ্রপ্সং দ্রপ্স্যং) দ্রগড় ইতি খ্যাতম্। Thin or diluted curds.

[ধোকড়া—ইতি রায়ভরতৌ। স্থত। থলিআ।]

ধৌতচ্ছট—স্রোনদ্বয়ং ধৌতচ্ছটে। সীব্যত ইতি স্রোনঃ। স্থত। শন-চট।

নহর, নহরু স্নায়ু।

নিজ্জিবা—নিয়ামকদ্বয়ং গুণবৃক্ষোপরিস্থে নিজ্জিবা ইতি খ্যাতে। A boat man, a sailor; but variously applied to one who rows, who steers, or who keeps a look-out from the masthead.

নিস্থন্দার—সিন্দুবারপঙ্ক্তং নিস্থন্দার ইতি খ্যাতে। নিসিন্দা।

নেআলী—নবমালিকা। নেআরী। / কৃ° কী°এ নেআলী, শূ° পূ°এ নিঅলি।

পগার—প্রাকারত্রয়ং বপ্রস্তোপরি ইষ্টকাদিবচিতে বেষ্টনে পগার ইতি খ্যাতে।

পটবাসপিণ্ড—পটবাসক। আবীর।

পটোলী—পটোলিকা। পোরলা।

পরহ্—পরহ্ ইতি খ্যাতে পরশ্বঃ। অতিক্রান্তে তু পরতরে দিনে পরশ্বো জাত ইতি গৌণপ্রয়োগঃ।

পলিস—পীনস। পীনাস।

পাগুল—রোমন্থঃ পাগুল ইতি খ্যাতঃ। পাকুলান।

পাটি—পট্টী। পাটিলোধ।

পাণাটী—প্রাজন। পাঁচন, পাঁচন-লড়ী।

পাতানত—কড়ঙ্গরদ্বয়ং পাতানত ইতি খ্যাতে। পাতনা, ধুসড়া, আগড়া।

পার—পার তীরকর্ম্মসমাপ্তৌ।

পারিবিদ—পারিভদ্র। পালিতা মাদার।

পাবাভট্ট—পাদস্ফোট। তলি-ফুটা।

পাশেলী—পণ্ডকা। পাঁজবা।

পাহুড়—প্রাভৃত। ভেট।

পিচ্ছোঢ়, পিচ্ছোড়ি—পিচ্ছোঢ় ইতি খ্যাতে দূষিকা। পিল্লোডকং নৈত্রমলং দূষী চ দূষিকা ইতি শব্দার্ণবঃ। পিচুটী।

পিচ্ছা—ভৃঙ্গ। ফেঁচুআ বা ফিঙ্গা।

পিড়ীক—স্পৃক্কা। পিড়িঙ্গ।

পিল—প্লবঃ পিল ইতি খ্যাতঃ। A diver or bird so called, (Pelicanus fusicollis).

প্রিয়ালক—পিয়ালশ্চ প্রিয়ালক ইতি মাধবঃ।

পিংপড়ী—পিপীলিকা পিংপড়ীতি খ্যাতা।

পীঠাবনী—পৃশ্নিপর্ণীনবকং পীঠাবনীতি খ্যাতায়াম্। পীঠাণী।

পুত্তাজিআ—পুত্রঞ্জীব। জিআপুতা।

পুত্তলিকা—পাঞ্চলিকাদ্বয়ং পুত্তলিকেতি খ্যাতায়াম্। পুত্রিকা। পুতুল।

পুলিনব—পুনর্ণবাদ্বয়ং পুলিনব ইতি খ্যাতে। পুরুন্যা।

পেড়া—পেটা, মঞ্জুষা।

পোল্লবাট—দুরশৃঙ্গঃ পোল্লবাট ইতি যত্র প্রসিদ্ধিঃ। তুল° দুরপাল্লা।

পোর—উপোদিকা। পুঁই (শাক)।

পোহাল—পোতাধান। পোনা।

প্রতিগ্রহ—প্রতিগ্রাহ। পিক্‌দান, আইলবাটি।

ফড়িঙ্গ—পতঙ্গ।

ফফুস—তিলক ক্লোম। পশ্চিম-রাঢ়ে ফঁফস।

ফরুক—সম্পুটক। ফেরুআ?।

ফলগা—ফলক, চর্ম্ম। ঢাল।

ফোড়—বিস্ফোট। ফোড়া।

বদালী—সহস্রদংষ্ট্রদ্বয়ং বদালৌ। বোয়াল।

বহেড়ী, বহড়ী—বিভীতকচতুষ্কং বহেড়ীতি খ্যাতায়াম্। বয়ড়া। কৃ° কী°এ বহুড়া প্রা° বহেড়য়।

বাত্তিঙ্গণ—বার্ত্তাকী। রাইগন, বেগুন।

বাদিআ, বেদিয়া—ব্যালগ্রাহিদ্বয়ং ভিক্ষার্থং সর্পধারিণি বাদিয়া ইতি খ্যাতে।

বাভণিআটী—ব্রাহ্মণবষ্টিকা। বামনহাটী।

বান্ধুলী, বন্ধুল—বন্ধুক। বাঁধুলী।

বাব—বাব ইতি খ্যাতে বল্বজাঃ। বাবই-জাতীয় তৃণভেদ।

বাহখড়, বাহখণ্ড—কেয়ূরদ্বয়ং বাহখড় ইতি খ্যাতে। বাহুঠী।

বাহুক—বিহঙ্গমাদ্বয়ং বাহুকেতি খ্যাতে। বাঁক, বাঙ্গ।

বুক—বুক্ক। বুক।

বোব্বা—অবাগ্‌দ্বয়ং বোব্বেতি খ্যাতে। বোবা।

ভড়িত্ত—ভটিত্র (তেমন বিশেষে)। শিক্-কাবাবের সদৃশ।

ভাঞ্জি—ক্ষুৎত্রয়ং ভাঞ্জি ইতি খ্যাতায়াম্। হাঁচী।

ভাণ্ডা—নীবিত্রয়ং মূলধনে ভাণ্ডা ইতি খ্যাতে। পুঁজি।

ভাণ্ডী—পিঠর। হাঁড়ী।

ভাদালী—ভদ্রবল। ভাদাল।

ভাত্‌স—পর্য্যাহার।

ভাহুস—হাহুস দ্রষ্টব্য।

[ভালা—জ্ঞাতকে ভালা ইতি রায়ভবতো। প্রা° ভল্লঅ।]

ভাবাড়িআ—কর্করী। করোআ।

ভোজনক—দেবল। তুল° ভুজুনে।

মউড়—মুকুট। প্রা° মউড়; সি° মোড়্।

মণ্ডলা কোড্ঢ—কোঠ, (মণ্ডলাকার কুষ্ঠ)।

মণহল—মদনফল। মনছাল।

মর্কটকেন্দু—কাকেন্দুচতুষ্কং মর্কটকেন্দৌ। মাকড় কেঁদ।

মল্ল—কৌমা+_ মল্‌মল শব্দ তুল°।

[মসক—কুতুর্মসক ইতি খ্যাতেতি ভরতঃ।]

মহুআ—মধুকপঞ্চকং মহুআ ইতি খ্যাতে। মহুআ, মউল। প্রা° মহুঅ।

মহাদ—তিন্তিড়ীক। তেঁতুল।

মাঝা—মধ্যমত্রয়ং তন্মধ্যে মাঝা ইতি খ্যাতে।

মাণ্ডু—কনকমুষ্টি। মুঠ।

মালআ—মালুধানদ্বয়ং মালআ ইতি খ্যাতে। A varigated snake.

মুগবনী—মুদ্গপর্ণীত্রয়ং মুদ্গবনীতি খ্যাতায়াম্। মুগানী। A sort of kidney dean, (Phaseolus mungo).

মুণ্ড—ছাগুত্রয়ং মুণ্ড ইতি খ্যাতে। মুড়া।

মোতিহড়—মুক্তাস্ফোটদ্বয়ং মোতিহড় ইতি খ্যাতে। শুক্তি।

যবানিকা—যবানী। য়ুআন।

রসাউণ—লশুন। রশুন বা রসুন।

রাল্ল—রল্লক (কম্বলবিশেষে)।

রূড়—ব্যাধিবটুকং রূড় ইতি খ্যাতে। A plant.

রোহড়—রোহিচতুষ্কং মগধদেশপ্রসিদ্ধে রোহড়তরৌ। রোহিতক।

লাঙ্গলিআ—লাঙ্গলীদ্বয়ং লাঙ্গলিআ ইতি খ্যাতে বিষে।

লাচ্ছ—রথ্যাদ্বয়ং গ্রামমার্গে। লাচ্ছ ইতি যাবৎ। কেচিদ্দুর্গনগরদ্বারে।

লাট্টা করঞ্জ—পূতিকরজ। নাটাকরঞ্জ।

লিঙ্গলী—বালমূষিক। নেঙ্গটী ইন্দুর।

বাঙ্গ—বক্রদ্বয়ং নদ্যাদীনাং বক্রে। যত্র বাঙ্গ ইতি নীচোক্তিঃ।

বাচ্ছিয়াণ, পজ্জিয়া—অনুপ্লবচতুষ্কং সহায়ে বাচ্ছিয়াণ ইতি খ্যাতে।

বরড়ু—বীজকোষদ্বয়ং পদ্মস্য বরড়ু ইতি খ্যাতে। বরাটক।

বরলী—বরটা। বোলতা।

বহেঙ্কী—বিকঙ্কত। বুঁইচী।

বাখোড়—আলান।

বাটহী—বর্ত্তিকা। বটের।

বাড়োশি—বঙ্ক্ষণ (ঊরুসন্ধি)। The groin.

বাতান—তুচ্ছ ধান্য। ধুসড়া, পাতনা।

বাত্তারী—বার্ত্তাবহ। ফড়িয়া।

বামাঠি (চামাঠী?)—চর্মযষ্টি। চামটী। প্রা° চম্মট্টি।

বালিআড়—বাট্যালক। বেল্যাড়া। ক্ং°কী°এ বাড়িআল।

বালুকাগড়ক—নলমীনদ্বয়ং বালুকাগড়ুকে। বালিআ।

বাবট হরিণ—বাতপ্রমীদ্বয়ং বাবটহরিণ ইতি খ্যাতে। বাওট।

বার্ব্বারী—বর্ব্বরপঞ্চকং বার্ব্বারীতি খ্যাতে শাকে। বাবুই।

বাস—লস্তক (ধনুষো মধ্যং)।

বাসহর—গর্ভাগারদ্বয়মীশ্বরাণাং বাসহর ইতি খ্যাতে। দেববাসস্থান ইতি কেচিৎ। বাসস্য শয়নস্য গৃহং বাসগৃহং।

বাহী—বারিপর্ণ। পানা।

বিআম—ব্যাম, বটবৃক্ষভেদে।

বিনী—প্রঘাণত্রয়ং গৃহবাহ্যপিণ্ডকে বিনীতি খ্যাতে।

বিয়োলী—চাঙ্গেরীপঞ্চকং বিয়োলীতি খ্যাতায়াম্। আমরুলী।

বীরব—আস্ফলিত। অশ্বানাং গতিবিশেষধারাশব্দবাচ্যাঃ।

বীরণ—বীরণ। বেণা।

বেঙ্গ—ভেকবটুকং বেঙ্গ ইতি খ্যাতে। বেঙ।

বেজ্জা—লক্ষ্য। A butt or mark.

বেঠ—বিষ্টিদ্বয়ং বেতনং বিনা হঠাদিনা কর্ম্মকরণে। বেঠ ইতি যস্ত নীচোক্তিঃ। জয়ানন্দের চৈ° ম°এ বেঠা।

বোণ্ট—বৃন্ত। বোঁটা। প্রা° বোণ্ট।

[শতসরা—শতযষ্টিকা।]

শম্বিল—শম্যা, যুগকীলক। শোল।

[শরালি—শরাব্লিঃ শরালিঃ শরালী পক্ষিভেদে ইতি পারায়ণম্।]

শর্বরী—সর্বলা। সাবল।

শিখরিণী—রসালাদ্বয়ং শিখরিণ্যাম্। (দধিখণ্ডমধুসর্পির্ম্মরিচাদিকৃতে কর্পূরাদিবাসিতে সন্তক্ষ্যবিশেষে)।

শিখণ্ডিকা—শিখা। ছিমৃড়া।

শিলী—চতুষ্কিকাদ্বারাদেরধস্তির্ষকাষ্ঠং শিলীতি খ্যাতং শিলা।

শিহড়—শিফাদ্বয়ং শিহড় ইতি খ্যাতে। শিকড়।

শুআউড়, শুআড়—শূককীট। শুআপোকা।

শুক্র—চুক্র। [চতুক্ষমম্লবেতসে চুক ইতি খ্যাতে।]

শুণ্ঠীআ—গণ্ডীরদ্বয়ং শুণ্ঠীআ ইতি খ্যাতে শাকে। সমষ্ঠিলা। সমঠী।

শুণ্ডারোষণী—কাম্পিল্যপঞ্চকং শুণ্ডারোষণীতি খ্যাতায়াম্। [শুণ্ডারোচনী ইতি কেচিৎ।]

শেল্ল—শল্য। শেল।

সব্বলিআণ্ড—শাম্মলীবেষ্ট।

সলুপ্যা—শতপুষ্পা (সপ্তকং ? পঞ্চকং) সলুপ্যেতি খ্যাতে শাকে। শুলফা।

সহিঅর—সভিক, লগ্নক। Keepers of gaming huse.

সংক্রাম—সংক্রম। সাঁকো।

সামণী—সজ্জনা। নায়কস্তারোহণার্থং সজ্জীকরণে। Dressing an elephant.

সিঙ্কল, সিক্কল—শৃঙ্খল। শিকল।

সিজ্জ—স্নুহী। সিজ।

সিক্কোহ—শিলোহ। ছেঁচড় বা ছেঁচড়া।

সিঙ্গ—সিঙ্গলা সিঙ্গ ইতি খ্যাতঃ, বত্র (বঙ্গলবচ্চারাণাং ?) প্রাতিঃ। শুকটী মাছ।

সিরিহণ্ডী—শ্রীহস্তিনীদ্বয়ং বকুলসংস্থানলোহিতপুষ্পে মাষক্ষেত্রাদিজে সিরিহণ্ডীতি খ্যাতে। হাতিশুঁড়া।

সিহ্লী—সিহ্ল। ছুলি। পশ্চিমরাঢ়ে সিউলীও শুনা যায়।

সুরসুনী—সুনিষণ্ণক। সুষুনী (শাক)।

সেজ্জক—শাবিদ্বয়ং সেজ্জকে। শজারু।

সোনালু—সুবর্ণক। কৃ° কী°এ সৈনাহুল। হি° শখাহুলী।

সোহণ—শোভাঞ্জনপঞ্চকং সোহণ ইতি খ্যাতে। [শজিনা ইতি ভরতঃ।]

সৌগন্ধী—সৌগন্ধিকদ্বয়ং সৌগন্ধী ইতি খ্যাতে পুষ্পে। সন্ধ্যা-বিকশিনঃ শুক্লসরোজস্যেতি মহেশ্বরঃ।

স্ফোটা—বিস্ফোটদ্বয়ং স্ফোটা ইতি খ্যাতে। প্রা° ফোড়অ।

হকার—হূতিত্রয়ং হকার ইতি খ্যাতে। [হূতিত্রয়মাহ্বানে।]

হড়ী—নৌকাদণ্ডদ্বয়ং হড়ীতি খ্যাতায়াম্। An oar, a paddle.

হরিআল—হারীত। প্রা° হরিআল।

হরিঠ—অরিষ্টদ্বয়ং হরিঠ ইতি খ্যাতে। রিঠা।

হলা—হল্লকদ্বয়ং রক্তসৌগন্ধিকে, যত্র হলা ইত্যাখ্যা।

হস্তকুণ্ড—ঈলী, (খড়্গাকারে ছুরিকাবিশেষে)।

[হাফরমালী—ইতি ভরতঃ। আস্ফোতা।]

হাণ্ডী—কুম্ভণদ্বয়ং হাণ্ডীতি খ্যাতায়াম্। হাই। কৃ° কী°এ হাণ্ডী, হাণ্ডী, শঙ্কর সেবকৃত নামঘোষা ও মাধব কন্দলীর লঙ্কাকাণ্ডে হাণ্ডি।

হাহুস—পাকাবস্থে যবশীর্ষাদৌ অগ্নিনা ঈষদ্দগ্ধে হাহুস ইতি খ্যাতে আপক্বত্রয়ম্। অভ্যুষ। Food half dressed.

হিজ্জল—ইজ্জল। হিজল।

হিলমচী—হিলমোচা। হিংচা, হিমচা বা হেলঞ্চা।

হুম্ফল—নীপচতুষ্কং হুম্ফল ইতি খ্যাতে। Nauclea orientalis.

হুরী—শালেয়ষট্কং হুরীতি খ্যাতায়াম্। [শুয়ামৌরীতি খ্যাতে।] Anethum.

হেঠামুড়ী—আবর্তপুষ্পী। হেঠমুড়ী।

হেকটী—হেকটীতি খ্যাতা হিক্কা। হেঁচকী।

হেলক—উড়ুপ। ভেলা।

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

সাঙ্কেতিক চিহ্ন:—অপ°প্রা°=অপভ্রংশ প্রাকৃত। কৃ°কী°=কৃষ্ণকীর্তন। তুল°=তুলনীয়। প্রা°=প্রাকৃত। ম°=মরাঠী। বিদ্যা°=বিদ্যাপতি। শূ°পু°=শূন্যপুরাণ। সি°=সিন্ধী। হি°=হিন্দী।

চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা

কয়েক বৎসর হইল, চট্টগ্রামের গ্রাম্য ভাষার বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিবার সংকল্প করিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম এবং ভাষাটা আয়ত্ত করিবার জন্য একটু প্রয়াস পাইয়াছিলাম। কিন্তু আলস্যবশতঃ এ পর্য্যন্ত প্রবন্ধ লেখা হইয়া উঠে নাই। তাই আজ অতি সংক্ষেপেই প্রবন্ধটি লিখিলাম। মুখের ভাষা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করা অতি দুরূহ কার্য্য এবং সর্ব্বত্র এ বিষয়ে সাফল্য লাভের আশা করা যায় না। বহুভাষা-বিশারদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গ্রীয়ার্সনও তদীয় ভাষার আদর্শে চট্টগ্রামের ভাষার নিখুঁৎ উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। স্থানে স্থানে তাঁহার আদর্শে ও আমাদের আদর্শে কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। উদাহরণস্বরূপ উগ্‌গা ও ওগ্‌গার উল্লেখ করা যাইতে পারে। গ্রীয়ার্সনের ওগ্‌গা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই ভাষার উচ্চারণ বিষয়ে দুএকটি কথা বলা আবশ্যক। ইহাদের অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের মধ্যে বিশেষ কোনও প্রভেদ লক্ষ্য করা যায় না। অল্পপ্রাণ বর্ণ কিঞ্চিৎ মহাপ্রাণতা-প্রাপ্ত ও মহাপ্রাণ বর্ণ কিঞ্চিৎ অল্পপ্রাণতা-প্রাপ্ত। সুতরাং আমাদের কাণে এইরূপ লাগে যে, মনে হয়, অল্পপ্রাণ বর্ণসমূহ মহাপ্রাণ হইয়া পড়িয়াছে ও মহাপ্রাণ বর্ণসমূহ অল্পপ্রাণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীহট্ট অঞ্চলের ভাষায় এই লক্ষণটি পরিস্ফুট ভাবে দেখা যায়। চট্টগ্রামী ভাষার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, অনাদি স্বরের স্বাধীন উচ্চারণ হয়।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে বর্ণ-পরিবর্ত্তন, শব্দরূপ, ধাতুরূপ, শব্দার্থ-বৈশিষ্ট্য ও ভাষার আদর্শ দিয়া অতি সংক্ষেপে এই ভাষার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছি। যে সকল স্থানে এই ভাষার রীতি ও বঙ্গভাষার রীতিতে কোনও প্রভেদ নাই, সে সকল স্থানের কোনও আলোচনা করা হইল না। কারণ, তাহা করিতে গেলে প্রবন্ধ পুস্তকে পরিণত হয়।

বর্ণমালা

১। স্বরবর্ণ

অ = আ, ই, উ, এ, ও, ঐ।

অন্ধ = আন্ধা, লম্বা = লাম্বা, পুতুল = পুতুলা, বক = বকা, বগা, লৌহ = লোআ, ডিম = ডিমা, নব = নৌআ, জীবন্ত = জীওতা। ফটকিরি = ফিটকেরি, ব্যজন = বিচৈন (পাখা)। লবণ = নুন, বৃহস্পতি = বিউস্‌সুৎ (বার)। গদি = গেদ্দা, চামচ = সামেচ। নব = নোআ, শ্বশুর = হোউর, কপাল = কোআল, কাপড় = কাওর, শিকল = শিওল, শিকড় = হিঁওর, কয়লা = কোইল্যা, শকুন = হোউন। ব্যজন = বিচৈন।

আ=অ, উ, ই, এ, ঐ, হসন্ত।

দালান=দলান, খারাপ=খরাপ, মশারি=মশরি। মাসী=মুঅই। ছাতা=ছাতি। কাঁচি=কেঁচি, কাঁটা=কেঁডা, গাঁদা=গেঁজা। চাউল=চৈল্। বোবা=বোব্, পাতলা=প্যাতল্, পোকা=পোক্।

ই=অ, আ, উ, ঊ, হসন্ত।

সিম=সঁই, দাড়িম=দাডম্, সিন্দুক=হন্দুক। ঝুঁটি=ঝুঁডা। টিকটিকি=টুকটুকি, বালিস=বালুস্, চিঁড়া=চুবা, ইন্দুর=উন্দুর। চিমটা=চুঁডা। জাঁতি=জাঁত্।

উ=অ, ই, ও, অই, আই, ইও, আ, উই।

সুন্দর=হন্দর। উকুন=উইন, উঅইন্, লিচু=লিচি। ডুমুর=ডোঁর, কুমড়া=কোঁরা। আগুন=আঅইন, তেঁতুল=তেঁতইল। কুড়ুল=কুবাইল। বেগুন=বাইওন। ঋজু=উজ্জা। সূচ=হুঁইচ।

ঋ=ইরি, ই, উ।

বৃষ=বিবিষ ঘৃত=গিবিৎ। পৃথিবী=পির্থিঙ্গ, বৃহস্পতি=বিউস্সুৎ। ঋজু=উজ্জা।

এ=আ, উ, ও, অ্যা।

বেগুন=বাইওন, খেজুর=খাজুর, জেলে=জাল্যা। মেসো=মুঁআ। নারিকেল=নারগোল। মেঘ=ম্যাগ।

ঐ=ও

বৈদ্য=বোদ্দো।

ও=অ, উ, ঐ।

মোটা=মটা, বোতল=বতল। জোনাকি=জুনি। তোয়ালে=তৈলে।

ঔ=ও, উ, ঊ।

ঔষধ=ওষুধ। নৌকা=নুকা। দৌড়ান=দুঁরন্।

২। ব্যঞ্জন বর্ণ

ক, খ=গ।

নাক=নাগ, বুক=বুগ, ডাক=ডাগ, বকা=বগা, নখ=নগ, নারিকেল=নারগোল, এক=এগ।

ঘ=ক, গ।

বাঘ=বাক। বাঘের গর্ত=বাগর গাত।

ছ=হঁ।

ছুঁচ=হুঁইচ।

জ=চ, দ।

কাগজ=কাগচ্। রাজহাঁস=রাদহাঁস।

ট=ড়

পেট=পেড, হাঁটু=হাঁডু, মাটি=মাডি, লাঠি=লাডি, পাঁটা=পাঁডা, পাঁটী=পাঁডী, কাঁটা=কেঁডা, ঝাঁটা=ঝাঁডা, লোটা=লোডা, ঝুঁটি=ঝুঁডা।

ঠ=ড

পিঠে=পিডে, উঠা=উডা, মিঠা=মিডা, পিঠ=পিড, লাঠিম=লাডম্। উঠান=উডান, বৈডক্খানা।

ণ=ং

হরিণ=হরিং।

ধ=ত

দুধ=ধুৎ, দুৎ।

দ=জ।

গাঁদা=গেঁজা।

শ, স=হ

শিয়াল=হিয়াল, শূকর=হুওর, শয্যা=হীজ, শুক্না=হুনা, সাপ=হাপ, শুনা=হুনা, সিন্দুক=হন্দুক, সুন্দর=হন্দর, শকুন=হোউন, সরিষা=হইরা, সকল=হঅল।

ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ

কলোপ

সকল=হঅল, হ'ল, আকাশ=আঁ'শ, দোকান=দোআন।

গলোপ

ছাগল=ছাঅল, কাগজ=কাঅচ।

পলোপ

নাপিত=নাইত, সুপারি=সুআরি, কপাল=কোআল।

বলোপ

সবেরে=সএরে, বাবাজী=বাআজী, বেবাক=বেআক।

মলোপ

আমি=আঁই, তুমি=তুঁই; কোমর=কোঁঅর, ঘোমটা=ঘোঁওডা, কুমড়া=কোঁরা, কমলা=কঁওলা।

খলোপ

মুখ=মু, দেখান=দেআন্।

সলোপ

পিসে = পিয়া, মেসো = মুঁআ, মাসী = মুঁঅই, বাসী = বাঈ।

শলোপ

শ্বশুর = হোউর, শাশুরী = হোউরী।

ঙ্গ-লোপ

মঙ্গল = মঁঅল, আঙ্গুল = আঁউল, বেঙ্গাচি = বেঅাঁচি।

ক্ষলোপ

দক্ষিণে = দইণে।

ধলোপ

বধির = বঅরা।

যুক্ত বর্ণের বিপ্রকর্ষ

শ্রীফল = সিব্‌ফল, প্রাণী = ফরাণী, ত্রিশ = তিরিশ।

সন্ধি ও বর্ণ-দ্বৈত

তলোয়ার = তল্লার, দাঁত্‌ + গুন = দাঁত্তুন, পাঁচ + গোয়া = পাঁচ্চোআ, নমস্কার = ন'স্‌সার। এইরূপ রোজগার = রোজ্জার, নিমন্ত্রণ = নিত্রণ, বৃহস্পতি = বিউস্সুৎ, পাকঘর = পাগ্‌ঘর, যাইতে পারি = যাইত্তারি, দিতে পারি = দিত্তারি, উপকার = উপ্পার, হিয়ালগোয়া = হিয়াল্লোয়া, দেখিতে ন পারি = দেইম্নপারি ; ইত্যাদি।

বহুবচন

পোআহ'ল (বালকগণ), পোক্কিহ'ল (পক্ষীসকল), গোরুন (গোসকল), তারাহ'ল (তারাসকল), মাছহ'ল, গাদাহ'ল, মানুষহ'ল, বাক্‌সহ'ল, দাঁত্তুন (দাঁতগুলি), গোরুন (গোগণ), মাছিউন (মক্ষিগণ), বেয়াগ গুন (বেবাকগুলি)।

অনেকগুলি পা = অনেক্‌খান ঠেং।

কতকগুলি = কোহুনি।

এই সকল = উন্‌, এইউন্‌।

ঐ সকল = হুন্‌।

কয়টা = কোহুর্গা।

কয়েকটা = কোহুআ।

লিঙ্গ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বাবা, বাপ্‌	মা

ভাই	ভইন (ভগ্নী)
মামা	মামী
মুঁআ (মেসো)	মুঁঅই, মুঁঈ (মাসী)
পিআ (পিসে)	পিই (পিসী)
সোআমী (স্বামী)	বউ (স্ত্রী, পুত্রবধূ)
পোআ, পুত্ (পুত্র)	মাইয়া (কন্যা)
জোঁআই (জামাই)	মাইয়্যা (কন্যা)
হোর (শ্বশুর)	হোরী (শাশুরী)
ভাইপুত (ভাইপো)	ভাইঝি
ভাইনা (ভাগিনের)	ভাইনী (ভাগিনেয়ী)
ঘোরা (ঘোড়া)	ঘুন্নী (ঘুড়ী)
গাবুর, গাউর (ভৃত্য)	চাঅবাণী (ভৃত্য)

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দসমূহেব ব্যবহার আছে।—**আদাচুরণীর** মনৎ গুদ্গুদি। অজাগাৎ তুলসী, অজাতৎ **রুঅসী**। **চাল্ল্যাবেচনী** দোলায় চরে, কন্নান কন্দেশ পুছার করে। নাই **মামীত্তুন্ কানা মামী**ও ভালা। হলইদ পোঁদৎদি **রান্ধনী** কওলান। হাত (সাত) **ধরণীয়ে** পোআ মাবে। বেডাবে মারি **বেঁডির** রাগ। **পুথানীর** (হতভাগীর) পোলা হার্গ্যা, খাল বান্দে জোয়ার্গ্যা। পাড়াপড়সীয়ে কয় **বহুরবিয়ানী**, গিরস্তে কয় বাজা (গাভী-বিক্রয়ের সময়)। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বনাম শব্দেও পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ-ভেদ পরিলক্ষিত হয়। কথিত ভাষায় নপুংসক লিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের মধ্যে প্রভেদ-নির্ণয়-চেষ্টা বৃথা।

সমাস, কৃৎ ও তদ্ধিত

দুধ-দেওন্না গাই, ভেল্লোআ মাথা, হাবাত্যা, ইস্কুল্যা পোআ, মচমচ্যা ভাজা, বিঅরাম্যা লোক, জোয়ার্গ্যা (জোয়ারের প্রতিকূল) খালবান্দন, গুটগুট্যা মিডা, গুলগুল্যা গাল, আয়াল্যা পায়াল্যা (পাড়াপ্রতিবেশী), মা-নান্ (মাতৃতুল্য), ঘাট্যাল (ঘাটিয়াল), হিন্দুর্গ্যা আম (সিন্দুরবর্ণ), টুট্যা বাতাস (ঘুর্ণীবায়ু), টুর্গ্যা গো, মুর্গ্যা ঘর, জীওতা লোক, মরা মানুষ, পাজনা আম (পক্ক), নোআ চৈল্, পুবাণ্ ঘব, বলা বিরিষ, চাল্ল্যা-বেচনী, কাণকাডা, কিত্তনীয়া, গাওরকুল্যা বাড়ী, কোচ্যাকালে রাঁড়ী, আণ্ড্যা পাত, আউলাগ্যা বাক্ (a loving tiger), উজর টাল্যার হৈলৎদৃষ্টি, চাৈলন, বিচৈন, দুঁরাদুঁরা, বেয়ান্না বেড়ান (morning walk), মাথা খাওরায় (শিরঃপীড়া), কুস্স্যার খেতি (ইক্ষুর ক্ষেত), পাট্যালিয়া (যে পাটী প্রস্তুত করে, mat-maker), হুঁইচে-ভাঙ্গিব-কাজে কুরাইল লাগান্, বারভুল্যা (অমিতব্যয়ী), মারনীয়া, ভইন-ভাইন (ভগ্নী প্রভৃতি), হরচ্যার (প্রতারকের) হুনা

বোঝা ; পাডা-বাঁভনি (শিল-নুড়ি), মুড়ার-কূল্যা গাই, লেণ্ডিয়ার কুঘুক্তি সার (লেণ্ডিয়া—দরিদ্র ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি), নগ্‌কুনি (নখের কোণ), ভাতছোঁয়ানি (অন্নপ্রাশন), হাঁচামিছা কথা (মিথ্যা তামাসা), হাজার-মারা, তিনঠেঙ্গ্যা ঘোড়া, পোইত্যা দিন, স'তাড়াবী (সয়তানী), পাগ্‌ঘর, ঘোরাড্ডেয়া (ঘোড়ার বাচ্চা), ভেরাড্ডেয়া, দাঁবরা ডেয়া (এঁড়ে বাছুর), ডেয়াগোরু, মিউরচ্চা (বিড়ালছানা), বেঁআচি, রাতাকুরা, কুরীকুরা, ধোর কাউআ, মশরি, আঁ'শরমত নীলা (আকাশের মত নীল), দুধর মত ধোপ্ (দুগ্ধ-শুভ্র), শিলর মত দরো (পাথরের মত শক্ত), রক্তব নান্ লাল (রক্তের মত লাল), বরিবাকল (শসা), বইডনী (বঁটী), ডাণ্ডচোর, পেড়্‌ফুলা ।

সংখ্যা

(এক)		(একটা)	(প্রথম)
১	এগ	উগ্‌গা	পত্তম
২	দুই, দুঅ	দুগ্‌গা	দুতীয়
৩	তিন	তিন্নোয়া	তৃতীয়
৪	চাইর	চাইরগোয়া	চতুথ
৫	পাঁচ	পাঁচ্চোয়া	পঞ্চম
৬	ছয়	ছয়গোয়া	ষষ্ঠ
৭	হাত	হাত্তোয়া	হত্তম
৮	আষ্ট	আষ্টগোয়া	আষ্টম
৯	নয়	নয়গোয়া	নয়ম
১০	দশ	দশগোয়া	দশম

১১	এগার	২১	এগোইস
১২	বারো	২২	বাইশ
১৩	তেরো	২৩	তেইশ
১৪	চোদ্দ	২৪	চোব্বিশ
১৫	পন্দর	২৫	পঁছোইস
১৬	হোলো	২৬	ছাব্বিশ
১৭	হত্তরো	২৭	হাতাইস
১৮	আডারো	২৮	আডাইস
১৯	উন্নস	২৯	উনতিরিশ
২০	কুরি	৩০	তিরিশ

৪০	চল্লিশ	১০০	শ'
৫০	পঞ্চাস		একশ'
৬০	ষাইট		দু'শ
৭০	সৈত্তর	১০০০	হাজার
৮০	আশী		(হাজাব গোআ)
৯০	নব্বই		

কতিপয় শব্দরূপ

মানুষ্ শব্দ

	একবচন	বহুবচন
১ মা	মানুষ্ (মনুষ্য)	মানুষ্ হ'ল (মনুষ্যগণ,—সকল)
২ য়া	মান্‌ষ্যরে (মনুষ্যকে)	(মান্‌ষ্যরে)
৩ য়া	মান্‌ষ্যর দি (মনুষ্যদ্বাবা)	(মান্‌ষ্যব দি)
৪ র্থী	মান্‌ষ্যরে (মনুষ্যকে, ৪র্থী)	(মান্‌ষ্যবে)
৫ মী	মান্‌ষ্যর্ তুন্ (মনুষ্য হইতে)	(মান্‌ষ্যর্ তুন্)
৬ ষ্ঠী	মান্‌ষ্যর্ (মনুষ্যের)	(মান্‌ষ্যর)
৭ মী	মান্‌ষ্যর্‌ত্তে (মনুষ্যেতে)	(মান্‌ষ্যর্‌ত্তে)

আঁই শব্দ

১ মা	আঁই (আমি)	আঁ'রা (আমরা)
২য়া	আঁ'রে (আমাকে)	আঁ'রারে (আমাদিগকে)
৩য়া	আঁ'র্‌দি (আমা দ্বারা)	আঁ'রার্‌দি (আমাদিগের দ্বারা)
৪র্থী	আঁ'রে (আমাকে)	আঁ'বারে (আমাদিগকে)
৫মী	আঁ'র্‌ত্তুন্ (আমা হইতে)	আঁ'বার ত্তুন্ (আমাদিগেব হইতে)
৬ষ্ঠী	আঁ'র্ (আমার)	আঁ'রার্ (আমাদিগের)
৭মী	আঁ'র্‌ত্তে (আমাতে)	আঁ'বার্‌ত্তে (আমাদিগেতে)

তুঁই শব্দ

তুঁই (তুমি)	তোঁআরা (তোমরা)
তোঁআরে (তোমাকে)	তোঁ'য়ারে (তোমাদিগকে)
তোরে (তোকে)	
তোঁআর্‌দি (তোমাদ্বারা)	তোঁ'য়ার্‌দি (তোমাদিগের দ্বারা)
তোঁআরে (তোমাকে)	তোঁ'য়ারে (তোমাদিগকে)

তাঁআরৃত্তুন্ (তোমা হইতে)	তোঁ'রারৃত্তুন্ (তোমাদিগের নিকট হইতে)
আর (তোমার)	তোঁ'রার (তোমাদের)
আরৃত্তে (তোমাতে)	তোঁ'রারৃত্তে (তোমাদিগেতে)

হিতে শব্দ (পুংলিঙ্গ)

হিতে, (সে)	হিতেরা (তাহারা)
ত	তা'রা
হিতেরে, (তাহাকে)	হিতেরারে, (তাহাদিগকে)
তারে	তারারে
তরৃদি, তারৃদি (তাহা দ্বারা)	হিতেরার্দি, তারার্ (তাহাদিগের দ্বারা)
তরে, তারে (তাহাকে)	হিতেরারে, তারারে (তাহাদিগকে)
তর্, তার্ (তাহার)	হিতেরার্, তারার্ (তাহাদিগের)
তরৃত্তুন্, তারৃত্তুন্ (তাহা হইতে)	হিতেরারৃত্তুন্, তারারৃত্তুন্ (তাহাদিগেব নিকট হইতে)
তরৃত্তে তারৃত্তে (তাহাতে)	হিতেরারৃত্তে, তারারৃত্তে (তাহাদিগেতে)

তাঁই শব্দ (স্ত্রীলিঙ্গ)

ই (সে)	তাঁইরা (তাহারা)
রে (তাহাকে)	তাঁইরারে (তাহাদিগকে)
রৃদি (তাহা দ্বারা)	তাঁইরারৃদি (তাহাদিগের দ্বারা)
রে (তাহাকে)	তাঁইরারে (তাহাদিগকে)
রৃত্তুন্ (তাহা হইতে)	তাঁইরারৃত্তুন্ (তাহাদের হইতে)
র্ (তাহার)	তাঁইরার্ (তাহাদের)
রৃত্তে (তাহাতে)	তাঁইরারৃত্তে (তাহাদিগেতে)

ইবে শব্দ (ইহা)

(ইহা, এইটা)	এইউন্ (ইহারা, এইগুলি)
রে (ইহাকে, এইটাকে)	
রৃদি (ইহা দ্বারা)	
রে (ইহাকে)	
রৃত্তুন্ (ইহা হইতে)	
র্ (ইহার)	
রৃত্তে (ইহাতে)	

উবে (উহা) শব্দ

উবে ওইউন, উবেরে, উবের্‌দি, উবের্‌ত্তুন, উবের্‌. উবের্‌ত্তে।

জে (যে) শব্দ

জে, জারে, জার্‌দি, জার্‌ত্তুন্‌, জার্‌, জার্‌ত্তে। বহুবচন সাধারণতঃ অপ্রচলিত।

অঁনে (আপনি) শব্দ

অঁ'নে (আপনি)	অঁ'নাবা (আপনারা)
অঁ'নারে (আপনাকে)	অঁ'নাবাবে (আপনাদিগকে)
অঁ'নর্‌দি. (আপনার দ্বারা)	অঁ'নাবারদি (আপনাদিগেব দ্বারা)
অঁ'নারে (আপনাকে)	অঁ'নাবাবে (আপনাদিগকে)
অঁ'নার্‌ত্তুন্‌ (আপনা হইতে)	অঁ'নাবার্‌ত্তুন্‌ (আপনাদিগেব থেকে)
অঁ'নার্‌ (আপনার)	অঁ'নারাব্‌ (আপনাদিগেব)
অঁ'নার্‌ত্তে (আপনাতে, আপনার বিষয়ে)	অঁ'নাবার্‌ত্তে (আপনাদিগেতে, আপনাদিগের বিষয়ে)

ধাতুরূপাদর্শ

যা ধাতু—যাওয়া।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমানা (Present indefinite)

আঁই যাই	আঁ'রা যাই
তুঁই য'র্‌	তোঁআরা য'র্‌
হিতে (তে) যায়	হিতেরা (তারা) যায়

বর্ত্তমানা (Progressive)

আঁই যাইর্‌ (যাইতেছি)	অঁা'রা যাইর্‌ (যাইতেছি)
তুঁই য'র্‌	তোঁ' আরা য'র্‌
হিতে যা'র্‌	হিতেরা যা'র্‌

অনদ্যতনী (Past imperfect or present perfect)

আঁই গেই (গিয়াছি)	অঁা'রা গেই
তুঁই গেইয়ো	তোঁআরা গেইয়ো
হিতে গেইয়ে	হিতেরা গেইয়ে

পরোক্ষা (Past perfect)

আঁই গেইলেম্ (গেইলাম্)	আঁ'রা গেইলাম্ (গেইলেম্)
তুঁই গেইলে (গেইলা)	তোঁআরা গেইলে (—লা)
হিতে গেইল্	হিতেরা গেইল্

পুরা নিত্যবৃত্তা

আঁই যা'তাম্	আঁ'রা যা'তাম্
তুঁই যাইত্যা	তোঁ'আরা যাইত্যা
হিতে যাইত	হিতেরা যাইত

ভবিষ্যন্তী

আঁই যাইযুম্	আঁ'রা যাইযুম্
তুঁই যাইবা	তোঁআরা যাইবা
হিতে যাইব	হিতেরা যাইব

আদেশিনী

তুঁই যাও	তোঁআরা যাও
হিতে যা'ক্	হিতেরা যা'ক্
সে যাইতে লাগিল	হিতে যাইত লাগ্‌গিল্
আমি যাইতে লাগিলাম	আঁই যাইতাম্ লাগ্‌গিলাম্
তুমি যাইতে লাগিলে	তুঁই যাইতা লাগ্‌গিলা

ভাবে সপ্তমী

সূজ্জ উড্‌লি আঁই যাইযুম্—সূর্য্য উঠিলে আমি যাইব।

শব্দার্থ-বৈচিত্র্য

আমরা যে সকল শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করি, চট্টগ্রামের ভাষায় তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, সজীব ভাষা মাত্রেই এইরূপ হইয়া থাকে। শব্দের রূপের যেরূপ ধীরে ধীরে বর্ত্তন হয়, অর্থেরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। নিম্নে এই পরিবর্ত্তনের কয়েকটি হরণ সংগৃহীত হইল।

চাহা = দেখা, "কিবা মুঅর ঠাড্‌আ না দি মু চাস্।"

অন্ন = পরিমাণে অল্প, সম্মানে অন্ন; এই অর্থে অন্ন শব্দের সহিত একবচন বিশেষ্যের হার হয়—"অন্ন মনুষ্য'ইয়া অঁইদারি পায়, কাণর গুরিৎ কলম গুজি তাঐয়্যা নাচায়।"

আঁৎ = পাকস্থলী; "আতরে তিতা, কানরে কচু, চোখরে তেল; হেই তিন ... ল বোত্তোর বারিৎ গেল্।"

মিডা=গুড় ; "মিডায় পাত ম্যাছিয়ে খায়।"

আতুর=খঞ্জ, "আঁধা আতুর ভেঁউর, হেই তিন স'তানর লেঁউর।"

ডোম=মৎস্যব্যবসায়ী, "ডোঁঅর গো ; বাঁঅনর না।"

দলা=মৃত্তিকা, "কলায়ে দলা, হলইদ্যে ছাই।
　　বোউঅয়ে সেবিলে পুতয়ে পাই॥"

গাবুর=ভৃত্য, "কুঁরয়ে ঘি ভাত দিলি বাইৎ করি মরে।
　　গাবুরয়ে পিয়া দিলি চিৎ অইয়া পরে॥"

ভারান্=ভাঁড়ানো, প্রতারণা করা, অন্যমনস্ক করা ; "কলা দি পোলা ভারান্।"

গাত্=গর্ত্ত, কূপ।

পেরত (প্রেত্)=ছোট লোক, মলিন বেশ-যুক্ত ব্যক্তি ;
　　"গরীবং দেইলি পেরতেও ছেব্ ফেলে।"

সিরফল (শ্রীফল)=ক্ষুদ্র অর্থাৎ খাইবার অযোগ্য বেল ;
　　"তিন লারায় সির্ফল বেল।"

মরা=নিবারণ হওয়া, "ছেব গিল্লি পানির তিষ্টা ন মরে।"

ভাত্ছোআনি=অন্নপ্রাশন।

হাদি=সাধ, বস্তুবিশেষ খাইবার ইচ্ছা ;
　　"দেশৎ নাই জিয়ান বউঅর হাদি হিয়ান।"

হা করা (—গরন্)=লোভ করা, উপবাস করা ;
　　"ভালা ঠাউরর চাঅরি, তিন জন মৈল হাগরি।"
　　"মাছর নামে গাছেও হা-গরে।"

অতঃপর অর্থ সহ একটি শব্দের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা সম্পূর্ণ বা অন্ততঃ পক্ষে কার্য্যোপযোগী করিতে হইলে যোগ্যতর ব্যক্তির পরিশ্রম আবশ্যক।

শব্দ-তালিকা (Vocabulary)

অপমান (অপমান, অপমানিত)

অক্তর (একত্র)

অ'ন (এখন)

অহ্নি (হাড় শব্দের ব্যবহার না করিয়া এই সাধু শব্দের ব্যবহার করা হয়)

আগুইন (আগুন)

আঅনারতে (আপনাতে, আপনার কার্য্যে, আপনার রাজ্যে)

আঁঅড়া (আমড়া)

আইয়ের (আসিতেছে, আই ধাতু বর্ত্তমানা বা অনুজ্ঞা)

আঁউডি (আংটি)

আঁউল (আঙ্গুল)

আছারবিছার খাইআরে, (আছাড়বিছাড় খাইয়া, অতি ত্রস্তভাবে)

আজুআ (অন্ত)

আতুর (খঞ্জ)
আত্তন্ (আবার)
আদ্দব (আদব, ভদ্রতা)
আঁধা (অন্ধ)
আনিবাক্ (আনাইবেন)
আব (অভ্র)
আঁ'শ (আকাশ)
আহুক (আসুন)
আস্থে (আসিয়াছে)
ই'ন্‌দি (এ দিকে)
ইয়ৎ (এখানে)
ইস্কুল্যা (ইস্কুলের)
উঅর্ টাল্যা (পুকুরে মাছ ধরিবার সময় যাহারা ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিবার অনুমতি পায় এবং মাছের অংশও দেয় না, মজুরীও পায় না)
উঅরে (উপরে)
উইন্ (উকুন)
উগ্‌গা (একটা)
উডান (উঠান)
উডের্ (উঠিতেছে)
উন্দুর (ইন্দুর)
এইরঅমে (এই রকমে)
একান (একখান, একটা)
একান লাম্বা দোরি (একগাছ লম্বা দড়ি)
একুহু (এ ক্ষণেই, মুহূর্ত্ত)
একেনা (একটু)
এজ্জনে (এক জনে)
এট্টা (এতটা)
এড়ে (এখানে)
এঁঅর ডাঁঅর হাতী (এত বড় হাতী)
এ বেল্ (এ বার)
ওঁট্ (ঠোঁট, ওষ্ঠ)
ওঁডৎতেল (ঠোঁটে তেল)
ওম্মা (ও মা !)
ওম্মারে মা (বিস্ময়সূচক অব্যয়, ও মায়ে মা)
কঅন্ (কখন্ ?)
কইতর (পায়রা)
কইত্তারে (কইতে পারে)
ক'ট্টা (কতটা অর্থাৎ বহু অনুচর)
কঁঅলা (কমলা)
কনো (কোনো)
কনোর'মে (কোনো রকমে)
কইলগ্যে (বলিল গিয়া)
কলিক্ (কোরক, কলি, কুঁড়ি)
কাঅচ (কাগজ)
কাউআ (কাক)
ধোরকাউআ (দাঁড়কাক)
কাউর (কর্পূর, কাপুর)
কাঅর (কাপড়)
কাচি (কাস্তে)
কাড (কাঠ)
কাডর মেস্তরি (সূত্রধর, কাঠের মিস্ত্রী)
কাদিরা (চেয়ার)
কাট্টোল (কাঁটাল)
কারিগর (কারিকর, মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী)
কিয়ৎ (কত ?)
কুঁইর (কুম্ভীর)
কুইল্যা (কোকিল)
কুঁর, কুঁউর্ (কুকুর)
কুঁরা (মোরগ, কুঁকড়া)
কুরাইল (কুড়ুল)
কুর্সী (chair)

কুর্গ্যা (কুঁড়ে, অলস)
কুল (কূল, কুল)
কুস্যার (ইক্ষু)
কেঅল (কেবল)
কেঁঅন (কেমন)
কেঁচি (কাঁচি)
কেঁড়া (কাঁটা)
কেশ (লোম, অর্থাপকর্ষ, deteriorations)
কোঁঅর (কোমর)
কোআল (কপাল)
কোঁআর (কুম্ভকার)
কোঁআ (শিশির)
কোইল্যা (কয়লা)
কোত্তা (কোট, জামা)
কোড়ুআ (কয়েকটা)
কোছুগ্‌গা (কতগুলি)
কোছুনি (কতটা, কতগুলি)
কোঁ'রা (কুমড়া)
খইন্দা (খলে)
খওল্
খইরেজ (কবিরাজ)
খারাপ (খারাপ)
খস (পাচড়া)
খাইআরে (খাইয়া)
খাঁআর (খামার, গোলা)
খাজুর (খেজুর)
খা'ত্তে যাইব (খাওয়া ফুলাইবে, খাওয়া চলিবে)
খারাং (ঝুড়ী, টুকরী)
খাক (মল)
খুব (অত্যন্ত)
খের (খাল)
খোঁআ (শিশির)
খোরা (বাটী)
গন্ধ্রক (গন্ধক, শব্দ-সংস্কারের অন্ধ প্রবৃত্তি, False Etymology)
গয়আম (পেয়ারা)
গরাইতর্ পড়িগে'ল্ (গড়াইয়া পড়িয়া গেল, গড়াইতে গড়াইতে অর্থাৎ গড়াইবার অবস্থা শেষ হইবার পূর্ব্বে পড়িয়া গেল ; সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় তুলনীয়)
গাউর, গাবুর (চাকর, গাবুর শব্দের সাধারণ অর্থ যুবক, অর্থ-বৈশিষ্ট্য, specialisation)
গাঁঅছা (গামছা)
গাত (গর্ত্ত, কূপ)
গাদা (গাধা)
গাদি, গেদ্দা (গদি)
গাভ্যাদি (গর্ভ অর্থাৎ অভ্যন্তর দিয়া)
গুটা, গুলা (বসন্তরোগ)
গুয়ী (ঘোটকী)
গুল্‌গুল্যা (গোল, গোলগাল)
গেঁজা (গাঁদা ফুল)
গেদ্দা, গাদি (বালিস)
গো (গরু)
গোরুউন (গো-সকল)
গোঁআই (গোসাঁই)
গোঁআল (গোয়াল)
গোরক্-পোআ (রাখাল বালক)
গোনিআরে (গণিয়া)
ঘল্ললগ্যে (ঢুকিল গিয়া)
ঘাট্যা, ঘাট্যাল (ঘাটীয়াল)
ঘায়ে ভরি গেইয়ে গৈ (ঘায়ে ভরিয়া গিয়াছে)
ঘি, ঘিরিৎ (ঘৃত)

ঘুন্নী (ঘোটকী)
ঘুড্ডী (ঘুড়ি)
ঘোঁঅডা (ঘোমটা)
চর্গা (চড়াই পাখী)
চলত্য লাইল (চলিতে লাগিল)
চাঅরাণী (চাকরাণী, ঝি ; পুং গাবুর)
চাইআরে (দেখিয়া)
চাইত্য লাইল্ (*দেখিতে লাগিল*)
চাইর পাল্‌দি (চারি দিকে)
চাচ (মাদুর, পাটী)
চাডা (চাটা, পাটী)
চুলা (উনন)
চুঁ'ডা (চিমটা)
চোই (চৌকি)
চৈল্ (চাউল)
ছডো (ছোট)
ছাঅল (ছাগল)
ছাঅলের ছা (ছাগলের বাচ্চা, ছা—বাচ্চা)
ছাতি (ছাতা, আতপত্র
ছিলট (slate)
জাঁ'জ (জাহাজ)
জাঁত্ (যাঁতী)
জাল্যা (জেলে)
জিগ্‌গাইল্ (জিজ্ঞাসিল)
জিবা (যাহা)
জিব্ব্যা, জির্ব্যা (জিহ্বা, ভ্রান্ত সংস্কারের চেষ্টায় দ্বিতীয় পদ, False Etymology)
জিঁয়ৎ, জেডে (যেখানে)
জীওতা (জীবিত)
জুনি, জুনিপোক্ (জোনাকি পোকা)
জেঁঅন (যেমন)
জেডা (জ্যেঠা)
জোঁআই (জামাই)
জোঁইন্ (জমীর, পত্র-নির্ম্মিত এক প্রকার শিরস্ত্রাণ, মস্তক হইতে পশ্চাতে হাঁটু বা গুল্‌ফ পর্য্যন্ত বিলম্বিত, বৃষ্টি প্রবেশ করিতে পারে না।)
জোআন (যুবক)
ঝন্না (ঝরণা, ফোয়ারা)
ঝর্ (ঝড়, বাতাস, বৃষ্টি)
ঝাঁডা (ঝাঁটা)
ঝুঁডা (ঝুঁটি)
টান্ত্য (টানিত)
টুকটুকি (টিকটিকি)
টুট্ট্যা বাতাস (ঘূর্ণীবায়ু)
টুল, লাম্বাটুল (Bench)
টেঁয়া (টাকা)
টেল্লা (শাখা, ঠাল্লি)
ঠাডার (বজ্রপাত)
ঠাসি বান্‌লো (কষিয়া বাঁধিল)
ঠুনি (খুঁটি, থাম)
ঠেং (পা)
ঠেল্ল্যা (মৃৎকলস)
ডাইব (ডাকিবে)
ডাওয়া (ডাবা, হুঁকা)
ডাগুচোর (ডাকাইত)
ডিমা (ডিম্ব)
ডেয়া গরু (বাছুর)
ডোঁার (ডুমুর)
ঢগ (দৃশ্য)
বাইরর ঢগ (প্রাকৃতিক শোভা)
ঢাগ (পাঁজর)
তঅন (তখন)
তন্নার (তরবারি)

তরাতোরি (তাড়াতাড়ি)
তয়লে (তাহা হইলে)
তাইর (তাহার, স্ত্রীলিঙ্গ, her)
তাঁগ্ (ত্রিউরী, ত্রিমুণ্ডী, উনন; তিনটি মাথা থাকে বলিয়া এই নাম)
তেঁঅন (তেমন)
তেঁতৈল (তেঁতুল)
তেল্লেচোরা (তেলাপোকা)
তৈলে (তোয়ালে)
তোঁআরত্তে (তোমাতে, তোমার সঙ্গে, তোমার কার্য্যে)
তোয়াতে তোয়াতে (অন্বেষণ করিতে করিতে)
তোই (তাহা হইলেই)
থাইলে (থাকিলে)
থাঁউ (তামাক)
দইণে (দক্ষিণ)
দরো (শক্ত, দৃঢ়)
দলা (মাটি, এক দলা থাঁউ, একটু তামাক)
দজ্জন (দশ জন)
দলান (দালান)
দান্তুন (দন্তসমূহ)
দাঅরা ডেরা (পুং বৎস)
দিবাক্ (দিবেন)
দিইযুম, দিয়োম্ (দিব)
দুআর (দ্বার)
দুই ভাক্ (দুই ভাগ, দ্বিধা বিভক্ত)
দুধ (দুধ)
দুঁর দিল (দৌড় দিল)
দুঁরাদুঁরি (দৌড়াদৌড়ি, দৌড়িতে দৌড়িতে, অতি সত্বর)
দেখাইল্ (দেখাইল)
দেইখ্যারে (দেখিয়া)
দোআন (দোকান)
ধুইল্ (ধূলা)
ধোর কাউআ (দাঁড়কাক)
নগ (নখ)
নপারি (না পারিয়া)
ন'স্সার (নমস্কার)
নাইৎ (নাপিত)
নাগ (নাক)
নারগোল (নারিকেল)
নি'ন্ত্রণ (নিমন্ত্রণ)
নিলীর পারে (নির্গত হইতে পারে না)
নুকা (নৌকা)
নেআলি (লেপ)
নোআ (নব, নূতন)
নৈদ্দ্য (নৈবেদ্য)
পঅর (আলোক)
পক্কি (পক্ষী)
পরচ্তাপ (প্রস্তাব, গল্প)
পরাণত্তুন (প্রাণাপেক্ষা)
পরাণী, করাণী (প্রাণী)
পাঅনা, পা'না (পক্ক)
পা (পদ)
পাইক (পাখী)
পাইক (পদাতিক)
পাইগর লেজ (পক্ষিপুচ্ছ)
পাডী (পাটী, মাদুর)
পাঁডী (পাঁটী, ছাগলী)
পাঁডা (পাঁঠা)
পাঁনি (জল)
পাতাউন্ (পাতাগুলি)
পাতাহিয়ান (পাতাখানা)

পানিত্তরথুন্ (জলের ভিতর হইতে)
পানিভাত (বাসি ভাত, ঠাণ্ডা ভাত, জলেরাখা ভাত)
পাত্তল্ (পাতলা)
পান্সা (পান্‌সে, পানিষা, জলের মত, স্বাদহীন)
পিস্সা (পিসা)
পিই (পিসী)
পিড্ (পিঠ, পৃষ্ঠ)
পিডা (পিঠা, পিষ্টক)
পিত্তল (পিত্তল, সাধু শব্দের ব্যবহার)
পিথিঁঈ (পৃথিবী)
পিয়দা, ফিয়দা (পিয়াদা)
পুতুলা, পোতলা (পুতুল, পুত্তল)
পুথিয়াইন (পুথিখানি)
পুরান্ (প্রাচীন)
পেড (পেট)
পেডৈত্তর্ (পেটের ভিতর)
পেডৈত্তর থুন্ (পেটের ভিতর হইতে)
পেডী (পেঁটরা, বাক্স, Trunk)
পেতিহাঁস (পাতিহাঁস)
পোআ, পুৎ (পুত্র, ছেলে)
পোয়াহিউন (ছেলেগুলা, বাচ্ছাগুলা)
পোইত্যদিন (প্রতি দিন, প্রত্যহ)
পোইয়া, ফোইয়া (পেঁপে)
পোইর, ফোইর্ (পুকুর)
পোতলা, পুতুলা (পুতুল, ক্রীড়নক)
পোরুন, ফোরুন্ (পেঁয়াজ)
পোক্ (পোকা, কীট)
প্যাওড়া (পিপীলিকা)
ফয়াণী, পয়াণী (প্রাণী)
ফাক্ (পাক্, পাখা, ডানা, পাখীর ডানা)
ফিচে (ঝাড়ুন, সুদৃশ্য ও ক্ষুদ্র শতমুখী)
ফিয়দা, পিয়দা, প্যাদা (পিয়াদা)
ফিটকেরি (ফটকিরি, alum)
ফীলেই (প্লীহা)
ফুজ্ (পুঁয, pus)
ফোইর, পোইর (পুকুর)
ফোইয়্যা (পেঁপে, papaw)
বঅরা (বধির)
বই (বসিয়া)
বইডনি (বঁটী, fish knife)
বউ (বধূ, পুত্রবধূ, স্ত্রী)
বত্তল (বোতল)
বরই (কুল, বদর ফল)
বরিষাফল, বরিষাহল, বরিষা'ল (শস্য)
বকা (বক)
বলা, বোলা (বোল্‌তা)
বয়ার (হাওয়া)
বলী (বলবান্)
বা' (বাসা, পাখীর বাসা, নীড়, পিঞ্জর)
বাইর্‌রৎ পার্গ্যম্ (বাহির হইতে পারিব)
বাই (বাসী, পর্য্যুষিত)
বাইওন (বেগুন)
বাউ (বাহু)
বাক্, বাগর গাত (বাঘ, বাঘের গর্ত্ত)
বাডি (বাটি)
বাত্তি (আলো)
বান্‌ভা (স্বর্ণকার)
বালুশ (বালিস)
বাছন্ (বাছা, মিশ্রিত বস্তুদ্বয়কে পৃথক্ করা)
বিঅরাম্যা (রোগী)
বিউস্‌সুৎ (বৃহস্পতি)
বিচৈন্ (ব্যজন)

বিজলী (বিদ্যুৎ)
বিরিষ (বৃষ)
বিল (মাঠ)
বিলেই, মিউর (বিড়াল)
বুগ (বুক, বক্ষঃ)
বুগগা (বুকটা)
বুঝর্ (বুঝিতেছ, বুঝ ধাতু বর্ত্তমানা মধ্যম পুং)
বুদ্ধিৎ ঠার্ দিৎ ন পার্ল্য (বুদ্ধিতে ঠাহর দিতে পারিল না, কিছু বুঝিতে পারিল না, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইল)
বেঁঅচি, বেঁআচি (বেঙাচি)
বোত্তো (বৈত্ত)
বোব্ (বোবা, বাক্‌শক্তিবিহীন)
বোঁর্ (ভ্রমর)
বৈড়ক্‌খানা (বৈঠকখানা)
ভইন (ভগিনী)
ভইন তাইন (ভগিনী প্রভৃতি)
ভাইনা (ভাগিনেয়)
ভাইনি (ভাগিনেয়ী)
ভাইর্ (ভার, ঝুড়ি, বোঝা)
ভালুক (ভালুক)
ভৈরা (ভেড়া)
ভাই ভাই (ভাসিয়া ভাসিয়া)
ভালা (ভাল, উপকার)
ভালা বাস্‌ত্তো (ভালবাসিত)
মঙ্গল (মঙ্গল)
মইক্যা (ভুট্টা, maize)
মটা (মোটা)
মরা (মৃত)
মরা মাছিউন্ (মরা মাছিগুলি)
মশরি (মশারি)
মরিচ (লঙ্কা)
মাড়ি (মাটি)
মারি (মাড়ি)
মারিত্তারে (মারিতে পারে)
মাছ্যতা (মাছি মারিবার জন্য কৌশলে নির্ম্মিত যষ্টিবিশেষ)
মার্গ্যি (মারিয়া ফেলিয়াছি)
মাকর্ (মাকড়সা)
মাথা খাঁওরার্ (মাথা কামড়ানি, শিরোবেদনা, শিরঃপীড়া)
মিউর (বিড়াল)
মিউরচ্চা (বিড়াল বাচ্চা)
মিডা (মিঠা, মিষ্ট, গুড়)
মু (মুখ)
মুঅর্‌ত্তর্ (মুখের ভিতর)
মুআ (মেসো)
মুঅই (মাসী, মাতৃষসা)
মেজ (Table)
মেঁাআছিপুক্, মধুপুক্ (মধুমক্ষিকা)
ম্যাগ (মেঘ)
যঅন্ (যখন)
যুদ্ধ বাজ্জিল্ (যুদ্ধ বাধিল, যুদ্ধ লাগিল)
যেঁঅন (যেমন)
যেঁঅন এঁঅন বীর নয় (যেমন তেমন অর্থাৎ সাধারণ বীর নহে)
যেঁঅর ডাঁওর কাম কর্গ্য (যেমন ডাগর অর্থাৎ বড়, অর্থাৎ প্রশংসার্হ কার্য্য করিয়াছ)
যেইত্তে হেইতে (যে-সে, যে-কোনও ব্যক্তি)
রাক্ক্যস্ (পেটুক, লোভী)
রাইত্ (রাত্রি)

রাজা বানাই দিয়োম্ (রাজা করিয়া দিব, বড়লোক করিয়া দিব, রাজা পুংলিঙ্গ শব্দ হইলেও এখানে উভয়লিঙ্গ)
ঐ রাজারৎ কেঁঅন করল্য ? (ঐ রাজার অনুচরবর্গ কি করিল ?)
রাজার বারির মিক্কা (রাজার বাড়ীর দিকে)
রাদ্হাঁস (রাজহাঁস)
রোইবার (রবিবার)
রোউন (রশুন)
রোজ্জার (রোজগার)
লাই (ঝুড়ি, টুকরি ; এই লাই নামক টুকরীর গঠনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে ; নরম বাঁশ দিয়া তৈয়ার ও বেত দিয়া বাঁধা হয় এবং হাতে ধরিবার সুবিধার জন্য এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বেত্রনির্ম্মিত হাতল দেওয়া হয় ; চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলেই এই লাই পাওয়া যায়)
লাডম্ (লাঠিম)
লাডি (লাঠি, যষ্টি)
লাঁওল (লাঙ্গল)
লিচি (লিচু)
লুতি (হাম, measles)
লুন (লবণ)
লোআ (লৌহ)
লোগ্‌গী (দাঁড়, Oar)
লোডা (লোটা, ঘটী)
লৌ (রক্ত)
বকা (বক)
শরীল (শরীর)
শঙ্ক (শঙ্খ, Conch)
শিশির (সিসি)
শুতার (সূত্রধর)
সঁই (সিম)
স'রে (সবেরে, প্রাতে)
সতাম্মারি (সরতানী)
সাঅন (সাবান)
সাউ (সাগু)
সিঙ্গ (সিংহ)
সিরভল, সিরফল্ (শ্রীফল, ছোট বেলকে সিরফল বলে ; বড় বেল "বেল" ; সঙ্কীর্ণার্থতা, Specialization)
সুআরি (সুপারি)
সুবোতা (বাতী)
সোরাতা (হস্তিশুণ্ড)
সোয়ামী (স্বামী)
হঅনী (চিরুণী)
হইয়ে (হইয়াছে)
হইরে (সরিষা)
হউদ্র (সমুদ্র, অন্ধসংস্কার-প্রবৃত্তি, False Etymology)
হকল (সকল)
হকলর হেষ (সকলের শেষ)
হকলুনুক্কা (সকলকে)
হঙ্গে (সঙ্গে)
হন্দর (সুন্দর)
হন্দরী (সুন্দরী)
হন্দুক (সিন্ধুক, বাক্স, safe)
হনিবার (শনিবার)
হন্ত (টাটকা)
হপ্তা (সপ্তাহ)
হরই (বাসন)
হরিং (হরিণ)
হ'র (হইতেছে)
হাস্তা (সস্তা, cheap)

হাড্ডী (ঘাড়, স্কন্ধ, গ্রীবা)
হাঁড়ু (হাঁটু)
হাঁচা (সত্য)
হাঁচা মিছা কথা (মিথ্যা তামাসা, কল্পনা)
হাজার গোয়া (হাজারটা)
হাতীভা (হাতীটা)
হাত্তোয়া (সাতটা)
হাৎ দিনর দিন (৭ম দিবসে)
হাপ (সাপ, সর্প)
হায়াগায়ে (সর্ব্বশরীরে)
হায়েঁয়া (পানিবসন্ত, Chicken pox)
হাঁও (সাঁকো, বংশনির্ম্মিত)
হিঁওর (শিকড়)
হিঁওল (শিকল)
হিজ (শয্যা)
হিয়াল (শিয়াল)
হিয়ালর গাত (শিয়ালের গর্ত্ত)
হিঁয়ত, হেড়ে (সেখানে)
হিবা (সেটা, সে)
হিয়ান (সেইখান, সেটা)
হিয়াওল্লা (সিয়ালটা)
হিয়াল্লত্তে (শিয়ালেতে অর্থাৎ শিয়ালের পেটে)
হুওর (শূকর)
হুনা (শুষ্ক)
হুনা খের (শুষ্ক তৃণ)
হুনি মাছ (শুষ্ক মৎস্য)
হুকর বার (শুক্রবার)
হুঁইচ (সূচ, ছুঁচ)
হুড়ুম (মুড়ি)
হুদা (শুধু, কেবল, সর্ব্বদা)
হুন্দি (তাহা দিয়া)
হুনিআরে (শুনিয়া)
হেড়ে, হিঁয়ৎ (সেখানে)
হেই সমৎ (সেই সময়ে)
হেই তার ভেত্তুন (তাহাদের পক্ষ হইতে)
হেইতার লাই (তাহাদের জন্য)
হোউর (শ্বশুর)
হোউরী (শাশুড়ী)

অতঃপর কিঞ্চিৎ ভাষার আদর্শ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আদর্শস্বরূপে কতিপয় প্রবচন ও দুইটি প্রচলিত গল্প সংগৃহীত হইল। তালিকাধৃত প্রবচনসমূহের অধিকাংশই মহানুভব এণ্ডার্সন সাহেবের প্রবচন-সংগ্রহে আছে। তবে তিনি প্রবচনগুলির ভাষা পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। ১৩১০ সালের প্রকৃতি নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় দেখিলাম, শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয়ও এই প্রকার ভাষার পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রবচন-সংগ্রহের উপদেশ দিয়াছেন ও কতিপয় প্রবচন সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা এ প্রকার পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নহি। মূল পরিবর্ত্তন না করিয়া অনুবাদ সহ প্রকাশ করিলেই প্রবচন সাধারণের বোধগম্য হইবে।

কতিপয় চট্টগ্রাম-প্রবচন

১। অল্প মনুষ্য'ইয়া জঁইদারি পায়। কানর গুরিত কলম গুজি ভাএঁয়া নাচায়॥
(সামান্য লোকে জমিদারী পাইলে কানে কলম গুজিয়া বালক নাচায়)।

২। অভাগা চোবা যেই বারিজ্জায়। হ'লে কু'রে ডারে'নয় রাৎ পোয়ায়॥ (দুর্ভাগ্য চোব যে বাড়ীতে যায়, সে বাড়ীতে হয় কুকুরে ডাকে, না হয় রাত্রি পোহায়)

৩। আব'গা চৈলব মদ্দির দোআন॥ (আকাঁড়া চাউলের দোকান বাজারের মধ্যস্থলে। সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া কেহ বড়লোক হইলে, এই প্রবচন ব্যবহৃত হয়।)

৪। আদবর কলা বাঅলো ভালা॥ (আদর করিয়া যদি কেহ খোসা সমেত কলা খাইতে দেয়, তাহাও ভাল।)

৫। আঁতরে তিতা কানবে কচু চোগরে তেল। হেই থানৎ ন অইলে বোত্তোর বারিৎ গে'ল্॥ (পাকস্থলীব [আঁৎ] পীড়ায় তিক্ত বস্তু, কর্ণের পীড়ায় কচু ও চক্ষু-রোগে তেল ব্যবস্থা করিবে। এই তিন উপায়ে ফল না পাইলে বৈদ্যের বাড়ীতে যাইতে হইবে॥)

৬। আইলেও লোব্বি গেলেও বালাই। (অনুরাগহীন অভ্যর্থনা)।

৭। আবাতি কাট্টোল জারিৎ দেওন। (ইচোড় পাকাইতে দেওয়া —"The jack fruit is raw, put it under straw."—Anderson).

৮। আবাতি কালৎ অনন্তর ব্রৎ। (অকালে অনন্ত [চতুর্দ্দশী] ব্রত)।

৯। আদাচুরণীব মনৎ গুদ্‌গুদি। (যে রমণী আদা চুরি করে, তাহার মনে শান্তি থাকে না)।

১০। আদা বেচে গাদা। মিডা বেচে হাবামজাদা॥ (আদা শুকাইলে ওজনে কমে, সুতরাং যে আদার ব্যাপার করে, সে বুদ্ধিহীন (গাধা)। গুড় বিক্রীত না হইলে তাহার সহিত অন্য দ্রব্য মিশাইয়া ওজন বৃদ্ধি করা যায়, সুতরাং গুড়-ব্যবসায়ী অতি দুষ্ট-প্রকৃতির লোক—হাবামজাদা)।

১১। আউন কাঅর দি ঢাই রাইম পারে। (আগুন কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায় না।)

১২। আগৎ জ'আইয়ে কাট্টোলো ন খায়। হেষৎ জ'আইয়ে ভোতাও ভোগাই ন পায়॥ (আগে জামাই কাঁটালও খায় না। শেষে জামাই ভোতাও খুঁজিয়া পায় না— Familiarity breeds contempt)।

১৩। আগুয়া পাতৎ ঠাডার ন পরে। (উচ্ছিষ্ট পত্রে বজ্রপাত হয় না)।

১৪। আঁধা আতুর ভেঁউর—হেই তিন সয়তানর লেঁউর। (অন্ধ, খঞ্জ ও কুব্জ, এই তিনটি সয়তানের লেজ)।

১৫। আঁধাকালা কোলভেঁউর গোদব অন্ত নাই। তিন শ বিরাশী বুদ্ধি যার এগ চোক নাই॥ (অন্ধ, বধির, কুব্জ ও পঙ্গু ব্যক্তির অন্ত পাওয়া যায় না। আর যাহার এক চক্ষু নাই, তাহার ৩৮২ বুদ্ধি, অর্থাৎ সে ব্যক্তি অত্যন্ত কুটিল)।

১৬। উইয়র পোঁদৎ কইড় গাছাইলে আঁআশ ছুইত্ চায়। (উই পোকার পাখা গজাইলে সে আকাশ স্পর্শ করিতে চায়।)

১৭। উওট্টাইল্যার হৈলদ্ দৃষ্টি। (পুকুরে মাছ ধরিবার সময়ে যে সকল লোককে ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিবার জন্য জালি নামাইবার অনুমতি দেওয়া হয়, তাহাদিগকে "উওট্টাইল্যা" বলে। তাহারা সাধারণতঃ 'শ'ল' অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্যে দৃষ্টি রাখে।)

১৮। উজ্জা আঁউলে ঘিরিৎ ন উডে। (সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠে না।)

১৯। উতরে বাগ দইনে রাগ। (বাড়ীর উত্তরে বাগান ও দক্ষিণে মুক্ত স্থান রাখিবে।)

২০। এগে ত ডোমর পোআ, তাত্তে পোন্দৎ গু। (বিবাহবিষয়ক প্রবচন। একে নীচকুলে জন্ম, তাতে গুণহীন।)

২১। এগ দুখর দুকী আঁই গাঙ্গর কুল্যা বারী। এগ দুকর দুকী আঁই কোচ্যা কালৎ রাঁরী॥ এগ দুকর দুকী হই আঁই করজধারি। এগ দুকর বুরা আঁই হেবে বিয়া করি॥ (আঁই—আমি। গাঙ্গর কুল্যা বারি—নদীতীরস্থ গৃহ। কোচ্যা কালৎ রাঁরী—অল্প বয়সে বিধবা। করজধারী—ঋণী। বুরা—বৃদ্ধ।)

২২। এরিও ন দে, বেরিও মারে। (অধিক সম্পত্তি ছাড়িতেও পারে না—সম্পত্তি ত্যাগ না করায় সর্ব্বনাশও হয়)।

২৩। ও পাগ্লা হাঁও ন লাবিস্। ভালাও ত মনে করালি॥ (ও পাগলা, সাঁকো নাড়িস না—ভাল কথা মনে করালি। ছোট ছোট খাল পার হইবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে সুপারি গাছ, বাঁশ প্রভৃতি দিয়া সাঁকো প্রস্তুত করা হয়। তাহার উপর দিয়া অতি কষ্টে যাতায়াত চলে। এক পাগলের কর্ম্ম ছিল, কেহ সাঁকোতে উঠিলে সাঁকোটা নাড়া দিয়া কৌতুক দেখা। তাহাকে সাঁকো নাড়িতে নিষেধ করায় তাহার বিস্মৃত কর্ত্তব্য মনে পড়িয়াছে।)

২৪। কাউ তলে কাউ মাহাঙ্গা। (কাউ একপ্রকার অম্ল-মধুর ক্ষুদ্র ফল।)

২৫। কাউআর বাআৎ কুইল্যার ছা। জার ছা তার রা॥ (কাকের বাসায় কোকিলার ছানা হইলেও সে কোকিলের মত শব্দ করে।)

২৬। কেছুআ তুলতে হাপ উডে। (কেঁচো তুলতে সাপ)।

২৭। কানর সোনায় কান কাডে। (কাণের সোনাতেই কাণ কাটে।)

২৮। কলায়ে মলা হলই দরে ছাই। বোউঅরে সেবিলে পুতরে পাই॥ (কলা গাছে মাটি ও হলুদ গাছে ছাই দিলে গাছ ভাল হয়। আর বধূমাতার মন যোগাইলেই পুত্র আপনার হয়।)

২৯। কেওা দি' কেওা খোয়ান। (কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা)।

৩০। কোলৎ মরে পৈষ্য ন দে। (মাতৃস্নেহ এরূপ অন্ধ যে, পুত্র না খাইতে পাইয়া কোলে মরিবে, তাও ভাল, তথাপি পরকে পোষ্য পুত্র করিতে দিবে না।)

৩১। কাউআর মুখৎ হিন্দুর্গ্যা আম। (কাকের মুখে সিঁদুরে আম।)

৩২। কুউরর পরাণে ঘিরিৎ ন জারে। (কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হয় না।)

৩৩। কার হরাদ কনে করে। বাঁঅন বেডা খোল কাডি মরে॥ (কার শ্রাদ্ধ কেবা করে—বামুন বেটা (কলাব) খোল কেটে মরে।)

৩৪। কাণ কাডা কই মাছে তাল গাছ বায়। পোচরা মু'খান লই দরবারৎ যায়॥ (কাণ কাটা কই মাছ তালগাছে উঠে। কুৎসিত মুখশ্রী লইয়া লোকে দরবারে যায়॥)

৩৫। কেঁডি কুউরর ঘেড্ঘেডি বেশি। (খেঁকী কুকুরে ঘেউ ঘেউ করে বেশী।)

৩৬। কুউররে ঘিভাত দিলে বাইৎ করি মরে। গাবুররে পিরা দিলে চিৎ অইয়া পরে॥ (কুকুরকে ঘি-ভাত দিলে বমি করিয়া মরে। মজুরকে পিঁড়া দিলে বসিতে জানে না বলিয়া চিৎ হইয়া পড়ে।)

৩৭। কাউঅর উঅর কাঁআন দাবান। (মশা মারিতে কামান দাগা।)

৩৮। কুউরে কাণ্ডাইলে আণ্ডুর হেডে। (কুকুরে কামড়াইলে হাঁটুর নীচে।)

৩৯। কুউরে কাণ্ডায় তারেও কি কাণ্ডাইব না? (কুকুরে কামড়াইলে তাকেও কি কামড়াইতে হবে?)

৪০। কলা দি' পোলা ভারান। (কলা দিয়ে ছেলে ভুলান।)

৪১। কা'তর বুদ্ধি আঁতৎ। বাঁঅনর বুদ্ধি দাঁতৎ॥ (কায়স্থের বুদ্ধি গভীর। বামুনের পেটে কথা থাকে না। কায়স্থ কাহাকেও মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ সরলচিত্ত—পেটে কথা রাখে না।)

৪২। খাডি দিন্ন পার, পৈররে নিন্দা। (লোকের উপকারের জন্য একটা গর্ত্ত কাটিয়া দিতে পার না, পরে পুকুর কাটিয়া দিলেও তার নিন্দা কর।)

৪৩। খাল কাডি কুঁইর ঘল্লান। (খাল কেটে কুমীর আনা।)

৪৪। খাই দাই থাইলে তারে কয় ধন।
মরি ধরি থাইলে তারে কয় জন॥ (সুস্পষ্ট)

৪৫। খাওনর সময় বারো ভাই। পোআ লওনর সময় কেঅ নাই॥ (সুস্পষ্ট।)

৪৬। গীতর আগৎ কুনকনি। ঝরর আগৎ পিনপিনি॥ (গীতের পূর্ব্বে স্বর ভাঁজা হয়—ঝড়ের পূর্ব্বে নিস্তব্ধতা থাকে। প্রত্যেক ঘটনারই পূর্ব্বে সূচনা পাওয়া যায়।)

৪৭। গাছৎ কাট্টোল ওডৎ তেল। (গাছে কাঁটাল, ঠোঁটে তেল।)

৪৮। গাছে ফলর ভর ধরে। ফলে গাছর ভর ন ধরে॥ (স্পষ্ট।)

৪৯। ঘাডৎ আই নুকা ডুবান। (ঘাটে আসিয়া নৌকা ডুবান।)

৫০। ঘাড্ পারহলে ঘাড্যা হালা। (ঘাট পার হইলে ঘাটিয়া শালা।)

৫১। ঘর বাঁধিব মুর্গ্যা—গো কিনিব টুর্গ্যা। বিয়া করিব কালা—তৌই গিরস্তর ভালা॥ (ঘর করিবে ছোট—গরু কিনিবে ছোট। স্ত্রী কিরবে কাল—তবে গৃহস্থের ভাল॥)

৫২। চোররে কয় চুরি কর্, গিরস্থরে কয় হজাগে থাক্।

৫৩। চুঁউট্টা দিলে ভাঁউট্টা খায়। (চড়টা মারিলে কিলটা খাইতে হয়।)

৫৪। চোর ধাইলে বুইধ বাড়ে।

৫৫। চোখ থাড়িলে দুনিয়া আন্ধার। (চোখ মুদিলে পৃথিবী অন্ধকার।)

৫৬। চাল্যা বেচনি দোলায় চরে—কন্নান কন্ দেশ পুছার করে॥ (যে রমণী বাজারে চালতা বিক্রয় করে, সর্ব্বস্থান তাহার পরিচিত, কিন্তু দোলায় চড়িলে সে জিজ্ঞাসা করে, কোন্টা কোন্ দেশ। অবস্থার উন্নতি হইলে পূর্ব্বের খারাপ অবস্থা গোপন করে।)

৫৭। চোর গোটার বারী ভাক্। (কাঠ বিড়ালের বাড়ী ভাগ।)

৫৮। চোখে আর কানে ছয় মাসর পথ।

৫৯। চেষ্টা অন্তে, দুঃখ খণ্ডে।

৬০। ছাগলে কয় পরাণে মৈলাম। গিরস্তে কয় আলুনি খাইলাম॥ (উভয় পক্ষে অসুবিধা।)

৬১। ছোয়াদির লাই দুর্গোৎসব বাঙ্গি ন থাএ॥ (পানে খাইবার চুণের অভাবে দুর্গোৎসব বাকী থাকে না।)

৬২। চুল্লুকর না পাহারর উঅর্ দি চলে। (একমতে যাহারা কাজ করে, তাহাদের নৌকা পর্ব্বতে চলে।)

৬৩। জরর তাম পানি পিওন। (জরের তাপে জল খাওয়া।)

৬৪। ডুব মারি পানি খাইলে এগাদশীর বাপেও ন জানে।

৬৫। ডেয়া গরুয়ে বাগ ন চিনে। (বাছুরে বাঘ চিনে না।)

৬৬। ডোমর (মৎস্য-ব্যবসায়ীর) গো, বাঁঅনর না।

৬৭। ঢেইৎ বারা পৈরৎ পানি। জোঁআইর পোআব ভাত ছোয়ানি॥ (ঢেঁকিতে ধান, পুকুরে জল—জামাতার পুত্রের অন্নপ্রাশন।)

৬৮। ঢেঁই সর্গৎ গেলেও বারা বাঁধে।

৬৯। তিন মাইয়্যা পোআ জিঁয়ৎ। কাজির দরবার হিঁয়ৎ॥ (যে স্থানে তিন রমণী একত্র হইবেন, সে স্থানে কাজির দরবার বসিবে—অর্থাৎ নানাবিষয়ক আলোচনা হইবে।)

৭০। তেল ন দি মচমচ্যা ভাজা।

৭১। তোতার চোখ, বাদরর মু। (কখনও স্থির থাকে না।)

৭২। তার লাই এগ আঁডু পানিয়ামিলে তে এগ্ গলাৎ লামিব। (দূরে সরিয়া যাইবে।)

৭৩। তুই দিয়ারে মুই দিয়া। (তুমি আগে দিলে আমি পরে দিব বা তুমি দিলে আমার দেওয়া হইল।)

৭৪। তিন নারায় সুআরি সোনা তিন নারায় নারগ্যাল টেনা। তিন নাড়ায় নিরফল বেল তিন নাড়ায় গিরস্ত গেল্। (তিন বার নাড়িয়া পুতিলে সুপারি গাছে সোনা ফলে। তিন নাড়ায় নারিকেল গাছ নষ্ট হয়। তিন নাড়ায় বেল গাছ ভাল হয়। কিন্তু তিন নাড়ায় অর্থাৎ তিন বার বাস-পরিবর্ত্তন করিলে গৃহস্থের সর্ব্বনাশ।)

৭৫। তোঁআর নেক্ হওদাগব—তুঁই হও না ধনকাতর ? (তোমার স্বামী সদাগর—তুমি কেন হও ধনকাতব ?)

৭৬। দেইয় পারে যারে—হাঁডিৎ ভেঙ্গায় তারে। (যারে দেখ্‌তে নারি, তার হাঁটন খারাপ।)

৭৭। দেশী ভাই জিঁয়ৎ—কথা ন কইও হিঁয়ৎ। (Where your neighbour you find, Beware to speak your mind—Anderson.)

৭৮। দাতাত্তুন কির্‌পণ ভালা ত্বরিৎ জোআব যার। (দাতা চেয়ে কৃপণ ভাল, শীঘ্র জবাব যার।)

৭৯। দেশৎ নাই জিঁয়ান—বোউঅর হাদি হিঁয়ান। (দেশে নাই যা—বউএর সাধ তা।)

৮০। দুষ্ট জনর মিষ্ট কথা কাছে বৈসে ঠেসে। কথা দিয়া কথা লৈ প্রাণ বধিব হেষে॥

৮১। দুষ্ট জনর মিষ্ট কথা দীঘল ঘোঁঅডা নারী। দাঁঅর (জলজ-উদ্ভিদের) তলর (নিম্নের) শীতল জল এ তিন পরাণর অরি॥

৮২। নিজর ইজ্জৎ নিজে রাগে (রাখে)। কাডা কাণ চুল দি ঢাগে (ঢাকে)॥

৮৩। নোআ নোআ (নব নব) বাঁঅরী (অলঙ্কারবিশেষ) নোআ নোআ রং। পুরাণ অইলে বাঁঅরী গলা ঢং ঢং॥

৮৪। নাইৎ (নাপিত) দেইলে (দেখিলে) নগ্‌কুনি বাড়ে।

৮৫। নেক্ পাইয়ে যে কত নয়--কাচ বাঁঅরীও তোয়ায়। (স্বামী জুটিয়াছে—এই যথেষ্ট, আবার বালা চুড়ি চায়।)

৮৬। নাইতা কয় 'আই', কাঁআরিয়া কয় 'তাই'। বাঙ্গা কয় পরু, এ কথা যে পৈত্যায় তার বাপেও গরু॥ (নাপিত বলে "আসি," কামার বলে "তাই" (আগুন), স্বর্ণকার বলে 'পরশ,' এ কথা যে বিশ্বাস করে, তার বাপ গরু।)

৮৭। মা গুণে পোআ ভুঁই গুণে রোআ।

৮৮। যে মিকার ঝড়, হে মিকার জোঁইর। (যে দিকের ঝড়, সেই দিকে ঝাঁপ। বাঁশ ও পাতা দিয়া বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার্থ মস্তক হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত বিলম্বিত এক প্রকার ছাতা তৈয়ার করিয়া চট্টগ্রাম অঞ্চলে গরীব লোকের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম 'জঁইর'।)

৮৯। হাতর ডিমাত্তুন খাড়র পাইখও ভালা নয়।

৯০। হিন্দুর দাড়ি, (১) মুসান্যর নাবী, (২) গাঙর কুল্যা বাড়ী, (৩) মুড়ার কুল্যা গাই, (৪) চাইর্ কথার পৈত্তর নাই।

(১। কারণ, ক্ষৌর কর্ম্ম-নিষিদ্ধ নহে। ২। পুনর্বায় তালাক ও শাদী হইতে পারে। ৩। নদীর স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে। ৪। বনের ধারে গাই থাকিলে বন্য জন্তুতে লইয়া যাইতে পারে।)

৯১। বেইমানর নিঅঁস্তন অঁাচাইলে সিদ্ধি।

৯২। হক্কলে যদি বৎ (ব্রত) করে নৈদ্দ্য (নৈবেদ্য) খাইব কনে?

৯৩। হাত্তিয়ার আঅনা নয়, কোডাল (পুলিস) নয় মিতা। ঘরর স্ত্রী আঅনা নয়, ন কইও নির্ণয় কথা॥

৯৪। পাইক আইয়ক্ ফিয়দা আইয়ক্, অঁাই কেও না। ভেড্ আইয়ক্, বেগার আইয়ক্, অঁাই জঁইদারর মা॥ (পাইক পেয়াদা আসিলে আমি কেহ নই; উপঢৌকনাদি আসিলে আমি জমিদারের মা।)

৯৫। পাঁডায়ে কাডে পাঁডীয়ে হাসে। পাঁডায়ে কয় তোর লাইও মগদেশ্বরী আছে॥ (মগধেশ্বরীর নিকট পাঁঠী বলিদান হয়।)

৯৬। হঁইচে ভাঙ্গিব কাজে কুড়াইল লাগান। (সূচের কাজে কুড়াল লাগান।)

হেঁয়ালি

১। এগ হৈলর দুই মাতা, হৈল গেল্ গৈ্য কৈলকাতা। (একটা শ'ল মাছের দুইটা মাথা—শ'ল মাছ চলে গেল কলিকাতা)—নৌকা।

২। রাজা ভাত খায়, দুআ পোআ চাই খায়।—হাঁটু।

৩। রাজার পইরগুর ইচুরার ভরা। এক্কই টিপ মাল্লে বেগ্গাগুন্ মরা॥—নেবু। (রাজার পুকুরের ভিতরে চিঙড়ি মাছ ভরা। একটি টিপ মারিলেই সবগুলিই মরা॥)

৪। রাজার বাগা দুয়ারৎ বরই গাছ ঝিকিমিকি করে। রাজা আইয়ের বাদসা আইয়ের থিয়েই সালাম করে॥—দুর্গাপূজা। (রাজার লাছ দুয়ারে কুলগাছ ঝিকমিক্ করে। রাজা আসুক বাদসা আসুক দাঁড়াইয়া প্রণাম করে॥)

হাজার মারার পরচ্তাপ্

উগ্‌গা কুরুগ্যা বুরা আছিল্। তে কন কাম করিত ন জানত্যো; বই বই থাঁউ খাইত্য। হারা গায়ে তার উগ্‌গা পেড্ আছিল্। একান চাঁচ লোই একোরে ভাওয়া আল্যাউআ

একজন অলস (কুঁড়ে) বৃদ্ধ ছিল। সে কোনও কাজ করিতে জানিত না। বসিয়া বসিয়া তামাক খাইত। সারা গায়ে তার একটা পেট মাত্র ছিল। একখানা মাদুর নিয়ে সর্ব্বদা ডাবা (হুঁকা) হাতে এক ছিলিম তামাক

এগ্ দলা ধ্রাঁউ লোই হদা থাঁউ টান্ত্যো। তাত্তে একান মাছ্যাতা আছিল্। তে বই বই মাছি মার্ত্যো। এগ্ দিন বেয়াক্ মরা মাছিউন্ গোনি চাইআরে তার বোউঅরে কোইল্ যে দেখ্যনি? কোত্বগ্গা মাছি মার্গি? ও বাবু গোনি চাইলাম যে, ওম্মা! হাজ্জার গোয়াঅ'ল্। তার বউয়ে ক'ল্ "হইব অ'নে, বই থাঁউ খ। কাম ন থাইলে ধানে আর চোইলে অঁত্তব করি রাছুন।" তে কইল্ হাঁচামিছ্যা কথা নয়। তুঁই রাজার বারিৎ য্যাই ক'গৈ হাজ্জার মারা আস্তে। তোই আঁ'বে ডাইব। তার বোউএ ক'ল্, অ'নে বই পানি ভাত চাইরগোআ খাইআবে থাঁউ খ'গে। তে ক'ল্, তুঁই ন বুঝর্, আগে জাই হেডে ক'গৈ; তোই যদি কিছু টেয়া দে হুঁন্দি তোঁআরে রাজ্জা বানাই দিয়োম্।

বউএ তার হঙ্গে কনর'মে নপারি রাজ্জার বারিৎ গে'ল্। রাজ্জারে কইল্, হাজ্জার মারা আস্তে; যদি আঅনাত্তে লাগে, আঁ'র বারিৎ আছে আনিবাক্। হেই সম'ৎ হেই রাজ্জার হঙ্গে আর এগ্ রাজ্জার হঙ্গে যুদ্ধ বাজ্জিল্। রাজ্জা কয়েজ্জে, তহ'লে ত কুব ভালা হয়ে, তে যদি এগ্ জনে হাজ্জার জন মারিৎ তারে, তহ'লে আঁ'ত্তে আর কিয়ৎ লাইব? এই বুলি তাইরে কইল্ যে, তুঁই তারে আঁ'র কাছে লই আইও। তাই যাই তাইর সোয়ামিরে কইল্ গৈ আর তে রাজ্জার বারিৎ আইল্।

রাজ্জা কয়েজ্জে, হাজ্জারমারা তোঁআত্তে কি কি লাইব? আর অন্য মানুষ ক'ট্টা লাইব আঁ'রে ক' আঁই একুনু দিয়োম্। হাজ্জারমারা কয়েজ্জে, আঁ'ত্তে আর কিছু লাগ্ত নয়; কেঅল উগ্গা ঘোরা লাইব। রাজ্জা কয়েজ্জে, আঁ'ত্তে এ'ট্টা ঘোরা আছে তুঁই উগ্গা তোঁআর মন্মত বাছি লই আইও। হাজ্জারমারা কেঁঅন কইল্যা? ঘোরার ঘরৎ যাই

দিয়ে কেবল তামাক টানিত। তাহার নিকট একটা মাছিমারা লাঠি ছিল। সে বসিয়া বসিয়া মাছি মারিত। এক দিন সমস্ত (বেবাক) মরা মাছি গণিয়া দেখিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, "দেখ্ছ না? কতটা মাছি মারিয়াছি। গণিয়া দেখিয়া অবাক্ হইলাম যে, হাজারটা হইল।" তার স্ত্রী বলিল, "তা হ'তে পারে, বসিয়া তামাক খাও। কাজ না থাকিলে ধান ও চাউল একত্র করিয়া বাছিতে হয়।" সে বলিল, "মিথ্যা তামাসা নহে। তুমি রাজার বাড়ীতে গিয়া বল যে, হাজার-মারা আসিয়াছে। তাহা হইলে আমাকে ডাকিবে।" তাহার স্ত্রী বলিল, "এখন চারিটি বাসি ভাত খাইয়া তামাক খাওগে।" সে বলিল, "তুমি বুঝিলে না; আগে গিয়া সেখানে বলগে; তাহা হইলে যদি কিছু টাকা পাই ত তাই দিয়া তোমাকে রাজা করিয়া দিব।"

তাহার স্ত্রী তাহার সঙ্গে কোনও রকমে না পারিয়া রাজার বাড়ীতে গেল। রাজাকে বলিল, হাজারমারা আসিয়াছে। যদি আপনার এখানে দরকার হয়, আমার বাড়ীতে আছে, আনাইবেন। সেই সময় সেই রাজা ও অন্য এক রাজার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। রাজা বলিল, তাহা হইলে ত খুব ভাল হয়। সে একজনে যদি হাজার জনকে মারিতে পারে, তাহা হইলে আর আমার পক্ষ হইতে কি লাগিবে? এই ভাবিয়া তাহাকে বলিল যে, তুমি তাহাকে আমার নিকট লইয়া আইস। সে যাইয়া তাহার স্বামীকে বলিল, আর সে রাজার বাড়ীতে আসিল।

রাজা বলিল, "হাজারমারা, তোমার কি কি দরকার? আর অন্য মানুষ কত লাগিবে? আমাকে বল, আমি এই মুহূর্ত্তে তোমাকে দিব।" হাজারমারা বলিল, "আমাকে অন্য কিছু লাগিবে না, কেবল একটি ঘোড়া চাই।" রাজা বলিল, আমার যত ঘোড়া আছে, তাহার মধ্য হইতে তোমার মনোমত একটি বাছিয়া লইয়া

ঘোরা [illegible] লাইল্। রাজা তারে পত্তম্ খুব বর ঘোরাওয়া যিবা লই যুদ্ধ করে হিবা দেখাইল্। তে হিবা দেইআরে কয়েজ্জে, ইবা কি ছালি ঘোরা? এইর'মে দেআইতে দেআইতে বেয়াগ্‌গুন্ দেআইল্। তার চোকৎ উগ্‌গাও ন লাইল্। হেষে তে চা'তে চা'তে দেইল্ যে, উগ্‌গা তিনঠেঙ্গ্যা ঘোরা ঘা'য় ভরি গেয়ে গৈ। তে কয়েজ্জে, এইবা না ভালা ঘোরা? এই বুলি তে কেঁয়ন্ কইর্লা? কাঅর্ টাঅর্ বান্ধি কইল্ যে, একান্ লাম্বা দোরি আন্। দোরি আনি দিল আর তে হিয়ান ঘোবাব পিডব উঅর দি লটকাই আরে টাঁসি বাঁন্ন্যো। বান্দি এগ্‌গুনরে কইল্, আঁ'রে ঘোবাব পেডর্ তলে বান্দি দ'। এই র'মে তারে বান্দি দিল আর ঘোরা চল্‌তো লাইল্। তিন ঠেঙ্গ্যা ঘোরা টোট্টেং টোট্টেং করি চল্‌তে লাইল্। যা'তে যা'তে কু-উ-ব্ বেশী দূরে গে'লগৈ আব ঘোরা আছাৎ বিছাৎ খাই গরাইত্তর পোরি গে'ল্। আত্তুন্ তে হিবাবে টান্‌ত্যো টান্‌ত্যো কা'ছু আন্‌লো। আনিআরে আত্তুন্ ঘোরার বুগর তলোদ্দি উডিল্। হিবা আত্তুন্ হাঁট্যো লাইল্। যা'তে যা'তে কোদ্দুর গে'ল্ আর ঘোরা আর যাইর পারে। হিঁয়ান্‌দি লুডি পোইল্। তার পর ঐ রাজারৎ কেঁয়ন কর্‌লো?

যুদ্দ কর্‌ত্যা আইআরে চায়েজ্জে এইতাব ভেত্তুন্ কেঅ নআইয়ে। হেইতাল্লাই তারা অঅমান হইয়ে বুলি বেয়াগ্‌গুন দুই ভাক্ হই গে'ল্‌গৈ। এঁয়নে তাবা আঅনে আঅনে যুদ্দ কর্‌ত্যা লাইল্ যে ম'ত্তে ম'ত্তে বেয়াগ্‌গুন মরি গেল্। উগ্‌গাও আর বাঁচি ন রইল্। হেশে কেঁঅন কর্‌গ্যে?

হাজারমারা আত্তুন্ ঘোরাৎ করি চা'তে চা'তে চায়েজ্জে যিয়ান্‌দি যুদ্দ হয়্ হিয়ান্‌দি

আইল। হাজারমারা কি করিল? ঘোড়ার ঘরে যাইয়া ঘোড়া দেখিতে লাগিল। রাজা তাহাকে প্রথমে খুব বড় বড় ঘোড়া, যে ঘোড়া লইয়া যুদ্ধ করে, তাহাই দেখাইল। তাহা দেখিয়া সে বলিল, "এ কি ছাই ঘোড়া!" এই রকমে দেখাইতে দেখাইতে সমস্তগুলিই দেখাইল। তার চোকে একটাও লাগিল না। শেষে সে দেখিতে দেখিতে দেখিতে পাইল যে, একটি তিনপেয়ে (ত্রিপদ) ঘোড়া আছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘায়ে ভরা। সে বলিল, "এই [illegible] ঘোড়া!" এই বলিয়া সে কি করিল? কাপড়চোপড় বাঁধিয়া বলিল, "একটা লম্বা দড়ি আন।" দড়ি আনিয়া দিলে, সে তাহা ঘোড়ার পিঠের উপর দিয়া লটকাইয়া কসিয়া বাঁধিল। বাঁধিয়া একজনকে বলিল, "আমাকে ঘোড়ার পেটের তলে বাঁধিয়া দাও।" এইরূপে তাহাকে বাঁধিয়া দিলে ঘোড়া চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে ঘোড়া অনেক দূর চলিয়া গেল এবং তখন ঘোড়া মাটিতে আছাড় খাইয়া গড়াইয়া পড়িল। তার পর সে তাহাকে টানিয়া আবার কাছে আনিল। আবার ঘোড়ার বুকের উপর দিয়া উঠিল। সেটা তখন চলিতে [illegible]। যাইতে যাইতে কতক দূর যাইয়া ঘোড়া আর চলিতে পারে না। সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল। তারপর [illegible] ([illegible]) রাজার লোকেরা কি করিল?

যুদ্ধ [illegible] আসিয়া দেখে যে, ইহাদের পক্ষ হইতে কেহই আসে নাই। সেই জন্ম তাহারা অপমান আশঙ্কায় [illegible] দুই ভাগ হইয়া গেল। তাহারা এইরূপ ভাবে আপনে আপনে যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, মরিতে মরিতে [illegible] মরিয়া গেল। একজনও বাঁচিয়া থাকিল না। শেষে কি করিল?

হাজারমারা [illegible] ঘোড়ায় চড়িয়া দেখিতে দেখিতে দেখিল যে, যে দিকে যুদ্ধ হইল, সে দিকে কেহই নাই।

কেন নাই। তে দেইআরে হুঁ-উ-রা-হুঁ-উঁ-রি আছুার বিছুার খাইআরে ঘোরাত্তুন্ নামি হিয়ান্দি গেল্। খাটুআরে বেয়াক মরা মানুস্যর রক্ত টক্ত কতক্‌খাইন্ গায়ে হাতে মাখি মরা মানুস্যর হাতত্তুন্ কিরিচ্ এক্‌কান্ লইআবে আত্তুন্ ঐ ঘোরার পেডর তলোদ্দি লট্‌কি আবার ঘোরারে রাজ্জার বারির মিক্কা গোরি আন্‌ত্যো লাইল্।

আস্থ্যে আস্থ্যে রাজ্জার দেয়ত্ আস্থে, আর হুঁ-উ-রা-হুঁ-উ-রি রাজ্জা কোটাল আর রাজ্জার ক'ট্টা আইল্। বেয়াগ্‌গুনে চাইআরে কয়েজ্জে, ওম্মারে মা ইবা ত যেঁয়ন এঁয়ন বীর নয়! তে এজ্জনে হক্কলুনরে কেঁয়ন্ করি মা'র্‌ল্য? তারে হক্কলুনে তরাত্তোরি ঘোরাত্তুন্ নামাইল্। রাজ্জা তারে গাওব কাছে আনি কইল্ তুঁই যেঁয়ন ডাঁঅর কাম্ কর্‌গ্যা তার লাই আঁই আঁ'র রাজ্যর অদ্দেক তোঁয়ারে দিলাম; আর আঁ'র মাইয়ারে তোঁয়ারে বিয়া দিয়োম্।

এই কথা ক'নর্ ক'দ্দিন পর তারার বিয়া হোই গে'ল্ গৈ। পরচ্‌তাপও ইয়ান্ দি ফুরাইল্। পানিভাতও জু্‌রাইল্।

গোলবদন হাতীর পরস্তাপ

এগ্ রাজ্জার উগ্‌গা হাতী আছিল্। হাতীবে একারে বুরা হই গেইল্। কনো কাম্ করিত পার্‌ত্য। হাতীভে রাজ্জার বড় বেশী কাম কর্‌ত্য। রাজ্জাও ইবেরে পরাণত্তুন ভালা বাস্‌ত্যো। এগ দিন হাতীভে মবি গেইয়ে গৈ, আব হিবারে নি' খালকুলত্ পেলাই দিয়ে। এগ্ দিন উগ্‌গা হিয়াল খাওনব তোয়াত্তে তোয়াত্তে কিছু খাওনর ন পাই ঘুরতে ঘুরতে হেই খালকূলত্ ঐ মরা হাতিভার কাছুদ্দি যাইত্যো লাগ্‌গিল্। দেইল্ যে, উগ্‌গা হাতী মর্‌গ্যো। হিয়াওল্লা কয়েজ্জে, আজ্জুয়া না ভালা অইয়ে? এঁঅর্ ডাঁঅর হাতী। ইবার আঁ'র্ এগ্

সে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আছাড় খাইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া সেই দিকে গেল। যাইয়া সমস্ত মরা মানুষের রক্ত-টক্ত খানিক গায়ে হাতে মাখিয়া ও মরা মানুষের হাত হইতে একখানা কিরিচ লইয়া আবার ঐ ঘোড়ার পেটের তলা দিয়া লটকিয়া ঘোড়াকে রাজার বাড়ীর দিকে চালাইয়া আনিতে লাগিল।

আসিতে আসিতে রাজার দেশে আসিলেই রাজা, কোটাল ও রাজার অন্যান্য লোকজন আসিল। সকলে দেখিয়া বলিল, "ওমা! এ ত যেমন-তেমন বীর নয়। সে একজনে সকলকে কেমন করিয়া মারিল?" তাহাকে সকলে তাড়াতাড়ি ঘোড়া হইতে নামাইল। রাজা তাহাকে গায়ের নিকটে আনিয়া বলিল, "তুমি যেমন বড় কাজ করিয়াছ, তেমনি আমি আমার রাজ্যের অর্দ্ধেক তোমাকে দিলাম। আর তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিব।"

এই কথা বলার কিছু দিন পরে তাহাদিগের বিবাহ হইয়া গেল। গল্পও এইখানেই ফুরাইল। পান্তা ভাতও জুড়াইল।

এক রাজার এক হাতী ছিল। হাতীটা একেবারে বুড়া হইয়া গিয়াছিল। কোনও কাজ করিতে পারিত না। হাতীটা রাজার বড় বেশী কাজ করিত। রাজাও তাহাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত। এক দিন হাতীটা মরিয়া গেল। আর তাহাকে লইয়া নদীতীরে ফেলাইয়া দিল। এক দিন এক শিয়াল খাদ্য অন্বেষণ করিতে করিতে কোনো খাদ্য না পাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেই নদীকূলে ঐ মরা হাতীটার নিকট দিয়া যাইতে আসিল। দেখিল যে,

বছুর খাতে খাইব। হিয়ালোআ খুসী হই ইবার্ চাইর্ পা'শদ্দি ঘুরত্যো লাইল্। আগে বুদ্দি কইর্ল্য যে, ইবার আগে খালী বুগ্‌গা খাইয়োম্। এই বুলি তে হাতীর পোঁদদ্দি পেডেত্তর যাইল্‌গৈ। যাইয়ে আর কতক্ষণ বাদে আর নি'ল্লির পারে। তে ভাব্‌তে ভাবতে কিছু ঠিক করিত পারি আরে কইত লাইল্ যে, রাজার এত কাম কইর্ল্যাম্ অ'নে আঁ'র একেনা জ্বর অইয়ে আর আঁ'রে এডে পেলাই দিয়ে। হিয়াল হাতীর পেডের্‌ত্তর পাই ই'ন্ কইত্য লাইল্ রাস্তা দি মানুষ যাতে বেইতে হেইতে হুনে। এগ্ দিন রাজার পাইক্ উগ্‌গা যা'তে হুন্‌ল্যো। তে দুঁরা দুঁরি রাজারে কইল্‌গৈ। রাজা হুনি এগ্ বারে পাঅলর্ মত হই হাতীর্ কাছে আইল্। রাজারত্ যেট্টা হাতী আছিল্, তার মধ্যে গোলবদনরে পরাণত্তুনো ভালা বাস্‌ত্যো। রাজা জিগ্‌গাইল, কি গোলবদন। তোঁআর্ কি অইয়ে? কি দিলে ভালা অইবা? গোলবদনে কয়েজ্জে, আঁই এত দিন রাজার এত উপ্গার কইর্লাম্, অ'নে আঁ'ব একেনা জ্বর হইয়ে আর আঁ'রে হেডে আনি পেলাই দিয়ে। যদি আঁ'বে বাঁচাইতা চও, ত'অইলে আঁ'ব পোঁদৎ দশ মন গিরিৎ দও, আর দজ্জন্ বাঁঅনদি আঁ'র্ লাই চণ্ডীপাঠ করাও। রাজার তে ইয়ান্ বড় ভার লায়ের্ না? রাজা তড়াতড়ি মন্ত্রীরে কইল্, আর মন্ত্রী বাঁঅন্ দজ্জন্ দি চণ্ডীপাঠ করাইত্য লাইল্। ঘিরিৎ মল্‌ত্যো মল্‌ত্যো হিয়াল্ পেডের্‌ত্তর্ থাই দেইল্ যে, এবেল্ বাইর্‌বত্ পাইর্গ্যাম্। এই বুলি হিয়াল্ কইল্, সাবধান্ গোলবদন উঢের্। গোলবদন উঢের বুলি হুন্তে আর দুঁরাদুরি বেরাগ্‌গুন্ ধাইয়ে। যাইবার্ সমৎ বাঁঅন্‌হ'ল্ যাতেগৈ পুঁথিয়াইন্ পেলাই গেইয়েগৈ। হিয়াল্ কেঁঅন্ কইর্ল্য? হাতীর পেডেরথুন্ নী'ল্‌তে একান্ পুঁথির পাতা লই দুঁর্ দিল্। হকলে কয়েজ্জে, গোলবদন ধাইল্ ধাইল্। রাজারে বুদ্ধিৎ ঠাঅর দিয় পা'র্ল্য।

একটা হাতী মরিয়াছে। শিয়ালটা বলিল, আজ না ভাল হইয়াছে? এত বড় হাতী। ইহাতে আমার এক বৎসর আহার চলিবে। শিয়ালটা খুসী হইয়া তাহার চারি দিক্ দিয়া ঘুরিতে লাগিল। বুদ্ধি করিল যে, আগে বুকটা খাইব। এই বলিয়া সে হাতীর পেটের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিবার কতক্ষণ পরে আর বাহির হইতে পারে না। ভাবিতে ভাবিতে কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল যে, আমি রাজার এত কাজ করিলাম, এখন আমার একটু জ্বর হইল আর আমাকে এখানে ফেলাইয়া দিল। শিয়াল হাতীর পেটের ভিতর থাকিয়া এইরূপ ভাবে বলিতে লাগিল যে, রাস্তায় মানুষ যাইবার সময় যে-সে শুনে। এক দিন রাজার এক পদাতিক যাইবার সময় শুনিল। সে দৌড়িয়া যাইয়া রাজাকে বলিল। রাজা শুনিয়া একেবারে পাগলের মত হইয়া হাতীর কাছে আসিল। রাজার ভাণ্ডারে যত হাতী ছিল, তার মধ্যে রাজা গোলবদনকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিত। রাজা জিজ্ঞাসিল, গোলবদন, তোমার কি হয়েছে? কি দিলে ভাল হইবে? গোলবদন বলিল, আমি এত দিন রাজার এত উপকার করিলাম, আর এখন আমার একটু জ্বর হইতেই আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়া দিল। যদি আমাকে বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে আমার গুহ্য প্রদেশে দশ মণ ঘৃত দেওয়াও। আর দশজন ব্রাহ্মণ দিয়া চণ্ডীপাঠ করাও। রাজার পক্ষে এটা ত বড় গুরুভার নহে? রাজা তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকে বলিল আর ব্রাহ্মণ দশ জন দ্বারা চণ্ডীপাঠ করাইতে লাগিল। ঘৃত মলিতে মলিতে শিয়াল পেটের ভিতর থাকিয়া দেখিল যে, এখন বাহির হইতে পারিব। এই বলিয়া শিয়াল কহিল, সাবধান, গোলবদন উঠিয়াছে। গোলবদন উঠে শুনিয়া সকলে তাড়াতাড়ি পলাইল যাইবার সময় ব্রাহ্মণগণ পুথিখানা ফেলিয়া গেল। শিয়াল কি করিল?

হিয়াল্লোয়া এগ্ দিন খালর্ কূলৎ বই হেই পুথির পাতাউন্ কাঁঅরার্ আঁচুরের্ [illegible] এক্ কুঁইর্ ভাই ভাই আইয়ের্। দেইল যে ক'ট্টা বেঙে বেঁবা কয়ের্। তে বুঝিবল্ যে [illegible] পোআ পড়া'র্। তে পানির্‌ত্তর্‌থুন উটি হিয়াল পণ্ডিতর্ কাছে আইল্। পণ্ডিতে কয়েজ্জে, 'আস্থক'। কুঁইরে কয়েজ্জে, কিয়ত্তেন্ বে? হিয়ালে কয়েজ্জে, কোড়ুয়া পোআ পড়াইর্‌য়েনা। কুঁইরে হুনি খুশী হই কয়েজ্জে, আ'র্‌ত্তে হাত্তোয়্য পোআ আছে। একেনা পড়াইৎ পারিবান্ নি? হিয়ালে কয়েজ্জে, মন্দ কি? আঁর পোআ বেশী'ইব আনি দিবাক্। কুঁইর্‌গ্যা যাই তার হাত্তোআ পোআ আনি দিল্। হিয়ালে কেঁঅন্ কর্‌ল্য? ঐ কাঅজর পাতা হিয়ান্ লই খাল্-কূলত্ বইআরে পোআ পড়াইৎ লাইল্। হিয়ালে কি পড়াইব? তে দিন দিন উগ্‌গা উগ্‌গা করি কুঁইরর্ পোআহিউন্ খাইৎ আরম্ভ ক'র্ল্য। পোইত্যা দিন কুঁইর আই জিগ্‌গাইল্যে পোআ আজ্জুআ পড়া পার্গ্যে নি? হিয়ালে কয়েজ্জে, তুঁই পোইত্যা দিন ন আইস্। তুঁই আইলে পোয়াহ'লে পড়ত্যা ন চায়। হেইতারা বেয়াগ্‌গুনে ভালা পড়া কইৎতারে। ইন্ দি তে দিন দিন উগ্‌গা উগ্‌গা খাওনৎ আছে। হাৎ দিনর দিন কুঁইর আস্তে আর জিগ্‌গাইল্ পড়া পার্গ্যে নি? হিয়ালে কয়েজ্জে, পার্গ্যে, আঁ'র পেডের্‌ত্তর্। কুঁইরে কয়েজ্জে, ও বান্দুত, আচ্ছা! আঁই তোরে খাইম পার্গ্যাম্? ইন্ কইয়ারে কুঁইর্‌গ্যা হেই দিন গেল্ গৈ। আর এগ্ দিন কুঁইর্‌গ্যা কেঁঅন্ কর্‌গ্যে? খালর পানির গাভাদি আই খাঁঅরা টাঁঅরা কতক্‌খাইন্ গাঅর উঅর্ দ্দি দি দলামলা হই রোইয়ে। হিয়াল্ পানি খাইবার লাই যঅন্ লাম্যেগৈ ত'ন কুঁইরে তার ঠেং চাইআরে ধর্‌গ্যে। হিয়ালত্তে বড়্ বুদ্ধি। হিয়ালে কয়েজ্জে, তুই কতখ্যাইন খাঁঅরা

হাতীর পেট হইতে বাহির হইয়া একখান পুথির পাতা লইয়া দৌড় দিল। সকলে বলে, গোবর্ধন দৌড়িল দৌড়িল। রাজা বুদ্ধিতে ঠাহর দিতে পারিল না।

শিয়ালটা এক দিন খালের কূলে বসিয়া ঐ পুথির পাতাগুলি কামড়াইয়া আঁচড়াইতেছে। এক কুমীর ভাসিয়া ভাসিয়া আসিল। দেখিল, কয়েকটা বেঙ বেঁ বাঁ শব্দ করিতেছে। সে বুঝিল যে, পণ্ডিতে ছাত্র পড়াইতেছে। সে জলের ভিতর হইতে উঠিয়া শিয়াল পণ্ডিতের কাছে আসিল। পণ্ডিত বলিল, "আসুন"। কুমীর বলিল, কি করিতেছেন? শিয়াল বলিল, কয়েকটা ছেলে পড়াচ্ছি না? কুমীর শুনিয়া খুসী হইয়া বলিল, আমার বাড়ীতে সাতটা ছেলে আছে। একটু পড়াইতে পারিবেন না? শিয়াল বলিল, মন্দ কি? আমার ছাত্র বেশী হবে। আনিয়া দিবেন। কুমীরটা যাইয়া তাহার সাতটা ছেলে আনিয়া দিল। শিয়াল কি করিল? ঐ কাগজের পাতা কয়খান লইয়া নদীতীরে বসিয়া ছেলে পড়াইতে লাগিল। শিয়ালে কি পড়াইবে? সে দিন দিন এক একটা করিয়া কুমীরের বাচ্চাগুলি খাইতে লাগিল। প্রত্যহ কুমীর আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, ছেলে আজ পড়া পারে কি? শিয়াল বলে, তুমি প্রতিদিন আসিও না। তুমি আসিলে ছেলেরা পড়িতে চাহে না। তাহারা সকলেই ভাল পড়া বলিতে পারে। এ দিকে দিন দিন এক একটা খাইতে থাকে। সাত দিনের দিন কুমীর আসিয়া জিজ্ঞাসিল, পড়া পারে নাই? শিয়াল বলে—পারিয়াছে, আমার পেটের ভিতর। কুমীর বলে, ও বাছুৎ! আচ্ছা, আমি তোকে খাইতে পারিব না? এই বলিয়া কুমীরটা সে দিন পলাইল। আর এক দিন কুমীরটা কি করিল? নদীর জলের ভিতর দিয়া আসিয়া কাঁকড়াটাকড়া কতকগুলো গায়ের উপর দিয়া ময়লা মাখিয়া রহিল। শিয়াল জল খাইবার জন্য যখন নামিল, তখন কুমীর তাহার পা দেখিয়া ধরিল। শিয়ালের পেটে বড় বুদ্ধি। শিয়াল বলিল, তুই কাঁকড়াগুলো

ধরিয়ারে বুঝ্যাস্ আঁ'রে ধর্গ্যাস্। কুঁইরে হুনিয়ারে য'ন এড়িদি ধরত্যো চাঙ্গেব্ হিয়ালে কয়েজ্ঞে যাই তোর মু'ভরি মুতিলাম্।

আর এগ্ দিন বানর পানি উঢ্যে আর কাঁঅড়া টাঁঅবা খাইত্য হিয়ালো গেইয়ে। কুঁইরো গেইয়ে। কুঁইর হিয়ালরে দেইআরে ছুবাই ভেবাইআরে রোইয়ে। হিয়াল যা'তে যা'তে কুঁইরর গাতর কাছে গেইয়ে আর দেইল যে হেই কুঁইর্ ইভা। তে স'তান্যামি করি কয়েজ্জে, ঠেং একান ন কুরাইলে ন খাইওম্ তোই কুঁইরে ঠেং একান কুড়ায়। আর একবার কয়েজ্জে, হাত একান ন কুরাইলে ন খাইয়োম্। তোই তে হাত একান কুড়াইল্। ই'ন্ হিয়ালে বুঝিভারি কুঁইররে কয়েজ্জে, ও বান্চোৎ তুই আঁ'বে খাতি আস্চ্যাস্? এই বারেও তোরে বুর্গ্যা লাড়ি দেআইলাম্॥

চট্টগ্রামে অবস্থিতিকালে তত্রত্য ভাষা শিখিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহাতে অবগত হইয়াছি যে, হাজারমারা ও গোলবদন হাতীর প্রস্তাবের ন্যায় বহু প্রস্তাব সেখানে লোকমুখে প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত প্রস্তাব সংগৃহীত হইলে কেবল যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সৌকর্য্য ঘটিবে, তাহা নহে; উপরন্তু গ্রাম্য সাহিত্যের (folklore) কোঠায় তাহাদের সবিশেষ সমাদর হইবে। কারণ, এই গল্পগুলির এমন একটা বৈশিষ্ট্য, এমন একটা চমৎকারিত্ব, এমন একটা নিজস্ব আছে যে, তাহাতে জাতিনির্ব্বিশেষে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিবে। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় এই বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি এবং সর্ব্বপ্রথমে তিনিই এ বিষয়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের ভাষার উপরে বহু উপদ্রব হইয়াছে, বহু ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছে, বহু ভাষার সংঘর্ষে আসিয়া ইহার বর্ত্তমান পরিণতি ঘটিয়াছে। বহু জনসংঘর্ষ, বহু জাতি-সংঘর্ষ, বহু ধর্ম্ম-সংঘর্ষ, বহু প্রাকৃতিক উপদ্রব লইয়া চট্টগ্রামের ইতিহাস পরিপুষ্ট হইয়াছে। এখানে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান, জৈন বৌদ্ধ, শাক্ত-শৈব ধার্ম্মিক-নাস্তিক, সকল মতাবলম্বী লোকের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী। সমগ্র জেলার লোকসংখ্যা পঞ্চদশ লক্ষ; তন্মধ্যে দ্বাদশ লক্ষাধিক মুসলমান। এই সকল ঘটনা-

---

কাঁকড়া ধরিয়া বুঝেছিস যে, আমাকে ধরিয়াছিস্? কুমীর শুনিয়া যখন ছাড়িয়া দিয়া ধরিবার জন্য দেখিতে লাগিল, তখন শিয়াল বলে যে, এই তোর মুখ ভরিয়া মুতিলাম।

আর এক দিন বানের জল উঠিয়াছে। আর কাঁকড়াটাঁকড়া খাইতে শিয়ালও গিয়াছে, কুমীরও গিয়াছে। কুমীর শিয়ালকে দেখিয়া মড়া সাজিয়া থাকিল। শিয়াল যাইতে যাইতে কুমীরের গর্ত্তের নিকট যাইয়া দেখিল যে, সেই কুমীরটা। সে সয়তানী করিয়া বলিল যে, পা একটা না সরাইলে খাইব না। সুতরাং কুমীর একটা পা কুড়াইল। আর একবার বলিল, হাত একটা না সরাইলে খাইব না। অমনি সে হাত একটা কুড়াইল। এইবার শিয়াল বুঝিতে পারিয়া বলিল, "ওরে দুষ্ট, তুই আমাকে খাইতে আসিয়াছিস্? এ বারেও তোকে লম্বা লাথি দেখাইলাম।"

বৈচিত্র্য ও ভাবসম্মিলনের মধ্যে একটা ভাষা ও একটা চিত্তচমৎকারী গ্রাম্য সাহিত্য কি প্রকারে আত্মরক্ষা ও আত্মপুষ্টি করিয়াছে, তাহা অনুসন্ধিৎসু মাত্রেরই ভাবিবার বিষয়। ভাষাটি বাঙ্গালা ভাষা হইলেও ইহার উপর পালি, আরবী, পারসী, মঘী, সকল ভাষা কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পালি ভাষার প্রভাবে অনাদি স্বরের উচ্চারণ, মঘী ভাষার প্রভাবে শব্দাবয়বের সঙ্কীর্ণতা, মুসলমান ভাষার প্রভাবে চবর্গীয় বর্ণসমূহের দন্ত্য উচ্চারণ হইয়াছে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা*

মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয়ের সঙ্কলিত সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত ৪৩ সংখ্যক গ্রন্থ "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" পাঠ করিয়া বহু বাঙ্গালা পুথির পরিচয় পাইলাম এবং অনেক অজ্ঞাত তথ্যও অবগত হইলাম। এই সমস্ত পুথির মধ্যে বাঙ্গালার প্রাচীন সমাজের সমুজ্জ্বল চিত্র প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখের সংবাদ, আশা-আনন্দের সংবাদ আমরা এই সমস্ত পুথির মধ্যে প্রাপ্ত হইতে পারি। এ জন্য পুঁথিগুলির পরিচয়মাত্র যথেষ্ট নহে। যেগুলি অখণ্ডিত ও প্রকাশযোগ্য, সেগুলি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

এই বিবরণ-পুস্তিকা পাঠ করিয়া, আমার বক্তব্য কয়েকটি কথা লিখিত হইল। ভরসা করি, এ বিষয় অভিজ্ঞগণের নিকট উপেক্ষিত হইবে না।

(ক) ৪৪১ সংখ্যক পুথির নাম "সীতার দশ মাস।" ভণিতায় লিখিত হইয়াছে ;—

"দশ মাসের দশ বোঝা লও রে গণিয়া। এই গীত জোড়াইয়াছে শ্রীধর বাণিয়া॥
শ্রীধর বাণিয়া হয় মুরারি ওঝার নাতি। রাবণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিলা রঘুপতি॥"

এই কবি শ্রীধর বানিয়া আপনাকে "মুরারি ওঝার নাতি" বলিয়া পরিচয় দেওয়ায়, বোধ হইতেছে যে, ইনিও কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃপর্য্যায়ের লোক। কেন না, রামায়ণ-রচয়িতা কবিও "কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি।"

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যায় স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুরারি ওঝার বংশাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় যে, মুরারি ওঝার সাত পুত্র। এই সাত জনের মধ্যে বনমালী একজন। এই বনমালীর পুত্রই কৃত্তিবাস পণ্ডিত এবং ওঝা ঠাকুরের অন্যতম পুত্র মদনের বংশে অন্নদামঙ্গলের বিখ্যাত কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জন্ম। এই জন্যই বলিতে পারা যায় যে, মুরারি ওঝার বংশ কবিত্ব-শক্তিতে বঙ্গ-বিখ্যাত। এখন অনুসন্ধান করা উচিত, এই "শ্রীধর বানিয়া" মুরারি ওঝার কোন্ পুত্রের পুত্র।

স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধে (সা, প, প, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যা) দেখা যায় যে, বনমালীর সাত পুত্র। ঐ প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তক হইতে কৃত্তিবাসের যে "আত্মবিবরণ" উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ আত্মবিবরণে লিখিত আছে,—

"মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি। ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস। ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস॥

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫শ বর্ষের ৮ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে পুষি। শ্রীকর ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর। আর এক বহিন হৈল সতাই উদর ॥"

এই "আত্মবিবরণে" লিখিত হইয়াছে, "ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী।" কিন্তু উদ্ধৃত পয়ারে বনমালীর আট পুত্রের নাম পাইতেছি প্রফুল্ল বাবুর প্রবন্ধ অনুসারে—

বনমালী

(১) কৃত্তিবাস (২) শান্তি (৩) মাধব (৪) মৃত্যুঞ্জয় (৫) বলভদ্র (৬) চতুর্ভুজ (৭) শ্রীকণ্ঠ

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ অনুসারে—

বনমালী

(১) কৃত্তিবাস (২) মৃত্যুঞ্জয় (৩) শান্তি (৪) মাধব (৫) শ্রীকর (৬) বলভদ্র (৭) চতুর্ভুজ (৮) ভাস্কর

কৃত্তিবাসের এই আত্মবিবরণে এই নূতন কথা পাইতেছি যে, "আর এক বহিন হৈল সতাই উদর।" সতাই অর্থাৎ বিমাতা, চল্‌তি কথায় যাহাকে "সৎমা" বলে। এখন দেখা যাইতেছে যে, মহাকবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সৎমাও ছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে বনমালীর পুত্র-কন্যাও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। এই জন্যই পণ্ডিত কৃত্তিবাস "ছয় সহোদর" বলিয়া আট ভ্রাতার নাম লিখিয়াছেন। অতঃপর বোধ হয়, এই "আত্মবিবরণ"টি আর অসংলগ্ন বিবেচিত হইবে না।

এখন দেখিতে হইবে, কবি শ্রীধর বানিয়া মুরারি ওঝার কোন্ পুত্রের সন্তান। মহাবংশ মতে মুরারি ওঝার আট পুত্র। আমার বোধ হয়, মুরারি ওঝার পুত্র বনমালীর সন্তানই শ্রীধর বানিয়া। কেন না, স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রবন্ধ অনুসারে বনমালীর পুত্রগণের যে নাম লিখিত হইয়াছে, তাহার একজনের নাম শ্রীকণ্ঠ এবং কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ অনুসারে বনমালীর পুত্রগণের যে নাম লিখিত হইয়াছে, তাহার একজনের নাম শ্রীকর। পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন, শ্রীকণ্ঠ ও শ্রীকর একই ব্যক্তি। অর্থাৎ শ্রীকরই ঘটক ঠাকুরের পুথিতে শ্রীকণ্ঠ হইয়াছেন। কে জানে যে, তিনিই পূর্ব্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুথিতে লিপিকরের কল্যাণে শ্রীধররূপে পরিচিত হ'ন নাই! আমার বোধ হয়, ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সহোদর শ্রীকর, শ্রীকণ্ঠ বা শ্রীধর একই ব্যক্তি এবং ইনিই এই "সীতার দশমাস" নামক পুথির রচয়িতা। মহাকবি কৃত্তিবাস ও শ্রীধর উভয়েই "মুরারি ওঝার নাতি।"

(খ) ৪৪৯ সংখ্যক পুথির নাম "ভূমিকম্প গ্রহস্তি।" বর্ণনার নমুনা পড়িয়া বোধ হয়, বঙ্গে সে বৎসর খুব প্রবল ভূমিকম্প হইয়াছিল। কোন্ বৎসর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, কবি সে পরিচয়ও দিয়াছেন। কিন্তু "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণে" যেরূপ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে শকের নির্ণয় হয় না। কেন না—

"নেত্র বসু সাত পূরিয়া সন্ধান। শকাদিত্য সন এই শাস্ত্র পরিমাণ ॥"

ইহাতে আমরা তিনটি মাত্র অঙ্ক পাই। নেত্র=৩, বসু=৮ এবং সাত=৭; কিন্তু মাত্র এই তিনটি অঙ্কের দ্বারা শকের নির্ণয় হয় না। তার পরেই কবি লিখিয়াছেন,—

"নেত্র পাখা দুই চন্দ্র বৈসে একস্থান। মঘী সন আছিলেক এই পরিমাণ॥"

ইহাতে দেখা যায় যে, নেত্র=৩, পাখা=২ এবং দুই চন্দ্র অর্থাৎ দুইটি ১। এই চারিটি অঙ্ক পর পর সংস্থাপন করিলে ৩২১১ হয়। নিয়মানুসারে উল্টাইয়া পাঠ করিলে ১১২৩ এগার শত তেইশ মঘী সন হয়। ১১২৩ মঘী সনে ১৬৮৩ শকাব্দ। সুতরাং "নেত্র বসু সাত" মাত্র এই তিনটি অঙ্কে শকাব্দার পরিচয় হয় না। আমার বোধ হয়, পুঁথিতে আর একটি অঙ্ক ছিল, তাহা পরে লুপ্ত হইয়াছে এবং ৬এর পরিবর্ত্তে ৭ "সাত" বসিয়াছে। কেন না, "নেত্র বসু সাত" ইহার পরে যদি "চন্দ্র" বসাই, তাহা হইলে নেত্র=৩, বসু=৮, সাত=৭ ও চন্দ্র=১; পূর্ব্বোক্তরূপে সাজাইলে ১৭৮৩ শকাব্দ হয়, কিন্তু ১১২৩ মঘী সন ১৭৮৩ শক নয়, ১৬৮৩ শক। সুতরাং আমার মতে পূর্ব্বোক্ত দুই পংক্তির প্রথম পংক্তিটি "নেত্র বসু সাত পূরিয়া সন্ধান" না হইয়া "নেত্র বসু ছয় চন্দ্র পূরিয়া সন্ধান" এইরূপই হইবে বোধ হয়। এরূপ হইলে ছন্দের মাত্রাও অক্ষুণ্ণ থাকে এবং শকাব্দারও প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়। এখন মঘী ১২৮০ এবং শকাব্দা ১৮৪০ চলিতেছে; সুতরাং জগদীশ সিংহের পুথির বর্ণিত ভূমিকম্প ১৫৭ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

(গ) ৫১২ সংখ্যক পুথির পরিচয়ে লিখিত হইয়াছে যে, ইহাতে "দূতীর সহিত ঠাকুরের কথা' লিখিত আছে।" এ পুথি গোবিন্দদাস বৈরাগীর হস্তাক্ষর। আমার বোধ হয়, গোবিন্দ দাস গানগুলি সংগ্রহ করিয়া পুথিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই গানগুলি প্রসিদ্ধ ঢপ কীর্ত্তন-গায়ক মধুসূদন কিন্নরের অনুকরণ। মুন্সী সাহেব পাদটীকায় সুরট রাগিণীর যে গানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং "কাহার অমৃতবর্ষিণী লেখনী হইতে এ সংগীত-সুধা ক্ষরিত হইয়াছে, জানি না" বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, ঐ গানটি মধুসূদন কিন্নরের বলিয়াই বোধ হয়। মধুসূদনের জন্ম ১২২৫ সাল ও মৃত্যু ১২৭৫ সাল।

(ঘ) ৫২২ সংখ্যক পুথির পরিচয়ে প্রাচীন কালের লিখিবার কালী প্রস্তুতের যে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার প্রথম পংক্তিতে লিখিত হইয়াছে,—"তিন ত্রিফলা শিমুল ছালা", আমরা কিন্তু "তিন ত্রিফলা" শুনি নাই; আমরা জানি, "তিল ত্রিফলা"। পূর্ব্বকালে লেখকেরা "ন" এবং "ল" প্রায় এক আকারেই লিখিতেন; এ জন্য তাহার পার্থক্য নির্ণয় করা দুষ্কর।

(ঙ) ৫৪০ সংখ্যক পুথি। তিনটি গীত উদ্ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, "এই গীতগুলি কি আধুনিক, না প্রাচীন কালের রচনা?"

"ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে" এই বিখ্যাত গানটি কেহ নিধুবাবুর, কেহ শ্রীধর কথকের বলেন। নিধুবাবু ও শ্রীধর কথক, উভয়ের প্রেম-সঙ্গীতই তুলনাহীন। নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত ১১৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২৪৫ সালের ২১শে চৈত্র তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীধর কথক ১২২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

(চ) ৫৪৯ সংখ্যক পুথির পরিচয় দিয়া মুন্‌শী সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "মহীরাবণ ও অহিরাবণ কি এক ?" কৃত্তিবাস পণ্ডিত-রচিত রামায়ণে দেখা যায় যে, অহিরাবণ মহীরাবণের পুত্র। সে ভূমিষ্ঠ হইয়াই যুদ্ধ করিয়াছিল, এই যুদ্ধে হনূমানের হাতে তাহার মৃত্যু হয়।

(ছ) ৫৯২ সংখ্যক পুথির পরিচয়ে অবগত হওয়া যায় যে, এই "আইনসারসংগ্রহ" শান্তিপুরের মুন্‌সেফ্ (তখন সবডিবিজন শান্তিপুরেই ছিল) মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত ও বহরা গ্রামে ১২৪৮ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত। মুন্‌শী সাহেব পাদটীকায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "এই গ্রাম (বহরা) কোথায় ?"

বর্দ্ধমান জেলার স্বনামধন্য পাঁচালী-রচয়িতা কবি ৺দাশরথি রায়ের জন্মভূমি পিলা গ্রামের উত্তর-পূর্ব্বাংশে, বর্ত্তমান সময়ে পাটুলী পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত এই বহরা গ্রাম অবস্থিত। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে কবি দাশরথি রায়ের প্রসঙ্গে ৩৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—"দাশরথি স্বয়ং কয়েকটি পালা পীলা গ্রামের নিকটবর্ত্তী বহরা গ্রামের হরিহর মিত্র নামক জনৈক কায়স্থের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন।"

"আইন-সার-সংগ্রহ" পুস্তকের মলাটে লেখা আছে, "বহরা গ্রামে শ্রীহরিশচন্দ্র দত্ত দীং বিদ্যাকর যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল।" এই "দীং" অর্থ দিগের, অর্থাৎ হরিশচন্দ্র দত্ত এবং অন্যান্য ব্যক্তির। "বঙ্গভাষার লেখক" পুস্তকে এই অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে আমরা "হরিহর মিত্রের" নাম প্রাপ্ত হইলাম।

উপসংহারে নিবেদন, "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, ১ম সংখ্যা পাই নাই। তজ্জন্য এই "আলোচনা" ৪৪১ সংখ্যক পুথি হইতে আরম্ভ করিতে হইয়াছে।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

কার্য্য-বিবরণী

পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬, ১লা জুন ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম এ (সভাপতি)

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্, শ্রীযদুনাথ সরকার এম্এ, পি আর এস্, মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পিএচ ডি, রায় শ্রীকিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর, কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ, রায় শ্রীবিনোদবিহারী বসু, রায় সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল্, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল্, শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, রায় শ্রীকুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীকালীকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল্, শ্রীসিদ্ধেশ্বর চৌধুরী এম এ, বি এল্, শ্রীসুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এফ আর ই এস (লণ্ডন), শ্রীরঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীসুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্, পি আর এস্, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ডাঃ শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এম এ, পি এচ ডি, ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, পি এচ ডি, পি আর এস্, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্, এম আর এ এস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার, শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, কবিরাজ শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীগিরিজাকুমার বসু, শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এস্ সি, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত বি এ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এফ আর এ এস্, শ্রীনিখিল-পতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাখালরাজ রায় বি এ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীভূতেশ্বর শ্রীমানী বি এল্, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল, শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যাবিনোদ, শ্রীহবিবর রহমান মণ্ডল, শ্রীতারকেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীদেবেন্দ্রশঙ্কর সেন গুপ্ত, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ বসু বি এল্, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহরিপদ মাইতি এম্ এ, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীধীরেন্দ্র-কৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীবামাচরণ মজুমদার, শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিখিলপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, শ্রীঅরুণচন্দ্র দত্ত, শ্রীননীগোপাল শীল, শ্রীনিরঞ্জন সিংহ, শ্রীকালী-

কুমার বসু, শ্রীকুমুদবন্ধু, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বেশ্বর সরকার, জে, এন, গুপ্ত, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, এস, মুখোপাধ্যায়, শ্রীসত্যচরণ নন্দী, শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুগলগোপাল চৌধুরী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, বি, মুখার্জি, কে এন্, মজুমদার, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্ -সম্পাদক।

শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—১। গত দশম মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। সভাপতির অভিভাষণ। ৩। সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচন। ৫। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৬। প্রদর্শন—(ক) শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মহাশয়-প্রদত্ত চৌদ্দটি প্রাচীন রৌপ্য-মুদ্রা। (খ) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক উৎকলাধিপ দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের তাম্রশাসন। ৭। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয়-প্রদত্ত (ক) পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত এল্, লিওটার্ড এবং (খ) পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের চিত্র। ৮। পুরস্কার ও পদক বিতরণ। ৯। পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ১০। ২৬শ বর্ষের আনুমানিক আয় ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন ও অনুমোদন। ১১। (ক) ২৬শ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাব। (খ) ২৬শ বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, পত্রিকাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, গ্রন্থাধ্যক্ষ, ছাত্রাধ্যক্ষ, চিত্রশালাধ্যক্ষ এবং আয়-ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব। ১২। ২৬শ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপন। ১৩। শোক-প্রকাশ—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (দিনাজপুর), বঙ্কিমচন্দ্র রায় (আজিমগঞ্জ), নীলকান্ত রায় (খোসবাসপুর), রামগোপাল সিংহ চৌধুরী (রসোড়া), কাশীকান্ত মৈত্রেয় (কাশী), হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), যাদবগোবিন্দ রায় (কলিকাতা), জিতেন্দ্রনাথ রায় (কলিকাতা), শরচ্চন্দ্র দেব বি এ (কলিকাতা), মণিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা), কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি এ (কলিকাতা), বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা) এবং অমরচন্দ্র দত্ত (ময়মনসিংহ) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ১৪। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ বায়ু পরিবর্ত্তন জন্য দার্জ্জিলিঙ্ গমন করায় অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় গত দশম মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন। উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। তৎপরে অষ্টম ও নবম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণদ্বয় পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের সভাপতি সার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, তিনি শারীরিক অসুস্থতা এবং সময়ের অল্পতা-বশতঃ তাঁহার অভিভাষণ লিখিতে পারেন নাই এবং সময়ান্তরে তাঁহার অভিভাষণ পাঠের ব্যবস্থা করিবেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, পরিষদের পুথিশালা হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একখানি পুথি হইতে অমর কবি চণ্ডীদাসের পরলোক-গমনের বিবরণ পাঠ করিলেন। (এই বিবরণ ২৬শ ভাগ পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৪। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের নিয়মানুসারে ৫ বৎসরের জন্য (১৩২৬—১৩৩০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত) সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

(১) শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ (পুনর্নির্ব্বাচিত)
(২) „ স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী
(৩) „ পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

৫। (ক) নিম্নলিখিত পুথিগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

(খ) নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল এবং বেঙ্গল লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৬। প্রদর্শন—(ক) আসাম, তেজপুর হইতে শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয়া পত্নীর ইচ্ছাক্রমে নিম্নলিখিত ১৪টি প্রাচীন মুদ্রা পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। এই জন্য প্রদাতাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মুদ্রাগুলি প্রদর্শন করিলেন। (মুদ্রার তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

(খ) রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের অসনখালি পরগণায় নবাবিষ্কৃত উৎকলের গঙ্গবংশীয় রাজা দ্বিতীয় নৃসিংহদেবের একখানি তাম্রশাসন প্রদর্শন করিলেন। তিনি জানাইলেন যে, এই তাম্রশাসনে উক্ত গঙ্গবংশীয় রাজগণের পরিচয় এবং বিভিন্ন-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের নামাদি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উৎকলের দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে পাণিগ্রাহী, পাঠী, ত্রিপাঠী, দাস, কর, ধর প্রভৃতি কুলীন ব্রাহ্মণগণের গোত্র ও উপাধি

সহ নাম এই শাসনে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই লিপির পাঠ বিহার এবং উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৭। চিত্রপ্রতিষ্ঠা—সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের পরম হিতৈষী সদস্য এবং অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত এল্, লিওটার্ড সাহেবের একখানি তৈলচিত্র এবং পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের একখানি ব্রোমাইড্ চিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। প্রদাতাকে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, সভাপতি মহাশয় রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরকে শ্রীযুক্ত এল্, লিওটার্ড সাহেবের বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য আহ্বান করিলেন। শ্রীযুক্ত চুণীবাবু বলিলেন যে, বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার ১৩০০ সালে স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত লিওটার্ড সাহেবের চেষ্টাতেই প্রধানতঃ এই সভার সূচনা হয়। তখন সভার কাজ-কর্ম্ম ইংরাজিতেই চলিত। তৎপরবৎসর এই সভাই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎরূপে পরিণত হয়—তখন হইতেই সমস্ত কাজ বাঙ্গালা ভাষাতেই আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত লিওটার্ড সাহেব যেরূপ যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা আমাদের এই সভার সূচনা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু তাঁহার চিত্র পরিষৎকে উপহার দিয়া পরিষদের অন্যতম অবশ্য-কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে সাহায্য করিলেন; তজ্জন্য তিনি পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় স্বর্গীয় পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধে বলিলেন যে, স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের জীবন-চরিত অনেকটা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আত্মজীবন চরিত। পরিষৎ যখন শিশু, তখন বিদ্যানিধি মহাশয় কি ভাবে ইহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, তাহা তখনকার কার্য্যবিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। পরিষৎ সামান্য অবস্থা হইতে আজ যে এত বড় হইয়াছে, তাহার মূলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের কতখানি আত্মদান ছিল, তাহা স্মরণ রাখা উচিত। তাঁহাকে নিদাঘের প্রখর রৌদ্রে পরিষদের দপ্তর বগলে করিয়া কলিকাতার সাধারণের দ্বারে দ্বারে পরিষদের জন্য সাহায্য ও সহানুভূতি ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল—তিনি কোথাও সম্মান এবং কোথাও অপমান লাভ করিয়াছিলেন;—কিন্তু পরিষদের কল্যাণকামী বিদ্যানিধি সে অপমানকে পুরস্কার জ্ঞান করিতেন। পরিষৎ কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁহার চিত্রখানি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য হইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবন-চরিত রচনা করিবার প্রথা প্রচলিত হইবার বহু পূর্ব্বে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্বর্গীয় মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তের চরিত লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি চিরদিন বীরের মত দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের মহান্ আদর্শ চিরদিন আমরা স্মরণ রাখিব।

সভাপতি মহাশয় চিত্র দুইখানির আবরণ উন্মোচন করিলেন।

৮। সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, বিগত বর্ষের বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ও পদকের জন্য প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলির পরীক্ষার ফল জানাইয়া বলিলেন যে, বিজ্ঞাপিত ৮টি পদক ও পুরস্কারের বিষয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত ৩টি বিষয়ের প্রবন্ধলেখকগণ নিম্নলিখিত পদক বা পুরস্কার পাইয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ে পুরস্কার বা পদকের উপযুক্ত প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই।

(ক) ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক। বিষয়—প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পদক পাইবেন।

(খ) শশিপদ রৌপ্য-পদক। বিষয়—"জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব"। শ্রীযুক্ত সুশীলানন্দ সেন মহাশয় এই পদক পাইবেন।

(গ) শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার ২৫৲। বিষয়—"নরহরি সরকারের জীবনী"। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা এই পুরস্কার পাইবেন।

তৎপরে তিনি ১ম ও ৩য় বিষয়ে প্রবন্ধগুলি পরীক্ষার জন্য যথাক্রমে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে এবং ২য় প্রবন্ধ পরীক্ষার জন্য শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রবন্ধ-পরীক্ষকগণকেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক প্রদান করিলেন এবং গত পূর্ব্ব বৎসরের বিজ্ঞাপিত স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্রগণের প্রদত্ত দীনবন্ধু মিত্র পুরস্কারের জন্য (১০০৲ টাকা) "বঙ্গের নাট্য-সাহিত্য ও দীনবন্ধু" প্রবন্ধ রচনার জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম এ, বি এল্, পি আর এস্ মহাশয়কে উক্ত ১০০৲ টাকা প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি উক্ত প্রথম পদকের প্রদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে, দ্বিতীয় পদকদাতা দেবালয়ের পক্ষে শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে, তৃতীয় পুরস্কারের টাকা প্রদানের জন্য শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এবং ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্রগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৯। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে এবং সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধক্রমে অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পঞ্চবিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে পর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে, রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত পঞ্চবিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

১০। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ২৫শ বার্ষিক আয়ব্যয়-বিবরণ এবং তাহা পরীক্ষান্তে আয়-ব্যয়-পরীক্ষক মহাশয়গণের মন্তব্য পাঠ করিলেন এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত আগামী বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ অনুমোদনার্থ উপস্থিত করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই আনুমানিক আয়-ব্যয়-তালিকা গৃহীত হইল।

১১। (ক) ২৬শ বর্ষের জন্য পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-

৬ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
৭ " রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু
৮ " খগেন্দ্রনাথ মিত্র*
৯ " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
১০ " অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ*
১১ " মৃণালকান্তি ঘোষ
১২ " রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন
১৩ " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি
১৪ " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৫ " পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬ " ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী*
১৭ " ললিতচন্দ্র মিত্র
১৮ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯ " মন্মথমোহন বসু
২০ " কিরণচন্দ্র দত্ত*
২১ " মৌলবী মোহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী
২২ " বাণীনাথ নন্দী
২৩ " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়*
২৪ " ডাঃ শৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত
২৫ " মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
২৬ " সতীশচন্দ্র ঘোষ
২৭ " রায় সারদাপ্রসাদ সেন বাহাদুর
২৮ " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত পাঁচ জন সদস্য পরিষদের শাখা-সমূহ হইতে তাঁহাদের প্রতিনিধি-রূপে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় (গৌহাটী)
২। " নবকৃষ্ণ রায় (মীরাট)
৩। " ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)
৪। " মহেন্দ্রনাথ দাস (মেদিনীপুর)
৫। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর)

তৎপরে সভাপতি মহাশয়, ২৫শ বর্ষের যে সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। তন্মধ্যে সভাপতি শ্রীযুক্ত সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়কে পরিষদের উন্নতির জন্য তাঁহার আরব্ধ কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় দীর্ঘ আট বৎসরকাল পরিষদের সম্পাদক-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে ভাবে পরিষৎকে রক্ষণাবেক্ষণ ও ইহার কার্য্য পরিচালন করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়কেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাইলেন।

১৩। সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সাহিত্যিক এবং পরিষদের সদস্যগণের পরলোক-গমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া, পরিষদের পক্ষ হইতে শোক প্রকাশ করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।—

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, বসুমতীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (দিনাজপুর), বঙ্কিমচন্দ্র রায়, (আজিমগঞ্জ), নীলকান্ত রায় (খোসবাসপুর), রামগোপাল সিংহ চৌধুরী (রসোড়া), কালীকান্ত মৈত্রেয়

(কাশী), হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), যাদবগোবিন্দ রায় (কলিকাতা), জিতেন্দ্রনাথ রায় (কলিকাতা), শরচ্চন্দ্র দেব বি এ (কলিকাতা), মণিমোহন মুখোপাধ্যায় বি এ (কলিকাতা), কবিরাজ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি এ (কলিকাতা), বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা) এবং অমরচন্দ্র দত্ত (ময়মনসিংহ)।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরলোকগত সুবিখ্যাত সাহিত্যিক রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের জন্য শোক প্রকাশার্থ পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইবে। তিনি পরিষদের ২য় ও ৩য় বর্ষের সম্পাদক ছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সদস্য—শ্রীহরিপদ মাইতি এম্ এ, ১০ হরলাল মিত্র ষ্ট্রীট, বাগবাজার। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীভূধরচন্দ্র বসু, ৩৭ সিমলা রোড। প্রঃ—আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—মৌলবী মাহ্‌তাবদ্দীন আহ্‌মদ বি এ, পোঃ সাতক্ষীরা, খুলনা। মৌলবী আবদর রহমন সিদ্দিকী মণ্ডল, ঐ ঐ। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হেতমপুর রাজবাটী, বীরভূম। প্রঃ—শ্রীমণিমোহন মিত্র, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৫৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সঃ—শ্রীমতী জ্যোতির্মালা দাস, ২৯ মদন মিত্রের লেন। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র বসু বি এ, ৩ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—ডাঃ শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ, কোতলপুর, বাঁকুড়া। প্রঃ—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীঅনিলবরণ রায় এম্ এ, হেতমপুর। শ্রীবামাচরণ কুণ্ডু, ১১২ নরসিংহ দত্ত লেন, ব্যাঁটরা, হাওড়া। শ্রীকেদারনাথ রায়, গোপাল ব্যানার্জ্জির লেন, হাওড়া। প্রঃ—শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বি এল্, মুন্সেফ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীবিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়, পোঃ চুরি, বিলাসপুর। শ্রীনগেন্দ্রকুমার দত্ত, উকীল, চিকন্দি, ফরিদপুর। যোগজীবন কালিদাস পাঠক, পোরবন্দর, কাথিবার। প্রঃ—শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত বি এ, বি ই, ১৯ নবীন কুণ্ডুর লেন, কলিঃ। শ্রীসুহৃদকুমার গুপ্ত, ২৫।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। প্রঃ—শ্রীসরলকুমার বসু, সমঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সঃ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র রক্ষিত, ৫ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সমঃ—শ্রীখগেন্দ্র-

নাথ চট্টোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীকালিদাস রায়, ১৮ বলরাম মজুমদার ষ্ট্রীট, হাটখোলা। প্রঃ—শ্রীহরিদাস মজুমদার, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীচুনীলাল মণ্ডল, ৩২ যোগলকুড়িয়া গলি। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, উত্তরপাড়া, হুগলী। প্রঃ—ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সমঃ—ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীপ্রমথনাথ মিশ্র, উকীল, মালদহ। প্রঃ—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীশ্যামানাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ মদন চট্টোপাধ্যায় লেন। প্রঃ—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীনলিনীমোহন রায়, ৬৫ আমহার্ষ্ট রো। প্রঃ—ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, সমঃ—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সঃ—মাননীয় নবাব নবাব আলি চৌধুরী সাহেব, ধনবাড়ী। প্রঃ—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ ঘোষ, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীঅখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৪৮ হ্যারিসন রোড। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—শ্রীমন্মথমোহন বসু, সঃ—শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ১৭।১।১ লক্ষ্মী দত্ত লেন। শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়, ৬ কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীসুশীলকুমার দে, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ২৭ মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীট। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীহরিহর শাস্ত্রী, ৫৪ সোণারপুরা, কাশীধাম।

পরিশিষ্ট—উপহৃত পুস্তক ও পুথির তালিকা

পুস্তক—১ শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার গণ ১ খানি। ২ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ১ খানি। ৩ শ্রীযুক্ত সুরেন রায় ১ খানি। ৪ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ১ খানি। ৫ শ্রীযুক্ত সেখ হবিবর রহমান্ মণ্ডল ৪ খানি। ৬ শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ খানি। ৭ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ২ খানি। ৮ শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার ১ খানি। ৯ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী ১ খানি। ১০ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১ খানি। ১১ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু ২ খানি। ১২ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৩ খানি। ১৩ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী ১ খানি। ১৪ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় ১ খানি। ১৫ শ্রীযুক্ত লাবণ্যকুমার বসু ৭৫ খানি। ১৬ লাইব্রেরীয়ান্, বেঙ্গল লাইব্রেরী ৯৭৭ খানি। ১৭ Secretary, Smithsonian Institution ৯ খানি। ১৮ শ্রীযুক্ত সুরেন রায় ১ খানি। ১৯ Registrar, Calcutta University ২ খানি। ২০ Agricultural Advisar to the Govt. of India ১ খানি। ২১ Supdt. Govt. Printing, India ৯ খানি। ২২ Officer-in-charge, Bengal Secretariat Book Depot ৫ খানি। ২৩ Secretary, Hyderabad Archaeological Society ১ খানি। ২৪ Superintendent, Govt. Printing, Bihar and Orissa ১ খানি। ২৫ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, ১ খানি। ২৬ Under-Secretary to the Govt. of Bengal ৮ খানি। **পুথি**—২৭ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ খানি। ২৮ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ৯ খানি। ২৯ শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত ১ খানি।

পরিশিষ্ট—মুদ্রার তালিকা

১।	রৌপ্যমুদ্রা		সাহ আলম ২য় (১৭৫৯—১৮০৬খৃঃ) মুরশিদাবাদ টাকশাল
২।	ঐ		ঐ ঐ
৩।	ঐ	অর্দ্ধমুদ্রা	ঐ ঐ ফরক্কাবাদ টাকশাল
৪।	ঐ	মুদ্রা	রুদ্রসিংহ (আসাম), স° ১৬৩১ = ১৭০৩ খৃঃ
৫।	ঐ	ঐ	আসামের রাণী প্রমথেশ্বরী দেবী (রাজা শিবসিংহের স্ত্রী) শক ১৬৬৫ = ১৭৩০ খৃঃ
৬।	ঐ	ঐ	আসামরাজ শ্রীশিবসিংহ এবং তাঁহার স্ত্রী সর্ব্বেশ্বরী দেবী, শক ১৬৬৬ = ১৭৪৪ খৃঃ, রাজ্যাঙ্ক ১১
৭।	ঐ	ঐ	রাজেশ্বর সিংহ (আসাম) শক ১৬৭৪ = ১৭৫২ খৃঃ
৮।	ঐ	ঐ	আসামরাজ লক্ষ্মীসিংহ, শক ১৬৯১ = ১৭৭১ খৃঃ
৯।	ঐ	১/৮ মুদ্রা	ঐ তারিখ নাই
১০-১১।	ঐ	১/২ ঐ	আসামরাজ গৌরীনাথ সিংহ, তারিখ নাই
১২-১৩।	ঐ	১/৮ ঐ	ঐ ঐ ঐ
১৪।	ঐ	১/১৬ ঐ	ঐ ঐ ঐ

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

সময়—২১শে আষাঢ় ১৩২৬, ৬ই জুলাই ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ন ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, (সভাপতি)

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম বি, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্, কুমার শ্রীশরৎকুমার রায় এম্ এ, কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ, মাননীয় চৌধুরী আমানত উল্লা আহম্মদ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল্, শ্রীকুমার-কৃষ্ণ দত্ত বি এ, এটর্ণি, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীসুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ, বি এল্, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীআনন্দকৃষ্ণ সিংহ এম্ এ, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম এ, শ্রীসীতানাথ প্রধান এম্ এ, শ্রীহারাণচন্দ্র চাক্লাদার এম্ এ, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল্, শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, শ্রীশিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম্ এ, শ্রীসত্যচরণ

বসু এম্ এ, শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি এল্, শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীবিজয়লাল দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্, শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক বি এস্ সি, শ্রীসত্যেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীবিজয়গোপাল রায় এম্ এ, শ্রীধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীগৌরহরি সেন, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশ-চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত ব্যারিষ্টার, রায়সাহেব শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, রায় শ্রবিনোদবিহারী বসু, শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি এ, শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীসূর্য্যকান্ত মিশ্র, লেফ্‌টনেণ্ট শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীশ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীতারাপ্রসন্ন গুপ্ত বি এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, স্বামী শ্রীশুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপঞ্চানন ঘোষ এম এ, বি এল, শ্রীহরিপদ মাইতি এম্ এ, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, কবিরাজ শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বৈদ্যরত্ন, কবিরাজ শ্রীবন্ধুবিহারী রায় কবিচিন্তামণি, শ্রীসরলকুমার বসু, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীশরচ্চন্দ্র দে বি এ, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীযাদবচন্দ্র মিশ্র, শ্রীগিরিশচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅমর-নাথ খাঁ, শ্রীআশুতোষ রায়, শ্রীগোপিকামোহন ঘোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীভূজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীসুদর্শন দাস, শ্রীরবীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীঅমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীমোহিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়, শ্রীপূর্ণেন্দুলোচন সেন, শ্রীগুরুপদ মিত্র, শ্রীসুরেন্দ্রভূষণ ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅনাদিনাথ সরকার, শ্রীপ্রমোদচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনিলকুমার রায়, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীঅনাথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীচুণীলাল মিত্র, শ্রীচারুগোপাল রায়, শ্রীহরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীআশুতোষ ভড়, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত, শ্রীরজনীকান্ত দাস, শ্রীরামগোপাল ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস ঘোষ, শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, কে, বি, গাঙ্গুলী, শ্রীপীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়, শ্রীপরিমল-চন্দ্র রায়, শ্রীশিবনন্দন মিশ্র, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়, শ্রীমন্মথনাথ সিংহ, শ্রীসুশীলগোপাল বসু, শ্রীঅমৃতগোপাল বসু, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র রায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র রায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমোহনলাল ধর, শ্রীঅমূল্যচরণ রায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী, শ্রীহরিদাস হালদার, এম্, এন্, ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাধকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়— সম্পাদক।

„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	সহকারী সম্পাদক।
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ	
„ হেমচন্দ্র ঘোষ	
„ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ এবং ইহার সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষাদির ব্যবস্থা।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভার আরম্ভে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়, স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়ের বংশ-পরিচয় প্রদান করিয়া একটি অভিভাষণ পাঠ করিলেন।

যে সকল ব্যক্তিগণ অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া, সহানুভূতিসূচক পত্রাদি পাঠাইয়াছেন, সভাপতি মহাশয়ের আদেশ অনুসারে পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় তাঁহাদের নাম ও পত্র এই সময়ে সভার সমক্ষে পাঠ করিলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় তাঁহার "রামেন্দ্রসুন্দর স্মরণে" নামক কবিতা পাঠ করিলেন।

এই সময় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় "আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়, পরিষদের জন্মাবধি ইহার সম্পর্কে যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। (২৬শ ভাগ, ১ম সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকায় প্রবন্ধটি ছাপা হইয়াছে।)

অতঃপর পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় নিম্নোক্ত প্রথম প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন,—

"যিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সাহিত্য-পরিষৎকে জন্মাবধি যিনি প্রাণপণ যত্নে ও সেবায় সঞ্জীবিত রাখিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত করিয়াছেন, যিনি পরিষদের সর্ব্ববিধ সঙ্কটে অকৃত্রিম সুহৃদের কার্য্য করিয়াছেন, সাহিত্য-পরিষদের অভ্যুদয়ে যাঁহার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে বঙ্গভাষা যাঁহার কৃতিত্বে যথেষ্ট পরিপুষ্ট ও সম্পৎশালী হইয়াছে, যাঁহার অভাবে আজ বঙ্গদেশ, বঙ্গভাষা এবং বিশেষতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ক্ষতিগ্রস্ত, সেই সর্ব্বজনপ্রিয়, সৌজন্য ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তি, আদর্শচরিত্র, পরিষদের সভাপতি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাধারণ অধিবেশনে সম্মিলিত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।"

এই উপলক্ষ্যে তিনি বলিলেন,—আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়ের সম্বন্ধে বেশী কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই। সাহিত্য-পরিষৎ যে রামেন্দ্রশূন্য হইয়া আছে, ইহা ভাবিতে আমাদের কষ্ট বোধ হয়। তিনি যে পরলোকগত হইয়াছেন, এ কথা আমরা এখনও ভাবিতে পারিতেছি না। সভাপতি মহাশয় যেরূপ বলিলেন, সেইরূপ আমারও মনে হয়, তিনি এখনও জীবিত আছেন—আবার তাঁহার সেই চিরসুন্দর হাস্য-মুখে তিনি পরিষদে আসিবেন। তাঁহার মৃত্যু সাহিত্য-

পরিষদের পক্ষে বজ্রাঘাতের সমান হইয়াছে। পরিষদের পক্ষে রামেন্দ্র বাবুর ঋণ পরিশোধ করা দূরের কথা, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার সামর্থ্যও আমাদের নাই। পরিষৎ মন্দিরের প্রতি ইষ্টকে এবং প্রত্যেক জিনিষের সহিত তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। বঙ্গভাষাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করিবার জন্য শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে আজকাল যে চেষ্টা দেখা যাইতেছে, স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবু ইহার মূলে যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছেন। রামেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে কোন কথা সংযত হইয়া বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা যেরূপ শোকগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার ভাষা আমাদের নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর সহিত সাহিত্য-পরিষদের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। সে সম্বন্ধে বেশী কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তখন প্রথম তাঁহার সহিত আমার পরিচয় হয়। কি সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি—সাত্ত্বিক ভাব—তাঁহাকে দেখিলে আপনিই যেন মস্তক নত হইয়া আসিত—সেই যুবা বয়সে তিনি যেন একটি সারল্যের পুত্তলিকা ছিলেন। "এক দিন তার সনে করিলে যাপন। দশ দিন শান্ত থাকে দুর্ব্বিনীত মন॥"—রামেন্দ্র বাবু এই প্রকারের লোক ছিলেন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী হইতেই তিনি বঙ্গভাষার সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি নবজীবনে "মহাশক্তি" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। (বক্তা এইখানে উক্ত প্রবন্ধের প্রথম হইতে কতক অংশ পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইলেন)। রামেন্দ্র বাবু নিজ ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন—বৈদিক ও হিন্দুর অন্যান্য কর্ম্মে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে দয়ানন্দ স্বামী মহোদয় বলিলেন,—আমি বহু দিন যাবৎ বাঙ্গালা দেশে ছিলাম না—সেই জন্য রামেন্দ্র বাবুর সহিত আমার তত পরিচয়ও ছিল না। তবে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা আজ শুনিলাম, তাহাতে মনে হইতেছে, তিনি ভারতবর্ষের নেতা হইবার এক জন উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিদেশী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াও স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন এবং স্বদেশী ভাষার অনুরাগী ছিলেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য, এমন দেশে আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, যেখানে এমন একজন মহাপুরুষ জন্মিয়াছিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর মৃত্যুতে যে শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার সমর্থন নিষ্প্রয়োজন। তিনি পরিষদের সঙ্গে যেরূপ জড়িত ছিলেন, তাহাতে পরিষদের পক্ষে শোক প্রকাশ করাও অসম্ভব। আজকার সভার নিমন্ত্রণ-পত্রে লেখা হইয়াছে—"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাণস্বরূপ"—আমার বোধ হয়, "পরিষৎ যাঁহার প্রাণ ছিল", এইরূপ লিখিলেই ভাল হইত। পরিষৎকে অনেকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই দান করিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া যান নাই। কিন্তু রামেন্দ্র বাবু যাহা পরিষৎকে দান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে নিঃস্ব হইয়াছেন—

পরিষদের কাজে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তিনি অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। যদি আমরা রামেন্দ্র বাবুর স্মৃতি রাখিতে চাই, তবে আমরা তাঁহারই মত যেন পরিষদের সেবা করিতে চেষ্টা করি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় স্বর্গীয় রামেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া, তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিজের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় উক্ত প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর সহিত আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। তবে দূর হইতেও তাঁহার চরিত্রের সৌগন্ধে আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। অমন মধুময় ও মিষ্ট চরিত্রের লোক আমি কমই দেখিয়াছি। তাঁহার প্রতিভা ক্ষুরের ধারের মত ছিল। তাঁহার বই পড়িলে আমরা বুঝিতে পারি, তিনি সত্যের প্রচারক ছিলেন না—সত্যের সাধক ছিলেন। তিনি শাস্ত্র শুন্‌তেন, মনন ক'র্‌তেন এবং ভাবতেন। তাঁহার সহিত সকলে একমত না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার চিন্তার পদ্ধতি খুব শ্রেষ্ঠ ছিল। আমি তাঁহার মনীষা স্মরণ করিয়া প্রণাম করি।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবু পরিষদের প্রাণ ছিলেন, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার গুণে আমরা মুগ্ধ—বিদ্যায় আমরা গৌরবান্বিত ছিলাম। ইংরাজী শাস্ত্রের কথা তিনি মাতৃভাষায় যেমন সহজ ভাবে ব্যক্ত করিতেন, এমন আর কেহই পারেন নাই। অমন মুখ-ভরা হাসি আমি আর কোথাও দেখি নাই। তাঁহার অকাল-বিয়োগে আমরা যে ক্ষুণ্ণ ও ক্ষতিগ্রস্ত, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

অতঃপর সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রথম প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় নিম্নলিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"অদ্যকার গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিলিপি স্বর্গীয় রামেন্দ্রবাবুর পরিবারবর্গের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক।"

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে রামেন্দ্র বাবুর সহিত আমার পরিচয়। কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান—ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ বলিয়া যে প্রবাদ আছে, রামেন্দ্রবাবুর লেখায় তাহা থাকিত না। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষদের ও দেশের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর পূরণ হইবে না। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত এবং ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় উভয়ে স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া, উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল।

অতঃপর রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ৩য় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"রামেন্দ্রবাবুর উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত করা হউক এবং এই সমিতিকে প্রয়োজন-মত সভ্য-সংখ্যা বাড়াইবার জন্য ক্ষমতা দেওয়া হউক।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ডাঃ শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
ডাঃ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর
মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর
সার্ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
মাননীয় বিচারপতি সার্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী
রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর
মাননীয় মহারাজা সার্ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর
সার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়
সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
মাননীয় কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ
শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ
শাখা-পরিষদের সভাপতিগণ
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার
মুন্সী আবদুল করিম
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
" রায় সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" দীনেশচন্দ্র সেন
" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
" ললিতচন্দ্র মিত্র
" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
" মন্মথমোহন বসু
" মৌলবী মহম্মদ রৌশন আলি চৌধুরী
" বাণীনাথ নন্দী
" সৌরীন্দ্রকুমার গুপ্ত
" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
" সতীশচন্দ্র ঘোষ
" সারদাপ্রসন্ন সেন
" অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক
" আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
" নবকৃষ্ণ রায়
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
" মহেন্দ্রনাথ দাস
" ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
" কিরণচন্দ্র দত্ত
ডাঃ " আবদুল গফুর সিদ্দিকী
" অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র
" পঞ্চানন মিত্র
" ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
" সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী
কুমার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ
শ্রীযুক্ত গোপালদাস চৌধুরী
" সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক
রায় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর
" " অবিনাশচন্দ্র বসু বাহাদুর
রাজা " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী
রায় " হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র
" ক্ষুদিরাম বসু
" জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য
" গিরিশচন্দ্র বসু
" সারদারঞ্জন রায়
" ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
" শিশিরকুমার মৈত্র
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ
" জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
" কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
" অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
" উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
" কৃষ্ণকুমার মিত্র
" রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
" জলধর সেন
" রায় সাহেব বিহারীলাল সরকার
" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়
" গৌরহরি সেন
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" রায় বিনোদবিহারী বসু
" নরেশচন্দ্র সিংহ
" বিজয়কুমার মৈত্র
" অমরনাথ খাঁ
" স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" কুমারকৃষ্ণ দত্ত
" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ
" গিরিজাকুমার বসু

শাখা-পরিষদের সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—সম্পাদক
" প্রফুল্লনাথ ঠাকুর— ধনরক্ষক
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সহকারী সম্পাদক
" তারাপ্রসন্ন গুপ্ত ঐ
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ঐ
" হেমচন্দ্র ঘোষ ঐ

এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,—রামেন্দ্রবাবুর শেষ অবস্থার দৃশ্য মনে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি কখন মনে ভাবি নাই যে, তিনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। আপনারা শুনিয়াছেন যে, পরিষদের প্রতি ইষ্টকের সহিত তাঁহার স্মৃতি-কথা গাঁথা আছে।—ইহা অপেক্ষা আমি আর বেশী কি বলিব? ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সেই মহাপুরুষ আবার আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, আমাদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করুন।

অতঃপর পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় উক্ত তৃতীয় প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিলেন,—রামেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন, ইহা আপনারা অনেকে জানেন। পরিষদের প্রত্যেক জিনিষের সহিতই তাঁহার স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। তথাপি আমাদের কিছু করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে এই কয় রকম প্রস্তাব আসিয়াছে—একটি অর্দ্ধ মর্ম্মর-মূর্ত্তি, বার্ষিক ১০০৲ টাকা করিয়া একটি বৃত্তি স্থাপন এবং তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি সংস্করণ প্রকাশ। স্বনামধন্য পরিষদের বান্ধব লালগোলার রাজা বাহাদুর এই উদ্দেশ্যে ৫০০৲ টাকা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু অক্লান্তকর্ম্মা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের চেষ্টায় এই সভাস্থলে ৯০০৲ টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

অতঃপর উপস্থিত সভ্যগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তৃতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন।

পরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী
সভাপতি।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন

সময়—১১ই শ্রাবণ ১৩২৬, ২৭শে জুলাই ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫৷০টা

উপস্থিতি—

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সার আশুতোষ চৌধুরী এম এ, এল এল বি, (সভাপতি)

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ ডি

শ্রীঅমৃতলাল বসু, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি এ, শ্রীরামেন্দ্রনাথ কাব্যব্যাকরণতীর্থ, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ, শ্রীজগবন্ধু মোদক, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীশরৎচন্দ্র সিংহ, শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র, শ্রীরাধানাথ মিত্র, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম, শ্রীআশুতোষ মহলানবীশ, শ্রীবিজেন্দ্রনাথ বাগচী, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীবিনোদবিহারী গুপ্ত, ডাঃ শ্রীরাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, পণ্ডিত শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীশশিভূষণ

মুখোপাধ্যায়, শ্রীকণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল্, শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম এ, শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষকুমার লাহিড়ী, মৌলবী আবু ইসমাইল সিরাজি, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীরবীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমিহিরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যপ্রসাদ বসু, শ্রীবনমালী গোস্বামী, শ্রীহরিসত্য মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ পরামাণিক, শ্রীগণদেব গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীপদ দেবশর্ম্মা, শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনিলকুমার সেন, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, শ্রীঅজয়কুমার সেন, শ্রীরাধানাথ মিত্র, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, শ্রীহরিশ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র দাস, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দাস, শ্রীরাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামরাখাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅনঙ্গকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীঅমরনাথ বসু, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীজানকীরাম ভট্টাচার্য্য, শ্রীহেমদাস ঘোষ, শ্রীবলদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিকুঞ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীখগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅনঙ্গচরণ সেন গুপ্ত।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি—সম্পাদক

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ }
হেমচন্দ্র ঘোষ } সহকারী-সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়—বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম প্রচার-কর্ত্তা ও বঙ্গসাহিত্য-সেবীদিগের পরম সুহৃৎ স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সমর্থনে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত নলিনীবাবুর "স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়" শীর্ষক প্রবন্ধের সার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

"নদীয়া জিলার বাহুপুর নামক পল্লীগ্রামে আনুমানিক ১২৪৪ কি ১২৪৫ বঙ্গাব্দে জগমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ঔরসে গুরুদাস বাবু জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি তাদৃশ বিদ্যাশিক্ষালাভে সমর্থ হন নাই। অতি অল্প বয়সেই সংসার প্রতিপালন করিবার জন্য চাকুরী গ্রহণ করিতে হয়। প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগরে চাকুরী করেন, তৎপরে তিনি কলিকাতার হিন্দুহোষ্টেল নামক গবর্ণমেণ্টপ্রতিষ্ঠিত ছাত্রাবাসে জনৈক কর্ম্মচারিরূপে

নিযুক্ত হন। তাঁহার কর্মকালে সেখানে স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সার রাসবিহারী ঘোষ, মাননীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ঐ ছাত্রাবাসে থাকিতেন। একত্র অবস্থানের ফলে গঙ্গাপ্রসাদ বাবু ও যদুবাবুর সহিত গুরুদাস বাবুর সখ্যতা জন্মে। ইহার ফলে তাঁহাদের এবং স্বর্গীয় ডাঃ রাধাগোবিন্দ করের উৎসাহে ও সাহায্যে তিনি পুস্তক বিক্রয়-ব্যবসা আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি স্বর্গীয় ডাঃ দুর্গাদাস করের সুপ্রসিদ্ধ "মেটিরিয়া-মেডিকা", ডাঃ গঙ্গাপ্রসাদ বাবুর লিখিত ডাঃ রবার্টসের "Practice of Medicine"এর বঙ্গানুবাদ এবং ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "জ্বর-চিকিৎসা" এই তিনখানি ডাক্তারী পুস্তক লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন বলিয়া তাঁহার পুস্তকালয়ের নাম "বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী" রাখেন।

প্রথমে অতি সামান্যভাবে এই লাইব্রেরী হিন্দু-হোষ্টেলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। তৎপরে ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীটে ইহা স্থানান্তরিত হয়। কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত এবং প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে বাড়ী ক্রয় করিয়া, সেইখানে স্থায়িভাবে পুস্তকালয় স্থাপন করেন। মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি চক্ষুরোগে আক্রান্ত হন এবং জীবনের শেষ ৭।৮ বৎসরকাল দৃষ্টিহীন অবস্থায় কালযাপন করেন। গত ১৩২৫ সালের ১১ই বৈশাখ ৮১ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক-গমন করেন।

এই ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি দরিদ্র সাহিত্যসেবকদিগের বন্ধু ছিলেন এবং নানা প্রকারে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। তাঁহার ব্যবসায়ের সততা ও ব্যবহারের অমায়িকতা আমাদের দেশের পুস্তক-ব্যবসায়ীদিগের আদর্শ হওয়া উচিত। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি বঙ্গীয় পুস্তক-বিক্রেতা ও পুস্তক-প্রকাশকদিগের সমবায়ে "The Calcutta Bookseller's and Publisher's Association" স্থাপন করিয়া যান এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে "ভারতবর্ষ" নামক সুবৃহৎ ও সচিত্র মাসিক পত্রিকাখানি বাহির হয়। আমাদের মহামান্যা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলীর সময় বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট সার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি বাহাদুর স্বর্গীয় গুরুদাসবাবুকে, তাঁহার বঙ্গসাহিত্য-সম্পর্কিত কার্য্যের জন্য "Certificate of Honour" প্রদান করেন।"

প্রবন্ধ পাঠের পর তিনি বলিলেন,—সাহিত্য-পরিষৎ অনেক সাহিত্য-সেবীর স্মৃতিরক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অর্থের অস্বচ্ছলতাবশতঃ পরিষদের কর্তৃপক্ষ এই সকল কাজ সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। স্বর্গীয় গুরুদাসবাবুর উপযুক্ত পুত্রেরা ইহা জানিতে পারিয়া, তাঁহাদের পিতার নামে একটি স্মৃতিভাণ্ডার স্থাপিত করিয়া, বাৎসরিক ৫০৲ টাকা করিয়া পরিষৎকে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই টাকা পরিষদে "গুরুদাস-স্মৃতিভাণ্ডার" নামে রক্ষিত হইবে এবং যাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য পরিষৎ ভারগ্রহণ করিয়াছেন, এই টাকা হইতে তাঁহাদের চিত্র প্রস্তুত হইয়া, পরিষদে রক্ষিত হইবে

এবং এই স্মৃতিভাণ্ডারের ব্যয়ে প্রস্তুত, তাহার উল্লেখ থাকিবে। এই বলিয়া তিনি সভার সম্বন্ধে বর্ত্তমান বর্ষের ৫০৲ টাকা সম্পাদকের হস্তে প্রদান করিলেন এবং যে সকল পুস্তক-প্রকাশক সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের প্রকাশিত এক এক খণ্ড পুস্তক পরিষদের গ্রন্থাগারে উপহার দেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু আমার বহু দিনের সুহৃৎ ছিলেন। আজ সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিতেছেন; এ জন্য পরিষৎকে বিশেষ ধন্যবাদ। তাঁহাকে সাহিত্যের কত দিক্ হইতে আমরা দেখিতে পাই। বিদ্বানের সমাদর অনেকে করেন, কিন্তু ব্যবসায়ীর সমাদর করিবার যে আগ্রহ হইয়াছে, ইহা শুভ লক্ষণ। পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সততার গুণে তিনি উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য মানুষ মরিলেই খেদ হয়; কিন্তু তিনি যেরূপ ভাবে মরিয়াছেন, তাহাতে খেদের কোনও কারণ নাই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁহার পুত্রেরা দীর্ঘজীবী হউন।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—আমি গুরুদাস বাবুকে বলিতাম, আপনি সরস্বতীর ভাণ্ডারী। সাহিত্যের পুষ্টি এবং বিস্তারকল্পে তিনি যে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমি দৃঢ়ভাবে বলিব। তিনি আধুনিক সাহিত্যের একজন বাহন ছিলেন, সে কালের হিন্দু হোষ্টেলের তিনি একজন কর্ম্মচারী ছিলেন এবং সেইখান হইতেই তিনি পুস্তকের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি সুগায়ক, সুরসিক এবং প্রাচীন পাঁচালী, কবি ও টপ্পার একটি আকর ছিলেন। অমৃত বাবুর ন্যায় আমিও বলি—তাঁহার নাম তাঁহার পুত্রের দ্বারা উজ্জ্বল হউক এবং তাঁহার পুত্রেরা স্মৃতিরক্ষায় যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে শোভন হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, তাঁহারা যেন নিজ পিতার আয়ু ও যশ লাভ করেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু সাহিত্যিক না হইলেও, সাহিত্যের প্রচারক ছিলেন। তিনি নিজের সাধুতা, সততা ও অধ্যবসায়ে নিজের ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সাধুতা এবং সততার মূল তাঁহার দারিদ্র্য—কেন না, "আত্মোপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে"। তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিষৎ যে সাধু অনুষ্ঠান করিলেন, ইহাতে পরম সন্তোষ লাভ করিলাম।

স্যার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন,—আমি স্বর্গীয় ডাঃ করের অনুরোধে ১৮৯৫ সালে "ফলিত রসায়ন" (Practical Chemistry) নামে একখানি বই লিখি। এই বই বিক্রয় করিবার ভার স্বর্গীয় গুরুদাস বাবু গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত আমার যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন বাংলা ভাষায় রসায়ন সম্বন্ধে বই লিখিবার জন্য তিনি আমাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং উৎসাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার ও ডাক্তার কর, এই দুই জনের উৎসাহেই আমি রসায়ন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়খানি পুস্তক রচনা করি। এ জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। তিনি তাঁহার ব্যবসা-জীবনের একটি বড় আদর্শ আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। লোকে তাঁহার সেই

আদর্শ এবং তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। তাঁহার উপযুক্ত পুত্রেরা পরিষৎ মন্দিরে খ্যাতনামা সাহিত্যিকদিগের চিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিষৎকে বার্ষিক ৫০৲ টাকা করিয়া দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই দানের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় বলিলেন,—৺গুরুদাস বাবু আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। কেবল সততার জন্য নহে, শিষ্ট ব্যবহারের জন্যও তিনি ব্যবসায়-ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থকারদের বন্ধু ছিলেন; তাঁহার বিলাসিতা ছিল না। তাঁহার আদর্শ ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইলে ব্যবসায়ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর যে দুর্নাম আছে, তাহা দূর হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—আমার বোধ হয়, তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন—তাই তিনি এত উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন। যে সমস্ত দরিদ্র লেখক অর্থের অভাবে বই লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন না, এমন সব লোককে তিনি উৎসাহ দিয়া বই লিখাইতেন এবং তাহা প্রকাশ করিতেন। তিনি না থাকিলে অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সম্পৎ হইতে বাংলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতি বঞ্চিত হইতেন। পরিষৎ তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন; এ জন্য পরিষৎ বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

এই সময় বুকসেলার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার লাহিড়ী মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে স্বর্গীয় গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিলেন এবং তাঁহার চিত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য পরিষৎকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—গুরুদাস বাবু অতিশয় সাধু ব্যক্তি ছিলেন। আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি; তাহাতেই আপনারা ইহা বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার যে দিন মৃত্যু হয়, সেই দিন আমি সহরের কোন বিখ্যাত ইংরেজের দোকানে যাই। দোকানের মালিক আমাকে বলিলেন, "আপনাদের গুরুদাস বাবুর মৃত্যু হইয়াছে, আপনি ইহা শুনিয়াছেন কি? ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাঁহার মত সততা আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমরা আজ দোকান বন্ধ রাখিব এবং সমস্ত বাঙ্গালী কর্মচারীদের ছুটী দিব।" আপনারা ভাবিয়া দেখুন, ইহা বড় কম আশ্চর্য্যের কথা নয়। পরিষদে এরূপ লোকের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা খুব আনন্দের কথা। এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্রের আবরণ উন্মোচন করিলেন এবং উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়, সভাপতি মহাশয়কে সভার পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

প্রথম মাসিক অধিবেশন

সময়—১১ই শ্রাবণ ১৩২৬, ২৭শে জুলাই ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের পরলোকগমনে একজন সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য বিজ্ঞাপন, ৩। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৪। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত কয়েকটি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা, ৬। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডী-মঙ্গল," ৭। শোক-প্রকাশ—(ক) কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, (খ) রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, (গ) মনো-রঞ্জন গুহঠাকুরতা, (ঘ) অতুলগোপাল রায় ও (ঙ) বসন্তকুমার মিত্র মহাশয়গণের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ, ৮। বিবিধ।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পরিষদের ২৬শ বার্ষিক, প্রথম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি সার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ এবং প্রথম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণদ্বয় রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

২। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, বর্ত্তমান বর্ষের সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পরলোকগমন করায়, তাঁহার স্থলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির গত ২রা আষাঢ় ১৩২৬ তারিখের অধিবেশনে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের জন্য পরিষদের সভাপতি-পদে এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থানে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অন্যতম সহকারী সভাপতি-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সংবাদে সমবেত সভ্য মহোদয়গণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

৩। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্য-রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৪। উপহারপ্রাপ্ত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং সেগুলির উপহারদাতৃ-গণকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। (পুস্তক-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

৫। (ক) দিনাজপুর, রায়গঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও তাঁহার প্রদত্ত একটি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা এবং (খ) ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত একটি অটোম্যান গবর্মেণ্টের রৌপ্যমুদ্রা প্রদর্শিত হইল। মুদ্রা-প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদসূচক পত্রপ্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৬। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়-লিখিত "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে চণ্ডীমণ্ডপ" নামক প্রবন্ধ পাঠার্থ উপস্থিত করা হইলে শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় জানাইলেন যে, এই প্রবন্ধের জন্য প্রবন্ধ-লেখক, পরিষদের বিজ্ঞাপিত এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়-প্রদত্ত "ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণপদক" পাইয়াছেন। এবং এই প্রবন্ধটি বর্ত্তমান বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। তৎপরে সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৭। শোক-প্রকাশ—(ক) কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, (খ) রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, (গ) মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, (ঘ) অতুলগোপাল রায় এবং (ঙ) বসন্তকুমার মিত্র মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ করা হইল এবং স্থির হইল যে, অদ্যকার সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে উক্ত পরলোকগত ব্যক্তিগণের পরিবারবর্গকে পরিষদের সমবেদনা-সূচক পত্র প্রেরিত হউক। তৎপরে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, স্বর্গীয় কবি অক্ষয়কুমার বড়াল, স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর এবং স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের নিমিত্ত শোক-প্রকাশ করিবার জন্য পরিষদের বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হউক। এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সমর্থন করায় স্থির হইল যে, এই প্রস্তাব কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির আলোচনার্থ উক্ত সমিতিতে উপস্থিত করা হউক।

৮। সম্পাদক মহাশয় জানাইলেন যে, গত ২১শে আষাঢ় তারিখে পরিষদের সভাপতি আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত শোকে সহানুভূতিজ্ঞাপক যে পত্র ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, তদুত্তরে ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ত্রিবেদী মহাশয় পরিষদের সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া পত্র লিখিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত সদস্যের নাম

প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—(১) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অফিস অব দি গবর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, ইণ্ডিয়া, দিল্লী। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(২) শ্রীঅনিলপ্রকাশ বসু, এম এ, বি এল্, বার-এট্-ল, ২৫ মহেন্দ্র বসুর লেন। প্রস্তাবক—ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—(৩) এম্. সোনাউল্লা, এম্ এস্ সি। (৪) ডাঃ ভাণ্ডারকর এম্ এ। (৫) শ্রীহরিত-কৃষ্ণ দেব, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম, চৌরঙ্গী। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—(৬) শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯০ হরিঘোষ ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীরামকমল সিংহ, সদস্য—(৭) শ্রীনলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, ৩৭।১ চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর। প্রস্তাবক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(৮) শ্রীগোলোকবিহারী রায় বি এল্, কোতলপুর। (৯) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যালঙ্কার, কোতলপুর। (১০) শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি টি, সাব ইন্স্পেক্টার অব স্কুলস্, কোতলপুর, বাঁকুড়া। (১১) শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাংখ্যতীর্থ, ২৬।১।এ, হ্যারিসন রোড। (১২) প্রস্তাবক—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি এ, চট্টগ্রাম। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—(১৩) শ্রীনীলমণি সাধুখাঁ, ১ হালসীবাগান লেন। প্রস্তাবক—শ্রীহরিদাস মজুমদার, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(১৪) শ্রীপূর্ণচন্দ্র বারিক, ২৫২ আপার সার্কুলার রোড। (১৫) শ্রীসিদ্ধেশ্বর গরাই, ৩ পিয়ারাবাগান ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—(১৬) শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়, সভাপতি—উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ, উত্তরপাড়া, হুগলী। (১৭) অধ্যাপক শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, স্কটিস চার্চ্চ কলেজ। প্রস্তাবক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(১৮) শ্রীনলিনীমোহন সান্ন্যাল এম্ এ, ১৩৪ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—(১৯) শ্রীগঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯ বারিক লেন। প্রস্তাবক—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, সদস্য—(২০) শ্রীচন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ, বি এ, ১ হাজরা রোড, কালীঘাট। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—রায় শ্রীচুনীলাল বসু বাহাদুর, সদস্য—(২১) রাজা শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী, পোঃ চাঁচল, মালদহ। প্রস্তাবক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সমর্থক—ঐ, সদস্য—(২২) রায় সাহেব শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার, ৩৯।এ, হরিশচন্দ্র মুখার্জ্জীর রোড, ভবানীপুর। (২৩) শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, উত্তর ব্যাঁটরা, হাওড়া। (২৪) শ্রীসত্যচরণ মিত্র, ১৫ বীডন রো। প্রস্তাবক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য—(২৫) শ্রীরাজ-কুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রস্তাবক—শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—(২৬) শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

পরিশিষ্ট—উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, উপহৃত পুস্তক—১। Orissa and her Remains. Secretary, Indian Science Association, ২। Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol. IV, Part III, 1918, ৩। Do. Do. Director, Geological Survey of India, ৪। Records of the Geological Survey of India, Vol. XLIX. Part 4. 1919., Superintendent, Govt. Printing, India, ৫। Patent Office Journal, January to March, 1919. ৬। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, March, 1919. ৭। Do. Do. April, 1919. Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot ৮। Satistical Returns with a brief note of the Registration Department in Bengal, 1918. ৯। Report of Public Instruction in Bengal for 1917—18. ১০। Do. Supplement for 1917-18. ১১। Annual Report of the Royal Botanical Garden and Gardens in Calcutta and the Lloyd Botanic Gerden, Darjeeling 1918-19. ১২। Statement showing Progress of the Co-operative Movement in India during the year, 1917-18. ১৩। Report on the Maritime Trade of Bengal, 1918-19. ১৪। Annual Returns of the Lunatic Asylum in Bengal with brief Notes for the Year 1918. ১৫। Administration Reports on the Jails of the Bengal Presidency for the year 1918. ১৬। Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1913. ১৭। Annual Report on the Police Administration of the Town, Madras ১৮। Inscriptions of the Madras Presidency Vol. I, 1919. ১৯। Do. Vol. II, 1919. ২০। Do. Vol. III, 1919. Assistant Secretary to the Government of the Punjab—২১। Annual Progress Report of the Chief Inspector of Explosives in India, 1919., Director, Geological Survey of India. ২৩। Records of the Geological Survey of India, Vol. I. Part I, 1919. Supdt. Govt. Printing, India.—২৪। Statistics of British India, Vol. V, Education, 1917—18.

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১। দাস আমি, শ্রীসতীশচন্দ্র দেব, ২। রামকৃষ্ণ, শ্রীপঞ্চানন দত্ত, ৩। কালিদাসের কবিতা, ৪। অবসর, ৫। রত্নঝাঁপি, ৬। নেক্‌লেস, ৭। খোকা, ৮। প্রীতি ও পূজা, ৯। ভাবসিন্ধু, ১০। সাবিত্রী, ১১। অমৃতপুলিন, ১২। উপত্যাস-লহরী, ১৩। কোমল কবিতা, (১ম ভাগ) ১৪। সীতার বনবাস, ১৫। সুশীলা সুন্দরী, ১৬। পাণ্ডবগীতা বা তুলসীমাহাত্ম্য, ১৭। শ্রীশ্রীমনসা (১ম খণ্ড), ১৮। যজ্ঞেশ্বর-গ্রন্থাবলী (১ম ভাগ), শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ—১৯। স্রোতের ফুল, ২০। দুই তারা, ২১। পঙ্ক-তিলক, ২২। পরগাছা, ২৩। চাঁদমালা, ২৪। চোরকাঁটা, ২৫। হের-ফের, ২৬। যমুনা-পুলিনের ভিখারিণী, ২৭। মণিমঞ্জীর, ২৮। রাবেয়া, শ্রীসুশীলকুমার দে—২৯। ভুবেলো,

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী—৩০। আশেকে রাসুল (১ খণ্ড), শ্রীরামেশ্বর দে, ৩১। তেল্-দিগ্-দিগ্ বা কপাটী নিয়মাবলী, ৩২। লীলা, ৩৩। যৌগিক সাধন, ৩৪। দেবজন্ম, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, ৩৫। রুবেইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়াম্, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—৩৬। জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ, জ্ঞানপ্রচার-সমিতির কার্য্যবিবরণী—(১ম পুস্তিকা) ১৩২৬।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

১৫ই শ্রাবণ ১৩২৬, ৩১শে জুলাই ১৯১৯, বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা ৬॥০টা

উপস্থিতি—

মাননীয় বিচারপতি সার্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম এ, এল্ এল্ বি (সভাপতি)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্, রসায়নাচার্য্য

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, ডাঃ কে, এন, বসু, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, কবিরাজ শ্রীবঙ্কুবিহারী কবিকণ্ঠ, শ্রীহেমেন্দ্র খাসনবীশ বি এ, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীশশিভূষণ দে, শ্রীখগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীতারানাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীঅশোককুমার ঘোষ, শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বসাক, শ্রীহরিদাস হালদার, শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা, শ্রীনলিনীমোহন নিয়োগী, শ্রীসত্যচরণ বসু, বি, এন, ধর, শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী, শ্রীভোলানাথ হাজরা চৌধুরী, শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅমৃতলাল দে, শ্রীসুধন্তকুমার সরকার, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীরামকমল সিংহ প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি—সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সার্ জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত বক্তৃতা—রায় শ্রীচুনীলাল বসু বাহাদুরের "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে অন্যতম সহকারী সভাপতি মাননীয় বিচারপতি সার্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়, বক্তা রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরকে তাঁহার "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে তৃতীয় বক্তৃতা করিতে আহ্বান করিলেন। শ্রীযুক্ত চুনী বাবু আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিলেন, নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

আহার-তত্ত্ব

(৩য় বক্তৃতা)

শরীরধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্যের মধ্যে যে পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের অবস্থিতি আবশ্যক, তাহাদিগের নাম আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। যদি আপনাদের স্মরণ না থাকে, এ জন্য প্রথমেই তাহাদের পুনরুল্লেখ করিতেছি। সেগুলি এই,—

১। ছানাজাতীয় উপাদান (Proteid or Protein)

২। মাখনজাতীয় উপাদান (Fat)

৩। শর্করা-জাতীয় উপাদান (Carboyhydrate)

৪। লবণ-জাতীয় উপাদান (Salts or Mineral water)

৫। জল (Water)

ইহাদিগের প্রত্যেকটির গঠন, গুণ ও শরীররক্ষার পক্ষে উপযোগিতা সম্বন্ধে আমি আমার দ্বিতীয় বক্তৃতায় আলোচনা করিয়াছি। এই সকল ভিন্ন-জাতীয় সার পদার্থ দিবসে কোন্‌টি কত পরিমাণে গ্রহণ করিলে আমরা স্বাস্থ্যরক্ষা এবং কার্য্য করিবার শক্তি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, তাহাই অদ্যকার বক্তৃতার আলোচ্য বিষয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের দেহ নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং আমরা খাদ্য গ্রহণ করিয়া সেই ক্ষয়ের পূরণ করিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত আমরা সর্ব্বদা কোন-না-কোন-রূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া থাকি। কার্য্য করিতে হইলেই শক্তির প্রয়োজন হয়; আমরা খাদ্য হইতে সেই শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকি।

আমি গত বারের বক্তৃতায় নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত পাঁচ জাতীয় সার পদার্থের সকলগুলির ক্রিয়া একরূপ নহে। ইহাদের মধ্যে কেবল ছানা-জাতীয় পদার্থই জল ও লবণের সাহায্যে শরীর গঠন এবং দেহক্ষয় পূরণ করিয়া থাকে, কিন্তু ছানা-জাতীয় পদার্থ শক্তি উৎপাদনের সবিশেষ সহায়তা করে না। মাখন ও শর্করা-জাতীয় পদার্থ দ্বারা দেহ নির্ম্মাণ ও উহার ক্ষয়ের পূরণ হয় না, কিন্তু এই দুই জাতীয় পদার্থ হইতেই আমরা কার্য্য করিবার যাবতীয় শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকি।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, দিবসে কি পরিমাণে এই সকল ভিন্ন-জাতীয় সার পদার্থ খাদ্য-রূপে গ্রহণ করিলে আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারি।

বলা বাহুল্য যে, সকল মানুষের জন্য একই পরিমাণে খাদ্যের আবশ্যক হয় না। যাহার দেহের ওজন ও পরিসর যত অধিক এবং যে যত অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করে, তাহার তত অধিক পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। বয়স-ভেদে, দেশের আবহাওয়া-ভেদে, স্ত্রীপুরুষ-ভেদে, পরিশ্রম-ভেদে খাদ্যের পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে পরে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এ স্থলে একজন সহজ-পরিশ্রমী যুবা পুরুষের,

দিবসে খাদ্যস্থিত পূর্ব্বোক্ত পাঁচ জাতীয় সার পদার্থগুলির কোন্‌টি কত পরিমাণে আবশ্যক হয়, তাহারই আলোচনা করিব।

ইহা স্থির করিতে হইলে চারিটি বিষয় আমাদের জানিবার আবশ্যক হয়,—

১। দেহের দৈনিক ক্ষয়ের পরিমাণ নিরূপণ করা।

২। কার্য্য করিবার জন্য দিবসে আমাদের কি পরিমাণ শক্তির আবশ্যক হয়, তাহা নির্ণয় করা। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, শক্তি (Energy) তাপের রূপান্তর মাত্র। দেহোৎপন্ন তাপের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই আমরা শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারি। আমাদের দেহে দিবসে যত তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় $\frac{1}{6}$ ভাগ কার্য্য করিবার শক্তিতে পরিণত হয়, অবশিষ্টাংশ দেহের স্বাভাবিক তাপ রক্ষা করিয়া শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়।

৩। চাল, ডাল, মাছ, মাংস, দুধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে ছানা-জাতীয়, মাখনজাতীয়, শর্করাজাতীয় প্রভৃতি সার পদার্থগুলি শতকরা কত পরিমাণে থাকে, তাহা নির্ণয় করা।

৪। কোন্ খাদ্য হইতে কত পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা নিরূপণ করা।

এই কয়টি বিষয় আমাদের জানা থাকিলে দেহের ক্ষয়পূরণ এবং পরিশ্রম করিবার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য দিবসে কোন্ জাতীয় সার পদার্থ কত পরিমাণে গ্রহণ করিবার আমাদের আবশ্যক হয়, তাহা সহজেই স্থির করিতে পারা যায়। ইহা স্থির করিতে পারিলেই চাল, ডাল, মাছ, মাংস প্রভৃতি নানাবিধ নিত্য-ব্যবহার্য্য খাদ্যসামগ্রী কোন্‌টি কত পরিমাণে দিবসে ভক্ষণ করিলে আমাদের সমস্ত অভাব পূর্ণ হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন হয় না।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, কি উপায়ে আমরা আমাদিগের দেহের দৈনিক ক্ষয়ের পরিমাণ এবং দেহমধ্যে দিবসে কত তাপ উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হই।

আমাদের খাদ্যস্থিত সার পদার্থসমূহের মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থই (Proteid) শরীর গঠনের প্রধান উপাদান এবং কেবল এই জাতীয় সার পদার্থের মধ্যেই নাইট্রোজেন্ থাকে। অতএব আমাদের দেহ হইতে প্রত্যহ কত পরিমাণ নাইট্রোজেন্ বহির্গত হইয়া যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে, আমরা সেই পরিমাণ নাইট্রোজেন্‌যুক্ত ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিয়া, নাইট্রোজেন্-জনিত দৈহিক ক্ষয়ের পূরণ করিতে পারি। আমাদের মল ও মূত্রের সহিত দেহক্ষয়-জনিত নাইট্রোজেন্ বিভিন্ন আকারে বহির্গত হইয়া যায়। আমরা পরীক্ষাগারে এক ব্যক্তির সমস্ত দিবসের মল-মূত্র সংগ্রহ করিয়া তন্মধ্যস্থিত নাইট্রোজেনের পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারি। রেস্পিরেশন্ ক্যালরিমিটার (Respiration Calorimeter) নামক এক প্রকার যন্ত্র-সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া দ্বারা কত পরিমাণ কার্ব্বনিক্ এসিড্ বাষ্প দিবসে শরীর হইতে নির্গত হইয়া যায় এবং দিবসে শরীরে কত তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। পুনশ্চ ফুড্ ক্যালরিমিটার্ (Food Calorimeter) নামক অপর

এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে কোন্ খাদ্য কত পরিমাণ তাপ উৎপাদন করিতে সমর্থ, তাহাও সহজে নিরূপণ করিতে পারি। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রধানতঃ মাখন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ হইতে আমরা দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ এবং কার্য্য করিবার যাবতীয় শক্তি আহরণ করিয়া থাকি। সুতরাং দিবসে কত পরিমাণ তাপ আমাদের শরীরে উৎপন্ন হয়, যন্ত্র-সাহায্যে তাহা নিরূপণ করিতে পারিলে, কত পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ হইতে আমরা ঐ পরিমাণ তাপ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই, তাহা গণনা দ্বারা সহজেই স্থির করা যাইতে পারে। অতএব দেহ হইতে পরিত্যক্ত নাইট্রোজেন্ এবং দেহমধ্যে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া, যদি আমরা যথাপরিমাণ ছানা, মাখন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, তাহা হইলেই আমাদের শরীর সুস্থ ও কর্ম্মঠ থাকিবার কথা।

পরীক্ষাগারে মানুষের মলমূত্রাদি পরীক্ষার দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, একজন সুস্থকায়, সহজ-পরিশ্রমী, প্রায় ১ মণ ৩৫ সের ওজনের ইয়ুরোপীয় যুবা পুরুষের শরীর হইতে দিবসে ৩০০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ বহির্গত হইয়া যায়। ৩০০ গ্রেণ নাইট্রোজেন্ মোটামুটি ৪ আউন্স্ বা ২ ছটাক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের (Proteid) মধ্যে অবস্থিতি করে। অতএব সহজ-পরিশ্রমী, পৌনে দুই মণ ওজনের একজন ইয়ুরোপীয় যুবা পুরুষের জন্য দিবসে ২ ছটাক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের আবশ্যক হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর ওজন গড়ে ১½ মণের অধিক নহে; বাঙ্গালীর শরীরের দৈর্ঘ্য গড়ে ইয়ুরোপীয়দিগের শরীরের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা কিছু কম এবং বাঙ্গালীর ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণও ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত সমান নহে। সুতরাং বাঙ্গালীদের দিবসে ২ ছটাকের কিছু কম ছানাজাতীয় খাদ্যের আবশ্যক হয়।

অধিকাংশ শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে দেহের ওজনের প্রতি সেরের অনুপাতে দিবসে প্রায় $\frac{1}{80}$ ছটাক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের আবশ্যক হয়। এই হিসাবে একজন সহজ-পরিশ্রমী বাঙ্গালী যুবা পুরুষের জন্য অন্ততঃ ৩ আউন্স্ অর্থাৎ ১½ ছটাক নির্জ্জল ছানা-জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমি পরে দেখাইব যে, অতি অল্পসংখ্যক বাঙ্গালীই এই পরিমাণ ছানাজাতীয় খাদ্য দিবসে গ্রহণ করিবার সুবিধা পায় এবং বাঙ্গালীর খাদ্যে ছানাজাতীয় পদার্থের সম্যক্ অভাবই তাহার শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও স্বাস্থ্যহীনতার একটি প্রধান কারণ।

এই ত গেল ছানাজাতীয় পদার্থের কথা। এক্ষণে দেখা যাউক যে, যথারীতি পরিশ্রমের কার্য্য করিবার জন্য দিবসে আমাদের কত শক্তির প্রয়োজন হয়।

পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, একজন সুস্থকায় সহজ-পরিশ্রমী যুবা পুরুষের কার্য্য করিবার শক্তি সংগ্রহের জন্য দিবসে ২৮০০ হইতে ৩০০০ ক্যালরি-পরিমিত তাপ তাহার শরীরে উৎপন্ন হওয়া আবশ্যক। ক্যালরি—তাপের একটি পরিমাণ মাত্র। কোন এক নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ শীতল জলকে এক ডিগ্রী উষ্ণ করিতে হইলে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাহাকে এক ক্যালরি কহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাখন ও শর্করাজাতীয় পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ

করিলে, উহারা আমাদের শরীরের মধ্যে দগ্ধ হইয়া তাপ উৎপাদন করে। অতএব আমাদিগের সেই পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক, যাহা হইতে আমরা ২৮০০—৩০০০ ক্যালরি-পরিমিত তাপ দিবসে সংগ্রহ করিতে পারি। এই পরিমাণ তাপ আমাদের শরীরে উৎপন্ন হইলেই আমরা সহজ পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া, সবল ও সুস্থ-দেহে থাকিতে সমর্থ হই।

কোন্ খাদ্য দেহমধ্যে দগ্ধ হইয়া কত পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে, তাহা আমরা ফুড্ ক্যালরিমিটার নামক যন্ত্র দ্বারা সহজেই নির্ণয় করিতে পারি। সুতরাং কত পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিলে আমরা দিবসে ২৮০০—৩০০০ ক্যালরি তাপ সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা পরীক্ষা ও গণনা দ্বারা স্থির করিতে পারা যায়।

রেস্পিরেশন্ ক্যালরিমিটার নামক যন্ত্র দ্বারা দিবসে আমাদের শরীর হইতে কত তাপ বহির্গত হইয়া যাইতেছে এবং কত পরিমাণ অঙ্গার (কার্ব্বণ্) দগ্ধ হইয়া, এই তাপ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। মোটামুটি ৪৫০০ গ্রেণ কার্ব্বণ্ দিবসে দেহমধ্যে দগ্ধ হইয়া, এই পরিমাণ তাপ উৎপাদন করে এবং এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা যে কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদিগের দেহ হইতে প্রশ্বাসের সহিত নির্গত হইয়া যায়। আমরা উপরোক্ত যন্ত্র-সাহায্যে এই কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া, তন্মধ্যস্থিত কার্ব্বণের পরিমাণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হই। সুতরাং আমাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে যাহাতে অন্ততঃ ৪৫০০ গ্রেণ কার্ব্বণ্ থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই পরিমাণ কার্ব্বণ্ সংগ্রহ করিবার জন্য এক ছটাক নির্জ্জল মাখনজাতীয় খাদ্য (ঘৃত বা তৈল) এবং ৭½ হইতে ৮½ ছটাক নির্জ্জল শর্করাজাতীয় (চাউল, চিনি, ময়দা, আলু ইত্যাদি) খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। ছানাজাতীয় খাদ্যের মধ্যে কার্ব্বণ্ আছে, সুতরাং ঐ জাতীয় পদার্থ হইতেও আমরা কতক পরিমাণ কার্ব্বণ্ প্রাপ্ত হই।

বৈজ্ঞানিক প্রণালী-মতে আলোচনা করিয়া আমরা এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, একজন সুস্থকায় সহজ-পরিশ্রমী যুবা পুরুষের দৈনিক খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ২ ছটাক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থ, ১ ছটাক মাখনজাতীয় এবং ৭½ হইতে ৮½ ছটাক নির্জ্জল শর্করাজাতীয় পদার্থের আবশ্যক হয়। ইহাদের মধ্যে কোন একটির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের কম হইলে, দেহ সম্যক্ পুষ্টি লাভ করিতে পারে না এবং আমরা যথোচিত পরিশ্রমের কার্য্য করিতে সমর্থ হই না। এই তিন জাতীয় খাদ্য ব্যতীত শরীরগঠন ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য লবণজাতীয় পদার্থ ও জলের আবশ্যক হয়। কত পরিমাণ লবণজাতীয় পদার্থ ও জল আমাদের দেহ হইতে দিবসে মল, মূত্র, ঘর্ম্ম ও প্রশ্বাসের সহিত নির্গত হইয়া যাইতেছে, তাহাও পরীক্ষা দ্বারা নিরূপিত হইয়া স্থির হইয়াছে যে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অন্ততঃ আধ ছটাক লবণজাতীয় পদার্থ এবং প্রায় ২ সের জলের প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি

যে, বিভিন্ন জাতীয় সারপদার্থগুলি নিম্নলিখিত পরিমাণে আমাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে থাকা আবশ্যক ;—

ছানাজাতীয় পদার্থ	(নির্জ্জল)	...	..	৪ আউন্স্
মাখনজাতীয় পদার্থ	„	..	...	২ আউন্স্
শর্করাজাতীয় পদার্থ	„	...	...	১৫ হইতে ১৭ আউন্স
লবণজাতীয় পদার্থ	„	...	...	১ আউন্স্

আমি নির্জ্জল ছানাজাতীয়, মাখনজাতীয় ও শর্করাজাতীয় পদার্থের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু যে সকল খাদ্যসামগ্রী হইতে আমরা এই সকল সার পদার্থ সংগ্রহ করিয়া থাকি, তাহাদিগকে কখনই নির্জ্জল অবস্থায় পাওয়া যায় না। আমরা যে সকল পদার্থ খাদ্যরূপে ব্যবহার করি, তাহাদের প্রায় সকলগুলির মধ্যে অল্লাধিক পরিমাণে জল থাকে। দুগ্ধে শতকরা ৮৭ ভাগ, মাংসে ৭০ ভাগ, মৎস্যে ৭৫ ভাগ, চাউল ও ময়দায় ১১ ভাগ, তরিতরকারী ও ফল-মূলাদিতে গড়ে প্রায় ৯০ ভাগ জল বিদ্যমান আছে। মোটামুটি ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ জল ও ৫০ ভাগ নির্জ্জল পদার্থ থাকে। তাহা হইলে আমি যে নির্জ্জল সারপদার্থগুলির পরিমাণের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা দ্বিগুণ করিয়া লইলেই আমাদের দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ নিরূপিত হয়। সুতরাং এই হিসাবে জলসমেত ৪ ছটাক ছানাজাতীয় পদার্থ, ২ ছটাক মাখনজাতীয় এবং ১৫ হইতে ১৭ ছটাক শর্করাজাতীয় ও ১ ছটাক লবণজাতীয় খাদ্যের অর্থাৎ মোটামুটি দিবসে আমাদের ২৩।২৪ ছটাক অর্থাৎ দেড় সের পরিমাণ মাছ, মাংস, চাউল, ডাল, দুধ, তরি-তরকারি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্যের একত্রে প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুবিধার জন্য দিবসে দুই তিন বারে ভাগ করিয়া আমরা ভক্ষণ করিয়া থাকি। এতদ্ব্যতীত প্রায় ১½ সের জল দিবসে আমাদের পান করিবার আবশ্যক হয়।

আমরা কোন একজাতীয় খাদ্য সামগ্রী হইতে ৩০০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ ও ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বণ একত্র সংগ্রহ করিতে পারি না। এক সের মাংস খাইলে আমরা ৩০০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্ পাইতে পারি, কিন্তু তাহা হইতে ১৮০০ গ্রেণের অধিক কার্ব্বণ্ পাওয়া যায় না। পুনশ্চ ৩ পোয়া চাউল হইতে ৪৫০০ গ্রেণ্ কার্ব্বণ্ সংগ্রহ করা যায় বটে, কিন্তু উহা হইতে ৭৮ গ্রেণের অধিক নাইট্রোজেন্ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং শুদ্ধ মাংস বা শুদ্ধ চাউল ভক্ষণ করিলে আমাদের দেহের নাইট্রোজেন্ ও কার্ব্বণের অভাব পূর্ণ হয় না। এই জন্য ভাত, রুটী, মাছ, মাংস, দুধ, ডাল, তরকারী প্রভৃতি নানাজাতীয় খাদ্য সামগ্রী যথাপরিমাণে একত্রে ভক্ষণ করিয়া আমরা নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণ নাইট্রোজেন্ ও কার্ব্বণ্ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই।

দিবসে কত পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ (Proteid) গ্রহণ করিলে আমাদের শরীর সবল থাকিতে ও স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে, এ বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে এখনও যথেষ্ট মত-

তেই দুষ্ট হয়। চিটেন্‌ডেন্ (Chittenden) নামক একজন আমেরিকাবাসী শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বহু গবেষণা ও পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানুষে সাধারণতঃ অনাবশ্যক অধিক পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিয়া থাকে। তিনি বলেন যে, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দৈনিক খাদ্যে নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের যে পরিমাণ (২ ছটাক) স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ (অর্থাৎ ১ ছটাক মাত্র) গ্রহণ করিলেই দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে। চিটেন্‌ডেন্ নিজে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া, দিবসে এইরূপ স্বল্পপরিমাণ ছানাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া, সম্পূর্ণ সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম রহিয়াছেন। তিনি কতকগুলি সাধারণ ছাত্র, কতিপয় ব্যায়াম-বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সৈনিক পুরুষ লইয়া খাদ্য বিষয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তাহাদের প্রত্যেককে যথা-পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্যের সহিত স্বল্প-পরিমাণ (১ ছটাক মাত্র) ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিতে দেন এবং তাহাদের শরীর হইতে প্রত্যহ কত পরিমাণ নাইট্রোজেন্ বহির্গত হইয়া যায়, তাহা যথারীতি পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করেন। যাহার যে কার্য্য, সে ব্যক্তি প্রত্যহ সেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। ছয় মাসের অধিক কাল এইরূপ পরীক্ষা করিয়া তিনি দেখেন যে, ঐ সকল ব্যক্তি অত অল্প পরিমাণ (১ ছটাক মাত্র) ছানাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়াও সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবল ছিল; বরঞ্চ তাহারা এই স্বল্পাহারে অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে পারিত। তাঁহার মতে ১ ছটাক-পরিমাণ নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থ একজন সহজ-পরিশ্রমী যুবা পুরুষের পক্ষে যথেষ্ট—ইহার অধিক স্বাস্থ্য-রক্ষা ও সহজ পরিশ্রমের জন্য সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। চিটেন্‌ডেনের মতে অধিকাংশ ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ২ ছটাক-পরিমিত নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অযথা অপচয়ের দৃষ্টান্ত।

চিটেন্‌ডেনের সহিত অধিকাংশ শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতের মিল না হইলেও তাঁহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। খাদ্য সম্বন্ধে তিনি বহু আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাঁহার বিপক্ষ-মতাবলম্বিগণ বিশেষ কোন দোষ বাহির করিতে পারেন নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে খাদ্য সম্বন্ধে ব্যয়ের পক্ষে মানুষের—বিশেষতঃ গরীব মানুষের—যথেষ্ট সুবিধা হইবার সম্ভাবনা। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি ছানাজাতীয় খাদ্য দ্রব্য পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। এই সকল দ্রব্য চিটেন্‌ডেনের সিদ্ধান্ত অনুসারে অল্প-পরিমাণে ভক্ষণ করিলে যদি শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে কোন হানি না হয়, তাহা হইলে মানুষের আহারের ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে সংক্ষেপ হইয়া পড়ে। পুনশ্চ চিটেন্‌ডেন বলেন যে, লোকে ছানাজাতীয় খাদ্য অনাবশ্যক অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং এই জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ কম হইলে খরচ ও স্বাস্থ্য, এতদুভয় বিষয় সম্বন্ধে সুবিধা হইবার কথা।

তবে এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পৃথিবীর সকল স্থানের সকল জাতির খাদ্যের ব্যবস্থা বিবেচনা করিলে, চিটেন্‌ডেনের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। চিটেন্‌ডেন্

দিবসে ১ ছটাক ছানাজাতীয় পদার্থ যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন, কিন্তু অধিকাংশ শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর কোন সবল জাতি প্রত্যহ ২ ছটাক, অন্ততঃ ১½ ছটাকের কম ছানাজাতীয় পদার্থ খাদ্যের সহিত গ্রহণ করে না। যাহারা অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করে, তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ খাদ্যের সহিত গ্রহণ করিবার আবশ্যক হয়। তাঁহারা বলেন যে, মাছ, মাংস প্রভৃতি ছানাজাতীয় খাদ্য মহার্ঘ সত্ত্বেও যে সর্ব্বসাধারণে ইহা এত অধিক পরিমাণে গ্রহণ করে, তাহার জন্য কেবল যে তাহাদের খেয়াল বা পেটুকতা দায়ী, ইহা বলিলে চলিবে না। সমস্ত জগতের মানুষই যদি চিটেন্‌ডেনের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ভক্ষণ করে, তাহা হইলে উহা স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া লইতে হইবে। অতএব সাধারণ মনুষ্যের জন্য দিবসে অন্ততঃ ১০০ গ্র্যাম্ অর্থাৎ ১½ ছটাকের কিছু অধিক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থের আবশ্যক, ইহা অধিকাংশ শরীর-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মত। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, যথোচিত-পরিমাণ মাখন ও শর্করাজাতীয় খাদ্যের সহিত চিটেন্‌ডেনের নির্দ্দিষ্ট স্বল্প-পরিমাণ (১ ছটাক মাত্র) ছানাজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া মানুষ যে সুস্থশরীরে থাকিতে পারে না, তাহা নহে। তবে তাঁহাদের মতে আজীবন এইরূপ স্বল্পপরিমাণ ছানাজাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করিলে, দেহ যথোপযুক্ত বিকাশ লাভ করিতে পারে না, জীবনীশক্তির হ্রাস হয়, রোগ-প্রতিষেধ-শক্তি কমিয়া যায় এবং জাতি দুর্ব্বল, পুরুষকারহীন, ভগ্নস্বাস্থ্য, নিরুদ্যম, আলস্যপরায়ণ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। তাঁহারা বলেন যে, যে সকল জাতির খাদ্যের মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থের অংশ কম থাকিতে দেখা যায়, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে বহু পশ্চাদ্‌ভাগে পড়িয়া রহিয়াছে।

কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজের শারীরতত্ত্বের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ডাক্তার ম্যাকাই (Mc Cay) সাহেব ভারতবর্ষবাসী নানা জাতির খাদ্য এবং শরীরের গঠন, শক্তি ও পুরুষকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবর্ষের যে সকল জাতির খাদ্যে ছানাজাতীয় পদার্থ কম থাকে, তাহাদিগকেই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল, নিরুৎসাহী, স্বল্পকষ্টসহিষ্ণু, পুরুষকারহীন এবং পরিশ্রমের কার্য্যে সহজে বিমুখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বহু পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সাধারণতঃ বাঙ্গালীর খাদ্যে ১ ছটাকের অধিক নির্জ্জল ছানাজাতীয় পদার্থ থাকে না—উড়িষ্যাবাসীর খাদ্যে ইহা অপেক্ষাও কম থাকে। তিনি বলেন যে, যথোচিত পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থের অভাবে বাঙ্গালী ও উড়িয়া জাতি ভারতের অপর সকল জাতি অপেক্ষা দুর্ব্বল ও হীনস্বাস্থ্য, তাহাদের রোগপ্রবণতা অধিক এবং তাহাদের সাহস ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয় নহে। চিটেন্‌ডেন্ যে পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ (১ ছটাক) খাদ্যের মধ্যে থাকিলে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করা যায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ডাক্তার ম্যাকাই বলেন যে, সেই পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ বাঙ্গালী সাধারণতঃ প্রত্যহ গ্রহণ করিতেছে, অথচ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ও দেহ-বল যে আদর্শনীয়, তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। ডাক্তার

ম্যাকাই তাঁহার "Protein Element in Nutrition" নামক পুস্তকে এ বিষয়ের বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালী ছাত্রদিগের খাদ্যে, ছানা-জাতীয় পদার্থ বড় কম পরিমাণে থাকে এবং এই পদার্থের অভাবেই তাহাদের দেহ সম্যক্ বিকাশ লাভ করে না অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, পরিসর ও ওজনে যথোচিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, কার্য্যে তাহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের অভাব লক্ষিত হয়, ব্যায়ামক্ষেত্রে ও ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে ইয়ুরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রগণ তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া অধিক সংখ্যক উচ্চ পুরস্কার পাইবার অধিকারী হয় এবং জীবনীশক্তি কম বলিয়া, বাঙ্গালী ছাত্রেরা সহজেই রোগে আক্রান্ত হয় এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। যক্ষ্মা রোগ এ দেশে ছাত্রদিগের মধ্যে পূর্ব্বে এত প্রবল ছিল না। জীবনীশক্তির অল্পতা হেতু অধিক-সংখ্যক ছাত্রকে এক্ষণে এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যাইতেছে। অবশ্য ছানাজাতীয় খাদ্যের অভাবই যে বাঙ্গালী জাতির শারীরিক বিকাশ ও যথোচিত জীবনীশক্তি লাভ করিবার একমাত্র অন্তরায়, তাহা নহে। অপরাপর অনেক কারণে জাতিগত দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবই যে আমাদের জাতিগত দৌর্ব্বল্যের একটী প্রধান কারণ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ের প্রতিবিধান সত্বর আবশ্যক। চিটেন্‌ডেনের মত যাহাই হউক না কেন, আমরা আপাততঃ পৃথিবীর অধিকাংশ শরীর-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদিগের যে মত, ত াহাই স্বীকার করিয়া, আমাদের দেশের ছাত্রমণ্ডলীর খাদ্যের মধ্যে মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, দুধ প্রভৃতি ছানাজাতীয় পদার্থ (proteid) যাহাতে অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে, তাহার প্রতি অভিভাবকগণের এবং ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ডাক্তার ম্যাকাই বলেন যে, যে সকল বাঙ্গালী ছাত্র গভর্ণমেন্ট ছাত্রাবাসে থাকে, তাহারা ১ ছটাকের কিছু অধিক ছানাজাতীয় পদার্থ তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দৈনিক খাদ্য হইতে সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু যে সকল ছাত্র আপনারা মেস্ (Mess) করিয়া থাকে, তাহাদের খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের ভাগ্যে দিনে ১ ছটাকও ছানাজাতীয় পদার্থ জুটিয়া উঠে না। তিনি গভর্ণমেন্টের ছাত্রাবাসের ইয়ুরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রদিগের দৈনিক খাদ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহারা দিনে ১½ ছটাকের অধিক ছানাজাতীয় পদার্থ খাদ্যের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। ছাত্রজীবনে তাহাদের শারীরিক উন্নতি ও শক্তি, বাঙ্গালী ছাত্রদিগের সহিত তুলনা করিয়া উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য দেখিয়াছেন, তাহা পর-পৃষ্ঠার তালিকা দেখিলেই সহজেই বোধগম্য হইবে।

২ম তালিকা

বাঙ্গালী ও ইয়ুরেশীয় ছাত্রদিগের খাদ্য ও শারীরিক বিকাশ।

(৩ বৎসরব্যাপী পরীক্ষার ফল)

শ্রেণী	সংখ্যা	দৈনিক খাদ্যে ছানাজাতীয় পদার্থের পরিমাণ	গড়ে শরীরের ওজনের বৃদ্ধি	শরীরের ওজনের হ্রাস	গড়ে বুকের ছাতির বৃদ্ধি	গড়ে শরীরের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি
ইয়ুরেশীয় ছাত্র	১২৬	২১/৬ আউন্স্	৭ সের	শতকরা ২ জন	২ ইঞ্চি	খুব বেশী
বাঙ্গালী ছাত্র	৫৩৮	১১/৬ ঐ	২ ঐ	৪২·৮ জন	নগণ্য	যৎসামান্য

কি ইয়ুরোপীয়, কি ইউরেশীয়, কি বাঙ্গালী, সকল ছাত্রই ১৭।১৮ বৎসর বয়সে ছাত্রাবাসে প্রবেশ করে এবং তথায় ৪ বৎসর কাল বাস করে। প্রতি বৎসর তাহাদের দেহ সুযোগ্য চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, শরীরের দৈর্ঘ্য, ওজন এবং বুকের ছাতির পরিমাণ রীতিমত লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। একমাত্র খাদ্য ব্যতীত বাঙ্গালী ও ইউরোপীয় বা ইয়ুরেশীয় ছাত্রদিগের সম্বন্ধে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ডাক্তার ম্যাকাই উভয়ের দেহের বিকাশ সম্বন্ধে যে বিভিন্নতা দেখিয়াছেন, তাঁহার মতে খাদ্যের বিভিন্নতাই তাহার জন্য দায়ী।

এই ত গেল গভর্ণমেন্ট্ ছাত্রাবাসের কথা। সাধারণ ছাত্রাবাসে ছাত্রেরা যে খাদ্য প্রত্যহ গ্রহণ করে, ম্যাকাই সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহাতে ১/৪ ছটাকের অধিক ছানাজাতীয় পদার্থ থাকে না। ছাত্র-জীবনেই দেহ, বৃদ্ধি ও বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ২৪।২৫ বৎসরের মধ্যেই শরীর পূর্ণতা লাভ করে, তাহার পর দেহের আর বৃদ্ধি সাধন হয় না। ছানাজাতীয় খাদ্যের দ্বারাই শরীরের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয় পূরণ হয়। যে সময়ে (অর্থাৎ ১৭ হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে) তাহাদের শরীর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শরীরের পূর্ণতা লাভ করিবার কথা, আমাদের ছাত্রেরা ঠিক সেই সময়েই উপযুক্ত পরিমাণে পেশী-গঠক (Muscle-former) ছানাজাতীয় খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হয় না। ইহার ফলে তাহাদের দেহ পুষ্টি লাভ না করিয়া কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিয়া এবং অন্তরূপে দেহ ক্ষয় করিয়া তাহারা সহজে নানা রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন করিয়াই হউক, তাহাদের খাদ্যের মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হইয়াছে।

বাঙ্গালার খাদ্য এবং তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া চিটেন্‌ডেনের মত সমর্থন করিতে পারা যায় না। চিটেন্‌ডেন্ যে পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ, সুস্থ ও সবল থাকিবার জন্য যথেষ্ট মনে করেন, সাধারণ বাঙ্গালী প্রত্যহ প্রায় তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে, অথচ তাহাদের শারীরিক

গঠন ও বল একেবারেই প্রশংসনীয় নহে। যুবা বয়সে যেরূপ ব্যায়াম ও শরীরচালনা করা উচিত, তাহা তাহারা করে না বা করিতে পারে না ; ঐ বয়সে মনে যেরূপ স্ফূর্ত্তি ও কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ থাকা উচিত, তাহা তাহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। যথোচিত উদ্যম ও অধ্যবসায়ের অভাব তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় ; বাঙ্গালী, যুবা বয়সেই বার্দ্ধক্যের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুর্ব্বল পিতামাতার দুর্ব্বল সন্তান জন্মিয়া জাতি দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালী, ভারতের অপরাপর জাতির তুলনায় স্বভাবতঃ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইলেও আমাদের এরূপ অসহায় অবস্থা ত পূর্ব্বে ছিল না। এই বাঙ্গালীই এক সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে শারীরিক বল এবং সাহসের পরিচয় দিয়াছে। বাঙ্গালী সৈন্য এক সময়ে দিল্লীর বাদ্‌শাহের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ-চালিত ক্ষত্রিয় ও মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। তখন দেশে যথেষ্ট মাছ ও দুধ ছিল, সেই জন্য তাহারা যথেষ্ট-পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করিবার অবসর পাইত। তাহাদের দেহও সেই জন্য সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া সুগঠিত ও সুদৃঢ় হইত। সেই সকল বীর্য্যশালী পুরুষের মনে ভয় বা নিরুৎসাহ স্থান পাইত না।

লর্ড ক্লাইবের অধীনে যে ভারতীয় সেনা নবাবের সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকই এই বাঙ্গালা দেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। সে ত ১৫০ বৎসরের অধিক দিনের কথা নহে। তবে আজ আমাদের এমন দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল কেন? বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার গ্রন্থে যে "লাঠি"র স্তব করিয়া গিয়াছেন, পল্লীগ্রামে এক সময়ে রাজা-প্রজা-নির্ব্বিশেষে সকলেই সেই লাঠির সদ্ব্যবহার করিতে জানিত। কিন্তু আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, এখন অনেক বাঙ্গালী যুবকের সেই লাঠি অধিক দূর বহন করিয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতা নাই! জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়াছে বলিয়া আজ এ দেশের এত অধিক-সংখ্যক লোক ম্যালেরিয়া, কালা-জ্বর প্রভৃতি দুঃসাধ্য রোগে পীড়িত হইয়া, হয় জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছে, নতুবা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আমাদের খাদ্যের উন্নতি হইলে, আমরা আবার আমাদের হারাণো জীবনীশক্তি পুনরায় লাভ করিতে সমর্থ হইব।

যাঁহাদের অর্থ-সামর্থ্য আছে এবং মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি সামগ্রী খাইতে আপত্তি নাই, তাঁহারা পুত্র-কন্যাদের খাদ্যের মধ্যে ভাতের পরিমাণ কমাইয়া, এই সকল পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিন, ইহাই আমার প্রার্থনা। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ লোকে পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া, পরিবারবর্গের জন্য উপরোক্ত পুষ্টিকর আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করুন। যাঁহাদের মাছ-মাংস খাইতে আপত্তি আছে, তাঁহারা যথাপরিমাণে ডাল, দুধ, ছানা, দধি প্রভৃতি দুগ্ধজাত সামগ্রী ভক্ষণের ব্যবস্থা করুন। যাঁহারা গরীব, তাঁহারা ভাতের পরিমাণ কমাইয়া রুটী ও ডাল খাইবার ব্যবস্থা করুন; ডাল খাইতে আমরা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত ; সুতরাং ডালের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক হইলে আমাদের কোন অসুখ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার উপদেশ-মত এখন অনেক ছাত্র অধিক পরিমাণে ডাল খাইতে আরম্ভ করিয়াছে—তাহাতে তাহারা কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতেছে না। ভাতের পরিবর্ত্তে রুটী

খাইলে (অন্ততঃ এক বেলা), খাদ্যের সহিত অধিক পরিমাণ ছানাজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করিতে পারা যায়; কারণ, ভাত অপেক্ষা রুটীর মধ্যে ছানাজাতীয় পদার্থ প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে অবস্থিতি করে। যে জাতি ডাল-রুটী খায়, সে জাতির লোকেরা "ভেতো" বাঙ্গালী ও উড়িয়া জাতি অপেক্ষা যে অধিক বলশালী ও পুরুষকারসম্পন্ন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ছানা অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং পুষ্টিগুণ সম্বন্ধে ইহা মাছ-মাংস হইতেও উৎকৃষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা। মাছ-মাংসের ন্যায় ইহার কোন অংশই পরিত্যক্ত হয় না। সুতরাং সকল দিক্ দেখিতে গেলে, ইহা একটী সস্তা খাদ্য সামগ্রী। ছাত্রেরা বৈকালে অন্য জল-খাবারের পরিবর্ত্তে ছানা খাইলে, তাহাদের একটী বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করা হইবে। গরীব ছাত্রেরা রুটী, ডাল ও ছানা, এই তিনটী পদার্থের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিলে, তাহারা দেহের পুষ্টি ও বল সম্বন্ধে বিশেষ লাভবান্ হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, দিবসে কোন্ খাদ্য সামগ্রী কত পরিমাণে গ্রহণ করিলে আমাদের দেহ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে এবং আমরা কার্য্য করিবার জন্য যথোচিত শক্তি লাভ করিতে পারি। কোন্ খাদ্যের মধ্যে শতকরা কত পরিমাণ পাঁচজাতীয় সারপদার্থ থাকে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে এবং ২য় তালিকায় তাহার বিবরণ দেওয়া হইল। ইহা হইতে মানুষের দৈনিক খাদ্যের তালিকা সহজেই প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

২য় তালিকা

নিত্যব্যবহার্য্য খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে সারপদার্থসমূহের শতকরা পরিমাণ।

খাদ্য	জল	ছানাজাতীয় পদার্থ	মাখনজাতীয় পদার্থ	শর্করাজাতীয় পদার্থ	লবণজাতীয় পদার্থ
চাউল (গড়ে)	১১·০৬	৬·৭১	০·৯	৮০·১	০·৬৮
ডাল ঐ	১১·৩০	২৩·৫০	২·২৯	৫৫·৯	৭·১০
ময়দা	১৫·০	১১·০	২·০	৭১·২	০·৮
ওটমিল্	১৫·৫	১২·৬	৫·৬	৬৩·০	৩·০
পাঁউরুটী	৪০·০	৮·০	১·৫	৪৩·১	১·৩
রুটী (হাতেগড়া)	১৭·৩৩	৯·৪৩	৩·৭১	৬৯·২	০·৩৩
গো-দুগ্ধ	৮৬·৮৭	৩·৯৭	৪·২৮	৪·২৮	০·৬০
মাখন	৭·৫	১·০	৯০·৫	০	১·০
ছানা	৫৭·০	২২·৩৩	১৮·৬৪	০·৩৮	১·৬৩
পনির	৩৬·০	৩১·০	২৮·৫	০	৪·৫
মাংস	৭৪·৪	২০·৫	৩·৫	০	১·৬
মাছ	৭৮·০	১৮·১	২·৯	০	১·০
ডিম	৭৩·৫	১৩·৫	১১·৬	০	১·০
আলু	৭৪·০	২·০	০·১৬	২১·৮	১·০
লাউ, কুমড়া প্রভৃতি তরকারি (গড়ে)	৯৫·০	০·৮	০·৪	৩·০	০·৮
চীনাবাদাম	৮·৩০	২৪·০	৪৪·৩০	১৭·০	১·৯
বাদাম	৬·০	২৪·০	৫৪·০	১০·০	৩·০
কলা (চাঁপা)	৭৫·৪৭	১·৮	০·১৩	১৪·১৫	০·৯৭

বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যে, উহা হইতে দিবসে আমরা ৩০০ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্, ৪৫০০ গ্রেণ কার্ব্বণ্ এবং ২৮০০ হইতে ৩০০০ ক্যালরি পরিমিত

তাপ আহরণ করিতে পারি। আমি ১ মণ ৩০।৩৫ সের ওজনের সহজ-পরিশ্রমী বাঙ্গালী যুবকের খাদ্যের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। এই পরিমাণ খাদ্য দিবসে ২।৩ বারে ভাগ করিয়া গ্রহণ করিলে দেহের সকল অভাব পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। অবশ্য যাহার শরীরের ওজন অধিক এবং যে যত অধিক পরিশ্রম করিবে, তদনুসারে তাহার খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হইবে। যাহাদের দেহের ওজন ১½ মণের বেশী নহে, তাহারা চতুর্থ তালিকা-নির্দ্দিষ্ট খাদ্য ভক্ষণ করিলে, তাহাদের শারীরিক উন্নতি হইবার আশা করা যাইতে পারে।

৩য় তালিকা

১ মণ ৩০।৩৫ সের ওজনের পরিশ্রমী বাঙ্গালী যুবকদিগের উপযুক্ত পরিমাণ দৈনিক খাদ্য।

খাদ্যসামগ্রী (কাঁচা)	পরিমাণ
চাউল	২½ ছটাক
ডাল	১ "
মাছ বা মাংস	৩ "
আলু	৫ "
ময়দা বা আটা	৫ "
সুজী	১ "
ঘৃত ও তৈল	¾ "
চিনি	½ "
দধি	২ "
লবণ	½ "
মসলা	যথাপরিমাণ

উপরোক্ত পরিমাণ খাদ্য হইতে দিবসে ৩০০ গ্রেণ নাইট্রোজেন, ৪৫০০ গ্রেণ কার্ব্বণ এবং ৩০০০ ক্যালরি পরিমিত তাপ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। অধিক পরিশ্রমের কার্য্য করিতে হইলে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন হয়। যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই দুধ খাইতে নারাজ, সেই জন্য এই তালিকা হইতে দুধ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

৪র্থ তালিকা

সহজপরিশ্রমী দেড় মণ ওজনের বাঙ্গালীর দৈনিক খাদ্য।

খাদ্যদ্রব্য (কাঁচা)	পরিমাণ (ছটাক)
চাউল	৩
আটা বা ময়দা	৫
ডাল	১½
মাছ বা মাংস	২½
আলু	২
অন্যান্য তরকারী	২
ঘৃত ও তৈল	½
দুগ্ধ	৮
লবণ	½
মসলা	যথাপরিমাণ

এই পরিমাণ খাদ্য হইতে ২৫১ গ্রেণ্ নাইট্রোজেন্, ৪৫৩৭ গ্রেণ্ কার্ব্বণ্ এবং ২৮০৪ ক্যালরি-পরিমিত তাপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এক্ষণে যে সকল কথা এ পর্য্যন্ত আপনাদের বলিয়াছি, ছায়াচিত্র সাহায্যে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

এই স্থলে বক্তা ১৮ খানি ছায়াচিত্র প্রদর্শন করেন। ভারতবর্ষের শিখ, রাজপুত, পাঠান, নেপালী, ভুটিয়া, বাঙ্গালী, উড়িয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতির চিত্র প্রদর্শন করেন এবং তাহাদের শারীরিক বিকাশের প্রভেদ দেখাইয়া বলেন যে, অপর সকল জাতিই দৈনিক খাদ্যের সহিত প্রায় ২ ছটাক ছানাজাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করে, কেবল বাঙ্গালী ও উড়িয়া সাধারণতঃ ১ ছটাকের অধিক ছানাজাতীয় পদার্থ পায় না। এই ছানাজাতীয় পদার্থের অভাবে বাঙ্গালী ও উড়িয়াদের শরীর এত শীর্ণ ও দুর্ব্বল। এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

সময়—২৫শে শ্রাবণ ১৩২৬, ১০ই আগষ্ট ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি (সভাপতি)

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীবিপিনবিহারী দাশ গুপ্ত, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীনলিনীমোহন রায়, শ্রীগদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বি এ, শ্রীহরিপদ ঘোষ, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ,—সম্পাদক

" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ } সহকারী সম্পাদক
" শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়-লিখিত "নরহরি সরকারের" জীবন-চরিত, ৫। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—অদ্যকার আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয়ের লিখিত "নরহরি সরকারের জীবন-চরিত" নামক প্রবন্ধ-পাঠ অন্যতম। এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি ৭টার ট্রেণে আবার বাড়ী চলিয়া যাইবেন। সেই জন্য আমি প্রস্তাব করি, ১—৩ সংখ্যক আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখিয়া প্রথমেই উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করা হউক। উপস্থিত সভ্যগণ এ বিষয়ে তাঁহাদের সম্মতি জানাইলে, সভাপতি মহাশয়, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন এবং তিনি উক্ত প্রবন্ধের জন্য পরিষদের বিজ্ঞাপিত "শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার ২৫৲ টাকা" পাইয়াছেন, এই কথা জানাইয়া, সভার সমক্ষে তাঁহাকে উক্ত পুরস্কার (২৫৲) প্রদান করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার লিখিত "নরহরি সরকারের জীবন-চরিত" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশ গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি সুন্দর হইয়াছে। তবে একটি কথায় আমার আপত্তি আছে। বৃন্দাবন দাস, তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে ঈর্ষাবশতঃ নরহরি সরকার ঠাকুরের নাম উল্লেখ করেন নাই, প্রবন্ধকার যাহা বলিয়াছেন, এ কথা ঠিক নহে। বৈষ্ণবগণ স্বভাবতই নিজেকে প্রকাশ

করিতে ইচ্ছা করেন না। সম্ভবতঃ সরকার ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমেই বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-ভাগবতে তাঁহার নামোল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, বৃন্দাবন দাসকে এইরূপ ভাবে যে আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহা অন্যায়।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—ভগবৎকথা সুকৃতি না হইলে শোনা যায় না। সাহিত্য-পরিষদে আজ অনেক দিন পরে ভক্তের কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলাম। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বাঙ্গালা ভাষা পুষ্ট হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় বলেন,—প্রাচীন পদাবলীর মধ্যে এমন সব জিনিষ আছে, যাহা কঠিন দার্শনিক বিষয়কে প্রাঞ্জল করিয়া দেয়। বৈষ্ণব কবিতা বড়, কি আধুনিক কবিতা বড়, তাহা হৃদয় দিয়া বুঝিতে হয়। এইরূপ প্রবন্ধের এরূপ আলোচনায় প্রবন্ধলেখক ধন্য, সাহিত্য-পরিষৎ ধন্য, আমরাও ধন্য।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—প্রবন্ধটি যেরূপ হৃদয়গ্রাহী, সেইরূপ শ্রুতিমধুর হইয়াছে। যাহারা প্রবন্ধটি শুনিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বুঝিয়াছেন। প্রবন্ধের বিষয় অতি উচ্চ। লেখক মহাশয় বয়সে নবীন বটে, কিন্তু বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও ভক্তি-ভাবে প্রবীণ। বাংলা দেশ গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবে ধন্য, আবার বাংলা ভাষা ধন্য—বৈষ্ণব-সাহিত্যের আবির্ভাবে। বৃন্দাবন দাস নরহরি ঠাকুরকে দেখিতে পারিতেন না, ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। পরম-বৈষ্ণব ভক্ত-শ্রেষ্ঠ দুই জন মহাপুরুষের মধ্যে ওরূপ বিদ্বেষ ভাব থাকা সম্ভবপর নহে। প্রবন্ধলেখক যে ঘটনাটি এই বিদ্বেষের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি প্রবন্ধ-লেখককে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে ১ম মাসিক এবং ২য় ও ৩য় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রস্তাবিত সদস্যের নামের তালিকা পাঠ করিলে পর, নিম্নলিখিত মহোদয় পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।—

প্রস্তাবক—শ্রীরামকমল সিংহ, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীঅনঙ্গকুমার মুখোপাধ্যায়, পাইকপাড়া রাজবাটী,—কাশীপুর পোঃ।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, পুস্তক উপহারদাতাদের নাম এবং পুস্তকের নাম পাঠ করিলে পর, সভাপতি মহাশয় তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তকের নাম

শ্রীযুক্ত করুণাময় কর, ১। পদ্যগুচ্ছ, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু ২। শিবাজী, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, ৩। গোপীচন্দ্র, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ৪। ইহুদীয় ধর্ম্ম, ডাঃ শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র নাগ, ৫। ডিভিজ অব ভাইট্যাল অর্গাণ, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬। ময়ূখ, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ৭। উপাসনা, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন, ৮। অতি-

সম্পাত, শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত, ৯। বৌদ্ধনীতি। Supdt. Govt. Printing, India. ১০। Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills. May 1919, Registrar, Calcutta University. ১১। Lectures on the Ancient History of India.

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের "সধবার একাদশী" নামক গ্রন্থের প্রচার সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের আদেশে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদের কোনও কর্ত্তব্য আছে কি না, তাহা বিবেচনা করিবার জন্ত আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির নিকট এই বিষয় উপস্থিত করা হউক।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

অতঃপর সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স-জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

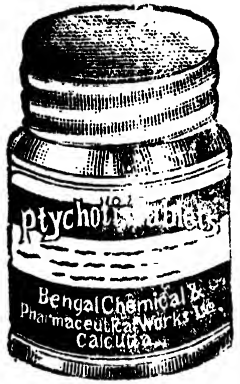

যমানি ট্যাবলেট

Ptychotis Tablets

অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হয় পেটের গোলমাল হইতে। সেই জন্য পেটের সামান্য মাত্র অসুখও অবহেলা করা উচিত নয়। আমাদের 'যমানি ট্যাবলেট' সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা দরকার। ইহা সেবনে অজীর্ণ, অম্ল, উদরাময়, গ্রহণী, সূতিকা প্রভৃতি রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় এবং পেট ফাঁপা, চোঁয়া ঢেঁকুর উঠা, পেট কামড়ান প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ দুর হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক, পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি এবং সুনিদ্রা হয়। প্রত্যহ আহারান্তে সেবনে ওলাউঠা আক্রমণ করিতে পারে না।

দাম পাঁচ আনা মাত্র

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড্

কলিকাতা

কেশরঞ্জন নূতন নহে।

এই নবযুগে, গত শতাব্দীতে যখন দেশে কোন স্বদেশী সুগন্ধি কেশতৈলের প্রচলন ছিল না—কেশরঞ্জন তখন আবির্ভূত হইয়া, দীর্ঘকাল ধরিয়া—আজিও পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে, সমগ্র ভারতবাসীর সেবা করিয়া আসিতেছে। নিত্য নব নব বিজ্ঞাপন-রঙ্গে রঞ্জিত কত কেশতৈল বাহির হইতেছে; কিন্তু কেশরঞ্জনের প্রতাপ প্রতিপত্তি সুযশঃ এখনও অক্ষুণ্ণ!

কেশরঞ্জন ভারতের গৃহে গৃহে।—এখন নিজের শক্তিবলে মহা-পরীক্ষায় বিজয়ী হইয়া **কেশরঞ্জন** ভারতের গৃহে গৃহে বিরাজমান। কেবল ভারতে কেন—সুদূর ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি জনস্থানেও ইহার যথেষ্ট আদর। কেন বলুন দেখি? গুণের জন্য—কেবল ঘোষণার জন্য নহে।

কেশরঞ্জনের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কেন না, অনেকে অনুকরণের চেষ্টা করিয়াও সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। কেন না—ভারতের বড় বড় দিক্‌পাল দেশাধিপতি রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত **কেশরঞ্জন** ব্যবহার করেন। "কেশরঞ্জন" সুগন্ধে অননুকরণীয়—গুণে অতুলনীয়। ইহা মস্তিষ্ক-রোগের আশু-প্রতিকারে মন্ত্র-শক্তি-সম্পন্ন।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৶৹ ছয় আনা।

অর্শোহর বটিকা।

অর্শরোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় আমাদের **অর্শোহর বটিকা** সেবনে অনেকে বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। সুনিয়মের সহিত ব্যবস্থামত এই বটিকা সেবন করিলে, অন্তর্ব্বলি ও বহির্ব্বলিজাত সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ, তজ্জনিত বেদনা, জ্বালা, টনটনানি, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ও রক্তপুঁযাদি স্রাব শীঘ্র নিবারিত হয়।

অর্শ হইয়াছে বলিয়া চিন্তাযুক্ত ও নিরাশ হইয়া পড়িবেন না। অন্য ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে আমাদের "অর্শোহর বটিকা" সেবন করিয়া দেখিবেন, কত স্বল্প সময়ে ও নিঃসন্দেহে এই ভীষণ রোগ আরাম হইতে পারে।

অর্শোহর বটিকা এক কৌটায় ৪০ চল্লিশটী থাকে; মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৶০ তিন আনা।

হতাশের আশার কথা বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস্ কেমিক্যাল সোসাইটি, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

শিক্ষিত সমাজে ও সংবাদপত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত

৺শারদীয় পূজার প্রীতি-উপহার

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত

প্রেমপত্রাবলী

৺পূজার শুভ সম্মিলনের দিন সমাগত। যদি হিংসাবিদ্বেষপূর্ণ শোকতাপময় সংসারে দাম্পত্য-প্রেমের মধুরতা ও পবিত্রতায় প্রাণে সুখশান্তি উপভোগ করিবার বাসনা থাকে, তবে গৃহিণী, কন্যা, ভগ্নী ও বধূমাতাগণকে এই ভাবে ভাষায় প্রাণময়ী "প্রেমপত্রাবলী" পুস্তকখানি সাদরে প্রদান করুন! পত্রে পত্রে চিত্রাদির সৌন্দর্য্য,—ছত্রে ছত্রে শিক্ষা। সিল্কের বাঁধাই, মূল্য—১৲ এক টাকা।

যতীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় গ্রন্থ

ভারতেশ্বরী ও ভারতসম্রাট

রাজার জয়ে প্রজার জয়, রাজার আনন্দে প্রজার আনন্দ। এই পুস্তকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এড্ওয়ার্ড ও বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের জীবনী, ভারতভ্রমণ-কাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবাসীমাত্রেরই পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট, বিলাতী বাঁধাই, মূল্য—১৲ এক টাকা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও

জন্মভূমি-কার্য্যালয়—৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Rs 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc Price 4 as. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd

উৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত ও বিশুদ্ধ তাম্রের উপর গিনি সোনায় বাঁধান শাঁখা।

কলিকাতা শিল্প-প্রদর্শনী হইতে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।

সোনা ৩০৲ টাকা ভরি হিসাবে শাঁখার মূল্য লেখা হইল; (সোনার বাজার অনুসারে মূল্য কমবেশী হয়)

		হস্তিদন্তের উপর		তামার উপর
চারি আনা সোনায় প্রস্তুত :—		১৪॥০	...	১১॥০
ছয় আনা	„ „	১৯।০	...	১৫৸০
আট আনা	„ „	২৪৲	...	২০৲
তিন আনা	„ „ (ছোট)	১০॥০	...	৯৲

ভিঃ পিঃ তে মাশুলাদি ১ জোড়া ॥০ আনা, ৩ জোড়া ৸০ আনা।

প্রত্যেক শাঁখার সহিত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। ১৫ দিবস মধ্যে শাঁখা বদল করা বা ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে, গ্যারাণ্টি পত্রে তাহা লেখা থাকে। শাঁখার নমুনা দেখিতে আসিলে যত্নের সহিত দেখান হয়; মূল্য ডিপজিট রাখিয়া শাঁখা স্থানান্তরে দেখাইবার জন্য লইয়া যাইতে পারিবেন। শাঁখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া অর্ডার দিবেন। প্রমাণ শাঁখার ভিতরের মাপ ২ ইঞ্চ আধ সুত (৮ সুতে ১ ইঞ্চ)। কোন বিষয় জানিবার জন্য পত্র লিখিলে উত্তর দেওয়া হয়।

আমাদের আদি কার্য্যস্থল খুলনার দুইখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের অভিমত—

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কসের সোণার শাঁখা খুলনার একটী গৌরবের জিনিষ। এই শাঁখা হইতে খুলনার সুখ্যাতি ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। শিক্ষিত ব্যক্তি শিল্প-বিভাগে মনোযোগ দিয়া অসাধারণ উন্নতি এবং ভারতব্যাপী প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, এ দৃষ্টান্ত সাধারণের অনুকরণীয়। আমরা এই কারখানার প্রতি সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করি। মফঃস্বলবাসিগণের সুবিধার্থ কলিকাতা ৩৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে এই কারখানার একটি শাখাও স্থাপিত হইয়াছে। "খুলনা", ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

"ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্" বিশেষ প্রশংসা ও তৎপরতার সহিত কার্য্য চালাইতেছেন। কার্য্যনৈপুণ্য দর্শনে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহাঁদের কার্য্যের বিশেষত্ব এই যে, ইহাঁরা অলঙ্কারে পাইন ব্যবহার করেন না, যে অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পাইন ব্যবহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই, সে সমস্ত গহনা ইহাঁরা আদৌ প্রস্তুত করেন না। ইহাঁরা বিনা পাইনে সোনার শাঁখা, অঙ্গুরী, চিরুণী, বোতাম প্রভৃতি অতি দক্ষতার সহিত প্রস্তুত করেন। ইহাঁদের প্রস্তুত সোনার শাঁখা (তাঁবা ও হস্তিদন্তের উপর সোনাবাঁধা শাঁখা) সমগ্র বঙ্গদেশমধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহাঁদের প্রস্তুত গহনার পালিস সাহেব কোম্পানী অথবা বিখ্যাত ঢাকাই কারিকরের কার্য্যের অপেক্ষাও যে সুন্দর এবং তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক সুলভ, এ কথা আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি। ইহাঁরা কার্য্যদক্ষতা ও সততার গুণে অল্প দিনেই উক্ত কার্য্যের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। আমরা আশা করি, বাঙ্গালার গৃহে গৃহে ইহাঁদের প্রস্তুত শাঁখা গৃহলক্ষ্মীদের প্রকোষ্ঠের শোভা সংবর্দ্ধিত করিবে। "খুলনা-বাসী" ৬ই পৌষ, ১৩২৫।

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্,

৩৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এবং খুলনা।

WANTED

শিক্ষিত যুবক সকালে ৩ ঘণ্টা পরিশ্রম-সাধ্য কাজ করিয়া স্বাধীন ভাবে সততার সহিত মাসিক ১০৲ হইতে ৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। ৩০৲ টাকা ডিপজিট রাখা আবশ্যক। সাক্ষাতে বা চিঠিতে [illegible]

নিবেদন

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। আনুমানিক কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র টাকা ব্যয় করিলে উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইতে পারিবে। ভাস্করকে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে বলা হইয়াছে এবং তিনি প্যারিস প্লাষ্টারে মূর্ত্তির আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছেন ও তাহা পরিষৎ কর্তৃক মনোনীত হইয়াছে। এক্ষণে ভাস্করকে তাঁহার প্রাপ্য টাকা দিলেই তিনি মর্ম্মর-প্রস্তরে মূর্ত্তি খোদিত করিবেন। এই জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট এবং সহৃদয় বঙ্গবাসী মাত্রেরই নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। যিনি যাহা দিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে এবং যথারীতি সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। ভরসা করি, অচিরেই আপনার নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য পাইব। সাহায্যের টাকা নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইতে হইবে। ইতি—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

গোরক্ষ-বিজয়

মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত এবং লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুর মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য—সদস্যপক্ষে ।৹, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ।৵৹ এবং সাধারণপক্ষে ৸৹ আনা।

১। ভাষা-তত্ত্ব

১ম ও ২য় ভাগ

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন মহাশয় প্রণীত। ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকারিগণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মূল্য দুই খণ্ড ২৲।

২। সভ্যসমাজের ক্রম-বিকাশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু বি এস্ সি মহাশয় প্রণীত। গ্রন্থকার প্রণীত Epochs of Civilization নামক বহুমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশ কথাই বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দররূপে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল্য ৶৹ দুই আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্য্যালয়

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

([illegible])

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা
[illegible]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের [illegible] নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক

১। হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী সুবর্ণ-পদক—[illegible] সাহিত্যে [illegible]লালের স্থান।

২। ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক—বঙ্গের পাঁচালী ও [illegible] অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস দত্তের প্রভাব।

৩। ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে [illegible] দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়।

৪। রামগোপাল রৌপ্য-পদক—৺অক্ষয়কুমার বড়ালের "এষা" কাব্য আলোচনা।

৫। শশিপদ রৌপ্য-পদক—জাতীয় জীবনে চরিত্রের প্রভাব।

৬। ব্যোমকেশ মুস্তফী রৌপ্য-পদক—২৪ পরগণার ও কলিকাতার [illegible] তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সু-নির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৭। নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক—৺ নবীনচন্দ্র সেনের [illegible] চরিত্র।

পুরস্কার

৮। রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)—মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব।

৯। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—সেণ্ট অগষ্টিনের জীবন-চরিত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচার-শক্তির পরিচয় থাকা চাই। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৬ষ্ঠ বিষয় পরিষদের ছাত্র-সভ্যগণের জন্য এবং [illegible] বিষয় [illegible]দিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন। [illegible] নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই পদক বা পুরস্কার পাইবেন না। ৩য় এবং ৬ষ্ঠ বিষয়ের জন্য প্রবন্ধ আগামী ১৩২৭ সালের [illegible] মাসের মধ্যে এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ ১৩২৬ সালের ৩০শে কার্ত্তিক তারিখের মধ্যে [illegible] নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
[illegible] আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। [illegible]
[illegible] ১৩২৬

ষড়্বিংশ ভাগ] [তৃতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—০—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম	শ্রীশিবচন্দ্র শীল	১৪১
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল ...	শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ...	১৪৭
ভারতে মানবের প্রাচীনত্ব ও ন্যূনাধিক চারি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন ...	শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ ...	১৮৭
পাহাড়ী জাতির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদনের উপায়	ডাঃ শ্রীসরসীলাল সরকার ... এম এ, এল্ এম্ এস্	১৯৬

—০০—

১৩২৫ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ	১—৪৯
১৩২৬ সালের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী	৪৫—৬০

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা

জিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম*

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই মতের এক তাড়া পুথি ও কয়েকখানি পাতড়া যখন আমি প্রথম দেখি, তখন মনে হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম এত অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপে এরূপ বিকৃত হইল? তার পর বুঝিয়াছিলাম, এই ধর্ম্ম, শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন। শ্রীচৈতন্য, সহজিয়া বৌদ্ধদিগকে বৈষ্ণব-দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথমতঃ দেখা যাউক, এই ধর্ম্মমত কত প্রাচীন। তৎপরে এই মতের কোন কোন পুথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও গ্রন্থকারদিগের কতক কতক পরিচয় দিব।

সহজযান বৌদ্ধধর্ম্ম, পরকীয়া লইয়া সাধন করিতে হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয় বলেন,—"পরকীয়া সাধনমূলক উপাসনা যে প্রাচীনতর, ছান্দোগ্য উপনিষদেও তাহা দৃষ্ট হয়১।" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ও ঐ সকল পুথির আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—"তাঁহার (ধর্ম্মপালের) সময়ে বৌদ্ধদিগের আর একটি মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেটা কে যে প্রথম করে, তাহা এখনও জানা যায় না, কিন্তু মতটা মহাসুখবাদ। এই মতের লোকদিগকে সহজিয়া বৌদ্ধ বলে। ইহারা বলে, বুদ্ধ হইলে যে কেবল অনির্ব্বচনীয় সৎ ও অনির্ব্বচনীয় চিৎ হইবে, তাহা নয়; অনির্ব্বচনীয় সুখও তিনি। সুতরাং তিনি সৎচিদানন্দ। টঙ্কদাস নামে এক বৃদ্ধ কায়স্থ, ধর্ম্মপালের সময়ে এই মতে হেবজ্রতন্ত্রের দুইখানি টীকা লেখেন। কেমন করিয়া এই মহাসুখবাদ হইতে বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধ মতের উদয় হয়, তাহা আমি অন্যত্র বলিয়াছি"২। শাস্ত্রী মহাশয়, দুই বৎসর আগে বলিয়াছেন,—"খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধদিগের মধ্যে লুই (সিদ্ধাচার্য্য লুইপাদ) সহজধর্ম্ম প্রচার করেন"৩। "তেঙ্গুরের যতটুকু ক্যাটালগ বাহির হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে, লুই বাঙ্গালা দেশের লোক, তাঁহার আর একটি নাম মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ়দেশে যাহারা ধর্ম্মঠাকুরের পূজা করে, তাহারা এখনও তাঁহার নামে পাঠা ছাড়িয়া দেয়৪।" শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন,—"উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি, সহজ-ধর্ম্মের অনেক বই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বের আর কাহারও লেখা পাওয়া যায় না৫। তাঁহার কন্যা লক্ষ্মীঙ্করা, সহজ-ধর্ম্মের একখানি

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বর্ষের ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২০, ১৫৪ পৃঃ।

২ 'নারায়ণ', সন ১৩২২, ভাদ্র—বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবন্ধে—"সহজযান" দ্রষ্টব্য।

৩ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২১, ৪৫ পৃঃ।

৪ ঐ ঐ, ৪৪ পৃঃ।

৫ নারায়ণ, সন ১৩২২, ১৭৩ পৃঃ।

বই লেখেন; তার নাম "অদ্বয়সিদ্ধি"। এই গ্রন্থের সার মর্ম্ম এই যে, দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই ধ্যান করিবে। দেহের যাহাতে সুখ হয়, আনন্দ হয়, তাহাই করিবে। সে আনন্দের মধ্যে আবার যোষিৎ হইতে যে আনন্দ, সেই আনন্দই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সে-ই আসল আনন্দ। যোষিৎ সম্বন্ধে জাতিবিচার নাই। এক বা দুই যোষিতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই৬।"

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারকালে এই সহজিয়া বৌদ্ধগণ, বৈষ্ণব সাজিলে, লোকে ইহাদিগকে "সহজিয়া" বা "সহুজে" বৈষ্ণব নাম দিল। ইহারা ঐ নামে আজিও খ্যাত আছে। দুইখানি পাতড়া অনুসারে ইহাদের নাম—"যুগলসম্প্রদা" ও "উজ্জ্বলসম্প্রদা"। ইহারা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, স্বরূপ ও রামানন্দকে পূর্ব্বাচার্য্য স্বীকার করে। এই মতের গ্রন্থকারগণের মধ্যে রায় রামানন্দ, নারায়ণদাস, মুকুন্দদাস গোস্বামী (ওরফে মুকুন্দদেব গোস্বামী), কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, লোচনদাস ও নরোত্তমদাস প্রভৃতি আছেন। এই মতের যে সকল পুথি আমি দেখিয়াছি, তাহার ও গ্রন্থকারগণের নাম করিতেছি,—

	গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকারের নাম
১	সহজউজ্জ্বল	দাস নারায়ণ
২	রসভাবান্ত	নারায়ণ দাস
৩	বস্তুতত্ত্ববিচার	মুকুন্দ দাস
৪	পরতত্ত্ব	মুকুন্দদাস গোস্বামী
৫	সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় উপাসনাতত্ত্বনিরূপণং	মুকুন্দদাস গোস্বামী
৬	নিত্যলীলা	মুকুন্দদেব গোস্বামী
৭	চৈতন্য-প্রেমতত্ত্বনিরূপণ	রায় রামানন্দ
৮	রতিবিলাসপদ্ধতি	রসিকদাস
৯	রাধাকৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব নিরূপণ	রূপগোস্বামী
১০	মিরাবাই কড়চা	শ্রীকৃষ্ণদাস
১১	প্রাপ্তিবর্ণদীপিকা	কৃষ্ণদাস
১২	রসমঞ্জরী	কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
১৩	শিক্ষাপত্রী বা আশ্রয়নির্ণয়	ঐ
১৪	শ্রীনির্য্যাস	চণ্ডীদাস (দ্বিতীয়)
১৫	প্রেমবিলাস	লোচনদাস
১৬	চমৎকারচন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস
১৭	রসভাবপ্রান্ত	গোবিন্দদেব বা গোবিন্দদাস

৬ নারায়ণ, সন ১৩২২, ১৭৮ পৃঃ।

এইবারে পুথিগুলি কোথায় পাইলাম, বলিতেছি। বর্দ্ধমান জেলার রসুলপুর বৈদ্যডাঙ্গা-নিবাসিনী হরিদাসী বৈষ্ণবী ওরফে হরিঠাকুরন্, চুঁচুড়ায় আমাদের বাড়ীতে কখন কখন আসিতেন—আমাদের বাড়ী হইয়া কলিকাতায়ও যাইতেন। সে ৮০।৯০ বৎসরের কথা—তখন আমার জন্ম হয় নাই। হরিদাসী কয়েক তাড়া হাতে-লেখা পুথি, আমার বড় পিসিমার কাছে রাখিয়া যান। হরিদাসী লেখা-পড়া জানিতেন—কিঞ্চিৎ সংস্কৃতও জানিতেন। তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত, তাঁহার হাতের লেখা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও অনেক ধাতুরূপের পুথি এখনও আমাদের ঘরে রহিয়াছে। তাঁহার হাতের লেখা ভাল নয়। ১ হইতে ১৬ সংখ্যক পুথি তাঁহারই, ইহার একখানিও তাঁহার হাতের লেখা নয়। আমার বোধ হয়, তিনি বৈদ্যের মেয়ে ছিলেন। দুর্লভ মল্লিককৃত গোবিন্দচন্দ্রগীতের পুথি, যাহা হইতে আমি উক্ত গ্রন্থ সম্পাদিত করিয়া সন ১৩০৮ সালে প্রকাশিত করিয়াছি, তাহাও ঐ হরিদাসীর আনীত পুথি। ঐ সকল পুথির মধ্যে একখানি পাতড়া পাইয়াছিলাম—তাহাতে স্বর্ণ তৈয়ারি করিবার দ্রব্য-সকল এবং কি করিয়া উহা করিতে হয়, তাহা লিখিত আছে। ঐ পাতড়াখানি ঘুঁটিয়াবাজারনিবাসী কোনও মহাশয়, আমার নিকট হইতে লইয়া গিয়া, আর ফেরৎ দিলেন না—কয়েক বৎসর পরে তিনি মরিলেন। তার পর উহা তাঁহার পুত্রের হস্তগত হইয়াছে। ফেরত চাহিলেও তিনি, তাঁহার পিতৃদেবের মত, ফেরত দিলেন না। শুনিয়াছি, পাতড়াখানি কলুটোলার কবিরাজদিগের হস্তগতও হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা একটি দ্রব্যের অভাবে স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। কয়েকখানি পুথি ও গ্রন্থকারদিগের পরিচয় দিতেছি। একখানি পুথির নাম সহজউজ্জ্বল—ইহা নারায়ণদাসকৃত।

আরম্ভ—"রায় রামানন্দ বন্দ বড় অধিকারী। মহাপ্রভুর প্রকাশিল স্নেহ গুপ্ত চুরি॥"

শেষ—"সহজতত্ত্বকথা যেই শুনয়ে শ্রবণে। কোটি কোটি (দণ্ডবৎ) তাঁহার চরণে॥
সহজ সাধক যেই সেই বস্তু ধন। কায়মনোবাক্যে নৈমু তাহার শরণ॥
ঠাকুরবংশীয় বংশ বাঘানা পা(ড়া)য় বাস। কৃষ্ণ বলরাম যাঁহা স্বরূপ প্রকাশ॥
শ্রীকৃতি মরসার ভাবিয়া চরণ। সহজউজ্জ্বল কহে দাস নারায়ণ॥
ইতি সহজউজ্জ্বল গ্রন্থ সমাপ্ত। এই পুস্তক প্রভুদাস বৈরাগী গ্রন্থ সম্পূর্ণং।"

এই গ্রন্থকর্ত্তার শিক্ষাগুরুর নাম—রামদাস বৈরাগি গোসাঞি। কাঠাইনিবাসী রসময়-দাস, গ্রন্থকর্ত্তার নিকট সহজতত্ত্বকথা প্রকাশ করেন। নারায়ণ দাসের প্রকৃতির নাম—'মরসা'। শৈবদিগের শক্তি, শাক্তদিগের ভৈরবী ও সহজিয়াদিগের প্রকৃতি, একই।

এই নারায়ণদাস কে? নরহরিকৃত "আচার্য্য প্রভুর শাখাবর্ণন" পুথিতে,—

"জয় মহাধীর কবিরাজ নারায়ণ। শ্রীনৃসিংহসহোদর অতি বিচক্ষণ॥"

"নারায়ণদাসের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ, মধ্যম মাধব, কনিষ্ঠ নরহরি"[৭]।

---

৭ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩০৬, ২৭৬ পৃঃ।

নারায়ণদাস বলিয়াছেন—রায় রামানন্দ, মহাপ্রভুর গুপ্তচুরি প্রকাশ করেন। সেই গুপ্তচুরি কি? তাহা দেখাইতেছি। চৈতন্যপ্রেমতত্ত্বনিরূপণ পুথিতে,—

"সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাভাগ্যবান্। জার গৃহে চৈতন্যের সর্ব্বানুসন্ধান॥
যাটি কন্যা ধন্যা সেই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে। যাহাতে চৈতন্যচন্দ্র সদাই বিহরে॥

শেষ—লিখিতং শ্রীতারাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বাক্ষরমিদং এই পুথি শ্রীবৈদ্যনাথ দাসের হইল সন ১২০৯ সাল তাং ৯ বৈশাখ।"

মন্তব্য—রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্ম্মচারী রামানন্দ রায় উড়িয়া ছিলেন ও শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন। সংস্কৃত জগন্নাথমঙ্গল নাটক তাঁহার কৃত। তিনি বাঙ্গালায় বই লিখিয়াছিলেন, বোধ হয় না। সম্ভবতঃ কোন সহজিয়া ঐ পুস্তক লিখিয়া তাঁহার নামে প্রচারিত করেন। বাউলদিগের "বিবর্ত্তবিলাস" গ্রন্থেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমল চরিত্রে এইরূপ অলীক দোষার্পণ করা হইয়াছে।

এই মতের আর একখানি পুথির নাম—"মিরাবাইকড়চা"। গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণদাস, এই গ্রন্থে রূপগোস্বামীকে ও মিরাবাইকে নাস্তানাবুদ করিয়াছেন।

এই মতের আর একখানি পুথির নাম—"রসভাবপ্রান্ত।" গ্রন্থকার গোবিন্দদেব বা গোবিন্দদাস। এখানি হরিদাসীর পুথি নহে—আমার নিজের সংগৃহীত। পুথির বিবরণ,—বাঙ্গালা শাদা কাগজ, দেখিতে পুরাতন। পত্র-সংখ্যা—৮। রচনা—বাঙ্গালা পদ্য।

আরম্ভ—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দচন্দ্রায় নমঃ।

যং নিত্যজ্ঞানমাত্র বিদুরপি বিগণং ব্রহ্মবেদান্তবিজ্ঞা
রসালম্বী সদালম্বী তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥

সদা রসাশ্রয় যেই পরম আরাধ্য সেই
তার সঙ্গ কর সাধু সব।
যদি সঙ্গ কর তার জানিবে প্রেমের পার
জানিবে জানিবে রস নব॥
অন্তর রসাল জার জন্ম দুঃখ নাহি তার
সর্ব্ব সুখের সেই জানে পার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য দুর জায় সর্ব্ব শূন্য
নারির লক্ষণ নিত্য জার॥
অসার সংসার মাঝে রসনিধি তাতে রৈছে
তার কণ করে যেই পান।
থাকুক অন্যের কাজ যদি স্পর্শে রসরাজ
পরশে পাসরে যোগ ধ্যান॥

সেই ভাবে ভক্তি জার ভয় ভ্রান্তি পলায় তার
পরম প্রীত তাতে উপজয়।
সেই প্রীতের এক কণ যদি থাকে জার ধন
ধর্ম্ম ধৈর্য্য না থাকে তাহার ॥
সেহো হয় পারাবার কৃষ্ণ আদিরস (যার)
সে ধন্য অগণ্য গণি কিসে।
প্রথমেই উদ্দিপন সেহ ভক্তি বিলক্ষণ
উপলক্ষাশ্রয় হয় রসে ॥"

শেষ—"প্রীত হইতে বস্ত নাহি ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে। হেম প্রীত বস্ত আছে নায়িকার কাছে ॥
আপনি নায়িকা হয় নায়িকা আশ্রয়। রসের নির্য্যাস তবে আস্বাদন হয় ॥
আত্মসুখ দেহেন্দ্রিয় কামসম্ভোগাদি। পরসুখে আত্মইৎসা সুখের অবধি ॥
আদিরসের রস যেই সেই রসাশ্রয়। বনিতার রস যেই সম্ভোগ কহয় ॥
শ্রীমতি মুঞ্জরিপাদপদ্ম করি ধ্যান। শ্রীগোবিন্দদেব কহে রসের বিধান ॥
ইতি রসভাবপ্রাপ্ত গ্রন্থ সংপুর্ণ" ইত্যাদি।

পুথির বিষয়—ইহার ৪ পত্রে চৈতন্যচরিতামৃতকর্ত্তা কৃষ্ণদাস কবিরাজের উক্ত ভক্তি-রসের উল্লেখ। ব্রাহ্মণ-পুত্র লীলাশুক চিন্তামণি বেশ্যাকে, কুলীন ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস তারানাম্নী তরুণী রজকিনীকে, বিদ্যাপতি শিবসিংহের গৃহিণী লছিমা দেবীকে গুরু করিয়া রসাস্বাদন করেন। জয়দেব, স্বীয় স্ত্রী পদ্মাবতীর সহোদরা রোহিণীকে রস আস্বাদনের নিমিত্ত গুরু করেন এবং তাহার প্রমাণার্থ "কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণী-রমণেন" এই জয়দেবের পদের উল্লেখ করেন। গ্রন্থকর্ত্তা আরও বলেন, মীরাবাই, রূপ গোস্বামীকে ভর্ত্তা করেন এবং ক্রমে ছয় মহাশয়ের অর্থাৎ রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস, এই ছয় গোস্বামীর আশ্রয় ও গুরু হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীচৈতন্যকেও ছাড়েন নাই, তাঁহার উপর এই মিথ্যা দোষ দিয়াছেন,—

"থাকুক অন্যের কাজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। প্রীকৃতি স্পর্শন তিহোঁ না করেন কভু ॥
বাহ্যেতে প্রীকৃতি নিন্দে অন্তরে তন্ময়। বিধবা ব্রাহ্মণী সঙ্গে প্রয়োজন হয় ॥"

রামানন্দ রায় সম্বন্ধে,—

"রামানন্দ রায় মহাশয় সভে জানে। মহাপ্রভুর স্মরণ ইৎসা হইল জার স্থানে ॥
তিহো দেবাঙ্গনা[৮] সহ রসের বিলাস। তিহো সে হইল তার রসের নির্য্যাস ॥"

---

৮ দেবাঙ্গনা—দেবদাসী। যাহারা জগন্নাথের নাটমন্দিরে নৃত্যগীত করিয়া থাকে।

বলিয়া দিতে হইবে না যে, গ্রন্থকারের প্রকৃতির নাম 'মুঞ্জরি।' বোধ হয়, ইনিই প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস। পূর্ব্বোক্ত নারায়ণদাসের পুত্র—মুকুন্দদাস[১]। মুকুন্দদাস গোস্বামিকৃত গ্রন্থের নাম—'পরতত্ত্ব' ও 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়উপাসনাতত্ত্বনিরূপণং'। উক্ত গ্রন্থদ্বয়কর্ত্তা ও বস্তুতত্ত্ববিচারকর্ত্তা মুকুন্দদাস ও 'নিত্যলীলা'কর্ত্তা মুকুন্দদেব গোস্বামীকে অভিন্ন ব্যক্তি বোধ হইতেছে। ইনি সম্ভবতঃ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুথি, মধ্যখণ্ড, ১৫শ অধ্যায়ে,—

শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ দাস শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি দাস এই মোক্ষ (মুখ্য) তিন জন॥
মুকুন্দ দাসেরে পুছে শচীর নন্দন।
তুমি পিতা তোমার পুত্র শ্রীরঘুনন্দন॥"

রঘুনন্দন, প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে পারিয়াছিলেন; তাঁহার পিতা মুকুন্দদাস, সেরূপ হইতে পারেন নাই—তিনি সহজিয়া মত ছাড়িতে পারেন নাই। তাহাতেই বোধ হয়, মহাপ্রভু, মুকুন্দদাসকে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, তুমি পিতা, আর রঘুনন্দন তোমার পুত্র? না রঘুনন্দন তোমার পিতা ও তুমি তাঁহার পুত্র?

হরিদাসীর পুথিসমূহের মধ্যে "গোস্বামীর সিদ্ধি আরোপ" নামক একখানি পাতড়া পাওয়া গিয়াছে; এখানি মুকুন্দদাসেরই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইহার লিখিত বিষয় এত অশ্লীল যে, তাহার পরিচয় দিতে পারিলাম না।

আর একখানি পাতড়ায় সহজিয়া মতের ইষ্টমন্ত্র এই,—"রসরাজরমণ সহজ স্বাহা"।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল

---

১ বাঙ্গালা পুথির বিবরণ—(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬, ৩য় সং) লেখক সাধনোপায়কর্ত্তা মুকুন্দ- [illegible] ও রাগরত্নাবলীর কর্ত্তা মুকুন্দ গোস্বামীকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়াছেন। ইনি উত্তরকালের লোক [illegible]ঃ পরতত্ত্বাদি-কর্ত্তা মুকুন্দদাস গোস্বামী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়, [আন]ন্দরত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দদেব গোস্বামীকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের একজন শিষ্য বলিয়াছেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, [illegible] সংস্করণ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)। সাধনোপায় ও রাগরত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দ গোস্বামী ও আনন্দরত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দদেব [গোস্ব]ামী যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য, তাহার প্রমাণ কি? কৃষ্ণদাস কবিরাজের মত উত্তরকালে পরিবর্ত্তিত [ও প]ার্জ্জিত হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাহার প্রমাণ। ঐ কথা যদি গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে বলিতে পারি, [তাঁহ]ার শিষ্য দ্বারা পরতত্ত্বাদি বই রচিত হইতে পারে না। সাধনোপায় ও রাগরত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দগোস্বামী ও [আনন্দ]রত্নাবলীকর্ত্তা মুকুন্দদেব গোস্বামী অভিন্ন বোধ হইতেছে; কিন্তু এই গ্রন্থত্রয়, পূর্ব্বোক্ত নারায়ণদাসের পুত্র [মুকুন্দদ]াসের রচিত কি না, তাহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে চণ্ডীমঙ্গল *

চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে চণ্ডীমঙ্গল জিনিষটা কি, তাহা জানা আবশ্যক। চণ্ডী—হিমালয়-দুহিতা পার্ব্বতীর একটি নাম। চণ্ড শব্দের অর্থ অত্যন্ত কোপন, উগ্রস্বভাব এবং তীক্ষ্ণ। অসুর-বধের সময়ে পার্ব্বতীর স্বভাব খুব উগ্র হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার একটি নাম চণ্ডী। লৌকিক ব্যবহারে চণ্ডী শব্দের আর একটি অর্থ মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্য। দ্বিতীয় অর্থটি বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য নহে। অতএব উহা ত্যাগ করিয়া, প্রথমোক্ত অর্থ অর্থাৎ চণ্ডী পার্ব্বতীর একটি নাম, এই অর্থ লইয়াই আমরা আলোচনায় অগ্রসর হইব। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে "চণ্ডীমঙ্গলে"র পরিবর্ত্তে যদিও অনেক স্থলে সারদামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কালিকামঙ্গল, অভয়ামঙ্গল প্রভৃতি নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহা চণ্ডীর অন্যান্য নামভেদ মাত্র মনে করিয়া, এই শ্রেণীর সমস্ত গ্রন্থকেই আমরা এই প্রবন্ধে "চণ্ডীমঙ্গল" নামে অভিহিত করিব—অবশ্য সেই সেই গ্রন্থের প্রচলিত নাম পরিত্যাগ করিয়া নহে। মঙ্গল শব্দের অর্থ কল্যাণ—কুশল। সোজা ভাবে এই অর্থটি গ্রহণ করিলে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। তাই এখানে আমাদিগকে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ এই অর্থটিকেই একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া লইতে হইবে। যাঁহার উপাখ্যান, কথা, পালা, গান বা জীবনচরিত শুনিলে শ্রোতা এবং গায়কের মঙ্গল—কুশল হয় বা মঙ্গল হইবে বলিয়া যাহা গান করা বা শোনা হয়, তাহাই মঙ্গল। সুতরাং প্রাচীন চণ্ডীমঙ্গল অর্থে আমরা হিমালয়-কন্যা পার্ব্বতী দেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক এক শ বছর পূর্ব্বেকার বা তদূর্দ্ধ কালের উপাখ্যান, কথা, পাঁচালী, পালা, গান বা তদ্বিষয়ক কাব্য বুঝিব।

চণ্ডীমঙ্গল শব্দের অর্থ

চণ্ডীমঙ্গল প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একটি বিরাট্ অংশ এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চণ্ডী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীর যেরূপ বর্ণনা আছে, চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী সেরূপ নহেন। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে ইহাঁদিগকে আমরা পৌরাণিক এবং লৌকিক, এই দুই নামে অভিহিত করিব।

চণ্ডীমঙ্গলকেও এইরূপে দুই অংশে ভাগ করা যাইতে পারে,—প্রথম পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল, দ্বিতীয় লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল। পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল—মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্যের বঙ্গানুবাদ, লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল ইহা হইতে স্বতন্ত্র। এই প্রবন্ধে লৌকিক চণ্ডীমঙ্গলই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় হইবে।

পৌরাণিক চণ্ডী দেবগণের দুঃখ-দৈন্য দেখিয়া অনেক স্তব-স্তুতির পর অসুর-বধের জন্য আবির্ভূত। অসুর-বধের পর দেবগণকে সামান্য কিছু উপদেশ দিয়া এবং তাঁহার মাহাত্ম্য শুনিলে জীবগণের দুঃখ-দৈন্য দূর হইবে, এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। নিজের পূজা প্রচার করিবার জন্য তাঁহাকে

উভয়ের চরিত্রে পার্থক্য

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৩শ বর্ষের ১ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

চিন্তিত বা মাথা ঘামাইতে হয় নাই। লোকে তাঁহাকে পূজা করুক, এ বিষয়ে তিনি তত্তটা আগ্রহও দেখান নাই। লৌকিক চণ্ডী ইহার বিপরীত। তাঁহাকে নিজের পূজা প্রচারের জন্য অনেক চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। লোকে তাঁহাকে পূজা করিতে চায় না; তিনি যেন সাধ্য-সাধনা করিয়া ও ভয় দেখাইয়া পূজা করাইতে ব্যস্ত। পৌরাণিক চণ্ডী—দেবী; লৌকিক চণ্ডী কথায় কথায় ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া যেন মানব-চরিত্রের অভিনয় করিতেছেন। ইহাঁর বিবেচনা-শক্তিও কম;—পদ্মা সখী ইহাঁর পাছে পাছে না থাকিলে ইনি অনেক অকাজ-কুকাজ করিয়া ফেলিতেন। লৌকিক চণ্ডীর এইরূপ মানবীয় চরিত্র একমাত্র বিষহরীর সহিতই উপমিত হইতে পারে। বিষহরীর ন্যায় ইনিও সখীকে বলিতেছেন,—

অমলা বিমলা নীলা পদ্মাবতী গুণশীলা
পঞ্চ কন্যা যুক্তি মোরে দে।
স্বর্গে পূজে সুরপতি দেবতাএ করে স্তুতি
মর্ত্তে পূজিবে মোরে কে ॥—মা, আ, চ।

উভয়ের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, যদিও পৌরাণিক চণ্ডী দেবতা এবং মানবের হিতসাধনের জন্যই আবির্ভূত, তথাপি তিনি যেন আমাদের বাংলার ঘরের চণ্ডী নহেন। লৌকিক চণ্ডী যেমন আমাদের সুখ-দুঃখ, আরাম-বিরাম,সকল অবস্থার সহিত বিজড়িত, পৌরাণিক চণ্ডী সেরূপ হইতে পারেন নাই। এই পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে, লৌকিক চণ্ডী এমন একটি জিনিষের মিশ্রণে উৎপন্ন, যাহা বাংলা দেশের নিজস্ব বস্তু; তাই তিনি বাঙ্গালীর এত আপনার। পৌরাণিক চণ্ডী যদি অবিকৃত ভাবে আমাদের নিকট বিরাজমান থাকিতেন, তবে তিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণ ছাড়িয়া আমাদের মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতে আসিয়া অধিষ্ঠান করিতেন না এবং খুল্লনার সহিত তাঁহাকে বনে বনে ছাগল চরাইতে যাইতে হইত না। হিমালয়ের পাদমূলে গিয়া, স্তব-স্তুতি করিয়া দেবগণ পৌরাণিক চণ্ডীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। পক্ষান্তরে বিনা আবাহনে পচা মাংসের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ কালকেতুর কুটীরে গিয়া লৌকিক চণ্ডী উপস্থিত। এই যে চরিত্রের পার্থক্য, কবির রুচির স্বাধীন বিকাশ, রামায়ণ এবং মহাভারতের একঘেয়ে অনুবাদের পাশে ইহা আমাদিগকে বিশেষ আনন্দ দান করিলেও লৌকিক চণ্ডী যে অপর কোনও ধর্ম্মের মিশ্রণে উৎপন্ন, সে কথা আমাদিগকে মনে করাইয়া দেয়।

এইটি কোন্ ধর্ম্ম, তাহাই আমরা এখন অনুসন্ধান করিব। বাংলার প্রচলিত শিবের গাজন বা ধর্ম্মপূজাকে মহাদেবের পূজা এবং উৎসব বলিয়াই আমরা জানিতাম। পূজনীয়

ধর্ম্মপূজা বৌদ্ধধর্ম্মের অবশেষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বহু দিন হইল, আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ধর্ম্মপূজা আর কিছুই নহে; উহা কেবল বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবশেষ। কয়েকটি হিন্দু দেবতার নামে নিজের শরীর আচ্ছাদন করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে। "ধর্ম্ম-

পূজাবিধান"[১] নামক একখানি বই আবিষ্কার করিয়া এই কথা তিনি অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমাদের আলোচ্য লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী কোন্ ধর্ম্মের মধ্য হইতে আসিয়াছেন এবং কিরূপে পৌরাণিক চণ্ডীর আকার ধারণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে মিশিয়া গিয়াছেন, উক্ত ধর্ম্মপূজাবিধান হইতেই আমরা তাহার অনেকটা আভাস পাই।

মহাকবি চণ্ডীদাস চণ্ডীর উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার উপাস্য চণ্ডীর নাম ছিল বাশুলী। ধর্ম্মপূজাবিধানে আমরা দেখিতে পাই, বাশুলী ধর্ম্মের একটি আবরণ-দেবতা। এই গ্রন্থে তাঁহার যে ধ্যান আছে, তন্মধ্যে তিনি চণ্ডীরূপে বর্ণিত এবং আবাহন-মন্ত্রে তাঁহার নাম 'চণ্ডিকা' ও 'মঙ্গলচণ্ডিকা'।[২] চণ্ডীদাসের একটি পদে জানা যায়, বাশুলীর আর এক নাম 'ডাকিনী'।[৩] এ দিকে চণ্ডীকাব্যে লহনার উক্তিতেও আমরা দেখিতে পাই যে, মঙ্গলচণ্ডী 'ডাকিনী' নামে অভিহিত হইতেছেন।[৪] বাশুলীর আবাহনে দেখিতে পাই, নদীতীরে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল (সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং), এ দিকে চণ্ডীকাব্যেও বর্ণিত আছে যে, মঙ্গলচণ্ডীর আদেশে কংস-নদীর তীরে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার জন্য মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।[৫] কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও 'বাশুলী' চণ্ডীর একটি নাম বলিয়া কথিত হইয়াছে।[৬] এই সকল প্রমাণে আমরা জানিতে পারিলাম যে, বাশুলী এবং মঙ্গলচণ্ডী কেবল দুইটি নামভেদ মাত্র, বস্তুতঃ উভয়ে একই দেবতা। এখন বাশুলীদেবী কোথা হইতে আসিলেন, তাহার সূত্র ধরিতে পারিলেই আমরা মঙ্গল-

মঙ্গলচণ্ডী ও বাশুলী এক দেবতা

---

১ এই পুথিখানি এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পত্তি। শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে।

২ আয়াতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে
সিন্দূরাভাবসন্ধ্যা প্রবিকটদশনা মুণ্ডমালা চ কণ্ঠে।
ক্রীড়ার্থে হাস্যযুক্তা পদযুগকমলে নূপুরং বাদয়ন্তী
কৃত্বা হস্তে চ খড়্গাং পিব পিব রুধিরং বাশুলী পাতু সা নঃ।—(ধ্যান)।
আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং।
সরিত্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভাং॥
রক্তবস্ত্রপরীধানাং নানালঙ্কারভূষিতাং।
অক্ষতণ্ডুলদূর্ব্বাক্তাং অর্চ্চেমঙ্গলকারিণীং॥
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং কালীং কিল্বিষনাশিনীং।
আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥ (আবাহন-মন্ত্র)।—ধর্ম্মপূজাবিধান, ১০২-৩ পৃঃ।

৩ ডাকিনী বাশুলী, নিত্যা সহচরী, বসতি করয়ে তথা॥—পদসমুদ্র।

৪ তোমার মোহিনী বালা, শিক্ষা করে ডাহনি কলা, নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা॥—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী সং, ১৯২ পৃঃ।

৫ কংস নদীর তটে, গঠহ সুন্দর মঠে, অনুবল দিলু হনুমান্॥—মাধবাচার্য্যের চণ্ডী, ২১ পৃঃ।

৬ দুষ্টে উগ্রচণ্ডা, বাশুলী চামুণ্ডা, শ্রীকলশাখাবাসিনী॥—ক চ, বঃ সঃ, ১৮ পৃঃ।

চণ্ডীর উৎপত্তির স্থল দেখিতে পাইব। "বাসুলী" এইরূপ একটি অসংস্কৃত নাম কখন হিন্দু দেবতার হইতে পারে না। তাই পরবর্ত্তী কালে বাসুলী যখন পৌরাণিক চণ্ডীর পর্য্যায়ে গিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার নাম হইল বিশালাক্ষী। বস্তুতঃ 'বিশালাক্ষী' বলিয়া পার্ব্বতীর কোন একটি নাম প্রামাণ্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না এবং পার্ব্বতীর বিশেষণরূপে এই শব্দটি কোন সংস্কৃত গ্রন্থে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, বলিতে পারি না। 'বিশালাক্ষী' শব্দটি 'বাসুলী' বা 'বাসলী'-রূপে পরিণত হওয়াও ভাষাতত্ত্বের নিয়মবিরুদ্ধ। বঙ্গদেশে এক সময়ে বজ্রযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগণের বিশেষ প্রভাব হইয়াছিল। ইঁহারা 'বজ্রসত্ব' নামক ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তির উপাসনা করিতেন এবং বজ্রসত্বেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে বুদ্ধশক্তিরও অর্চ্চনা করিতেন। আমাদের

বাসুলী ও মঙ্গলচণ্ডী বৌদ্ধ বজ্রেশ্বরীর পরিণতি

বোধ হয়, এই বজ্রেশ্বরী দেবীই বজ্জসরী—বাজসরী—বাজসলী—বাসলী বা বাসুলীতে পরিণত হইয়াছেন এবং পরে ইনিই পৌরাণিক চণ্ডীর স্থান অধিকার করিয়া, মঙ্গলচণ্ডীরূপে বঙ্গবধূগণের বিবিধ ব্রতে এবং তাহা হইতে চণ্ডীকাব্যে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছেন। বৌদ্ধ দেবতার প্রধান চিহ্ন ডোম প্রভৃতি নিম্ন-জাতীয় পুরোহিত। কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বঙ্গের বহু স্থানে মঙ্গলচণ্ডীর ডোমজাতীয় পূজক ছিল। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলেন,—"আমরা ডোমজাতীয় স্ত্রীলোককে চণ্ডীর পূজা করিতে দেখিয়াছি, তাহাদিগকে দেআসিনী বলে।" মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলেও ডোমজাতীয় স্ত্রীলোকের চণ্ডীপূজা করিবার কথা লিখিত আছে।১ মাণিক দত্তের রচিত চণ্ডীকাব্য মালদহ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ইহাতে দেখা যায়, শূন্যপুরাণের আদ্যাদেবী ও মঙ্গলচণ্ডী এক দেবতা। বৌদ্ধ ধর্ম্মঠাকুরের নিকট কিছু দিন পূর্ব্বেও শূকর বলি দেওয়া হইত। ক্রমে ধর্ম্মঠাকুরের শিবত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহা উঠিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ শূকর বলি, বৌদ্ধদেবতার আর একটি প্রধান লক্ষণ। হিন্দুর দেব-দেবীর নিকট শূকর বলি দিবার বিধান হিন্দুশাস্ত্রে থাকিলেও তাহা তত প্রচলিত নহে।২ মঙ্গলচণ্ডী যদিও আজকাল শূকরবলি গ্রহণ করেন না, কিন্তু কবিকঙ্কণের সময়ে করিতেন। গঙ্গা ও চণ্ডীর কোন্দলের সময়, গঙ্গা চণ্ডীকে বলিতেছেন,—"তুমি নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।" মঙ্গলচণ্ডী যে বৌদ্ধ দেবতা, এই সকল প্রমাণের দ্বারা তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এতদ্ব্যতীত চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে আরও অনেক বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবের আভাস পাওয়া যায়। তাহা আমরা চণ্ডীকাব্যের পরিচয়-প্রসঙ্গে যথাস্থানে দেখাই-বার চেষ্টা করিব।

বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে আসিয়া লৌকিক চণ্ডী, পৌরাণিক চণ্ডীর স্থান অধিকার করিলেও, লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল পৌরাণিক চণ্ডীমাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া লিখিত হয় নাই। লৌকিক

১ ধর্ম্মমঙ্গল, জাগরণ পালা দ্রষ্টব্য।

২ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বিদ্যাবিনোদ, বি এ মহাশয়ের নিকট অবগত হইলাম যে, কামাখ্যাদেবীর নিকট পূর্ব্বে শূকর বলি হইত, ইহা তিনি শুনিয়াছেন।

চণ্ডী যে খাঁটি পৌরাণিক চণ্ডী নহেন, ইহা দ্বারাও তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে পৌরাণিক ধর্ম্মের অবনতির সময়, লৌকিক চণ্ডী নিজ প্রসার বৃদ্ধি করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পৌরাণিক ধর্ম্মের আদর যখন আবার বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি নিজেকে দৃঢ় করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন।

মঙ্গলচণ্ডী নামের ব্যাখ্যা

তাই আমরা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও কালিকাপুরাণে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা এবং ব্রতবিধি ও বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে কালকেতু ও শালবাহনের উল্লেখ দেখিতে পাই।[১] 'মঙ্গলচণ্ডী' নামটি অপৌরাণিক অর্থাৎ প্রাচীন পুরাণে এই নাম পাওয়া যায় না। সেই জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এই নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[২] যিনি মঙ্গল বিষয়ে নিপুণা অথবা যিনি মঙ্গল নামক রাজার ইষ্ট-দেবী, তাঁহার নাম মঙ্গলচণ্ডিকা। মাধবাচার্য্যের জাগরণে ইহার অন্যরূপ অর্থ দেখা যায়। তিনি বলেন,—

মঙ্গল দৈত্য বধি মাতা হৈলা মঙ্গলচণ্ডী॥

পৌরাণিক চণ্ডীর সহিত লৌকিক চণ্ডীর তুলনায় আলোচনা এইখানেই শেষ হইয়া গেল। পরে এ সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা আবশ্যক হইলেও, এইখানেই আমরা তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া অপর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বৌদ্ধ বজ্রযান মত নানা কারণে বঙ্গদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছিল। সে সব কারণের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাহার দেবতা বজ্রেশ্বরী বঙ্গদেশে নিজের ভিত্তি-মূল এতই

মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের উৎপত্তি

দৃঢ় করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তুলিয়া ফেলিতে কেহ সমর্থ হয় নাই। সেই ভিত্তির উপর চুণকাম করিয়া এবং তাহাতে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট বসাইয়া বাঙ্গালায় মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের উদ্ভব হইয়াছে। এই ব্রত অদ্যাপি সমস্ত বঙ্গে জয়মঙ্গলচণ্ডী, হরিশমঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বিবিধ নামে প্রচলিত আছে।

নূতন কোনও ধর্ম্মমত বা দেবদেবীর প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, তাহাকে লোকরঞ্জন করিয়া গড়িয়া তোলা আবশ্যক। অথবা এমন কোন একটা জিনিষ তাহাতে থাকা চাই, যাহা লোকের

লৌকিক চণ্ডীর প্রভাব ও তাহার কারণ

মন আকর্ষণ করিতে সমর্থ। নতুবা তাহা স্থায়ী হইতে পারে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম, প্রেমের মাধুর্য্যে সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। চৈতন্যদেব প্রেমের অবতার বলিয়া লোকের পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মঙ্গলচণ্ডীতে এরূপ আকর্ষণের কি আছে, যাহাতে লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? তাই

১ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৪১ অধ্যায়। ত্বং কালকেতুবরদা ছলগোধিকাসি, যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা। শ্রীশালবাহননৃপাদ্বণিজঃ সসূনোঃ রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী।—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সং, ২১০ পৃঃ।

২ মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা।......মঙ্গলাভীষ্টদেবী যা সা বা মঙ্গলচণ্ডিকা। মঙ্গলো মনুবংশশ্চ সপ্তদ্বীপধরাপতিঃ। তস্য পূজ্যাভীষ্টদেবী তেন মঙ্গলচণ্ডিকা॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড।

মঙ্গলচণ্ডীর সেবকগণ তাঁহাকে ভক্তবৎসল করিয়া গড়িয়াছেন। তিনি নিজের পূজা প্রচারে যেমন ব্যস্ত, ভক্তকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতেও তেমনি তৎপর। কালকেতু কলিঙ্গ-কারাগারে যেমন তাঁহাকে স্মরণ করিল, অমনি "সঘন স্পন্দন করে দেবীর বাম পায়॥" আবার শ্রীমন্ত যখন তাঁহাকে সিংহলের দক্ষিণ মসানে প্রাণের দায়ে ডাকিতেছেন, তখন দেবীর "মুখ হইতে খসে পান, স্থির নহে মন প্রাণ, আসন করয়ে টলবল॥" শুধু ইহাই নহে, ভক্তের জন্য তিনি কাকরূপ ধারণ করিয়াছেন, বনে ছাগল চুরি করিয়াছেন, গোধিকা হইয়াছেন। এক কথায় ভক্তের জন্য তাঁহার দিনে আহার এবং রাত্রে ঘুম নাই। এহেন ভক্তবৎসল, ভক্তের জন্য যাঁহার এতটা মমতা, তাঁহার প্রতিপত্তি বাড়িতে কত দিন? বঙ্গীয় কুলবধূ এবং কোমল-মতি বঙ্গবাসিগণ চণ্ডীর এই গুণেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের *সময়ে বাঙ্গালীর উপর মঙ্গলচণ্ডীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল, চৈতন্যভাগবতে ইহার বর্ণনা আছে[১]। আজকালও ইহাঁর প্রভাব একেবারে কম নহে। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একটি অংশ যে ইহাঁর কৃপায় বিশেষ পুষ্টি লাভ করিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। কাহারও* কাহারও মতে প্রাচীন বাঙ্গালায় যে শৈব সাহিত্য পুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ শিবের নির্লিপ্ততা। চাঁদ সদাগরের বিপদে শিবের হৃদয় একটুও বিচলিত হয় নাই। ধনপতি সদাগর সিংহলে যাত্রাকালে, নানাবিধ অমঙ্গল দেখিয়া, "কি করিবে আনে যার সহায় শঙ্কর॥" বলিয়া শিবের প্রতি অগাধ ভক্তির পরিচয় দিলেন, কিন্তু শিব তাঁহাকে চণ্ডীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিলেন না। এই দুই ভক্তের প্রতি শিবের নির্ম্মম ব্যবহার যেমন নিন্দনীয়, পক্ষান্তরে ভক্তযুগলের ইষ্টদেবে ভক্তিও সেইরূপ প্রশংসার যোগ্য।

চণ্ডীকাব্যের উৎপত্তি

পৃথিবীর যাবতীয় জিনিষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন জিনিষই একেবারে পূর্ণ বিকশিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে না। চণ্ডীকাব্যের জন্ম, বিকাশ ও পরিপুষ্টিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া হয় নাই। চণ্ডীকাব্যের বীজ প্রথম মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথাতেই নিহিত ছিল; কবির পর কবির হাতে পড়িয়া সেই ব্রতকথা ক্রমে কাব্যে পরিণত হইয়াছে। কবিকঙ্কণ, মাধব এবং জনার্দ্দন, এই তিন জনের চণ্ডীকাব্য পাঠ করিলেই ইহা অতি সহজে বুঝা যাইবে। একটু পরে জনার্দ্দনের চণ্ডী হইতে আমরা অংশবিশেষ উদ্ধার করিয়া দেখাইব যে, উহা কাব্য নহে—ব্রত-কথামাত্র। ইহার পর মাধবের চণ্ডীতে কাব্যের সূত্রপাত, কবিকঙ্কণে তাহার চরম পরিপুষ্টি।

---

১ ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করএ কেহো দিয়া বহু ধনে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।—চৈ° ভা°, আদি, ২ অ°।

আমাদের দেশে অনেক বড় বড় জিনিষেরই ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। এরূপ অবস্থায় মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের জন্মের সন-তারিখ ঐতিহাসিকগণের নিকট চাহিলে, তাহা তাঁহারা দিতে পারিবেন কি না, জানি না। সুতরাং এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে আমরা অসমর্থ। তবে আমাদের অনুমান হয় যে, মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের উৎপত্তির সময় তখনই, যখন বাঙ্গলার স্বাধীনতা-রত্ন বিদেশীয় নৃপতির চরণতলে লুটাইয়া পড়ে নাই। তখন তাহার বাণিজ্য ছিল, বাণিজ্যতরী মধুকর ছিল, বাণিজ্যের জন্য সমুদ্র-পারে গিয়া তখন সে পতিত হইত না, দেশে লক্ষপতির অভাব ছিল না, অন্নের জন্য হাহাকার ছিল না, রোগ-শোকে দেশ তখন শ্মশান হয় নাই; বাঙ্গালীর মনে তখন জোর ছিল, শরীরে বীর্য্য ছিল, তাই সে অপর ধর্ম্মের দেবতাকে নিজ ধর্ম্মে মিশাইয়া লইতে পারিয়াছিল।

মঙ্গলচণ্ডী ব্রতের প্রাচীনত্ব

মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা কাব্যাকারে কখন্ বিরচিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার কোন ঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে চৈতন্যদেবের সময়ে চণ্ডীর গীত প্রচলিত ছিল এবং সেই গীত গাহিয়া লোকে জাগরণ করিত, চণ্ডীর পূজা করিত, এ কথা আমরা চৈতন্যভাগবতের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি।[১] চণ্ডী এবং বিষহরীর পূজায় তখন বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন হইত, উক্ত গ্রন্থের বর্ণনায় ইহারও আভাস পাওয়া যায়।[২] সুতরাং চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই যে, চণ্ডীকাব্য লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা অনুমান করিলে বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে কোন্ ভাগ্যবান্ এ বিষয়ে প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও জানিবার কোন উপায় নাই। দ্বিজ জনার্দ্দনের চণ্ডীকাব্য ব্রতকথার আকারে লিখিত এবং খুব ছোট বলিয়া, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহাকেই প্রাচীন বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা আমাদের ঠিক বলিয়া মনে হয় না। সংক্ষিপ্ত এবং ব্রতকথার আকারে লিখিত চণ্ডীকাব্যই যে প্রাচীন হইবে, তাহা ঠিক নহে। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বেও অনেক কবি চণ্ডীকাব্য লিখিয়াছেন, তাহা ব্রতকথার মত ছোট; এরূপ দুই তিনখানি পুথি আমরা দেখিয়াছি। জনার্দ্দনের চণ্ডীও এই জাতীয় হওয়া অসম্ভব নহে। বস্তুতঃ ব্রতকথার মত ছোট

১ ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।—চৈ' ভা', আদি, ২ অ'।

২ চৈতন্যদেব শ্রীধরের দারিদ্র্য দেখিয়া তাহাকে বলিতেছেন,—
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেন তুমি।
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি।—চৈ ভা, আদি, ৮ অধ্যায়।

ইহার পর চণ্ডী এবং বিষহরীর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন,—
দেখ এই চণ্ডী বিষহরীরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে সব নাগরিয়া।—　ঐ　ঐ।

চণ্ডীকাব্য হইলেই তাহা প্রাচীন হইবে না—কোন্ কাব্য কত প্রাচীন, তারিখ না থাকিলে তাহা অন্য উপায়ে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। মঙ্গলচণ্ডী বৌদ্ধ দেবতা, এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সময় মঙ্গলচণ্ডী—হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয়ের উপাস্য হইয়াছিলেন। কবি-কঙ্কণ প্রভৃতি কবিগণ ইহাঁকে একেবারে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর সামিল করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কালে মঙ্গলচণ্ডী এরূপ ছিলেন না—তাঁহার উপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সুতরাং যে চণ্ডীকাব্যের উপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব যত বেশী দেখা যাইবে, আমাদের মতে তাহাকেই তত অধিক প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত। আমাদের সংগৃহীত চণ্ডীকাব্য-গুলির মধ্যে মাণিকদত্তের রচিত চণ্ডীতেই অধিক বৌদ্ধ-প্রভাব দেখা যায়, সুতরাং তাহাকেই আমরা প্রাচীন চণ্ডীকাব্য বলিয়া স্থির করিলাম।

১.। মাণিক দত্ত

মাণিক দত্তের নিবাস ছিল মালদহের অন্তর্গত ফুলুয়া গ্রামে। ইনি কোন্ সময়ের লোক বা কখন্ ইনি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। তবে চণ্ডীকাব্যের লেখকদের মধ্যে ইনি যে খুব প্রাচীন, ইহাঁর কাব্যের সৃষ্টি-বর্ণনা এবং চণ্ডীর উৎপত্তি ব্যাখ্যায় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইনি আদি-ধর্ম্ম বা আদি-বুদ্ধ হইতে মঙ্গলচণ্ডীকে উৎপন্ন বলিয়াছেন এবং তাঁহার আর একটি নাম আদ্যা দেবী। এই আদ্যা দেবী বা মঙ্গলচণ্ডী শূন্যপুরাণের আদ্যা দেবীর সহিত অভিন্ন এবং কবির সৃষ্টি-বর্ণনাও শূন্যপুরাণের অনুরূপ। সৃষ্টি-বর্ণনাটি এই,—

সৃষ্টিপত্তন

অনাদ্যের উৎপত্তি জগৎ সংসারে। হস্ত পদ নাহি ধর্ম্মের ভ্রমে নৈরাকারে॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই গোলক ধিয়াইল। গোলক ধিয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড সৃজিল॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই শূন্য ধেয়াইল। শূন্য ধিয়াইতে ধর্ম্মের শরীর হইল॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই হৃহিত ধিয়াইল। হৃহিত ধিয়াইতে ধর্ম্মের দুই চক্ষু হৈল॥
জন্ম হইল ধর্ম্ম গোসাই গুণে অনুপমা। পৃথিবি সৃজিঞা তেঁহো রাখিবে মহিমা॥
মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞা পরিল। হস্ত পদ পৃথিবীতে জল উপজিল॥
জলেতে আসন গোসাই জলেতে বৈসন। জল ভর করিয়া ভাসেন নিরঞ্জন॥
ভাসতে ধর্ম্ম গোসাই পাইল ঠেসন। চৌদ্দ যুগ বহিঞা গেল ততক্ষণ॥
ধর্ম্মের ঠেসন হৈতে উলুক জন্মিল। জোড় হস্ত করি উলুক সমুখে ডাড়াইল॥
হাসিঞা কহেন কথা ত্রিদশের রায়। কহ কহ উলুক কত যুগ জায়॥
জত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে। তখনে আছিলাও আমি মন্ত্র ধিয়ানে॥
মন্ত্র ধিয়ানে আমি ভাল পাইলাও বর। চৌদ্দ যুগের কথা শুন আমার গোচর॥

চৌদ্দ যুগের কথা তুমি সুন নৈরাকার। এ তিন ভুবনে পাতক নাহি আর ॥
সম্মুখে রচিল গোসাই পদ্মফুল। তাহাতে বসিঞা গোসাই জপে আত্মমূল ॥
নানা পত্র বহ্যা গেল পাতাল ভুবন। পাতাল ভুবন লাগি করিল গমন ॥
দ্বাদশ বৎসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল। হস্তে করি মৃত্তিকা শরীরে বুলাইল ॥
বাটুল প্রমাণ মৃত্তিকা হস্তেত করিঞা। শূন্যাকারে ধর্ম্ম গোসাই উঠিল ভাসিঞা ॥
পুনরপি আসিঞা পদেত কৈল ভর। মনে মনে চিন্তে গোসাই ধর্ম্ম নিরাকার ॥
মনে মনে চিন্তি তবে ধর্ম্ম অধিপতি। কার উপর স্থাপিব নির্ম্মাণ বসুমতী ॥
আপনে ধর্ম্ম গোসাই গজযুক্ত হৈল। গজের উপরে বসুমতীকে স্থাপিল ॥
গজ সহিতে পৃথিবী জায় রসাতল। আপনে ধর্ম্ম গোসাই কূর্ম্মরূপ হৈল ॥
কূর্ম্মের উপরে পৃথিবী রাখিল। ... ...
কূর্ম্ম সহিতে নারে পৃথিবীর ভার। গজ কূর্ম্মে পৃথিবী জায় রসাতল ॥
টানিঞা ছিড়িল গলের কনক পৈতা। এক গোটা নাগ হৈল সহস্রেক মাথা ॥
নাগের নাম বাসুকি থুইল নিরঞ্জন। তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ই তিন ভুবন॥ইত্যাদি

এইরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ এবং আদি-ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন আদ্যা দেবী যে হিন্দুর নহে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। এই কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়—কালকেতু এবং শ্রীমন্তের উপাখ্যান; পুথি আকারে তত বড় নহে, ১৭৫ পাতা মাত্র। এই চণ্ডী কিছু দিন পূর্ব্বেও মালদহ অঞ্চলে, হিন্দুর গৃহে উৎসবাদি উপলক্ষে গান করা হইত। কবিকঙ্কণের রচনা ইহার মধ্যে কোথাও কোথাও অবিকল উদ্ধৃত দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে ইহার প্রাচীনত্বের হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, কবিকঙ্কণ হয় ত এই চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া তাঁহার কাব্য লিখিতে পারেন বা পরবর্ত্তী কালের গায়কেরা কবিকঙ্কণের রচনা ইহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিতে পারে। মাণিকদত্ত প্রথমে খোঁড়া এবং কাণা ছিলেন, পরে দেবীর অনুগ্রহে তিনি সুন্দর দেহ লাভ করেন। ইনি কলিঙ্গরাজের কারাগারে বন্দী হইয়াছিলেন। সেখান হইতে চণ্ডী তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া রাজার নিকট নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করেন[১]।

২। বলরাম কবিকঙ্কণ

মাণিক দত্তের প্রাচীন চণ্ডীকাব্যের পর বলরাম কবিকঙ্কণের চণ্ডীর সংবাদ পাওয়া যায়। এই চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ১৩০২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার অস্তিত্বের সংবাদ দিয়াছেন[২]। আজ পর্য্যন্ত

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

২ বিদ্যানিধি মহাশয় এই প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ীতে ইহার একখানি অসম্পূর্ণ পুথি দেখিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ইহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না।

ইহার সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ আমরা দিতে পারিলাম না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার উক্ত প্রবন্ধে বিদ্যানিধি মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "মেদিনীপুরের লোকদিগের সংস্কার, এই বলরাম কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের শিক্ষাগুরু[১]।" মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের বন্দনা অংশে "বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ" এই ছত্রটি দেখিয়া, ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু অনুমান করেন, —বলরামের চণ্ডীকাব্য অবলম্বন করিয়াই মুকুন্দ তাঁহার চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন[২]। এ সম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই; কাজেই বলরামের চণ্ডী পাওয়া না গেলে ইহার বিচার করা যাইতে পারে না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা হইতে বলরামের কয়েকটি ভণিতা এখানে তুলিয়া দিলাম।

(ক) অভয়ার অভয় চরণে করি ধ্যান। বলরাম শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

(খ) দক্ষমুখে সরস্বতী, নিন্দন শুনিয়া অতি, সদানন্দ শিবের মহিমা।
শিবনিন্দা শুনি কোপে, নন্দীশ্বর ধায় দাপে, বিরচিল কবি বলরামা ॥

(গ) অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত। দ্বিজ বলরাম গান মধুর সঙ্গীত ॥

নীচের চারিটি ছত্রে তাঁহার রচনার নমুনাও কিছু পাওয়া যায়,—

শুন সতি পশুপতি ছাড়িয়া কৈলাসে। কোন্ গুণে অপমানে যাবে পিতৃবাসে ॥
ত্রিনয়ন নিবেদন শুন গুণবতি। দেবনিন্দা শিববৃন্দে দক্ষ প্রজাপতি ॥

৩। মাধবাচার্য্য বা মাধবানন্দ

পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত সপ্তগ্রাম;—তাহার মধ্যে ত্রিবেণীর তীরে মাধবাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল পরাশর, পিতামহের নাম ধরণীধর বিশারদ। পরাশর, জপ-তপ এবং যাগ-যজ্ঞ-পরায়ণ, দানশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল, কবির বর্ণনায় ইহা আমরা জানিতে পারি। কবির জন্মের তারিখ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তিনি আকবর এবং মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের সমসাময়িক লোক। ১৫০১ শক বা ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ইনি চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে, মেঘনা নদীর তীরে, নবীনপুর গ্রামে মাধবাচার্য্য গিয়া বাস স্থাপন করেন[৩]। ইঁহার পুত্রের নাম ছিল জয়রামচন্দ্র গোস্বামী। কবি তাঁহার গ্রন্থে যে আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা এখানে তুলিয়া দিলাম।—

কবির পরিচয়

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা

২ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪১৭ পৃঃ।

৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪১৭ পৃঃ।

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অৰ্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি। কলিযুগে রাম তুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল। ত্রিবেণীতে গঙ্গা দেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী-তটবাসী পরাশর। যাগ যজ্ঞ জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু। আচারে বিচারে বুদ্ধে সম সুরগুরু॥
তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য। ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায়ে গান। তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥
শ্রুতি তালভঙ্গ অন্য দোষ নাহি নিবা আমার। তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত॥
সারদার চরণ-সরোজ-মধু লোভে। দ্বিজ মাধবানন্দে অলি হইয়া শোভে॥

ইহা ছাড়া কবির সম্বন্ধে আর কোন বিষয় জানিতে পারা যায় না। কবির সৃষ্টিপত্তনের প্রস্তাবনা অংশ এই,—

না আছিল রবি শশী, সন্ন্যাসী তপস্বী ঋষি, না আছিল সুমেরু মন্দার।
না আছিল সুরাসুর, রাক্ষস কিন্নর নর, কেবল আছিল শূন্যাকার॥
অক্ষয় অব্যয় হয়, যেই সেই মহাশয়, নিরঞ্জন পুরুষপ্রধান।
আপনি চৈতন্য হৈয়া, বেড়ায় জলে ভাসিয়া, সৃষ্টি সৃজিতে দিলা মন॥
সৃষ্টি সৃজিতে চায়, নিজ.গায়ের মলায়, তথিতে করিল পদভর।
ও পদের ভর পায়্যা, যায় পৃথ্বী বিদারিয়া, ভাসে ক্ষিতি জলের উপর॥
যতেক এ সংসার, কিরূপে সৃজিব আর, মনে মনে ভাবে ভগবান্।
সৃষ্টি সৃজন আশে, জলে পূর্ণবিম্ব ভাসে, নখে ছিঁড়ি কৈলা দুইখান॥
তাঁহার ইচ্ছায় সব, হইলেক উদ্ভব, আকাশাদি ভূতের প্রধান।
সেই অণ্ড ছিন্ন ভিন্ন, করিয়া ত নিরঞ্জন, পরে সৃষ্টি করিলা সংস্থান॥
সৃষ্টি সৃজিবার আশে, দেবীরে জন্মাইলা শ্বাসে, নাভিতে জন্মিলা প্রজাপতি।
করে জপমালা লইয়া, অন্তরে হরিষ হইয়া, ধ্যানে নিবেশ কৈলা মতি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকায়, তাহাতেই জন্ম পায়, বলে দেবী দিব কার স্থানে।
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী, বলে দেব চক্রপাণি, দেবী সমর্পিব ত্রিলোচনে॥ ইত্যাদি।

উপরে লিখিত প্রথম দুই ছত্রের সদৃশ ভাব যদিও ঋগ্বেদের "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং" ইত্যাদি সূক্তে পাওয়া যায়, তথাপি প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে এইরূপ কথা যেন বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত শূন্যবাদেরই প্রভাব ইঙ্গিত করিতেছে। বিশেষতঃ রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণের "নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্" ইত্যাদি সৃষ্টিপত্তনের সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। গায়ের মলায় সৃষ্টি সৃজন, শ্বাসে দেবীর জন্ম, নখে ছিঁড়িয়া দুইখান করা প্রভৃতি কথা স্পষ্টই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সূচনা করে, ইহা

কাব্যে বৌদ্ধ-প্রভাব

কখন হিন্দুর শাস্ত্রসঙ্গত কথা নহে। ইহা ছাড়া মাধবের চণ্ডীতে খুল্লনা দুই জায়গায় "ধর্ম্মের ঝি" বলিয়া কথিত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত দেখুন,—"অন্তরীক্ষে চণ্ডী বলে খুল্লনা ধর্ম্মের ঝি। বিশাইর গঠন নৌকা মনে ভাব কি॥"—২১৬ পৃঃ। মাধবের কালকেতু বলিতেছে,—"ধরিয়া ধবল ছত্র, বীরমুখে শুনি শাস্ত্র, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ব্রতকথা॥"—৯০ পৃঃ। চণ্ডীর বড় সাধের সেবক শ্রীমন্ত সিংহলে গিয়া বলিতেছে,—"সত্য কহিতে যদি বধহ জীবন। অচিরাতে ফল দিবে ধর্ম্ম নিরঞ্জন॥"—২৪৭ পৃঃ। মাধবাচার্য্যের সময়ে বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ছিল না বটে, কিন্তু তাহার প্রভাব কিছু কিছু ছিল; অন্ততঃ কবি যে কতকটা সেই ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, তাঁহার রচনাই তাহার প্রমাণ দিতেছে। হয় ত তিনি এই সকল কথা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বলিয়াই লিখিয়া থাকিবেন। কেন না, তাঁহার জন্মের বহু পূর্ব্বেই এই সকল বৌদ্ধ মতের কথা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল।

মাধব ও মুকুন্দ

মাধবের চণ্ডীকাব্য আকারে তত বড় নহে। কবিকঙ্কণচণ্ডীর তুলনায় ইহা খুব ছোট। কিন্তু ইহার মধ্যে আমরা এমন সকল জিনিষ পাই, যাহা মুকুন্দের কাব্যে দুর্লভ। মুকুন্দের চণ্ডীতে কতকটা পৌরাণিক চণ্ডীর ভাব আছে, মাধবের চণ্ডী নিরাভরণা—অনেকটা মানবীয় চরিত্রের ছাঁচে ঢালা। ঘটনার বিস্তার এবং কবিত্ব-শক্তির তুলনায় মাধব, মুকুন্দরামের সমকক্ষ না হইলেও, অল্প কথায় তিনি যে সকল ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, কবিকঙ্কণের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিয়াও আমরা সেইরূপ ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই না। মুকুন্দের সহিত মাধবের তুলনায় আলোচনা করিলে, আমরা মুকুন্দকেই বড় দেখিতে পাই। কিন্তু মুকুন্দকে দূরে রাখিয়া যদি আমরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মাধবের কাব্য পাঠ করি, তবে তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারি না। মাধবের কাব্যের চরিত্রগুলি কবিকঙ্কণের কাব্যোক্ত চরিত্রের নিকট বড়ই অস্পষ্ট। কিন্তু সেই অস্পষ্টতার মধ্যেও কবির আঁকিবার কৌশলে তাহা যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মুকুন্দের কাব্য প্রস্ফুটিত পদ্মবন, মাধবের রচনা তাহার নিকট গোলাপের স্তবকরূপে উপমিত হইতে পারে। উভয়ের কাব্যে ঘটনাগত অল্পবিস্তর পার্থক্য থাকিলেও, উহাঁদের মধ্যে এমন একটা একতা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে উভয় কবিকে এক বংশের লোক বলা যাইতে পারে। তন্মধ্যে একজন নিজের পুরুষকারে উন্নত, অপর জন পৈতৃক ধনের অধিকারী মাত্র। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই কথা বলিয়াছেন। প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া মাধব যে ক্ষুদ্র চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, কবিকঙ্কণ নিজের প্রতিভার তুলিকায় এবং অঙ্কণবৈচিত্র্যে নিপুণ ভাবে তাহাতে রং ফলাইয়াছেন মাত্র। এই হিসাবে মুকুন্দ প্রথম এবং মাধব দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির আসন পাইবার উপযুক্ত।

উৎকৃষ্ট ধুয়া

মাধব, করুণ বিষয়ের রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক যে সকল ধুয়া তিনি তাঁহার কাব্যের মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহা অতীব

মর্ম্মস্পর্শী। আমার বোধ হয়, এই সকল ধুয়া, বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের যে-কোন উৎকৃষ্ট পদের সহিত তুলিত হইতে পারে। নমুনা দেখুন,—

১। বন্ধু তোমার বদনে থুইয়া যাও বাঁশী।
তবে সে আসিবা প্রভু হেন মনে বাসি॥
এ বাঁশী যতনে থোব গন্ধ চন্দন দিয়া।
যতনেতে হিরা মণি রতনে জড়িয়া॥
যখনে তোমার তরে　　মরমে বেদনা করে
শোক দুঃখ নিবারিব বাঁশী বুকে দিয়া॥

২। হেন সাধ করে নাইয়র হেন সাধ করে।
হৃদি চিরি তার মাঝে রাখিতে তোমারে॥

৩। আঁখি মেলিতে নারি গুরু জনের ভয়।
যে দিগে পড়য়ে দৃষ্টি সে দিকে শ্যাম রায়॥

৪। কাল ভ্রমরা রে যথা মধু তথা চলি যাও।
আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও॥
যে কথা কহিবে প্রভুর ঘনাইয়া কাছে।
সুস্থির সম্ভ্রমে কেও লোকে শুনে পাছে॥
চরণ-কমলে শত জানাইয়া প্রণাম।
অবশেষে জানাইও রাধার নিজ নাম॥

৫। বড়াই মাই লো গাও মোর কেমন কেমন করে।
তখনে বলিলুম আমি না যাইমু কদমতলে রে॥

৬। বিনোদিনি বিলম্ব করিতে না জুয়ায়।
তুয়া পন্থ নিরক্ষিতে　　রহিয়াছে প্রাণনাথে
রাধা বলি মুরলি বাজায়॥

স্বাভাবিক বর্ণনায় মুকুন্দরাম অদ্বিতীয়। মাধব এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একাসনে বসিবার উপযুক্ত না হইলেও, মুকুন্দের নীচেই মাধবের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। মাধবের কাব্য মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণনার সৌন্দর্য্যে পাঠক মুগ্ধ হইবেন। বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের মত বর্ণনার অস্বাভাবিকতা ইনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। ব্যাধ-পত্নীগণের চিত্র আঁকিবার সময় ইনি তাহাদিগকে ব্যাধ-পত্নীরূপেই আঁকিয়াছেন, তিলফুল-নাসা, মৃগরাজ-কটি বা কুরঙ্গ-নয়ন এ সময়ে তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। ফুলি, খুলি, পেলি প্রভৃতি ব্যাধ-সুন্দরীগণের তিনি যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একেবারে নিখুঁৎ। কবির কল্পনা এখানে যেন একখানি জীবন্ত ছবি আনিয়া আমাদের সামনে ধরিয়া দিয়াছে। পরপৃষ্ঠায় নমুনা দেখুন।

বর্ণনায় স্বাভাবিকতা

তুলি খুলি পেলি আয়ী আইল তার ঘরে।
মৃগচর্ম্ম পরিধান দুর্গন্ধ শরীরে॥
কড়ির মালা পরে গলে রাঙ্গের অলঙ্কার।
ভেলার চিহ্ন অঙ্গে ধরে ওর-ফুলহার॥
কোন আয়ী আসি ডউয়ার ছাল খায়।
বদন করিয়া রাঙ্গা বীরের কাছে যায়॥

মাধবের কাব্যের কোন অংশই মুকুন্দের চণ্ডীর মত বিস্তৃত নহে। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনায়, অল্প কথায়, সামান্য বিষয়ে তিনি যে কবিত্বের বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা শ্রেষ্ঠ কবির রচনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। মাধব তাঁহার কাব্যে অতি সতর্কভাবে স্বভাবের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়াছেন। এই লক্ষ্য তাঁহার এতই প্রখর যে, সামান্য একটি বিড়ালের গতি পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই,—"ঠেলাঠেলি ফেলা-ফেলি কেহ নাহি খায়। মাচার তলে থাকি বিড়াল আড় চোকে চায়॥ ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে। মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ীর পিছে॥" কবি, ব্যাধ কালকেতুর বিবাহ বর্ণনা করিবেন, এখানে তাহার দানসজ্জায় পালংখাট ও মণি-মাণিক্য বা বিবাহের রন্ধনে ক্ষীর-সর, পোলাও-কালিয়ার নাম করিলে তাহা স্বাভাবিক হইবে না। তাই তিনি লিখিয়াছেন,—"দানসজ্জা আনি দিল সভা বিদ্যমানে॥ ভাঙ্গা নারিকেল দিল জীর্ণ ধনুখান। বসিবারে মৃগচর্ম্ম দিল বিদ্যমান॥ "রন্ধনে— পাবক জ্বালায়ে রামা হইয়া হরষিত। পাকা কলার মুল রান্ধে লবণবর্জ্জিত॥ পাকা পুঁইশাক রান্ধে পিঠালি মিশালে। সম্ভার করয়ে তারে শূকরের তৈলে॥ কৃষ্ণসার-মাংস রান্ধি হরষিত মন। তণ্ডুল-কণার অন্ন রান্ধি ততক্ষণ॥" ইত্যাদি। প্রাচীন কবিগণের স্বাভাবিক বর্ণনার পাশে মাধবাচার্য্যের এইরূপ স্বভাব-বর্ণনায় তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য্য যে বিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বাভাবিক বর্ণনার ন্যায় নারী-চরিত্রের অঙ্কণেও ইনি দক্ষ। যদিও ইঁহার কাব্যে খুল্লনা এবং লহনার চরিত্র তত পরিস্ফুট নহে, তথাপি তাহাদের চরিত্রে রমণীজনোচিত কোমলতা এবং মাধুর্য্যের অভাব নাই। এই দুইটি চরিত্র তিনি বাঙ্গালীর ঘরের মত করিয়াই আঁকিয়াছেন। রাঘব দত্তের প্ররোচনায় ধনপতির জ্ঞাতিগণ খুল্লনাকে পরীক্ষা করিয়া নানারূপ কষ্ট দিয়াছিল। পরীক্ষান্তে সকল জ্ঞাতিকেই ধনপতি, বস্ত্র-আভরণ ব্যবহার দিলেন,—কেবল দিলেন না রাঘবকে। রাঘব দরিদ্র, সে বস্ত্র পাইবে না, কোমলমতি খুল্লনার প্রাণে ইহা সহিল না। হউক না সে শত্রু, কিন্তু সে যে দরিদ্র। তাই সে স্বামীকে বলিতেছে,—"রাঘব হইতে তোমার রহিল জাতি কুল। অপকীর্ত্তি দূরে গেল শুদ্ধ হল কুল॥ তাঁরে ব্যবহারি দেওয়া

কাব্যের চরিত্র

চাহি সমুচিত। নতুবা তোমার দোষ হইবে ঘোষিত॥" পুরুষের কাঠিন্য এবং রমণীর কোমলতা এখানে সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। লহনা এবং খুল্লনার সপত্নী-ভাবও কবির কলমে বেশ ফুটিয়াছে। খুল্লনার শ্বশুগৃহ-পরীক্ষার

সকলেই কাঁদিয়া আকুল। কেবল—"লহনা সতিনী কাঁদে লোকাচার-ভয়ে। মনে ভাবে খুলনা যেমরুক নিশ্চয়ে॥" বালক শ্রীমন্তের চরিত্র ঠিক বালকের মতই, অধিকন্তু তাহাতে গভীর সত্যানুরাগ সন্নিবেশ করিয়া, তাহাকে সমধিক মনোজ্ঞ করিয়া তুলিয়াছেন। "ধনপতি বলে প্রিয়া যাও তুমি ঘর। কি করিবে আনে যারে সহায় শঙ্কর॥" এই দুই ছত্রে মাধব, ধনপতির ইষ্টদেবে যে একান্ত নির্ভরতা দেখাইয়াছেন, কবিকঙ্কণের দীর্ঘ বর্ণনায়ও তাহা অপেক্ষা বেশী নির্ভরতা ব্যক্ত হয় নাই। বস্তুতঃ মাধবের কাব্যের চরিত্রগুলি যদিও ঘটনাবৈচিত্র্য বা বর্ণন-বাহুল্যে সমধিক ব্যক্ত হয় নাই, তথাপি তাহা কবিকঙ্কণের চরিত্র হইতে একেবারে নিকৃষ্ট নহে। বরং কবিকঙ্কণ অপেক্ষা কোন কোন চরিত্র তিনি অধিক সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। মাধবের ভাঁড়ুদত্ত কবিকঙ্কণ অপেক্ষা বেশী ধূর্ত্ত, কালকেতুর বিক্রম কবিকঙ্কণ হইতে মাধবের কাব্যে বেশী। যদিও নারী-চরিত্রের বর্ণনায় মাধব, মুকুন্দকে ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু পুরুষ-চরিত্র যে কবিকঙ্কণ অপেক্ষা মাধবের কাব্যে অধিক সবল, ইহা উভয় কাব্যের তুলনায় আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

ছন্দ — মাধবের কাব্যে ত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী ও পয়ার, এই চারি রকম ছন্দই অবলম্বন করা হইয়াছে।

কাব্যে সমাজ-চিত্র — সামাজিক আচার-ব্যবহার এবং সেই সময়কার দেশের অবস্থার আভাস মুকুন্দের কাব্যে যেরূপ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়, মাধবের কাব্যে সেরূপ নহে। মুকুন্দের মত, মনুষ্য-সমাজের বিস্তৃত জ্ঞান এবং ভূয়োর্দিশতাও মাধবের ছিল বলিয়া মনে হয় না। যদিও কবির নিকট ঐতিহাসিক ঘটনার যথাযথ বর্ণনা প্রত্যাশা করা অন্যায়, তথাপি ইহাও মনে রাখা উচিত যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব হইতে কবির রচনা অব্যাহতি পাইতে পারে না। কবির অভিজ্ঞতা অনুসারে তাঁহার অজ্ঞাতে সেই সময়কার যে সকল সমাজচিত্র তাঁহার রচনায় অঙ্কিত হইয়া যায়, পরবর্ত্তী কালে তাহা হইতে অনেক তথ্যের আবিষ্কার হইতে পারে। মাধবের কাব্য অতিশয় সংক্ষিপ্ত বলিয়া, ইহার মধ্যে তখনকার সামাজিক অবস্থার ছাপ তত বেশী পড়ে নাই। তাঁহার কাব্য হইতে মোটের উপর জানা যায় যে, সাধারণ বেচা-কেনায় তখন কড়ির প্রচলন ছিল, বাঙ্গালী তখন পাগড়ী ব্যবহার করিত, ধনীরা বিলাসী ছিল, তাহারা কপালে গোপীচন্দনের ফোঁটা কাটিত, ধনী স্ত্রীলোকদের কাঁচলীতে দেবদেবীর নানা রকম চিত্র আঁকা থাকিত, তন্মধ্যে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক চিত্রই অধিক। বড় লোকেরা দোলায় চড়িয়া গমনাগমন করিত। নৌকার মাঝীদের একটি নাম ছিল তখন "গাইতর"। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে "কন্যাদায়" ছিল না। খাবার জিনিসের মধ্যে এই কয়টি নূতন নাম পাওয়া যায়,—'সম্মোহন' নামে এক প্রকার ঘৃত, "উরিচা" এক রকম তরকারি। "নিমছরি" তিক্ত ও মিষ্ট-মিশ্রিত ব্যঞ্জন। সমুদ্রফণা, লাল-মৈলান, পুষ্প-পানি—এই তিন রকম পিঠা।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীকাব্য আমাদের এ অঞ্চলে তত বিখ্যাত নহে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইহার বিশেষ প্রচলন ছিল এবং এখনও আছে।

৪। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ

মুসলমান রাজগণের অধিকারকালে বাঙ্গালীর ঘরে অন্নের অভাব ছিল না বটে, কিন্তু কুদ্বেগে ঘরে বসিয়া সেই অন্ন উপভোগ করা খুব কম লোকেরই ভাগ্যে ঘটিত। সাধারণতঃ লমান রাজাদের মধ্যে সহৃদয় ও সমদর্শী ব্যক্তির অভাব না থাকিলেও স্থলবিশেষে রাজা রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচারে দেশময় তখন একটা মূর্ত্তিমান্ আতঙ্ক বিরাজ করিত; ঘরে ভাত থাকিলেও, সেই আতঙ্কে হিন্দু, তাহা পেট ভরিয়া খাইয়া হজম করিতে পারিত না—শান্তি কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানিত

মুসলমানের অত্যাচার

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের জীর্ণ পত্র অনুসন্ধান করিলে হিন্দুর প্রতি মুসলমানের এইরূপ াচারের বর্ণনা একবারে দুর্লভ নহে। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, বিজয় গুপ্তের পুরাণ, সীতারাম দাসের মনসামঙ্গল, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বর্ণনা দেখিতে য়া যায়। আজকালকার দিনে সেই পুরাণ কাসুন্দি ঘাটিয়া, মুসলমানের প্রতি হিন্দুর একটা বিদ্বেষ-ভাব জাগাইয়া দেওয়া আমি অনুচিত মনে করি। তাই সে সকল বর্ণনা নে তুলিয়া দেখাইলাম না—অনুসন্ধিৎসু পাঠকের জন্য তাহা প্রাচীন সাহিত্যের জীর্ণ ধ্যেই নিবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

আমাদের আলোচ্য কবি মুকুন্দরামের সময়ে বঙ্গদেশ প্রায় অরাজক অবস্থায় ছিল। নগর তখন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আফগানবংশীয় দাউদ খাঁর হাত হইতে বাঙ্গলার কার তখন আকবরের হাতে গিয়াছে বটে, কিন্তু তিনি তখনও দেশে শান্তি স্থাপন করিতে পারেন নাই। নূতন অধিকৃত বঙ্গদেশে শাসন-শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে সকল কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা তত যোগ্য বা ছিলেন না। শাসনকার্য্যে তাঁহাদের অক্ষমতা এবং অত্যাচারের জন্য দেশে তখন পূর্ণ-অশান্তি বিরাজ করিতেছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী এই সময়ের একটি অত্যাচার-ী লিখিয়া, তাঁহার বিখ্যাত কাব্যের সহিত গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গে অরাজকতা

সলিমাবাজ পরগণার অধীন দামুন্যা গ্রামে মুকুন্দরামের সাত পুরুষ ধরিয়া বাস[১]। পল্লীর সহিত তাঁহার কত স্মৃতি, কত সাধ, কত আশা বিজড়িত। হঠাৎ মুসলমানের আসিয়া তাঁহার সেই নিভৃত পল্লীতে উপস্থিত হইল—তাঁহার সকল সাধে বাদ সাধিল। শরিফ নামক একজন মুসলমান এই সময়ে ডিহিদার নিযুক্ত হইয়া আসে[২]। ইহার চারে প্রজারা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। প্রজার কাতর প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, এই ব্যক্তি মাপ কমাইয়া পনের কাঠায় এক বিঘা ধরিতে লাগিল, সরকারেরা খিল জমী আবাদী

সহর সিলিমাবাজ, তাহাতে সজ্জনরাজ, নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ। তাঁহার তালুকে বসি, দামিন্যায় নিবাস পুরুষ ছয় সাত।—ক, ক, চ।

অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, ডিহিদার মামুদ শরিফ।—ক, ক, চ।

বলিয়া লিখিতে লাগিল[১]। কবি মুকুন্দের মুনিব গোপীনাথ নন্দী, বর্দ্ধিত খাজনা পরিশোধ করিতে না পারিয়া বন্দী হইলেন[২]। উজীর রায়জাদা ব্যাপারী-গণকে তাড়াইয়া দিল এবং ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব দেখিলেই তাঁহাদিগকে অপমান করিতে আরম্ভ করিল।[৩] এই উপদ্রবে হাট-বাজার, কেনা-বেচা বন্ধ হইয়া গেল,[৪] সুবিধা বুঝিয়া পোদ্দারেরা টাকায় দশ পয়সা কম দিতে লাগিল এবং প্রতিদিন টাকায় এক পয়সা সুদ আদায় করিতে লাগিল। খাজনা পরিশোধ করিতে না পারিয়া, প্রজারা ধান, গরু বেচিতে প্রস্তুত, কিন্তু খরিদ্দার নাই। অবশেষে নিরুপায় হইয়া, তাহারা টাকার জিনিষ দশ আনায় বেচিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে লাগিল।[৬] পাছে প্রজারা পলাইয়া যায়, এই আশঙ্কায় সিপাহীরা পথ-ঘাট অবরোধ করিয়া রহিল।[৭] দেশের এইরূপ দুরবস্থায় মুকুন্দরাম তাঁহার সাধের দামুন্যায় বাস করা আর নিরাপদ্ বোধ করিলেন না। তিনি মুনিব খাঁর সহিত যুক্তি-পরামর্শ করিয়া, চণ্ডীগড়নিবাসী শ্রীমন্ত খাঁর সহায়তায় ভাই রামানন্দ ও স্ত্রী-পুত্রের সহিত দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।[৮]

দামুন্যায় অত্যাচার ও কবির দেশত্যাগ

তিনি দেশ ছাড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল না। নৌকাযোগে তিনি যখন ভেঠনায় উপস্থিত হইলেন, তখন রূপরায় নামক এক দস্যু তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল; অবশেষে তিলি যদু কুণ্ডু আসিয়া দস্যুর হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করে। এই সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাকে নিজ গৃহে স্থান দান করিয়া উপকার করিয়াছিল এবং ইহার নিকট হইতে তিন দিনের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য লইয়া, কবি এখান হইতে যাত্রা করিলেন[৯]। এই সময় কবি অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন, "তৈল বিনা কৈল স্নান, করিলুঁ উদক পান, শিশু কাঁদে ওদনের তরে" ইত্যাদি বর্ণনায় তাহা বেশ অনুভব করা যায়। অত্যাচারীর ভয়ে দেশ ছাড়িয়া মুকুন্দ পলায়ন করিতেছেন, পথে দস্যু আসিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। এই সময়ে কবির মনের অবস্থা কিরূপ, সহৃদয় মাত্রেই তাহা অনু-

কবির দুরবস্থা ও চণ্ডীর কৃপা।

---

১ মাপে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া, নাহি শুনে প্রজার গোহারি। সরকার হইলা কাল, খিল ভূমি লেখে লাল।—ক, ক, চ।

২ প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইলা বন্দী, হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।—ক, ক, চ।

৩ উজির হলো রায়জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।—ক, ক, চ।

৪ ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।—ক, ক, চ।

৫ পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।—ক, ক, চ।

৬ প্রজা হইল ব্যাকুলি, বেচে ঘরের কুড়ালি, টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা।—ক, ক, চ।

৭ পেয়াদা সবার কাছে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ার চাপিয়া দেয় থানা।—ক, ক, চ।

৮ সহায় শ্রীমন্তখাঁ, চণ্ডীবাটী যার গাঁ, যুক্তি কৈলা মুনিব খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, পথে চণ্ডী দিলা দরশনে।—ক, ক, চ।

৯ ভেঠনায় উপনীত, রূপরায় নিল বিত্ত, যদু কুণ্ডু তিলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর, দিবস তিনের দিল ভিক্ষা।—ক, ক, চ।

ব করিতে পারেন। লোক যখন দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হয়, পার্থিব আশা-ভরসা যখন রাইয়া যায়, তখন স্বভাবতই মন ভগবানের চরণে শরণ লইতে ব্যস্ত হইয়া থাকে। কবির এই বয়কার দুর্দ্দশাও চরম হইয়াছিল। তিনি একটি পুকুরের পাড়ে কুমুদ পুষ্প সংগ্রহ করিয়া, শালুকের নৈবেদ্যে ইষ্টদেবের পূজা করিলেন এবং ক্ষুধা, ভয় ও পরিশ্রমে ঘুমাইয়া পড়িলেন।১ ানা যেমন অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া উজ্জ্বল হয়, মানুষের মনও সেইরূপ দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া র্মল হইয়া থাকে এবং মনের এইরূপ অবস্থায়ই দেবতার কৃপা অনুভব করা যায়। মুকুন্দও ই সময়ে স্বপ্নে চণ্ডীর দর্শন লাভ করিলেন এবং চণ্ডী তাঁহাকে দীক্ষা-মন্ত্র দান করিয়া ন রচনা করিতে আদেশ করিলেন২। মুকুন্দ সরল মনে এই দৈব আদেশে বিশ্বাস রিয়াছিলেন। সেই বিশ্বাসবশে লিখিত বলিয়াই তাঁহার কাব্য এত চমৎকার ইয়াছে।

ইহার পর গোড়াই নদী বাহিয়া তিনি তেউটায় উপনীত হন এবং ক্রমে দারুকেশ্বর, মোদর নদ ও কুচট্যা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া আড়রায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বি বাতন-গিরিতে উপস্থিত হইলে গঙ্গাদাস নামক এক ব্যক্তি তাঁহার উপকার করিয়াছিল লিয়া তিনি লিখিয়াছেন।৩ আড়রা ব্রাহ্মণ-ভূমি। তাহার অধিকারী রঘুনাথ রায়কে মুকুন্দ ্যাসের সমান" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি মুকুন্দের কবিত্বে মোহিত হইয়া তাঁহাকে াচ আড়া ধান মাপিয়া দিলেন এবং ইঁহার পিতা বাঁকুড়া রায় শিশুগণের শিক্ষকরূপে তাঁহাকে য়ুক্ত করিলেন।৪ রঘুনাথ রায়ের আশ্রয় পাইয়া কবির সকল চিন্তা দূর হইল। রঘুনাথ াহাকে গুরুর মত ভক্তি করিতেন, দামোদর নন্দী তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাকে খুব যত্ন করিতেন।৫ কবিকঙ্কণের অমর কাব্য এই রঘুনাথ রায়ের আশ্রয়ে থাকিয়াই লিখিত হইয়াছিল। কবি তাঁহার প্রতিভার গুণে শিক্ষকের পদ হইতে ক্রমে রাজার সভাসদ্ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থে নি যেরূপ ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন, পরপৃষ্ঠায় তাহার একটি তুলিয়া দিলাম।

মুকুন্দ রাজকবি

১ আশ্রয় পুখরি আড়া, নৈবেদ্য শালুক পোড়া, পূজা কৈনু কুমুদ-প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা যাই সেই ধামে......।—ক, ক, চ।

২ চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।......যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা।
......আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত।—ক, ক, চ।

৩ দারুকেশ্বর তরি, পাইল বাতন-গিরি, গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত।—ক, ক, চ।

৪ আড়রা ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি, পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান।
সুধন্য বাঁকুড়া রায়, ভাঙ্গিল সকল দায়, শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত।—ক, ক, চ।

৫ তার সুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত, গুরু করি করিল পূজিত।
সঙ্গে দামোদর নন্দী, যে জানে স্বরূপ সন্ধি, অনুদিন করিত যতন।—ক, ক, চ।

রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিকরাজ সুজান।
তাঁর সভাসদ রচি চারু পদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান॥

মুকুন্দরামের আশ্রয়দাতা রাজা রঘুনাথ রায়ের পরিচয়, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে যতটা পাওয়া যায়, এখানে তাহা সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল।—রঘুনাথ রায়ের বংশ "পালধিবংশ" বলিয়া খ্যাত[১] ছিল এবং ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজা রঘুনাথের পিতামহের নাম বীরমাধব, পিতার নাম বাঁকুড়া রায় এবং মাতার নাম দনা দেবী। দনা দেবী দুলালসিংহের কন্যা এবং বাঁকুড়া রায়ের অন্যান্য রাণীগণের মধ্যে ইনি প্রধানা ছিলেন[২]। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রঘুনাথের রাজসভায়ই প্রথম গীত হইয়াছিল এবং তিনি ইহার প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন[৩]। আড়রা গ্রাম এখন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটাল থানার অধীন। রঘুনাথের বংশধরগণ এখনও বর্ত্তমান আছেন এবং আড়রা হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী "সেনাপতে" গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহাদের সম্পত্তি এখন বর্দ্ধমানরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছে[৪]।

রাজা রঘুনাথের পরিচয়

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতার নাম দৈবকী। হৃদয় মিশ্রের একটি উপাধি ছিল গুণরাজ[৫]। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কবিচন্দ্র নাম, কি উপাধি, তাহা ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। প্রাচীন পুথির মধ্যে 'কবিচন্দ্র' উপাধি অনেক দেখা যায়,—শঙ্কর কবিচন্দ্র, নিধিরাম কবিচন্দ্র, দ্বিজ গদাধর কবিচন্দ্র ইত্যাদি। বোধ হয়, মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও কবিচন্দ্র উপাধি থাকা অসম্ভব নয়। কবিকঙ্কণের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামানন্দ, কন্যার নাম যশোদা, জামাতা মহেশ, পুত্র শিবরাম, পুত্রবধুর নাম চিত্রলেখা[৬]। স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি

---

১ জগদবন্তংশে, পালধি বংশে, শ্রীনৃপতি রঘুরাম।—ক, ক, চ।

২ বীর মাধবের সুত, রূপে গুণে অদ্ভুত, বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তার সুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত, শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান।
দুলাল সিংহের সুতা, দনা দেবী পাটমাতা, কুলে শীলে রূপে অবদাত।
তার সুত নৃপরত্ন, করিল বহুত যত্ন, বৈরিশূন্য দেব রঘুনাথ।—ক, ক, চ।

৩ রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, পাঁচালী করিলু বন্ধ, রাজা কৈল মঙ্গল প্রকাশে।—ক, ক, চ।

৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, ৪২৬ পৃঃ।

৫ মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত, কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন। তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই, বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।—ক, ক, চ। গুণরাজ মিশ্রসুত।—ঐ।

৬ উরিয়া কবির কামে, কৃপা কর শিবরামে, চিত্রলেখা যশোদা মহেশে।—ক, ক, চ।

মহাশয়, মুকুন্দের পঞ্চানন নামে আর এক পুত্র ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।[১] কবি শৈশবে "শিবকীর্ত্তন" রচনা করিয়াছিলেন—"সেই ত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে, রচিলাম তোমার সঙ্গীত" এই ছত্র দেখিয়া তাহা জানিতে পারা যায়। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্র অনুশীলন করিয়াছিলেন, "সঙ্গীত-কলায় রত, সঙ্গীত অভিলাষী" ইত্যাদি ভণিতাই তাহার প্রমাণ। তাঁহার সঙ্গীত-গুরুর নাম ছিল রামাদিত্য।[২] কেহ কেহ বলেন,—"কবি তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় সহ মাণিক দত্ত নামক এক অধ্যাপকের নিকট সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন।"[৩] তাঁহার দুই স্ত্রী ছিল, এ কথা তিনি স্পষ্ট করিয়া কোথাও বলেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার দুই জায়গার দুইটি ভণিতার ইঙ্গিতে ইহা জানিতে পারা যায়। লহনা এবং খুল্লনার বিবাদ-প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন,—"একজন সহিলে কন্দল হয় দূর। বিশেষ জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর॥" আবার লহনা যখন সখীর সহিত পরামর্শ করিয়া, ঔষধ দ্বারা স্বামীকে বশে আনিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন কবির উক্তি এই,—"ঔষধ প্রসঙ্গে মুকুন্দ বিশারদ। বুড়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ॥" উক্ত দুই ভণিতা হইতে যেমন তাঁহার দুই স্ত্রীর কথা অনুমান করা যায়, তেমনি উভয়ের মধ্যে যে বিবাদ-বিসংবাদ হইত এবং কাব্য লিখিবার সময় তিনি যে প্রৌঢ় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, ইহাও অনুমান করিতে পারি। কবির পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র, মাছ-মাংস ত্যাগ করিয়া, কবিত্ব অভিলাষে বহুকাল গোপালের উপাসনা করিয়াছিলেন।[৪] কবির স্বহস্তলিখিত পুথিতে নিম্নলিখিত অংশটি আছে।—

কবির পরিচয়

কুলে শীলে নিরবদ্য, ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য, দামুন্যায় সজ্জনের স্থান।
অতিশয় গুণ বাড়া, সুধন্য দক্ষিণপাড়া, সুপণ্ডিত সুকবি সমান॥
ধন্য ধন্য কলিকালে, রত্নাম্বু নদের কূলে, অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য নাম, দামুন্যা করিলা ধাম, তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥
বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব, দেউলা দিলা বৃষদত্ত, কত কাল তথায় বিহার।
কে বুঝে তোমার মায়া, সুরকুল তেয়াগিয়া, বরদান করিলা সঞ্চার॥
গঙ্গা সম সুনির্ম্মল, তোমার চরণজল, পান কৈনু শিশুকাল হৈতে।
সেই ত পুণ্যের ফলে, কবি হই শিশুকালে, রচিলাম তোমার সঙ্গীতে॥
হরিনন্দী ভাগ্যবান্, শিবে দিল ভূমি দান, মাধব ওঝা ধামাধিকারিণী।
দামুন্যার লোক যত, শিবের চরণে রত, সেই পুরী হরের ধরণী॥

---

১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

২ দামিন্যা নগরবাসী প্রভু রামাদিত্য। শিশুকাল হৈতে তার সেবা করি নিত্য।—ক, ক, চ।

৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, ৪২৯ পৃঃ।

৪ কুমাড়িকুলের জাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, এক ভাবে পূজিল গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর, মন্ত্র জপি দশাক্ষর, মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল।—ক, ক, চ।

* * * * কুলের আর, যশোমন্ত অধিকার, কল্পতরু নাগ উমাপতি।
অশেষ পুণ্যকন্ধ, নাগঋষি সর্ব্বানন্দ, সেই পুরী সজ্জন-বসতি ॥
কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটী, বেদান্ত নিগম পাটী, ঈশান পণ্ডিত মহাশয়।
ধন্ত ধন্ত পুরবাসী, বন্দ্য সে বাঙ্গালপাশী, লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয় ॥
কাঞ্জারী কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার, শব্দকোষ কাব্যের নিদান।
কয়ড়ি কুলের রাজা, সুকৃতি তপন ওঝা, তস্য সুত উমাপতি নাম ॥
তনয় মাধব শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, তার নয় তনয় সোদর।
উদ্ধরণ পুরন্দর, নিত্যানন্দ সুরেশ্বর, বাসুদেব মহেশ সাগর ॥
সর্ব্বেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, এক ভাবে পূজিল শঙ্কর।
বিশেষ পুণ্যের ধাম, সুধন্য হৃদয় নাম, কবিচন্দ্র তার বংশধর ॥
অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা, সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা, নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান্।
শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান ॥১

উপরে যে অংশ উদ্ধার করা হইল, তাহাতে মুকুন্দের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্রের ঊর্দ্ধতন আরও কয়েক পুরুষের নাম পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, উক্ত নামগুলি কবির বংশধরেরা শেষে পুথির সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, ইহা ছাড়া মুকুন্দের কাব্য হইতে তাঁহার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না। তাঁহার বংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং এই বংশীয়েরা দামুন্তা, বীরসিংহ ও হুগলা জেলার রাধাবল্লভপুর, এই তিন স্থানে বাস করিতেছেন।

মুকুন্দ যখন দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, সেই সময়ে পথে নৌকার মধ্যে গান রচনা করিবার জন্য চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন। এই আদেশের তারিখ ১৪৯৯ শকাব্দ বা ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দ। পুস্তকের শেষে তিনি ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা। সেই কালে দিলা গীত হরের বনিতা ॥" কবির বয়স এই সময়ে পরিণত হইয়াছিল, অনুমান করা যায়; কেন না, পুস্তকের প্রথমে তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ ও জামাতার নামের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া পুস্তকের মধ্যেও "বুঢ়াকে না করে গুণ মোহন ঔষধ" এই ভণিতা দ্বারা তিনি যেন নিজেকে 'বৃদ্ধ' বলিয়াই ইঙ্গিত করিয়াছেন, মনে হয়। সুতরাং এই সময়ে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর অনুমান করিলে ১৪৫৪ শক বা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদের পর তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বলা চলে।

কবির সময়

কবি আড়রায় অবস্থান করিয়াই তাঁহার অমর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।২ ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের পরে তিনি যখন পুস্তক রচনা শেষ

১ এই অংশ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত হইল।

২ রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ, গান কহিল মুকুন্দ, সুখে থাকি আড়রা নগরে।—ক, ক, চ।

করিয়া, তাহার ভূমিকা (গ্রন্থ উৎপত্তির বিবরণ) লিখিতেছিলেন, তখন মানসিংহ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন ;—অত্যাচার দূর হইয়াছে, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাই গুণগ্রাহী কবি "ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ, গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ" বলিয়া তাঁহাকে অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কয়েকখানি ছাপা পুস্তকের "সে মানসিংহের কালে" এই পাঠের পরিবর্ত্তে স্বর্গীয় অক্ষয় বাবুর সম্পাদিত সংস্করণে "অধর্ম্মী রাজার কালে" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যেও লিখিত হইয়াছে যে, কবির নিজের হাতের লেখা পুঁথিতেও শেষোক্ত পাঠই আছে। আমাদেরও তাহাই ঠিক বলিয়া মনে হয়। কেন না, মানসিংহের অধিকারকালে যদি কবির বর্ণিত অত্যাচার ঘটিত, তবে তিনি সেই অত্যাচারী শাসনকর্ত্তাকে হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাইবেন, ইহা কখন সম্ভব নহে।

রাষ্ট্রবিপ্লব এবং রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচারে বাধ্য হইয়া মুকুন্দ দেশত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশভক্ত কবির স্মৃতি হইতে দামুন্যার চিত্র একেবারে মুছিয়া যায় নাই; বরং প্রবাস-গত প্রেমিকের ন্যায়, তাঁহার নিকট উহা আরও মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। আড়রায় থাকিয়া তিনি যখন মানস নয়নে দামুন্যার চিত্র প্রত্যক্ষ করিতেন, তখন তাহার প্রতি পথ-ঘাট, পল্লী ও তরু-লতার স্মৃতি তাঁহার নিকট সজীব হইয়া উঠিত। রত্নানু নদের সুনির্ম্মল জল, তাহার তীরের শিবমন্দির, সুকবি ও সুপণ্ডিতের নিবাস দামুন্যার দক্ষিণপাড়া, শিব-চরণে রত তথাকার সজ্জন-সমাজ, কবি অতি কাতর-হৃদয়ে এই সকলের বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ দামুন্যার প্রতি যে তাঁহার একটা গভীর মমতা ও ভক্তি ছিল, পূর্ব্বে যে রচনাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে আমরা ইহা জানিতে পারি।

কবির দেশভক্তি

মুকুন্দ যখন কাব্য রচনা করেন, রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচার-কাহিনী তখনও তাঁহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই। জমিদার ও তালুকদারগণের দুর্দ্দশা, সম্ভ্রান্ত লোকের অপমান, তখনও তাঁহার মনকে ব্যথিত করিতেছিল। তাই কাব্যের ভূমিকা ব্যতীত যদিও তিনি নিজের দুঃখকাহিনী আর কোথাও ব্যক্ত করেন নাই, কিন্তু ইঁহাদের দুর্দ্দশার বর্ণনা তিনি যেন নিজের অজ্ঞাতসারে কাব্যের মধ্যে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কালকেতুর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, পশুগণ চণ্ডীর নিকট যাইয়া কাতরতা জানাইতেছে। ভালুক বলিতেছে,—"বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক। নেউগী চৌধুরী নহি না রাখি তালুক॥" হস্তী—"বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর। লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচর॥ কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তরি। আপনার দন্ত মা আপনার বৈরী॥......এত অপমান মাতা সহে কোন জন॥" বাঁদর—"নিবাসে নাহিক কাজ বীর সনে হঠ॥" বস্তুতঃ এক পৃষ্ঠাব্যাপী পশুগণের এই দুঃখ-কাহিনী পাঠ করিলে বোধ হয়, কবি যেন রাজকর্ম্মচারীর নিকট হিন্দুদের তখনকার দুর্দ্দশার কথাই পশুগণের উক্তির ছলে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ডিহিদারের অত্যাচার কবি হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন। তাই

অত্যাচারের স্মৃতি

কালকেতু যখন তাহার নগরে প্রজাপত্তন করিতেছে, তখন তাহাকে দিয়া তিনি প্রজাদের আশ্বাস দিতেছেন,—

"ডিহীদার নাহি দিব দেশে।"

চণ্ডীকাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে মুকুন্দ কবির স্থান অতি উচ্চে। যদিও তাঁহার কাব্য মৌলিক নহে—প্রাচীন কবিগণের রচনা ও ভাব অবলম্বন করিয়া তিনি কাব্য লিখিয়াছেন, তথাপি ঘটনা-বৈচিত্র্য, আখ্যান-বস্তুর বর্ণনা, চরিত্রের বিকাশ এবং কাব্যাংশে তাঁহার গ্রন্থই প্রথম শ্রেণীর। প্রাচীন চণ্ডী-কাব্যের যে সকল চরিত্র অস্পষ্ট ও অনুজ্জ্বল, মুকুন্দের কাব্যে তাহা বিস্তৃত এবং উজ্জ্বল হইয়াছে। সমুদ্র হইতে যিনি মুক্তা আহরণ করেন, তাঁহার সাহস, চেষ্টা ও পরিশ্রম প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু যিনি সেই মুক্তাকে মাজিয়া ঘষিয়া, মালা প্রস্তুত করিয়া লোকসমাজে লইয়া আসেন, মানুষের নিকট তাঁহার কৃতিত্বই যেন বেশী বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীকাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে মুকুন্দ এই হিসাবে শ্রেষ্ঠ কবি।

কবির শ্রেষ্ঠত্ব

কিন্তু তাঁহার কাব্যের পুরুষ-চরিত্র তত উন্নত নহে। ধনপতির বিপদে উপেক্ষা এবং অগাধ শিবভক্তি থাকিলেও, তিনি উৎকৃষ্ট কাব্যের নায়কের গুণশালী নহেন। তাঁহার জীবনে কোন বৈচিত্র্য বা উদ্যমশীলতা নাই। স্নেহের দুলাল শ্রীমন্তের অল্প বয়সে সিংহল-যাত্রা, সাহস এবং পিতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বটে। কিন্তু ইহা ছাড়া তাহার চরিত্রে আর কি বিশেষত্ব আছে? মুকুন্দের হাতে কাব্যের বিকাশ ও পুষ্টি হইয়াছে, কিন্তু নায়ক-চরিত্রের কোন উন্নতি হয় নাই। এ বিষয়ে আমরা কবিকে দোষ দিতে পারি না। কেন না, যে অবস্থার মধ্যে কবির প্রতিভা স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পায়, তখনকার সমাজের অবস্থা সেরূপ ছিল না। আমরা বোধ হয়, তখনকার সমাজের পুরুষ-চিত্রই মুকুন্দের কাব্যে দেখিতেছি।

পুরুষ-চরিত্র অনুন্নত

কবিকঙ্কণের পুরুষে পৌরুষ নাই বটে, কিন্তু রমণী-চরিত্রে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। চণ্ডী-কাব্যে পৌরাণিক কোন আদর্শের অনুসরণ না থাকিলেও ফুল্লরা ও খুল্লনা যেন সীতা-সাবি-ত্রীরই অব্যক্ত ছায়া। এই দুই চরিত্রে কবি যে রমণীয়তা, কোমলতা, মাধুর্য্য, স্নেহ, পতিভক্তি এবং কষ্টসহিষ্ণুতা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আমরা আজিও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দেখিতে পাই-তেছি। কবিকঙ্কণের কৃতিত্বই এইখানে। সুখ বা ঐশ্বর্য্য-বর্ণনায় তিনি সফলকাম হন নাই—দুঃখ-বর্ণনায়ই তিনি অদ্বিতীয়। ফুল্লরার "বারমাস্যা" পাঠ করিলে চোখের জল রাখা যায় না। কিন্তু সেই ফুল্লরা যখন রাজরাণী, তখন তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সম্ভ্রম আসে না। ইহা ছাড়া মুকুন্দের আর একটি গুণ আছে, যাহার নিকট তাঁহার অন্য সমস্ত গুণই পরাভূত হইয়াছে। সেটি হইতেছে—তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণনা। কবি স্বভাবের এতই পক্ষপাতী যে, তাঁহার কাব্যে অস্বাভাবিক বর্ণনা অতি কমই আছে। গুজরাটে কালকেতুর নগর পত্তনের সময় তিনি যে বিভিন্ন জাতির বর্ণনা

দুঃখ বর্ণনায় কৃতিত্ব

য়াছেন, আমার বোধ হয়, তাহা কবি-কল্পনা নহে—ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গীয় মানব-জের একটি নিখুঁৎ ফটো। প্রথমেই মুসলমানের বর্ণনা দেখুন,—

আইসে চড়িয়া তাজি, সৈয়দ মোগল কাজি, খয়রাতে বীর দেয় বাড়ি।
পুরের পশ্চিম পটী, বোলায় হাসনহাটি, এক সমুদায় গৃহ বাড়ী॥
ফজর সময়ে উঠি, বিছায়্যা লোহিত পাটী, পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে, জপে পীর পেগম্বরে, পীরের মোকামে দেই সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদরে, বসিয়া বিচার করে, অনুদিন কিতাব কোরাণ।
সাঁজে ডালা দেই হাটে, পীরের শীরিনি বাঁটে, সাঁঝে বাজে দগড় নিশান॥
বড়ই দানিসবন্দ, কাহাকে না করে ছন্দ, প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ, বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥
না ছাড়ে আপন পথে, দশরেখা টুপি মাথে, ইজার পরয়ে দঢ় করি।
যার দেখে খালি মাথা, তা সনে না কহে কথা, সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ি॥
আপন টোপর লৈয়া, বসিলা গাঁয়ের মিয়া, ভুঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাথ।
সুবলি নেহালি পানি, কুড়ানি বটুনি হুনি, পাঠান বসিল নানা জাত॥
বসিল অনেক মিয়া, আপন তরফ লৈয়া, কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়্যা নিকা, দান পায় সিকা সিকা, দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥
করে ধরি খর ছুরি, কুকুড়া জবাই করি, দশ গণ্ডা পায় দান কড়ি।
বকরি জবাই যথা, মোল্লারে দেই মাথা, দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি॥—ইত্যাদি।

পূজারি ব্রাহ্মণের চিত্রটি দেখুন,—

মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে, নগরে যাজন করে, শিখয়ে পূজার অধিষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে, দেব পূজে ঘরে ঘরে, চাউলের বোচকা বান্ধে টান॥
ময়রা-ঘরে পায় খণ্ড, গোপঘরে দধিভাণ্ড, তেলি-ঘরে তৈল কুপী ভরি।
কোথাও মাসের কড়ি, কেহ দেয় দালি বড়ি, গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতরি॥
গুজরাট নগরে, নগরিয়া শ্রাদ্ধ করে, গ্রামযাজী হয় অধিষ্ঠান।
সাঙ্গ করি দ্বিজে কয়, কাহন দক্ষিণা হয়, হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরাণ॥

বৈদ্য—

বৈদ্য জনের তত্ত্ব, গুপ্ত সেন দাস দত্ত, কর আদি বৈসে কুলস্থান।
বটিকায় কার যশ, কেহ প্রয়োগের বশ, নানা তন্ত্র করয়ে বাখান॥
উঠিয়া প্রভাত কালে, ঊর্দ্ধ ফোটা করে ভালে, বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া জর্জ্জর ধুতি, কাঁখে করি নানা পুথি, গুজরাটে বৈদ্যগণ ফিরে॥
কার দেখি সাধ্য রোগ, ঔষধ করয়ে যোগ, বুকে ঘা মারিয়া অর্থ চায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ, পলাইতে করে যোগ, নানা ছলে করয়ে বিদায়॥

কর্পূর পাচন করি, তবে জীয়াইতে পারি, কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী সবিনয় বলে, কর্পূর আনিতে চলে, সেই পথে বৈদ্যের পয়ান॥

তিনি মনুষ্য-সমাজকে এত গভীর ভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন যে, তাহার চিত্র কবির হৃদয়ে গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি ইতর জীবের বর্ণনায়ও মানবীয় উপমা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। নীচের বর্ণনাটি দেখুন,—

মানবীয় উপমা

এক ফুলে মকরন্দ, পান করি সদানন্দ, ধায় অলি অপর কুসুমে।
যেন, এক ঘরে পেয়ে মান, গ্রামযাজী দ্বিজ যান, অন্য ঘর চলেন সম্ভ্রমে॥

আকবরের পূর্ব্ব হইতেই ভারতের সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে গোয়া নগরীতে পর্ত্তুগীজ-গণ অধিকার বিস্তার করিয়াছিল এবং মগ্‌দের সহিত মিলিত হইয়া ইহারা বঙ্গোপসাগরে দস্যুতা করিত। এই সকল ঘটনার ক্ষেত্র হইতে দূরে বাস করিয়াও মুকুন্দ, ইহার সংবাদ অবগত ছিলেন। ধনপতি ও শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রার সময় তাহাদের নৌকা "ফিরিঙ্গির দেশ"এর নিকট দিয়া গিয়াছিল এবং তাহাদের হারমাদা অর্থাৎ যুদ্ধ-জাহাজের ভয়ে দিন-রাত্রি নৌকা বাহিয়া এই স্থান অতিক্রম করিয়াছিল, কবি এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, মুকুন্দের অভিজ্ঞতা কেবল দামুন্যা পল্লী বা আড়রা গ্রামেই নিবদ্ধ ছিল না। তখনকার দিনে আজকালকার মত সংবাদপত্র বা সংবাদ-প্রচারের অপর কোন সুবিধা না থাকিলেও, তিনি সেই সময়কার দেশের নানাবিধ অবস্থার সহিত পরিচিত ছিলেন—দেশ-বিদেশের কোন নূতন খবর প্রায়ই তাঁহার অবিদিত থাকিত না।

কবিকঙ্কণ যে এক জন উচ্চ দরের কবি ছিলেন, তাঁহার কাব্যের আরও একটি বিষয়ে তাহা আমরা জানিতে পারি। প্রতিভাশালী কবি, কাব্য লিখিবার সময়, তাহার চরিত্রগুলি ধ্যান করিতে করিতে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়েন—তাঁহার আর তখন বাহ্য জ্ঞান থাকে না। কাব্যোক্ত চরিত্রগুলি এই অবসরে কবির হাত ছাড়াইয়া, নিজেরাই তখন পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করে। উচ্চ শ্রেণীর কবির কাব্যে এইরূপে নাটকীয় ভাবের সমাবেশ হইয়া থাকে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও আমরা এইরূপ নাটকীয় ভাবের বিকাশ দেখিতে পাই। গঙ্গা এবং চণ্ডীর কোন্দলটি দেখুন,—

নাটকীয় ভাব

চণ্ডী—সাধিতে আপন কাম, আইলাম তোমার স্থান, বহিবে আমার কিছু ভার।
প্রাণের বহিনী গঙ্গে, চল গো আমার সঙ্গে, যাব রাজ্য কলিঙ্গ রাজার॥
গঙ্গা, সন্তাপ করহ মোর দূর।
হইয়া উন্মত্ত বেশ, হাজাবে কলিঙ্গ দেশ, তবে বৈসে গুজরাটপুর॥

গঙ্গা—হই গো বিষ্ণুর দাসী, বিষ্ণু-পদ হইতে আসি, সেই প্রভু গতি সভাকার।
হই গো বিষ্ণুর অংশা, কারো নাহি করি হিংসা, কেন রাজ্য হাজাব রাজার॥
দিদি, পর-পীড়া দেখি লাগে ভয়।
পরের দেখিয়া দুখ, হই আমি অশ্রুমুখ, তারে আমি সদয় হৃদয়॥

চণ্ডী—কুম্ভীর মকরগণ, প্রাণী হিংসে অনুক্ষণ, কি কারণে ধর তারে কোলে।
মহাপাপ যার গায়, সে পাপী তোমাতে নায়, বৈষ্ণবী তোমারে কেবা বলে ॥
গঙ্গা, গরব না কর মোর আগে।
আসিয়া তোমার নীরে, বালীঘট করি মরে, সেই বধ তোমারে সে লাগে ॥
গঙ্গা— পূর্ব্বজন্মের ফলে, আসিয়া আমার জলে, প্রাণ ত্যজে আপন ইচ্ছায়।
মহিষ ছাগল মেষ, খায়্যা কৈলে অবশেষ, সেই বধ লাগিবে তোমায় ॥
তুমি নীচ পশু নাহি ছাড় বরা ॥
স্ত্রী হয়্যা করিলে রণ, বধিলে অসুরগণ, সমরে করিলে পান সুরা।
চণ্ডী—তোরে আমি ভাল জানি, পিয়াছিল জহ্নু মুনি, তোমার না করি জল পান।
কোন মড়া পোড়ে কূলে, কোন মড়া ভাসে জলে, শ্মশানে তোমার অধিষ্ঠান ॥
ইত্যাদি।

মাত্র এই এক জায়গায় নহে, মুকুন্দ তাঁহার কাব্যের বহু স্থলেই এইরূপ নাটকীয় ভাব দেখাইয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে এখানে আর বেশি তুলিতে পারিলাম না।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী যদিও ইতিহাস নহে,—কাব্যমাত্র, তথাপি অনুসন্ধান করিলে ইহার মধ্যে সেই সময়কার এমন অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, যাহা ইতিহাসে মেলা কষ্টকর। বড় বড় বিষয় এবং রাজা-রাজড়ার ঘটনা লইয়াই ইতিহাস রচিত হইয়া থাকে; সাধারণ লোকের আচার-ব্যবহার, জীবন-যাত্রার প্রণালী, সমাজের অবস্থা, ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবনের ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় আমাদের দেশের ইতিহাসে প্রায়ই আলোচিত হয় না—যদিও এই সকল বিষয় ইতিহাসের একটি প্রধান অঙ্গ। বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে

সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থা

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী-শ্রেণীর গ্রন্থ হইতে তাহার উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্যক হইবে। মুকুন্দের কাব্য হইতে আমরা তখনকার সমাজের মোটামোটি এই কয়টি কথা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি,—তখনকার বড়লোকদের বাড়ীতে শিবমন্দির, অনাথমণ্ডপ, অতিথিশালা থাকিত; সহরের বড়লোকেরা "বাসাড়ে"দের জন্য ঘর তৈরী করিয়া দিতেন; বিদেশে যাহাদের ঘর-বাড়ী নাই, এমন প্রবাসী লোকেরা তথায় থাকিত।১ ধনী লোকেরা যখন বিদেশ হইতে বাড়ী আসিতেন, তখন বাড়ীর কিছু দূরে থাকিয়াই নৌকা হইতে ভেরী বাজিয়া উঠিত; তাঁহাদের নৌকায় টিকারা প্রভৃতি আরও অনেক বাদ্য থাকিত; এই সকল বাদ্য বাজাইয়া তাঁহাদের গমনাগমনের সংবাদ ঘোষণা করা হইত।২ বিলাসীরা কাণে সোনার অলঙ্কার পরিত, সারা গায়ে চন্দন মাখিত এবং মুখে

১ ......চত্বর মাঝে, শিবের মণ্ডপ সাজে, অনাথমণ্ডপ অতিথিশালা।
বাসাড়ে জনের তরে, দীঘল মন্দির করে, প্রবাসী জনের তথি মেলা ॥—ক, ক, চ।

২ যখন পাইল সদাগরের ভেরীর সাড়া।—ক, ক, চ।

গুআ ও হাতে পান লইয়া, তসরের কাপড় পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত।[১] কাহাকেও কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইলে, তাহাকে আজ্ঞাসূচক পান দেওয়া হইত।[২] কারিকরগণের নাম ছিল কামিনা। অনেকেই "যুঝারিয়া" ভেড়া পুষিত এবং তাহাদের লড়াই একটা উৎসবের জিনিষ ছিল।[৪] মাঘ, বৈশাখ প্রভৃতি পুণ্য-মাসে সম্পন্ন গৃহস্থেরা পুরাণপাঠ শুনিতেন।[৫] ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা তামা এবং রজত-শিপের ন্যায় গণ্ডারের খড়্গানির্ম্মিত শিপ বা কোষায় তর্পণ করিতেন। ঠগীজাতীয় খণ্ড নামে দস্যু ছিল; ইহারা পথিকের গলায় ফাঁস লাগাইয়া মারিয়া ফেলিত।[৭] জমীদারদের অধীনে বাগদী, হাড়ী এবং ডোমজাতীয় সৈন্য থাকিত এবং ইহারা যুদ্ধে খুব পটু ছিল।[৮] বাঙ্গালীরা পাগড়ী ধারণ করিত।[৯] ধান পাকিলে, দুষ্ট জমীদারেরা গরীব প্রজার সঙ্গে নানারূপ কলহ করিয়া তাহার শস্য হরণ করিত।[১০] ধান বিক্রয় করিবার সময় একরূপ দান দিতে হইত।[১১] বিবাহের সময় বর ও বরযাত্রীদের উপর গুড়-মাখা চাউল ফেলিয়া তামাসা করা হইত।[১২] বাউরীরা দোলা বহন করিত।[১৩] মজুরের নাম ছিল 'বেরুণিয়া'।[১৪] আজকাল পশ্চিমবঙ্গে মেয়েরা একবেড়া করিয়া কাপড় পরেন। কিন্তু কবিকঙ্কণের সময়ে এ অঞ্চলে মেয়েদের দোবেড়া (দোছুটী) কাপড় পরিবার রীতি ছিল।[১৫] মেয়েরা 'গুয়ামুটি' নামে একরকম খোঁপা বাঁধিতেন।[১৬] মেঘডম্বুর কাপড় এবং কাঁচলী, ধনী-স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করিতেন।[১৭] পাশা খেলা স্ত্রীলোকদের

১ নগরে নাগর জনা, কানে লম্বমান সোনা, বদনে গুবাক হাতে পান। চন্দনে চর্চ্চিত তনু, হেন দেখি যেন ভানু, তসর বসন পরিধান।—ক, ক, চ।

২ হাতে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি।—ক, ক, চ।

৩ বিশাই কামিনা চণ্ডী করিল স্মরণ।—ঐ ঐ

৪ জোড়া জোড়া খাসি নিল যুঝারিয়া ভেড়া।—ক, ক, চ।

৫ মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে স্নান দান। সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ।—ক, ক, চ।

৬ সুন্দর বেচয়ে খড়্গ ধরে এক পণ। ব্রাহ্মণ সজ্জনে কিনে করিতে তর্পণ।—ক, ক, চ।

৭ পথে লাগ পাইল খণ্ডে, ফাঁস দিয়া মাইল কণ্ঠে, কিবা ছিল আমার ললাটে।—ক, ক, চ।

৮ নয় কাহন বাগদী উঠে যুদ্ধে তারা যম। সাত কাহন হাড়ি পাইক বার কাহন ডোম।—ক, ক, চ।

৯ মস্তকের পাগ দিল গায়ের পাছড়া।—ক, ক, চ।

১০ যখন পাকিবে খন্দ, পাতিবে বিষম দ্বন্দ, দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা।—ক, ক, চ।

১১ যত বেচ ভাল ধান, তার না লইব দান।—ক, ক, চ।

১২ কেহ আগাইয়া বীরে গুড় চাউলি মারে।—ক, ক, চ।

১৩ গমনের শুভবেলা, বাউরী যোগায় দোলা।—ক, ক, চ।

১৪ মহাবীর কাটে বন, শুনি বেরুণিয়াগণ, আইসে তারা নানা দেশ হৈতে।—ক, ক, চ।

১৫ দোছুটি করিয়া পরে বার হাত সাড়ী।—ক, ক, চ।

১৬ কবরী বান্ধিল রামা নাম গুয়ামুটি। দর্পণে নিহালি দেখে যেন গুয়াগুটি।—ক, ক, চ।

১৭ বাছিয়া পরয়ে মেঘডম্বর কাপড়।—ক, ক, চ।

মধ্যে খুব প্রচলিত ছিল।[১] পিটালি ও হলুদ মাখিয়া গায়ের ময়লা পরিষ্কার করা হইত।[২] শঙ্খ পোড়াইয়া চুন হইত।[৩] মেয়েরা "কুলুপিয়া শঙ্খ" নামে শাঁখা পরিতেন; ইহা পরিতে কষ্ট হইত না—তালার মত চাবি খুলিয়া হাতে লাগান যাইত।[৪] লোকে সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে ধূপ-দীপ দিত।[৫] চণ্ডীর নিকট শূকর ও নরবলি দেওয়া হইত।[৬] বল্লালী কৌলিন্য-প্রথা নিন্দিত ছিল—অন্ততঃ মুকুন্দের নিকট। পাঠশালায় জনার্দ্দন ওঝার সহিত ঝগড়ার সময় শ্রীমন্ত বলিতেছে—"গোত্রে দুর্ব্বাসা ঋষি কুলে দত্ত বেণ্যা। ব্রাহ্মণের মত নহি বল্লালসেন্যা॥" সন্তান জন্মিলে পর আঁতুড়-ঘরের দুয়ারে গরুর মাথা, জুতা ও জাল রাখা হইত।[৭] ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজার ন্যায় সাত দিনে সপ্তঋষির পূজা হইত।[৮] এই সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের খুব প্রসার ছিল। "দুর্ব্বলা কিঙ্করী গায় কৃষ্ণের চরিত" এবং ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার অনুকরণে শ্রীমন্তের খেলার বর্ণনা দেখিয়া ইহা জানা যায়। ইহা ছাড়া শ্রীমন্তের আরও এই কয়েক রকম খেলার বর্ণনা আছে,—চিকা কড়ি, বিপঞ্চিকা, সটকা, বাগচাল, জুয়া, গাছে চড়িয়া ঝালি খেলা, পাশা খেলা। বিদ্যাশিক্ষার মধ্যে এক ঝুড়ি সংস্কৃত বইয়ের নাম এবং "আচার বিনয় দীক্ষা, যতনে করাও শিক্ষা" ইহাও বর্ণিত আছে। ব্যাধ কালকেতুও ভাগবতের কথা বলিতেছে,—"এথাই নরক স্বর্গ বলে ভাগবতে।" বিবাহের সময়, স্ত্রীআচারের কালে বরকে গরুর মাথার উপর দাঁড় করাইয়া রাখা নিয়ম ছিল।[৯] বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রীতে ঝগড়ার কথাও কবিকঙ্কণের-চণ্ডীতে লিখিত আছে। ডম্বরু বাজনার বিশেষ প্রচলন ছিল।[১০] "শুক্র" অর্থে চন্দ্র ও চান্দ শব্দের ব্যবহার আমরা এত দিন সহজিয়া-সাহিত্যেই দেখিয়াছি। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ইহার প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয় যে, সাধারণের মধ্যে তখন এই অর্থ অজ্ঞাত ছিল না। লহনার ঔষধ-প্রসঙ্গে—"স্বামীর সম্ভোগ চান্দ রাখিবে যতনে। বাঘতেল সনে রামা মাখিবে বদনে।" এক রকম হাতের শাঁখা ছিল—তাহার

---

১ চারি পাঁচ সখী মিলে রাত্রি দিবা পাশা খেলে।—ক, ক, চ।

২ পিটালী হরিদ্রা লয়্যা, খুল্লনারে বুলি চায়্যা, করিতে অঙ্গের মলা দূর।—ক, ক, চ।

৩ কর্পূর কিনিল শঙ্খচুন।—ক, ক, চ।

৪ দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।—ক, ক, চ।

৫ শ্রাদ্ধ করে কোন জন গঙ্গার সমীপে। সন্ধ্যাকালে কোন জন দেই ধূপ দীপে।—ক, ক, চ।

৬ তুমি নীচ পশু নাহি ছাড় বরা। মোরে কিবা বলি দিয়া পূজিবে চণ্ডিকা।—ক, ক, চ।

৭ গোমুণ্ডে দুয়ারে স্থাপিল ষষ্ঠী বুড়ী। দুয়ারে বান্ধিল জাল বেত্র উপানহ।—ক, ক, চ।

৮ সপ্তম দিনে সপ্ত ঋষি করিল অর্চ্চনা।—ক, ক, চ।

৯ কাপাসের বাড়ী হইতে আনিল গোমুণ্ড। দাণ্ডাইয়া সাধু তায় রবে দুই দণ্ড।
খুল্লনা করিবে যদি সাধুর অপমান। মৌনে রহিবে সাধু গো-মুণ্ড সমান।—ক, ক, চ।

১০ চৌদিকে ডম্বরু বাজনা। ক, ক, চ।

নাম শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।[১] মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় পশুবলি ছাড়া, পূজক, নিজের অঙ্গ কাটিয়া রুধির বলি দিতেন।[২] স্ত্রীলোকেরা রক্তবস্ত্র পরিয়া, মাথার চুল ছাড়িয়া দিয়া, মঙ্গলবারে, অষ্টমী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে চণ্ডীর পূজা করিত এবং চণ্ডীর ঘট মাথায় করিয়া নাচিয়া বেড়াইত।[৩] ধনপতি, সিংহলের রাজাকে এই সকল জিনিষ দিয়া ভেট দিতেছেন,—এক শ পঞ্চাশখানি ভোট-কম্বল ও গড়া বাস, গঙ্গাজলী পাটি, ময়ূরের পাখার ছাতি—ইহার ডাঁটি লাল বর্ণের ও ঝালর মণিমুক্তায় রচিত। যুঝারিয়া ভেড়া, জিন সমেত ঘোড়া, শিকারী কুকুর, চামের ঠুলিতে চোক-বাঁধা সঞ্চান (বাজ) পাখী, খাঁচায় পোরা রাজহাঁস, ঘুঘু ও পায়রার ছানা, কৃষ্ণসার হরিণ, বাঘ ও সিংহ; খাসা চিনির লাড়ু, গঙ্গাজল ও পিণ্ড খেজুর। হাতে তাড়-বালা এবং কাণে সোনা-পরা শত শত লোক এই সব জিনিষ লইয়া চলিয়াছে। তাহাদের আগে-পাছে পাইকে পাহারা দিয়া যাইতেছে। রাজা ভেট অঙ্গীকার করিয়া, সদাগরকে এক শ কাহন কড়ি রন্ধনের 'ব্যাভার' এবং চন্দন ও অলঙ্কার দিলেন।[৪] শিশুর অলঙ্কার ছিল,—গলায় সোনার কাঁঠি, কোমরে সোনার শিকলি এবং পায়ে বাঁক-মল।[৫] লগ্নাচার্য্যেরা হাট-বাজারে পাঁজি শুনাইয়া ও কুশাই ওঝারা কাঁধে কুশের বোঝা লইয়া, বেদ-মন্ত্র পড়িয়া, লোকের নিকট হইতে কড়ি আদায় করিত।[৬] সখীস্থানীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে পরস্পর দেখা হইলে, মাথার উকুন বাছা একটা মস্ত কাজ ছিল। বিমলার মাতা ফুল্লরাকে বলিতেছে,—"আইস পরাণের সই বইস ভগিনী। মোর মাথার গোটা চারি দেখহ উকুনী॥" —ক, ক, চ। পল্লীগ্রামে এই প্রথা এখনও দেখা যায়। বৈশাখ ও মাঘ মাসে অনেকেই মাছ মাংস খাইতেন না।[৭] আজকালকার মত শীতবস্ত্রের প্রচলন তখন বেশী ছিল না। এক

১ কেবতে পুড়িল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ। অঙ্গের পুড়িয়া গেল পাটের বসন।...
সেই মত আছে শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ। মলি নাহি পড়ে অঙ্গে পাটের বসন॥—ক, ক, চ।

২ সুবর্ণের বাটিতে দিল নিজ অঙ্গ বলি। সঘনে অভয়া বল্যা দিল হুলাহুলী॥—ক, ক, চ।

৩ পরিয়া লোহিত বাস, আকুল কুন্তল পাশ, বেড়ি ফিরে দিয়া হুলাহুলি।
শিরে হেম ঝারি, নাচয়ে সুন্দরী, দিয়া জয় জয় ধ্বনি॥ ক, ক, চ।

৪ শতেক কাহন দিল রন্ধন ব্যাভার।...সাধুকে তুষিল রাজা ভূষণ চন্দনে॥—ক, ক, চ।

৫ বিচিত্র কপাল তটি, গলায় সুবর্ণ কাঁঠি, কটিতটে শোভে আর কনক শিকলি।
পদযুগে মল বাঁকি করে ঝলমলি।—ক, ক, চ।

৬ প্রবেশিতে হাট মাঝে, আসি হরি মহারাজে, ডাকে মীন রাশির কল্যাণ।
আশীষ তোমারে গজ্জি; আসিয়া শুনাল্য পঞ্জী, তারে দিনু কাহনেক দান॥
কান্ধে কুশের বোঝা, নগরে কুশাই ওঝা, বেদ পঢ়ি করিল আশীষ।
ইচ্ছিয়া তোমার যশ, দিনু তারে পণ দশ ... ...।—ক, ক, চ।

৭ বৈশাখ হল্যা বিষ গো বৈশাখ হল্যা বিষ। মাংস নাহি খায় সর্ব্ব লোক নিরামিষ।
নিদারুণ মাঘ মাস নিদারুণ মাঘ মাস। সর্ব্বজন নিরামিষ করে উপবাস।—ক, ক, চ।

রজ্ঞ তুলার জামা, "তুলিপাড়ি" ও "পাছুড়ি" নামক গায়ের কাপড় মধ্যবিত্ত লোকেরা গায়ে দিতেন, গরীব লোকেরা আগুন ও রৌদ্র পোহাইয়া, "খোসলা" নামক এক রকম কাপড় গায়ে দিয়া শীত কাটাইয়া দিত।[১] বর্ষাকালে গৃহস্থদের অন্নকষ্ট ও অর্থকষ্ট উপস্থিত হইত।[২] ধনী লোকেরা মাটির নীচে টাকা পুতিয়া রাখিত—"সর্ব্বধন সম্বরিয়া রাখিলেন খন্তে।"—ক,ক, চ। কায়স্থেরা হাট-বাজারে দোকানদারের বা বণিক্‌দের মুহুরির কাজ করিত—"বিচারিয়া কেহ দেখে, কাগজে কায়স্থ লেখে, সায় করি বেণে দেয় টাকা॥"—ক, ক, চ। অলঙ্কারণের মধ্যে ফুল, প্রধান উপকরণরূপে গণ্য হইত এবং মালীরা পথে পথে ইহা ফিরি করিয়া বেড়াইত—"ফুলের পুঁটলি বান্ধে, সাজি করি ফিরে কান্ধে, ফিরে তারা নগরে নগর॥"—ক, ক, চ। জুতা বা পাদুকার প্রচলন তখন বেশী ছিল না। বাড়ীতে অভ্যাগত আসিলে, তাঁহাকে পা ধুইবার জন্য জল দেওয়া হইত। ধনপতি যখন শ্বশুরবাড়ী গিয়াছেন, তখনও তাঁহার পায়ে জুতা নাই—জল আনিয়া তাঁহার পা ধোয়াইয়া দেওয়া হইতেছে।—"কেহ জল দেই কেহ চরণ পাখালে॥"—ক, ক, চ। তবে বোধ হয়, বড়লোকেরা শুইবার আগে, পা ধুইয়া, পাদুকা ধারণ করিতেন। ধনপতি—"চরণে পাদুকা দিয়া করিল গমন। বিনোদ মন্দিরে সাধু করিল শয়ন॥"—ক, ক, চ। গাড়ুতে করিয়া ঘি পরিবেষণ করিবার রীতি ছিল,—"সুবর্ণের গাড়ুতে লহনা দেই ঘি॥"—ক, ক, চ। বণিকেরা গন্ধেশ্বরীর অর্চনা করিত—"বলে সাধু লক্ষপতি, দিল গন্ধেশ্বরীর দোহাই॥"—ক, ক, চ। সুশীলা শ্রীমন্তকে "সাওলী" গামছার লোভ দেখাইতেছে,—"সাওলী গামছা দিব ভূষিত কস্তূরী॥"—ক, ক, চ। ইহা ছাড়া গুজরাট নগরে বিভিন্ন জাতির বর্ণনা-প্রসঙ্গে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। বাহুল্য-ভয়ে সে সকল কথা এখানে বলিলাম না।

৫। দ্বিজ জনার্দ্দন

দ্বিজ জনার্দ্দনের রচিত চণ্ডীকাব্যকে আমরা মুকুন্দের অনেক পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করি। তাই কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পরেই তাহার উল্লেখ করিলাম। এই কাব্যখানি অতিশয় ছোট—ঠিক যেন একটি ব্রতকথা। ইহা হইতে কবির পরিচয় প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। রচনার নমুনা পরপৃষ্ঠায় কিছু তুলিয়া দিলাম।

---

১ পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন। তুলিপাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ॥
তৈল তুলা তনুনপাৎ তাম্বুল তপন। করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥—ক, ক, চ।

২ আষাঢ় পুরিল মহী নবমেঘে জল। বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥—ক, ক, চ।

১ম ভাগ

নিত্য নিত্য সেই ব্যাধ আনন্দিত হইয়া। পরিবার পালে সে যে মৃগাদি মারিয়া॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ লগুড় কাঁধেতে। সর্ব্ব মৃগ ধাইয়া গেল বিন্ধ্য গিরিতে॥
ব্যাধ দেখি মৃগ পলাইল ত্রাসে। পাছে ধাএ ব্যাধ মৃগ মারিবার আশে॥
বৃদ্ধ বরাহক আদি যত মৃগগণ। মঙ্গলচণ্ডীর পদে লইল শরণ॥
ব্যাধেরে দেখিয়া দেবী উপায় চিন্তিল। দুর্গতিনাশিনী দেবী সদয় হইল॥
সুবর্ণ গোধিকারূপ ধরিয়া পার্ব্বতী। ব্যাধ-পথ যুড়িয়া রহিল ভগবতী॥
মৃগ না পাইয়া ব্যাধ হইল চিন্তিত। সুবর্ণ-গোধিকা পথে দেখে আচম্বিত॥
সুবর্ণ-গোধিকা পাইয়া হরষিত মনে। ধনুর অগ্রে তুলি লইল তখনে॥
মনে মনে ভাবি ব্যাধ ধীরে ধীরে হাটে। সত্বরগমনে গেল বাড়ীর নিকটে॥
হরষিত মনে ব্যাধ গদ গদ বাণী। উচ্চস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিল গেহিনী॥
যেন মতে গৃহে নিয়া থুইল গোধিকা। পরম সুন্দরী রূপ ধরিল চণ্ডিকা॥
দিব্যরূপ দেখি তান ব্যাধ কালকেতু। গৃহিণীর মুখ চাহি বোলে কোন হেতু॥
মঙ্গলচণ্ডিকা বোলে শুন ব্যাধবর। তুষ্ট হয়ে দেখা দিল তোমার গোচর॥
সংপ্রতি হইল ব্যাধ তোমার শুভযোগ। পঞ্চ শত স্বর্ণাঙ্গুরী কর উপভোগ॥
আজু হোতে ব্যাধ তুমি না যাইবা বন। মৃগ না মারিবা এহি শুনহ বচন॥ ইত্যাদি

২য় ভাগ

অনুগত জনে দয়া করে গিরিসুতা। চলহ খুল্লনা গৃহে সাধুর দুহিতা॥
ব্রতের বিধান সর্ব্ব ব্রতীএ কহিল। প্রণাম করিয়া তবে খুল্লনা চলিল॥
হারাইয়াছিল ছাগল পথে পাইল তারে। গৃহে আসি খুল্লনা যে বিবিধ প্রকারে॥
চণ্ডিকার পূজা করে ভক্তি অনুসারে॥ ... ...
মঙ্গলচণ্ডীর বরে বাড়িল উন্নতি। ব্রত হতে সুখী হৈল খুল্লনা যুবতী॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাধুএ ভুষিল। কত কাল পরে কন্যা গর্ভবতী হৈল॥
খুল্লনার গর্ভ ছয় মাস হৈল যবে। বাণিজ্যেরে চলে ধনপতি সাধু তবে॥
স্বামীর অগ্রেত গিয়া করিল ভকতি। বাণিজ্য করিতে সাধু হইলেক মতি॥
ছয় মাস গর্ভ মোর জানাইল তোমারে। জানিবার পত্রে হর্ষে দিলেক কুমারে॥
হীরা মণি মাণিক্য আর নানা দ্রব্য যতে। হরষিত ভরে ডিঙ্গা যত লয় চিতে॥
ডিঙ্গাতে অর্থ ভরি সাধুর নন্দনে। খুল্লনা আসিতে আজ্ঞা করিল তখনে॥
মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিতে কারণ। অর্ঘ্য আনিতে বিলম্ব হইল তখন॥
বিলম্ব দেখিয়া তবে সাধু মহাজন। চণ্ডিকার ঘটে পদ ক্ষেপিল তখন॥[১] ইত্যাদি

১ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত।

৬। ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলকে আমরা চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে গ্রহণ করিলাম বটে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে চণ্ডীমঙ্গল না বলিয়া, অন্নপূর্ণা-মঙ্গল বলাই উচিত। কেন না, ইহার মধ্যে মুখ্য-ভাবে অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যই বর্ণিত হইয়াছে। সুন্দরের সিঁদ কাটিবার সময় কালীপূজার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু চণ্ডীর প্রসঙ্গ ইহার মধ্যে মোটেই নাই। চণ্ডী ও অন্নপূর্ণা, মূলে এক শক্তি হইলেও, উভয়ের রূপে পার্থক্য আছে। চণ্ডী অপেক্ষা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তিও আধুনিক। কেহ কেহ বলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণামূর্ত্তি এবং তাঁহার পূজা প্রচার করেন। "সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা। প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্ত মহিমা।" ভারতচন্দ্রের এই কথা হইতে ইহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। চণ্ডীকাব্যের উপাখ্যানও অন্নদামঙ্গলে গৃহীত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে ইহাতে হরিহোড় এবং ভবানন্দের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য চণ্ডী-মঙ্গল সম্বন্ধীয় এই প্রবন্ধের মধ্যে অন্নদামঙ্গলের বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া, সংক্ষেপে পরিচয় মাত্র প্রদান করিব—যদিও ইহাতে আলোচনার জিনিষ যথেষ্টই আছে।

অন্নদামঙ্গল তিন অংশে বিভক্ত;—প্রথম অংশে দেবদেবীর বন্দনা, কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন, দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ, শিবের বিবাহ, কন্দল ও ভিক্ষাযাত্রা, অন্নপূর্ণারূপে শিবকে অন্নদান, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক কাশীতে অন্নপূর্ণার পুরী নির্ম্মাণ, ব্যাস ও শিবের কলহ, হরিহোড় এবং ভবানন্দের উপাখ্যান। দ্বিতীয় অংশে বিদ্যাসুন্দর। তৃতীয় অংশে মানসিংহ ও প্রতাপ আদিত্যের যুদ্ধ, ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা, বন্ধন এবং দিল্লীতে ভূতের উৎপাত, ভবানন্দের মুক্তি ও স্বদেশযাত্রা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অপরাপর চণ্ডীমঙ্গলের সহিত তুলনা করিলে আমাদের মনে হয়, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল একখানি অতি নিম্নশ্রেণীর কাব্য। ইহাতে কি দেবতা, কি মনুষ্য, কোন চরিত্রই উন্নতি লাভ করে নাই;—উন্নতি ত দূরের কথা, ইহারা কবির বিকৃত রুচি ও অশ্লীল ভাবে একেবারে মলিন হইয়া গিয়াছে। অন্নদামঙ্গলের সহিত বিদ্যাসুন্দরের পালা যোজনা করিয়া ভারতচন্দ্র, অন্নদার আসন অনেকটা নীচে নামাইয়া দিয়াছেন। ভারতের পূর্ব্বে কোনও দেবীভক্ত, উপাস্য দেবতাকে এতটা নীচু করিয়া গড়িয়াছেন কি না, জানি না। তিনি দেবমূর্ত্তি গড়িতে গিয়া, বিকৃত রুচির প্রলেপে তাহাকে কলঙ্কিত করিয়াছেন। বেলপাতার সহিত কাঁটা সংযুক্ত ছিল বলিয়া ইন্দ্রের পুত্র নীলাম্বর অভিশপ্ত হইয়াছেন; ভারতের অন্নদামঙ্গলে কুবেরের পুত্র নলকুবর এবং অনুচর বসুন্ধর কামক্রীড়ায় আশক্ত বলিয়া অন্নপূর্ণা তাহাদিগকে শাপ দিতেছেন। দেবপুত্র নীলাম্বরের চরিত্র নির্ম্মল। বসুন্ধর এবং নলকুবরের চরিত্র কাম-কলুষিত—যেন মুসলমানী আমলের বিলাসী মদান্ধ যুবক। ভারত শিবভক্ত,—কিন্তু তিনি শিবকে যেরূপ আঁকিয়াছেন, তাহা ভক্তের উপযুক্ত হয় নাই। ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ—যিনি ভক্তি ও বৈরাগ্যে দেবতারও আদর্শ, ভারতের হাতে তিনি ঢেঁকীর উপর চড়িয়া—"নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে।" মেনকা, বঙ্গীয় কুলবধূগণের আদর্শ এবং

তাঁহার উমা-বাৎসল্যের কথা শুনিয়া আজও বাঙ্গালীর দুই চক্ষু দিয়া জল পড়ে। ভারতের হাতে তিনি ধূমাবতীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন এবং লাজ-ভয় ত্যাগ করিয়া, হাতনাড়া দিয়া, উচ্চ গলায় ডাক ছাড়িয়া নারদকে গালাগালি করিতেছেন। বস্তুতঃ অন্নদামঙ্গলের দেব-চরিত্রে স্বর্গীয় ভাব ত একেবারেই নাই—বাঙ্গালার মানব-চরিত্রের যে কোমলতা, তাহাও ইহাতে পরিস্ফুট হয় নাই। ভারতের রচনাও ভাব-সম্পদে সম্পন্ন নহে। তাঁহার কাব্যখানি আগা-গোড়া পাঠ করিলে, পাঠক কোথাও এক বিন্দু চক্ষের জল ফেলিবার অবকাশ পাইবেন না। কাব্যোক্ত চরিত্রের দুঃখ কিংবা সুখাতিশয্যে পাঠকের হৃদয় অভিভূত বা আনন্দিত হইবে না। এই সকল চরিত্র যেন নির্জ্জীব প্রতিমামাত্র—ভারতের কবিত্বশক্তি উহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। তাঁহার কাব্যের আর একটি দোষ উপমা-বাহুল্য। বিদ্যার রূপ-বর্ণনাটি দেখুন,—

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কি ছার মিছার কামধেনু রাগে ফুলে। ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে॥ ইত্যাদি।

বাহুল্য-ভয়ে সমস্তটা তুলিতে পারিলাম না। আমরা বর্ণনাটি পড়িয়া, ইহাতে ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ছাড়া বিদ্যার সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই নাই। উপমা দিয়া তিনি যে জিনিষকে পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, উপমার বাহুল্যে তাহা যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। সেই ঢাকনি সরাইয়া প্রকৃত জিনিষটিকে দেখিতে পাঠকের অনেকটা আয়াস স্বীকার করিতে হয়। এ সমস্তই ভারতচন্দ্রের দোষ; কেবল তাঁহার একমাত্র অসাধারণ গুণ—ভাষার চমৎকারিত্ব। তিনি ভাব-দরিদ্র বটে, কিন্তু ভাষা-দরিদ্র নহেন। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে ইঁহার মত ভাষার ঐশ্বর্য্য আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। ভাবের অভাব তিনি ভাষার দ্বারা পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।—ভাবহীন হইয়াও ভাষার জন্য অন্নদামঙ্গল লোকের চিত্ত অধিকার করিয়াছে—বিশেষতঃ আদিরসের বর্ণনা বেশী আছে বলিয়া নৈতিক চরিত্রহীন যুবকগণের নিকটে আদর পায়।

৭। লালা জয়নারায়ণ সেন

ভারতচন্দ্রের পর লালা জয়নারায়ণ সেন একখানি চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করেন। এই বইখানি পাঠ করিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং এই প্রবন্ধে ইহার উল্লেখমাত্র ব্যতীত এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে পারিলাম না। বইখানি এ পর্য্যন্ত ছাপা হয় নাই। ইহার মাত্র একখানি পুথি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হইয়াছে এবং সে পুথিখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি।

৮। মুক্তারাম সেন

চট্টগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রামনিবাসী মুক্তারাম সেনের রচিত আর একখানি ছোট চণ্ডীকাব্য আছে। ইহার নাম "সারদামঙ্গল বা অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী"। গ্রন্থমধ্যে কবি নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই,—

মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রি দেশ অধিকারী। সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকারী॥
ধার্ম্মিক শরীর দানে অকাতর নাম। তেন মত প্রতিজ্ঞৈজ্ঞ (?) লালা নন্দরাম॥

চাটিগ্রাম রাজ্যেতে বন্দোম নিজ গ্রাম। বন্দহু জনমভূমি দেবগ্রাম নাম॥
আত্ম গোত্র আত্ম সেন ভেষজে বিশ্রাম। বসতি জাহ্নবীকূলে রাঢ়া হেন নাম॥
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্ব্বাপর। বেদের উদ্ভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর॥
আত্ম অত্রি অর্জ্জুন গার্গব বার্হস্পত্য। স্বকীয় বিদ্যাতে পরউপকারী চিত্ত॥
তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া। বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিআ॥
সে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেব। তান পুত্র নিধিরাম স্বাগত পারগ॥
পিতা মোর মধুরাম তাহান সন্ততি। তিন পুত্র লৈআ কৈল দেআঙ্গে বসতি।
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম। সদাএ ভবানীপদে মানস বিশ্রাম॥
দয়ারাম দাস ভরদ্বাজকুলমণি। তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসুতা আমার জননী॥
পতি সঙ্গে সহগামী হইলে স্বর্গবাস। তদবধি চিত্তে মোর সদাএ উল্লাস॥

মুক্তারাম চিরকুমার-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং নির্লিপ্ত ভাবে সংসারে অবস্থান করিতেন। কথিত আছে, ইনি আত্মা শক্তির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

সারদামঙ্গল কাব্যখানি অতিশয় ছোট এবং ইহাতে কবির কবিত্বশক্তিও তত প্রশংসনীয় নহে। তবে মোটের উপর নিবিষ্টমনে পাঠ করিলে বইখানির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কবির একটা তন্ময়তা লক্ষ্য করা যায়। হয় ত ইনি কবিত্ব-শক্তিতে তত উচ্চ ছিলেন না; কিন্তু যে ভাবের প্রেরণায় তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার সে ভাবের খুব গভীরতা ছিল। মোটের উপর কাব্যখানি ভাবহীন বা একেবারে নীরস নহে। কবি শক্তির উপাসক। কাব্যের মধ্যে তিনি যে সব ধুয়া ব্যবহার করিয়াছেন, রচনা হিসাবে তাহা উৎকৃষ্ট না হইলেও, ইহাতে তাঁহার প্রাণের কামনা দেবীর নিকট সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে।

আজু শুভ দিন রে ভবানী কর ভাবনা।
জাবত না ঘটে রে বিষম যমযন্ত্রণা॥
ভবানী ভাবিতে মন না করহ ছলনা।
করম-গঠিত দেহ নহি জান আপনা॥
ভবানী-চরণ-ধাম করহ কামনা।
শমন তরিয়া হইবা পারি সাত যোজনা॥
মন রসে প্রেমবশে যে করে ভাবনা।
সে জনের তুলনা দিতে মুক্তরামে জানে না॥

ইত্যাদি গানে কবির গভীর দেবী-ভক্তি এবং সংসার-বৈরাগ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, কবি মুক্তারাম যশস্বী হইবার আশায় কাব্য লেখেন নাই। তিনি যে ইষ্ট-দেবীকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন এবং ইহ-পরকালের সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিতেন, তাঁহারই মাহাত্ম্যপ্রকাশক বই লিখিয়া তিনি কতকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছিলেন মাত্র।

কাব্যের মধ্যে দুই জায়গায় কবি গ্রন্থ-রচনার তারিখ দিয়াছেন। তাহা এই,—

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি। মুক্তারাম সেন ভণে ভাবিয়া ভবানী॥

গ্রহ—৯, ঋতু—৬, কাল—১, * শশী—১ অর্থাৎ ১১৬৯ শক। কবি আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে মহাসিংহ নামক দেশ-অধিকারীর কথা বলিয়াছেন—সম্ভবতঃ ইহাঁরই শাসন-সময়ে তিনি কাব্য লিখিয়া থাকিবেন। মহাসিংহ মোগল আমলে ১৭৫৪-১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চট্টগ্রামের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন।[১] ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ আজ হইতে ১৬০ বছর পূর্ব্ববর্ত্তী; কাব্যের রচনা-কাল ১১৬৯ শকাব্দ হইলে তাহা ৬৭১ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়ায়, কবি তখন মহাসিংহের নাম উল্লেখ করিতে পারেন না। সুতরাং আমার বোধ হয়, ১১৬৯ শকাব্দ নহে—উহা বঙ্গাব্দ। ১১৬৯ বঙ্গাব্দ ধরিলে তাহা ১৫৬ বছর পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। পুরাণ পুথির মধ্যে বঙ্গাব্দকে শকাব্দ বলিয়া অনেক স্থলে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়।

কবির মধ্যম ভ্রাতা ব্রজলাল সেন একজন সাধক পুরুষ ছিলেন এবং তিনিও একখানি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

৯। ভবানীশঙ্কর দাস

মুক্তারাম সেনের পর ১৭০১ শকাব্দে চট্টগ্রামবাসী আর একজন কবি চণ্ডীকাব্য রচনা করেন—ইহাঁর নাম ভবানীশঙ্কর দাস। এই কাব্যখানি আকারে বড়, তবে কবিকঙ্কণচণ্ডী অপেক্ষা কিছু ছোট এবং ইহার নাম "মঙ্গল-চণ্ডী-পাঞ্চালিকা"। কাব্যের মধ্যে কবি নিজের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা এই,—

মোর আদিপুরুষ জন্মিল রাঢ়াগ্রাম। আত্রেয় গোত্র কুলে জন্ম নরদাস নাম॥
মহাভাগ্যবন্ত কায়স্থ ছিলেন নরদাস। রাঢ়া ভৌমে বাঁধখি প্রদেশেতে নিবাস॥
নিত্য নিত্য অর্চ্চিলেক জাহ্নবীর পাএ। তান বরে সিদ্ধিশিলা পাইল তথাএ॥
শীলার প্রসাদে সেই হৈল বড় ধনী। দান ধর্ম্ম করি সুখে বঞ্চিল অবনী॥
তান বংশে জন্মিলেক কৃষ্ণ হৃদানন্দ। পূর্ব্বদিকে এজ কৈল হইয়া আনন্দ॥
নিরায়ের (?) নিয়ম জে না জায় খণ্ডান। চাটিগ্রামে আসিলেক ত্যাগি সেই স্থান॥
চাটিগ্রাম রাজ্যে এক দেবগ্রাম স্থানে। তথা গিয়া নিজ পুরী কৈলানন্দমনে॥
কৃষ্ণানন্দের সন্তান জন্মিল বিষ্ণুদাস। মহানন্দে সেই সাধু করিল নিবাস॥
তান পুত্র নারায়ণ বঞ্চে নানা রঙ্গে। কুলপুরোহিত রামচন্দ্র লৈয়া সঙ্গে॥
তান পুত্র জন্মিলেক শ্রীমধুসূদন। মোর পিতৃপিতামহ সেই মহাজন॥
নিজ কুলধর্ম্মে রত আছিল বিশেষ। দৈব হেতু কিন্তু তথা পাইলেন্ত ক্লেশ॥
গতি করিলেন সেই স্থান ত্যাগ করি। নিবাস করিলেন সুখে চক্রশালা পুরী॥

* সাধারণতঃ কাল শব্দ ৩ সংখ্যাবাচক হইলেও, অনাদিনিধন মহাকালকে বুঝাইতে ১ সংখ্যাও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় কাল শব্দের ৬ মান ধরিয়া কাব্যের রচনা-কাল ১৬৬৯ শকাব্দ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাল শব্দের ৬ সংখ্যাবাচক অর্থ আমরা কোথাও পাই নাই।

১ কটন সাহেবের চট্টগ্রামের রেভিনিউ হিষ্ট্রী।

তান মুখ্য পুত্র জন্মে নাম শ্রীয়মন্ত। হামুখে বঞ্চিলেক সেই ভাগ্যবন্ত॥
শ্রীযুত নয়ন রায় তাহান তনএ। আহ্মার জনক সেই মহাশএ॥
কুলধর্ম্মে রত পূত ছিল অনুক্ষণ। শঙ্কর আহ্মার নাম তাহান নন্দন॥

১৭০১ শকাব্দে ভবানীশঙ্কর তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এই তারিখ গ্রন্থমধ্যে আছে,—ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে। ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে॥

কথিত আছে, কবি তাঁহার বাড়ীর সাম্‌নের দীঘির মধ্যে টঙ্গী প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অবস্থানপূর্ব্বক শুচি ও সংযতভাবে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় তাঁহার বাড়ীতে এই কাব্যখানি সুরলয়-যোগে গান করা হইত।

মাধবাচার্য্যের জাগরণকে আদর্শ এবং অবলম্বন করিয়া ভবানীশঙ্কর তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন। শুধু অবলম্বন নহে, উক্ত জাগরণ হইতে তিনি অনেক বিষয় অবিকল উদ্ধৃতও করিয়াছেন। কবি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু পাণ্ডিত্য হজম করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। বাঙ্গালা ভাষায় কিছু লিখিতে হইলেই, তাহার উপর সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য ফলান এই সময়কার কবিগণের একটা ঝোঁক ছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্র যেমন নিপুণ ভাবে বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের মিলন ঘটাইয়াছেন, অপর কোন কবি সেরূপ পারেন নাই। ভবানীশঙ্কর সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন—বড় বড় আভিধানিক শব্দ তাঁহার মুখস্থ ছিল, কিন্তু কাব্যে তিনি ইহার সুব্যবহার করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে তাঁহার অক্ষমতা, বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা রামপ্রসাদেরও উপরে। ভবানীশঙ্করের কবিত্ব-শক্তি যে একেবারেই ছিল না, তাহা নহে; অস্বাভাবিক সংস্কৃত শব্দের মায়া কাটাইয়া তিনি যেখানে খাঁটি বাঙ্গালায় কোনও বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই একটু সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু গোটা বইখানির মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত খুবই কম। তাঁহার সংস্কৃতবহুল রচনার নমুনা দেখুন,—

অন্তে পঙ্করুহাঙ্ঘ্রিতে করম নিবাস। তবাষ্টার্চ্চা পদবন্ধে রচিবারে চাহি।
গব্যার্ণবোদ্ভবা দেবী বন্দম একমনে। দুর্গানামাক্ষরদ্বয় জপে জেই প্রাণী।
অঙ্গেরাজ্য হঙ্গ হএ আগমের বাণী॥ ধব-বাচে দুঃখিত হইল সোমবক্ত্রা।
তূর্ণব্রজে গেল রামা সখীর গৃহদ্বারে। এবে শুনি বদ বাচ না কর বিলম্ব।

সংস্কৃত শব্দের এইরূপ বিকৃত উদ্‌গারের গন্ধে পাঠকের নিকট বইখানি আগাগোড়া অপাঠ্য হইয়া রহিয়াছে। কবির সময়ে হয় ত এই সকল রচনা খুবই প্রশংসার ছিল, কিন্তু আজকালকার সমালোচকদের নিকট ইহার কোনই মূল্য নাই। অবশ্য সংস্কৃতবহুল বাঙ্গালা রচনামাত্রেরই আমরা নিন্দা করিতেছি না। স্ত্রীকবি আনন্দময়ীর রচিত নীচের অংশটি দেখুন,—

হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে। সমক্ষে পরোক্ষে গবাক্ষে কটাক্ষে॥
কতি প্রৌঢ়রূপা ও রূপে মজন্তি। হসন্তি স্খলন্তি দ্রবন্তি পতন্তি॥
কত চারুবক্ত্রা সুবেশা সুকেশা। সুনাসা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা॥
কত ক্ষীণমধ্যা শুভাঙ্গা সুযোগ্যা। রতিজ্ঞা বশীজ্ঞা মনোজ্ঞা মদজ্ঞা॥—হরিলীলা।

বাঙ্গালার মধ্যে ইহা একরূপ খাঁটি সংস্কৃত রচনা হইলেও পড়িতে আমোদ এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে—বাক্যের সমন্বয় আছে। ভবানীশঙ্কর সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শব্দের সমন্বয় সাধন এবং স্থান বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার কাব্য সুপাঠ্য নহে।

মঙ্গলচণ্ডীর যে কয়খানি বিশিষ্ট কাব্য, আমরা তাহার আলোচনা করিলাম। কাব্যাকারে রচিত মঙ্গলচণ্ডীর এই সকল বড় বড় গীত আট দিন ধরিয়া গান করা হইত—দিনে একটি এবং রাত্রে একটি, আট দিনে এইরূপে ষোলটি পালা থাকিত। আট দিনে গান করা হইত বলিয়া এই গানের নাম অষ্টমঙ্গলা। আবার মঙ্গলচণ্ডীর আর একটি নামও অষ্টমঙ্গলা। ইন্দ্র, কলিঙ্গরাজ, কালকেতু, খুল্লনা, শ্রীমন্ত, শালবাণ, বিক্রমকেশরী ও ধনপতি—এই আট জন ভক্তের সাহায্যে দেবীর পূজা এবং মঙ্গল-গান সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল বড় বড় চণ্ডীকাব্য হিন্দুর ঘরে আমোদ উৎসবে—বিবাহ, উপনয়ন ও দুর্গাপূজায় গান করা হইত। রাজা-মহারাজা, জমীদার ও সম্পন্ন লোকেরা ইহাতে উৎসাহ দিতেন—ভাবুক লোকেরা গান শুনিয়া চখের জল ফেলিতেন—সাধারণের মধ্যে একটা ধর্ম্মভাব বহিয়া যাইত। ইহা ছাড়া আর এক রকম চণ্ডীমঙ্গল আছে, তাহা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা, ছড়া বা পাঁচালী। ইহা সংখ্যায় এতই বেশী যে, গণিয়া শেষ করা যায় না। মঙ্গলচণ্ডী বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনে কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহা হইতে তাহা সহজে বুঝা যায়। লোকের মুখে মুখে যে সকল পাঁচালী বা ব্রতকথা প্রচলিত আছে, এখানে সে সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, আমরা এই সম্বন্ধীয় যে কয়খানি পুঁথির সন্ধান পাইয়াছি, এখানে তাহার তালিকা দিতেছি।

১। **চৈত্রমাহাত্ম্য**—ইহা একখানি ছোট চণ্ডীকাব্য; মোট ১৩ পৃষ্ঠা লেখা এবং ইহাতে লহনা-খুল্লনার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যে ভণিতা নাই, সুতরাং রচয়িতার নামও জানা যায় না। প্রথমেই আছে,—

জার নাম স্মরণে দারিদ্র্য দুঃখ জাএ। মহা পদ পাএ সেই ঈষত লীলাএ॥
তাহান চরিত্র রচিবারে করি আশা। লোক পরিতোষেরে করিব দেশী ভাষা॥

২। **অষ্টমঙ্গলার গুণকথন**—চট্টগ্রাম, পরৈকোড়ানিবাসী রসিকচন্দ্র দাস-বিরচিত। ইহাতে শিব কর্ত্তৃক অষ্টমঙ্গলার দয়া, সুশীলতা প্রভৃতি গুণ বর্ণিত হইয়াছে।

৩। **চৌতিশা**—রচয়িতার নাম নাই—কবিকঙ্কণ উপাধিমাত্র আছে। বিষয়—চৌত্রিশ অক্ষরে চণ্ডীর স্তব। রচনার তারিখ—"চাপ ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত। পঞ্চবিংশে মেষ অংশে চোতিশা পূর্ণিত॥"

৪। **কালকেতুর চৌতিশা**—চৌত্রিশ অক্ষরে বিরচিত মঙ্গলচণ্ডীর স্তব। রচয়িতা শ্রীচান্দ দাস। ভণিতা এই,—

ক্ষেমঙ্করী খড়্গা ধরি, ক্ষয় কৈলা যত অরি, ক্ষম দোষ অভয়া পার্ব্বতী।
ক্ষণে ক্ষণে প্রণমিঞা, ক্ষিতিতলে লোটাইয়া, শ্রীচান্দ দাসের কাকুতি॥

৫। **শ্রীমন্তের চৌতিশা**—রচয়িতার নাম দেবীদাস সেন। যথা—"ক্ষয় করি রিপু-সৈন্য খণ্ডাও আপদ। ক্ষীণ দেবীদাস সেনে মাগে মুক্তিপদ ॥"

৬। **কালকাষ্টক**—চণ্ডীর স্তব। রচয়িতার নাম শম্ভু। যথা—"শম্ভু কহে হেন লয় দেখি হরঘরিণী। বন্দম শ্রীপাদপদ্মে শৈলরাজ-নন্দিনী ॥"

৭। **জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালা**—রচয়িতার নাম নাই—মাত্র ৭২টি পয়ার আছে। পুথির তারিখ ১১৯৩ সন। "জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালী যেবা শুনে। সর্ব্বসিদ্ধি হএ তার চণ্ডিকা কারণে ॥"

৮। **নিত্যমঙ্গলচণ্ডিকার পাঞ্চালী**—মোট ১২টি পাতা। ভণিতা এইরূপ—"ব্রতীগণ ভাগ্যবতী কি কৈমু কথন। চণ্ডীদাস দেয় কহে শিবনারায়ণ ॥"

৯। **নিয়তমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী**—রচয়িতার নাম দ্বিজ রঘুনাথ। ভণিতা এই—"নিয়তমঙ্গলচণ্ডী বন্দিয়া যে মাথে। পাঞ্চালী রচিয়া কহে দ্বিজ রঘুনাথে ॥"

১০। **নিয়তমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী**—বাণীরাম ঠাকুর-রচিত। ইহার দুইখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে।

১১। **নিকট-মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালী**—রচয়িতার নাম দ্বিজ রঘুনাথ।

১২। **জয়মঙ্গলচণ্ডী ব্রতকথা** দ্বিজ গদাধর কবিচন্দ্র-বিরচিত।

১৩। **জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী** রচয়িতার নাম নাই।

১৪। **মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী** রচয়িতার নাম—শ্রীমদন দত্ত। চৈত্রমাহাত্ম্যের রচয়িতার মত ইনিও বলিতেছেন,—"লোক পরিতোষেরে কহিমু দেশী ভাষা ॥"

১৫। **মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী** দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র-বিরচিত। ইহা একখানি ছোট-খাট চণ্ডীকাব্যের মত; ৩ পাতায় শেষ। ধনপতি ও লহনা-খুল্লনার উপাখ্যান আছে। ভণিতা—

"দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র ভণে চণ্ডীর চরণ। মঙ্গলচণ্ডীর গীত কৈল সমাপন ॥"

১৬। **সঙ্কটমঙ্গলচণ্ডিকা ব্রতকথা**—রচয়িতার নাম নাই।

১৭। **সুবচনীর পাঞ্চালী**[১]—দুঃখী দ্বিজ-বিরচিত। ভণিতা এই—"নৃপতি যে হরিদাস, সবংশে হউক নাশ, মোর পুত্র বন্দী কৈল কেনি। কহে দুঃখী দ্বিজবরে, বন্দম মাতা জোড় করে, উদ্ধার করহ সুবচনী ॥"

১৮। **সুবচনীর ব্রতকথা**—তারিণী ব্রাহ্মণী-বিরচিত। ভণিতা—"শুনিয়া আছাড় খায় কেশ নাহি বান্ধে। তারিণী ব্রাহ্মণী বোলে দ্বিজমাতা কান্দে ॥"

১৯। **সুবচনীর ব্রতকথা**—রচয়িতার নাম—দ্বিজ রামপ্রসাদ।

২০। **চণ্ডীর পাঁচালী**—দ্বিজ রঘুদেব-বিরচিত। ইহার পুথি এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী-বিরচিত গৌরীমঙ্গলের মধ্যে ইহার উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। যথা—"দ্বিজ রঘুদেব চণ্ডীর পাঁচালি করিল।"

১ সুবচনী—শুভচণ্ডী শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং ইহাও চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্গত।

দ্বিতীয় অংশ—পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল

প্রবন্ধের প্রথম অংশে লৌকিক চণ্ডীমঙ্গল সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গলের আলোচনা এ প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য নহে। তাই এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিব না। পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গল অর্থে প্রধানতঃ মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর বাঙ্গলা অনুবাদ,—কোন কোন পুস্তকে শক্তিতত্ত্ব এবং শাক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনাও আছে। এই শ্রেণীর যতগুলি প্রাচীন কাব্যের সন্ধান করিতে পারিয়াছি, এখানে তাহার একটি তালিয়া দিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বলা বাহুল্য, লৌকিক চণ্ডীমঙ্গলের ন্যায় পৌরাণিক চণ্ডীমঙ্গলও সুর-লয়-সংযোগে গান করা হইত।

১। **সারদামঙ্গল**—শিবচন্দ্র সেন-বিরচিত। মস্ত বই। কবির পরিচয় এই,—

বৈদ্যকুলে জন্ম হিঙ্গুসেনের সন্ততি। সেনহাটি গ্রামে পূর্ব্বপুরুষ বসতি॥
রামচন্দ্র নাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত। যশে কুলে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত॥
রত্নেশ্বর গুণ বারে তাহার তনয়। রতনস্বরূপ কুলে হইল উদয়॥
এহান তনয় হৈলা ভুবনে বিখ্যাত। রামনারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত॥
সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল। রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধ কুল॥
গঙ্গাদেব দত্ত পুত্র তাহার পবিত্র। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেন নাম সুপবিত্র॥
বিক্রমপুরেতে কাঁটাদিয়া গ্রাম ধাম। ধন্বন্তরিবংশে জন্মে প্রাণনাথ নাম॥
এহান তনয়া মহামায়া নাম তান। সরকারে সুপাত্রে করিলা কন্যাদান॥
গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্ত্তিমান্। জন্মিল তাহার এই তৃতীয় সন্তান॥
শিবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র নাম। সম্প্রতি বসতিস্থান কাঁচাদিয়া গ্রাম॥

২। **দুর্গামঙ্গল**—দ্বিজ রামচন্দ্র-বিরচিত। এই কাব্যের মধ্যে ফরাসী এবং ফিরিঙ্গী নামের উল্লেখ আছে। যথা,—"কামান পাতিয়া আছে ফিরিঙ্গী ফরাস। দেখে কাঁপে কায় যায় জীবনের আশ॥"

৩। **গৌরীমঙ্গল**—পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী-প্রণীত। ইঁহার পিতার নাম বৈদ্যনাথ ত্রিবেদী। পুথির পত্রসংখ্যা - ২৪৪। কাব্যখানি পুরাণের অনুকরণে রচিত। দেবী-মাহাত্ম্য, তীর্থমাহাত্ম্য, উপাসনা-পদ্ধতি এবং জীমূতবাহনের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। ৫টি খণ্ড এবং ৪১৯টি অধ্যায়ে বইখানি শেষ হইয়াছে। রচনার তারিখ—"সতের শ আটাইশ শকে, রচিলাম এ পুস্তকে, বারশত ত্রয়োদশ সন। গৌরীমঙ্গলের গীত, শ্রবণে ভক্তের প্রীত, ভবভয় উদ্ধার কারণ॥" ৪। **দুর্গাপঞ্চরাত্র**—জগৎরাম রায় ও তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ-বিরচিত। জগৎরাম মাত্র ইহার রচনা আরম্ভ করেন, পরে তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ ইহা শেষ করেন। কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়—রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্য।

৫। **ভবানীমঙ্গল**—গঙ্গানারায়ণ-বিরচিত। এই কাব্য এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। পৃথ্বীচন্দ্রকৃত গৌরীমঙ্গলের মধ্যে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—"গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানীমঙ্গল।"

৬। **চণ্ডিকামঙ্গল**—হরিনারায়ণ দাস-বিরচিত। প্রতিপাদ্য বিষয়—মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্য। বন্দনা অংশে কবি, জগন্নাথকে বৌদ্ধ দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—"কলি ভবে অবতরি, জগন্নাথ নাম ধরি, **বৌদ্ধরূপ** এ চান্দবদন। নীলাচলে করি বাস, কৈলে প্রভু পরকাশ, নিস্তারিতে কলিজীবগণ॥"

৭। **দুর্গামঙ্গল**—রূপনারায়ণ ঘোষ-বিরচিত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ। ইহাঁর নিকট বাঙ্গলা ভাষা "অপভাষা" বলিয়া গণ্য ছিল,—"তাঁহার চরিত্র কিছু কহিতে করি আশা। শ্লেষ না করিয় ভাই বলি **অপভাষা**॥"

৮। **দুর্গাপুরাণ পাঁচালী**—মুক্তারাম নাগ-বিরচিত। প্রতিপাদ্য বিষয়—হরগৌরীর উপাখ্যান। ৯। **দুর্গামঙ্গল**—দ্বিজ কেবলরাম-বিরচিত। হিমালয়গৃহে দেবীর জন্ম হইতে বিবাহ ও কৈলাস গমন পর্য্যন্ত বিষয়ের বর্ণনা আছে।

১০। **দুর্গামঙ্গল**—ভবানীপ্রসাদ রায়-বিরচিত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ এবং রামের দুর্গাপূজা প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আছে। কাব্যখানি জন্মান্ধ কবির রচিত, ইহাই ইহার বিশেষত্ব।

১১। **চণ্ডিকাবিজয়**—দ্বিজ কমললোচন-প্রণীত। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর অনুবাদ। ১৪৬ অধ্যায়ে কাব্যখানি সমাপ্ত। ১২। **চণ্ডিকামঙ্গল**—ভৈরবচন্দ্র রক্ষিত-বিরচিত। ইহাঁর আর এক নাম রাধাচরণ রক্ষিত। কাব্যের বিষয়—মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ।

১৩। **চণ্ডীমঙ্গল**—ব্রজলাল সেন-বিরচিত। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ। ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুক্তারাম সেন "সারদামঙ্গল" রচনা করেন। প্রবন্ধের মধ্যে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ১৪। **দুর্গাপুরাণ**—মুক্তারাম নাগ-বিরচিত।* ১৫। **দুর্গাপুরাণ**—কবি জগন্নাথ-বিরচিত।* ১৬। **কালীপুরাণ**—মুক্তারাম নাগ-বিরচিত।*

১৭। **দুর্গাবিজয়**—রচয়িতার নাম—বনদুর্ল্লভ। যথা—"বনদুর্ল্লভে ভাবে দুর্গার চরণে। রক্ষা কর মহামায়া জগত ভুবনে॥" পুথিতে জয়দুর্গার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

১৮। **দুর্গাভক্তি-চিন্তামণি**—রচয়িতা—শ্রীদীনদয়াল। ভণিতা,—"শ্রীদীনদয়ালে গায়, মতি রহুক তুয়া পায়, সদয় হইবে শূলপাণি॥" ইহার সম্পূর্ণ পুথি এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই—মাত্র নয়টি পাতা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে জগদ্ধাত্রীর উপাখ্যানের বর্ণনা আছে।

১৯। **কালিকাবিলাস**—কালিদাস-বিরচিত। পুথির পত্রসংখ্যা—৫১। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ। ২০। **গৌরীমঙ্গল**—রচয়িতা—দ্বিজ রামচন্দ্র। অসম্পূর্ণ পুথি। প্রতিপাদ্য বিষয়—নলদময়ন্তীর উপাখ্যান।

পরিশেষে বক্তব্য, এই প্রবন্ধ রচনার সময় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের রচিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" হইতে অনেক সাহায্য লওয়া হইয়াছে। লৌকিক ও পৌরাণিক চণ্ডী—তাঁহারই উদ্ভাবিত নাম। আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি। ইহা ছাড়া এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয়ে উক্ত গ্রন্থের নিকট আমি ঋণী।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

---

* ১৩০৮ সালের "আরতি" পত্রিকার ৮ম সংখ্যায় এই তিনখানি পুথি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়াছে।

ভারতে মানবের প্রাচীনত্ব ও ন্যূনাধিক চারি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন *

য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।
স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরাঁ আবিবেশ ॥
কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং কতমৎস্বিৎ কথাসীৎ
যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা—(ঋগ্‌বেদ, ১০।৮১।৮।৩)।

যিনি এই বিশ্বভুবনে বিশ্বযজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই আমাদিগের পিতা যে অভ্যুদয়াভিলাষীদিগের মধ্যে পরে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, কোথায় তাঁহার অধিষ্ঠান ছিল এবং কোন্ স্থানেই বা সৃষ্টির আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই আমাদিগের ঋকের ঋষিদিগের প্রাণ ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। শুধু ভারতে নহে, যেখানে সভ্যতার উন্মেষমাত্র হইয়াছে, তথায়ই মানব মিল্টনের সদ্যোজাত আডামের ন্যায় আমি কিরূপে আসিলাম, কোথা হইতে আসিলাম, ইহাই প্রথমে নিজ চিন্তাশক্তির বলে ভাবিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে। কোনও এককালে স্রষ্টাকর্তৃক জগৎসৃষ্টি-ব্যাপার এবং আডাম ও ইভ হইতে বা মানস পুত্র হইতে প্রথম সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভের কল্পনা এই জিজ্ঞাসারই ফল। আবার ইহারই ধারাবাহিক অনুসন্ধান, বলিতে গেলে আমাদের বিরাট্ দর্শন ও পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক বিপুল বিজ্ঞান গঠন করিয়াছে। আমরা এই স্থানে দর্শনের জটিল তত্ত্ব বা ধর্ম্মের সহজ মীমাংসা ছাড়িয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কাঁচ লাগাইয়া এই বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর চিন্তাস্রোত কিঞ্চিৎ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সকলেই জানেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন "মহাপ্রলয়" উপপত্তি (Cataclysm theory) ও বিশিষ্ট জননবাদ (Specific creation) খণ্ডন করিয়া ডারউইন-প্রমুখ মনীষিগণ অভিব্যক্তিবাদ খাড়া করিতেছিলেন, তখন ইউরোপের ধর্ম্মযাজক মহলে তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। মহাপ্রলয়ের পর নোয়ার অর্ণবপোতে (Noah's Arc) ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী সংরক্ষিত হইয়াছিল বলিয়াই যে, এখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী বর্ত্তমান, এই মতই তাঁহার পূর্ব্বে অখণ্ডপ্রভাবে বৈজ্ঞানিক সত্যের মধ্যেও স্থান পাইয়াছিল। আবার বাইবেলের গণনানুসারে যে মাত্র খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে মানব সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাও গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছিল।

ফ্রান্সের বিশ্ববিশ্রুত প্রাগৈতিহাসিক তত্ত্ববিৎ Boncher de Perthes প্রথমে ভূতত্ত্ববিৎ Sir Charles Lyell এর নিকট বহু প্রমাণ হাজির করিয়া, তাঁহাকে মানবের অতিপ্রাচীনত্ব,

* মাণিকতলা ইনষ্টিটিউট ও বঙ্গবাসী কলেজ প্রোফেসরস্ ইউনিয়নে পঠিত প্রবন্ধ হইতে পরিবর্দ্ধিত

এমন কি, প্রলয়পূর্ব্ব মানবের (Pre-glacial man) অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করেন ও তাহারই ফলে ১৮৬৩ সালে The Antiquity of Man নামক পুস্তক মানব-বিদ্যার (Anthropology) প্রথম ভিত্তি স্থাপন করে। সেই সময় হইতে নানারূপ গবেষণার ফলে আজ, এমন কি Darwinism ও Mendelism নূতন Polygenismএর Convergent ও Divergent typesএর নিকট বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। উহার বৈজ্ঞানিক জটিলত্ব পরিষ্কার করা আমার সাধ্যাতীত। তবে মোটামুট বলিতে পারি যে, ডারউইনের মতবাদীদিগের মতে যেন মানবতত্ত্বের পক্ষে ইহাই স্বতঃসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায় যে, একই প্রাণস্বরূপ হইতে বিপর্য্যয় (Variation) হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী সংঘটিত হইয়াছে ; সুতরাং একই প্রকার মানব হইতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি সৃষ্ট হইয়াছে—(যাহাকে Monogenism বলা হয়)। কিন্তু Sergi, Boule প্রভৃতি আধুনিক মানবতত্ত্ববিদ্‌গণের মত যে, পূর্ব্বকালীন ভিন্ন ভিন্ন ঘোটকজাতি হইতে যেমন আধুনিক এক প্রকার ঘোটক (type) উদ্ভূত হইয়াছে, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন মানবশ্রেণী হইতে একই প্রকার মানব সৃষ্টির চেষ্টা চলিয়াছে এবং তাহারই সন্নিহিত ও দূরনিহিত রূপগুলিই এখন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈজ্ঞানিকদিগের বিবাদ যাহাই হউক,এখন মোট কথায় দাঁড়াইয়াছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন যে, এক দিন ঝোঁকে পড়িয়া ভগবান্ বলিলেন, let us make man after our own image বা "প্রজাপতিরৈক্ষিষ্ট বহুঃ স্যাম্ প্রজায়েয়"—আর মানবসৃষ্টি হইল, ইহা কখনই হইতে পারে না এবং তাহার প্রমাণের জন্য শুধু যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিতে হয় না, দুই চারিটি লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের মানব-করোটি (Skull) আমাদের একেবারে নিঃসন্দেহ করিয়া দিবে। Asiatic Societyর Journal and Proceedings (June, 1919) হইতে প্রত্ন-মানববিদ্যার অনেকগুলি কথা সোজাভাবে জানিতে পারা যায়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, মনীষী ডাঃ হ্যাডন্ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-সভায় সভাপতিরূপে ঐ বক্তৃতা করিলেও ভারতের মানব:সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, ভারতের কথা বুঝিতে হইলে আগে এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারের খোঁজ রাখা দরকার বলিয়া আমি প্রথমে আমাদের সুপ্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিৎ ডাঃ হ্যাডনের সরল ও সুললিত বক্তৃতার অনুবাদ দিব এবং তৎপরে ভারত-সম্বন্ধে আমার দুই একটি কথা বলিব। প্রথমেই একটি অঙ্কপাত করিয়া তিনি জীবোদ্ভব সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে বলিয়াছেন যে, "ইহা হইতে আমরা স্থির করিতে পারি যে, প্রায় ৫৫ হইতে ৭০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে মৎস্যের এবং প্রায় ১৫ কোটি বৎসর পূর্ব্বে প্রথম পক্ষীর আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রথম স্তন্যপায়ী জীব প্রায় পক্ষীর সঙ্গে বা তাহার কিয়ৎ পূর্ব্বে উদ্ভূত হয়। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে স্তন্য-জীবনের প্রকৃষ্ট প্রকটন তৃতীয় (Tertiary) যুগেই, বিশেষতঃ বহ্বাধুনিক (Pliocene) ও মধ্যাধুনিক (Miocene) যুগে অর্থাৎ প্রায় ৫০ লক্ষ বা এক কোটি বৎসর মধ্যেই হয়। বৃহৎ স্তন্যপায়ীর অবশেষ (remains) হিমালয় ও পাঞ্জাবে ভূরিপ্রমাণে পাওয়া যায়। স্তন্য-

পায়ী উদ্ভবের শেষ পরিণতি মানবের অভিব্যক্তিতেই সম্পন্ন হইয়াছে এবং কত কাল পূর্ব্বে তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল, এখন তাহা দেখা যাক্। ভূতত্ত্ব সাক্ষ্য (Geological record) হিসাবে মানব ও অপরাপর জীবের একটি প্রধান পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। কারণ, মানবেতর জীবের অস্তিত্ব তাহাদের শরীরাবশেষ বা পদচিহ্ন হইতে প্রমাণিত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার স্বহস্তরচিত আয়ুধাদিদ্বারা যত পুরাতন মানবের পরিচয় পাওয়া যায়, তত তাহার শরীরাবশেষে নয়। সাধারণতঃ মানবকৃত আয়ুধ কয়েক প্রকার;—প্রাচীনতম কালে উহা প্রস্তর এবং কিয়ৎপরে অস্থি হইতে ও তৎপরে ব্রঞ্জ এবং সর্ব্বশেষে লৌহ হইতে প্রস্তুত আয়ুধ পাওয়া যায়। এইরূপ মানব-আয়ুধের ধারা ধরিয়া মানবের আবির্ভাব-কালকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা গিয়াছে; যথা—প্রস্তরায়ুধ যুগ, ব্রঞ্জায়ুধ যুগ ও লৌহায়ুধ যুগ। যেহেতু প্রস্তরায়ুধ যুগেই মানবের প্রথম আবির্ভাব হয়, সুতরাং তাহারই কথা এইখানে বলিব। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানব-খণ্ডিত (Chipped by man) অনেক স্পষ্ট প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে এবং ঐগুলিই কখন কখন লুপ্ত (extinct) জীব বা মানবের অবশেষের সহিত সংস্পৃষ্ট (associated) দেখা যায়। আয়ুধগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়,—একটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতম সংস্কারের (Culture) নিদর্শন এবং অপরটি একটি পরবর্ত্তী যুগের যত্নসাধ্য সংস্কারবিশেষের পরিচয় দেয়। এই আয়ুধগুলির নাম প্রত্ন প্রস্তরায়ুধ (Palaeolith) ও নব্য প্রস্তরায়ুধ (Neolith)। প্রত্ন-প্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর ছাড়াও তৃতীয় শ্রেণীর এক প্রস্তরায়ুধ আছে;—ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে—আয়ুধের অরুণোদয় বা উষঃপ্রস্তরায়ুধ (eolith)। এইগুলি সেই দিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এ প্রকার আয়ুধ মানবখণ্ডিত কিংবা প্রকৃতিজাত, ইহা লইয়া অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা এখনও চলিতেছে।

সর্ব্বসমেত প্রাগৈতিহাসিক মানবের দশটি সংস্কার-কাল কলাতত্ত্ব কর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। আধুনিকতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া উহাদিগের ধারা এইরূপ,—

১০। লৌহায়ুধ যুগ
৯। তাম্র ও ব্রঞ্জায়ুধ যুগ
৮। নব্যায়ুধ যুগ
৭। আজিলিয় ... ... অন্তর্ব্বর্ত্তী
৬। মডলিনীয় } উত্তরপ্রত্নপ্রস্তরায়ুধ যুগ
৫। সলুট্রিয়
৪। অরীনাকীয়
৩। মুস্তেরীয় } প্রত্নপ্রস্তরায়ুধ যুগ
২। আকুলীয়
১। চেলীয়

এইখানে ডাঃ হাডনের সহজাধিগম্য প্রবন্ধের নিকট বিদায় লইতে হইবে। কারণ, তিনি ভূতত্ত্ব ছাড়িয়া আমাদের কলাতত্ত্ব ও মানবতত্ত্বের মধ্যে পৌঁছাইয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়া বোধ হয়, যেন বিংশ শতাব্দীতে 'Tertiary man not proven' তৃতীয় স্তর মানব অপ্রমাণিত ধরিয়া বসিয়া আছেন। এ দিকে তিনি উষঃপ্রস্তরের (eoliths) অস্তিত্ব স্বীকার করিতে প্রায় প্রস্তুত, অথচ হিমযুগের পূর্ব্বের মানব (Pre-glacial man) সম্বন্ধে যেন একটু সন্দিহান। কিন্তু চেলীয় সংস্কারের পূর্ব্বেও যে একটি "রয়তেলীয়" বা "চেলীয়-পূর্ব্ব" সংস্কারের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার তিনি উল্লেখ অবধি করেন নাই। ভারতের পক্ষে উহা বিশেষ আবশ্যকীয়। কারণ, এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষে প্রাপ্ত রয়তেলীয় বা "চেলীয়পূর্ব্ব" সংস্কার-সংবাদ সঙ্কলন করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব।

কিন্তু তৎপূর্ব্বে অতীত যুগের মানবাবশেষের বিষয় একটু বিচার করিতে হইবে। প্রথমেই আক্ষেপের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, পঞ্চাশ বৎসরের অধিক ধরিয়া ইউরোপীয় ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যে প্রাগৈতিহাসিক মানবের শরীরাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন, এখানে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান দূরে থাকুক, Records of the Geological Survey পাঠে একটু বিস্ময়কর অবহেলার পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপে হিমযুগের মুস্তেরীয় গুহাবাসীদিগের অবশেষ হইতে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে অনেক দিনের কথা;—একবার বিখ্যাত Huxleyর অনুরোধে ভারত গভর্মেণ্ট জানিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশেও ঐরূপ প্রাপ্তির বিশেষ সম্ভাবনা আছে। সে কার্ণুল গুহার কথা। মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট তৎক্ষণাৎ ভূতত্ত্ব-বিভাগের উপর উহার অনুসন্ধানের ভার দেন এবং তৎকালীন ভূতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা লেপ্‌টেনাণ্ট H. B. Foote এবং তাঁহার পিতা R. B. Foote ঐ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা জানাইবার চেষ্টা করেন। ভারতে উৎখাত এই একমাত্র প্রাগৈতিহাসিক গুহা এবং এখানে কোনও মানবকরোটি পাওয় যায় নাই। আমাদের দেশে আরও দুইবার পুরাতন করোটি (skull) পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া Geological Recordsএ জানা যায়; কিন্তু তাহা কতকগুলি টিনেভিলী স্কালের মত হঠাৎ Dr. Jagor কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া বার্লিনে স্থানান্তরিত হইল, কি কোন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞের নিকট প্রেরিত হইয়া হারাইয়া গেল বা Indian Museumএর মধ্যে গুলাইয়া গেল, ঠিক করা সুকঠিন। আমার বোধ হয়, আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠতম বিদ্যোৎসাহী যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন—কোন স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে বিশেষজ্ঞ দ্বারা ইহার ধারাবাহিক অনুসন্ধান না হইলে প্রচুর অর্থব্যয়ও এইরূপভাবে বৃথা হইবে, ইহা বর্ণে বর্ণে সত্য। আরও মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহা বিশেষভাবে বলা দরকার। কারণ, পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, ভারতক্ষেত্রে মানবাবশেষ অনুসন্ধান কত বেশী প্রয়োজনীয়।

আমরা সকলেই জানি যে, আধুনিক মানবশ্রেণীর বুদ্ধিমান্ মানবের Homo sapiens নামকরণ করা হইয়াছে এবং আধুনিক যাবতীয় মানব * এই বর্গ (genus) ও এই শ্রেণীর

* আধুনিকতম মত এই যে, মানব ভিন্ন ভিন্ন শাখাশ্রেণীর অন্তর্গত এবং তাহাদের বৈলক্ষণ্য ও বিশিষ্টতার ইতিহাস এত সুদীর্ঘ যে, তাহাদিগকে আর এক Homo sapiens এরতালিকাভুক্ত করিলে চলিবে না। (Man 1916 দ্রষ্টব্য)

(species) অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকেরা বিবেচনা করেন। ইউরোপে কিন্তু কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের যে কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক মানবাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলির শ্রেণীগত পার্থক্য বেশ দেখা যায়। যথা,—Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis, Homo mousteriensis, Homoaurignacensis (hauseri) প্রভৃতি। এগুলি আমাদের বিশেষ কার্য্যে আসিবে না। কারণ, সকলগুলিই ইউরোপীয় মানব-জাতির অবশেষমাত্র। এই সকল মানব ঠিক আধুনিক মানবের ন্যায় না হইলেও উহাদের বর্গগত পার্থক্য পাওয়া যায় না। উহাদের প্রায় সকলেই পূর্ব্বপ্রস্তায়ুধকালে (Early Palaeolithic) ইউরোপে বাস করিত। অধুনা উহাদেরও পূর্ব্বের মানবপূর্ব্ব, মানবসম তিনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য জীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। উহার মধ্যে একটি Piltdown হইতে, দ্বিতীয়টি জাভা হইতে ও তৃতীয়টি ভারত হইতে পাওয়া গিয়াছে। Piltdown Skull এখন উহার আবিষ্কর্তার সহিত জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। উহার সম্বন্ধে এখন যথেষ্ট মতভেদও আছে। তবে উহার নামকরণ হইয়াছে উষমানব (Eoanthropus Dawsoni)। কেহ বলেন যে, উহার সহিত মানবের বর্গগত (generic) পার্থক্য নাই। কেহ বলেন যে, Skullএর যে কয়েক টুকরা হইতে সন্নিবিষ্ট (reconstruction) হইয়াছে, তাহা দুই জনের দুই টুকরা skullএর অংশ। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন, পৃথিবীর এখনকার একজন শ্রেষ্ঠতম মানব-তত্ত্ববিৎ Bouleএর কথায় এখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই আবিষ্কারটি জ্ঞানের দিক্ হইতে বিশেষ আবশ্যকীয়—(L 'Anthropologie-1915. P. 66)। কারণ, ইহা নিঃসন্দেহ যে, প্রায় আট দশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার মানব বা মানব-সম মানব-পূর্ব্ব জীবের প্রমাণ আজ ইহাই আমাদের সমক্ষে আনিয়াছে। কিন্তু উহা অপেক্ষা আরও কয়েক লক্ষ বৎসর পুরাতন এক মানবপূর্ব্ব জীব (human precursor) ভারত-সন্নিহিত জাভা দ্বীপের অন্তর্বর্ত্তী ট্রীনিল নামক স্থানে অধ্যাপক Dubois কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। সকলেই জানেন যে, মানব ও বানরে অনেক আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে এবং উহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান বৈলক্ষণ্য ও মানবীয় বিশিষ্টতা এই যে, মানব দুই হস্ত সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখিয়া খাড়াভাবে চলিতে পারে ও দ্বিতীয়টি মানবের মস্তিষ্কের গুরুত্ব—যে জন্য মানব সর্ব্বজীব অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হইতে সক্ষম হইয়াছে। কেহ কেহ এমনও বলেন যে, মানব-অভিব্যক্তির ইতিহাসে এই দুইটির বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোনও কোনও দেহতত্ত্ববিৎ (Physiologists) বলিয়া থাকেন যে, হয় বৃক্ষবাস (arboreal life) ছাড়িয়া, স্থলে যাতায়াত বিপৎসঙ্কুল হওয়ায় বা অন্য কোন কারণে মানবসম কতকগুলি জীবের (anthropoids) মস্তিষ্ক চালনা অধিক করিতে হয় এবং তজ্জন্যই চলনকারী স্নায়ুমণ্ডল (locomotory nerves) মস্তিষ্কের নিম্নভাগে আসিয়া পড়ায়, মস্তিষ্ক ও শরীরে গুরুত্বের হার (proportion) ঠিক হয় ও খাড়াচলন আরম্ভ লইয়া মানব-অভিব্যক্তির সুরু হয়। যাহাই হউক, orang outan কপির শরীর ও মস্তিষ্কের গুরুত্বের হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে $\frac{1}{১৮৩}$। ঐরূপ জাভার কপি-মানবের পক্ষে $\frac{1}{৪৮}$ এবং সাধারণ মানবের পক্ষে $\frac{1}{৩৫}$।

আবার জাভার কপিমানবের উরুখণ্ড হইতে ইহাও স্থির হইয়াছে যে, এই জীবটি মানব ও বানরের মাঝামাঝি। উহা খাড়াচলনে সক্ষম ছিল। সুতরাং উহাকে অনেকে মানব ও বানরের অন্তর্ব্বর্ত্তী বর্গের জীব বলিয়া ধরিয়া থাকেন। তবে কেহ কেহ বলেন, উহার কপি-লক্ষণ অধিক; সুতরাং উহা মানব-কপি। আবার কাহারও মতে উহার মানব-লক্ষণ অধিক; সুতরাং উহা কপিমানব। কিন্তু কপিই হউক, আর মানবই হউক, এই সন্ধিস্থলের জীব দক্ষিণ এশিয়াতে পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার সার্থকতা যে কি, তাহা শীঘ্র বুঝিতে পারা যাইবে।

এ বার আরও পূর্ব্বেকার প্রায় ১২।১৪ লক্ষ বৎসর প্রাচীন মানবপূর্ব্ব জীবাবশেষের কথা বলিব। ভারতের বিখ্যাত প্রতিভাসম্পন্ন ভূতত্ত্ববিৎ ডাঃ Pilgrim আজ প্রায় চারি বৎসর হইল, সিভালিক অঞ্চল হইতে একটি সারমেশিয় কালের মানবপূর্ব্বপুরুষের সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া জগতে ধন্য হইয়াছেন। তিনি ইহার নামকরণ করিয়াছেন, Sivapithecus indicus। দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েকটি দন্তমাত্র পাওয়া গিয়াছে, করোটির কোনও অংশ বা কঙ্কালের কোনও খণ্ড পাওয়া যায় নাই। তাহা হইলে আমরা অনেকটা নিশ্চিন্তচিত্তে বলিতে পারিতাম, উহার গঠন কিরূপ বা উহার বুদ্ধিবৃত্তির অভিব্যক্তি কতটা হইয়াছিল। কিন্তু যাহা আছে, তাহা হইতে Records of the Geological Survey (1915)তে ডাঃ Pilgrim এমন সুন্দর প্রমাণ হাজির করিয়াছেন যে, Boule প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষিগণ উহা গ্রাহ্য করিয়া স্বীকার করিয়াছেন (L Anthropologie ১৯১৬, পৃঃ ৩৯৭—৪১০ দ্রষ্টব্য)। এখন দেখিলাম যে, প্রাচীনতম মানবপূর্ব্ব জীব ভারত হইতে পাওয়া গিয়াছে। আজকাল বোধ হয়, কেহ জোর করিয়া common cradle of mankind বা কোন এক স্থলে সকল মানবের জন্ম হইয়াছে, এ কথা বলিবেন না। তথাপি কতকগুলি স্থানেই যে উহা বেশী সম্ভবপর, তাহারও সন্দেহ নাই। কারণ, ইহা মীমাংসিত ও স্বীকৃত হইয়াছে যে, নূতন পৃথ্বীতে মানবের অভিব্যক্তি হয়—পুরাতন পৃথ্বী হইতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানব গিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে মাত্র। সেই রকম অনেকেরই মত যে, ভারতক্ষেত্রে ও তৎসন্নিহিত স্থানে মানবের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছে। তাই Sir H. H. Johnston D. Sc., F. R. S., বলিয়াছেন,—"From such meagre facts as have already been collected by scientific investigation we are led to form the opinion that the human genus was evolved from an ape-like ancestor, *most probably in India,* but quite possibly in Syria on the one hand or the Malay Peninsula or Java on the other. So far the nearest approach to a missing link has been found in the island of Java but there are slight indications pointing to *Burma or the Southern part of the Indian continent* as having been the birth place of humanity." (*The Opening up of Africa*) যদিও ভারতে কোন প্রত্নাযুধ যুগের মানব-কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহার অস্তিত্বের কতকগুলি সুনিশ্চিত নিদর্শন

পাওয়া গিয়াছে। তাহা অতিপ্রাচীন চেলীয়পূর্ব্ব সভ্যতার সুনিশ্চিত নিদর্শন এবং তিনটি স্থান হইতে তাহা পাওয়া গিয়াছে। প্রথমটি ঠিক ভারতবর্ষের সীমানার বাহিরে ব্রহ্মদেশে পাওয়া গেলেও উহার সার্থকতা এত বেশী যে, উহাকে আগে ধরিয়া লইতে হইবে। Records of the Geological Survey ২৭শ খণ্ডে ১০১—২ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, Dr. Noetoing মধ্যাধুনিক যুগের উচ্চ স্তরে (Upper Miocene) কতকগুলি মানব-খণ্ডিত প্রস্তর দেখিতে পান। এইগুলি কতকগুলি লুপ্তমেরুবিশিষ্ট প্রাণিজাতির (vertebrate genera); যথা,—Rhinoceros perimense, Hippotherium antelopium প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। এইগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা,—(ক) অসমান খণ্ডিত প্রস্তর, (খ) ত্রিভুজাকার খণ্ডিত প্রস্তর ও (গ) চতুষ্কোণ খণ্ডপ্রস্তর।

Dr. Keith এইগুলির বিষয় এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ইহাদের মানব কর্ত্তৃক খণ্ডন সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া যায় না। অথচ এইগুলিকে বহ্বাধুনিক (Pliocene) যুগের স্তরে পাওয়া গিয়াছিল (Vide Antiquity of Man (1916) P. 257)। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, (গ) বিভাগের খণ্ডপ্রস্তরটি ইংলণ্ডে ডরসেটে প্রাপ্ত উষঃপ্রস্তরের ঠিক অনুরূপ। এখানে বলিয়া রাখা যাক যে, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বহ্বাধুনিক (Pliocene) ও মধ্যাধুনিক (miocene) যুগের কাল মোটামুটি ৫ লক্ষ হইতে ৯ লক্ষ বৎসর মধ্যে বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন।

এইবার ভারতে প্রাপ্ত অতি পুরাকালের নিদর্শন দ্বিতীয় খণ্ড-প্রস্তরটির আলোচনা করা যাউক। পঞ্চাশ বৎসরের কিছু পূর্ব্বে Wynne সাহেব ঐটি গোদাবরী-তটে কতকগুলি লুপ্ত স্তন্যপায়ীর সহিত প্রাপ্ত হন। তখন প্রত্নপ্রাণিতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাঃ ফক্‌নার (Dr. Falkner) ঐ প্রস্তরটি বহ্বাধুনিক বলিয়া প্রমাণ করিলেন এবং বলিলেন,—"এই স্তরটি বহ্বাধুনিক বলিবার কারণ এই যে, এ স্থানের স্তন্যপায়ী জীবজাতিগুলিও পেরিম দ্বীপের ও সেবালিক পর্ব্বতের মধ্যাধুনিক যুগের পরবর্ত্তী ও আমাদের যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী" (Journal of the Geological Society of London. Vol XX1.) ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ এই সম্বন্ধে তাঁহার মত এরূপভাবে প্রকাশ করেন,—"এই খণ্ডিত প্রস্তর পাইতনের নিকটবর্ত্তী মুঙ্গী গ্রামে পাওয়া যায়। এখানকার নদীর উপকূল প্রায় ৫০ ফুট উচ্চে অবস্থিত ও কোনও ঘনীভূত অস্রাভ আগেট প্রস্তরখণ্ডে উহার বহির্ভাগ কালো হইয়া গিয়াছে, কিন্তু স্থানে স্থানে উহার পূর্ব্বকার মসৃণ জমি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা একটি অসমান ত্রিভুজাকৃতি, উহার এক দিক্ প্রশস্ত এবং দুই ধারের মধ্যে একটি ঈষদুন্নত ক্ষেত্র আছে। সমস্তটি ঈষৎ বক্র এবং অন্তর্ভাগ ঠিক ছুরির মত দেখিয়া বোধ হয়, ঠিক শিকারের জন্য ব্যবহৃত হইত। অপর দিক্‌টা এরূপভাবে পার্শ্বে বিস্তৃত যে, যেন বাঁটে পরাইবার জন্য ঠিক করা হইয়াছে। ধারটা যেন ব্যবহার করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উহা দৈর্ঘ্যে ২½" ইঞ্চি, প্রস্থে ১¹⁄₇" মাত্র।" ডাঃ ওল্ডহাম্ এগুলির সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় প্রাণিতত্ত্বে বিশ্ববিশ্রুত Blandford

সাহেব ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীতে এই বলিয়াছিলেন,—"আমার ক্রমশঃ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া আসিতেছে যে, ভারতে ইউরোপের ঢের পূর্ব্বে মানব-নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে বিশেষতঃ মানবচিহ্ন-সংশ্লিষ্ট নর্ম্মদা ও গোদাবরী-তটের স্তন্যপায়ী জীবের অস্থি হইতে উহা বেশ প্রমাণিত হয়। কারণ, ঐ প্রাণিজাতিগুলি আধুনিক কালে বা চতুর্থ যুগের (Guaternary age) ভারতীয় বা ইউরোপীয় জীব হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্।" (Asiatic Soc. Bengal. P. 144—5. 1857)।

এইবার তৃতীয়টির সন্ধান লওয়া যাক্। উহার বৃত্তান্ত (Records, Geol. Survey 1873, P. 49)এ পাওয়া যায়,—"উহা বিন্ধ্যজাত quartzite-নির্ম্মিত একটি প্রাক্কুঠার (Celt), ধারাল, ডিম্বাকৃতি ও নর্ম্মদা নদীর উপকূলে জল হইতে ৪ ফুট উচ্চে মাটিতে প্রোথিত অবস্থায় Hackett সাহেব কর্ত্তৃক ভুট্রা গ্রামের নিকট আবিষ্কৃত হয়। উহা যে কত পুরাতন, তাহা উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বহুকালাবধি লুপ্ত প্রাণিজাতি-বিশেষের অস্থিকঙ্কাল হইতে প্রমাণিত হয়। ভারতীয় প্রাণিসমূহের জাতি-জীবনের পরিবর্ত্তন গোদাবরীর খণ্ডপ্রস্তর প্রসঙ্গেও একবার উল্লেখ করিয়াছি। জিনিষটা কি, তাহা Blandford সাহেবের Asiatic Societyতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের নিম্নলিখিত বক্তৃতা (Vide Proceedings P. 201) হইতে কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যথা,—"নর্ম্মদা-তীরবর্ত্তী প্রাণিবর্গের প্রধান পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় যে, মলয় উপদ্বীপস্থ প্রাণিবর্গের সহিত ভারতীয় জীবের ক্রমশঃ পূর্ব্ববর্ত্তী কালে ইউরোপীয় বা আফ্রিকেয় জীবতুল্য প্রাণিবর্গ দ্বারা অপসারিত হইয়াছে। যথা—Nerbuddaর বৃহৎকায় বৃষভ প্রকৃত বৃষজাতির অন্তর্গত এবং ইউরোপীয় "আদিজাতি বৃষভের" Bos primigeniusএর এত সমতুল্য যে, ভিন্ন জাতিত্ব (racial difference) আরোপ করা যায় না। কিন্তু ইহাও সুবিদিত যে, আধুনিক কালে মহিষ ব্যতীত প্রকৃত এ দেশীয় বৃষজাতি-ভুক্ত বলিতে গেলে সমতলশৃঙ্গ বৃষকেই ধরিতে হয় এবং উহা বক্রশৃঙ্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। আবার নর্ম্মদায় প্রচুর প্রাপ্ত ষড়্‌দন্ত ও চতুর্দ্দন্ত জলহস্তী (Hippopotamus) এখন একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন যে, এই জাতীয় পরিবর্ত্তন এরূপ সম্পূর্ণভাবে হইতে গেলে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগে। সুতরাং দৃঢ় বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, যখন নর্ম্মদা ও গোদাবরীর মধ্যদেশে এবং তাহাদের উপকূলে চারি লক্ষাধিক বৎসর যাবৎ লুপ্ত জলহস্তী, বৃহৎকায় বৃষ ইত্যাদি বিচরণ করিত, তখন প্রাচীন মানব তাহাদের শিকারের জন্য উষঃপ্রস্তর বা প্রত্নপ্রস্তরের আয়ুধ নির্ম্মাণ করিত। তাহাদিগের গঠন কিরূপ, তাহা কঙ্কালের অভাবে বিশেষ বলা যায় না। তবে তাহারা যে আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খাড়া হইয়া চলিতে শিখিয়াছে ও ক্ষীণবল হইয়াও জন্তুরাজ্যে নিজের আধিপত্য বিস্তার করিতে শিখিয়াছে, তাহার সুনিশ্চিত প্রমাণ—এই হস্তনির্ম্মিত Wynne ও Hackett সাহেবের আবিষ্কৃত কুঠার দুইটি। তাহাদের জীবন সম্বন্ধে ভারতে ভবিষ্যতে গবেষণা হইলে অনেক কথা বলা যাইবে এবং এখন ইউরোপে ঐ জাতীয় ঐরূপ (যদিও কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী) স্তরের ব্যক্তিগণের

স্বভাব হইতে তাহাদের আচার-ব্যবহার নিরূপণ করিলে আপাততঃ বোধ হয় দোষ হইবে না। আমরা জানি যে, এরূপ ব্যক্তিসকল শিকারী মাত্র (hunter); আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে নব্য প্রস্তরায়ুধ যুগে তাহারা চাষ শিখিয়াছে। বোধ হয়, তাহারা অগ্নির ব্যবহার জানিত এবং কষ্টলব্ধ পশুমাংস অসংস্কৃত বা অর্দ্ধসংস্কৃত অবস্থায় ভক্ষণ করিত। তাহারা যে নরখাদক ছিল, তাহা আধুনিক কালের নিম্নতম স্তরের অসভ্যজাতীয় জীবন হইতে ও প্রত্ন প্রস্তরায়ুধ যুগের Neanderthal জাতির কঙ্কালনিদর্শন হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। তাহারা নদীর চড়ায় বাস করিত; ঐ জন্য তাহাদিগকে river drift men বলা হয়। কারণ, তখনও হিমযুগ (Glacial age) আসে নাই, যাহাতে শীতের বা বৃষ্টির তাড়নায় তাহাদিগকে গুহাবাসী হইতে হইয়াছিল। ভারতে ও কাবুলে গুহাবাসীদিগের খবর পাওয়া যায়; গুহার কথা পরে বলিব। এখন এই বলিয়া শেষ করা যাক্ যে, তাহাদিগের আয়ু যে বিশেষ বেশী ছিল, তাহা বলা যায় না। তবে শারীরিক বল ও নখ-দন্তের ক্ষমতা নিশ্চিতই অত্যধিক ছিল এবং তাহাদিগের সভ্যতার আয়ু লক্ষ লক্ষ বৎসর বলিয়া ধরা যায়। কারণ, মানবজাতি যতই সভ্য হইতেছে, ততই সভ্যতার গতি দ্রুততর (accelerating) হইতেছে। আজ পঞ্চাশ বৎসরে বিজ্ঞান-রাজ্যে বিপ্লব বহিয়া যাইতেছে। কিন্তু তখন লক্ষ বৎসরেও মানব উষঃপ্রস্তর হইতে প্রত্নপ্রস্তর বা উহা হইতে নব্য-প্রস্তরের উদ্ভব করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু যতই যুগ লাগুক না কেন, সেই প্রথম উদ্ভাবন-কার্য্য যে খুব সম্ভবতঃ আমাদের পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে সমাধান হইতেছিল, ইহা ভাবিয়া আমরা কি প্রকৃতই গৌরবান্বিত হই না ?

শ্রীপঞ্চানন মিত্র

এ প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক পরিভাষার জন্য আমি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "অভিব্যক্তিবাদ" ও শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার ইতিহাসের" নিকট কিয়দংশে ঋণী।

পাহাড়ীজাতির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদনের উপায় *

সুসভ্য হউক, অসভ্য হউক, গৃহী হউক, বনবাসী হউক, সকল মনুষ্যের মধ্যেই জীবন ধারণের জন্য অগ্নির প্রয়োজন হইয়া থাকে। এ দেশে দিয়াশলাই আগমনের পূর্ব্বে চক্‌মকি প্রস্তরে লৌহ দ্বারা আঘাত করিয়া অগ্ন্যুৎপাদনের প্রথা প্রচলিত ছিল। গৃহীরা পূর্ব্বে মাগসায় করিয়া অগ্নি সংরক্ষণ করিতেন এবং গন্ধকের দিয়াশলাই ব্যবহার করিয়া জ্বালাইবার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম দেশে (Chittagong Hill Tracts) বিলাতী দিয়াশলাইএর ব্যবহার পাহাড়ীদের মধ্যে অনেক পরিমাণে প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই অগ্নি সংরক্ষণ করে এবং দরকার হইলে ইহা হইতেই অগ্নি প্রজ্বালন করে। কিন্তু দরকার হইলে ইহারা বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ করিয়া অগ্ন্যুৎপাদন করে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

একটি বাঁশের গিট কাটিয়া লইয়া, মধ্য হইতে চিরিয়া দুই ভাগ করিয়া ফেলা হয়। ঐ গিটের এক অর্দ্ধেক লইয়া, তাহার বাহির অর্থাৎ ত্বকের দিক্ দিয়া একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার খাঁজ কাটিয়া লওয়া হয়। এই বাঁশের ভিতরের গর্ত্তের ঠিক মধ্যে, খাঁজের ঠিক নীচে চাঁচিয়া পাতলা করিয়া লওয়া হয়। সেখানে খুব পাতলা চাচনী ভিতর দিকে রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর আর আধখানা বাঁশ হইতে একটি বাঁশের চটা কাটিয়া লওয়া হয়। এই চটাটি কাটিবার সময় কিছু কারিকুরী করিয়া কাটা হয়—যাহাতে এই চটাটি এইরূপ মাপের হয় যে, যাহার গায়ে পূর্ব্বে একটি খাঁজ কাটা হইয়াছে, সেই খাঁজে এই চটাটি ঠিক খাপ খাইয়া বসে। তাহার পর যে বাঁশের বাহির দিকের গায়ে খাঁজ কাটা হইয়াছে, সেটি পা দিয়া চাপিয়া ধরিয়া, সেই খাঁজে বাঁশের চটা লাগাইয়া, দুই হাত দিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিয়া টানিতে হইবে। টানিতে টানিতে ক্রমশঃ খাঁজটি গরম হইয়া উঠিবে। তখন সেই খাঁজের ভিতর দিকে যেখানটা খুব পাতলা করিয়া লওয়া হইয়াছিল ও সরু বাঁশের চাচনী বসান আছে, সেই স্থান ক্রমশঃ অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিবে এবং সরু বাঁশের চাঁচনীতে ধুম উঠিতে থাকিবে ও ক্রমশঃ তাহাতে আগুন ধরিয়া উঠিবে। তাহার পর পাহাড়ীরা এই চাঁচনীতে ফু দিয়া আগুন জ্বালাইয়া লয়। পরে সেই আগুন হইতে শুকনা কাঠ ধরাইয়া বেশ বড় আগুন করিয়া লয়।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে নানা প্রকারের বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়;—তাহাদিগের মধ্যে তিন-প্রকার বাঁশ প্রধান; তাহাদের নাম—ডলু, ওরা এবং প্যায়া। অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য প্যায়া বাঁশ ব্যবহৃত হয়। আমার বোধ হয়, ইহার প্রধান কারণ এই যে, অন্য বাঁশ হইতে চটা তুলিয়া, খাঁজে বসাইয়া, এ-পাশ ও-পাশ করিয়া টানিতে প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু প্যায়া বাঁশের চটা প্রায়ই সেরূপ ভাঙ্গে না।

শ্রীসরসীলাল সরকার

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৫ বর্ষের ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পঞ্চবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ষড়্‌বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে পঞ্চবিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ বিবৃত হইল।

বান্ধব

দুঃখের কথা যে, আলোচ্য বর্ষেও কোন নূতন বান্ধব পাওয়া যায় নাই। এমন কি, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, যাঁহারা "বান্ধব"-পদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে আশা দিয়াছিলেন, তাঁহারাও অদ্যাপি স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া পরিষৎকে কৃপা করেন নাই। বঙ্গের ধনশালী ব্যক্তিগণ পরিষদের এই 'বান্ধব'-পদ গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে সমৃদ্ধ করেন এবং মাতৃভাষার সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সহায়তা করেন, ইহা পরিষৎ সাগ্রহে আশা করেন।

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে শ্রেণীভেদে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এইরূপ ছিল,—বিশিষ্ট ৯, আজীবন ৬, অধ্যাপক ৩, সহায়ক ১৯ এবং সাধারণ (কলিকাতার ১৫৯৫ ও মফস্বলের ১৬১৯) ৩২১৪, মোট ৩২৫১।

বিশিষ্ট, আজীবন ও অধ্যাপক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট, আজীবন বা অধ্যাপক-সদস্যের নূতন নামের প্রস্তাব না আসায় পরিষৎ কোন নূতন বিশিষ্ট, আজীবন অথবা অধ্যাপক-সদস্যের নাম তালিকাভুক্ত করিতে পারেন নাই।

মৌলবী-সদস্য

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের নিয়মানুসারে মৌলবী-সদস্য হইবার উপযুক্ত কোন নামের প্রস্তাব পাওয়া যায় নাই। সুখের বিষয়, আজকাল মুসলমান বিদ্বন্মণ্ডলী বঙ্গ-বাণীর সেবায় যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন এবং বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টির জন্য তাঁহারা যে প্রকার যত্ন ও ত্যাগ-স্বীকার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের সাহায্য পরিষদের একান্ত বাঞ্ছনীয়। পরিষৎ আশা করেন, মৌলবীগণ পরিষদের নানাবিষয়িণী চেষ্টায় যোগদান করিয়া, পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিবেন, অচিরে মৌলবী সদস্যের অভাব পূরণ করিবেন এবং আরবী ও পারসী ভাষা হইতে বিবিধ রত্নরাজি সংগ্রহপূর্ব্বক বঙ্গভাষাতে ঐগুলি প্রকাশ করিয়া মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধন করিবেন।

সহায়ক-সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের ১৯ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। তন্মধ্যে সহায়ক-সদস্য সংক্রান্ত নিয়মানুসারে ৩ জনের স্থিতিকাল ৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

তাঁহাদের পুনর্নির্ব্বাচন আবশ্যক বোধে বিগত চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাদের নাম প্রস্তাব করেন। তদনুসারে তাঁহারা পুনরায় ৫ বৎসরের জন্য সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মৌলবী নুর আহম্মদ এবং বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ সহায়ক-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এইরূপে সহায়ক-সদস্যের সংখ্যা ২০ হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বর্ষমধ্যেই অন্যতম সহায়ক-সদস্য জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। এই জন্য এই সংখ্যা ১৯ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে উক্ত সহায়ক-সদস্যগণের মধ্যে প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ মহাশয় গ্রন্থ-সম্পাদন, পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি রচনা, পুথি-সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পরিষদের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। আশা করা যায়, অন্যান্য সহায়ক-সদস্যগণ আগামী বর্ষে পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্যে সহায়তা করিবেন।

সাধারণ-সদস্য

আলোচ্য বর্ষের প্রথমে পরিষদের কলিকাতাবাসী সাধারণ সদস্য ১৫৯৫ জন ছিলেন। তন্মধ্যে ২৭১ জনের নাম পদত্যাগ ও চাঁদা অনাদায় হেতু বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে ও ৪১ জন কলিকাতাবাসী নূতন সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৩ জন মফস্বলে গিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের প্রথমে মফস্বলের সদস্য-সংখ্যা ১৬১৯ ছিল। তন্মধ্যে পদত্যাগ ও চাঁদা অনাদায় জন্য ৫১৪ জনের নাম তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, ২০ জনের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং ২৬ জন মফস্বলবাসী নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে ও ২ জন পদত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতাবাসী সদস্যগণের মধ্যে ১৩ জন মফস্বলে গিয়াছেন এবং মফস্বলের ১৩ জন সদস্য কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই সকল পরিবর্ত্তনাদির পর বর্ষশেষে কলিকাতায় ১৩৪৬ জন ও মফস্বলে ১১০৯ জন সদস্য ছিলেন এবং কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ সদস্য-সংখ্যা ২৪৫৫ হইয়াছিল।

বহু দিন হইতে অনেক সদস্যের নিকট বহু টাকা চাঁদা বাকী পড়িয়াছিল। তাঁহাদিগকে উক্ত চাঁদা শোধ করিবার জন্য নানা সুবিধাজনক সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা পরিষদের আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই। এই জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বহু দিনব্যাপী আলোচনার পর তাঁহাদিগের নাম সদস্য তালিকা হইতে বাদ দিতে অগত্যা বাধ্য হইয়াছেন। এখনও যাঁহারা চাঁদা বাকী রাখিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় চাঁদা পাঠাইয়া দিয়া, সদস্যের পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়া, পরিষৎকে উপকৃত করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

সদস্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আলোচ্য বর্ষে সর্ব্বপ্রধান ঘটনা হইতেছে—শিক্ষিতা ভদ্রমহিলাদিগের পরিষদের সদস্য-পদ-গ্রহণ। এত দিন আমাদের পরিষদে বিদুষী ভদ্রমহিলা কেহই সদস্য ছিলেন

না। আলোচ্য বর্ষের ১৮ই ফাল্গুন তারিখের দশম মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীমতী জগৎমোহিনী সিংহ মহাশয়া পরিষদের সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং তিনি যথারীতি সদস্য-পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে দেখা যাইতেছে যে, বর্ষশেষে পরিষদের সদস্য-সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়াইয়াছে,—বিশিষ্ট ৯, আজীবন ৬, অধ্যাপক ৩, মৌলবী ০, সহায়ক ২০, সাধারণ (কলিকাতার ১৩৪৬, মফস্বলের ১১০৯)—২৪৫৫, মোট—২৪৯৩।

নূতন সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাব দ্বারা পরিষদের বলবৃদ্ধিতে যে সকল সদস্য পরিষদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পরলোকগত সদস্য ও সাহিত্য-সেবিগণ

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ১ জন সহায়ক-সদস্যের এবং ৩৯ জন সাধারণ-সদস্যের পরলোক-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। পরিষৎ ইঁহাদের মৃত্যুতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে পরিষদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

সহায়ক সদস্য—১। জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ। সাধারণ-সদস্য—২। অখিলচন্দ্র রায়। ৩। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৪। ও, এস্, অচ্যুতরাও। ৫। কালীপদ বসু। ৬। কাশীকান্ত মৈত্রেয়। ৭। কুলদাকিঙ্কর রায়। ৮। রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর। ৯। কৃষ্ণলাল চৌধুরী। ১০। গঙ্গানারায়ণ রায়। ১১। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২। গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩। গৌরমোহন শীল। ১৪। জানকীনাথ পাঁড়ে। ১৫। জিতেন্দ্রনাথ রায়। ১৬। কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী। ১৭। ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী। ১৮। নিখিলনাথ মৈত্র। ১৯। কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি। ২০। বঙ্কিমচন্দ্র রায়। ২১। বিনয়েন্দ্রনাথ সিংহ। ২২। বৈদ্যনাথ ঘোষ। ২৩। ভাগ্যধর মল্লিক। ২৪। মণিমোহন মুখোপাধ্যায়। ২৫। কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর। ২৬। যাদবগোবিন্দ রায়। ২৭। মহারাজ রণজিৎ সিংহ বাহাদুর। ২৮। রামদেব মুখোপাধ্যায়। ২৯। ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসু। ৩০। রাধিকামোহন সেন। ৩১। শরচ্চন্দ্র দেব। ৩২। ডাঃ শিবপ্রসাদ শর্ম্মা রায়। ৩৩। শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ৩৪। শ্রীশচন্দ্র বসু রায় বাহাদুর। ৩৫। সতীশচন্দ্র বসু। ৩৬। সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। ৩৭। হরিদাস নন্দী। ৩৮। হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ৩৯। হরিমোহন মুখোপাধ্যায়। ৪০। হারাণচন্দ্র মিত্র।

উল্লিখিত সদস্যগণ ব্যতীত নিম্নোক্ত সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবিগণের পরলোক-গমন ঘটিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই এককালে পরিষদের সদস্য ছিলেন। ইঁহাদের মৃত্যুতে পরিষৎ বিশেষভাবে দুঃখিত।

১। দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি গত ১৩০১।১৩০২ বঙ্গাব্দে পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। ২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। ৩। ক্ষেত্রনাথ সেন গুপ্ত। ৪। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। ৫। অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী। ৬। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। ৭। রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ, পি আর এস মহাশয়ের মৃত্যু পরিষদের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। পরিষদের শৈশবাবস্থায় ১৩০২।৩ বঙ্গাব্দে পরিষৎ যখন স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের আশ্রয়ে লালিতপালিত হইতেছিল, সেই সময় স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের সম্পাদকরূপে পরিষদের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পরিষৎ উক্ত রাজবাটী হইতে অন্যত্র উঠিয়া আসিলে পর, তিনি রাজবাড়ীতে নবপ্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য-সভা'র সম্পাদক হইয়াছিলেন; মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিষয় বঙ্গদেশবাসীর নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। তাঁহার মৃত্যুতে পরিষৎ অত্যন্ত দুঃখিত। ৮। বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়। ৯। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০। পণ্ডিত মোহম্মদ রেয়াজুদ্দিন।

বার্ষিক অধিবেশন

১৩২৫, ২রা আষাঢ় তারিখে চতুর্ব্বিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কয়েক জন সদস্যের রাজসম্মান-লাভে আনন্দ প্রকাশের পর গত বর্ষের কার্য্যবিবরণ পাঠ, আলোচ্য বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ, বার্ষিক আয়-ব্যয়-বিজ্ঞাপন, আলোচ্য বর্ষের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের ফল বিজ্ঞাপিত হয়। তৎপরে কতিপয় সহায়কসদস্য নির্ব্বাচন ও কতকগুলি পুরস্কার-প্রবন্ধ-পরীক্ষার ফল বিজ্ঞাপিত হয়।

মাসিক অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ১০টি সাধারণ ও ৯টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে। নিম্নে অধিবেশনে আলোচিত বিষয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল।—

তারিখ প্রবন্ধ ও লেখক

প্রথম মাসিক অধিবেশন—৩০শে আষাঢ়, রবিবার—"মহাকবি সঞ্জয়", শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি এ।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২৯শে ভাদ্র, রবিবার—"আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর সমালোচনা," শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—৫ই আশ্বিন, রবিবার—"কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি-সমূহ," শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২২শে অগ্রহায়ণ, রবিবার—"পাহাড়ী জাতির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদনের উপায়," শ্রীযুক্ত ডাঃ সরসীলাল সরকার এম এ, এল এম এস্।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২৫শে অগ্রহায়ণ, বুধবার—"অন্তর্বায়ু বা শারীরিক সমীরণ" সম্বন্ধে কবিরাজ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের বক্তৃতা। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বস্তির উপযোগী যন্ত্রাদি বক্তা কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ও ব্যাখ্যাত হয়।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৯শে অগ্রহায়ণ, রবিবার—"মুসলমানী সংবাদপত্রের ইতিহাস," ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২১শে পৌষ, রবিবার—"শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সমালোচনা," শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—২৮শে পৌষ, রবিবার—(ক) "আলোচনা," শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। (খ) "মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ মহাশয়লিখিত শব্দকোষ আলোচনা,"—মৌলবী নজীর আহমদ। (গ) "কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা"—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

নবম মাসিক অধিবেশন—২৬শে মাঘ, রবিবার—"ভবাকের সংস্থান," শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

দশম মাসিক অধিবেশন—১৮ই ফাল্গুন, রবিবার—(ক) "সমতটের পূর্ব্বে"—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম এ। (খ) "এ দেশে ভূ-ভ্রমবাদ"—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বাহাদুর, এম এ। (গ) "আট শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা শব্দ"—রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, বাহাদুর, এম এ।

মাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—বস্তির উপযোগী যন্ত্রাদি—শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কাব্যতীর্থ।

নবম মাসিক অধিবেশন—প্রাচীন মুদ্রা ২টি। প্রদাতা—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্।

বিশেষ অধিবেশন

প্রথম বিশেষ অধিবেশন—২৫শে আষাঢ়, মঙ্গলবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়-প্রবর্ত্তিত বক্তৃতামালার অন্তর্গত চতুর্থ বক্তৃতা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ মহাশয় "শিবাজি ও ঔরঙ্গজেব" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় বিশেষ অধিবেশন—৩০শে আষাঢ়, রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য, বঙ্গের কৃতি সন্তান, তিব্বতীয় ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই মহোদয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিষদের অন্যতম

সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত, শ্রীযুত অবিনাশ-চন্দ্র মজুমদার মহাশয়গণ মৃত মহাত্মার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয়, তাঁহার পিতার তৈলচিত্র স্বয়ত্নে প্রস্তুত করাইয়া পরিষদে উপহার দিয়াছেন। সেই চিত্রই এই অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন—৫ই আশ্বিন, রবিবার। এই অধিবেশনে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সহকারী সভাপতি মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুত পুলিনবিহারী মিত্র মহাশয়, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয়-রচিত একটি গীত গান করেন। শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল, ডাঃ আবদুস গফুর সিদ্দিকী এবং সভাপতি মহাশয় মনোমোহন বাবুর গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মনোমোহন বাবুর পৌত্র, চিত্রকর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের অঙ্কিত ও তাঁহাদের প্রদত্ত চিত্রখানি প্রতিষ্ঠিত হয়।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন—২০শে পৌষ, শনিবার। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। অন্যতম সহকারী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপদ বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত, ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি মহাশয়, স্বর্গীয় মহাত্মার গুণাবলী কীর্ত্তন করেন।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন—২৫শে মাঘ, শনিবার, পরিষৎ মন্দিরে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। পরিষদের পক্ষে ইহা একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। পরিষদের গঠন ও উন্নতির জন্য যিনি প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, পরিষৎ এই চিত্রপ্রতিষ্ঠা দ্বারা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার যে সামান্য চেষ্টা করিতে পারিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষৎ নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। (এই অধিবেশনের বিস্তারিত বিবরণ পরিষৎপত্রিকায় মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণের সহিত প্রকাশিত হইবে)।

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন—২৬শে মাঘ, রবিবার। ডাঃ রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। অন্যতম সহকারী

সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডাঃ শ্রীযুত সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ডাঃ শ্রীযুত সুন্দরীমোহন দাস, শ্রীযুত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাঃ শ্রীযুত আবদুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত ও সভাপতি মহাশয়, স্বর্গীয় ডাক্তার করের গুণাবলী আলোচনা করেন।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন—১৬ই ফাল্গুন, শনিবার। এই অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ মহাশয়, শ্রীযুত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয়-প্রদত্ত অর্থে প্রকাশ্য সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত গিজোর প্রণীত সভ্যতার ইতিহাসের তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠ করেন। অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন—১১ই চৈত্র, মঙ্গলবার। এই অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত পঞ্চম বক্তৃতা হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুত চুনীলাল বসু মহাশয় "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে প্রথম বক্তৃতা করেন। সভাপতি স্যর শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নবম বিশেষ অধিবেশন—২৭শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার। এই অধিবেশনে উক্ত বক্তৃতামালার অন্তর্গত ষষ্ঠ বক্তৃতা হয়। রায় শ্রীযুত চুনীলাল বসু বাহাদুর "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে দ্বিতীয় বক্তৃতা করেন। মাননীয় ভাইস চান্সেলার স্যর শ্রীযুত নীলরতন সরকার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি-সভার বিশেষ অধিবেশন—১৬ই চৈত্র, রবিবার। স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহোদয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে পরিষদের উক্ত স্মৃতিসমিতির অধিবেশন হয়। মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুত শশাঙ্কমোহন সেন, শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেন, রায় শ্রীযুত চুনীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুত আশুতোষ মহলানবীশ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুত মন্মথমোহন বসু মহাশয়গণ কবির সম্বন্ধে আলোচনা করেন। (পরিষৎ-পত্রিকায় এই অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ দ্রষ্টব্য)।

পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, বঙ্গ-ভারতীর অন্যতম বরপুত্র, কবিবর নবীনচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা পরিষদের পক্ষে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। গত ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ কবিবরের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। তৎপরে পরিষৎ মন্দিরে তাঁহার স্মৃতি যাহাতে উপযুক্ত-ভাবে রক্ষিত হয়, তাহার সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা করিবার জন্য পরিষদের একটি স্মৃতিসমিতি গঠিত হয়। উক্ত স্মৃতি-সমিতি এতদিনের চেষ্টায় কবিবরের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণে সমর্থ হইয়াছেন। এই জন্য

পরিষৎ উক্ত স্মৃতি-সমিতির নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। পরিষৎ এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ধন্য হইলেন।

পরিষদে ধারাবাহিক বিশেষ বিশেষ বক্তৃতা

গত চতুর্বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণে উল্লিখিত হইয়াছিল যে, পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক স্যর শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বঙ্গদেশের নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তদনুসারে আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় মারাঠা ইতিহাসান্তর্গত "শিবাজি ও ঔরঙ্গজেব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং বর্ষের শেষভাগে শ্রীযুত রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর "আহার-তত্ত্ব" সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা করেন এবং আলোকচিত্রের সাহায্যে তাঁহার বক্তব্য বিষয় বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট করেন। পরিষৎ আশা করেন, বঙ্গদেশের অন্যান্য পণ্ডিতগণ পরিষদের এই কল্যাণকর অনুষ্ঠানে সহায়তা করিবেন। যাঁহারা এই ভাবে বক্তৃতা দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মাতৃভাষায় এইরূপ বক্তৃতার উপযোগিতা দেশমধ্যে যতই অনুভূত হইবে, ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য ততই উপায়সমূহ নির্ণীত হইবে। এই সকল বক্তৃতা স্থায়িভাবে সাহিত্যে সুরক্ষিত হইয়া, বিভিন্ন শাস্ত্রের আলোচনাকারিগণের পক্ষে যাহাতে বিশেষ সহায়ক হয়, অচিরে উহার ব্যবস্থা করিলে সাহিত্যে এক নবযুগের সৃষ্টি হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত চুনীবাবুর বক্তৃতার জন্য রামমোহন লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ পরিষৎকে ব্যবহার করিতে দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পরিষৎ এই জন্য উক্ত লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় উক্ত ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ পরিচালন করিয়া শ্রীযুত চুনীবাবুর বক্তৃতা বুঝাইবার পক্ষে সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাকে ধন্যবাদ অর্পণ করিতেছেন।

কার্য্যালয়

কর্ম্মাধ্যক্ষ

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ নিম্নলিখিত কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন,—

সম্পাদক—	শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সহকারী সম্পাদক—	„ কিরণচন্দ্র দত্ত
	„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
	„ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী
	„ ললিতচন্দ্র মিত্র
	„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

পত্রিকাধ্যক্ষ—	শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
ধনাধ্যক্ষ—	„ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
গ্রন্থাধ্যক্ষ—	„ সুশীলকুমার দে
চিত্রশালাধ্যক্ষ—	„ ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী
ছাত্রাধ্যক্ষ—	„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—	„ উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
	„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল। তিনি অল্প দিনের জন্য কাজ করিয়া, নিজ সাংসারিক কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়েন বলিয়া তাঁহার অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উপর কার্য্যালয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর ছাপাখানা-বিভাগের, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উপর সাহিত্য-সম্মিলন, শাখা-পরিষৎ ও পরিষদের যাবতীয় মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের ও নূতন সদস্য-নির্ব্বাচন-সংক্রান্ত কার্য্যের এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর আয়-ব্যয়-বিভাগের কার্য্যভার ন্যস্ত ছিল। এই সকল সহকারী সম্পাদকগণের আন্তরিক যত্ন ও বিশেষ পরিশ্রম ব্যতীত সম্পাদকের পক্ষে পরিষদের কার্য্য সম্পাদন একরূপ অসম্ভব হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। সম্পাদক এই জন্য ইহাঁদিগকে বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া যে ভাবে পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজ কার্য্য ব্যতীত পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়কে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের অর্থাদি রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় গ্রন্থাগারের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারের নাটকের তালিকা-মুদ্রণ শেষ হইয়াছে ও গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে। চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের ঐকান্তিক যত্নে আলোচ্য বর্ষে চিত্রশালা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠিত হইয়াছে। চিত্রশালাটি যাহাতে আদর্শ চিত্রশালায় পরিণত হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। চিত্রশালার দ্রব্যাদির শৃঙ্খলাবদ্ধ তালিকা-প্রস্তুত-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় ছাত্র-সভ্য-গণ বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতে প্রাচীন পুথি, বঙ্গের ইতিহাস, মারাঠা জাতির ইতিহাস, প্রাগৈতিহাসিক ভারত-তত্ত্ব জানিবার উপাদান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাইয়াছেন। এই সকল কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদন জন্য পরিষৎ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী,

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণের নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

উক্ত কর্ম্মাধ্যক্ষগণ ব্যতীত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আয়-ব্যয়-পরীক্ষকের কার্য্য বিশেষ পরিশ্রম সহকারে সম্পাদন করিয়াছেন। পরিষৎ এই বন্ধুগণের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের নানা বিভাগের কার্য্য-নির্ব্বাহে বহু সহায়তা করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন,—

(ক) সাধারণ সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২। " সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৪। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু
৬। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ
৭। " খগেন্দ্রনাথ মিত্র
৮। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
৯। " অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
১০। " রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর
১১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ
১২। রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন
১৩। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু
১৪। " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫। " হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত
১৬। " বাণীনাথ নন্দী
১৭। " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৮। " ডাঃ অমূকূলচন্দ্র সরকার
১৯। " রমাপ্রসাদ চন্দ
২০। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক

(খ) শাখা-পরিষদের প্রতিনিধিগণ

১। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী—(বরিশাল)
২। " আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ—(চট্টগ্রাম)
৩। " রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—(বহরমপুর)
৪। " রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ—(নদীয়া)
৫। " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—(রঙ্গপুর)

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৬টি সাধারণ ও ৩টি বিশেষ অধিবেশন হয়। এতদ্ব্যতীত ৬ বার পত্রব্যবহার দ্বারা (meeting in circulation) কার্য্য-নির্ব্বাহক-

সমিতির মতামত সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে নিম্নলিখিত কার্য্যগুলিও আলোচিত হইয়াছিল,—

১। বিগত বার্ষিক কার্য্যবিবরণমধ্যে জানান হইয়াছিল যে, পরিষদের নিয়মাবলী সংস্কার ও পরিবর্ত্তন-প্রস্তাবগুলি আলোচনার জন্য আলোচ্য বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হইয়াছে। তদনুসারে গত ১৫ই শ্রাবণ তারিখের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশনের নির্দ্দেশমত উক্ত প্রস্তাবগুলি এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রেরিত কতকগুলি প্রস্তাব আলোচনার জন্য এক শাখাসমিতি গঠিত হয়। এই শাখা-সমিতি গত ১৪ই মাঘ তারিখের অধিবেশনে উক্ত প্রস্তাবগুলি আলোচনা করেন এবং সমিতির নির্দ্দেশ-মত পূর্ব্বপ্রস্তাব ও সমিতির গৃহীত প্রস্তাব একত্রে সদস্যগণের নিকট মতামতের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। সদস্যগণের নিকট হইতে মতামত পাওয়া গিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে উক্ত মতামতগুলি আলোচিত হইয়া, উক্ত বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত মন্তব্য পরিষদের এক সাধারণ বিশেষ অধিবেশনে আলোচিত হইবে। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে উক্ত দুইটি বিশেষ অধিবেশনই আহূত হইয়া নিয়মাবলী সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইবে।

২। পরিষৎ-পুস্তকালয়-সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠন। ৩। পরিষদের চিত্রশালা-সংক্রান্ত নিয়মাবলী গঠন। ৪। কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ জন্য কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভূমিদানপত্রের দলিলের খসড়া মঞ্জুর।

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মূর্ত্তি-নির্ম্মাতা ভাস্করের সহিত মর্ম্মরমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ-সংক্রান্ত চুক্তি নির্দ্ধারণ এবং এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থ অর্থ-সংগ্রহ জন্য সমিতি গঠন। এ যাবৎ ৬৮৩৲ টাকা এই তহবিলে আদায় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫০০৲ টাকা ভাস্করকে দেওয়া হইয়াছে এবং মূর্ত্তিনির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

৬। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যকল্পে একটি ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। এই ভাণ্ডারে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। এই ভাণ্ডারের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের উপর সম্পূর্ণ ভার প্রদত্ত হইয়াছে ও এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ যত্নে এ পর্য্যন্ত ৪৮৲ টাকা সাহায্য সুহৃদ্গণের নিকট সংগৃহীত হইয়া, চণ্ডীবাবুর পত্নীর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সমিতি তজ্জন্য শ্রীযুত বনওয়ারি বাবুর নিকট ও সাহায্যদাতৃগণের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

৭। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৮। সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

৯। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের (সমাচারদর্পণের) শতবার্ষিক উৎসব জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১০। পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১১। দ্রব্যাদি মহার্ঘ হওয়ায় পরিষদের বেতনভোগী কর্ম্মচারিগণকে এক মাসের বেতন এবং আগামী বর্ষে মাসিক ৪৲ । ৫৲ টাকা হিসাবে এক বৎসরের জন্য অতিরিক্ত দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

১২। বাঁকীপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের দশম অধিবেশনে সম্মিলনের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। উক্ত সম্মিলনের নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কি না, তৎসম্বন্ধে মতামত দিবার জন্য ঐ শাখা-সমিতি কর্তৃক পরিষৎ অনুরুদ্ধ হওয়ায়, পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় পরিষৎ তাঁহাদের মন্তব্য গ্রহণ করিতে অসমর্থ। যেহেতু উক্ত নিয়মাবলী গৃহীত হইলে সম্মিলনের সহিত পরিষদের সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে। ইহাতে সম্মিলনের উন্নতির পক্ষে বাধা ঘটিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

১৩। মাননীয় বিচারপতি স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব-ক্রমে বাঙ্গালা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার কি প্রকার হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১৪। পিয়নগণের থাকিবার ঘর, পায়খানা, জলের কল প্রভৃতি নির্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ ব্যতীত নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের নানা শাখা-সমিতিতে—ছাপাখানা-সমিতি, পুস্তকালয়-সমিতি, আনুমানিক আয়-ব্যয়-সমিতি, বিভিন্ন স্মৃতি-সমিতি প্রভৃতি সমিতিতে সভ্যরূপে থাকিয়া এবং অন্য উপায়ে পরিষদের নানা অনুষ্ঠানে সাহায্য করিয়াছেন। পরিষদের পক্ষ হইতে ইঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এবং শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-পরিষদের সর্ব্বরকমে মোট আয় ১৭৯২৩৮৬ টাকা, পূর্ব্ববৎসরের উদ্বৃত্ত ২২৫।৶৩ টাকা, একুনে মোট জমা ১৮১৪৯৶৯ টাকা। মোট ১৮০৪৬৩ টাকা ব্যয় হইয়া বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ১০৩৶৬ টাকা আছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের ২২০৬৯॥৵৮ টাকা কোম্পানীর কাগজাদি ও ডাকঘরে মজুত আছে। আজ তিন চারি বৎসর ধরিয়া অনেক সদস্যের বাকী চাঁদা আদায় করিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করা হইতেছিল। এমন কি, তাঁহাদের বাকী চাঁদার ¾ অংশ বাদ দিয়া ¼ অংশ লইয়া চাঁদা শোধ করিবার ব্যবস্থা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও চাঁদা আদায় না হওয়ায় গত ৪ঠা চৈত্র, ১৩২৫ তারিখের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুসারে ৭৪৭ জন সদস্যের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পরিষৎ তাঁহাদিগকে হারাইলেন। যাহাতে তাঁহাদিগকে হারাইতে না হয়, তজ্জন্য বহুবিধ ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। কিন্তু কোনও ফল না হওয়ায় বাধ্য হইয়া পরিষদের সদস্যগণের তালিকা হইতে তাঁহাদের নাম বাদ দিতে হইয়াছে। পরিষৎ তজ্জন্য বিশেষ দুঃখিত। মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত চাঁদা নিয়মিত আদায় হয় না বলিয়াই প্রতি বৎসর ৺পূজার সময় ও চৈত্র মাসে ঋণ করিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঋণ শোধ করা হয় বটে, কিন্তু পরিষদের সদস্যগণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের দেয় মাসিক চাঁদা নিয়মিত প্রদান করেন, তাহা হইলে মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে হয় না এবং বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত অর্থ-সমষ্টিও বৃদ্ধি হইতে পারে। সদস্যগণের দেয় মাসিক চাঁদার উপর নির্ভর করিয়াই পরিষদের যাবতীয় কার্য্য আরম্ভ করা হইয়া থাকে। কিন্তু যথাসময়ে চাঁদা আদায় না হওয়ায় বর্ষশেষে প্রারব্ধ কার্য্য শেষ করিবার জন্য বাধ্য হইয়া ঋণ করিতে হয়। পরিষদের সদস্যগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন বাঙ্গালীর এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে নিয়মমত দৈনিক অন্ততঃ একটি পয়সা ভিক্ষা দান করিয়া পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করেন। আশা করি, আগামী বর্ষে সদস্যগণের চাঁদা আদায় দ্বারাই পরিষদের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

সাধারণ স্থায়ী তহবিল

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে সাধারণ স্থায়ী তহবিল হইতে যে ঋণ লওয়া হইয়াছিল, বড়ই দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান বর্ষে তাহার কিছুই পরিশোধ করিতে পারা যায় নাই। বজেটে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু চাঁদা আদায় কম হওয়ায় উক্ত তহবিলের দেনা শোধ করিতে পারা যায় নাই। এখনও উক্ত

তহবিলে প্রতিশ্রুত দান ১৭৪২৫৲ টাকা অনাদায় রহিয়াছে। এই দান পাওয়া গেলে, তাহার সুদ হইতে পরিষদের সাধারণ তহবিলের আয় বৃদ্ধি হইয়া, সাধারণ স্থায়ী তহবিলের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের দেনা কিছু কিছু শোধ করা যাইতে পারে। আশা করি, পরিষদের হিতকামী সহৃদয় দাতা মহোদয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক অচিরে নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডার পূরণ করিবেন।

গৃহনির্ম্মাণ তহবিল

এ বৎসরও গৃহনির্ম্মাণ তহবিলে প্রতিশ্রুত ২৫১২॥০ টাকার মধ্যে কিছুই আদায় হয় নাই। উক্ত দান পাওয়া গেলে সাহিত্য-পরিষদের স্থায়ী তহবিল হইতে এই হিসাবে যে টাকা ঋণ লওয়া হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই শোধ হইতে পারিত। অধিকন্তু পরিষৎ মন্দিরে নিত্য ব্যবহারোপযোগী জলের কল ও শৌচাগার প্রস্তুতের ব্যয়ের অনেকাংশ এই টাকায় হইতে পারিত। অর্থাভাববশতঃ এত দিন তাহার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ইহার অভাবে এত অসুবিধা হইতেছে যে, আর তাহা স্থগিত রাখা যায় না। সেই হেতু কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এই কার্য্যের জন্ত বজেটে টাকা ধরিয়াছেন। বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের ছাদ সংস্কার না করিলে আদৌ চলিবে না। তাহাতে কিঞ্চিদধিক এক সহস্র টাকা এবং পিয়নদিগের থাকিবার ঘর, জলের কল ও শৌচাগার প্রস্তুত করিবার জন্ত আনুমানিক এক সহস্র টাকা ব্যয় হইবে। বর্ত্তমান বর্ষশেষে পরিষদের সদস্ত-সংখ্যা ন্যূনাধিক ২৫০০। পরিষদের সদস্ত মহোদয়গণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রত্যেকে ১৲ টাকা করিয়া সাহায্য করেন, তাহা হইলে পরিষদের ন্তায় জাতীয় অনুষ্ঠানের এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব পূরণ হইয়া যায়। তজ্জন্ত সদস্ত মহোদয়গণের নিকট আবেদন, যেন তাঁহারা আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়া, বাঙ্গালীর এই জাতীয় অনুষ্ঠানের অভাব মোচন করেন।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক

সাহিত্য-পরিষদের আয়-ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয় নিয়মিতভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া হিসাব পরীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় পরিষদের হিসাবের জটিলতা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হইয়াছে। অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতার জন্ত তাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ ধন্তবাদভাজন।

এখন পরিষদের হিসাব-বিভাগের কার্য্য এত অধিক যে, তাহা নিয়মিতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা ও পরিদর্শন করা একজন সহকারী সম্পাদকের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নহে। বিল ও ভিপি নিয়মিত পরীক্ষা না করিলে চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা

ও উন্নতি করিবার কোনও আশা দেখা যায় না। অথচ এই দুই বিভাগের কার্য্যের উপরেই পরিষদের আর্থিক স্বচ্ছলতা নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের অন্যতম হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনেক সময়ে আয়-ব্যয়-বিভাগের অনেক বিষয়ে শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের আয়-ব্যয়-বিভাগের কাজেও অনেক সুবিধা হইয়াছে। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পরিষদের হিতৈষী বন্ধু, অন্যতম সহায়ক-সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়া, পরিষদের সদস্যগণের নিকট হইতে বাকী চাঁদা আদায় ও নূতন সদস্য সংগ্রহ ও পরিষৎ-পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া পরিষদের অনেক সহায়তা করিয়াছেন। বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করিয়া এত দিন তিনি যে কমিশন পাইতেছিলেন, তাহা গত বৎসর হইতে লইতে বিরত হইয়াছেন। এই সকল কার্য্যের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। আশা করি, ভবিষ্যতেও শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু পরিষদের এইরূপ সহায়তা করিয়া, পরিষদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহের পরিচয় দিতে বিস্মৃত হইবেন না।

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের চিত্রশালার অধ্যক্ষ-পদে ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বহু দিন হইতে পরিষদের চিত্রশালা যেরূপভাবে দিন দিন বর্দ্ধিতায়তন হইতেছে, তাহাতে উহার কার্য্যপ্রণালী বিধিবদ্ধভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার আবশ্যকতা উপলব্ধ হইতেছিল। আলোচ্য বর্ষের প্রথম ভাগে চিত্রশালার খসড়া নিয়মাবলী আলোচনা করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক এক শাখা-সমিতি গঠিত হয়। সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত নিয়মাবলী কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গত অগ্রহায়ণ মাসে পরিগৃহীত হইয়াছে। নিয়মানুসারে চিত্রশালার দ্রব্যাদির তালিকা প্রস্তুত জন্য চিত্রশালাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রয়োজন-মত অস্থায়ী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করার প্রস্তাব কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি মঞ্জুর করিয়াছেন। মূর্ত্তি প্রভৃতির তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। মুদ্রাগুলির তালিকা প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু পরিষৎকার্য্যালয়ের প্রধান কার্য্যকারকের অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে তাঁহার পুনঃ পুনঃ বিদায় গ্রহণ নিবন্ধন অস্থায়ী কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে নাই। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষে অন্যান্য বিষয়ের তালিকা প্রস্তুত সম্পূর্ণ হইবে। প্রাচীন মূর্ত্তি ও মুদ্রা প্রভৃতি যথাযথ সুবিন্যস্তভাবে রাখিবার জন্য আধারের বিশেষ অভাব রহিয়াছে এবং প্রাচীন চিত্রাদি রক্ষার বিশেষ বন্দোবস্তের প্রয়োজন। আগামী বর্ষে এইরূপ আধারাদি প্রস্তুতের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে অনেক গণ্যমান্য দর্শক চিত্রশালা দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের অন্যতম হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগতা পত্নী স্বর্গীয়া ভাগ্যেশ্বরী দাসী ১৪ টি প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা এবং পরিষদের ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বৈদেশিক রৌপ্যমুদ্রা চিত্রশালায় উপহার দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা পরিষদের অশেষ ধন্যবাদভাজন। ঐ ১৪ টি মুদ্রা বিশিষ্টেরা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন,—

১। রৌপ্যমুদ্রা—শাহ্ আলম ২য় (১৭৫৯—১৮০৬ খৃঃ) মুরশিদাবাদ টাকশাল।
২। ঐ ঐ ঐ ঐ
৩। ঐ অর্দ্ধমুদ্রা ঐ ঐ ফররুকাবাদ টাকশাল।
৪। ঐ মুদ্রা রুদ্রসিংহ (আসাম) শক—১৬৩৫=১৭১৩ খৃঃ।
৫। ঐ ঐ আসামের রাণী প্রমথেশ্বরী দেবী—রাজা শিবসিংহের স্ত্রী, শ—১৬৫২=১৭৩০ খৃঃ
৬। ঐ ঐ আসামরাজ শ্রীশিবসিংহ এবং তাঁহার স্ত্রী শ্রীসর্ব্বেশ্বরী দেবী শ ১৬৬৬=১৭৪৪ খৃঃ। রাজ্যাঙ্ক ৩১
৭। ঐ ঐ রাজেশ্বর সিংহ (আসাম) শ—১৬৭৪=১৭৫২ খৃঃ
৮। ঐ ঐ আসামরাজ লক্ষ্মীসিংহ। শ—১৬৯৫=১৭৭৩ খৃঃ
৯। ঐ ঐ ⅛ মুদ্রা, আসামরাজ লক্ষ্মীসিংহ—তারিখ নাই।
১০-১১। ঐ ¼ মুদ্রা, আসামরাজ গৌরীনাথ সিংহ—তারিখ নাই।
১২-১৩। ঐ ⅛ মুদ্রা ঐ ঐ ঐ
১৪। ঐ ঐ ১/১৬ মুদ্রা ঐ ঐ ঐ

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে ১০৯৪ খানি বাঙ্গালা পুস্তক, ১৪১ খানি ইংরাজী পুস্তক, ৩ খানি সংস্কৃত পুস্তক ও ৪ খানি বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৭৯ খানি বাঙ্গালা, ১৩৯ খানি ইংরাজী, ৩ খানি সংস্কৃত ও ৪খানি বিবিধ ভাষায় লিখিত পুস্তক উপহারস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুখেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত বিবিধ ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক গ্রন্থাগারে উপহার দিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ।

আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রমধ্যে ৫ খানি দৈনিক, ৪৪ খানি সাপ্তাহিক, ৫ খানি পাক্ষিক, ৭২ খানি মাসিক ও ৩ খানি ত্রৈমাসিক পত্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার বিনিময়ে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা ও ইণ্ডিয়া গেজেট গবর্ণমেণ্টের

নিকট হইতে নিয়মিতভাবে পাওয়া গিয়াছে। [সাময়িক পত্রিকার তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]।

আলোচ্য বর্ষে মার্কিণদেশের Smithsonian Institution হইতে ২৩ খানি ইংরাজী পুস্তক ও পুস্তিকা এবং বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে কতকগুলি বাঙ্গালা ইংরাজি প্রভৃতি বিবিধ ভাষার পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে প্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে ৯৭৭ খানি বাঙ্গালা পুস্তক তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। আগামী বর্ষে অবশিষ্ট পুস্তকগুলির তালিকা-প্রস্তুত-কার্য্য শেষ হইবে।

গত বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও পরিষদের উন্নতিকল্পে কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি অর্থ দান করিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করিতে আসিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মিউনিসিপ্যালিটির দান বাড়াইয়া দিবার জন্য আমাদের আবেদন যথেষ্ট সমর্থন করিয়াছেন এবং তাঁহাদের চেষ্টায় মিউনিসিপ্যালিটি ৫২৫৲ হইতে ৬৫০৲ টাকা (ইহার অধিকাংশ টাকা গ্রন্থক্রয়ে ব্যয় করিতে হইবে, এই সর্ত্তে) বাৎসরিক দান বৃদ্ধি করিয়া পরিষৎকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে নাটকের তালিকা-মুদ্রণ সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং সদস্যগণের নিকট শীঘ্রই প্রেরিত হইবে। অতঃপর জীবন-চরিতের তালিকা মুদ্রণ আরম্ভ করা হইয়াছে। প্রধানতঃ কাগজের দুর্ম্মূল্যতা ও অন্যান্য কারণের জন্য পুস্তকতালিকা ছাপার কার্য্য তত অগ্রসর হয় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষে পুস্তক-তালিকার অন্যান্য অংশ ছাপার ব্যবস্থা করা যাইবে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের পাঠাগার ও সদস্যগণের পুস্তক লইবার জন্য গ্রন্থাগার বেলা ২টা হইতে রাত্রি ৮ টা পর্য্যন্ত খোলা ছিল।

আলোচ্য বর্ষে বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে প্রাপ্ত পুস্তকগুলির বাছাই ও তালিকা-প্রস্তুত-কার্য্য অগ্রসর হইয়াছে। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। তিনি পরিষদের বিশেষ ভাবে ধন্যবাদের পাত্র।

পুথিশালা

১৩২৫ সালের প্রারম্ভে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সংখ্যা ৩৭৫৩ ছিল। তৎপরে পরিষদের হিতৈষী বন্ধুগণের নিকট হইতে ২৮ খানি পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ২০ খানি শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রদত্ত। পূর্ব্বসঞ্চিত পুথির রাশি হইতে বিচ্ছিন্ন পাতা মিলাইয়া ৯৬ খানি পুথির উদ্ধার করা হইয়াছে। বর্ষশেষে পুথির সংখ্যা ৩৮৭৭ হইয়াছে।

[পুথির সংশোধিত তালিকা]

বাঙ্গালা পুথি	...	২৩৬৪
সংস্কৃত „	...	১২৫৫
অসমীয়া „	...	৩
ওড়িয়া „	...	৩
হিন্দী „	...	২
ফার্সী „	...	১২
তিব্বতীয় „	...	২৩৭
ইংরাজী „	...	১
		৩৮৭৭

একজন সহকারীর সাহায্যে সাড়ে তিন মাসে সংস্কৃত পুথির তালিকা সম্পূর্ণ করা হয়। ৬২৫ খানি পুথি রেজেষ্টারিভুক্ত এবং ১৬০ খানি পুথির ৬০০ শত পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণযুক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ১০০ শত খানিতে পুথি ও রচয়িতার নাম, প্রতিলিপির তারিখ, পত্রসংখ্যাযুক্ত চিরক দেওয়া হয়। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির তালিকা খানিকটা অগ্রসর হইয়াছে। নিম্নে বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির শ্রেণীবিভাগ, তথা সংখ্যা-নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইল।

পুথিশালায় রক্ষিত পুথির শ্রেণী-বিভাগ ও সংখ্যা

১	ডাক	১	১৫	জগন্নাথচরিত্র	১২
২	ধর্ম্মমঙ্গল	৬	১৬	অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	৮৪
৩	রামায়ণ	২১২	১৭	বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র	৯
৪	মহাভারত	৫২৮	১৮	ধর্ম্ম ও উপাসনাতত্ত্ব	২৬৭
৫	ভাগবত	৮৩	১৯	সূর্য্যের পাঁচালী	২
৬	অপরাপর পুরাণের অনুবাদ	১৪	২০	শিবায়ন	৭
৭	পৌরাণিক ক্ষুদ্র উপাখ্যান	৪৫৫	২১	ভৈরবমঙ্গল	২
৮	পদ্মাপুরাণ (মনসা)	২১	২২	রায়মঙ্গল	২
৯	চণ্ডী ও দুর্গামঙ্গল	৫৭	২৩	শনির পাঁচালী	৬
১০	লক্ষ্মীচরিত্র	১১	২৪	সত্যনারায়ণ	৩১
১১	শীতলা-মঙ্গল	২	২৫	লৌকিক উপাখ্যান	৯
১২	গঙ্গামঙ্গল	৪	২৬	গান ও ছড়া	১
১৩	পদাবলী	৬৯	২৭	বিবিধ	২৯৫
১৪	চরিতাখ্যান	১৭৪			২৩৬৪

ছাত্রসভ্য

আলোচ্য বর্ষে ছাত্র-সভার পাঁচটি অধিবেশন হইয়াছিল। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে এই অধিবেশনগুলিতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঙ্গালা পুথি সংগ্রহ, সম্পাদন এবং পুথির উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ মহাশয় মারাঠা ইতিহাস ও তাহার উপাদান বিষয়ে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় প্রাগৈতিহাসিক ভারত-তত্ত্ব জানিবার উপাদান ও সার্থকতা সম্বন্ধে এবং শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এল্ মহাশয় নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার বিষয়ে ছাত্রসভ্যগণের সহিত আলাপ ও আলোচনা করেন। এই জন্য ইঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে ঋণী এবং ইহাঁদিগকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পরিষদের পুরাতন ছাত্রসভ্য শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেন গুপ্ত, বাখরগঞ্জ জেলা হইতে সিদ্ধেশ্বরী ও বাসুদেবের ফটো তুলিয়া এবং এ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। ফটো তুলিবার জন্য তাঁহাকে পরিষৎ হইতে ১০৲ খরচ বাবদ দেওয়া হইয়াছিল। দৌলতপুরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তথাকার জোড় বাঙ্গলার ইতিহাস ও নানা স্থানে প্রাচীন মুদ্রাদি সংগ্রহ করিতেছেন। কলিকাতার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শব্দসংগ্রহ, ছড়া প্রভৃতি পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল ছাত্রের উৎসাহ প্রশংসনীয়।

আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে ৬৬ জন ছাত্রসভ্য ছিলেন। এই বর্ষে মাত্র ৪ জন ছাত্র সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ষশেষে ৭০ জন ছাত্রসভ্য তালিকাভুক্ত আছেন।

আলোচ্য বর্ষে ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য কলেজ বন্ধ থাকায় ছাত্রসভার কাজ অনেক দিন ধরিয়া বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত ছাত্রসভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ সভ্যই আশানুরূপ উত্তম সহকারে সভার কার্য্যে যোগদান করেন নাই, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। তাঁহাদের নিকট হইতে পরিষৎ নানা সাহিত্যিক বিষয়ে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করিয়া থাকেন। আশা করা যায়, আগামী বর্ষ হইতে তাঁহারা তাঁহাদের মাতৃভাষার দাবি উপেক্ষা করিবেন না। আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত অনিল রায়, শ্রীযুক্ত গণপতি ঘোষ, শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত প্রমুখ দুই চারিজন ছাত্রসভ্যের প্রশংসনীয় উত্তম পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পরিষৎ প্রতি বর্ষে ছাত্রসভ্যগণের কার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য বর্ষে বর্ষে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত দুই তিন বৎসর হইতে তাঁহারা উপযুক্ত সাহিত্যালোচনা বা উপযুক্ত প্রবন্ধ লিখিবার চেষ্টা করিতেছেন না। ভরসা করি, আগামী বর্ষে এই পরিতাপের পুনরুল্লেখ আবশ্যক হইবে না।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সম্পাদকতায় আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার

সমধিক গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পত্রিকা-সম্পাদনে পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ থাকিয়া তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর সাহায্য ব্যতীত আবশ্যকমত অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট এবং শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুর নিকট পরিষৎ বিশেষ ঋণী।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চবিংশ ভাগ চারি সংখ্যায়ই প্রকাশিত হইয়াছে। বৎসরারম্ভে বজেটে ২৪ফর্ম্মা পত্রিকা চারি সংখ্যায় ছাপা হইবে, এইরূপ স্থির ছিল। কিন্তু কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পত্রিকাধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রয়োজন অনুসারে উক্ত ২৪ ফর্ম্মার উপর আরও ২ ফর্ম্মা অতিরিক্ত ছাপিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তথাপি স্থানাভাব-বশতঃ অনেক মনোনীত প্রবন্ধ ছাপিতে পারা যায় নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি বর্ত্তমান সময়ে কাগজের দুর্ম্মূল্যতাবশতঃই পত্রিকার কলেবর ক্ষীণ ও কাগজও কিছু পাতলা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উক্ত চারি সংখ্যা পত্রিকায় শ্রেণীভেদে নিম্নলিখিত ১০টি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

ভাষাতত্ত্ব	৩
ভাষা-বিজ্ঞান... ...	২
ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব...	৫
বিজ্ঞান	১
সাহিত্য আলোচনা ...	২
মোট—	১৩টি

নিম্নে প্রবন্ধগুলির আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল,—

ভাষাতত্ত্ব

(ক) "অকারতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অ-কারের উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। অকারের যথার্থ উচ্চারণ কি, বৈদিক সাহিত্যে ইহার উচ্চারণ কিরূপ ছিল, পাণিনি ও প্রাতিশাখ্য-গ্রন্থের রচনার পূর্ব্ব হইতেই এই অ-কারের উচ্চারণ কিরূপে বিকৃত হইতে আরম্ভ হয়, বিভিন্ন প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে শাস্ত্রী মহাশয় তাহা দেখাইয়াছেন। কেবল ভারতীয় ভাষায় নহে, অবেস্তার ভাষায়ও অকারের এইরূপ বিকৃত অর্থাৎ ওকারের ন্যায় উচ্চারণ ছিল, ইহাও তিনি দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, অকারের ওকারের ন্যায় উচ্চারণ-প্রথা উত্তর-ভারতে বৈদিক কাল হইতেই আরম্ভ হইয়া, বৈদিক ভাষা হইতে ক্রমে ক্রমে প্রাদেশিক ভাষাসমূহে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অকারের বিবৃত ও সংবৃত উচ্চারণ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। পালি, প্রাকৃত, বাঙ্গালা,

মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী ও সিংহলী ভাষায় ইহার উচ্চারণ কিরূপ, তাহারও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে বৈদিক সংস্কৃত, লৌকিক সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় কোথায় কি ভাবে অকার গ্রস্ত অর্থাৎ লুপ্ত হইয়া যায়, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত উদাহরণ দিয়া এবং আলোচনা করিয়া, ইনি প্রবন্ধের শেষ করিয়াছেন।

(খ) "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত শব্দকোষের আলোচনা করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষা ও তাহার অধিকাংশ শব্দই যে প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত, ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

(গ) "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা" নামক প্রবন্ধে মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল্ মহাশয়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ মহাশয়ের সঙ্কলিত বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আলোচনা নিম্নোক্ত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত,—১ কোষের শব্দ, ২ বর্ণবিন্যাসের রীতি, ৩ নূতন অক্ষর, ৪ ব্যুৎপত্তি ও অর্থ।

ভাষা-বিজ্ঞান

(ক) "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা লিপ্যন্তর"—লেখক—মৌলবী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম্ এ, বি এল। (খ) "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গালা অনুলিখন"—লেখক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। এই দুইটি প্রবন্ধে লেখকদ্বয় কতকগুলি আরবী ধ্বনি বাঙ্গালা অক্ষরে নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যুক্তি সহ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহারা উদাহরণ ও নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া নিজ নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন।

প্রাচীন সাহিত্য

(ক) "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়, সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন এবং কয়েকটি ত্রুটি-বিচ্যুতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

(খ) "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় উক্ত সমালোচনার উত্তর প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত সতীশ বাবুর সহিত যে যে বিষয়ে তিনি একমত হইতে পারেন নাই, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

(ক) "কামাখ্যা-মন্দির" প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী মহাশয়ের লিখিত। ইহাতে তিনি প্রথমতঃ উক্ত মন্দিরের প্রাচীনত্ব নিরূপণের চেষ্টা করিয়া, শেষে কোচ-বিহারের রাজা নরনারায়ণের প্রদত্ত মন্দিরমধ্যস্থ একখানি প্রস্তরলিপির পরিচয় এবং পাঠ

প্রদান করিয়াছেন। এই লিপির দ্বারা জানা যায় যে, কামাখ্যা দেবীর বর্ত্তমান মন্দির কোচবিহারের রাজা জয়নারায়ণ কর্ত্তৃক ১৪৮৭ শকাব্দ বা ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অসমীয়া বাঙ্গালায় লিখিত দরঙ্গরাজবংশাবলী নামে একখানি বই আছে। কামাখ্যা দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে যে বিবরণ লিখিত আছে, তাহাও তিনি এই প্রবন্ধে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন।

(খ) "সুতীর পুরাবৃত্ত ও সৈয়দ মর্ত্তুজার আবির্ভাব-কাল"। এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম এ মহাশয়। প্রথমতঃ সুতী গ্রামে প্রাপ্ত কারুকার্য্য-বিশিষ্ট একখানি প্রস্তরখণ্ডের পরিচয়-প্রসঙ্গে পার্সী অক্ষরে লিখিত কয়েকখানি লিপির অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন। শেষে সুতী গ্রামের প্রাচীনতা এবং তাহার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া ১০৭৬—৭৭ খৃষ্টাব্দে চোড়গঙ্গ-দেবের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে মীরকাশিমের নিজামতীর সময় পর্য্যন্ত সুতী গ্রামে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, প্রবন্ধলেখক পর পর তাহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং বহু আলোচনার পর তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সৈয়দ মর্ত্তুজা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(গ) "তাপসী রওশন আরা (আলোচনা)"। লেখক শ্রীরাখালদাস নাগ। ১৩২৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় তাপসী রওশন আরার জীবনচরিত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধের কোন কোন বিষয়ে একমত হইতে না পারিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়াছেন। (ঘ) ইহার পরবর্ত্তী দুই পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ছোট প্রবন্ধে ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই প্রতিবাদের উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

(ঙ) "কামরূপের শিলালিপি"——লেখক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন। এই প্রবন্ধে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কামরূপ হইতে আবিষ্কৃত ২৮ খানি শিলালিপির পাঠ এবং তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদান করিয়াছেন। লিপির ভাষা অধিকাংশই সংস্কৃত—কয়েক-খানি আসামী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত।

বিজ্ঞান

(ক) "নিম্নবঙ্গের বিল" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত এম্ এস্ সি মহাশয় বরিশাল, খুলনা এবং চব্বিশপরগণার মধ্যে অবস্থিত তিনটি বৃহৎ বিলের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই তিনটি বিলের উৎপত্তির সময় ও কারণ সম্বন্ধে ফার্গুসন সাহেব যে মত প্রচার করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখক সেই মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রায় ৫৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে একটি ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। সেই ভূমিকম্পের ফলে ব্রহ্মপুত্র, রাজসাহী ত্যাগ করিয়া তাহার বর্ত্তমান

পথে প্রবাহিত হইয়াছিল। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত জলরাশি বহুমুখে সমুদ্রে আসিয়া পড়িত। অনুমান হয়, তাহার মধ্যে তিনটি মুখ বা মোহানা প্রস্থে অত্যন্ত বড় ছিল। এই তিনটি মুখই উক্ত তিনটি বিলে পরিণত হইয়াছে।

ছাপাখানা-সমিতি

আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ছাপাখানা-সমিতির কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং তিনি অতি নিপুণতার সহিত সমিতির কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন

আলোচ্য বর্ষে ছাপাখানা সমিতির ৮টি অধিবেশন হইয়াছিল। তন্মধ্যে উপযুক্ত-সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় ২টি অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল। কত জন সভ্য উপস্থিত হইলে স্থগিত অধিবেশনের কোরাম হইবে, সে সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির আদেশ প্রার্থনা করায় সমিতি স্থির করিয়া দিয়াছেন যে, তিন জন সভ্য উপস্থিত হইলে ছাপাখানাসমিতির যে-কোন অধিবেশনের কোরাম হইবে। সমিতির তত্ত্বাবধানে এই বৎসর দুইখানি বই ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তিনখানির মূল অংশের ছাপা শেষ হইয়াছে এবং অপর দুইখানির ছাপা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। ইহা ছাড়া চারি সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকা, উপযুক্ত সময়ের মধ্যে ছাপাইয়া সমিতি প্রকাশ করিয়াছেন, গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা এক খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন এবং অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথাসময়ে বাহির করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সমিতি, ছাপাখানাসমূহের বিল পাস, মুদ্রিত গ্রন্থের মূল্য নিরূপণ, প্রেসের ব্যবস্থা, পত্রিকা-মুদ্রণের দর নির্ণয় প্রভৃতি ছাপাখানা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য যথাসময়ে ও অতি সুন্দরভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই বৎসরে ছাপাখানা-সমিতির সদস্য ছিলেন,—১। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ। ২। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী ৩। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ। ৪। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ। ৫। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ। ৬। শ্রীযুক্ত ললিতা-প্রসাদ দত্ত। ৭। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্। ৮। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। ৯। ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী। উপরোক্ত সদস্যগণ যেরূপ আন্তরিকতার সহিত পরিশ্রম সহকারে ছাপাখানা-সমিতির কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এবং এ জন্য পরিষৎ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগের কার্য্যভার ডাঃ শ্রীযুক্ত আবদুল গফুর সিদ্দিকী মহাশয়ের উপর অর্পিত ছিল এবং তিনি দক্ষতার সহিত এই বিভাগের কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও গবর্মেণ্টের নিকট হইতে ১০০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গবর্মেণ্টের নির্দেশমত ইহা গ্রন্থপ্রকাশ-

৫। শশিপদ রৌপ্যপদক—জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রভাব।

৬। ব্যোমকেশ মুস্তফী রৌপ্যপদক—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৭। রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)—এমার্সনের চিন্তাপ্রণালীর সহিত ভারতবর্ষীয় চিন্তাপ্রণালীর সম্বন্ধ।

৮। শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)—নরহরি সরকারের জীবন।

এই সকল বিষয়ে মোট ১০টি প্রবন্ধ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষৎকার্য্যালয়ে আসিয়াছিল। ১ম পদক দাতা শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী। মাত্র তিনটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। প্রবন্ধ-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের মতে কোন প্রবন্ধই পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয় নাই। ২য় পদকদাতা—বাগবাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত। এই বিষয়ে একটিও প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। ৩য় পদকদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি। দুইটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দ্দেশমত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পদক দেওয়া হইবে এবং পদকদাতার নির্দ্দিষ্ট সর্ত্ত অনুসারে এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ৪র্থ পদকদাতা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। কোন প্রবন্ধই পাওয়া যায় নাই। ৫ম পদকদাতা "দেবালয়ে"র পক্ষ হইতে সেবাব্রত শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে কেবল তিনটি প্রবন্ধ হস্তগত হইয়াছে। পরীক্ষক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে শ্রীযুক্ত সুশীলানন্দ সেন মহাশয় এই পদক পাইবেন। ৬ষ্ঠ পদকদাতা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি। কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। ৭ম বৃত্তির দাতা শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ। কোন প্রবন্ধ পাওয়া যায় নাই। ৮ম পুরস্কারদাতা শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্। মাত্র দুইটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যাঁহারা উক্ত পদক ও পুরস্কারের জন্ত পরিষদের হস্তে অর্থ প্রদান করিয়াছেন এবং যাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রবন্ধপরীক্ষা-কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পরিষৎ আন্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

৩য় ও ৬ষ্ঠ পদকদাতা যে সর্ত্তে পদক দান করিয়াছেন, তাহা কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। পরিশিষ্টে উক্ত সর্ত্তসমন্বিত দাতার পত্র মুদ্রিত হইল।

আলোচ্য বর্ষের শেষভাগে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাশ গুপ্ত মহলানবীশ মহাশয়ের দুইটি পদকের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। আগামী বর্ষে বিষয়াদি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক পদকের জন্ত বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

স্মৃতিরক্ষা

(ক) নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি-সমিতি—বিগত ১৬ই চৈত্র তারিখে কবিবরের মর্ম্মরমূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লিখিত স্মৃতিসমিতির কার্য্যবিবরণ প্রদত্ত হইল।

(খ) কাশীরাম স্মৃতি-সমিতি—স্বর্গীয় কবিবরের স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ জন্য যে ভূমি ও কেশে পুষ্করিণীর স্বত্ব সংগ্রহের কথা গত বারে লিখা হইয়াছিল, আনন্দের সহিত জানান যাইতেছে যে, কেশে পুষ্করিণীর বর্ত্তমান মালিকগণ উক্ত পুষ্করিণীর স্বত্ব পরিষদের হস্তে দান করিতে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে এই বিষয়ে দলিল প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে। মাননীয় মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে—অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্য-গুণে পরিষৎকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। এই সম্পর্কে একটি দুঃখের সংবাদ না জানাইয়া থাকা যায় না। এই মহাকবির স্মৃতিরক্ষা বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী, কাটোয়ার অন্তর্গত কুলাই গ্রামনিবাসী, "প্রসূন"-সম্পাদক জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি স্মৃতিসমিতির জন্য যথোচিত পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ ও ইষ্টক প্রস্তুত করাইয়া গিয়াছেন।

(গ) চণ্ডীদাস-স্মৃতি—এই স্মৃতিরক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজই আলোচ্য বর্ষে হয় নাই। স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রধান উদ্যোগী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরলোকগমন ঘটায় এই বিষয়ে কোন বিশেষ কার্য্য হয় নাই।

(ঘ) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার স্মৃতিসমিতি—কবিবরের ভিটায় স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ জন্য কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ভূমিদান করিবেন। যে সর্ত্তে তিনি পরিষদের হস্তে উক্ত ভূমিদান করিবেন, তাহার দলিলের মুসাবিদা হইয়া গিয়াছে ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক উক্ত দলিলের খসড়া মঞ্জুর হইয়াছে। স্মৃতিস্তম্ভে যে দুইখানি মর্ম্মরপ্রস্তরের ফলক দেওয়া হইবে, তাহা প্রস্তুত হইয়া পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত আছে। স্মৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত আশুতোষ মণ্ডলানবীশ মহাশয়ের উদ্যম ও চেষ্টায় অচিরে কবিবরের স্মৃতিরক্ষা-কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে আশা করা যায়। শ্রীযুক্ত আশুবাবু এই জন্য পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

(ঙ) শ্রীযুক্ত এল্, লিওটার্ড মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রস্তুত হইয়া পরিষৎ কার্য্যালয়ে আসিয়াছে। অদ্যকার অধিবেশনে উক্ত চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় এই চিত্র পরিষৎকে দান করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

(চ) মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি মহাশয় স্বর্গীয় বিদ্যানিধি মহাশয়ের চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রদান

করিয়াছেন। অত সেই চিত্রও প্রতিষ্ঠিত হইবে। চিত্রদাতার নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

(ছ) সখারাম গণেশ দেউস্কর, (জ) মীর মশার-রফ হোসেন, (ঝ) কৈলাসচন্দ্র সিংহ, (ঞ) কালীপ্রসন্ন ঘোষ রায় বাহাদুর, (ট) রাজা স্তর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (ঠ) শৈলেশচন্দ্র মজুমদার, (ড) নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, (ঢ) মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ, (ণ) চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ত) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—এই কয়েকজনের চিত্র প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থাই করিতে পারা যায় নাই। তবে কাহারও কাহারও ফটো সংগ্রহ হইয়াছে মাত্র। পরিষৎ আশা করেন যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি, হিতৈষী বন্ধুগণের নিকটে উপযুক্ত সাহায্যাদি পাইবেন।

(থ) মনোমোহন বসু—আনন্দের বিষয় যে, কবিবরের পৌত্র, চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় স্বহস্তে তাঁহার পিতামহের তৈলচিত্র প্রস্তুত করিয়া পরিষৎকে উপহার দিয়াছেন। গত ৫ই আশ্বিন তারিখের বিশেষ অধিবেশনে এই চিত্রপ্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে।

(দ) রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর স্মৃতিসমিতি—আলোচ্য বর্ষে গত ৩০শে আষাঢ় তারিখে পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মৃত মহাত্মার সুযোগ্য পুত্র, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস মহাশয় স্বব্যয়ে এই চিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন এবং স্মৃতিসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় এই চিত্র-সংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধ বাবু ও শ্রীযুক্ত নলিনী বাবুর নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। তিব্বতীয় মৌলিক বিষয়ের অনুশীলন জন্ত এই স্মৃতি-সমিতি কর্ত্তৃক সঙ্কল্পিত রৌপ্য-পদক প্রদানের উপযোগী অর্থাদি সংগ্রহ বিষয়ে শ্রীযুক্ত নলিনী বাবু বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

(ধ) আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার স্মৃতি-সমিতি—আলোচ্য বর্ষে এই স্মৃতিসমিতি অক্ষয়চন্দ্রের চিত্র প্রস্তুত ও বার্ষিক পদক দানের ব্যবস্থা করিবার জন্ত অর্থসংগ্রহে লিপ্ত আছেন। আনন্দের বিষয়, এই স্মৃতিসমিতির সম্পাদকের পদ শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কার্য্যকুশলতায় এই কার্য্য শীঘ্র সমাধা হইবে, এরূপ আশা করা যায়। এই ভাণ্ডারে ১৩২৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং ২০৲ টাকা আদায় হইয়াছে।

(ন) সারদাচরণ মিত্র স্মৃতিসমিতি—মৃত মহাত্মার স্মৃতিরক্ষাকল্পে একখানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রতি বর্ষে ৩৫৲। ৪০৲ টাকা মূল্যের এক সুবর্ণপদক দেওয়া হইবে এবং এই সকল কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী অর্থের বেশী চাঁদা সংগৃহীত হইলে মিত্র মহাশয়ের এক মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হইবে। এই সকল কার্য্য উদ্ধার জন্ত অর্থসংগ্রহার্থ এক শাখাসমিতি গঠিত হইয়াছে।

(প) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা—স্বর্গীয় মহাত্মার এক মর্ম্মরমূর্ত্তি পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই মর্ম্মরমূর্ত্তি নির্ম্মাণোপযোগী অর্থ সংগ্রহের জন্ত এক শাখাসমিতি গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির আহ্বানকারী নিযুক্ত হইয়া

ছেন। সর্ব্বসমেত ২১০০৲ টাকা মূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্ত ভাস্কর শ্রীযুক্ত ডি,পি, কর্ম্মারকার মহাশয়কে দিতে হইবে। চুক্তি অনুসারে মাত্র ৫০০৲ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি ২য় কিস্তীর ৫০০৲ টাকা দিবার সময় হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ৭০০৲স্বাক্ষরিত হইয়া প্রায় ৬৫০৲ সংগৃহীত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৫০০৲ প্রথম কিস্তীর বাবদ ভাস্করকে দেওয়া হইয়াছে। এখনও ১৪০০৲ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিতে হইবে। মূর্ত্তিনির্ম্মাণকার্য্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে। মৃণ্ময় ছাঁচ মঞ্জুর হইয়াছে এবং তাহা প্যারিস প্লাষ্টারে ঢালা হইয়াছে। দ্বিতীয় কিস্তীর টাকা দেওয়া হইলে প্রস্তরে মূর্ত্তি খোদিত হইবে। সহৃদয় বঙ্গবাসিগণের নিকট পরিষৎ এই ১৪০০৲ টাকা ভিক্ষা চাহিতেছেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্ত দেশবাসী মুক্তহস্ত হইয়া বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, ইহা স্বতঃই আশা করা যায়।

(ক) স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিসমিতি—স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে ইতিমধ্যেই শতাধিক টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, মৃত মহাত্মার এক-খানি তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইবে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই সমিতির আহ্বানকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর উদ্যম ও চেষ্টার জন্ত পরিষৎ বিশেষভাবে তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন। আশা করা যায়, বর্ত্তমান বর্ষেই স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৈলচিত্র পরিষৎ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। চাঁদা স্বাক্ষর-কারিগণের নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(খ) দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী স্মৃতিসমিতি—পরিষদের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি প্রতিকৃতি পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইবে স্থির হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় স্মৃতিসমিতির আহ্বানকারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই এই কার্য্যের জন্য কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। চাঁদাদাতৃগণের নাম-তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত হেমবাবু এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। আগামী বর্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে আশা করা যায়।

(গ) রাধাগোবিন্দ কর—স্বর্গীয় ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ের একখানি চিত্র পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত হইবে—কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ইহা স্থির করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় উক্ত চিত্র সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়া পরিষৎকে কৃতজ্ঞ ও উপকৃত করিয়াছেন।

(ঘ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—ইঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করাইয়া পরিষৎকে দান করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম ভাগে এক বিশেষ অধিবেশনে এই চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই চিত্র সংগ্রহে শ্রীযুক্ত রজনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বর্ত্তমান মহার্ঘের দিনে এই সকল স্মৃতি-সমিতির কার্য্য সম্পাদন করা বিশেষ কঠিন। এ

পরিষৎ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ মন্দিরের ছাদ ভালরূপে মেরামত করিবার কথা ছিল। কাৰ্য্যক্রমে সামান্যভাবে মেরামত করিয়াই বৎসর কাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী বর্ষে ভালরূপ মেরামত না হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আগামী বর্ষের বজেটে এই জন্য এবং ভৃত্যগণের থাকিবার ঘর ও কল-পায়খানা নির্ম্মাণের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে স্থানাভাববশতঃ পুস্তকালয়ের বহু পুস্তক গুছাইয়া রাখিতে পারা যায় নাই। চিত্রশালার বহু দ্রব্য স্থানাভাববশতঃ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল পুস্তক ও দ্রব্যাদি রাখিবার উপযুক্ত আধার প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। অর্থাভাবনিবন্ধন এই সকল ব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারা যাইতেছে না। পরিষদের দানশৌণ্ডিক সদস্যগণের নিকট সম্পাদক এই জন্য ভিক্ষাপাত্র লইয়া উপস্থিত। তাঁহাদের দয়া ব্যতীত পরিষদের সৌষ্ঠব সাধনে পরিষৎ কিছুতেই সমর্থ হইবেন না।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত তৈলচিত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পরিষৎ মন্দিরের সৌষ্ঠব সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১। স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের তৈলচিত্র।

২। স্বর্গীয় রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের তৈলচিত্র।

৩। স্বর্গীয় মনোমোহন বসু মহাশয়ের তৈলচিত্র।

প্রথমোক্ত চিত্রখানি পরিষৎ স্বব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়াছেন। দ্বিতীয় চিত্রখানি শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার দাস বি এল্ ও তৃতীয় চিত্রখানি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয় দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য পরিষৎ দাতাগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

মন্দির-ব্যবহার

আলোচ্য বর্ষে পারিতোষিক বিতরণ জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যালয়, বুদ্ধোৎসব সভার জন্য বিবেকানন্দ সোসাইটী, স্যর শ্রীযুত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নাইট উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে খানাকুল কৃষ্ণনগর-সমাজ, বিজয়া-সম্মিলনীর জন্য জ্ঞানবিকাশ লাইব্রেরী, সঙ্গীত-পরিষদের ভাইস্ প্রেসিডেন্টের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ উক্ত পরিষৎ এবং জাতীয় শিক্ষা ফণ্ডের উদ্বোধন-সভার জন্য জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎকে পরিষৎ মন্দির ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছিল।

রমেশ-ভবন

বঙ্গের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড কারমাইকেল মহাশয় দ্বারা ১৩২৩ বঙ্গাব্দে রমেশ-ভবনের ভিত্তি স্থাপনের পর আর রমেশ-ভবনের উল্লেখযোগ্য কোন কার্য্যই হয় নাই। রমেশ-ভবন-সমিতির সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের পরলোকগমনের পর আর কেহ সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই। অন্যতর সম্পাদক শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দীর্ঘকাল রোগভোগের জন্য

রমেশভবন নির্ম্মাণ-কল্পে কোন কাজ করিতে পারেন নাই। সমিতির অন্যতর সম্পাদক কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এবং সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিলে এই কার্য্য উদ্ধার সহজসাধ্য হইবে, আশা করা যায়।

উপসংহার

পরিশেষে ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকটি কথা বলিয়া এই কার্য্যবিবরণের উপসংহার করিব। সম্পাদক-ভাবে যে কয়েক বৎসর আমি পরিষদের সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত আছি, তাহার মধ্যে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই আমাকে পরিষদের কার্য্যে শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রকেই অধিকতর মনোযোগী হইবার জন্য আহ্বান করিয়া আসিতে হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে আশানুরূপ ফললাভ না দেখিয়া কাতরোক্তি জানাইয়া আসিয়াছি। প্রতি বৎসরই ভাবিয়াছি যে, হয় ত আগামী বৎসরে সম্পাদককে আর ঐ প্রকার রোদন করিতে হইবে না। কিন্তু তথাপি দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, এখনও আমরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বঙ্গবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের সম্যক্ সহানুভূতি-লাভে বঞ্চিত আছি। এখনও বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতারা আশানুরূপ ভাবে পরিষদের কার্য্যে যোগদান করিয়া মাতৃভাষার সেবাকার্য্যে তাদৃশ তৎপর হয়েন নাই, পরিষদের সভ্যের মধ্যে গড়ে এক শতের মধ্যে ১ জনের অধিক এখন মুসলমান সভ্য পাওয়া যায় নাই। শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতারা এখনও তাঁহাদের অতুলনীয় আরব্য ও পারস্য ভাষায় রচিত সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি আমাদের উপহার দিতে অগ্রসর হয়েন নাই; এখন তাঁহারা ঐ সকল ভাষায় লিখিত অমর গ্রন্থরাজি ভাষান্তরিত করিয়া, তাঁহাদের ও আমাদের মাতৃভাষার পুষ্টিকল্পে সম্যক্ চেষ্টা করেন নাই। তাই তাঁহাদিগকে পুনরায় সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন আর এ বিষয়ে উদাসীন না থাকেন। স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু কিছু চেষ্টা যাহা হইতেছে, তাহা যাহাতে রীতিমত স্থায়িভাবে সম্পন্ন করা হয়, ইহার সুব্যবস্থা তাঁহারা পরিষৎ মন্দিরে আসিয়া সকলে একমনে একান্তভাবে করুন। বর্ত্তমান কালে হিন্দু-মুসলমান-প্রীতির দিনে যাহাতে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি বৃথা বিদ্বেষ ও হিংসা বর্জ্জন করিয়া উভয়ের জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্নরাজি উভয়ের সহিত একত্র উপভোগ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হউক। এই প্রকারে জাতীয় ভাবের আদান-প্রদান হইয়া পরস্পরের প্রতি পরিষদের সম্মান-বুদ্ধি সম্বর্দ্ধিত না হইলে, হিন্দু-মুসলমান-প্রীতি কিছুতেই স্থায়ী হইবে না। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া এই প্রীতির পরিপুষ্টির জন্য আমাদের উভয়ের মাতৃভাষা যে বঙ্গভাষা, তাহার সাহিত্য-চর্চ্চার দ্বারা যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পরিপালন করিয়া, নিজেরা ধন্য হই এবং জাতীয় একতা সম্পাদনকল্পে প্রধান সহায় যে ভাষা এবং ভাবের ঐক্যসাধন, তাহা সম্পন্ন করিবার ফলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দিন দিন অধিকতর মহিমান্বিত হইতে দেখিয়া নিজেরা কৃতার্থ হই।

আর এক বিষয়ের কথা আজি আমার মনকে বড়ই প্রফুল্লিত করিয়াছে। [illegible] চেষ্টায় আমাদের মাতৃভাষা যে দেশে শিক্ষাপ্রচার বিষয়ে উপযুক্ত স্থান অধিকার লাভ করিবার প্রতিষ্ঠা করিতে দিন দিন কৃতকার্য্য হইতেছেন, ইহা দেখিয়া কোন্ মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তির মনে আনন্দের সঞ্চার না হইবে? ইহা নয় সুখের কথা, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অগ্রণীরা (এমন কি, যাঁহারা আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষা প্রচলনের পথে ইতিপূর্ব্বে বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও) এখন প্রস্তাব করিতেছেন যে, বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে যে নূতন সংস্কার-বিধি প্রণীত হইবে, তাহাতে এমন নির্দ্দেশ করা হউক, যাহাতে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেবল বঙ্গভাষায় বাঙ্গালীর উচ্চশিক্ষা, কি বিজ্ঞানশিক্ষা, সর্ব্ববিধ শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, ইহা বিবেচিত হইয়া তাহার ব্যবস্থা এখন হইতেই প্রবর্ত্তিত হউক। কিছু দিন পূর্ব্বে যে কথা মুখে উচ্চারণ করিবামাত্র লোকের নিকট, এমন কি, শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটও উপেক্ষিত হইতে হইত, এখন সেই কথা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে ধ্বনিত হইতেছে। মাতৃভাষাই সর্ব্ববিধ শিক্ষাবিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা এখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সুচিন্তিত মত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে; পরিষদের পক্ষে ইহা কম সুখের ও গৌরবের বিষয় নহে। আর আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি [illegible] যাঁহারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন অবধি উচ্চ ও সর্ব্ববিধ শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে যাহাতে এ দেশে প্রচলিত হয়, এমন আশা পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের আজি আহ্লাদের সীমা নাই। কারণ, যে মত পূর্ব্বে উপেক্ষিত ছিল, এখন তাহা দেশমধ্যে লোকমত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কার্য্যে অনেক বাকী। তথাপি, আমরা সকলে মিলিয়া এই মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতে [illegible]।

এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা না বলিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিতেছি না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করিবার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটির সভ্যগণের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ রিপোর্টে শিক্ষাপ্রচার-বিষয়ে মাতৃভাষার স্থাননির্দ্দেশকল্পে যে সকল বিধান ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা সুখী হইতে পারি নাই, আমরা দুঃখিত হইয়াছি। আমাদের মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে অনেক সমীচীন কথা ঐ রিপোর্টে স্থানে স্থানে দেখা যাইতেছে, তাহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতেই হইবে যে, তাঁহারা দুই দিক্ বজায় রাখিতে গিয়া যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। আর সত্যকে চাপিয়া রাখা চলে না। জাতীয় আদর্শে শিক্ষাদানের দিক্ দিয়া ঐ বিষয়ে একটা পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট বিধান হইবে, এই আশা আমরা অনেকেই করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কমিটির মাননীয় সভ্যগণ দুইদিক্ বজায় রাখিবার জন্য মূল প্রশ্নটাকে বরং আরও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন। আমার মনে হয়, এখনও ঐ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে। [illegible]

পরিশেষে আজি প্রায় সাত বৎসর পরে পরিষদের সম্পাদকরূপ সেবার কার্য্য হইতে আমি অবসর লইতেছি। ইতিমধ্যে আমার কত যে ত্রুটি এবং সেবাপরাধ ঘটিয়াছে, তাহা আমি ভিন্ন অন্য কেহই অবগত নহেন। আমি তাই মুক্তকণ্ঠে আজি পরিষদের সকল সদস্য এবং পরিষৎসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যক্তির নিকট করযোড়ে কৃপাভিক্ষা করিতেছি এবং নির্ব্বন্ধ সহকারে তাঁহাদের সকলকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন আমার জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত উভয়বিধ সেবাপরাধ-সকল ক্ষমা করেন। অনেক সময় ইচ্ছা সত্ত্বেও মনের সাধ পুরাইয়া পরিষদের সেবা—মাতৃভাষার সেবা করিতে পারি নাই। সে জন্য নিজেকে সহস্র প্রকারে অপরাধী বলিয়া অনুভব করিয়াছি। আপনারা আপনাদের মহৎ গুণে আমার সে সকল ত্রুটি ক্ষমা করিয়া লইয়াছেন। তাই এখনও আশা আছে যে, আপনারা বর্ত্তমানে আমাকে আপনাদের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত করিবেন না। সুখের মধ্যে এই যে, আমি আজি যে মহাত্মার হস্তে পরিষদের কার্য্যভার আপনাদের নিয়োগানুসারে ন্যস্ত করিতেছি, তাঁহার সুনিপুণ কার্য্যকুশলতায়, অনন্যসাধারণ বিদ্যাবত্তায় এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার মাতৃভাষা ও পরিষদের প্রতি অকৃত্রিম ও আন্তরিক অনুরাগের দ্বারা পরিষৎ দিন দিন উন্নতিপথে অগ্রসর হইবে, তৎসম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ১৩২২ সালের কার্য্যবিবরণীতে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের মৃত্যুপলক্ষ্যে আমি জানাইয়াছিলাম যে, তাঁহাকে হারাইয়া পরিষদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। আমাদের বন্ধু ৺স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয়ের ন্যায় একনিষ্ঠ প্রেমিক ও সাধক পরিষদের পক্ষে আর যে কখন আমরা পাইব, তাহার আশা নাই। এই সকল কথা বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা আপনারা জানেন। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্পাদকরূপে পাইয়া আজি আমরা বিশেষ আশ্বস্ত হইয়াছি। পরিষদের প্রতি ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একনিষ্ঠ অনুরাগ এবং সেবাব্রত আমাদের মধ্যে যদি কেহ পাইয়া থাকেন, তবে তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু একজন অগ্রণী। সুতরাং ভরসা করি যে, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর কার্য্যপরিচালনে পরিষৎ সর্ব্ববিধপ্রকারে পরিপুষ্টি লাভ করিবে এবং তাঁহার একনিষ্ঠ অনুরাগে ও সেবায় আকৃষ্ট হইয়া অনেকেই পরিষদের নানা কাজে অবহিত হইবেন। আপনারা সকলেই শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর সহিত সুপরিচিত। তাঁহার বিদ্যাবত্তা, তাঁহার মাতৃভাষানুরাগ এবং সর্ব্ববিধ কার্য্যে তাঁহার বিচক্ষণতা আপনাদের সম্যক্ বিদিত। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু আমার এ স্থলে বলিবার প্রয়োজন হইতেছে না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
বঙ্গাব্দ ১৩২৩, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

৬২। সবুজপত্র
৬৩। সম্মিলনী
৬৪। সম্মেলন পত্রিকা (হিন্দী)
৬৫। সরস্বতী (হিন্দী)
৬৬। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৬৭। সাহিত্য-সংবাদ
৬৮। সাহিত্য-সংহিতা
৬৯। সুবর্ণবণিক্‌সমাচার
৭০। সেবক
৭১। সৌরভ
৭২। স্বাস্থ্য-সমাচার

ত্রৈমাসিক,—

১। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা
২। ভূমিলক্ষ্মী
৩। রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

বর্ষশেষে মজুত বিক্রেয় পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর সংখ্যা

১।	কবি হেমচন্দ্র	৪৪৪
২।	বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা (১-২ খণ্ড)	[illegible]০১
৩।	ঐ (৩য় খণ্ড)	২৯৯
৪।	ঐ (৪র্থ খণ্ড)	৪১৮
৫।	কৃত্তিবাসী-রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড)	৬২
৬।	ঐ (অযোধ্যা-কাণ্ড)	৫৮
৭।	শতপথ ব্রাহ্মণ (২য় খণ্ড)	৫৭
৮।	শঙ্কর ও শাক্যমুনি	৮৪
৯।	বৈষ্ণব পদাবলী	৭৯
১০।	বৌদ্ধ-ধর্ম্ম	১৭৪
১১।	জয়দেব-চরিত্র	৭৪
১২।	রাধিকার মান-ভঞ্জন	১৭৯
১৩।	চৈতন্যমঙ্গল	৭৬
১৪।	রামায়ণতত্ত্ব (২য় ভাগ)	২৯
১৫।	ব্রজপরিক্রমা	৭২
১৬।	কাশীপরিক্রমা	২৭
১৭।	বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়	১৭১৪
১৮।	মায়াপুরী	২২১
১৯।	গৌরপদতরঙ্গিণী	[illegible]
২০।	দুর্গামঙ্গল	[illegible]
২১।	ব্যাকরণ ও ১৫শ [illegible]	[illegible]
২২।	শব্দকোষ (১,২,৩ খণ্ড)	[illegible]
২৩।	ঐ (৪র্থ খণ্ড)	[illegible]
২৪।	প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা	[illegible]
২৫।	বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত (১-২ খণ্ড)	[illegible]
২৬।	প্রাচীন পুথির বিবরণ (২য় [illegible])	[illegible]
২৭।	ঐ (১ম সংখ্যা)	[illegible]
২৮।	কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর	[illegible]
২৯।	জ্যোতিষদর্পণ	[illegible]
৩০।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম (১ম খণ্ড)	[illegible]
৩১।	ঐ (২য় খণ্ড)	[illegible]
৩২।	সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম ([illegible])	[illegible]
৩৩।	কল্কিপুরাণ	[illegible]
৩৪।	চণ্ডীদাসের পদাবলী	[illegible]
৩৫।	সত্যনারায়ণের পুথি	[illegible]
৩৬।	পদকল্পতরু (১ম [illegible])	[illegible]
৩৭।	মৃগলুব্ধ	[illegible]

৩৮।	মৃগলুব্ধসংবাদ	৬৮৬	৫৫।	রাধিকামঙ্গল	২৭
৩৯।	তীর্থমঙ্গল	৬৫৯	৫৬।	শতপথ ব্রাহ্মণ (১ম খণ্ড)	৪০
৪০।	তীর্থভ্রমণ	৪৩১	৫৭।	ধর্ম্মমঙ্গল	৩০
৪১।	বৌদ্ধ গান ও দোহা	৪২২	৫৮।	রামায়ণতত্ত্ব (১ম ভাগ)	[illegible]
৪২।	গঙ্গামঙ্গল	১২৩	৫৯।	রাসায়নিক পরিভাষা	২৪
৪৩।	মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা	১৬৩	৬০।	চন্দ্রনাথ বসু	২৯
৪৪।	ধর্ম্মপূজাবিধান	৬৫১	৬১।	শ্রীভাষ্য (১-২ খণ্ড)	৪৩
৪৫।	কৃষ্ণকীর্ত্তন	৭৮৮	৬২।	ঐ (৩য় খণ্ড)	৫০
৪৬।	নেপালে বাঙ্গালা নাটক	৪১৬	৬৩।	ঐ (৪র্থ খণ্ড)	৫৩
৪৭।	জ্ঞানসাগর	৪২৯	৬৪।	ঐ (৫ম খণ্ড)	৭৫
৪৮।	সারদামঙ্গল	৪৩৫	৬৫।	সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ	[illegible]
৪৯।	শ্রীগৌরাঙ্গসন্ন্যাস	৪১৫	৬৬।	রসমঞ্জরী	[illegible]
৫০।	ন্যায়দর্শন	৮৫৩	৬৭।	কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী	[illegible]
৫১।	সভ্যসমাজের ক্রমবিকাশ	২১৯	৬৮।	নবদ্বীপপরিক্রমা	৪
৫২।	ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	২৪	৬৯।	শূন্যপুরাণ	২০
৫৩।	ব্রতকথা	২৯	৭০।	বিদ্যাপতির পদাবলী	[illegible]
৫৪।	দুঃখীশ্যামের মহাভারত	২০	৭১।	গোরক্ষবিজয়	[illegible]

পঞ্চবিংশ সাংবৎসরিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়—

চাঁদা		১০০০৩৲
সহর	৫১১১৲	
মফঃস্বল	৪৮৯২৲	
	১০০০৩৲	
প্রবেশিকা		[illegible]
পুস্তক ও গ্রন্থাবলী		৫৭৬৶০
গ্রন্থাবলী	[illegible]	
পুস্তক	[illegible]	
	৫৭৬৶০	
		১০৬৪৪৶০

ব্যয়—

গ্রন্থাবলী মুদ্রণ		২৫৮৪৸৯
সম্পাদন	৬৫০॥০	
কাগজ	৮১০৸৶৩	
মুদ্রণ	৩৮৮॥০	
বাঁধাই	১৯৭।/০	
ডাক	২॥৶৬	
বেতন	৪৯৮।/৩	
গাড়ীভাড়া	৫॥৵৩	
বিবিধ	৩০৸৶৬	
	২৫৮৪৸৯	

আয়—

জের—		১০৬৪৪৶০
পত্রিকা বিক্রয়		৯৬৲
বিজ্ঞাপনের আয়		৮৪৲
বিভিন্ন তহবিলের সুদ আদায়		৭৭৭।৵৬
এককালীন দান		১৮৫০৲
গবর্ণমেণ্ট	১২০০৲	
মিউনিসিপালিটী	৬৫০৲	
	১৮৫০৲	
স্মৃতিরক্ষার আয়		৭৩২৷৷৵০
পদক ও পুরস্কার		১১৫৲
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়		৪৭৸৵০
বিবিধ আয়		৬৯৸০
পোষ্ট অফিস্ সেভিংস ব্যাঙ্কে		
গচ্ছিত হিসাবে ফেরত জমা		১০০৲
হাওলাত আদায় জমা		১৪০০৲
হাওলাত জমা		১৭২৫৲
আমানত জমা		২৪২৲
		১৭৯২৩৸৬

ব্যয়—

জের—		২৫৮৪৬৯
পত্রিকা, পঞ্জিকা ও কার্য্যবিবরণী মুদ্রণ		২৮৬৮৶০
কাগজ	১৯৪৬।৶৬	
মুদ্রণ	৭৮০৸০	
ছবি	৩৯৶৯	
বাঁধাই	৪৯৸০	
বিবিধ	৫১৸৶৯	
	২৮৬৮৶০	
পুস্তকালয়		১৭৩৯।৶৬
পুস্তক বিক্রয়	৩২৷৷০	
বাঁধাই	১৭৭৸৶০	
আসবাব	১১০০৷৷৵৬	
তালিকা মুদ্রণ	৪১৮।৯	
দপ্তর সরঞ্জামী	২৲	
বিবিধ	৮৶৩	
	১৭৩৯।৶৬	
পুথিশালা		১২।৯
ফিতা খরিদ	১০।০	
বিবিধ	২৻৯	
	১২।৯	
বিবিধ মুদ্রণ		৩২৯৵৩
চিত্রশালা		৫৪১৸৵৩
ডাকমাশুল		১৩২৬৸৶৬
পত্রিকা প্রেরণ জন্য	৬৬৩৸৶৯	
অধিবেশনের পত্র জন্য	৬১০।৵৩	
সাধারণ পত্রাদি জন্য	৫২৷৷৵৬	
	১৩২৬৸৶৬	
		৯৪০২৷৷৶৬

ব্যয় —

জের —		৯৪০২॥⁄১৬
মেরামত		২৪২॥৩
গৃহ	৪২॥/৩	
আসবাব	৪৬৶	
ছবি	২৭৲	
আলোক ও পাখা	১৬৮৲	
	২৪২॥৩	
কমিশন		১০৩॥৵৯
চাঁদা আদায়	৮৮॥৵৯	
পুস্তক বিক্রয়	১৲	
বিজ্ঞাপনের	১৪৲	
	১০৩॥৵৯	
মিউনিসিপাল ট্যাক্স		২৬২৲
ইলেকৃট্রিক আলোক ও পাখার বিল		১৮৬৸০
ভৃত্যদিগের ঘরভাড়া		৲৭৲
ভৃত্যদিগের পোষাক		৫৫৲
দপ্তর সরঞ্জামী		১৭৯৵৩
নূতন আসবাব		১০১৸৵
বেতন		৩৭৫১।৵৩
গাড়ীভাড়া		১৩৪৵০
সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয়		৮১॥/৬
স্মৃতিরক্ষায় ব্যয়		৯৯।০
পুস্তক বিক্রয়ের খরচ		৪৩।/৬
পুরস্কার ও পদক		৩৫৲
বিবিধ ব্যয়		১৩৭॥/৩
পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত হিসাবে খরচ		১০৯৸৵৩
হাওলাত দাদন খরচ		১৯৭৲
হাওলাত শোধ		২০২৫৲
আমানত শোধ		১১৮৲
বিভিন্ন তহবিলের সুদখাতে খরচ		৮৩৵০
		১৮০৪৬৩

কৈঃ—

গত বর্ষের উদ্বৃত্ত		
(ক) সাধারণ তহবিল		৪০৫॥৶৩
ডাকঘরে	১৮০।০	
কোষাধ্যক্ষের হস্তে মজুত	২০৬৶৩	
হস্তে ডাক টিকিট মজুত	১৯৶৯	
	৪০৫॥৶৩	
(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার		২১৪৯৬।৵২
কোম্পানীর কাগজ	১৩০০০৲	
পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	৫০০০৲	
ওয়ারলোন	১০০০৲	
ওয়ার বণ্ড	৫০০৲	
ডাকঘর	১৯৯৬।৵২	
	২১৪৯৬।৵২	
		২১৯০২/৫
বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের আয়		১৬০৯৮৸৬
(বাদ ডাকঘর হইতে জমা)		
		৩৮০০০৸/১১
বাদ বর্ত্তমান বর্ষের সাধারণ তহবিলের ব্যয়—		১৫৮২৭৸৶৯
(বাদ ডাকঘরে গচ্ছিত জন্য খরচ)		
উদ্বৃত্ত		২২১৭২৸৵২

উদ্বৃত্ত টাকার জায়

(ক) সাধারণ তহবিল		২৮৮৶৬
কোষাধ্যক্ষের		
হস্তে মজুত	৯৫৲	
ডাকঘরে	১৮৫৲	
হস্তে নগদ মজুত	৬।৬	
হস্তে ডাক টিকিট মজুত	১৸৶	
	২৮৮৶৬	
(খ) বিশিষ্ট ভাণ্ডার		২১৮৮৪॥৶৮
কোম্পানীর কাগজ	১৩০০০৲	
পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার	৫০০০৲	
ওয়ার লোন	১০০০৲	
ওয়ার বণ্ড	৫০০৲	
ডাকঘরে	২৩৮৪॥৵৮	
	২১৮৮৪॥৵৮	
		২২১৭২৸৵২

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।
শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাবরক্ষক।
২৭।১।২৬

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বার্ষিক অধিবেশন ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির
সভাপতি।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কাশীরাম স্মৃতি-সমিতির
কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।
২।২।২৭

হিসাব পরীক্ষায় নির্ভুল দেখা গেল।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
৪।২।২৭

১৩২৫ বঙ্গাব্দের বিভিন্ন বিশিষ্ট ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়-বিবরণ

	বিবরণ	হাওলাত সমেত গতবর্ষের উদ্বৃত্ত	বর্ত্তমান বর্ষের আয়: দান ও পুস্তকবিক্রয়	বর্ত্তমান বর্ষের আয়: সুদ আদায়	বর্ত্তমান বর্ষের আয়: হাওলাত আদায়	মোট আয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত্ত টাকার জমা: কোং কাগজ	উদ্বৃত্ত টাকার জমা: ডাকঘরে মজুত	উদ্বৃত্ত টাকার জমা: কোষাধ্যক্ষের হস্তে মজুত	উদ্বৃত্ত টাকার জমা: সাধারণ তহবিল হাঃ
১	সাধারণ স্থায়ী তহবিল	১০৫৩৫।৶৯	•	•	•	১০৫৩৫।৶৯	•	১০৫৩৫।৶৯	৬৫০০৲	৬০১৸৫	•	৩৪৩৩।৶৪
২	গ্রন্থপ্রকাশ লালগোলা স্থায়ীতহবিল	১৩৭৫২৶৬	৩০১।০	৪৫৫৲	•	১৪৫০৮।৶৬	৪২০।৯	১৪০৮৭৸৶৯	১৩০০০৲	•	•	১০৮৭৸৶৯
৩	রজনীকান্ত-স্মৃতি তহবিল	৩০৲	•	৸৵০	•	৩০৸৵০	•	৩০৸৵০	•	৩০৸৵০	•	•
৪	হেমচন্দ্র-স্মৃতি তহবিল	৫০২৩	২।০	১৫৲	৩২।৵০	৫৫২৶৩	৩০৲	৫২২৶৩	•	৫২২৶৩	•	•
৫	কালীরাম স্মৃতি-তহবিল	২৪২।৵০	•	৭।০	•	২৪৯৸৵০	•	২৪৯৸৵০	•	২৪৯৸৵০	•	•
৬	গ্রন্থপ্রকাশার্থ বিনয় বাবুর দান	২১২০৲	•	৬০৲	•	২১৮০৲	•	২১৮০৲	•	৯৮০৲	•	১২০০৲
		২৭১৮২।৬	৩০৩৸০	৫৩৮৶০	৩২।৵০	২৮০৫৩৸৬	৪৫০।৯	২৭৬০৩৶৯	১৯৫০০৲	২৩৮৪।৵৮	•	৫৭২১।/১

মন্তব্য—২য় দফায় যে হাওলাত দেখান হইয়াছে, তাহা প্রকৃত হাওলাত নহে ; হিসাব মিটান সাপেক্ষে হাওলাত দেখান হইয়াছে। ৬ষ্ঠ দফায় যে হাওলাত দেখান হইয়াছে, তাহা ১৩২৬ সালের ৬ই শ্রাবণ শোধ হইয়াছে।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
কার্য্য-নির্ব্বাহক ও বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
কোষাধ্যক্ষ— কালীরাম স্মৃতি।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
৪।২।২৬

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রধান কর্ম্মচারী।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাবরক্ষক।
২৭।১।২৬

১৩২৫ বঙ্গাব্দের আমানত জমার হিসাব

১।	সম্পাদক রঙ্গপুর শাখাপরিষৎ	৪৭/৩
২।	ময়মনসিংহ কার্য্যবিবরণী মুদ্রণ	২১।৶৬
৩।	সাহিত্য সংরক্ষণ সমিতি	১৪৫৲
৪।	পুরস্কার ও পদক	১৪২৲
৫।	অন্যান্য খুচরা	৬৮৸৶৬
৬।	সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা তহবিল	৫৲
৭।	বর্দ্ধমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা	১৭/০
৮।	কাশীমবাজারের মহারাজা বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা	১০৸/০
৯।	বর্দ্ধমান ৮ম সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ বিক্রয়	৮৲
১০।	রঘুনাথ পিয়ন	১০৲
১১।	শ্রীযুক্ত কুমারদেব মুখোপাধ্যায়	৬৲
১২।	বিদ্যাপতি পুস্তক বিক্রয়	২৯০৸০
১৩।	গৌরপদতরঙ্গিনী „	২৷৷০
১৪।	ব্যবসায়নী বিদ্যা „	৷৷৶০
১৫।	ব্যোমকেশ পারিবারিক-সাহায্য-ভাণ্ডারের পুস্তক বিক্রয়	৶০
১৬।	৺পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যার্থ দান	৬০৲
১৭।	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যার্থ দান	৬৲
১৮।	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের পুস্তক বিক্রয়	৷৷০
১৯।	চাঁদাবাবদ	৩৷৷০
		৮৪৫।/৩

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাবরক্ষক।
২৭।১।২৬

১৩২৫ বঙ্গাব্দের হাওলাত দাদনের হিসাব

সাধারণ তহবিল

১।	সম্পাদক নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি	১০৲
২।	„ রমেশ-ভবন	১০৭/৯
৩।	ম্যানেজার উইলকিন্স প্রেস	২৭৶০
৪।	শ্রীযুক্ত এস্, কে, লাহিড়ী	৫৲
৫।	শ্রীরামকুমার দত্ত	১৯৭৸৩
৬।	সম্পাদক ৭ম সাহিত্য-সম্মিলন	৯০৲
৭।	„ রামেন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা	১৪৮৸০
৮।	„ কাশীরাম স্মৃতি	১৮।৶৩
৯।	শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ	১০৲
১০।	„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	১০০৲
১১।	সম্পাদক স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা তহবিল	৩৶০
১২।	শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস মিত্র	১০৲
১৩।	„ ম্যানেজার কটন প্রেস	৪৯১৷৷০
১৪।	„ অমৃতগোপাল বসু	৸০
১৫।	„ মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী	২৲
১৬।	„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৸৬
		১২৩৩।/৯

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
হিসাব-রক্ষক।
২৭।১।২৬

১৩২৬ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ

আয়—

১।	চাঁদা	১০,০০০৲
২।	প্রবেশিকা	১০০৲
৩।	পুস্তক ও গ্রন্থাবলী বিক্রয়	১৫০৲
৪।	পত্রিকাবিক্রয়	১৩৬৮।০
৫।	বিজ্ঞাপনের আয়	৭৫৲
৬।	সুদ আদায়	৮২০৲
৭।	এককালীন দান	৫০৫০৲
৮।	পুরস্কার	১১৫৲
৯।	স্মৃতিরক্ষার আয়	২০০০৲
১০।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ আদায়	৫০৲
১১।	বিবিধ আয়	২৪৫৲
১২।	গত বর্ষের উদ্বৃত্ত	১০৩৶৬
		২০৪৭৬।৶৬

ব্যয়—

১।	গ্রন্থাবলী মুদ্রণ	২৪০০৲
২।	পত্রিকাদি মুদ্রণ	২০০০৲
৩।	পুস্তকালয়	১৪৯৬৲
৪।	পুথিশালা	৮৭০৲
৫।	বিবিধ মুদ্রণ	৩১০৲
৬।	চিত্রশালা	৩২০৲
৭।	ডাকমাশুল	১২০০৲
৮।	মেরামত	৭৫০৲
৯।	কমিশন	১০০৲
১০।	মিউনিসিপাল ট্যাক্স	২৬২৲
১১।	ইলেক্‌ট্রিক আলোক ও পাখার বিল	২২৫৲
১২।	ভৃত্যদিগের ঘর ও পায়খানা প্রস্তুত	৬০০৲
১৩।	ভৃত্যদিগের ঘর ভাড়া	৬০৲
১৪।	„ পোষাক	১০০৲
১৫।	দপ্তরসরঞ্জামী	১৫০৲
১৬।	আসবাব	১২৫৲
১৭।	বেতন	৩০৮০৲
১৮।	গাড়ীভাড়া	১২৫৲
১৯।	সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যয়	৬০৲
২০।	ছাত্রসভ্যের পুরস্কার	৮০৲
২১।	স্মৃতিরক্ষার ব্যয়	২০০০৲
২২।	পদক ও পুরস্কার	১১৫৲
২৩।	পুস্তক বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন	২৫৲
২৪।	পুস্তক বিক্রয়ের খরচ	৫০৲
২৫।	অভ্যর্থনার ব্যয়	৫০৲
২৬।	স্থায়ী তহবিলের দেনা শোধ	৫০০৲
২৭।	বিবিধ ব্যয়	১২৫৲
২৮।	বিভিন্ন তহবিলের সুদ খাতে	৯৭।০
		১৭৩১৫।০

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

বার্ষিক অধিবেশনের ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি।

শ্রীচুণীলাল বসু

শ্রীবিনোদবিহারী বসু

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ মল্লিক

শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বানস্তীচরণ সিংহ	১০৲
„ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ	৫৲
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	৫৲
„ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৲
„ সত্যানন্দ গোস্বামী	৫৲
„ দীননাথ মজুমদার	৫৲
„ রায় কৃপানাথ দত্ত বাহাদুর	৫৲
„ সিদ্ধেশ্বর গড়াই	৫৲
„ রায় কিরণচন্দ্র দত্ত	৫৲
„ মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	৫৲
„ শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	২৲
„ চিন্তাহরণ সিংহ	২৲
মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার	
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	২৲
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	২৲
„ সুরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়	১৲
„ গিরিজাভূষণ মিত্র	১৲
„ যতীন্দ্রনাথ দত্ত	১৲
	৬৮৩৲

স্বর্গীয় পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয়ের দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যকল্পে প্রাপ্ত দান

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত "লক্ষ্মীনিবাস"	১০৲
শ্রীযুক্ত স্যর জগদীশচন্দ্র বসু	৫৲
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৫৲
রায় বাহাদুর „ চুণীলাল বসু	৫৲
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৲
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৲
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	২৲
মহামহোপাধ্যায় „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	২৲
ডাক্তার „ বনওয়ারীলাল চৌধুরী	২৲
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু	২৲
রায় বাহাদুর „ বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র	২৲
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র	২৲
„ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	২৲
„ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৲
„ মৃণালকান্তি ঘোষ	২৲
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৲
ডাক্তার „ আব্দুল গফুর সিদ্দিকী	২৲
„ অমৃতলাল দত্ত	১৲
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু	১৲
„ দেবনারায়ণ ঘোষ	১৲
	৬০৲

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসূর্য্যকুমার পাল
১৭।২।২৩

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩২৫ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে মন্তব্য

১৩২৫ সালের চৈত্রশেষে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অনাদায়ী চাঁদা সমেত মোট ৫২৫৫৭৸৵৹ টাকা চাঁদা প্রাপ্য হয়। তন্মধ্যে ৪।১২।২৫ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্যানুসারে ৭৪৭ জন সদস্যের অনাদায়ী চাঁদা বাবদ ২২১৯৬।৹ টাকা সদস্যগণের চাঁদার হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ১৩২৫সালের চৈত্র-শেষে মোট ৩০৩৬১৷৵৹ টাকা চাঁদা জমা ছিল। কেবল ১৩২৫ সনের সদস্যগণের ১৯৬৯৪৲ টাকা চাঁদা প্রাপ্য হয়। তন্মধ্যে ৭৪৭ জন সদস্যের অনাদায়ী প্রায় ৫০০০৲ টাকা বাদ দিলে ১৪৬৯৪৲ টাকা আদায়যোগ্য ছিল। তন্মধ্যে মাত্র ১০০০৫৲ টাকা চাঁদা আদায় হইয়াছে। সমস্ত বাকী চাঁদার তুলনায় শতকরা প্রায় ২০৲ কুড়ি টাকা এবং ১৩২৫ সালের প্রাপ্য চাঁদার তুলনায় শতকরা ৬৮৲ টাকা আদায় হইয়াছে। আদায়ের পরিমাণ যাহাতে আরও বেশী হয়, পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

১৩২৫ সালে পরিষদের মোট আয় ১৭৯২৩৸৬ টাকা এবং মোট ব্যয় ১৮০৪৬৲৩ টাকা। এ বৎসরও আয় অপেক্ষা ব্যয় ১২২৶৯ টাকা অধিক হইয়াছে এবং গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ধরিয়া ১৩২৫ সালের চৈত্রশেষে মাত্র ১০৩৶৬ টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়াছে। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি হয়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি তাহার ব্যবস্থা করিবেন। পরিষদের সদস্যগণের দেয় বাকী চাঁদার অর্দ্ধাংশ এবং বাৎসরিক দেয় চাঁদা নিয়মিত আদায় হইলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ আপনা হইতে বাড়িয়া যায়। তজ্জন্য অন্য ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। ইতি

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
হিসাব-পরীক্ষক।
১৪।২।১৩২৬

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশার্থ আহূত

১৫ই ভাদ্র ১৩২৬, ৩১শে আগষ্ট ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি—(সভাপতি)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্, শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্, শ্রীফণীন্দ্রকুমার সান্যাল, শ্রীশোভাময় ঘোষ, শ্রীজানকীনাথ বসু, শ্রীক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ, শ্রীকালীকৃষ্ণ বসু, শ্রীমন্মথনাথ দত্ত, শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীআশুতোষ বেদজ্ঞ, শ্রীসুধীরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহরেকৃষ্ণ সেন, শ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার, শ্রীনলিনীমোহন রায়, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীঅমৃতলাল দত্ত, শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ রায়।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এটর্ণি—সম্পাদক। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—৺রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুরের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভারম্ভে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর পরিষদের একজন প্রাচীন সদস্য ছিলেন। পূর্ব্বে পরিষদের অধিবেশনে প্রায়ই আসিতেন ও যখনই প্রয়োজন হইত, তখনই নানা প্রকারে পরিষৎকে সাহায্য করিতেন। তিনি একজন বিশেষজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। তিনি ইংরাজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন এবং বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি অনেক বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে পারিতেন এবং সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। এই জন্য তাঁহার যথেষ্ট সম্মান এবং প্রতিপত্তিও ছিল। তিনি একজন বিশেষ গুণী ও কৃতী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদে সম্মানের সহিত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। অবসরকালে তিনি সাহিত্য-চর্চ্চায় লিপ্ত থাকিতেন। তিনি একজন বিজ্ঞ সমালোচক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকায় অনেক ভাল ভাল সমালোচনা তাঁহার লেখনী-প্রসূত। পরিষদের তিনি অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। পরিষৎ এই বন্ধুর বিয়োগে বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

১। "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অকৃত্রিম সুহৃদ্‌, বিখ্যাত সাহিত্য-সেবক এবং কলাশাস্ত্র-বিশারদ রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া অদ্য আন্তরিক শোক প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে প্রেরিত হউক।"

২। "তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ এই পরিষৎ মন্দিরে একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠিত হউক।"

এই প্রসঙ্গে প্রস্তাবক মহাশয় বলিলেন যে, ৺বৈকুণ্ঠ বাবু প্রথম হইতেই পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং সকল বিষয়েই ইহার সুহৃদের কাজ করিয়াছেন। তিনি একাধারে বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন। তিনি একজন কলাশাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীত-রচনায়, সঙ্গীতে স্বরলিপি যোজনায়, সঙ্গীত-শিক্ষা প্রদানে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সুগায়ক ও সুবাদক ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি উদার ছিল। তিনি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। এই জন্য তাঁহার সঙ্গীত-শাস্ত্র সম্বন্ধে পারদর্শিতা লাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল। পরিষৎ নানা বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী। তিনি মিরার পত্রে অনেক নাটকের সমালোচনা লিখিয়াছিলেন।

বক্তা জানাইলেন যে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুরের উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু মহাশয় তাঁহার পিতার একখানি তৈলচিত্র পরিষৎকে উপহার দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় উক্ত প্রস্তাবদ্বয় সমর্থনকালে বলিলেন যে, স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ বাবুর সাহিত্যিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁহার রচিত 'মান' নামক নাটকখানি কতকগুলি সুন্দর কীর্ত্তনাঙ্গ গানের সমষ্টি—তিনি এই 'মান' কৃষ্ণলীলার মানভঞ্জন সূত্রে গাঁথিয়াছিলেন। এমারেল্ড থিয়েটারে এই নাটক অভিনীত হইলে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব দুইটি অনুমোদন-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, ৺বৈকুণ্ঠ বাবু নাটকের সুনিপুণ সমালোচক ছিলেন। ইণ্ডিয়ান মিরারে তাঁহার সেই সমস্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইত। তাঁহার ন্যায় সুনিপুণ ভাবে, অল্প কথায় ও বিশিষ্টভাবে সমালোচনা করিতে খুব কম লোককেই দেখা যায়। কোন একখানি প্রহসনের সমালোচনায় তিনি লিখিয়াছিলেন,—"There is something new in this book and there is something good in this book, but the goods are not new and the news are not good."

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয় উক্ত প্রস্তাবদ্বয় অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, ৺বৈকুণ্ঠ বাবু তাঁহার সখা ও সুহৃৎ ছিলেন। তাঁহারা অনেক সময় অনেক সভা-সমিতিতে আমোদ উৎসবে একত্রে যোগদান করিয়াছেন। সঙ্গীতশাস্ত্র শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার যত্ন

ন্যতা ও প্রতিভার দাবী খুব কম লোকই করিতে পারেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সঙ্গীত-া ও তাহার সাধনার দ্বারা উৎকর্ষ লাভের কারণ তাঁহার অভিমানশূন্যতা। বেশী বিদ্যা লে অভিমান-শূন্যতা আপনিই আসে। ৺বৈকুণ্ঠ বাবু অভিমানশূন্য ছিলেন। তিনি র বাজাইতে পারিতেন এবং সর্ব্বদা গায়ককে সামলাইয়া লইয়া বাজাইতেন; নিজের তা প্রদর্শনে ব্যস্ত হইতেন না। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে া করিতেন। তাঁহার চরিত্রে অসাধারণ অমায়িকতা ছিল ও তিনি বিনয়ের অবতার লেন। কাহাকেও মনঃপীড়ার আভাসমাত্র দেন নাই। তিনি সমস্ত সৎকার্য্যের সহায় লেন ও কলিকাতার সমস্ত সৎকার্য্যে যোগদান ও উৎসাহ দান করিতেন।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব দুইটি গ্রহণ করিলে পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

১৪ই ভাদ্র ১৩২৬, ৩১শে আগষ্ট ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬॥০ টা

উপস্থিতি—

(পঞ্চম বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত চন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় কর্ত্তৃক "সধবার একাদশী সম্বন্ধে আলোচনা" এবং (খ) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়-লিখিত "দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ" নামক ন্ধ। ৫। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয় বিলাত গমন করায় তাঁহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন। শোক-প্রকাশ—(ক) নগেন্দ্রনাথ মিত্র (হাওড়া), (খ) শৈবেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পুর), (গ) ব্রজপদ সিংহ (মুর্শিদাবাদ), (ঘ) মণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র (কান্দী) মহা-য়ের পরলোকগমনে। ৭। বিবিধ।

ঞ্চম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে পর এই অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ

১। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।

২। যথারীতি প্রস্তাব ও সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (নির্ব্বাচিত সদস্য-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৩। নিম্নোক্ত উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত পুস্তকগুলির উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। (পুস্তক-তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

৪। সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, "সধবার একাদশী" গ্রন্থ সম্বন্ধে পুলিশ বিভাগ কর্ত্তৃক একটি কঠিন নিয়ম জারি হইয়াছে। তিনি এই নিয়ম জারির কারণ অবগত নহেন। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় বিস্তারিত ভাবে তাহা বুঝাইয়া দিবেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্. এ মহাশয় সধবার একাদশী সম্বন্ধে এক আলোচনা পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন যে, সধবার একাদশী গ্রন্থ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিষেধের প্রতিবাদ কর্ত্তব্য কি না, তাহার আলোচনার সময় এখন নহে। প্রবন্ধকার আলোচ্য প্রবন্ধে যে নাটকীয় প্রতিভার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রতিষেধে নির্ব্বাপিত হয় না। যে নাটকের প্রতিষেধ হইয়াছে, তাহাতে রুচিবিকার দেখা যায় না। Drydenএর কবিতায়, এমন কি, Bibleএ অনেক রুচিবিকার দেখা যায়—কিন্তু তাহাদের প্রতিষেধ হয় নাই। কারণ, সেগুলি Classic। প্রবন্ধকার যে ভাবে নিমচাঁদের চরিত্র ফুটাইয়াছেন, যে ভাবে দীনবন্ধুর স্বভাব ও চরিত্র বিকাশ করিয়াছেন, তাহা বড়ই আনন্দপ্রদ।

তৎপরে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু, প্রবন্ধে মধুসূদনের সহিত নিমচাঁদের তুলনার অংশ উঠাইয়া দিবার জন্য প্রবন্ধ-লেখককে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেন। কেন না, তিনি মধুসূদনের নিকট আত্মীয়।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম এ, বি এল্ মহাশয় বলেন যে, তিনি প্রবন্ধ না পড়িয়া (যেহেতু তিনি প্রবন্ধ-পাঠের পর সভায় উপস্থিত হইয়াছেন) তাহার সমালোচনার পথপ্রদর্শক হইতে ইচ্ছা করেন না। তবে সধবার একাদশী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন। এই গ্রন্থকে Classic বলিলে চলে। রুচি, কালে কালে পরিবর্ত্তিত হয়। সেক্স্পিয়রে অনেক অশ্লীল কথা আছে—বিদ্যালয়ে যখন সেক্স্পিয়র পড়ান হয়, তখন তাহার অশ্লীল অংশ বাদ দিয়া পড়ান হয়। সে সময় স্ত্রীলোকেরা যে ভাষায় কথা কহিত, এখন পুরুষেরা ইয়ারকির মহলেও সে ভাষায় কথা কহিতে পারেন না। গেটের নাটক না পড়িলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—কিন্তু তাঁহার নাটকের এক অঙ্কে সংস্কৃত আলঙ্কারিক মতে "জুগুপ্সা" হিসাবে অশ্লীলতা আছে। কিন্তু ইহা বাদ দেওয়া হয় নাই। কারণ, উহা Classic। ইংরাজিতে এমন নাটক চলিত আছে যে, পাঠক যদি নিজেকে বর্ণে আবৃত

রাখিতে না পারেন, তাহা হইলে বাস্তবিকই তাঁহার নৈতিক অবনতি হয়। একখানি ইংরাজি নাটকে আছে যে, কাহারও স্ত্রী অসতী হইলে তাঁহার দুইটি শিং বাহির হয়।

বক্তা আরও বলিলেন,—যে গ্রন্থ ৫০ বৎসর চলিত হইয়া আসিয়াছে—যাহার সহিত দীনবন্ধু বাবুর ন্যায় ক্ষমতাপন্ন মহাকবির নাম জড়িত—তাহা Classic। এত দিন পরে তাহার প্রতিষেধ হইতে পারে না। কে এত দিন পরে এই নীতির অভিভাবক হইলেন, তাহা জানিতে চাহি। আজকাল কলিকাতায় অনেক সিনেমা হাউস চলিতেছে—তাহাতে নিত্য নিত্য কত চিত্র প্রদর্শিত হয়। সেই সকল চিত্রের অনেক চিত্র দেখিলে রুচিবিকার ঘটিয়া থাকে। আমার মতে Classic কখনও নিষিদ্ধ হয় নাই এবং হইতে পারে না। অথচ বর্ত্তমানে অনেক নিষেধোপযোগী নাটকের প্রচার নিষিদ্ধ হইতেছে না। সধবার একাদশী লোকের চিত্ত বিকৃত বা মলিন করে না, বরং ইহাতে moral lesson অনেক পাওয়া যায়। রাজনৈতিক হিসাবে অনেক নাটকের অভিনয় বন্ধ হইয়াছে—তাহা আমরা সহিয়াছি। কিন্তু এত দিনে সধবার একাদশী যখন প্রতিষেধ হইল, তখন এই প্রতিষেধের প্রতিবাদ সকল সাহিত্যিকেরই করা উচিত। আমার মনে হয়, সাহিত্য সম্বন্ধে—যাহাতে রাজনীতি নাই, শুধু ধর্মনীতি বা সমাজনীতি বর্ত্তমান, সে বিষয়ে গবর্মেণ্টের নিরপেক্ষ থাকাই ভাল।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত ললিত বাবু উল্লিখিত প্রবন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ মহাশয় বলিলেন যে, এইরূপ প্রতিষেধ হইলে বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস নষ্ট হইবে।

তৎপরে সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, আলোচ্য প্রবন্ধের কতক আলোচনা হইয়াছে। সধবার একাদশী প্রতিষেধ সম্বন্ধে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির মন্তব্য সাধারণ সভায় উপস্থিত হইলে, সে সম্বন্ধে মতামতের অবকাশ হইবে।

সভাপতি মহাশয় আরও বলিলেন যে, প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, কবি ও নাটককার স্বর্গীয় দীনবন্ধু বাবু সামাজিক চিত্রকর ছিলেন—অতি অল্প লোকেই সমাজের সকল উচ্চ-নিম্ন স্তর ঐরূপ ভাবে Study করিয়াছেন। তাঁহার এক একখানি বইএ এক একটি সামাজিক চিত্র প্রস্ফুটিত; লীলাবতীতে কৌলিন্যপ্রথার চিত্র এবং অন্যান্য পুস্তকে অন্যান্য চিত্র প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাঁহার যে-কোন বই বন্ধ হইলে তৎকালীন সেই বিষয়ের সামাজিক চিত্র নষ্ট হইবে। অন্ততঃপক্ষে ইতিহাস হিসাবে এবং পূর্ব্বজ্ঞানের চিত্র হিসাবে এই সকল চিত্র রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া পুস্তকের রুচি নির্ণয় করা আবশ্যক। সামাজিক চিত্র দেখাইতে হইলে ভাল এবং মন্দ, উভয় অংশই সমান ভাবে দেখান উচিত। অংশবিশেষ পরিত্যক্ত হইলে চিত্রগুলি অপরিস্ফুট হইবে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর হইতে বিলাসভাবের কথা বাদ দিলে ভারতচন্দ্রের উপর অবিচার করা হইবে। তবে পাঠ্য পুস্তক করিতে হইলে ঐ অংশ বাদ না দিলে চলিবে না। সধবার একাদশী তাহার কার্য্য করিয়াছে।

র্ত্তমান কালে হয় ত তাহার ততটা উপযোগিতা বা প্রয়োজন নাই—কিন্তু উহা বন্ধ করিবার উহার অংশবিশেষ বাদ দিবার প্রয়োজন বোধ হয় না—অধিকন্ত তাহাতে পুস্তকের ৌন্দর্য্য নষ্ট হইবে। পুস্তকের উদ্দেশ্যই পুস্তকের রুচিবিকার বিবেচনার একমাত্র ভিত্তিস্বরূপ। ্যারীচরণ সরকার মহাশয় বলিয়াছেন যে, দীনবন্ধুর পুস্তক ছাপাইয়া Temperance Society পেক্ষা অনেক বেশী কাজ হইয়াছে। এই জন্য এই গ্রন্থ প্রতিষেধ করা সঙ্গত নহে ও কাহারও হাতে অধিকার নাই। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবু মধুসূদন সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তিনি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র বাবুর সহিত একমত নহেন। বন্ধু বাবুর নিজের মত লিখিয়া প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত ললিতবাবু ভালই করিয়াছেন। তৎপরে নি প্রবন্ধলেখককে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের "দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ" নামক বন্ধ পঠিত হইল।

৫। গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বিলাত গমন করায় কার্য্য-র্বাহক-সমিতি তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ, পি আর এস্ মহাশয়কে বর্ত্তমান র্ষের গ্রন্থাধ্যক্ষ-পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন—এই সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল।

৬। (ক) নগেন্দ্রনাথ মিত্র (হাওড়া), (খ) শৈবেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (লাভপুর),) মণীন্দ্রনারায়ণ মিশ্র (কান্দী) ও (ঘ) ব্রহ্মপদ সিংহ (মুরশিদাবাদ)—এই চারিজন সদস্যের লোক-গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে শোক-প্রকাশ করা হইল এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের ক্ট সমবেদনাসূচক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

পরিশিষ্ট

তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত সদস্যগণের নাম

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
ক্ত শ্যামাচরণ পাল	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	১। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেওড়াফুলি হাট, বটতলা, হুগলী।
ক্ত রামকমল সিংহ	ঐ	২। শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ২০ গিরিশ বিদ্যারত্ন লেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নির্ব্বাচিত সদস্য
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	৩। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৪ হ্যারিসন রোড।
শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী	ঐ	৪। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বি এ, দত্ত হাই স্কুলের শিক্ষক, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ।
শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত	শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	৫। শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্য ২২।২ হরচোলের লেন।
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র	ঐ	৬। শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বর্ম্মন্ ৮৩ লোয়ার চিৎপুর রোড।
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	৭। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ৯।২ রামচন্দ্র মিত্র লেন।
শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়	৮। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু বি এ ঢাকা।
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯। শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসু ১৬৭ মাণিকতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র	১০। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু বিদ্যাবিনোদ।

উপহারদাতা ও উপহৃত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত ডি, এন্, গুপ্ত	১। বৈশ্যবর্ণ-বিনির্ণয়
	২। মনুস্মৃতি
রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর	৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৯ম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ
শ্রীযুক্ত দামোদরদাস বর্ম্মন্	৪। শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
„ মোহিনীমোহন বসু	৫। জীবের শিবত্ব-লাভের উপায়
„ প্রসাদদাস মুখোপাধ্যায়	৬। শ্রীদক্ষিণেশ্বর
„ অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৭। মোহন্ মাধুরী
„ রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়	৮। আলোচনা (১ম ২য় খণ্ড)

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তক
শ্রীযুক্ত কালীকমল দত্ত	৯। দুর্গাবতী
	১০। ক্ষেত্রপাল
	১১। হেমপ্রভা
" ভুবনমোহন রসাক	১২। ঢাকা জন্মাষ্টমী মিছিলের ইতিহাস
" নলিনীকান্ত সরকার	১৩। কাঞ্চনতলার বাপী
Superintendent, Government Printing, India.	14. Calcutta University Commission Reports Vol, I. Vol II, III, IV, V. (1917—19)
Registrar, Calcutta University.	15. Carmichael Lectures, 1918, by Dr. D. R. Bhandarkar
Registrar, General Dept. Writers' Buildings	16. A Report on the Administration of Bengal, 1917—18.
Secy. Smithsonian Institution	17. Ketenai Tabs by Franz Boas.
Supdt. Govt. Printing, India	18. Patent Office Journal, April to June 1919. Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, June 1910.

ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত

২১শে ভাদ্র ১৩২৬, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল—(সভাপতি)

শ্রীনিবারণচন্দ্র দত্ত, স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ, শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল এম্ এ, শ্রীধীরেন্দ্র-প্রসাদ সিংহ বি এ, কবিরাজ শ্রীবঙ্কুবিহারী রায়, শ্রীমণিমোহন মিত্র, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিপিনবিহারী দাশ গুপ্ত, শ্রীললিতমোহন পাল, এম্, ঘোষ, শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীমণীন্দ্রমোহন মজুমদার, শ্রীনারায়ণচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীকালীকুমার বসু,

শ্রীঅনন্তভূষণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দাস, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ—সম্পাদক।

„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ
কিরণচন্দ্র দত্ত } —সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—৺মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোকপ্রকাশ।

সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—মনোরঞ্জন বাবু, যাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য পরিষদের এই বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছে, তিনি বঙ্গদেশের শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট সর্ব্বত্রই সুপরিচিত। তিনি একাধারে সুলেখক, বাগ্মী, স্বদেশপ্রেমিক ও ভগবদ্ভক্ত। সকল বিষয়েই তিনি আদর্শ ছিলেন এবং তাঁহার একটি বিশিষ্টতা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশমাতৃকার প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম যাহা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা সকলেরই অনুকরণযোগ্য। এই বিষয়ে তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং অনেক নির্য্যাতনও ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতির সম্মান করা বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার পবিত্র স্মৃতির সম্মান করিয়া কর্ত্তব্য পালন করিলেন ও ধন্য হইলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজুমদার মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় মনোরঞ্জন বাবু সপরিবারে সরলতা, আত্মনির্ভরতা ও plain living এর আদর্শ ছিলেন —সংসারে সেরূপ আদর্শ বিরল। এক কথায় তিনি সকল বিষয়েই একটি খাঁটি লোক ছিলেন। ইনি একজন প্রকৃত বাঙ্গালী, মেধাবী, ইংরাজীতে যাহাকে Sincere man বলে, সেইরূপ একজন লোক—নিজের বিশ্বাসে আজীবন অটল বিশ্বাসী, অনেক বিষয়ে অসাধারণ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। কর্ত্তব্য-বোধে তিনি "নবশক্তি" সংবাদ-পত্রের প্রকাশের জন্য কন্যার বিবাহের দিনেও উদাসীন ছিলেন। দুঃখে কষ্টে পড়িয়াও অবিচলিত চিত্তে আত্মনিয়োগ করিতেন। দেশের প্রতি ও ধর্ম্মের প্রতি অসাধারণ ও অবিচলিত শ্রদ্ধা তাঁহার ছিল। ব্রাহ্ম প্রচারক অবস্থায় বেতন অস্বীকার করিয়া আপনার স্বাধীন ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি ভ্রমণপ্রিয়, অতিথি-সৎকারে মুক্তহস্ত ও শ্রদ্ধাবান্ এবং বন্ধু-প্রীতিতে অসাধারণ ছিলেন। তিনি যেমন গদ্য-সাহিত্যের সুলেখক ছিলেন, সেইরূপ উচ্চ কবিত্বশক্তিও তাঁহার ছিল। তিনি পরম স্নেহবান্ হইয়াও শোকে অচঞ্চল ছিলেন। তাঁহার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী, বহুগুণসম্পন্না, আদর্শ-নারী মনোরমা দেবীর বিয়োগে উহা লক্ষিত হইয়াছিল। স্বনামধন্য ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, তাঁহার সরসতার জন্য মনোরঞ্জন বাবুকে বহু সমাদর

করিতেন। তিনি ভগবদ্‌ভক্ত এবং গুরুবাক্যে বিশেষ শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। মনোরঞ্জন বাবু যে লোকপ্রিয় ছিলেন, এ কথা বলা বাহুল্য।

তৎপরে নানকপন্থী সাধু শ্রীযুক্ত স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ মহাশয় বলিলেন,—প্রথম জীবনে ঢাকায় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও শ্রীগৌরাঙ্গ" নামক বক্তৃতা শ্রবণে আমার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ। আমি তাঁহার স্বর্গগত আত্মার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতেছি। তাঁহার কথা বলিতে হইলে অনেক বলিতে হয়। পূর্ব্ববক্তা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র বাবু অনেক বলিয়াছেন। আমি তাঁহার সকল কথারই অনুমোদন করিতেছি। আমি বাল্যকাল হইতে বহু বহু সাধুসঙ্গ করিয়াছি। কিন্তু জোর করিয়া বলিতেছি, গৃহস্থ গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ে যে সাধুত্ব দেদীপ্যমান দেখিয়াছি, বহু সাধুতেও তাহা দেখি নাই। সম্বলহীন অবস্থায়ও অতিথি-সৎকারে অসাধারণ গৃহীর ন্যায় কর্ত্তব্য পালন করিতেন। লেখক হিসাবে তিনি যে কেবল সুগদ্য-লেখক ছিলেন, তাহা নহে; তিনি সুকবিও ছিলেন। "পাহাড়ীয়া পাখী" নাম দিয়া সংবাদপত্রে উৎকৃষ্ট কবিতা-সকল প্রকাশ করিতেন।

শেষে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত মহাশয় বলিলেন,—বরিশালে দুই মহাত্মা—অশ্বিনীকুমার ও মনোরঞ্জন। ইহাঁরাই বরিশালে সকল শুভানুষ্ঠানের অগ্রণী—সকল সেবাব্রতের অনুষ্ঠাতা। কলেরা ও বসন্ত-রোগীকে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সেবা ও স্বহস্তে মলমূত্রাদি পরিষ্কার মনোরঞ্জন বাবু করিতেন। তিনি প্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। গল্প করিয়া লোকজনকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। তাঁহার magnetic personality ছিল। সামান্য শিক্ষিত হইয়াও তিনি বিশেষত্বযুক্ত, গভীর জ্ঞানী ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে এরূপ স্বদেশপ্রেমিক অতি কমই দেখিয়াছি। লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া স্বদেশ-সেবা করিয়াছিলেন। সেটা দান নহে—আত্মবিসর্জ্জন, তাহাতে অটল এবং অচল। ধর্ম্মে অটল বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়াই বহু বার অবস্থার পরিবর্ত্তনেও পুনঃ পুনঃ উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সভার সমক্ষে উপস্থাপিত করিলে, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া গ্রহণ করিলেন। প্রস্তাবটি এই,—

"প্রসিদ্ধ বাগ্মী, খ্যাতনামা সাহিত্যিক, স্বদেশপ্রেমিক ও ভগবদ্‌ভক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া শোকপ্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন।"

মৃত মহাত্মার স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে স্থির হইল যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর এই বিষয়ের ভার দেওয়া হউক।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বিশেষ অধিবেশন শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

২১শে ভাদ্র ১৩২৬, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯, রবিবার সন্ধ্যা ৭টা

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ—(সভাপতি)

(ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা"। ৫ বিবিধ।

বিশেষ অধিবেশন শেষ হইলে ঐ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে অধিক ক্ষণ থাকিতে না পারায়, তাঁহার প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাধু শ্রীযুক্ত স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ মহাশয় চতুর্থ মাসিক অধিবেশনের সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, বিগত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী এখনও প্রস্তুত হয় নাই। সে জন্য উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইবার পর পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	প্রস্তাবিত সদস্য
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য	শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	১। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ রায় বি এ ৬ জগদীশনাথ রায় লেন, কলিকাতা।
"	"	২। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কাশীপুর গ্রাম, কুচিয়াকোল পোঃ, বাঁকুড়া।
"	"	৩। শ্রীমতী স্নেহলতা দেবী দীঘাপতীয়া রাজবাড়ী, জলাপাহাড়, দার্জ্জিলিং।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত	৪। Mr. N. Raja Gopala-Krishna Roy. Editor, "Sri Krishna sookti" Kadekor Buildings. Udipi, (Madras)

৩। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপহৃত ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক ও তাহাদের প্রদাতাগণের নাম পাঠ করিয়া, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার প্রস্তাব করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হইল।

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকের নাম
Superintendent, Government Printing, India.	1. Report of the Chief Inspector of Mines in India, 1918.
	2. Statistics of British India. Vol III, Public Health. 1919.
Director, Geological of India.	3. Records of the Geological Survey of India, Vol I, Part 2. 1919.
রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর	4. A Few Hints on Sanitary Reconstruction.
শ্রীযুক্ত ডাঃ ললিতমোহন বসাক Secretary, Vivekananda Society.	5. Manure —its use and mis-use.
	6. Report of the Vivekananda Society.
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু	৭। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (৬ষ্ঠ ভাগ)
" বঙ্কুবিহারী ধর	৮। মৈথিলী
	৯। অঞ্জলি
	১০। গাভী-পরিচর্য্যা
" রায় চুনীলাল বসু বাহাদুর	১১। পল্লীবাসীর প্রতি নিবেদন

৪। প্রবন্ধপাঠ,—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা" নামক প্রবন্ধটি সম্বন্ধে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় জানাইলেন যে, এই শব্দসংগ্রহের তালিকা বিস্তৃত এবং উহা পরিষৎ-পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং পাঠেই ইহার আলোচনার সুবিধা। তজ্জন্য আপনাদের অনুমতি হইলে এই প্রবন্ধটি পঠিত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। তাহাতে উপস্থিত সভ্যগণের মধ্য হইতে একজন সদস্য জানাইলেন, প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ পঠিত হইলে ভাল হয়। তাই সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবন্ধ হইতে স্থানে স্থানে শব্দতালিকা ও তদুপরি কিছু কিছু মন্তব্য পড়িয়া শুনাইলে, ঐ প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে এই অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করিয়া, বহু আয়াসের এই প্রবন্ধের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন। এইরূপ প্রবন্ধের দ্বারাই পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করে। ইহাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তৎপরে সভাপতি শ্রীযুক্ত স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ মহাশয়কে অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় ধন্যবাদ জানাইলে সভা-ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

সপ্তম বিশেষ অধিবেশন

রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুরের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত
২রা আশ্বিন ১৩২৬, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯, শুক্রবার অপরাহ্ন ৬৷৹টা।

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই—(সভাপতি)

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, শ্রীবিজয়লাল দত্ত, শ্রীজানকীনাথ বসু, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীরামকমল সিংহ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীভূধরচন্দ্র বসু, শ্রীনলিনীমোহন রায়, শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীমণিমোহন মিত্র।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত
" হেমচন্দ্র ঘোষ } সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ৺রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ, বাহাদুরের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ আমরা এখানে যে জন্য উপস্থিত হইয়াছি, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী অকালে কালকবলিত হইয়াছেন। তিনি কলেজের সর্ব্বপ্রথম ছাত্র ছিলেন। তিনি বিশেষ ভাবে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং বঙ্গসাহিত্যেরও তিনি অনেক সেবা করিয়াছেন। তাঁহার কথা বলিতে আমার কষ্ট হইতেছে। তাঁহার সহিত আমি এক সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে কাজ করিয়াছি—তিনি আমা অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের 'জুনিয়ার' ছিলেন। গবর্ণমেণ্টের ট্রান্স্লেষণ বিভাগে আমিই তাঁহাকে চাকরি করিয়া দিই। তিনি অতিশয় সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার পড়াশুনা যথেষ্ট ছিল এবং অনেক পুস্তক তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল—ন্যায় পড়িতে, বিচার করিতে তাঁহার ভারি উৎসাহ ছিল;—এই জন্য তিনি পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশের নিকট ন্যায় পড়েন। কয়েক মাস হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। আমরা আজ তাঁহার মৃত্যুতে বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিতেছি।

এই সময় সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনালোচনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত মহাশয় বলিলেন,—শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমার নিজের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। সরোজরঞ্জন বাবুর প্রবন্ধ হইতে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে অনেক

কথা জানিতে পারিলাম। সাহিত্য-পরিষৎকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। এ জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। প্রার্থনা করি, বিধাতা তাঁহার অমর আত্মাকে শান্তি দান করুন।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিলেন,—তাঁহার সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ বেশী দিনের নহে। অনুবাদকের কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহার নিকট এক মাস কাজ শিক্ষা করি। সেই সময় তাঁহার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি। সরোজ বাবু বলেন, তাঁহার জীবন ব্যর্থ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জীবনের দিক্ দিয়া দেখিলে বলিতে হয়, তাঁহার জীবন সার্থকই ছিল। গবর্ণমেণ্ট যে যে বিষয়ে তাঁহার মত চাহিতেন, তাহাতে তিনি কখন নিজের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেন নাই। তিনি আপনার ঢাক আপনি বা অন্ত দ্বারা বাজাইতেন না।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বলিলেন,—আজ আমরা যাহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্ত সমবেত হইয়াছি, তাঁহাকে আপনারা সকলেই জানেন। বহু দিন পূর্ব্বে হইতে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। তাহার পাণ্ডিত্যের কথা আমি কি বলিব। তিনি সংস্কৃত এবং অন্তান্ত বিষয়ে (পাশ্চাত্য দর্শনে) পণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের সহিত তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি এক সময়ে ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং আমরা তাঁহার অনুসরণ করিয়া কাজ করিয়াছি। পরে ঘটনাচক্রে তাঁহার সহিত আমাদের বিচ্ছেদ হইলেও পরিষদের প্রতি তিনি কখন স্নেহহীন হন নাই। সাহিত্য-সম্মিলনের অষ্টম অধিবেশনে তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত কাজ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট অশেষ ঋণে ঋণী। তাঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য-সভাও যেরূপ দুঃখিত, আমরাও তাহা অপেক্ষা কম দুঃখিত নহি। এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত ১ম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও আজীবন হিতৈষী, সাহিত্য-সভার স্তম্ভ ও প্রাণস্বরূপ, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার সেবক, সচ্চরিত্র, মেধাবী, বহু শাস্ত্রে ও ভাষায় সুপণ্ডিত, রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ, পি আর এস্ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া বিশেষ ভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত শোকে সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইতেছেন।

অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, উপস্থিত সভ্যবৃন্দ দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন,—রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় পরিষদের সহিত বহু ভাবে বিজড়িত ছিলেন। তাঁহার দ্বারা পরিষদের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। এ জন্ত আমি প্রস্তাব করি, রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের এক-খানি চিত্র পরিষৎ মন্দিরে যাহাতে রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পিত হউক।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

অদ্যকার সভায় গৃহীত শোক-প্রস্তাবের একখানি প্রতিলিপি পরলোকগত শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিবারবর্গের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহাও গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

অষ্টম বিশেষ অধিবেশন

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত

৪ঠা আশ্বিন ১৩২৬, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯১৯, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই—(সভাপতি)

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্, ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি এস্ সি, রায় শ্রীরাধাচরণ পাল বাহাদুর, রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, কুমার শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ, শ্রীসত্যচরণ লাহা এম্ এ, বি এল্, শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি এ, শ্রীগৌরহরি সেন, শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ, শ্রীগোকুলচাঁদ বড়াল, ডাঃ শ্রীরামকৃষ্ণ শীল এল্ এম্ এস্, শ্রীভূপেন্দ্রকুমার বসু এম্ এ, বি এল্, শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু বি এল্, শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন এম্ এ, শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র লাহা, শ্রীকৃষ্ণদাস দে, শ্রীউদ্ধবচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযদুনাথ দত্ত, শ্রীমুকুন্দলাল সরকার, শ্রীনৃসিংহপদ দত্ত, শ্রীসাক্ষীগোপাল বড়াল, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন বি এ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ ডব্লিউ, কে, পাল, শ্রীনটবরচন্দ্র দত্ত, শ্রীরঘুনাথ শীল, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু বি এ, মহারাজ শ্রীউরুবিক্রম সিংহ জঙ্গ বাহাদুর, শ্রীসরলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীউপেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীমদনমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণিমোহন বসু, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীপ্রিয়নাথ ধর, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীললিতমোহন পাল, ডাঃ শ্রীবিনোদবিহারী দে, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীরসময় লাহা, শ্রীগিরিশচন্দ্র লাহা, শ্রীহরিসাধন দে, শ্রীঅনাথবন্ধু দে, শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতির্ম্ময় সেন, শ্রীভবানন্দ বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীকণাদকুমার বসু, শ্রীগিরিজাশঙ্কর দত্ত, শ্রীধর লাল দাস, শ্রীসিদ্ধেশ্বর দত্ত, শ্রীশম্ভুনাথ বসু, শ্রীনেপালচন্দ্র ধর, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ,

লাহা, শ্রীরামলাল সেন, শ্রীবৈদ্যনাথ দত্ত, শ্রীঅমরকুমার মৈত্র, মিঃ বি, বি, বেরা, মিঃ এ, এম্, বসু, শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীরাখালচন্দ্র দত্ত, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ আঢ্য, শ্রীমণিলাল মল্লিক, শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক, শ্রীকান্ত বিশ্বাস, শ্রীহরিদাস মজুমদার বি এল্, শ্রীভূধর হালদার, শ্রীপরেশচন্দ্র বসু, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ „ কিরণচন্দ্র দত্ত	সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—স্বর্গীয় কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের পরলোক-গমনে শোক-প্রকাশ ও তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—আজ আমরা কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা-কল্পে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন বেঙ্গল লাইব্রেরীতে ছিলাম, তখন আমার নিকট একজন ক্ষীণকায় লোক গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে কয়েকটি কবিতা দেখান। তখনই তাঁহারা সহিত পরিচয়ে আমি বুঝি, কালে তিনি একজন বিখ্যাত কবি হইবেন। ইনিই সেই অক্ষয়কুমার বড়াল। তাঁহার "এষা" কাব্য অতি চমৎকার। আপনাদের মধ্যে কেহ যদি ঐ বইখানি না পড়িয়া থাকেন ত পড়িয়া দেখিবেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গলা দেশের ও বাঙ্গলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর পূরণ হইবার নহে। অমরা আজ তাঁহার পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু মহাশয়কে আহ্বান করিলে, তিনি শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের বিরচিত "অক্ষয়লোকে অক্ষয়কুমার" নামক একটি কবিতা পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—কবি অক্ষয়কুমার বড়াল কেবল আমাদের বন্ধু ছিলেন না—তাঁহাকে আমরা অগ্রজের মত শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি যদি একটিমাত্র কবিতাও না লিখিতেন, তথাপি ৩০ বৎসরকাল আমরা তাঁহার হৃদয়ের যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতে তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকার করিতাম। তিনি হৃদয়ে এবং কবিতায় কবি ছিলেন। গীতি-কবিতায় তিনি অল্প বয়সেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমারের ভাব অনেকটা সার্ব্বভৌমিক ছিল এবং এই ভাব তাঁহার কবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য ও তাঁহার বন্ধুজনের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ হইবার নহে। (এই বলিয়া বক্তা শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা মহাশয়ের একখানি পত্র পাঠ করেন। কবিবরের একখানি চিত্র লাহা মহাশয় স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়া পরিষৎকে উপহার দিবেন বলিয়া এই পত্রে তিনি জানাইয়াছেন। এই সংবাদে উপস্থিত সদস্যবৃন্দ সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।)

এই সময় কুমার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা এম্ এ মহাশয়, স্বর্গীয় কবিবরের জীবনী ও কাব্যসমূহের সমালোচনাপূর্ণ স্বরচিত একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটির প্রায় অর্দ্ধেক ভাগ পাঠ করিয়া, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়কে অবশিষ্টাংশ পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি অবশিষ্ট অংশ পাঠ করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল, অক্ষয় বাবুর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এবং শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় অক্ষয়বাবুর জীবন-কথায় পরিপূর্ণ একটি দীর্ঘ আলোচনা পাঠ করিলেন।

এই সময় সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ মহাশয় শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ আজকার সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এ জন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, অক্ষয় বাবুর সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেই তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষিত হইবে।

এই সময় সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন,—

"বাঙ্গালা গীতি-কবিতাকাশের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক, অসাধারণ প্রতিভাশালী, মর্ম্মস্পর্শী কবি, বাঙ্গালা কাব্য-কাননের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কুসুমস্বরূপ "এষা" নামক উৎকৃষ্ট কাব্য-রচয়িতা, কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের অকাল-মৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই বিশেষ অধিবেশনে সমবেত হইয়া বিশেষভাবে শোক-প্রকাশ করিতেছেন ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাইতেছেন। আর কবিবরের উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার জন্য, পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার অর্পণ করিতেছেন।"

উপস্থিত সভ্যগণ সকলে দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় জানাইলেন যে, "এষা" কাব্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধের জন্য তিনি একটি রৌপ্যপদক দিবেন। শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল মহাশয় জানাইলেন যে, কবিবরের স্মৃতি ভাণ্ডারে তিনি ২০০৲ টাকা চাঁদা তুলিয়া দিবেন এবং ওয়েলিংটন ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়নের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শীল মহাশয় এক বৎসরের জন্য একটি রৌপ্য পদক দিবেন। সভাস্থ সকলে আনন্দের সহিত এই সকল সংবাদ গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয়,—সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, শ্রীযুক্ত গোকুলচাঁদ বড়াল ও শ্রীযুক্ত শ্যামলাল শীল মহোদয়গণকে ধন্যবাদ জানাইলে, সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সহকারী সম্পাদক।	সভাপতি।

ভ্রম-সংশোধন—২৬শ, ২য় সংখ্যা পরিষৎ-পত্রিকার কার্য্য-বিবরণী অংশে প্রস্তাবিত সদস্যের নামের মধ্যে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নামের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়াছে। উক্ত স্থলে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়— এই সংশোধিত নাম পাঠ করিতে হইবে। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদক।

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। সূচী—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমূলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স—জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

যমানি ট্যাবলেট
Ptychotis Tablets

অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হয় পেটের গোলমাল হইতে। সেই জন্য পেটের সামান্য মাত্র অসুখও অবহেলা করা উচিত নয়। আমাদের 'যমানি ট্যাবলেট' সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা দরকার। ইহা সেবনে অজীর্ণ, অম্ল, উদরাময়, গ্রহণী, সূতিকা প্রভৃতি রোগ নিশ্চিত আরোগ্য হয় এবং পেট ফাঁপা, চোঁয়া ঢেঁকুর উঠা, পেট কামড়ান প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক, পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি এবং সুনিদ্রা হয়। প্রত্যহ আহারান্তে সেবনে ওলাউঠা আক্রমণ করিতে পারে না।

দাম পাঁচ আনা মাত্র

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড্

কলিকাতা

কেশরঞ্জন নূতন নহে।

এই নবযুগে; গত শতাব্দীতে যখন দেশে কোন স্বদেশী সুগন্ধি কেশতৈলের প্রচলন ছিল না—**কেশরঞ্জন** তখন আবির্ভূত হইয়া, দীর্ঘকাল ধরিয়া—আজিও পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে, সমগ্র ভারতবাসীর সেবা করিয়া আসিতেছে। নিত্য নব নব বিজ্ঞাপন-রঙ্গে রঞ্জিত কত কেশতৈল বাহির হইতেছে; কিন্তু **কেশরঞ্জনের** প্রতাপ প্রতিপত্তি সুযশঃ এখনও অক্ষুণ্ণ।

কেশরঞ্জন ভারতের গৃহে গৃহে।—এখন নিজের শক্তিবলে মহাপরীক্ষায় বিজয়ী হইয়া **কেশরঞ্জন** ভারতের গৃহে গৃহে বিরাজমান। কেবল ভারতে কেন—সুদূর ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি জনস্থানেও ইহার যথেষ্ট আদর। কেন বলুন দেখি? গুণের জন্য—কেবল ঘোষণার জন্য নহে।

কেশরঞ্জনের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কেন না, অনেকে অনুকরণের চেষ্টা করিয়াও সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। কেন না—ভারতের বড় বড় দিক্‌পাল দেশাধিপতি রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত **কেশরঞ্জন** ব্যবহার করেন। "কেশরঞ্জন" সুগন্ধে অননুকরণীয়—গুণে অতুলনীয়। ইহা মস্তিষ্ক-রোগের আশু-প্রতিকারে মন্ত্র-শক্তি-সম্পন্ন।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা।

অর্শোহর বটিকা।

অর্শরোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় আমাদের **অর্শোহর বটিকা** সেবনে অনেকে বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। সুনিয়মের সহিত ব্যবস্থামত এই বটিকা সেবন করিলে, অন্তর্ব্বলি ও বহির্ব্বলিজাত সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ, তজ্জনিত বেদনা, জ্বালা, টনটনানি, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ও রক্তপূয়াদি স্রাব শীঘ্র নিবারিত হয়।

অর্শ হইয়াছে বলিয়া চিন্তাযুক্ত ও নিরাশ হইয়া পড়িবেন না। অন্য ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে আমাদের "**অর্শোহর বটিকা**" সেবন করিয়া দেখিবেন, কত স্বল্প সময়ে ও নিঃসন্দেহে এই ভীষণ রোগ আরাম হইতে পারে।

অর্শোহর বটিকা এক কৌটায় ৪০ চল্লিশটী থাকে; মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৶০ তিন আনা।

হতাশের আশার কথা বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস্ কেমিক্যাল সোসাইটি, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজস্য

সোনার শাঁখা

উৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত ও বিশুদ্ধ তাম্রের উপর গিনি সোনায় বাঁধান শাঁখা।

কলিকাতা শিল্প-প্রদর্শনী হইতে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।

সোনা ৩০৲ টাকা ভরি হিসাবে শাঁখার মূল্য লেখা হইল ; (সোনার বাজার অনুসারে মূল্য কমবেশী হয়)

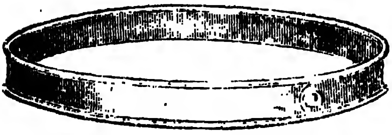

		হস্তিদন্তের উপর		তামার উপর
চারি আনা সোনায় প্রস্তুত :—		১৪॥০	...	১১॥০
ছয় আনা	„ „	১৯।০	...	১৫৷০
আট আনা	„ „	২৪৲	...	২০৲
তিন আনা	„ „ (ছোট)	১০॥০	...	৯৲

ভিঃ পিঃ তে মাশুলাদি ১ জোড়া ॥০ আনা, ৩ জোড়া ৸০ আনা।

প্রত্যেক শাঁখার সহিত গ্যারান্টি দেওয়া হয়। ১৫ দিবস মধ্যে শাঁখা বদল করা বা ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে, গ্যারান্টি-পত্রে তাহা লেখা থাকে। শাঁখার নমুনা দেখিতে আসিলে যত্নের সহিত দেখান হয় ; মূল্য ডিপজিট রাখিয়া শাঁখা স্থানান্তরে দেখাইবার জন্য লইয়া যাইতে পারিবেন। শাঁখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া অর্ডার দিবেন। প্রমাণ শাঁখার ভিতরের মাপ ২ ইঞ্চ আধ সুত (৮ সুতে ১ ইঞ্চ)। কোন বিষয় জানিবার জন্য পত্র লিখিলে উত্তর দেওয়া হয়।

আমাদের আদি কার্য্যস্থল খুলনার দুইখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের অভিমত—

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কসের সোণার শাঁখা খুলনার একটী গৌরবের জিনিষ। এই শাঁখা হইতে খুলনার সুখ্যাতি ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। শিক্ষিত ব্যক্তি শিল্প-বিভাগে মনোযোগ দিয়া অসাধারণ উন্নতি এবং ভারতব্যাপী প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, এ দৃষ্টান্ত সাধারণের অনুকরণীয়। আমরা এই কারখানার প্রতি সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করি। মফঃস্বলবাসিগণের সুবিধার্থ কলিকাতা ৩৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে এই কারখানার একটি শাখাও স্থাপিত হইয়াছে। "খুলনা", ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

"ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্" বিশেষ প্রশংসা ও তৎপরতার সহিত কার্য্য চালাইতেছেন। কার্য্যনৈপুণ্য দর্শনে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইহাঁদের কার্য্যের বিশেষত্ব এই যে, ইহাঁরা অলঙ্কারে পাইন ব্যবহার করেন না, যে অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পাইন ব্যবহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই, সে সমস্ত গহনা ইহাঁরা আদৌ প্রস্তুত করেন না। ইহাঁরা বিনা পাইনে সোনার শাঁখা, অঙ্গুরী, চিরুণী, বোতাম প্রভৃতি অতি দক্ষতার সহিত প্রস্তুত করেন। ইহাঁদের প্রস্তুত সোনার শাঁখা (তাঁবা ও হস্তিদন্তের উপর সোনাবাঁধা শাঁখা) সমগ্র বঙ্গদেশমধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইহাঁদের প্রস্তুত গহনার পালিস সাহেব কোম্পানী অথবা বিখ্যাত ঢাকাই কারিকরের কার্য্যের অপেক্ষাও যে সুন্দর এবং তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক সুলভ, এ কথা আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি। ইহাঁরা কার্য্যদক্ষতা ও সততার গুণে অল্প দিনেই উক্ত কার্য্যের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। আমরা আশা করি, বাঙ্গালার গৃহে গৃহে ইহাঁদের প্রস্তুত শাঁখা গৃহলক্ষ্মীদের প্রকোষ্ঠের শোভা সংবর্দ্ধিত করিবে। "খুলনা-বাসী" ৬ই পৌষ, ১৩২৫।

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্,

৩৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এবং খুলনা।

WANTED

[illegible] পরিশ্রম-সাধ্য কাজ করিয়া স্বাধীন ভাবে সততার সহিত মাসিক ১০৲ হইতে

শিক্ষিত সমাজে ও সংবাদপত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত

জন্মভূমি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত

শুভ বিবাহে প্রীতি-উপহার দিবার একমাত্র পুস্তক

প্রেমপত্রাবলী

দাম্পত্য প্রেমের পবিত্র চিত্র! যদি হিংসাবিদ্বেষপূর্ণ শোকতাপময় সংসারে দাম্পত্য-প্রেমের মধুরতা ও পবিত্রতায় প্রাণে সুখশান্তি উপভোগ করিবার বাসনা থাকে, তবে গৃহিণী, কন্যা, ভগ্নী ও বধূমাতাগণকে এই ভাবে ভাষায় প্রাণময়ী "প্রেমপত্রাবলী" পুস্তকখানি সাদরে প্রদান করুন! পত্রে পত্রে চিত্রাদির সৌন্দর্য্য,—ছত্রে ছত্রে শিক্ষা। সিল্কের বাঁধাই, মূল্য—১৲ এক টাকা।

যতীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় গ্রন্থ

ভারতেশ্বরী ও ভারতসম্রাট

রাজার জয়ে প্রজার জয়, রাজার আনন্দে প্রজার আনন্দ। এই পুস্তকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এডওয়ার্ড ও বর্ত্তমান ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জীবনী, ভারতভ্রমণ-কাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবাসীমাত্রেরই পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট, বিলাতী বাঁধাই, মূল্য—১৲ এক টাকা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও
জন্মভূমি-কার্য্যালয়—৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Rs 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc Price 4 s. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

১৩৪৬

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

২৪৩/১ আপার সার্কুলার রোড

কলিকাতা

[এই সংখ্যার মূল্য ৸৹ বার আনা]

পদক **বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ** পুরস্কার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ষড়্বিংশ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য নিম্নোক্ত পদক ও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

পদক	প্রবন্ধের বিষয়

১। **হরেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য-চৌধুরী সুবর্ণ-পদক**—বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্থান।

২। **ঠাকুরদাস দত্ত সুবর্ণ-পদক**—বঙ্গের পাঁচালী ও সমসাময়িক অন্যান্য সাহিত্যে কবি ঠাকুরদাস্ দত্তের প্রভাব।

৩। **ব্যোমকেশ মুস্তফী সুবর্ণ-পদক**—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য হইতে বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবন ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পরিচয়।

৪। **রামগোপাল রৌপ্য-পদক**—৺অক্ষয়কুমার বড়ালের "এষা" কাব্য সমালোচনা।

৫। **শশিপদ রৌপ্য-পদক**—জাতীয় জীবনে চরিত্রের প্রভাব।

৬। **ব্যোমকেশ মুস্তফী রৌপ্য-পদক**—২৪ পরগণায় ও কলিকাতায় জলযান ও তৎসংক্রান্ত প্রচলিত শব্দ ও তাহার সু-নির্দ্দিষ্ট অর্থ ও প্রয়োগ।

৭। **নবীনচন্দ্র সেন রৌপ্য-পদক**—৺ নবীনচন্দ্র সেনের সুভদ্রা-চরিত্র।

পুরস্কার

৮। **রাধেশচন্দ্র জাতীয় শিক্ষাবৃত্তি (২১৲)**—মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব।

৯। **শিশিরকুমার ঘোষ পুরস্কার (২৫৲)**—সেণ্ট অগষ্টিনের জীবন-চরিত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধগুলিতে গবেষণা এবং বিচার-শক্তির পরিচয় থাকা চাই। ৩য় বিষয় পরিষদের সদস্যগণের জন্য, ৬ষ্ঠ বিষয় পরিষদের ছাত্র-সভ্যগণের জন্য এবং ৭ম বিষয় মহিলাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অন্যান্য বিষয়ে সর্ব্বসাধারণে প্রবন্ধ লিখিতে পারেন। পরিষদের নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক পুরস্কারের উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহই কোন পদক বা পুরস্কার পাইবেন না। ৩য় এবং ৬ষ্ঠ বিষয়ের জন্য প্রবন্ধ আগামী ১৩২৭ সালের ২রা বৈশাখ তারিখের মধ্যে এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রবন্ধ ১৩২৬ সালের ৩১শে চৈত্র তারিখের মধ্যে পরিষদের সম্পাদকের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।
৫ই চৈত্র, ১৩২৬।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ষড়্‌বিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

কলিকাতা

২৪৩।১ নং আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

[illegible]

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—o—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

প্রবন্ধ		লেখক		পৃষ্ঠা
বগুড়ায় নবাবিষ্কৃত ভগ্ন শিলালিপি	...	শ্রীহরিদাস মিত্র এম্ এ	...	১৯৭
তরুণীরমণের পদাবলী	...	শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ		২০৯
বাঙ্গালা শব্দকোষের উত্তর	...	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর, বিদ্যানিধি, এম্ এ	...	২২১
যোগেশবাবুর কৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়	...	শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্এ	...	২৩১

—oo—

১৩২৫ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণের পরিশিষ্ট ৫১—৭৭

১৩২৬ সালের মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী ৬৩—৮৬

Printed by—R. C. Mittra at the 'Visvakosha Press',
9, Visvakosha Lane, Bagbazar, Calcutta.

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন!

'বঙ্গদর্শন' আবার বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে বিরাজ করুক! যে 'বঙ্গদর্শন' নব-যুগের নূতন বঙ্গ-সাহিত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, যে 'বঙ্গদর্শন' নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায়, নূতন শক্তিতে বাঙ্গালা সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছিল, আমরা সেই

চারি বৎসরের চারি খণ্ড 'বঙ্গদর্শন'

প্রকাশিত করিব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' নিতান্ত দুর্লভ। এক শেট 'বঙ্গদর্শন' যদি বা কখনও দৈবাৎ পাওয়া যায়, তাহাও

১৫০৲ দেড় শত, ২০০৲ দুই শত টাকা মূল্যে

কিনিতে হয়।—এমন বাঙ্গালী পাঠক নাই, যিনি বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনে'র নাম শুনেন নাই। কিন্তু কয় জন 'বঙ্গদর্শন' পড়িয়াছেন? কয় জন চোখে দেখিয়াছেন? সেই সুদুর্লভ 'বঙ্গদর্শন' আমরা অত্যন্ত সুলভ মূল্যে আপাততঃ কেবল

'সাহিত্যে'র গ্রাহকগণকে

দিবার ব্যবস্থা করিলাম। প্রথম সংস্করণ তাঁহাদের জন্য। এত অল্প—নামমাত্র মূল্যও কেবল তাঁহাদেরই সুবিধার জন্য। এই দুর্মূল্যের দিনে, কাগজ, ছাপাই বাঁধাই প্রভৃতির অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধির কালে, 'সাহিত্যে'র গ্রাহকগণের জন্য, 'বঙ্গদর্শনে'র

প্রথম বৎসরের মূল্য—২৲ দুই টাকা মাত্র

নির্দ্দিষ্ট হইল। 'বঙ্গদর্শনে'র বার্ষিক মূল্য ছিল,—তিন টাকা ছয় আনা। এখন তাহা অমূল্য—অসম্ভব মূল্য দিয়াও পাওয়া যায় না। সেই 'বঙ্গদর্শন' সাহিত্যের গ্রাহকগণ দুই টাকায় পাইবেন।

"বঙ্গদর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং তাহার পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চ নীচতা, তাহা অপরিমিত। দার্জ্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘা শিখরমালা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মিসমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গিরিপারিষদ-বর্গের কত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে! বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্ত্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে, একবার সেইটী নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।"—রবীন্দ্রনাথ।

'বঙ্গদর্শন'ই বঙ্গসাহিত্যের সেই তুষারকিরীট!

বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' যে আকারে, যে অক্ষরে, যে ভাবে ছাপা হইয়াছিল, আমাদের সংস্করণও ঠিক সেই ভাবে ছাপা হইবে। অর্থাৎ, ইহা——FAC-SIMILIE সংস্করণ।

এ বৎসর "সাহিত্যে"র উৎকর্ষ বিধানের জন্য যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে।—প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের উপন্যাস, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির ছোট গল্প প্রভৃতি এ বৎসর 'সাহিত্য'কে আরও সমৃদ্ধ করিবে।

যাঁহারা তিন টাকা দিয়া 'সাহিত্যে'র গ্রাহক হইবেন, অর্থাৎ 'সাহিত্যে'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা ও 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম বর্ষের মূল্য [illegible] টাকা, মোট [illegible] টাকা [illegible] তাঁহারাই 'বঙ্গদর্শন' পাইবেন। [illegible]

ষড়্বিংশ ভাগের সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১। আলোচনা—	শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩৭
২। এ দেশে ভূভ্রমবাদ—	শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর, বিদ্যানিধি, এম্ এ	৪৭
৩। চণ্ডীদাস—	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্ এ, সি আই ই	৭৫
৪। চট্টগ্রামে প্রচলিত বঙ্গভাষা—	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	১০৫
৫। তরুণীরমণের পদাবলী—	শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ	২০৯
৬। দ্বাদশ শতকের বাঙ্গালা শব্দ—	শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ	৯৩
৭। পাহাড়ী জাতির মধ্যে অগ্ন্যুৎপাদনের উপায়—	ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার এম্ এ, এল্ এম্ এস	১৯৬
৮। পৌনঃপুনিক দশমিক রাশির গুণ ও ভাগ	শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ কোঙার	৫৩
৯। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চণ্ডীমণ্ডল—	শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য	১৪৭
১০। বগুড়ার নবাবিষ্কৃত ভগ্ন শিলালিপি	শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ	১৯৭
১১। বাঙ্গালা শব্দকোষের উত্তর	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর, বিদ্যানিধি এম্.এ	২২১
১২। ভারতে মানবের প্রাচীনত্ব ও ন্যূনাধিক চারি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন—	শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ	১৮৭
১৩। যোগেশ বাবুর "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়" প্রবন্ধের আলোচনা	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ	২৩১
১৪। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর, বিদ্যানিধি, এম্ এ	১৯
১৫। সমতটের পূর্ব্বে	শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ	১
১৬। সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম	শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল	১৪১
১৭। সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা শব্দ	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, রায় বাহাদুর, বিদ্যানিধি, এম্ এ	৮৫

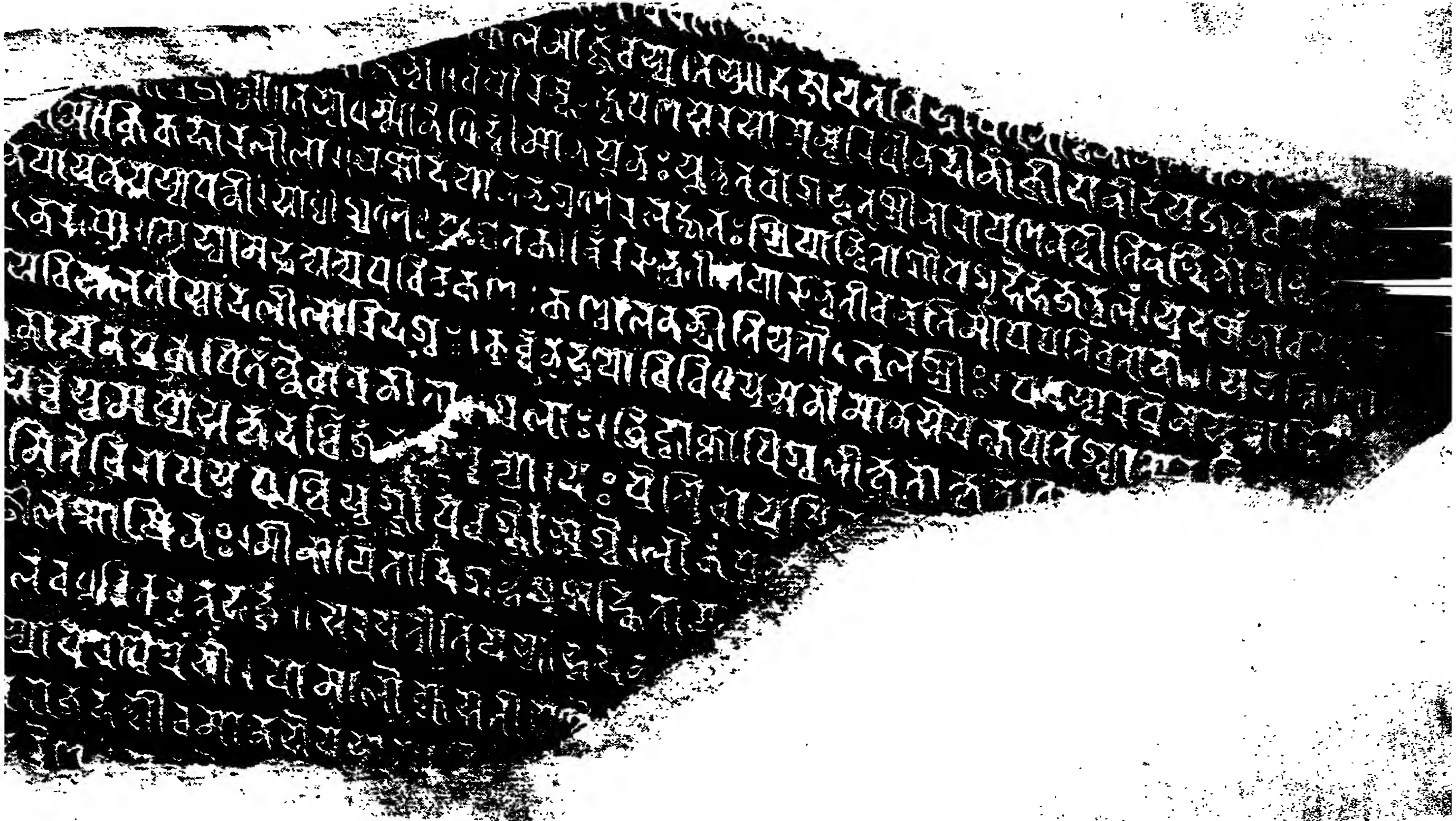

বগুড়ার নবাবিষ্কৃত ভগ্ন শিলালিপি

বগুড়ার নবাবিষ্কৃত ভগ্ন শিলালিপি*

প্রশস্তি-পরিচয়

১৩২৬ সালের বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে বগুড়ার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মহাস্থানগড়ের একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে এই ভগ্ন শিলালিপিখানি প্রাপ্ত হন। তিনি উক্ত শিলাফলকের প্রাপ্তিসংবাদ 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি'কে প্রেরণ করেন এবং সমিতিকে উক্ত শিলাফলকখানি পাঠপূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন।

আবিষ্কার-কাহিনী

শিলালিপির একখানি প্রতিলিপিও, বগুড়ার শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মা বি এল মহাশয় প্রেরণ করেন এবং 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি'র পরিচালক, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল মহাশয়, ঐ লিপিখানির পাঠোদ্ধার করিতে আজ্ঞা দেন। ঐ অস্পষ্ট প্রতিলিপির সাহায্যে আমি পাঠোদ্ধার শেষ করিলে পর, শ্রীযুক্ত প্রভাসবাবু গত শ্রাবণ মাসের (১৩২৬ সাল) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায়, ঐ শিলালিপি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেন। তাহাতে তিনি যে ক্ষুদ্রাকৃতি প্রতিলিপি প্রদান করেন, তৎসাহায্যে পাঠোদ্ধার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার আমার আরও সুবিধা ঘটে। ইতিমধ্যে মূল শিলাফলকখানিও গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি'তে আনান হইয়াছে। তৎসাহায্যে পাঠোদ্ধারকার্য্যে সম্পূর্ণ সুযোগ ঘটিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রীযুক্ত প্রভাস বাবু কর্তৃক লিপির পাঠোদ্ধার এবং অনুবাদকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয় নাই। তজ্জন্য প্রশস্তিখানিকে পুনরায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করা আবশ্যক হইয়াছে।

পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যাকাহিনী

শিলাফলকখানি কষ্টিপাথরের; অক্ষরগুলি সুন্দররূপে খোদিত। শিলালিপিখানির কয়েক স্থলে সুন্দর শ্লেষ আছে। রচনাভঙ্গিও উৎকৃষ্ট। কিন্তু প্রস্তরখানির চারি পার্শ্বই ভগ্ন হইয়াছে। সমগ্র লিপিখানিতে একটিমাত্র শ্লোক (অনুষ্টুভ্) পূর্ণ অংশে রক্ষা পাইয়াছে। শিলালিপির প্রথম পংক্তির পাঠোদ্ধার সম্পূর্ণ দুরূহ। কেবল দশম (১০ম) পংক্তির আদ্য অক্ষর অভগ্ন আছে। তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া, ছন্দ পূরণ

লিপি-পরিচয়

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২৬শ বর্ষের ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রতি পংক্তিতে ৬৪ হইতে ৬৮টি করিয়া অক্ষর ছিল।

লিপিখানিতে শব্দবর্ণন-রীতির নিম্ন বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য ; যথা,—

১। প্রায় সর্ব্বত্র রেফযোগে বর্ণের দ্বিত্ব ; যথা,—আর্জ্জব ; (২ পংক্তি) ; নির্ম্মিদ্ধীমান্ (৪র্থ পংক্তি) ; বর্দ্ধন (৪র্থ) ; কীর্ত্তি (৬ষ্ঠ) ; কুর্ব্বন্ (৮ম) ; সর্ব্বস্বম্ (১০ম) ; স্বর্গ্গাপবর্গ্গ (১১শ পংক্তি) ; শ্রীর্ম্মাগমৎ (১৩শ)। কিন্তু বর্ষারম্ভঃ (৩য় পংক্তি) ; সুদর্শন (৫ম) ; সকৃদর্থিজন (১০ম) ; ভূর্ষস্ত (১৪শ)।

২। অনুস্বারস্থলে ন্ এর ব্যবহার,—প্রকুপিতন্নৈব (৯ম পংক্তি) ; প্রধ্বন্সং (১১শ পংক্তি) ; রাজহন্সীব (১৪শ পংক্তি)।

৩। দুই স্থলে অবগ্রহচিহ্নের ব্যবহার,—'তয়ে ऽ সুরূপা (৭ম পংক্তি)। সুতো ऽ তুলশ্রীঃ (৭ম পংক্তি)।

৪। পদান্তে স্থিত ম্ স্থানে সর্ব্বত্র অনুস্বার ব্যবহৃত হইয়াছে। শিল্পী তিনটি স্থলে উৎকীরণকার্য্যে ভুল করিয়াছে। যথা,—অম্বুধিধী (র্ব্বা) [৩য় পংক্তি], পঙ্ক-পাভং [৮ম পংক্তি],—'বৃত্যা (ত্ত্যা) [১০ম পংক্তি] এই শব্দ তিনটি দ্রষ্টব্য।

এই ভগ্ন প্রশস্তিখানিতে এক নন্দীবংশের কুলবিবরণ লিখিত হইয়াছিল। ঐ নন্দীবংশ কোন্ সময়ে, কোন্ দেশ সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা আর নিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না। পঞ্চম পংক্তিতে গোপগৃহ শব্দের উল্লেখ আছে। উহা স্থানের নাম হইলে, তথায় নন্দী-বংশোদ্ভব শ্রীনারায়ণনন্দী সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রশস্তিখানি যদি কখনও স্থানান্তরিত না হইয়া থাকে, তবে মহাস্থানগড়ের নিকটেই গোপগৃহ নামক স্থান অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে গোপগৃহ নাম এখন রূপান্তরিত হইয়া কি দাঁড়াইতে পারে, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদের আলোচ্য। মহাস্থানগড়ের নিকটে 'গোকুল' নামে একটি স্থান পরিচিত আছে। তাহার সহিত এই প্রশস্তির কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহা অনুসন্ধেয়।

লিপি-বিবরণ

কণ্ণাল-নন্দীর পর আর কোনও পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে সরস্বতী নামে আর একটি স্ত্রীলোকের নাম পাওয়া যায়। সরস্বতীকে সম্ভবতঃ কোনও সমৃদ্ধ ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং উক্ত ব্যক্তি সরস্বতীর স্বামী হই-

রাও লক্ষ্মীশ্বর ছিলেন। ৭ম পংক্তি হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকলগুলি পংক্তিই, একই ব্যক্তির সম্বন্ধে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। নন্দীবংশের বংশলতিকা আর নিঃসন্দেহে নির্ণীত হইতে পারে না, তবে সম্ভবতঃ তাহা এইরূপ ছিল,—

[আদিপুরুষ অজ্ঞাত]
|
বিভূষিতনন্দী
|
শ্রীনারায়ণনন্দী + সুদর্শনা
|
সুনয় + অরুন্ধতী
|
কণাল নন্দী + সরস্বতী

প্রশস্তিপাঠ ও পাঠবিচার

১ম পংক্তি　× নবিঘলা (?) ছল (?) × — —
— — — — ॥
— — —

২য়　— —
— — × কুলমাজ্জবস্ত।
তস্মাদজায়ত বিভূ[ষি]তনন্দিনামা
× — — — ॥ [ক]
— — — —
— — — — ।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রবন্ধ পাঠাইবার পর, কয়েক স্থলে শ্রীযুক্ত প্রভাস বাবু পুনরায় যে যে পাঠ করিয়াছেন, তাহাও তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তৎসকলও যথাস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

২য় পংক্তি—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত প্রভাসবাবুকৃত পাঠ। * কুলমাহরস্ত। .... নন্দি *

দ্রষ্টব্য।—'আহরস্ত' পাঠ করিলে ছন্দও ভঙ্গ হয়। মূলে '—াজ্জবস্ত'ই আছে।

[ক] শ্লোকের বসন্ততিলকাছন্দঃ। দ্বিতীয় পংক্তির আদ্য (১৩·১৪টি) অক্ষর নষ্ট হইয়াছে।

৩য় পংক্তি —

— — — ন্যং (ম্) ॥ [খ]

বর্ষাংসঃ স্নপযসরসামম্বুধিঽধী (র্ব্বা) নদীনাং

ক্রীড়ানীড়ং সুজনবয়সা [`] স্বয়ম বি(?) × —

— — — —

— — —

৪র্থ × —পু(?)জন্মা ॥ [গ]

নস্য ধর্ম্মনিধির্ধীমান্ সূনুঃ সূনৃতবাগভূৎ

শ্রীনারায়ণনন্দীতি নন্দিনাং নন্দিবর্দ্ধনঃ ॥ [ঘ]

শ্রী— — —

— — ।

— —

৫ম × -1

মৌক্তিকহারলীলাং (ম্) ॥ [ঙ]

যশোদয়ানন্দগুণৈরলঙ্কৃতঃ

শ্রিয়ান্বিতো গোষ্ঠে ভজন্বলং ।

সুদর্শনাবদ্ধরতিঃ স(?) × —

- - - ॥ [চ]

- - -

তৃতীয় পংক্তি—সংস্কৃত পাঠ দ্রষ্টব্য।

প্রভাসবাবুকৃত প্রথম পাঠ। *ন্য ॥ .... *মুবিচীনদীনাং

ক্রীরা (ড়া) নীরং (ড়ং) - - - বয়সাস্বেশ্ম *

প্রভাসবাবুকৃত দ্বিতীয় বারের পাঠ। * হংস (?) ॥ - - - 'মুধির্বা নদীনাং.........

§ চিহ্নিত অক্ষরটিকে 'ধী' বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ছন্দ ও অর্থের অনুরোধে 'র্ব্বা' পাঠ করা আবশ্যক। তৃতীয় পংক্তির আদ্য (১০—১২টি) অক্ষর নষ্ট হইয়াছে। [খ] শ্লোকের ছন্দ জানা যায় না।

দ্রষ্টব্য।—মূলে 'ক্রীড়ানীড়ং' আছে। 'অম্বুবিচী' পাঠে ছন্দ ও বানান ভুল হয়। মূলেও 'অম্বুধির্বা' নাই। তবে 'অম্বুধির্ব্বা'রূপে সংশোধন আবশ্যক; নতুবা অর্থ হয় না।

৪র্থ পংক্তি—সংস্কৃত পাঠ দ্রষ্টব্য।

প্রভাসবাবুকৃত প্রথম বারের পাঠ। * প্রজন্মা। .... নিধির্ধীমান্ ....॥ *

প্রভাসবাবুকৃত দ্বিতীয় পাঠ। * সৌ (হী) বু(পু)·জন্মা ..... ॥ *

৪র্থ পংক্তি — ×-নয়া মুগয়স্য পত্নী।

সাধ্বী গুণৈঃ প্রথিতকীর্ত্তিরবন্ধ্যসীতি

যাবন্মতীব শ্রুতিমাপ পতিব্রতানা (ম্) ॥ [ছ]

সুদক্ষিণা × - - -

- - - - . ।

— — —

৬ষ্ঠ — —× [স্থি ?] তয়ৈঽনুব্রতা ॥ [জ]

দ্রষ্টব্য।—চিহ্নিত প্রথম অক্ষর নিশ্চিতরূপে পাঠ করা যায় না। কিন্তু মূলে "°র্দ্ধীমান্"-ই আছে। "ধর্দ্ধীমান্' পাঠ ব্যাকরণসম্মত নহে। ৪র্থ পংক্তির প্রথম (৭—৮ টি) অক্ষর একেবারেই নষ্ট হইয়াছে।

[গ] মন্দাক্রান্তা॥ [ঘ] অনুষ্টুভ্। সমস্ত শিলালিপিতে শুদ্ধ এই শ্লোকটি মাত্র পূর্ণ অংশে রক্ষা পাইয়াছে॥

৫ম পংক্তি—সংস্কৃত পাঠ দ্রষ্টব্য।

প্রভাসবাবুকৃত পাঠ। * মৌক্তিক·········॥·········ভুজবলং। সদঙ্গনাবদ্ধরতিঃ স *

দ্রষ্টব্য। মূলে 'সদঙ্গনাবদ্ধরতিঃ' নাই। আর ঐ পাঠে, শ্লোকে যে সুন্দর শ্লেষটি আছে, তাহা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। "মুক্তাহারের দীপ্তির ন্যায় [সুন্দর] যশ-দয়া ও আনন্দ [রূপ] গুণসমূহ দ্বারা তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন এবং পৃথিবীপতির গৃহে [বাহু]বলের সেবা করিয়া তিনি শ্রিয়ান্বিত হইয়াছিলেন। [যেরূপ যশোদয়ার আনন্দবর্দ্ধক গুণবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) গোপগৃহে বললাভ করিয়া শ্রিয়ান্বিত হইয়াছিলেন]। "—এরূপ অর্থও কষ্টকল্পিত। কৃষ্ণমাতার নাম 'যশোদা', 'যশোদয়া' নহে। 'গোপ' শব্দের পৃথিবীপতি অর্থ, কষ্টকল্পিত॥ [ঙ] ইন্দ্রবজ্রা॥ ৫ম পংক্তির প্রথম (৫-৬টি) অক্ষর নষ্ট হইয়াছে। ॥ [চ] বংশস্থবিল॥ ৬ষ্ঠ পংক্তির প্রথম (৪টি) অক্ষর নষ্ট।

[ছ] বসন্ততিলকম্॥ [জ] উপেন্দ্রবজ্রা॥

৬ষ্ঠ পংক্তি।—সংস্কৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুকৃত পাঠ,—

:— *(ত)—নয়া ···········।···········॥ সুদক্ষিণা (য়াং)'

দ্রষ্টব্য। চিহ্নিত অক্ষরগুলি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত॥

৬ষ্ঠ পংক্তির প্রথম (৪টি) অক্ষর নষ্ট।

৭ম পংক্তি।—সংস্কৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুকৃত পাঠ।

:—*তবেহসুরূপায়ামভামভূৎ সত্যপবিত্রকরঃ

মাখ্যামভূৎস্বয়পবিমলকণ্ঠঃ
কল্যাণনন্দীতি সুতোঽতুলশ্রীঃ।
প[র]স্যপ্রেমসমাহিতা - ×
— — — — ॥ [ক]
— — — — ×

৮ম পংক্তি † [বিহ্ব]গোষ্ঠীরসবিসলতাস্বাদলীলাবিদগ্ধঃ।
কুর্ব্বন্ ভূয়ো বিবিধসুমনোমানসে পক্ষপাতং
ব্যানো × — — — ॥ [অ]
— — — —

৯ম [স্বা]ধীনায় জনায় ন প্রকুপিতস্ব বাতুলীনা[;] স্বল্পাঃ।
জিহ্বা ক্বাপি স্বল্পীকৃতা ক্রমা॰ × ————
— —— —— ——॥ [ট]
[— —— — × [ঘ]

কল্যাণনন্দীতি সুতোঽনলশ্রীঃ। পরস্য চ
প্রেমসমাহিতো •

দ্রষ্টব্য।—চিহ্নিত স্থলগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে ছন্দের ভুল ঘটিয়াছে। উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দের, তয়েঽনুরূপা' শব্দের পর পূর্ণচ্ছেদ হইবে। আর মূলে চিহ্নিত শব্দগুলি নাই। অক্ষরগুলি থাযথ ভাবে সংবদ্ধ হয় নাই। শুদ্ধ পাঠ দ্রষ্টব্য।

৭ম পংক্তির প্রথম (২টি) অক্ষর নষ্ট॥ [ক] প্রথমার্দ্ধ, ইন্দ্রবজ্রা। দ্বিতীয়ার্দ্ধ, উপেন্দ্রবজ্রা। মগ্র শ্লোকের উপজাতি ছন্দ॥

[অ] মন্দাক্রান্তা॥ [ট] শার্দূলবিক্রীড়িতম্॥ † ছন্দ ও অর্থের অনুরোধে এবং 'বৎ'-প্রত্যয়ান্ত ছিল বলিয়া অনুমান হয় যে, লুপ্ত শব্দটি 'বিহ্বৎ'ই ছিল।

৮ম পংক্তি।— মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুকৃত পাঠ,—

'গোষ্ঠীরসবিহ্বলতাস্বাদলীলাবিদগ্ধঃ।

দ্রষ্টব্য।—'গোষ্ঠী' শব্দ স্থানে মূলে 'দ্গোষ্ঠী' শব্দ আছে এবং উহার পূর্ব্বে, ঐ পংক্তিতে আরও দুইটি অক্ষর [বিহ্ব] ছিল। 'ব' ফলার কিয়দংশ দেখা যায়। 'বিহ্বলতা' পাঠ করিলে ছন্দোভঙ্গ ঘটে, এবং শ্লোকের সুন্দর শ্লেষটি নষ্ট হইয়া যায়। আর মূলে 'বিসলতা' শব্দই আছে।

৯ম পংক্তি।—দ্রষ্টব্য। মৎকৃত পাঠে ও শ্রীযুক্ত প্রভাসবাবুর পাঠে কোনও প্রভেদ নাই। কিন্তু 'কৃতবি—' শব্দের ব অক্ষর নিশ্চিতরূপে পড়া যায় না।

১০ম পংক্তি   -মরি স[প]ত্নান্

সর্ব্বৈস্বমপ্যসকৃদর্থিজ[নানু] বৃত্যা (ত্ত্যা)।

যঃ প্রেক্ষি চায়ষি × — —

— — — —॥ [ঠ]

— — — —

১১শ   × -তা

প্রধ্বংসং গমিতে চিরায় সুপথি স্বর্গাপবর্গোন্মুখে।

লোকং প্র-× — — —

— — — — ॥ [ড]

— —

১২শ   × স্ব বালুকাজালমায়িনঃ।

মীনায়িতা দিগন্তেষু মঙ্ক্ষিতা য × —॥ [ঢ]

— — — —

— — — —।

— — — —

১০ম পংক্তি।—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুকৃত পাঠ,—

..................জ(নায় প্রী)ত্যা।.................

দ্রষ্টব্য। প্রথম (মৎকৃত) পাঠই ছন্দঃসম্মত এবং মূলে 'বৃত্যা' শব্দই আছে; কিন্তু উহা 'বৃত্ত্যা'রূপে সংশোধন না করিলে অর্থ হয় না। [ঠ] বসন্ততিলকং ছন্দঃ॥ মাত্র, ১০ পংক্তির আদ্য অক্ষর অভগ্ন আছে॥ [ড] শার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্॥ [ঢ] অনুষ্টুভ্॥

১১শ পংক্তি।—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুর পাঠ,—

* তা <u>প্রধ্বংসং</u> গমিতে চিরায় সুপথি স্বর্গাপ<u>বর্গাম্মথে</u>।

লোকং <u>প্র</u> * দ্রষ্টব্য।—মূলে চিহ্নিত পাঠ নাই।

১১শ পংক্তি প্রথম (১টি) অক্ষর নষ্ট হইয়াছে।

১২শ পংক্তি প্রথম (১টি) অক্ষর নষ্ট হইয়াছে।

১২শ পংক্তি।—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুকৃত পাঠ,—

*.........শ্চ বালুকা জাল <u>সাক্ষিণঃ</u>।

<u>মীমাংসিতা</u> দিগন্তেষু <u>সঙ্কিতায়</u> *

দ্রষ্টব্য। চিহ্নিত পাঠগুলি মূলে নাই এবং ঐরূপ পাঠে অর্থ হয় না। অক্ষরগুলি যথাযথভাবে সংবদ্ধ হয় নাই।

১৩শ পংক্তি ×

শ্রীর্ণাগমৎকুলবধূ[বি]ব স্তনভঙ্গ (ম্) ॥ [য]

স্বরস্বতীতি যস্যাভূদনু- × — — ।

— — — —॥ [ন]

— — — — —

— — —

১৪শ × । বিনয়ভূর্যস্যাপরা প্রেয়সী ।

যামালোক্য সতীপ × — — —

— — — —॥ [ষ]

— — — — ×

১৫শ -[গি?]ণী ।

রাজিতা রাজহংসীব মানসে যস্য × —॥ [হ]

—।

১৬শ × পতিঃ পরমাদরেণ ॥ [ধ]

১৩শ পংক্তি ।—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য । প্রভাসবাবুকৃত পাঠ,—

—প্রথম পাঠ । * শ্রী র্ণা গমকুলবধূস্নিবহ স্তদঙ্গং ॥ সরস্বতীতি যস্যাভূদ্ *

—২য় পাঠ । * শ্রী র্ণা গমৎকুলবধূস্নিবহ স্তদঙ্গং ॥ স্বরস্বতীতি যস্যাভূদ্ *

দ্রষ্টব্য ।—চিহ্নিত পাঠে, শ্লোকের এই চরণের সুন্দর অর্থ টি সম্পূর্ণ নষ্ট হয় । মূলে, চিহ্নিত পাঠগুলি নাই এবং ঐ সকল হইতে অর্থগ্রহ হয় না ।

১৩শ পংক্তি ।—প্রথম (১টি) অক্ষর নাই ॥ [য] বসন্ততিলকম্ ॥ [ন] অনুষ্টুভ্ ॥ [ষ] শার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥

১৪শ পংক্তি ।—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য । প্রভাসবাবুর পাঠ,—

—* বিনয়ভূর্যস্যা পরা প্রেয়সী । যামালোক্য সতীপ *

দ্রষ্টব্য ।—প্রভাসবাবুর ব্যাখ্যাকালে, 'বিনয়ভূর্যস্য' শব্দ বাদ পড়িয়াছে ।

১৪শ পংক্তি ।—প্রথম (১টি) অক্ষর নাই ॥ [হ] অনুষ্টুভ্ ॥

১৫শ পংক্তি ।—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য । প্রভাসবাবুকৃত পাঠ,—

*নী । রাজিতা রাজহংসীব মানসে যস্ত সা *

দ্রষ্টব্য।—মূলে চিহ্নিত প্রথম দুইটি পাঠ নাই। শেষ চিহ্নিত অক্ষরটি নিশ্চিতরূপে পড়া যায় না॥ ১৫শ পংক্তি।—প্রথম (১টি) অক্ষর নষ্ট॥ [খ] বয়ন্নন্দিবর্দ্ধন॥

১৬শ পংক্তি।—মৎকৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। প্রভাসবাবুকৃত পাঠ,—

পয়ঃ পরমাদরেণ দ্রষ্টব্য।—মূলে চিহ্নিত পাঠ নাই।

১৬শ পংক্তি।—প্রথম (১টি) অক্ষর নষ্ট হইয়াছে।

অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা

[ক] চিহ্নিত শ্লোক—সারল্যের (ঋজুতার) কুল-কে (?)…। তাঁহা হইতে **বিভূষিত-নন্দিনামা** [এক ব্যক্তি] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

[খ] চিহ্নিত শ্লোক,— [সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে।]

[গ] চিহ্নিত শ্লোক,—স্বল্পজল (কৃপণ) সরোবরসমূহের [পক্ষে, যেরূপ] বর্ষারম্ভ; অথবা, নদীগণের [পক্ষে, যেরূপ] সমুদ্র; দরিদ্র ব্যক্তি (কৃপণ)-গণের [পক্ষে] তিনিও তদ্রূপ ছিলেন। তাঁহার গৃহ (বেশ্ম) 'সুজন'রূপ পক্ষিগণের ক্রীড়ার স্থান ছিল। [পক্ষান্তরে, বাসা] *

[ঘ] শ্লোক,—**শ্রীনারায়ণনন্দী**—এই নামে তাঁহার [বিভূষিতের] ধর্ম্মনিধি, ধীমান্ ও সত্যবাদী এক পুত্র হইয়াছিল। তিনি নন্দীকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী ছিলেন।§ [পক্ষান্তরে, তিনি নন্দীদিগের মধ্যে (নন্দিবর্দ্ধন) শিবতুল্য ছিলেন।]

[ঙ] শ্লোক,—[অধিকাংশেই ভগ্ন হইয়াছে।] মুক্তাহারের লীলাকে…॥

[চ] শ্লোক,—**শ্রীনারায়ণনন্দী** পক্ষে,—[তিনি] যশঃ, দয়া ও আনন্দ [রূপ] গুণ-সমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং (শ্রী-) সৌভাগ্য-যুক্ত [ছিলেন]; [তিনি] **গোপ-গৃহে** §§ (এতন্নামক স্থানে) ক্ষমতা (বল) ভোগ করিতেন। **সুদর্শনা**-(-নামক স্ত্রী-)র প্রতি তাঁহার অনুরাগ স্থির ছিল [অথবা, (সম্যক্ দর্শন) আত্ম-জ্ঞান লাভে তাঁহার দৃঢ় অনুরাগ ছিল।]

বিষ্ণু-পক্ষে,—[বিষ্ণুও] 'যশোদা'-কর্ত্তৃক, 'নন্দে'র ¶ গুণসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত ও 'লক্ষ্মী'

* "নীড়ং স্থানকুলায়য়ো" ইতি মেদিনী।

§ গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য শ্রীনারায়ণনন্দীকে শিবের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। মনুষ্য এবং নারায়ণ হইয়াও তিনি শিবতুল্য।

§§ 'গোপ-গৃহ,'-সম্বন্ধে লিপিবিবরণে দ্রষ্টব্য।

¶ 'নন্দিনা নন্দিবর্দ্ধনঃ' (৪র্থ পংক্তি), 'আনন্দগুণৈরলঙ্কৃতঃ' (৫ম পংক্তি) উল্লিখিত শব্দগুলির ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় যে, প্রশস্তিকারের মনে নন্দীবংশের নাম ও গৌরব প্রচার করিবার বলবতী ইচ্ছা এবং তজ্জন্যই 'নন্দ' ধাতুনিষ্পন্ন শব্দের ভূরি প্রয়োগ করা হইয়াছে।

দেবীর সহিত যুক্ত [ছিলেন] [এবং] গোপালকদিগের গৃহে 'বলরাম'কে + (ভজনা) পূজা করিতেন। [বিষ্ণুরও] অনুরাগ (রতি) সুদর্শন চক্রের প্রতি আবদ্ধ [ছিল] ।§

[ছ] শ্লোক,—সুনয় [নামক ব্যক্তিবিশেষে] র, [অথবা, সুনীতিশীল ব্যক্তিবিশেষের] —নীতিযুক্তা (?), সাধ্বী এবং গুণসমূহ দ্বারা খ্যাতকীর্ত্তি, **অরুন্ধতী** [নামে] এক পত্নী ছিল ; যিনি [বশিষ্ঠ-পত্নী] অরুন্ধতীর ন্যায়, পতিব্রতা স্ত্রীলোকদিগের স্তুতি লাভ করিতেন।

[জ] শ্লোক,—[প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে।] [অরুন্ধতী] অতিশয় ** উদার-স্বভাবা ছিলেন— .....[বংশ-] স্থিতির (?) অর্থে উপযুক্তা ছিলেন।

[ঝ] শ্লোক,—সেই দুই জন হইতে, সত্যবাক্যের দ্বারা পবিত্রকণ্ঠ এবং অতুল সৌন্দর্য্য-শালী **কণ্াল নন্দী** [নামে] পুত্র হইয়াছিল। পরস্পরের প্রতি প্রেম দ্বারা বদ্ধ (?)

[ঞ] শ্লোক *§—**রাজপক্ষে**—বিদ্বান্দিগের সভায় রসের যে প্রাচুর্য্য (বিসল-তা), তাহার আস্বাদনরূপ ক্রীড়ায় যিনি পণ্ডিত [ছিলেন] এবং বহুবার অনেক সুধীর ব্যক্তি-গণের চিত্তের প্রতি পক্ষপাত করিয়া ...[রাজাদিগের মধ্যে সূর্য্য (হংস)রূপে ?] খ্যাত হইয়াছিলেন।

হংসপক্ষে— [মধুর-] রসযুক্ত মৃণালের (বিস-লতার) আস্বাদন-ক্রীড়ায় অভ্যস্ত এবং বিবিধ-পুষ্পযুক্ত মানস-সরোবরে [যে রাজহংস] ডানা (পক্ষ) সঞ্চালন (পাত) করিয়া ... খ্যাত হইয়াছে।

[ট] শ্লোক,—নিজের অধীন ব্যক্তিদিগের প্রতি তিনি কুপিত হইতেন না, অথবা খলদিগের অনুনয় করিতেন না, কিংবা কদাপি জিহ্বা কলুষিত করেন নাই।

[ড] শ্লোক,— [অধিকাংশই নষ্ট হইয়াছে।] বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পরে, বহু কাল ধরিয়া স্বর্গ ও মোক্ষের দিকে—যে উৎকৃষ্ট পথের, ঊর্দ্ধ লক্ষ্য আছে, সেই পথে লোককে...॥

[ঢ] শ্লোক,— [অধিকাংশ নষ্ট।].....এবং বালুকাসমূহে শুইয়া [পড়িয়া] ছিল। দিগন্তসমূহে মৎস্যের ন্যায় আচরণ করিয়াছিল, ভীত হইয়াছিল...।

+ 'নামৈকদেশগ্রহণে নামমাত্রগ্রহণম্' এই ন্যায়ের দ্বারা, যেরূপ 'ভীম' শব্দের দ্বারা 'ভীমসেন'কে বুঝান হইয়া থাকে, সেইরূপ এখানেও 'বল' শব্দদ্বারা 'বলরাম'কে গ্রহণ করা হইল।

§ এই [চ] শ্লোকে এক ব্যক্তিকে শ্লিষ্ট শব্দের সাহায্যে বিষ্ণুর সহিত উপমিত করা হইয়াছে। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির নাম, বিষ্ণুর পর্য্যায়-ভুক্ত কোনও শব্দ ছিল। অব্যবহিত পূর্ব্বেই মূলে যখন শ্রীনারায়ণ নামক ব্যক্তির উল্লেখ আছে, তখন এই শ্লোকটি, শ্রীনারায়ণ নামক নন্দ বংশীয় ব্যক্তির সম্বন্ধেই লিখিত হইবার বিশেষ সম্ভব।

** পরিজনের প্রতি সদয় ব্যবহার গৃহিণীর অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত। 'শকুন্তলা'র প্রতি উপদেশকালে মহর্ষি কণ্ব বলিয়াছিলেন—"ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে"—"পরিজনের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও।"—'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—চতুর্থাঙ্কঃ।'

*§ এই [ঞ] শ্লোকে শ্লিষ্ট শব্দের সাহায্যে এক রাজবংশোদ্ভব (?) ব্যক্তিকে, সম্ভবতঃ রাজহংসের সহিত তুলিত করা হইয়াছে। "বিদ্বল্লীল'—" পদে একদেশ-শ্লেষ আছে। এক পক্ষে,—রসের বিসল-তা এবং অন্যত্র রস (-যুক্ত) বিস-লতা, এইরূপ পদচ্ছেদ ও অর্থ করিতে হইবে।

[ণ] শ্লোক,—[যাঁহার] (শ্রী) রাজ্যলক্ষ্মী *§ কুলবধূর ন্যায় সচ্চারিত্র (বৃত্ত) লঙ্ঘন করেন নাই।

[ত] শ্লোক,— [প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট।] যাঁহার **সরস্বতী** [এই নাম -] ··· ছিল।

[থ] শ্লোক,— [প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট।] যাঁহার অপর প্রেয়সী বিনয়ের আধার ছিলেন। *§* যাঁহাকে দেখিয়া···

[দ] শ্লোক,—রাজহংসী যেরূপ মানস-সরোবরে বিচরণ করে, তেমনি [এই রমণীও] যাঁহার চিত্তে বিরাজ করিতেন।

[ধ] শ্লোক,—[প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট।] পতির পরম আদরের দ্বারা ···।

শ্রীহরিদাস মিত্র

[ণ]-শ্লোকের তিনটি চরণ সম্পূর্ণ নষ্ট। কিন্তু অবশিষ্ট চরণটি সুন্দর।

*§ লক্ষ্মীর স্বাভাবিক চাঞ্চল্য চিরপ্রসিদ্ধ। 'কাদম্বরী' পূর্ব্বভাগে 'চন্দ্রাপীড়ে'র প্রতি 'শুকনাস' লক্ষ্মীর ক্ষণস্থায়িত্ব সম্বন্ধে সবিস্তর উপদেশ দিয়াছেন। স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া, লক্ষ্মী শ্লোকোদ্দিষ্ট ব্যক্তির গৃহে কুলবধূর আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। কুলবধূর আচার কিরূপ, 'রাজশেখর' তাহা বলিয়াছেন,—

"অভ্যুত্থানমুপাগতে গৃহপতৌ তদ্ভাষণে নম্রতা,
তৎপাদার্পিতদৃষ্টিরাসনবিধিস্তস্যোপচর্য্যা স্বয়ম্।
সুপ্তে তত্র শয়ীত তৎপ্রথমতো জহ্যাচ্চ শয্যামিতি
প্রাচ্যৈঃ পুত্রি নিবেদিতঃ কুলবধূসিদ্ধান্তধর্ম্মাগমঃ ॥"

§ পূর্ব্বশ্লোকের উদ্দিষ্টা সরস্বতীই, বোধ হয়, ব্যক্তিবিশেষের অপরা স্ত্রী ছিলেন। দেবী সরস্বতী, স্বাভাবিক প্রাগল্ভ্যের জন্য চিরবিদিতা, কিন্তু এ সরস্বতী মানবা হইয়াও বিনয়ের আধার ছিলেন। আর যে লক্ষ্মী চঞ্চলতার জন্য নিন্দিতা, তিনিও ইঁহার গৃহে কুলবধূর আচার অবলম্বন করিয়াছিলেন। উক্ত ব্যক্তি, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্র বাস কিরূপ সম্ভব, তাহা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। প্রাচীন শিলালিপির ভাষায় বলিতে গেলে—তিনি শ্রী ও সরস্বতীর একাধিবাসের দর্শয়িতা ছিলেন—"দর্শয়িতা শ্রীসরস্বত্যোরেকাধিবাসস্য" —(বলভীপতি তৃতীয়ধ্রুবসেন মহারাজের তাম্রশাসন — বলভীসংবৎ ৩৩৪)।

[প্রশস্তির অবশিষ্ট সমুদয় অংশ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। দশম (১০) পংক্তির আদ্য অক্ষর অভগ্ন আছে। তাহা হইতে গণনা করিয়া দেখা গেল যে, প্রতি পংক্তিতে, প্রশস্তিখানিতে ৬৪—৬৮টি করিয়া অক্ষর ছিল।]

তরুণীরমণের পদাবলী *

১৩০৮ সালে রাজসাহী কলেজ ক্লাবের পক্ষ হইতে মৎকর্তৃক অনেকগুলি হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় নামক একখানি গ্রন্থ ছিল। এই সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে তরুণীরমণের কতকগুলি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তরুণীরমণের সম্পূর্ণ পদাবলী এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই এবং প্রকাশিত পদসংগ্রহসমূহের মধ্যেও কোথাও তরুণীরমণের পদ বা তাঁহার উল্লেখ দেখি নাই। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে উদ্ধৃত পদগুলি আমাদের মধুর লাগিয়াছে বলিয়া প্রবন্ধ-শেষে উহাদের কয়েকটি প্রদত্ত হইল।

ভণিতায় নামোল্লেখ ব্যতীত পদগুলি হইতে তরুণীরমণের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের কবি মূল গ্রন্থে নিজ পরিচয় অতি সংক্ষেপে দিয়াছেন, তদ্দ্বারা তরুণীরমণের সময় নির্দ্ধারণের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন,—

সরূপং শ্রীরূপং রঘুনাথং তৎপরং।
তদনু শ্রীকৃষ্ণদাসং বন্দে মৎপ্রাণবল্লভং ॥
জয় জয় প্রভু মোর কবিরাজ গোঁসাই।
তাঁহা বিনু আমার সংসারে কেহো নাই ॥
মোহেন পাপী জনের জেহোঁ পরিত্রাতা।
কত দীন নিস্তারিল কেবা তার জ্ঞাতা ॥

অন্যত্র,—

জয় জয় প্রভু মোর কবিরাজ গোঁসাই।
যাহার প্রসাদে মোর এতেক বড়াই ॥

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়-রচয়িতা যে চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য, তাহা ইহা হইতেই কতকটা অনুমান হয়।

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরবর্ত্তী কোন পদকর্ত্তার পদ পাওয়া যায় না। এই জন্য মনে হয়, ইহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ জীবিত থাকিতে বা তাঁহার পরলোক-গমনের অব্যবহিত পরে রচিত হয়।

চৈতন্যদেবের শেষ জীবনে কবিরাজ কৃষ্ণদাসের বাল্যাবস্থা। ইনি শ্রীজীব, নরোত্তম, গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসকে দেখিয়াছেন। ১৫৩৭ শকে চৈতন্যচরিতামৃত রচনার সময় ইনি বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত। ইহার অনতিকাল পরেই সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় রচিত হয়। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে নিম্নলিখিত মহাত্মগণের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে,—বিল্বমঙ্গল (?), চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, যদুনাথ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বল্ল, তরুণীরমণ।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটী শাখার অধিবেশনে পঠিত।

ইহাঁদের মধ্যে প্রথম তিনজন চৈতন্যের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও যদুনাথ, চৈতন্যের শেষ বয়সে ও তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরে বর্ত্তমান ছিলেন। বন্ধু ও তরুণীরমণের নাম আমরা এই প্রথম পাইলাম। পদকল্পতরুতে ইহাঁদের উভয়ের কাহারও নাম নাই। চৈতন্যের পারিষদবর্গের মধ্যেও ইহাঁদের কাহাকেও পাই নাই।

তরুণীরমণের পদাবলী হইতে প্রকাশ পায় যে, তিনি ভগবৎপ্রেমিক পরম বৈষ্ণব ছিলেন। চৈতন্যের সমসাময়িক হইলে ইনি তাঁহার পারিষদভুক্ত না হইয়া পারিতেন না; চৈতন্যের সময়ে বা তাহার পরে জন্মিলেও ইহাঁর পদাবলীতে চৈতন্য এবং তাঁহার পারিষদগণের কিছু-না-কিছু উল্লেখ থাকিতই। কিন্তু সেরূপ কিছু পাওয়া যাইতেছে না; সুতরাং অনুমান করিতে হয়, তরুণীরমণ চৈতন্যের সমসামমিক বা তাঁহার বহু পরবর্ত্তী নহেন। এতদ্ব্যতীত কবির সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জানা যায় নাই। শেষে আলোচনার পর আমার সন্দেহ হইয়াছে যে, সদ্যস্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থখানির রচয়িতা স্বয়ং তরুণীরমণ।

তরুণীরমণের পদাবলী

পূর্ব্ব-রাগ

১

অম্বর হেরি হল ধনি সম্বিত
ঘন ঘন কম্পিত অঙ্গ।
বাহু পসারি ধাই ধরু কা করু
কো বুঝে মরম তরঙ্গ॥
সুন্দরী হাসি বচন কহু থোর।
নীল অঞ্চল লই সঘনে আলিঙ্গই
নয়নে নিঝরে ঝরু লোর॥ ধ্রু॥
কি শুনিনু কি পেখনু কে জানে কৈছন
ঐছন পুন কহে বাত।
দরশনে পরশ সরস মঝু মানস
কোই করব হাতে হাত॥
অধমুখ হোই রহই দিন-যামিনী
ভাবিনী ভাব গভীর।
তরুণীরমণ ভণ মরমহি জাগত
অদভুত শ্যাম শরীর॥

২

নিশি দিন ভাবি ভবনে ধনী রহই।
দারুণ মদন দহনে তনু দহই॥
সুন্দরী আকুল পরাণ।
মরমকো দুখ কোই নাহি জান॥
খেনে তনু কম্পই ঝম্পই কাম।
মনে মনে সঘনে জপই প্রিয়নাম॥
কানু কল্পতরু অো তনু উজর।
স্মরিতে মনহি নয়নে বহে নীর॥
সখিগণ পরশে সরস যদি হোয়ী।
মনমথ হৃদয়ে বিদারই সোই॥
রেণুপর পতই সুতই খিতিমাঝ।
উঠইতে লুটই ঘটই বহু লাজ॥
সখিগণ পেখি নিমিখ নাহি ছোড়।
তরুণীরমণ ভণ ঘন তনু মোড়॥

৩

কৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগঃ

রাইকো পেখি, উপেখি জগ ভাবিনি, ভাবি বহই হৃদিমাঝ।
এ অতি অপরূপ, রূপসি নিরমায়ল, কো বিধি বিদগধরাজ॥
মাধব, মদন বেদনে তনু ভোর।
খেনে খেনে উঠই, চমকি মহী লোটই, সুবল সখা করু কোর॥
মরম-সখা সঙ্গে, সকল নিবেদল, কিয়ে ভেল পাপ পরাণ।
গুরিমুখ নিরখিত, বথি জীউ জায়ত, কতহি করব সাবধান॥
অরুণিম অধরে, সুধা কৃত বরিখত, বচন অমিয়া তছু মাঝ।
হেন মনে হোই, চরণে চরণে ধরি, রোদই পরিহরি পৌরুষ লাজ॥
সো নাহি পায়ল, বিহি নাষ্টায়ল, পুন যদি অনুকূল হোয়।
তরুণীরমণ ভণ, এহি নিবেদন, আনি মিলায়বি মোয়॥

৪

শুন হে সুবল সখা আর কি হইবে দেখা
পাসরিতে নারি সুধামুখি।
ই কথা কহিব কারে কে বা পরতিত আর
মোর প্রাণ আমি তার সাখি॥
সখা হে, ভাবিতে ভাবিতে তনু সেস॥
যদি কার্য্য হয় সিদ্ধি না জানি কি করে বিধি
আনন্দে করিব পরবেশ॥
শুনিঞা সুবল কয় কিছু না করিহ ভয়
অবিলম্বে আনি দিব তারে।
পুরাব মনের আস তবে সে জানিবে দাস
বিলাস করিবে রসভরে॥
কর জোর করি শ্যাম সখাএ করে পরনাম
ইহলোকে তুমি মোর বন্ধু।
তরুণীরমণ বলে রাখ রাঙ্গা পদতলে
এ বার তরাহ ভবসিন্ধু॥

সংক্ষিপ্ত মিলন

কৃষ্ণাভিসার

৫

সুরচন বেশ, বয়েস নব কৈশর, আভরণে ঝলমল অঙ্গ।
চন্দ্র কোটি জিনি, বদন সুউজ্জ্বল, সুরেশ্বর নয়ান তরঙ্গ॥
মাধব কুঞ্জে করল অভিসার।
জয় বলি জগত, পুরল জগমোহন, মুরলী ফুকার॥
সহচর সঙ্গে, রঙ্গে সুবলাদয়, কুঞ্জে করল পরবেশ।
কৈছনে মিলব, সো বর নাগরী, ঐছে'মাগত উপদেশ॥
উপজব সুখ, দুখ সব বিমোচব, কোন কামিনি অবলম্ব।
প্রথম সমাগম, ভয়ে বহু ভাবই, তরুণীরমণ তনু কম্প॥

কৃষ্ণস্য দূতীগমনম্

৬

শুন ধনি রমণি-সিরমণি রাধে।
হেরইতে কানু করল তোহে সাধে॥
কালিক (?) নিলয় জব জাত।
কাঁধে কুম্ভ সখিগণ সাঁথ॥
জব জমুনা তিরে তুহু গেল।
মাধব তবহি তরুতলে থেল॥
জেই খনে হেরল তুয়া মুখচান্দ।
জামিনি দিন আ-রে (?) ঝরু কান্দ॥
উচল কুচযুগে হারয়ো জোর।
সঙরিতে কম্পিত নন্দকিশোর॥
রাম-কদলি উরু পদনখ ইন্দু।
সঘনে ফুকারই ব্রজকুলবন্ধু॥
অভিসর সুন্দরি না কর বিলম্ব।
যদি জিয়ে মাধব তুয়া অবলম্ব॥
তরুণীরমণ ভণ বিহিক বিধান।
দারিদ্রে যৈছে করবি হেমদান॥

৭

নব জোবনি ধনি, রমণির শিরমণি, অভিসরু সখিগণ সঙ্গ।
নব নব বসন, ভূষণ মণি আভরণ, বরণ পীতো শুণ অঙ্গ॥
সুন্দরী কুঞ্জে করল অভিসারে।
একে নব কামিনী, নব অনুরাগিণি, ঘন ঘন দীগ নেহারে॥
তরুয় লতাচয়, সমির সমাগম, জনু মনু জাত হি রাই।
পতিত পত্র, পরস সুন পদ কুনি (?), ঘন কম্পিত রাই॥
ফণিগণ বদনে, মণিগণ নিরসই, হেরইতে চমকিত বামা।
দিপ ভরমে ধনি, মরমে বিয়াকুলি, সকল সখি এক ঠামা॥
বাজন বন্ধ, রতন মণি কিঙ্কিণী, ... কর সাবধানে।
অলখিতে ভাবিনি, গজগতি গামিনী, চললহি কোহি নাহি জানে॥
গত সঙ্কেত, চেত রহিত চিত, হরস দরস রস মত্রে।
তরুণীরমণ ভণ, কহু বিধুমুদ, যাই ধরল যেন চন্দ্রে॥

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়* ব্যতীত একখানি পদসংগ্রহেও তরুণীরমণের পদের সন্ধান পাইয়াছি। পদসংগ্রহখানি সাহিত্য-পরিষদে এতৎসহ উপহারস্বরূপ প্রেরণ করা হইল। ইহাতে মোট ৫০টি পদ রহিয়াছে ; তন্মধ্যে,—১৫টি বিদ্যাপতির (১-৬, ১২, ২২, ২৩, ২৮, ৩৭, ৪৮-৫০ ও ২৫ সংখ্যক পদ), ৮টি চণ্ডিদাসের (৮, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ২?, ৪০ ও ৪৭ সং), ১টি নরহরির (৭ সং), ১টি নটবর দাস (৯ সং), ১টি বংশীবদন (১৩ সং), ৩টি জ্ঞানদাস (১৪, ৪১ ও ৪৫ সং), ১টি শেখর রায় (২১ সং), ১টি কৃষ্ণবল্লভ (৪৬ সং), ২টি জগন্নাথ (২৬ ও ৪৪ সং), ৭টি গোবিন্দদাস (২৪, ২৯-৩৩—৩৬ সং), ১০টি তরুণীরমণ (১৭-২০, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪২ ও ৪৩ সং)।

পদসংগ্রহ হইতে প্রাপ্ত তরুণীরমণের পদসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহার ৩৫ সংখ্যক পদে রূপগোস্বামীর নাম রহিয়াছে।

১

গরলের বীজ প্রথমে রুপিনু
অমিঞা ফলিল তায়।
আনলের মাঝে জলের জনম
কেবা পরতীত জায় ॥
অমিঞা খাইতে গরল হইল
গরল হইল সুধা।
গরল অমিঞা একোহি জানএ
তাহার মহিমা জুদা ॥
ছয়টি আঁখর সকলের মূল
অমিঞা গরল সাথে।
তিনটি আঁখর শেষে উপজয়ে
পরাণ রয়াছে তাথে ॥
তিনেরে সাধিতে অসাধন তিন
আপনি মিলয়ে আসি।
মাঝের আঁখর বিনাশ করিয়া
তাহাতে থাকএ বসি ॥
সময়াসময় বিচার না করে
সাধয়ে আপন কাজ।
তরুণিরমণ করে নিবেদন
সেই সে পড়য়ে বাজ ॥ ১৭

* অল্প দিন হইল, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের একখানি খণ্ডিত পুঁথি পাইয়াছি। উহা এখন আমাদের অধিকারেই আছে।

২

সখি হে কি করব না রহে তিন।
পহিল বরণ করু হিন॥
তাহে পুবেস করু মোয়।
জানি তনু সিতল হোয়॥
পুন তিনে ইহ লাগাই।
তা মিত সুত কাহে পাই॥
ইত ওত করি জান।
কোহি করব ইহ পাক॥
হাম রহব কত দিন।
তিনে করল তনু খিন॥
× × পরসে মন ঝুর।
তরুণিরমণ সুখ পুর॥ ১৮

৩

বেদ বেদান্তর বিচার করিয়া
জাহারে কহএ হিন।
তাহার মাঝারে ভজনের মূল
আছএ আঁখর তিন॥
সাধিতে সাধিতে নিশ্চিত হইব
তখন আঁখর সাত।
গরল গিলিয়া অমিয়া জানিব
তবে সে পাইব নাথ॥
ষরেক দারুণ অতি নিদারুণ
সদাই থাকিব সঙ্গ।
ছয়টি আখরে মরণ জিবন
বসিয়া দেখিব রঙ্গ॥
তাহার মাঝারে চারিটি আখর
তাহে উপজিল দুই।

জগত ভাবিতে নিগম পাইএ
তাহার মাঝারে থুই ॥
রসিক সুজন পিএ অনুক্ষণ
আনে করে উপহাস।
দেখিতে শুনিতে সময় পাইব
সভাই হইব দাস ॥
গোপত ধনেরে বেকত করিতে
হৃদএ লাগএ কাঁপ।
ও রস-সায়রে তরুণিরমণ
বুঝিয়া দিলেক ঝাঁপ ॥ ১৯

৪

তুলল অখিল একই ঠাম।
কি জানি কি লাগি বিধাতা বাম ॥
যাহার লাগিয়া কাঁন্দিয়া মরে।
আপনি আছএ তাহার কোরে ॥
মিনতি করিএ সে যত কয়।
না শুনে শ্রবণে মরমে দয় ॥
না দেখি দেখিএ সমান দুখ।
কে জানে কেমন কেমন সুখ ॥
যে জন রসিক সে জানে ওর।
তরুণিরমণ ভাবিয়া ভোর ॥ ২০

৫

মঝু মন পাখী সাখি ব্রজসুন্দর
তছু পর করল সুথির।
অদ্ভুত অধরে সুধারস বরিখএ
পিবইতে তিপিত শরীর ॥
সখি হে দৈব গতি নাহি জান।
মদন কিরাট সপতন শব লইতে
ফুলসরে করল সন্ধান ॥

বিকুল হিয়াপর থর থর কম্পই
পতিত বিহঙ্গম তাই।
× বাধি পাখিকুল আকুল
নয়নাধিক মুখ চাই॥
বিবেক রাজচর দ্রুততর মিলল
নিরসল ব্যাধ দুরন্ত।
তরুণিরমণ ভণ কানু পরসরস
ইসদ ভাব একান্ত॥ ৩৪

রসের সায়রে পিরিতি মগর
প্রেম তলয়ারধারি।
আন আন মত নানা মিন যত
সভার নিধনকারি॥
ভাবিতে গুনিতে মনু।
পিরিতি বিহনে পাইব কেমনে
পিরিতি অধীন কানু॥
বেদ মহোদধি মথন করিল
যতনে গোসাঞি রূপ।
পিরিতি রতন তাহে উপজিল
সকল মতের ভূপ॥
সে মত আচরিতে পারে ব্রজপুরি
সখির অনুগা হৈয়া।
রাধিকা মাধব তবে সে পাইবে
দেখ মনে বিচারিয়া॥
শ্রীতিমত নিতে মন নিজজিতে
না থাকে রাগের গন্ধ।
কাঁচ আরাধিলে রতন পাইব
শুনিতে লাগয়ে ধন্দ॥
শাক রূপিলে চন্দন হইব
এ কথা কহিল কে।

সুখনিধি বলি দুখের সাগরে
ধরি ফেলাইল সে ॥
পিরিতি মাধুরি রসের চাতুরি
রসিক হইলে জানে ।
তরুণিরমণ করে নিবেদন
ইহা কি বুঝিয়ে আনে ॥ ৩৫

৭

পবন দক্ষিণে গগন ধরি ।
বামে বিধিপতি বিনাস করি ॥
যে রহে সে আমি শুন হে নাথ ।
বলিরিপু হঞা সশঙ্কে হাথ ॥
ব্রহ্মার পৌত্রের বাহান পদে ।
যাহার জনম লেখএ বেদে ॥
বিরজাতনয় পুরিল জারে ।
কামনা করিঞা সাধহ তারে ॥
তবহু কি জানি বিধিক রঙ্গ ।
জদি বা মিলএ এ সব সঙ্গ ॥
উড়ুপ বাহন পুরু * লে ।
সোনার কমল বিমল জলে ॥
ভজন পূজন থাকয়ে জায় ।
এ সঙ্গ পাইতে সকতি তার ॥
শুনিআ নাগর হাসিআ কয় ।
শ্রীপাদ সেবিলে সকলি অয় ॥
বাহিরে কপট হৃদে উদাস ।
তরুণিরমণ মধুর ভাস ॥ ৪২

৮

তিনটি আঁখরে না জানি কি আছে
তিনেরে করিল বস ।
তিন ভয়ে তনু সঘনে কম্পিত
তিনে করে অপজস ॥

সখি হে ছুয়ের বাহির সে।
কতি বা আছিল　　কিরূপে আইল
　　কি দিয়া গঢ়িল কে॥
প্রথম আখরে　　প্রেম উদগম
　　মাঝিলা আখরে রস।
সেসের আখরে　　জগত তিপিত
　　অতেব সভাই বস॥
কাহাকে কহিতে　　নাহি লহে চিতে
　　ই কথা বুঝিব কে।
তরণিরমণ　　কিঞ্চিত জানয়ে
　　ভাবিয়া মরিছে সে॥　৪৩

৯

তিনের মরম　　জে বা নাহি জানে
　　×নে কিবা তার কাজ।
পুসিয়া পালিয়া　　জে তিন রাখএ
　　তাহাতে পড়ুক বাজ॥
আগের পাছের　　ছয়টি আখর
　　তাহার অধীন কানু।
তাহাতে পসিয়া　　রস পসারিয়া
　　সফল করহ তনু॥
চারিটি আখর　　সুখের সাগর
　　তাহা না করিহ আন।
তিনেরে লইয়া　　কি সুখ সাধিবে
　　ভাবি দেখ পরিণাম॥
তাহে দণ্ডধর　　এগার আখর
　　তাহার কারণ কি।
তাহার সহিত　　জে কিছু মিলএ
　　সভারে করিহ ভিন্ন॥
চতুর হইলে　　চাতুরি জানএ
　　রসের হিল্লোলে ভাসে।

আমের মুকুল কোকিল ভুঞ্জএ
কাক নিম্বফল চোসে॥
হিতের লাগিঞা জে কিছু কহিএ
অহিত করিঞা মানে।
পরিণামে সব নাহি অনুভব
তরুণিরমণ ভানে॥ ৩৮

১০

পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর
বিদিত ভুবন মাঝে।
জাহারে পসিল সেই সে মজিল
কি তার কলঙ্ক লাজে॥
বেদ বিধিপর সব অগোচর
ইথে কি বুঝিব আনে।
রসে গরগর রসের অন্তর
সেই সে মরম জানে॥
দোহার অধর সুধারস পানে
তাহা উপজিল পি।
নয়ানে নয়ানে বান বরিখনে
তাহে উপজিল রি॥
হিয়া হিয়া পর পরস করিতে
তাহে উপজিল তি।
এ তিন আখর মুনি-মনোহর
ইহার তুলনা কি॥
তাহে সুখ দুখ সদা উনমুখ
সকলি সুখের পাড়া।
তরুণিরমণ করে নিবেদন
মরিলে না জায় ছাড়া॥ ৩৯

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য

বাঙ্গালা শব্দকোষের উত্তর

সন ১৩২৫ সালের প্রথম সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় "বাঙ্গালা শব্দকোষ সম্বন্ধে আলোচনা" পড়িয়া উপকৃত হইলাম। ইহাতে অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর নাই; বরং আবশ্যকের কিঞ্চিৎ অভাব পড়িয়াছে। কয়েকটা নূতন সাঙ্কেতিক চিহ্ন বসিয়াছে, কিন্তু অভিপ্রায় বলা হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে কেহ কেহ কোষের দোষ দেখাইয়াছেন, হিতও করিয়াছেন। কিন্তু কোনও মুসলমান করেন নাই। শব্দারণ্যে প্রবেশ করিয়া যিনি যত বৃক্ষ চিনিতে ও চেনাইতে পারেন, তিনি কোষের দোষ তত মোচন করেন। আমার বোধ হইতেছে, শব্দারণ্যভ্রমণে মৌলবী মোহম্মদ শহী-হুল্লাহ্ সাহেবের অভ্যাস আছে। তাঁহার প্রধান দুই চারিটা তর্কের উত্তর লিখিতেছি।

১। কোষের শব্দ। আমি লিখিয়াছি, "বস্তুতঃ বিভক্তিহীন যাবতীয় সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে।" হয় ত একটু অত্যুক্তি হইয়াছে। তথাপি সমালোচক যে বাঙ্গালা কাব্য হইতে ইহার ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার উৎপত্তি স্মরণ কর্ত্তব্য। 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য বাঙ্গালা বলিতেই হইবে। 'বিশ্বকোষ' ও 'প্রকৃতিবাদ' বাঙ্গালা-শব্দকোষ জ্ঞানে লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রচলিত ও অপ্রচলিতের অবচ্ছেদক নির্দ্দেশ করিতে না পারিলে সামান্য লক্ষণে সন্তুষ্ট হইতে হয়। "বাঙ্গালা সাহিত্যে চলে" বলিয়া আমি চালাইতে বলি নাই। কিংবা শিশুপাঠে ও মাসিক-পত্রের গল্পে বাঙ্গালা শব্দকোষ পাওয়া যাইবে, এমনও নয়।

আমার উপস্থিত কোষ বাঙ্গালা শব্দকোষের এক প্রদেশ মাত্র। গ্রন্থের আরম্ভকালেই বুঝিয়াছি, অনেক ভুল কাটিতে হইবে। যেখানে ভুলের শঙ্কা প্রবল, সেখানটা পৃথক্ ছাপাইয়া সমালোচকের দৃষ্টির সম্মুখে ধরা কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। সংস্কৃতকোষের শব্দ ও ব্যুৎপত্তি পাইতে বিঘ্ন নাই। সে শব্দ ব্যতীত অন্য যে শত শত শব্দ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা পুষ্ট হইয়াছে, সে সমুদয়ের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি নিরূপণ প্রথম কর্ম্ম করিয়াছি। অবশ্য বা-ঙ্গা-লা শব্দ-কোষ রচনা অভিপ্রায়। উপস্থিত কোষের শব্দ বা-ঙ্গা-লা কি না, প্র-মা-ণ কি না, তাহা কোষকারের বলা সাজে না।

সকলের মনের কথা, তাঁহার চেনা-জানা-শোনা শব্দ প্রমাণ, এবং প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হওয়া উচিত। কিন্তু সমাজে পশিয়া আমাদের বিপদ্ হইয়াছে, পরের মুখ চাহিতে হইতেছে। পর-শাসনকে ধিক্কার দিয়া স্বয়ং-শাসন কাম্য করি; কিন্তু অল্পেই বুঝি, ভাষার মূলে পর-বশ্যতা। কেহ কেহ বলিয়াছেন, জেলায় জেলায় প্রতিনিধি আহ্বান করুন, সভা করুন, হাঁড়ী-কাঠ-পাত, নুন-তেল-হলুদ, চাল-ডাল-আনাজ প্রভৃতি ঘর-কন্নার সামগ্রী উপস্থিত করুন, রাঁধা-বাড়া খাওয়া-পরা-শোওয়া প্রভৃতি নিত্য কর্ম্মের কীর্ত্তন করুন। পরে ভূরি প্রয়োগ গণিয়া ভূয়িষ্ঠকে কোষে নিবদ্ধ করুন। তাঁহারা ভয়ও দেখাইয়াছেন, এইরূপ সভায় শব্দ ধার্য না হইলে তাহা প্রমাণ বলিবেন না।

দুঃখের বিষয়, স্বদেশ-প্রেমিকের নিকট ভূয়িষ্ঠ মতও প্রীতিকর হয় না। প্রেম, বাধা মানিতে চায় না; বলে, তাহার বচনে সুধা ক্ষরিত হয়, সেটাই ভাষা; আর যাহা কিছু শোনা যায়, তাহা অপভাষা, প্রাদেশিক, প্রাদেশিক-দোষদুষ্ট। অর্থাৎ তাহাঁর মুখের শব্দ প্রাদেশিক নহে। আমার উপস্থিত সমালোচক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বহুবার শুনিয়াছি, এবং বহুবার প্রাদেশিকের লক্ষণ চাহিয়াছি, কিন্তু পাই নাই। একটা কথা বুঝিলেই এরূপ আপত্তি উঠিত না। ভাষা, সভাদ্বারা ধার্য হয় না, হইতে পারে না। ইহাকে কামচারিণী বলিতে পারেন; কারণ, ইহা স্বদেশ, বিদেশ, প্রদেশ, কিছুই মানে না।

কোষ-কারও স্বদেশ-প্রেমে পড়িয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি এমন অনুরোধ করেন নাই যে, কোষের শব্দ গ্রহণ করিতেই হইবে। দুই দশটা রাঢ়ীয় শব্দ থাকে, থাক্ না, "অধিকন্তু ন দোষায়"।

ইহাও বলিতে পারি, কোষের শব্দ গ্রহণ করিলে দোষী বিবেচিত হইবেন না। সমালোচক যে প্রমাণ-বাঙ্গালা খুজিতেছেন, তাহা, এক কথায়, দক্ষিণরাঢ়ে পাইবেন। বাঙ্গালা শব্দের ও ভাষার পূর্বাপর ইতিহাস স্মরণ করিলে বুঝিতে পারি, ইদানীর এই স্ব-তন্ত্রের দিনেও যিনি যে সাহিত্য রচনা করুন, তাহাঁর শব্দের ঊন-শতটা রাঢ়ের চলিত শব্দ। ইহা নূতন নহে যে, এক এক ভা-খা এক এক ভাষার সাষ্টাঙ্গ দেহ। বাঙ্গালা ভাষার দেহ কোথায়?

২। বর্ণ-বিন্যাসরীতি। অসংযুক্ত শ-ষ-স, এই তিন অক্ষরের বাঙ্গালা উচ্চারণ কি? কিংবা, বাঙ্গালায় হ-ভিন্ন কি কি উষ্মবর্ণ পৃথক্ শুনিতে পাওয়া যায়? আমি ব্যাকরণে লিখিয়াছিলাম, ইহা সংস্কৃতের প্রায় শ-কার। কিন্তু পরে বুঝিয়াছি, সে ধ্বনি শ-কার নয়, বরং ষ-কার। দেশ ও পাত্র ভেদে ইহার কিছু কিছু অন্যথা হইয়া থাকে। তথাপি, বাঙ্গালা ধ্বনি জানাইতে হইলে ষ-কার বলাই ঠিক। মাগধী কিংবা অর্ধ-মাগধী "প্রাকৃত" হইতে বাঙ্গালার উৎপত্তি, অতএব বাঙ্গালায় শ-কার, এইরূপ শাস্ত্র-প্রবৃত্তি দ্বারা প্রত্যক্ষের অপলাপ যুক্তিবিরুদ্ধ।

৩। শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ। সমালোচক মহাশয়ের নির্দেশিত ব্যুৎপত্তি দ্বারা কোষের বহু উপকার হইল। সকলের চোখে সব ব্যুৎপত্তি পড়ে না, ইহার বহু প্রমাণ পাইয়াছি। মুদ্রিত শব্দকোষ আর্বী-ফার্সী-জানা বিচক্ষণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু দেখিতেছি, কতকগুলা ব্যুৎপত্তি-ভুল তাহাঁর চোখ এড়াইয়া গিয়াছে। মুন্সী-মহাশয়দিগকে একটা কথা স্মরণ রাখিতে বলি, প্রাচীন সংস্কৃত ও ফার্সীর ঘনিষ্ঠতা প্রাচীন কালেই ছিল, পরে ছিল না, এমন নহে। সংস্কৃত পুথী ফার্সীতে অনুবাদিত হইয়াছিল, হিন্দী হইতে উর্দু উৎপন্ন হইয়াছিল। অতএব ফার্সী শব্দকোষে কোনও শব্দ নিবিষ্ট হইয়া থাকিলেই তাহার উৎপত্তি ফার্সী, এরূপ যুক্তি সকল স্থলে সঙ্গত হইবে না। উৎপত্তি যাহা হউক, ফার্সী হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে, এরূপ তর্ক সিদ্ধ করাও সোজা হইবে না। যেমন, জ-ঙ্গ-ল শব্দ। এখানকার কলেজের বড় মৌলবী সাহেব ধ্বনি শুনিয়াই বলিলেন, ফার্সী নহে।

এখানে দুই চারিটা শব্দ বিচার করিতেছি। আ-না-ড়ী—অ-না-র্য হইতে অনায়াসে হইতে

পারে। কিন্তু 'হইতে পারে', ও 'হইয়াছে', এই দুই এক নয়। যাহার না-ড়ীজ্ঞান নাই, সে কি আ-না-ড়ী নয়?

আ-ল্লা—কোষে বলা হয় নাই, স° অ-ল্লা হইতে। অ-ল্লা সমার্থ সমশব্দ মাত্র। কোষে এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে।

উ-প-ড়—স° উ-দ্-ব-র্তি-ত শব্দের অর্থ উ-প-ড় নহে। বোধ হয়, স° উ-প-র্য-স্ত। উ-ল-ট = পা-ল-ট—স° উ-প-র্য-স্ত = প-র্য-স্ত অসম্ভব নহে।

জো-য়া-র—ইহার ব্যুৎপত্তি-কল্পনায় মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। উ-জা-ন শব্দের সহিত মিলাইলে উ-ধ্ব-র্বা-র অসম্ভব মনে হইবে না।

ত-রে—নিমিত্তার্থক স° অ-ন্ত-র হইতে।

তো-ক-মা-রি—ব্যুৎপত্তি ফা° হইতে পারে। কিন্তু এক কবিরাজ বলিয়াছিলেন, স° তো-ক্ম—কর্ণরোগবিশেষ-নাশক বলিয়া তো-ক = মা-রি। তু° দাদ = মারি।

দ-হ—হ্র-দ প্রথমেই মনে হইয়াছিল। কিন্তু নদীর দ-হ জলবেষ্টিত। কা-লী = দ-হ সমুদ্রে ছিল। হ্রদ না হইতে পারে, এমনও নয়।

ন-বা-ৎ—আ° ন-বা-ৎ গুড়পিণ্ড বটে। কিন্তু আ° শব্দটির মূল কি? মনে রাখিতে হইবে, আ° শ-ক-র, ক-ন্-দ শব্দের মূল স°।

প-ল-ক, পা-জী—ফা° শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? না জানিলে বলা কঠিন।

পু-লি-পি-না-ং—মালয়ভাষায় পু-লু দ্বীপ, পি-না-ং গুআ বটে। পিনাং দ্বীপ হইতে জাহাজী-সুপরী আসে। দেখিতেছি, কোষে ভুল হইয়াছে।

ব-ড়—বৃ-দ্ধ, বৃ-হ-ৎ, ভ-দ্র,—এই তিন শব্দের অর্থে বা° ব-ড়। যথা, বড় দাদা, বড় গাছ, বড় ঘর। বৃ-দ্ধ অপভ্রংশে বু-ধ্ ওড়িয়াতে চলিত আছে। বু-ধ্, বৃ-হ-ৎ প্রায় এক দাঁড়ায়। ভ-দ্র হইতেও ব-ড়—ব-ড হইতে পারে।

বে-লী—স° ম-ল্লী হইতেই বোধ হয়।

মা-কু—বড় মুস্কিলে ফেলিয়াছিল। ফা° মা-কু শব্দের মূল কি? বা° মা-কু ফা°তে যায় নাই ত? মুসলমান তাঁতী দ্বারা এ দেশের তাঁত-বোনার উন্নতি হইয়া থাকিলে ফা° মা-কু আসিতে পারে। নতুবা বিশেষ প্রমাণ চাই।

মি-ছ-রী—আ° মি-স-র হইতে। মিসরদেশ স°-তে মি-শ্র। বাঙ্গালী কবিরাজ স° ম-ৎ-স্য-ণ্ডী মি-ছ-রী মনে করিয়া শব্দসাম্য-জাত ভ্রমের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। আমি মনে করি, চী-ন দেশ কিংবা চী-না ঘাসের নাম হইতে চী-নি নহে। ফা° যি-রি-নী বা° সি-ন্নী হইতে চী-নি। তবে যদি চী-ন অর্থে মাত্র বিদেশ বুঝি, তাহা হইলে চী-ন হইতে চী-নী আসিতে পারে।

সি-পী—স° শু-ক্তি হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু মনে ধরে নাই।

পরিশেষে সমালোচক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইয়া আশা করিতেছি, তিনি আরও ভুল বাহির করিবেন।

দ্বিতীয় সংখ্যক পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কয়েকটি "মন্তব্য" করিয়াছেন। আমি উপকৃত হইয়াছি। কিন্তু এ কথাও বলিতে হইতেছে, তাহাঁর পরিশ্রম-ফল কোষের কাজে বড়-একটা আসিল না। কারণ, তাহাঁর কল্পনা ও আমার কল্পনা এক নয়। বাঙ্গালা-ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার কল্পনা কোষের সমালোচনার উত্তরে বলিয়াছি (২৪।১)। ইহার পর মন্তব্যকারী মহাশয় 'সংস্কৃত, প্রাকৃত ও বাঙ্গালা' নামক প্রবন্ধে তাহাঁর কল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন (২৪।২)। ইহার পর উপস্থিত 'মন্তব্য' করিয়াছেন।

তিনি আমার কল্পনার নানা অসঙ্গতি ধরিয়াছেন। কিংবা আমার কল্পনা ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু একই বিষয় বারবার বলিবার সময় কই, ধৈর্য্যই বা কই? বাঙ্গালা ভাষা যে এক প্রাকৃত ভাষা, তাহা কে না জানে? আর বহু বাঙ্গালী কবি যে এই ভাষাকে প্রাকৃত, প্রাকৃতভাষা বা ভাষা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও আর নূতন নাই। কিন্তু এ সব স্থলে প্রা-কৃ-ত অর্থে সেই দেড় হাজার দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের প্রা-কৃ-ত নহে, যে প্রা-কৃ-তে-র ব্যাকরণ বররুচি লিখিয়া গিয়াছেন, এবং যে প্রা-কৃ-ত প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে ও সেতুবন্ধ, কর্পূরমঞ্জরী নাটকে পাই। বাঙ্গালা ভাষা সেই প্রা-কৃ-ত হইতে আসিয়াছে, অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার ধ্বনি-রূপ-ধর্ম্ম কেবল সেই প্রা-কৃ-তের অনুরূপ, যদি কেহ এই কল্পনা দ্বারা জ্ঞাত তথ্য বুঝিতে পারেন, ভালই, আমি পারি নাই। আমাকে মনে করিতে হইয়াছে, সেই প্রাচীন প্রা-কৃ-ত বাঙ্গালার প্রকৃতি হইলেও, একা দ্বারা বাঙ্গালার উৎপত্তি না হইয়া সংস্কৃত দ্বারাও হইয়াছে। এই হেতু আমার উত্তরে লিখিয়াছি, সং-স্কৃ-ত-প্রা-কৃ-তার বিবাহে বঙ্গভাষার উৎপত্তি। কিন্তু সং-স্কৃ-ত ও প্রা-কৃ-তার সম্বন্ধ কি? আমার মনে হইয়াছে, সে সম্বন্ধ পাতার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এই হেতু আমি ব্যাকরণে "সংস্কৃত-প্রাকৃত" (সং-প্রা°) এই সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছি। এবং এই হেতু আমি কোষে চাই সে পিঠ, যাহা অনেকে জানে ও চেনে। আমি মনে করি, অস্পষ্টতা পরিহার নিমিত্ত যথোচিত করা হইয়াছে।

বোধ হয়, প্রা-কৃ-ত শব্দ অস্পষ্টতার কারণ হইয়াছে। ইহার তিন অর্থ প্রচলিত আছে। যথা, (১) প্রকৃতি-ভব, স্বাভাবিক, অর্থাৎ অকৃত্রিম, অপরিবর্ত্তিত, অ-সংস্কৃত; (২) সাধারণ, অ-শিক্ষিত, ইতর; (৩) কথিত ভাষা। আমার লেখায় আমি তিন অর্থেই শব্দটি প্রয়োগ করিয়া থাকি। শব্দের আসত্তি ও যোগ্যতা বিস্মৃত হইলে কোন কথা বলা চলে না।

উক্ত তিন অর্থ ব্যতীত প্রা-কৃ-ত শব্দের বিশেষার্থ আছে। প্রা-কৃ-ত এক ভাষার নাম, যে ভাষার ব্যাকরণ বররুচি হেমচন্দ্র প্রভৃতি লিখিয়া গিয়াছেন, এবং যে ভাষার দৃষ্টান্ত সংস্কৃত নাটকে পাই এবং যাহাতে বিবিধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ইহার আরম্ভ কোন্ কালে, কে জানে। ভাষা মাত্রেই অনাদি; মানুষ যেমন অনাদি। কোন্ কালে শেষ, তাহাও জানি না। লেখায় দেখিতেছি, ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেও সেই প্রাচীন "প্রাকৃত" ভাষায় গীত লেখা হইয়াছে। কত কাল পর্য্যন্ত কথিত আকারে ছিল, কত কাল হইতে লিখিত আকারে দাঁড়াইয়াছে, এ সব প্রশ্নের উত্তর জানি না। তবে, ইহা বুঝি, সে "প্রাকৃত" যদি

'মৃত' না হইয়া থাকে, তাহা হইলে "সংস্কৃত"ও 'মৃত' হয় নাই, মরিয়া মরিয়া বাঁচিয়া আছে, যদিও জরাজীর্ণ হইয়াছে।

সংস্কৃত-ভাষা নামে আমরা একটা ভাষা বুঝি। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ইহার ভেদ হইয়াছিল, এখন যেমন চলিত বাঙ্গালায় আছে। দেড় শত দুই শত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা অবিকল এখন নাই, কিন্তু তা বলিয়া ভাষা দুইটা গণিতেও পারি না। বৈদিক সংস্কৃত ও পরাগত কাব্যের সংস্কৃত অবিকল এক নহে; কিন্তু জগতের কোন্ দুইটা অবিকল এক? আমি এত-শত বুঝি না, যেটুকু নইলে বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে পারা যায় না, সেটুকু পাইলেই সন্তুষ্ট। "সংস্কৃত" হইতে "প্রাকৃত", কি "প্রাকৃত" হইতে "সংস্কৃত" অর্থাৎ কোন্‌টা পূর্ব্বে, কোন্‌টা পরে, তাহা জানি না। তবে দুই-ই সমকালিক। কারণ, জনপদের সকলে সংস্কৃত ভাষণ করিত, এরূপ মনে করা চলে না। কেহ-না-কেহ প্রাকৃত বলিত। সে দুইটাকে দুই গণিব, কি এক গণিব, তাহা নির্ণয়ের পূর্ব্বে জানা আবশ্যক, কি লক্ষণ দ্বারা ভাষা-ভেদ, এবং কি লক্ষণ দ্বারা ভাষা-ও ভাখা-ভেদ কল্পিত হইতে পারে। যাঁহারা মনে করেন, সংস্কৃত ভাষায় কখন্ ভাষণ হইত না, কিংবা ফোর্ট উইলিয়মের জনকয়েক পণ্ডিত বাঙ্গালাকে "সাংস্কৃতিক" করিয়া তুলিয়াছেন; তাঁহাদের উক্তির হেতু ভাল বুঝিতে পারি না। এখন মন্তব্যকারীর শব্দ সমালোচনা দেখি। প্রথমে আবার বলি, আমি শব্দের এমন রূপ চাই, তাহা সে কালের "প্রাকৃত" হউক, কি এ কালের হউক, যাহা দ্বারা মূল "সংস্কৃত" রূপ ধরিতে পারা যাইবে। বাং-তে খা ধাতু আছে, "প্রাকৃতে"ও ছিল, তাহা জানিয়া সম্প্রতি ফল নাই। ফল আছে, যদি জানিতে পারি, অমুক দেশে অমুক সময়ে খা ধাতু প্রচলিত ছিল। তখন বুঝি, খা-দ স্থানে খা কত কালের। কারণ, আমি মনে করি, খা-দ মূল, খা অপভ্রংশ। অতএব "মন্তব্যে" এই প্রা তুল্য যে সকল 'মন্তব্য' আছে, তাহা কাজে লাগিতেছে না। অন্য ধরণের মন্তব্য বিচার করি।

খ-ই—ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে খ-দি-কা আছে, অর্থ লাজা। বাং, ওং, হিং ভাষাতে খ-ই লাজা অর্থে প্রচলিত আছে। (ওং-তে লি-আ, হিং লা-ঈ, মং লা-হী শব্দও আছে। বাং-তেও লা-ই বা লে-ই আঠা বলে।) এখন প্রশ্ন, খ-দি-কা সংস্কৃত, কি সংস্কৃত-ভব, কি অনার্য? সংস্কৃতে অনেক সংস্কৃত-ভব নামক "প্রাকৃত" শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, অনার্য শব্দও প্রবেশ করিয়াছিল। (এখানে একটা চমৎকার কথা মনে পড়িল। ভাষা চলিত না থাকিলে তাহাতে অপভ্রষ্ট কিংবা বিজাতীয় শব্দ প্রবেশ করিতে পারে কি? সে শব্দ সে ভাষার দেহসাৎ হইতে পারে কি? বাহ্য গ্রহণ ও অভ্যন্তর পরিবর্ত্তন, সংস্কৃত ভাষার যদি এই শক্তি ছিল, তবে মরিল কবে? যদি মরিয়াই থাকে, মরণটা সাধারণ প্রকারের নয়।) কিন্তু প্রথমেই জিজ্ঞাস্য, এমন প্রশ্ন উঠে কেন? উঠিবার হেতু, অমর-হেম-হলায়ুধ-বিশ্ব প্রভৃতি কোষে খ-দি-কা নাই। উত্তর এই, একটা কোষও সম্পূর্ণ নয়।

আর এক পরীক্ষা করি। খ-দি-কা সং হইলে উহাতে সং ধাতু থাকিবে। গণদর্পণে দেখিতেছি, সং খ-দ ধাতু আছে, অর্থ হিংসা, ভক্ষণ। অতএব খ-দি-কা প্রাচীন সং-তে না থাকিলেও, অর্বাচীন

সং-তে রচিত হইতে পারিত। নূতন রচিত, তাহাও বলিবার হেতু নাই। ত্রিকাণ্ড-শেষ-কার অন্ততঃ আট শত বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন। বঙ্গ ও উৎকলে খ-ই যত প্রচলিত, অন্যত্র তত নয়। হিং-তে খ-ঈ অর্থে লোহার মড়িচা, বাং-তে সোহাগার খই আছে। এখানেও সং খ-দ ধাতু। কি প্রমাণে বলি, খ-দি-কা "আধুনিক" এবং খ-ই "দেশী প্রাকৃত বা অনার্য্য শব্দ" ?

সং খ-দ ধাতু অস্বীকার করিলেও সং অ-ক্ষ-ত হইতে ক্ষ-ত—খ-ই অনায়াসে আসিতে পারিত, এবং তাহা পণ্ডিতের মুখে খ-দি-কা রূপ ধরিতে পারিত। অতএব খ-ই অনার্য মনে করিবার হেতু পাইতেছি না। অনার্য বলিবার পূর্ব্বে সে অনার্য ভাষার নাম-ধাম শুনিতে চাই। দেখিতে চাই, সে ভাষার খ-ই কেমন। কারণ, কে জানে, আর্যভাষা হইতে অনার্য শেখে নাই ? যে ভাষায় যে শব্দ পাই, সে শব্দ সে ভাষার, প্রথমে স্বীকার করিতে হয়। তারপর বিরোধী প্রমাণ পাইলে সে জ্ঞান পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সং-তে অনার্য শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা এক কথা ; আর এই শব্দ অনার্য, তাহা অন্য কথা।

• গ-ড়। শব্দটির একটু বিস্তারিত বিচার আবশ্যক। কারণ, মন্তব্যকারী হেমচন্দ্রের দেশীনামমালার প্রমাণে গ-ড় "দেশী প্রাকৃত" বলিতে নিঃসংশয়। দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত কোষে গ-ড শব্দ নাই। তর্কটা স্পষ্ট করিয়া লিখি,—যেহেতু সংস্কৃত কোষে গ-ড নাই, অতএব সংস্কৃত নয়। এখানে উহ্য রহিল, যাবতীয় সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃত যাবতীয় কোষে আছে। তার পর, যেহেতু সংস্কৃত নয়, অতএব অনার্য। এখানে উহ্য রহিল, শব্দমাত্রেই হয় "সংস্কৃত", নয় অনার্য। প্রথম অনুমান বরং স্বীকার করিতে পারি, দ্বিতীয়টি পারি না। কারণ (১) সে কালে সংস্কৃতসম, সংস্কৃত-ভব, ও দেশী, এই ত্রিবিধ শব্দ প্রচলিত ছিল। গ-ড প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর না হইলে তৃতীয় শ্রেণীর হইত। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর না হইবার বাধা কি ? (২) হেমচন্দ্র আপ্ত কি ? চোখের সামনে কি ঘটিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে কোনও কোষকার কিংবা ব্যাকরণকারকে আপ্ত বলিতে পারি না। তা ছাড়া, যাঁহাকে আপ্ত বলি, তাঁহাকে একাংশে আপ্ত, অন্যাংশে অনাপ্ত বলা চলে কি ? হেমচন্দ্র বলেন, প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্ তত আগতং তত্র ভবম্বা প্রাকৃতম্,—মন্তব্যকারী এই উৎপত্তি মানেন না। অর্থাৎ তিনি যুক্তি মানেন, আপ্ত প্রমাণ মানেন না। আমি "দেশীনামমালা" দেখিতে পাই নাই। কিন্তু শুনিয়াছি, এই মালার মধ্যে সংস্কৃত-ভব শব্দও গাঁথা হইয়া গিয়াছে ; যেমন ঘ-র (গৃহ), গো-বী (গোপী), কুকৃখী (কুক্ষী)। অতএব গ-ড সম্বন্ধে তাঁহার মতে আমার সংশয়-বৃদ্ধি হইল। হেমচন্দ্র আট শত বৎসর পূর্বে ছিলেন, যখন বোধ হয় "প্রাকৃত" অবসান হইয়াছিল। তিনি উত্তরভারতে ছিলেন না, দক্ষিণভারতে ছিলেন, সেখানে "সং-প্রাকৃত" তাঁহাকে পুথী পড়িয়া শিখিতে হইয়াছিল।

এখন গ-ড় শব্দের অর্থ ও ব্যাপ্তি চিন্তা করি। দেখিতেছি, বাং, হিং, মং, ওং—চারি সংস্কৃতমূলক ভাষাতেই গ-ড় আছে। হিং-তে গ-ঢ়, প্রাচীন বাং-তেও গ-ঢ়। চারি ভাষাতেই

গ-ড় বা গ-ঢ় অর্থে দুর্গ। হি° ও ম°-তে কো-ট শব্দও আছে। অর্থাৎ এই দুই ভাষায় গ-ড় ও কো-ট ঠিক একই অর্থে লাগে না। ম°-তে গিরি-দুর্গকে গ-ড, এবং প্রান্তরস্থিত দুর্গকে কো-ট বলে। হি°-তেও এইরূপ। তু° গ-ঢ়-বা-ল, সিয়াল-কো-ট। ম° ও হি°-তে গ-ঢী শব্দও আছে। ক্ষুদ্রার্থে, গ ঢ শব্দে ঈ। বা°-তেও কোট শব্দ আছে, যেমন 'নিজের কো-টে পাইলে বিক্রম পরীক্ষা'। তা ছাড়া, বা° কো-টা-ল, ও° ক-টু-আ-ল আছে। গ-ড় ও কো-ট, দুইটিই বিচার্য। কো-ট, কো ট্ট শব্দও প্রাচীন স° কোষে নাই।

প্রথমে দেখি, গ-ড বা গ-ঢ শব্দ প্রায় আ-সমুদ্রাৎ হিমাচল পর্যন্ত প্রচলিত আছে। শব্দটি "দেশী", প্রাদেশিক অনার্য হইলে এই ব্যাপ্তির সম্ভাবনা ছিল কি? বিস্তীর্ণ ভূভাগে পৃথক পৃথক রচিত হইয়া একরূপ এক অর্থ পাইয়াছে? ইহাও অসম্ভব মনে হয়। ইতিহাসে দেখি, পূর্ব্বকালে এমন অনার্য জাতি ছিল, যাহারা গ-ড় করিয়া বাস করিত। আর্য রাজ্যও বিনা গড়ে নিরাপদ্ হইত না।

পূর্বকালের দুর্গ কিরূপ ছিল? চাণক্যে দেখি, নদী-দুর্গ, পর্ব্বত-দুর্গ, স্থল-দুর্গ, মরু-দুর্গ, বন-দুর্গ,—জনপদ অনুসারে পঞ্চবিধ দুর্গ করা হইত। ইহার মধ্যে পাহাড় কাটিয়া গুহা করিলে (কিংবা পর্বতবেষ্টিত হইলে) পার্বত দুর্গ, এবং পরিখা কাটিয়া তাহার মাটির স্তূপ (বপ্র) করিলে স্থল-দুর্গ হইত। দু-র্গ ও দু-র্গ-ম শব্দের মূলার্থ এক (Cf. Fort)। স্থলদুর্গ নাম প্রসিদ্ধ নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (৪৯ অঃ) ইহার নাম কৃত্রিম দুর্গ; কারণ, মরু-, বা পর্বত-বা উদক-দুর্গ স্বভাবতঃ দুর্গম। এই পুরাণমতে চতুর্দিকে উন্নত প্রাকার ও পরিখা থাকিলে পুর, এবং প্রাকারযুক্ত ও পরিখাহীন হইলে খর্বট পুর বলা হইত। বঙ্গদেশে এরূপ গ-ড় ছিল কি না, জানি না। চাণক্য বপ্র ও খাত, দুই-ই ধরিয়াছেন। বস্তুতঃ একটা পাইতে হইলে অন্যটাও পাওয়া যাইত। এই নিত্য সম্বন্ধ হেতু গ-ড় শব্দে খাত ও প্রাকার, একটা কিংবা দুইটাই বুঝায়। (তু° বা° প-গা-র। ইহা স° প্রা-কা-র বা বপ্র; কিন্তু কোথাও কোথাও পাশের খাত-কে প-গা-র বলে।)

এখন দেখি, গ-ড় শব্দের স° মূল থাকিলে সেটা কি হইতে পারে। গ-ঢ শব্দের ঢ দেখিয়া অনুমান হয়, মূল শব্দের একটি বর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। স° গ-র্ত্ত হইতে গ-ঢ, গ-ড নহে ত? বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশে দেখি, স° গ-র্ত "প্রাকৃতে" গ-ড্ড হইত। বা°-তে ঢেঁকীর গ-ড় ছাড়া, গ-ড়ি-য়া বা গেড়্যে, গা-ড়, গা-ড়ি আছে। কিন্তু এ সকল স্থলে, গ-ড় অর্থে ভূমি-বিবর। বিশ্ব ও মেদিনী, অন্য দুই প্রসিদ্ধ অর্থ ব্যতীত, স° গর্ত অর্থে গর্তভেদ দিয়াছেন। কিন্তু বুঝিলাম না। (ফা° গো-র?)। কেশব-স্বামী অন্য অর্থ দিয়াছেন, যথা, গর্তস্তু স্যাৎ সভাস্থাণৌ মন্দিরেঽপ্যবটেঽপি চ॥ অর্থাৎ সভা (রাজ-সভা), খুঁটি, গৃহ, নিম্নভূমি। বোধ হয়, দুর্গের অঙ্গের সহিত এই চারির,—বিশেষতঃ গৃহের সম্বন্ধ দেখিয়া গর্ত হইতে গ-ড় দুর্গ হইয়াছে। জীববিবর্তনে যেমন বৃত্তির অন্যথায় অঙ্গের অন্যথা, এবং অঙ্গের অন্যথায় বৃত্তির অন্যথা দেখা যায়, ভাষায় শব্দের ও অর্থের তেমন অন্বয়ের বহু দৃষ্টান্ত আছে। গর্ত—গ-র-ত—গ-র-অ—গ-র-হ—গ-ড়-হ—গ-ঢ—গ-ড।

কো-ট ও কো-ট্ট শব্দও প্রাচীন সং কোষে পাই না। সং কু-ট, কু-টি গৃহ আছে। মেদিনী লিখিয়াছেন, কুটঃ কো-টে। এখানেও গৃহ অর্থ হইতে কো-ট দুর্গ হইয়াছে। কিন্তু কু-ট রূপান্তরে কো-ট? কো-ট রূপান্তরে কো-ট্ট? সং ক-র্ব্ব-ট অর্থে কো-ট্ট বা কো-ট, এবং ম° গ-টী। বোধ হয়, এই শব্দ কিংবা গ-র্ত্ত কো ট্ট উৎপত্তি করিয়াছে।

এখন অপর কয়েকটা শব্দ দেখি।

কা-ড় ধাতু—ছাপা হইয়াছে 'সং ক ধাতু'। হইবার ছিল 'সং কৃ ধাতু'। (সাহিত্য-পরিষৎ হইতে বাঙ্গালা-শব্দকোষ ছাপা হইলেও মুদ্রাকরের অবহেলা এড়ায় নাই। পাঠক এ কথা স্মরণ রাখিলে ভাল হয়।) এই ধাতু ক্ষেপণে ও হিংসায় আছে। সং কৃ-ষ ধাতু "প্রাকৃতে" ক-ঠ্-ট হইত। ইহা হইতে বা° কা-ঢ়, কা-ড় আসিতে পারে।

খ-স, খো-স—হলায়ুধ হেমচন্দ্র খ-স ধরিয়াছেন। তথাপি খ-র্জ্জূ, ক-চ্ছূ হইতে বোধ হয়। অমরাদি কোষে এই দুই আছে। দেশভাষা দেখি। বা° খ-স বা খো-স; ও° খু-জু-লি, ক-চ্ছু; হি° খু-জ-লী, খা-ঝ; ম° খ-রূ-জ, খা-জ। অতএব বোধ হইতেছে, সং খ-র্জ্জ হইতে খ-উ জ—খ-উ-স—খো-স আসিয়াছে। আশ্চর্য এই, খ-উ-স শব্দের উ উক্ত সং কোষদ্বয়ের চলিত ভাষায় লুপ্ত হইয়াছিল। (হিন্দী ভাষায় এই এক লক্ষণ বলা যাইতে পারে। বাস্তবিক, বা°-তে খ-স্থ ছিল; অদ্যাপি উচ্চারণেও প্রায় খ-উ-স আছে। ইহা হইতে খো-স। তু° বু-স্থ—ব-উ-স—বো-স।) সং-তে এইরূপ অর্বাচীন শব্দ দেখিলে মনে হয়, সে ভাষা চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। খ-র্জ্জূ প্রাচীন, খ-স অর্বাচীন সং, এইরূপ ধরাই ভাল।

খু-জ ধাতু—গ্রাম্য নহে; খুঁ-জ গ্রাম্য।

খু-দ—তণ্ডুল-কণা বটে, কিন্তু কণা, চূর্ণ, গুণ্ড একের মাত্রাভেদ।

খে-ঙ্গ-রা—সং খি-খি, খি-ঙ্খি-র শৃগাল। হয় ত শৃগালপুচ্ছ সাদৃশ্যে গৃহমার্জনী অর্থ আসিয়াছে। তু° পূর্ববঙ্গের পি-ছা সং পি চ্ছ। গিরিশ বিদ্যারত্নকৃত 'শব্দ-সার' অভিধানে খি-ঙ্খি-রী অর্থে ঝাঁটা আছে। তিনি কোথায় পাইয়াছিলেন, জানি না।

গা-হ-ক, গা-হ-কী—চণ্ডীদাসে সং গ্রা-হ-ক হইতে। ও° গ-রা ক বহু প্রচলিত। চণ্ডীদাস আর একবার পড়িবার সময় কোষের ভুল বুঝিয়াছিলাম।

গো-টা—এ-ক-টা সং নহে। কেমন করিয়া 'সং এ-ক-টা' ছাপা হইয়াছে, মনে হইতেছে না। এ-ক-ল সং বলিয়া জানি, যদিও "প্রাকৃতে" এ-ক-ল্লো ছিল। তু° গুজরাতী এ-ক-লো। তু° ম° এ-ক-টা(- দু-ক-টা), হি° এ-ক-ঠো (=দো-ঠো), ও° গো-টি-এ, গো-টা-এ। বা°-তে এখন যে-কোনো সংখ্যায় টা বসাইতেছি। পুরানা বা°-তে টা পাই না; পাই গোটা, যেমন চারিগোটা শর। এই গো-টা বোধ হয় এ-গো-টা হইতে। ও°-তে গো-টা-এ অর্থ একটা। ম°-তে এ-ক-টা=দু-ক-টা এই এক প্রয়োগ। অন্য সংখ্যায় টা বসে না। হি°-তেও সর্বত্র ঠো নাই। এই সব দেখিয়া মনে হয়, এ-ক-টা হইতে প্রাদেশিক গো-টা। অর্থে এ-ক-টা যাহা, গো-টা তাহা।

গোড়—"প্রাকৃতে" ছিল বলিয়া যে সংস্কৃত রূপ অন্বেষণ নিষ্ফল, এমন নয়। ও° রূপ দেখিলে মনে হয়, স° গো-হি-র, যদিও শব্দটি প্রসিদ্ধ নহে। অমরে ঘু-টি-কা। ইহার ঘু-ট, ঘু-টি রূপও অন্য কোষে আছে। ঘু-ট হইতে গো-ড আসা অসম্ভব মনে হয় না।

ঘো-ল—সুশ্রুতে আছে। ইহার মূল স° ঘূ ধাতু হইতে পারে। কিন্তু বা° ঘো-লা নাম-ধাতু। জল ঘোরাই, আর জল ঘোলাই, অর্থ এক নহে।

পরিশেষে বক্তব্য, সন্দেহ জন্মাইয়াও কোষ সংশোধনে কিরূপ সাহায্য হইতে পারে, তাহা এই উত্তর হইতে বুঝা যাইবে।

[কোষের সমালোচক-দ্বয় কয়েকটি নূতন চিহ্ন লাগাইয়াছেন। একটি নূতন শব্দ—বি-ভা-ষা—প্রথম সমালোচনায় পাইলাম।

লোকে ভা-খা শব্দে যাহা বুঝে, দেখিতেছি, সেই অর্থে বি-ভা-ষা বসিয়াছে। 'অকার-তত্ত্বে' পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "অবান্তর ভাষা বিভাষা" (প° ৫৪ পৃ°টী°)। কিন্তু বি-ভা-ষা অর্থে কি অবান্তর, না বিকল্প? আমি বিকল্প বুঝি, এবং বিকল্পে ও অবান্তরে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বুঝি। ঘৃতের বিকল্পে তৈল, কিন্তু ঘৃতের অবান্তর তৈল কি? তা ছাড়া, একটা চলিত সংজ্ঞা থাকিতে নূতন প্রচলন কেন? ভা-ষা হইতে ভা-খা; ব্যুৎপত্তিতে যেমন, অর্থেও তেমন, ভাষার অবান্তর ভাখা। অর্থাৎ ভাখা ভাষার অন্তর্গত। বোধ হয়, পণ্ডিত মহাশয় মনে করিয়াছেন, ভা-খা শব্দ আমার রচিত। তাহা নহে; বাল্যকাল হইতে 'সে দেশের ভাখা এই', 'যোজনান্তে ভাখা,' 'ভাখায় বলে', ইত্যাদি প্রয়োগ শুনিয়াছি। বাঙ্গালা ভাষার ভা-খা চাটিগামী, মালদহী, ইত্যাদি বলিলে কেবল শব্দ-প্রভেদ নহে, ধ্বনি-প্রভেদ, প্রয়োগ-প্রভেদ সবই বুঝি। অর্থাৎ কতকগুলি ভাখা (ই° dialect) লইয়া ভাষা।

শব্দটি ধাতু, ইহা জানাইতে, দেখিতেছি, ইংরেজী গণিতের, তথা বা° গণিতের মূল-ক্রিয়ার চিহ্ন √ লাগানা হইয়াছে। ঠিক হইয়াছে কি? ই°-কোষে ও -ব্যাকরণে √ চিহ্ন লাগানা হইতে দেখিয়াছি। বোধ হয়, বা°-তেও তাহার অনুকরণ হইয়াছে। অনুকরণে দোষ নাই; কিন্তু ভাষার প্রকৃতির সহিত মিলাইয়া অনুকরণ চাই। নতুবা কেমন 'ইঙ্গ-বঙ্গ' তুল্য ঠেকে। প্রথমে দেখুন, স° ধাতু শব্দে যাহা বুঝি, ই° root শব্দে তাহা বুঝি না। তথাপি এক মনে করিলে, √ ক-র পড়িতে গেলে কি দাঁড়ায় দেখুন। 'ধাতু ক-র'? ভাষা ই° হইয়া গেল। বরং, ক-র √ লিখিলে এই দোষ থাকে না।

আমি, বা° গণিতের পুস্তকে কয়েকটা অবিধি চলিতেছে। দুই একটা উদাহরণ দিই। ক+খ, পড়া হয় ক-যুক্ত খ; ক—খ, ক-বিযুক্ত খ। এই অদ্ভুত পাঠ অপেক্ষা ক ধন খ, ক ঋণ খ,—এইরূপ প্রাচীনের নবীন আকার ভাষায় তত বাধে না। ই°-তে বলা হয় Sine of A. সংক্ষেপে Sin A; অমনই বা° গণিতে হইল শিন্ অ। শিঞ্জিনী-র শি-ন থাক, যদিও ব্যা সাধারণ; 'শিঞ্জিনী অ' বলিলে অ নামক শিঞ্জিনী কিংবা যে শিঞ্জিনীর মান, অ। ইহা ছাড়া, অপর অর্থ আসে কি? স°-র ও বা°-র রীতি অনুসারে আমি আমার এক পুস্তকে অ-জ্যা,

অর্থাৎ অ-কোণের জ্যা লিখিয়াছি। ই॰ of, নামের পূর্ব্বে বসে, যেমন town of Katak, বাংলাতে কটক-নগর, এইটুকু মনে রাখা উচিত।

কিন্তু √৯ লিখিলে কি সে দোষ আসে না? না। √ এই চিহ্নের অর্থ একটা ক্রিয়া, মূলক্রিয়া। √৯ কত? উত্তর, ৩। সুতরাং যেমনই পড়ি, মূলের বা বর্গমূলের ৯ বলিলে ভাষাদোষ ঘটে না। আশা করি, পরিষৎ কথাটা বিচার করিবেন।]

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

যোগেশ বাবুর

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়' প্রবন্ধের আলোচনা

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, এম এ মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়" শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের লিখিত এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। "প্রত্যক্ষবাদের দিনে আপ্ত প্রমাণ কে মানিতে চায়?" আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তিনি নিজে সংশয় নিরাসের চেষ্টা পাইলে যেমন সংশয়েরও নিরাস হইত, তেমনই বঙ্গ সাহিত্যের একটি সম্পদ্ বৃদ্ধি হইত।

এক, দুই, তিন প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া তিনি দ্বাত্রিংশৎসংখ্যক সংশয়ের উত্থাপন বা কল্পনা করিয়াছেন। আমরা একে একে সেই সকল সংশয়ের বিষয় আলোচনা করিব।

১। তিনি বলেন, "না ভাষায়, না ভাবে উভয়ের সাম্য আছে।" এই কথাটী আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। এই সাম্যের অভাব দ্বারা তিনি বোধ হয়, প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তন নকল চণ্ডীদাসের লেখা। তাহা কিন্তু বিশ্বাস করিবার হেতু নাই। Merchant of Venice ও Tempest যে কবির লেখা, সেই কবিই Othello ও Julius Caesar লিখিয়াছেন। শ্রুতবোধ যে কবির লেখা, রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, অভিজ্ঞান-শকুন্তলও সেই কবির লেখা। শিশুপালবধ কাব্যের প্রথম সর্গ ও পঞ্চদশ বা ষোড়শ সর্গের ভাষায় বহু প্রভেদ। তাই বলিয়া আমরা এই সকল কাব্যের কবিদিগের মধ্যে প্রভেদ কল্পনা করি না। কারণ, বয়স, উদ্দেশ্য, মানসিক স্বাস্থ্য, স্বভাবের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি নানা কারণে একই লেখকের নানারূপ রচনা আমরা দেখিতে পাই। আমাদের বর্ত্তমান যুগে বঙ্গভাষার কবি ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" আদি প্রভাত-বর্ণনাটী কে না জানেন? এই কবিতাটীতে স্বভাবের সুচারু বর্ণনা আছে, কিন্তু যুক্ত বর্ণবিশিষ্ট কোনও পদ নাই। সুতরাং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই উপভোগ্য। কিন্তু ঐ কবিরই বাসবদত্তার ভাষা স্থানে স্থানে এত কটো-মটো ও সংস্কৃতবহুল যে, ইহাতে আমাদের পরিশ্রম পোষায় না। উদাহরণ দেখুন,—

কামিনীর সজ্জা।

হৃদি বিলসে পটুবসনা। কুচ কলসে কৃত কসনা॥
শয় অলসে মৃদুহসনা। তনু উলসে মদলসনা॥
শ্রবণতটে ধৃতরসনা। অধরপুটে স্মিতদশনা॥

জিতবরটা গজগমনা। অরুণ ঘটা সম চরণা ॥
কনক-ছটা জিনি বরণা। চমর-সটা কচরচনা ॥
ভণতি যথাগতমতিনা। কবি মদন ক্রুতগতিনা ॥

স্থানান্তরে এই কবিই সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদে যথেষ্ট কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা,—

কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে	নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে।
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।	দ্বিজরাজ হীনসাজ দিবসের ভাগে ॥
ইতি বিধির্বিদধে রমণীমুখং	ইহা দেখি বিধি কৈল রমণীর মুখ।
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ ॥	দিবারাতি সমভাতি দৃষ্টিমাত্রে সুখ ॥
	অতএব একবারে বিজ্ঞ হওয়া তার।
	দেখিয়া শুনিয়া হয় নৈপুণ্য সবার ॥
ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন	নয়নে কেবল, নীল উতপল, মুখ শতদল দিয়ে গড়িল।
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।	কুন্দে দন্তপাতি, রাখিয়াছে গাঁথি, অধরে নবীন পল্লব দিল ॥
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা	শরীর সকল, চম্পকের দল, দিয়ে অবিকল, বিধি রচিল।
কান্তে, কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ ॥	তাই ভাবি মনে, ওলো কি কারণে, পাষাণে তোমার মন গড়িল ॥

আবার স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের রোমাবতীর ভাষা ও তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। উদাহরণ দেখুন—,

"যেরূপ চিরপ্রোষিত পুত্রের গৃহাগমনের নিমিত্ত মাতা, দূরদেশবর্ত্তী প্রিয়সুহৃদের সংবাদ প্রাপ্তির জন্য প্রণয়ী, নভস্যোদিত মেঘমালার প্রতি অবগ্রহক্লেশিত কৃষক, এবং সুদীর্ঘকাল-ঘনাবৃত রবিবিম্বের প্রতি জীবলোক নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রজাগণ মহিষীর প্রসবদিনের প্রতি প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। অনন্তর নিয়মিত সময়ে রাজ্ঞীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা তাবৎলোকই রাজপুত্র অবলোকন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রাজভবনে উপস্থিত হইতে লাগিল। রামাগণ শঙ্খহস্ত হইয়া সূতিকাগারের প্রাঙ্গণভূমিতে দণ্ডায়মান রহিল। বাদ্যকরেরা নানাবিধ মঙ্গলবাদ্য গ্রহণপূর্ব্বক বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত হইল। নর্ত্তকীরা রঙ্গদর্শনোপযোগী মনোহর বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া নৃত্যশালায় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র দীন, দরিদ্র, অনাথ, অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ প্রভৃতি নিরাশ্রয় লোকেরা প্রীতিদায়প্রাপ্ত্যভিলাষে আগমন করত রাজভবন ও রথ্যা সংবাধ করিয়া তুলিল।"—৺রামগতি ন্যায়রত্ন-প্রণীত রোমাবতী।

"চম্পাই নগরে চাঁদ সওদাগর নামক এক গন্ধবণিক্ মনসা দেবীর প্রতি অত্যন্ত দ্বেষ

করিতেন। এই জন্ম মনসার কোপে তাঁহার ছয় পুত্র নষ্ট হয় এবং তিনিও নিজে বাণিজ্যে গমন করিয়া সমুদয় পণ্য দ্রব্য হারাইয়া বহুবিধ ক্লেশ পান। তথাপি মনসা দেবীকে গালি দিতে নিবৃত্ত হন না। পরিশেষে লখিন্দর নামে সওদাগরের এক পুত্র জন্মে এবং নিছনি নগরবাসী সায় বেণের কন্যা বেহুলার সহিত সেই পুত্রের বিবাহ হয়। মনসা দেবীর কোপে বিবাহরাত্রিতেই সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হইবে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়া চাঁদ সওদাগর সাতাই পর্ব্বতের উপরিভাগে তাহার নিমিত্ত লৌহময় বাসরঘর প্রস্তুত করিয়া রাখেন। মনসার সহিত বাদ সহজ কথা নহে! বরকন্যা রাত্রিতে তথায় যাইয়া শয়ন করিলেও সর্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হয়।"—৺রামগতি ন্যায়রত্নপ্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব।

এ ত গেল পূর্ব্বকালের কথা। বর্ত্তমানের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথেরও বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় রচনায় রীতি-বিভিন্নতা পরিস্ফুট। আর অধিক উদাহরণ অনাবশ্যক।

অতঃপর কৃষ্ণকীর্ত্তনের দুএকটা পদ লইয়া দেখাইব যে, যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সে কবির রচনা-ভঙ্গীতে যে প্রভেদ উপজাত হইতে পারে, তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী ও কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাপ্ত পদাবলীতে নাই। কবির যৌবনে কৃষ্ণকীর্ত্তন রচিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে যৌবন-সুলভ চপলতা, পরকীয়াপ্রীতিরীতি ও তদনুরূপ বর্ণনা আছে। প্রৌঢ় বয়সে রচিত এবং পঞ্চ শতাব্দীর গায়ক-সম্প্রদায়ের সংস্কার-পূত প্রচলিত পদাবলীর বিরহাংশই অতি মধুর। কিন্তু পূর্ব্বরাগাদিতে কৃষ্ণকীর্ত্তনেরই অনুরূপ ভাব ও ভাষা অনেক স্থলেই পাওয়া যায়। তবে কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলীর ভাব আধুনিক রুচিতে কতকটা অশ্লীল ভাবাপন্ন বটে। সেটার জন্ম কবির যৌবনের উদ্দামতা ও রজকিনী-প্রীতিই দায়ী। এই স্থলে আমরা দুএকটা উদাহরণ সংগ্রহ করিলাম।

বরাড়ী।

বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
আইলেন ভানুর মহলে।
খুলি হাঁড়ি ঢাকনি, বাহির করয়ে ফণী,
তুলিয়া লইল এক গলে॥
বিষহরি বলি দেয় কর।
শুনিয়া যতেক বালা, দেখিতে আইল খেলা,
খেলাইছে মাল পুরন্দর॥
সাপিনীরে দেয় খোব, সাপিনী বাঢ়য়ে কোব,
দম্ভ করি উঠি ধরে ফণা।
অঙ্গুলি মুড়িয়া যায়, সাপিনী ফিরিয়া চায়,
ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপন॥

খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন,
কহে "তুমি থাক কোন্ স্থানে ?"
"থাকি বনের ভিতরে, নাগ-দমন বিলে মোরে,
নাম মোর জানে সব জনে ॥
বসন মাগিবার তরে, আইনু তোমার ঘরে,
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।
ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল একখানি পাব,
দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি ॥"
"বটের ভিখারী হও, বহুমূল্য নিতে চাও,
নাহিলে শোভিত চায় বটে।
বনে থাক সাপ ধর, ে‍না পরিধান কর,
সদাই বেড়াও নদীতটে ॥"
বেদে কহে ধীরে ধীরে, "তোমার বস্ত্র নিব শিরে,
মনে মোর হবে বড় সুখ।
তোমার সঙ্গ করিতে, অভিলাষ হয় চিতে,
তুমি যদি না বাসহ দুখ ॥"
"চুপ করে থাক বেদে, যা পাও তা নাও সেধে,
ভরমে ভরমে যাও ঘরে।"
"চুরি দারি নাহি করি, ভিক্ষা করি পেট ভরি,
আমি ভয় করিব কাহারে ?
তোমা লঞা করি ক্রীড়া, তুমি কেন মান পীড়া,
সুখী কর এ দুখিয়া জনে।"
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়,
বুঝিয়া দেখহ আপন মনে ॥

এই পদ এবং ঈদৃশ বহু পদ কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক পদ-সমূহের অভিব্যক্তিজাত। পদাবলীতে কৃষ্ণের দৌত্যের প্রকারভেদ আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কিন্তু রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই দূতী। কৃষ্ণকীর্ত্তনে অস্ফুটযৌবনা, দ্বাদশবর্ষীয়া রাধা যে ভাবে কথোপকথন করিতেছে, তাহাই স্বাভাবিক। অন্যথা অস্বাভাবিক হইত। উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক একটা পদ দেখুন,—

"আইস গোঁআলিনী বইস কদম্বের তলে
সব তত্ত্ব কহোঁ মোঁ তোহ্মারে।

কয় কুল আঁ বাটে   কাহ্ন মাহাদানী বাটে
কোণ বুধি কোণ পবকারে ॥১॥"
"সুণ তোঁ নিলজ কাহ্ন   কিসক সাধহ দান
কোন বিথু বথুর উপরে।
জীবারে নারহ যবেঁ   হেনক কবহ তবেঁ
ভিক্ষা মাঙ্গহ ঘরে ঘরে ॥২॥"
"আইহন সে জীএ কিকে   হেন নারী পাঠাএ বিকে
গোপজাতী ধনের কাতরে।
যার ঘরে হেন নারী   সে কেহ্নে ধন ভিখারী
তোহ্মা বান্ধা দেউ মোর ঘরে ॥"
"হুইএ আহ্মে গোপজাতী   পতি ছাড়ী নাহিঁ গতী
ঘৃত দুধেঁ সাজিএ পসারে।
তোহ্মে বাখোআল শুনে   কড়া চাবী কড়ী ধনে
আপণাক জাণই ঈশ্বরে ॥"
"তোঁএ সে গোআলজায়া   না বুঝসি মোর মায়া
আহ্মে ত্রিভুবনে আধিকারী।
আছোঁ গোপরূপ ধরী   আহ্মে যবেঁ মন করী
তোহ্মাহো কিণিতেঁ তবেঁ পারী ॥"
"যেবা হএ বড় জনে   তার নহে হেন মনে
বুঝিলোঁ মো তোহ্মাব বচনে।
পুণ্য থুইআঁ এক ভিতে   পাপে মজাইআঁ চিতে
আতীধনী হআঁ সাধ দানে ॥"
"স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে   মোর দান সর্ব্বকালে
তোর আশে আছোঁ এহা পথে।
এতোঁ যবেঁ যৌবন   রাখিবারে কর মন
বান্ধিআঁ থুইবোঁ দুঈ হাথে ॥"
"শুণহ মোহোর বচন   নটকু টেণ্টন কাহ্ন
কেহ্নে কর আপমানকে বাটে।
তোর কি বাড়িছে আছোঁ   তোর কিরা স্বত খাওঁ
না মানসি কংস রাজপাটে ॥"
"হইএ আহ্মে দামোদর   মারিলোঁ আহ্মের বর
কুড় দাপ দেখাসসি মোরে।

মারিবোঁ কংস আসুর তোর বাপ করোঁ চুর
দেখোঁ কেবা পড়িখাএ তোরে ॥"
"হুঅ গরু রাখোআল বোল আকাশ পাতাল
তা সুণি কেবা পাতিআএ।
তোহ্মে বাটে মাহাদানী মোহোঁ আইহন রাণী
বল কৈলেঁ আণাইবোঁ রাজাএ ॥"
"রাধা হে তোর বলে ভাণ্ড ভাঁগিআ সকলে
দধি খাইবোঁ আপন ইছাএ।"
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ ল
বড়ু চণ্ডীদাসে গাএ ॥

আর একটা পদ তাহার আধুনিক বিকৃতি সহ পাওয়া গিয়াছে। বসন্তবাবু টীকায় আধুনিক রূপ সংযোজিত করিয়াছেন। নিম্নে উভয় পদই প্রদত্ত হইল। ইহাদের তুলনায় পরিষ্কার দেখা যাইবে যে, একটী অন্যের বিকৃতি, যুগান্তরের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, লিপিকর ও গায়ক-সম্প্রদায়ের রুচি অনুসারে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে। তুলনায় সুবিধার জন্য পাশাপাশি লিখিত হইল।

কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ	আধুনিক পদ
দেখিলোঁ প্রথম নিশী	প্রথম প্রহর নিশি
সপন সুন তোঁ বসি	সুস্বপন দেখি বসি
সব কথাকহিআবোঁ তোহ্মারে হে।	সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিআঁ কদমতলে	বসিয়া কদম্বতলে
সে কৃষ্ণ করিল কোলে	সে কানু করেছে কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥১॥	চুম্ব দিয়া বদন উপরে ॥১॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।	
সে কৃষ্ণ আণিআঁ দেহ মোরে হে ॥ধ্রু॥	
লেপিআঁ তনু চন্দনে	অঙ্গে দিয়া চন্দন
বুলিআঁ তবেঁ বচনে	বলে মধুর বচন
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।	আর বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী	চাহিলেন সুরতি
না দিলোঁ মোঁ আনুমতী	নাহি দিল পাপমতি
দেখিলোঁ মোঁ দুঅজ পহরে ॥ ২॥	দেখিল কৃষ্ণ দোজি প্রহরে ॥২॥
তিঅজ পহর নিশী	তৃতীয় প্রহর নিশি
মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী	মুই কৃষ্ণকোলে বসি

নেহালিলোঁ তাহার বদনে	নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।
ঈসত বদন করী	ঈষৎ হাসন করি
মন মোর নিল হরী	প্রাণ মোর নিল হরি
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥৩॥	বিয়াকুল হইল মদনে ॥৩॥
চউঠ পহরে কাহ্নু	চতুর্থ প্রহরে কান
করিল আধর পান	করিল অধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।	মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিল নাদে	দারুণ কোকিল নাদে
ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে	ভাঙ্গিল আমার নিদেঁ
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥৪॥	রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥৪॥

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বিকৃতিতে দুই এক স্থল দুর্ব্বোধ হইয়াছে। আর একটী পদের অনুবাদ করা যাউক।

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে।	কেবা বাঁশী বাজায় বড়াই কালিন্দীর কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥	কেবা বাঁশী বাজায় বড়াই এ গোষ্ঠ গোকুলে ॥
আকুল করিল মোর বেআকুল মন।	আকুল করিল আমার বেয়াকুল মন।
বাঁশীর শবদে মোঁ আউলাইলোঁ রান্ধন ॥	বাঁশী শুনি আকুলিত করিলাম রন্ধন ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।	কেবা বাঁশী বাজায় বড়াই সেবা কোন্ জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপণা ॥	দাসী হয়ে তার পায়ে সঁপিব আপনা ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।	কেবা বাঁশী বাজায় বড়াই চিত্তেতে হরষ।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে ॥	তার পায়ে কৈনু হাম বল কোন দোষ ॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।	অঝর ঝরিছে আমার নয়নের পানি।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী ॥	বাঁশীর শব্দেতে আমি হারাই পরাণী ॥

যোগেশ বাবু একটু সদয় সমালোচনা করিলেই দেখিতে পাইতেন যে, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন ও প্রচলিত পদাবলীতে ভাবগত বা ভাষাগত তেমন কিছু প্রভেদ নাই। যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সে অভিন্ন ব্যক্তির রচনা-ভঙ্গীতে যে প্রভেদ থাকা স্বাভাবিক, তাহাই আছে। যোগেশ বাবুর ন্যায় সবিশেষ কৃতবিদ্য ব্যক্তি—যাঁহাকে আমরা বঙ্গভাষার স্রষ্টৃবর্গের মধ্যে অন্যতম বলিয়া মনে করি ও শ্রদ্ধা করি, তিনি যে এতটা কঠোর ও চার্ব্বাক-মতাবলম্বী হইলেন, ইহা আমাদের দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। আজ মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষা বুঝি বা সত্য সত্যই বেওয়ারিশ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, তিনি ইচ্ছা করিয়াই সাহিত্যকুঞ্জে একটা ওলট-পালট, একটা প্রলয়-কাণ্ডের সৃষ্টি করিবার জন্যই এবার লিপি চালনা করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে সাম্যের অভাব হইলেই যে বিভিন্নতা প্রতিপাদন হয় না, তাহাও কি যোগেশ বাবুকে এত করিয়া বুঝাইতে হয়? তবে আর একটা কথা মনে পড়ে। স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন, কৃষ্ণ-

কীর্ত্তন লইয়া অন্ততঃ দশ বৎসর পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলিবে। তবে কি যোগেশবাবু এই প্রবন্ধ দ্বারা সেই লড়াইয়ের সূচনা করিয়া দিলেন? সে যাহাই হউক, তাহা হইলেও আমরা বলিব যে, তিনি অনাবশ্যক ভাবে নিষ্ঠুর হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার ভাষায় বিদ্রূপের ভাবও পরিস্ফুট। তিনি লিখিয়াছেন যে, গ্রন্থ সম্পাদনে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ছাপিতে পাতার এক পিঠ ভরিয়া গিয়াছে। ইহার মর্ম্মার্থ বোধ হয় সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছি না। তবে ইহা নিশ্চয় বুঝি যে, তাঁহার উদ্দেশ্য হয় ত মঙ্গলময়। কিন্তু ভাষার ভঙ্গী সে উদ্দেশ্য ঢাকিয়া, বিদ্রূপের ভাব ব্যক্ত করিয়া দিয়াছে।

কাল ও দেশ ও কবি নির্দ্দেশ করিয়া এত পুরাণো পুথি অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই? 'হয় নাই' উচ্চারণ করা কখনই নিরাপদ্ নহে। যাহা হইয়াছে, তাহাই আমাদের বিবেচনা ও বুদ্ধির আয়ত্ত। অস্তিত্বের জ্ঞানই আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য। অনস্তিত্বের জ্ঞান আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আচার্য্য মোক্ষমুলর এইরূপ একটা 'হয় নাই' বলিয়া বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কোনওরূপ বিদ্যাচর্চ্চা হয় নাই। সাহিত্য ও কাব্যের ইতিহাসে এই যুগটাকে তিনি একটা অস্তিত্ববিহীন শূন্য আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছিলেন। গবেষণা ও অনুসন্ধান এক্ষণে বিপরীত মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতিতে তারিখ-দেওয়া কাব্য ও প্রশস্তি এত প্রকাশ পাইল যে, কাব্যানুশীলনের অভাব অসম্ভাবিত বলিয়া প্রমাণিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু লুপ্ত গ্রন্থেরও উদ্ধার হইতে লাগিল। তবে মোক্ষমুলরের একটা কৈফিয়ৎ ছিল। তিনি এ দেশের কৃতবিদ্যগণের অনভীপ্সিত একটা মত স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচলিত করিলে, পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই বাধিয়া একটা ইতিহাসের উদ্ধার হইবে। এ কথা তিনি স্বীকারও করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

পুথিখানা যখন পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত আছে, তখন লোকলোচনের অন্তরালে নাই। যোগেশ বাবু যদি পরিষদে আসিয়া পুথিখানা দেখিয়া যান এবং তাহা হইতে একটা কিছু অনুমান খাড়া করিয়া তুলেন, তাহা হইলে বোধ হয়, পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা-কাটাকাটি চলে এবং তাহার ফলে সত্য আবিষ্কার কোন দিন না কোন দিন হইলেও হইতে পারে। নতুবা দেশকাল সম্বন্ধে প্রশ্নের সমাধান বড় কঠিন কাজ।

তিনি বলিয়াছেন, "এই বিচার সংস্কারক ও তাঁহার সহায়কবর্গের প্রীতিকর করিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের মতি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, যুক্তি ও ন্যায় পীড়িত করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় লেখা ও ছাপা গ্রন্থের মানমর্য্যাদা কিছুমাত্র খর্ব্ব দেখিতে পারি না।"

আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রীতিকর না করিতে পারাটা তাঁহার যোগ্যতা ও ন্যায়ের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। বিচার-বিতর্কে কটূক্তি বর্ষণ মহানুভবতা খর্ব্ব করে। 'মতি' শব্দের অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলাম না। যদি 'মতি' শব্দের অর্থ 'অভিমত' হয়, আর তাহা যদি অযৌক্তিক ও ভিত্তিশূন্য হয়, তবে তাহা হইতে ন্যায় বা moralityর পীড়া

কি প্রকারে আসিতে পারে ? বাঙ্গালা ভাষার ছাপা ও বাঙ্গালা ভাষায় লেখা গ্রন্থের মান-মর্য্যাদা খর্ব্ব হইল কিসে ? কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদন বা প্রকাশ অনুচিত হইল কিসে ? তাহা রায় বাহাদুর মহাশয় বুঝাইয়া দিলে আনন্দিত হইতাম ।

১। প্রাপ্ত পুথির বয়স ও দেশবিচারে বাহু প্রমাণ। ৩—১০। লিপিতত্ত্ব ও পুথির লিপিকাল নির্ণয়-চেষ্টায় কৃষ্ণকার্ত্তনের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় ও গ্রন্থসম্পাদক যে মতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা উড়াইয়া দিবার জন্য সংশয়কারী পরিষৎ-পত্রিকার পাঁচ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি নিজে কোনও নির্ণয় করেন নাই। প্রতিষ্ঠিত মতটা চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে তাঁহার এত আনন্দ হইল যে, তিনি কল্পনার পর কল্পনার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন, বহু অবান্তর কথা বলিলেন এবং রাখালবাবু ও বসন্তবাবুকে কটূক্তিও করিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি নূতন একটা কিছু গড়িয়া তুলিবার আনন্দ উপভোগ করিবার ইচ্ছাও করিলেন না। অথচ ‘ভাঙ্গা সহজ, গড়া কঠিন ?’

তাঁহার এই বিচারের দফাওয়ারি উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি। পুথি ও লিপিকাল বিষয়ে আমাদের যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাই এ স্থলে উপস্থিত করিলাম।

রাখালবাবু লিপি পরীক্ষা করিয়া যে ফলাফল জানাইয়াছেন, তাহা হইতে আমরা অভ্রান্ত সত্য এইটুকু পাই যে, "১৩৮৫খ্রীঃ—১৪৯৯খ্রীঃ মধ্যে লিখিত কেম্ব্রিজে সংরক্ষিত কয়েকখানি পুথিতে যে প্রকার অক্ষর আছে, তাহার সহিত তুলনায় কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিতে প্রাপ্ত কতকগুলি অক্ষর প্রাচীনতর।" ইহা হইতে রাখালবাবু অনুমান করিয়াছেন, ১৩৮৫ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বেই—১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ঐ পুথি লিখিত হইয়াছিল। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্বভাগে চণ্ডীদাসের জন্ম হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে আমরা প্রমাণ কিছুই পাই নাই। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনে যদি ঐতিহাসিক সত্য থাকে, তবে ১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে চণ্ডীদাসকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারি না। কারণ, আমরা জানি, ১৪৫৬ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাপতি ভাগবত গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং ১৪০০খ্রীঃ অব্দে বিসফি গ্রাম দানে পাইয়াছিলেন। তাঁহার হস্তলিখিত ভাগবতের অনুলিপি এবং বিসফি গ্রামের দানপত্র এখন সংরক্ষিত আছে। এই কারণে আমরা বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের মিলন খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করি। তাহা হইলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অনুলিপি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হয় নাই বলিতে হয়। বিশেষতঃ বীরভূমের কবির কাব্যের অনুলিপি যখন বিষ্ণুপুরে পাওয়া যাইতেছে, তখন কিছু সময় (অর্থাৎ রচনার পর অন্তত পক্ষে ২৫।৩০ বৎসর) ঐ জন্য ছাড়িয়া দিতে হয়। এই অনুমান গ্রহণ করিবার পক্ষে বাধা এই যে, ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বের যদি হস্তাক্ষরটা হয়, তবে লিপিকাল পঞ্চদশ শতাব্দী কি প্রকারে হয় ? এই বাধাটুকু উপেক্ষাই করিতে হইবে। কারণ, অন্যথা ঐতিহাসিক

ঘটনার সহিত বিরোধ ঘটে। আর লিপিকরের বয়স একটু বেশী ধরিলে, যে লিপিকর ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লিখিতে শিখিয়াছে, তাহার হস্তাক্ষর পরিবর্ত্তিত হইবে না। এরূপ কল্পনায় ১৪০০ খৃষ্টাব্দের পর ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে কোনও সময়ে ঐ পুথি লেখা হইয়া থাকিতে পারে—যদি মনুষ্যের পরমায়ু শত বর্ষ ধরা যায়।

এই স্থলে অনুসন্ধেয় হইতেছে দুইটি বিষয়। ১। পুথিখানা চণ্ডীদাসের স্বহস্তলিখিত কি না? এবং ২। সালতোড়া গ্রাম বাস্তবিক তাঁহার মাতুলালয় কি না? আমরা কিন্তু লেখাটাকে চণ্ডীদাসের স্বহস্তের বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, পুথির সংস্কৃত অংশে বহু বর্ণাশুদ্ধি পাইয়াছিলাম। ছাতনা গ্রামে মাতুলালয় হইলে এবং মাতুলালয়ে অবস্থিতি-কালে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা হইলে, সময়টা কতক খাপ খায়। যোগেশ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে দুই একটি কথা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

বসন্তবাবু ৮০০ পুথি দেখিয়াছেন কি না, আমরা জানি না। কাগজ ও কালী দেখিয়া লেখার বয়স অনুমান অভ্রান্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে সে কাজটাও যোগেশ বাবুর অসাধ্য ছিল না। "লৌহ মঞ্জুষায় রক্ষিত হইলেও কাগজ ৫০০ বৎসর টিকে না" এ কথা আমরা নিঃসন্দিগ্ধ বলিয়া মনে করি না। বিদ্যাপতির হস্তলিখিত পুথি ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে, কুমারপাল-চরিতের একখানি পুথি ১৪১৪ খৃঃ হইতে, বিসফির দানপত্র ১৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে রক্ষিত আছে। কি প্রকারে রক্ষিত ছিল, জানি না। পুথিখানির ভিতরে একটা কাগজের টুকরায় লেখা ছিল যে কোনও ব্যক্তি বিষ্ণুপুর রাজলাইব্রেরী হইতে কোনও নির্দ্দিষ্ট তারিখে পুথিখানি ধার করিয়া লইতেছে। পুথিখানির পক্ষে কায়েথী লেখার দেশে বিচরণপূর্ব্বক তদ্দেশীয় আচার-ব্যবহার শিক্ষা ও হিজিবিজি চিহ্ন অঙ্গে বহন করিয়া ফিরিয়া আসা অসম্ভব। পুথির আকরের বিষয় যোগেশবাবুকে অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করি।

২। আভ্যন্তর প্রমাণ

(ক) শব্দের বানান-বিচার

১১। আমরা বুঝি, প্রাচীন পুথির বানান শুদ্ধ, কি অশুদ্ধ, তাহা বলিবার অধিকারী আমরা নহি। বানানে অনিয়মটাই নিয়ম কি না, তাহা এখন নির্ণয়-সাপেক্ষ। এ নির্ণয়ে সবিশেষ পরিশ্রম আবশ্যক। ইহাতে কত পরিশ্রম চাই, কত বিদ্যাবত্তা চাই, কত উপকরণ চাই, তাহা এক কথায় বলা যায় না। কলনাদিনী স্রোতস্বতীতীরে, নিভৃত নিকুঞ্জে, বিহঙ্গকূজনে মুগ্ধ না হইলে কবিতা-রচনায় কবির ভাব আসে না। কিন্তু ওরূপ স্থলে ও ওরূপ উপায়ে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আদৌ সম্ভবপর নহে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে পুথি ঘাঁটিতে হইবে, পুথির ধূলায় ধূসরিতাঙ্গ হইতে হইবে, আহারনিদ্রা ভুলিতে হইবে। বানানের বিভীষিকায় অনেক সময়েই হাল ছাড়িয়া দিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে; কিন্তু ছাড়িলে ফললাভ হইবে

না। বিনা উপকরণে ভাষাতত্ত্ব আলোচনা ফল প্রসব করে না। বরং কল্পনার উর্ব্বরতায় অসংখ্য আগাছার উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। সুচতুর কৃষক তাঁহার চাষের ক্ষেতে আগাছা জন্মিতে দিবেন না। প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়মে যে আগাছা জন্মিবে, অস্ত্রের সাহায্যে তাহার উৎপাটন করাইয়া লইবেন। ধ্বনির দ্যোতক বসাইলেই সকল সময়ে বানান হয় না। বহু স্থলে বর্ত্তমান সময়েও আমরা বানানে বিভ্রাট দেখি। সংস্কৃত প্রাকৃত, বাঙ্গালা ইংরাজী, হিন্দী পার্সী—সকল ভাষাতেই এ নিয়ম অল্পবিস্তর একই রূপ। উদাহরণ,—

অশোক, অশোগ; আশোত, আশোদ, অশ্বথ; আওটা, আওট, আওড়া, আওড়, আওতা (আ+√বৃত); উপকার, উবগার; অপগুণ, অবগুণ; আকাশ, আগাশ; কাক, কাগ; বক, বগ, বগা; শকুনি, শকুন্ত, শগুন, শুগুনি, শুকুনি; শাক, শাগ; চাথা, চাকা; বাপা, বাবা, বাপু, বপ্র; খারাপ, খরাপ, খরাব, খরাপ, খরাবী, খরাপী, খারাবী, খারাপী; কপাট, কবাট, কেবাড়; বখশিশ, বখশিস, বখশিষ, বখসিস, বখসিশ, বখসিষ, বকশিশ, বকশিস, বকশিষ, বকসিস, বকসিশ, বকসিষ; অপমান, অবমান; অপচয়, অবচয়; অপগুণ, অবগুণ; বাদশা, পাদশা, বাদসা, বাদসাহ, পাদসা, পাদসাহ ইত্যাদি; বড়িশ, বড়িশী, বড়িশা, বড়িশ, ড়শী, বরিশী, বলিশ; ব্রলন্তি, ব্রড়ন্তি, ব্রলন্তি, ব্রড়ন্তি; ব্রলাক, ব্রলাকা, বলাক, ব্রলাকা; বাষ্প, ব্রাষ্প, বাষ্প, ব্রাষ্প; বিস, বিষ, বিশ, বিস, বিষ (মৃণাল); বিসঙ্কট, বিশঙ্কট; ব্রাণিজ, বাণিজ; বর্হ, বর্হা, বর্হ, বর্হা; বর্হিণ, বর্হিণ, বর্হী, বর্হী; Buckles, বকলস, বগলস, Govrnment, গবর্ণমেণ্ট, গবর্মেণ্ট; train, ট্রেণ, টাইন; শক্তু, সক্তু; সফর, সফরী, শফর, শফরী; শম্ব, সম্ব, (দ্বিতীয়বার কর্ষণ); শম্বর, সম্বর; শম্বল, সম্বল; শর, সর (খাগড়া); শরট, সরট; শরণি, সরণি, শরণী, সরণী, সরান, শরান, সরাণ, শরাণ, (চলিবার পথ); শরা, সরা, সরাব, শরাব; শরাটি, শরাশি, শরাতি, শরারি, শরাসি, শরালী, শরালি, সরালি, সরালী, সরাইল, শরাইল (পক্ষিবিশেষ); সর্ব্বরী, শর্ব্বরী, সর্বরী, শর্বরী; শাল, সাল, শাল্ল, সাল্ল, সর্জ, সর্জ্জ (তরুবিশেষ); শালু, শালুক, শালুক, সালু, সালুক, সালুক (সুঁদির মূল); শাবর, সাবর; শিক্থ, শিক্থক, সিক্থ, সিক্থক (মোম, গ্রাস); শিতি, সিতি (white); শিপ্রা, সিপ্রা (নদীবিশেষ); শিম্ব, শিম্বি, শিম্বিকা, শিম্বী, শিম, সিম, ছিম; শীতা, সীতা; শীৎকার, শীৎকৃত, সীৎকার, সীৎকৃত; শীধু, শীধু, সীধু, সীধু; শীধুগন্ধ, সীধুগন্ধ; সৈবাল, শৈবাল; শরণ্ড, সরণ্ড; সরণ্যু, শরণ্যু; শরম, সরম; সরল, শরল (বৃক্ষবিশেষ); সিতিকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ; বড়ুবা, বঁড়ুবা, বড়বা, বড়ুবা; বধ, বধ; বধু, বধু, বহু, বহু, বৌ, বউ, বো; এইরূপ বল, বল; বলক্ষ, বলক্ষ ইত্যাদি। নেহ, লেহ, নেহা, লেহা, সনেহ, সেনেহ, সনেহা, সেনেহা; নাওয়া, লাওয়া, নাহান, স্নান; লিতে, নিতে, লওয়া, নেওয়া। পণ্ডিতগণের কথা-কাটাকাটিতে ফাল্গুন, গগন, ফেন শব্দের উভয় নকার দিয়া বানান সিদ্ধ হইয়াছে। পাণিনিকেও বহু বানাম বিকল্পে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইয়াছে। অনেক স্থলে তিনি বহু আচার্য্যের দোহাই দিয়া প্রয়োগদ্বৈত সিদ্ধ করিয়াছেন। যাস্ক এবং সায়ণাচার্য্যও এ নিয়মের বাহিরে যাইতে পারেন

নাই। প্রাকৃতের ত কথাই নাই। প্রাকৃত ব্যাকরণের আমূলান্ত বহুলাধিকার বৈকল্পিক। আবার প্রাকৃত ভাষাও বহুবিধ। শ ষ স, ন ণ, য জ বর্ণশিক্ষার্থীদিগের ভীতির কারণ।

এই সকল বর্ণ-বিভ্রাটের মধ্যে 'এই বানানটী শুদ্ধ, এইটী অশুদ্ধ' এ কথা বলা যায় না, বিশেষতঃ পরিবর্ত্তনের যুগে। এখানে "নিয়মানুবর্ত্তিতা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম" নহে। তাহা হইলে আদালতের লেখকগণকে হয় মানব-পর্য্যায়ের বহির্ভূত, না হয় স্বভাবপর্য্যায়ের বহির্ভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই সকলের নির্ণয় না হইলে "নিয়মভঙ্গতা" সে কালে নিয়ম ছিল কি না, কি প্রকারে বলা যায়?

ভূত ও বর্ত্তমান পৃথক্ জিনিস। ভূত কালের ব্যবহার বর্ত্তমান কালের ব্যবহার দ্বারা পরীক্ষিত হইতে পারে না। বর্ত্তমানে যাহা রুচিসঙ্গত, অতীত কালে তাহা রুচিসঙ্গত না থাকিতে পারে। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে প্রাপ্ত রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি বা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর সে কালে লোকের রুচিকর ছিল। তাই কবিগণের এত খ্যাতি, এত প্রতিপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু এ কালে ওরূপ বর্ণনা আমাদের রুচি বিরুদ্ধ হওয়াতেই আমরা এ সকল উপাদেয় গ্রন্থের সমালোচকগণের মুখে অশ্লীলতাদি দোষের কথা শুনিতে পাই। যাহাই হউক, সে কালের বানানের শুদ্ধাশুদ্ধত্বের পরীক্ষা এ কালের বানানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা হইতে পারে না। তাহা হইলে সকল পুথিতেই অশুদ্ধতা-দোষ জুটিবে এবং শুদ্ধ বলিয়া একটা জিনিস পাওয়া যাইবে না। সকল লেখকের পক্ষেই এক সমালোচনা যুক্ত হইবে—"অক্ষরের ছাঁদ ভাল, অথচ সমাবেশ ভুল। লিপিকর হাতের ছাঁদ অভ্যাস করিত, বানান শিখিত না।" অর্থাৎ কি না, সকলেই অনভিজ্ঞ ও মূর্খ ছিল।

এ স্থলে আর একটা কথা বলিতে হয়। ভাষাবিজ্ঞানের মূল ইতিহাসে। ইহার উপকরণ 'এই ছিল এই আছে।' 'এই হওয়া উচিত ছিল' ভাষা-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞার বহির্ভূত। যাহা ছিল, তাহার সহিত যাহা আছে, তাহার তুলনা এই বিজ্ঞানের অপর কার্য্য। এই ক্ষেত্রে কল্পনা আছে এবং কল্পনার দ্বারা কারণ নির্দ্দেশ হয়। কিন্তু সে নির্ণয়ও আবার ঐ ইতিহাসলব্ধ উপকরণান্তরের সহিত তুলনামূলক পরীক্ষাসাপেক্ষ। এই কথাটী আমরা অনেক সময়েই বিস্মৃত হই। সেই জন্য বিবিধ ভ্রমে পতিত হই।

১২। যোগেশ বাবু যে সকল বানান উদ্ধৃত করিয়া এ স্থলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকরের নিন্দা করিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ, কি অশুদ্ধ এবং তাহার বিভিন্নতার কোনও হেতু আছে কি না, তাহা বিচার্য্য। এ স্থলে তাঁহার নিন্দাবাদের হেতুতে প্রমাদ আছে। আমরা তাঁহাকে এ বিষয়ে তুলসীদাসের রামায়ণ ও তৎসহ প্রাকৃত পৈঙ্গল ও আমাদের বিদ্যাপতির একটু খুঁটি-নাটি করিতে বলি। তিনি এই সকল গ্রন্থে একই পদের জন্য অসংখ্য রূপ অনুমোদিত হইয়াছে, দেখিতে পাইবেন।

১৩। যোগেশ বাবুর উক্তি এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া সমালোচনা করিতে হইল। তিনি লিখিয়াছেন,—"সংস্কারকের নিকট এই বানান-বিভীষিকা সহজবোধ্য হইয়াছে। তিনি

লিখিয়াছেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে' প্রাকৃত এবং তজ্জাত শব্দসংখ্যাই অধিক ; সংস্কৃত শব্দের ভাগ অতি অল্প। সেই হেতু বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালী কিছু বিচিত্র।" যুক্তিটা নূতন বটে। তাঁহার বিবেচনায় "প্রাকৃত" শব্দের বানানে নিয়ম ছিল না। কিন্তু "সংস্কৃত" শব্দের বানানেও কি অনিয়ম ছিল? তাঁহার উক্তি প্রমাণ-সাপেক্ষ। আর, বিচার্য্য বস্তুকে প্রমাণ ধরিতে পারা যায় না।

আমার বোধ হইয়াছে, সংস্কারক মহাশয় প্রথমে কামনার বশ্যতা স্বীকার করার পরে ব্যাখ্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি কামনা করিয়াছেন, প্রাপ্ত পুথীখানি বড় চণ্ডীদাসের। ইহাতে চণ্ডীদাসের "খাঁটি ভাষা" আছে। কবি মূর্খ ছিলেন না, পরন্তু সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। নতুবা সংস্কৃত শ্লোক রচিতে পারিতেন না। অতএব আমাদের চোখে যে বানান ভুল বোধ হইতেছে, তাহা বস্তুতঃ অশুদ্ধ নহে। যথা, এই পুথীতে ন ও শ স্থানে যে ণ ও স আছে, তাহা শৌরসেনী "প্রাকৃতে"র প্রভাব। সে "প্রাকৃতে" ণ-কার ও স-কার উচ্চারিত হইত। কিন্তু সংশয় এই, সর্ব্বত্র সে প্রভাব থাকিল না কেন? ইহার উত্তর, শ বানান, মাগধী "প্রাকৃতে"র প্রভাব, ন বানান পৈশাচী "প্রাকৃতে"র প্রভাব। এইরূপ-হ-রি স্থানে যে হ-রী বাঁনান আছে, তাহা মহারাষ্ট্রী "প্রাকৃতে"র প্রভাব, ইত্যাদি। এইরূপ ব্যাখ্যা, জানি না কেন, এত পণ্ডিতকে প্রলুব্ধ করে। বোধ হয়, শাস্ত্রপ্রবৃত্তি দ্বারা তর্ক-বিদ্যা পরাজিত হয়। যেহেতু শাস্ত্রে লিখিত আছে, অতএব ইহা সে-ই—এই যে যুক্তিহীন বিচার, তাহা শাস্ত্র-প্রবৃত্তির লক্ষণ। শাস্ত্র-প্রবৃত্তির একটা গুণ আছে, অনায়াসে চিত্তের প্রসাদ জন্মে। ইহাতে কিন্তু অন্বেষণা পরাস্ত হয়, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ প্রচ্ছন্ন হয়। "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র সংস্কারক নানা প্রবন্ধে বলিতে চান, যেহেতু এই গ্রন্থে "প্রাকৃত" ও "তজ্জাত" শব্দের সংখ্যা অধিক, সেহেতু ইহা বহু প্রাচীন। সম্প্রতি ইহাতেও আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যখন দেখি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র ভাষায়, ব্যাকরণে ও শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্দেশে সেই "প্রাকৃতে"র ধুআ, তখন তাঁহার "প্রাকৃত" সংজ্ঞার লক্ষণ পাইতে চাই। অনুমানের অবয়ব-ক্রমে তাঁহার কামনা প্রকাশ করি। (১) "প্রাকৃত" শব্দ পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল (পরকালে ছিল না?); (২) এই পুথীতে "প্রাকৃত" শব্দ আছে; (৩) অতএব এই পুথী পূর্ব্বকালে রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উদাহরণ ও হেতু, দুই অবয়বেই সন্দেহ। 'পূর্ব্বকাল' অর্থে কোন্ কাল, তাহা বলিতে হইবে; "প্রাকৃত" শব্দ অর্থে কোন্ শব্দ, তাহাও স্পষ্ট করিতে হইবে। সহজ বুদ্ধিতে বুঝি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে"র বানান অশুদ্ধ। ইহা হইতে প্রাপ্ত পুথীর দেশ কিংবা কাল, কিছুই জানা গেল না।"

এখানে যে সকল কথা যোগেশবাবু লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে বসন্তবাবুকে পণ্ডিত-শ্রেণীর আসনে না বসাইতে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সে ইচ্ছা প্রমাদমূলক। বর্ণযোজনাপ্রণালী তাঁহার নিকট সহজ-বোধ্য হয় নাই। তিনি ইহার ভিতর কিছু বিচিত্রতা দেখিয়াছেন এবং সেই বিচিত্রতার কারণ নির্দ্দেশে চেষ্টা করিয়াছেন। যোগেশ-বাবু শাস্ত্রপ্রমাণ মানুন আর নাই মানুন, আমাদিগকে বলিতে হইবে, প্রাকৃতের লক্ষণ

প্রাকৃত ব্যাকরণ ও প্রাকৃত সাহিত্যেই খুঁজিতে হইবে। কল্পনা বা তর্ক এ স্থলে অযুক্ত। অতীতের বিষয়ে বর্ত্তমানের পাণ্ডিত্য কাজে লাগিবে না। কামনার বশে তর্কের অবতারণা, শাস্ত্রপ্রবৃত্তির অমর্য্যাদা আমাদের মতে বর্জ্জনীয়। সে কথাও যে আজ যোগেশ বাবুকে বলিয়া দিতে হইল, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। প্রবন্ধলেখক মহাশয়কেও বলিয়া দিতে হইল যে, বররুচি, লক্ষ্মীধর, সেতুবন্ধলেখক, হেমচন্দ্র, গৌড়বধ কাব্যকার, পিঙ্গল পণ্ডিত, কালিদাস, ভবভূতি, রাজশেখর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রাকৃত ভাষা ও প্রাকৃত সাহিত্যের নায়ক। তাঁহারা বিধি প্রণয়ন বা উদাহরণ প্রদর্শন দ্বারা প্রাকৃতের যে লক্ষণ আমাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ে শাস্ত্র। সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালার অঙ্গীভূত হইলে তখন তাহা বাঙ্গালা শব্দ, বাঙ্গালার লক্ষণ তাহার উপর প্রভাবশালী হইতে পারে। ইংরাজিতেও এরূপ হইয়াছে। Cherub, seraph শব্দের বহুবচনে cherubim, cherubs cherubims; Seraphim, seraphs, Seraphims, রূপ পাইয়াছে। উদাহরণ বেশী দিবার প্রবৃত্তি হয় না। সকল ভাষাতেই এক নিয়ম। মনুষ্য-সমাজেও এই নিয়ম। ইংলণ্ডনিবাসী ধনিকন্যাও বঙ্গদেশে বিবাহ করিয়া শাড়ী পরিতেছেন, ভাত খাইতেছেন। ইহার বিপরীত স্থলে বিপরীত ব্যবহার চলিতেছে। যোগেশ বাবু প্রমাণ চাহিয়াছেন। কিন্তু বিচার্য্য বিষয় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে প্রমাণ ধরিতে পারা যায় না, বলিয়াছেন। তাহা হইলে ওরূপ আদর্শের অভাবে "অন্বেষণা পরাস্ত" হউক, এরূপ উদ্দেশ্য আছে কি না, বলিতে পারি না। আমরা কিন্তু বেশী অনুসন্ধান করিলাম না। তিনি স্বয়ং শব্দকোষ নামে বঙ্গভাষার যে অমূল্য সম্পদের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা সেই গ্রন্থ হইতেই দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গার্চ্চনা করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিব। আকাল (অকাল), আগাশ (আকাশ), আপিস (office), আনল (অনল), আনামত (অমানৎ), আন্দাজ (অন্দাজ), আপশোস (অফসোস), আপিল (appeal), আবছায়া (অপচ্ছায়া), আবলুস (আবনুস), আম্বর (অম্বর), আরক (অর্ক), আরা (অর), আরে (অরে), আর্দালী (Orderly), আল (অল), √আল (√অল), আলো (আলোক), আলা (আলোক), আল্‌থাল্লা (অল্‌খালক্), আল্‌বাত (অল্‌বত্তা), আষ্ট (অষ্ট), আসর (অবসর), আসল (অসল), আসাম (অহম), আসেসর (assessor), আন্তর (অন্তর), আস্তে (আহিস্তা), আহাম্মুখ (আহম্মক) ইত্যাদি শব্দ ব্যুৎপত্তি সহ যোগেশ বাবুর কোষে স্থান পাইয়াছে। অথচ তিনি আজ তর্ক-যুদ্ধে কিছুই স্বীকার না করিয়া একটা 'কিছু না'র প্রতিষ্ঠা করিতে প্রাণপাত করিতেছেন!

বসন্তরঞ্জন বাবু অতীতের সহিত বর্ত্তমানের একটা সম্পর্ক নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রাকৃতে কি ছিল, প্রাচীন বাঙ্গালায় কি ছিল, বর্ত্তমানে কি হইয়াছে, তাহার একটা সম্বন্ধ বাহির করিবার জন্য পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে যোগেশ বাবু অধীর হইলেন কেন? পাছে "শাস্ত্রপ্রবৃত্তি দ্বারা তর্কবিদ্যা পরাজিত হয়", এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া না কি, তাহা বলিতে পারি না। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্পর্ক "যুক্তিহীন বিচার"?

তাহাতে "অল্পায়াসে চিত্তপ্রসাদ জন্মে"? তাহাতে "অন্বেষণা পর্য্যাপ্ত হয়"? যোগেশ বাবু মার্জ্জনা করিবেন, এই কয়টী পংক্তি পাঠ করিতে আমাদের বড় কষ্ট হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, কল্পনার সাহায্যে তর্ক করা অপেক্ষা ভাষার প্রাচীন উপকরণ সংগ্রহ করা অত্যন্ত আয়াসসাধ্য। আর সেই জন্যই তাহাতে কৃতকার্য্যতা-জন্য অবিমিশ্র আনন্দও প্রচুর। কল্পনার সাহায্যে অন্বেষণা চলে না—তর্ক চলিতে পারে।

(খ) শব্দবিচার

১৪। কতকগুলি অকারের আকারে পরিণতি দেখিয়া যোগেশ বাবু পুথিখানির দুই দেশ ভ্রমণ 'কল্পনা' করিয়াছেন। তাঁহার মতে "দুই দেশ ভ্রমণ স্বীকার না করিলে **আধিক আধিক** একার্থে লিখিত হইতে পারিত না।" কেন পারিত না, তাহার কোনও কারণ প্রদর্শন করেন নাই। বসন্ত বাবু লিখিয়াছেন, "আদ্য অকারের স্থানে আ আদেশ বাঙ্গালা ভাষার একতম বিশেষত্ব।" যোগেশ বাবুর মতে "হেতুটা কাজের হয় নাই," কারণ, পুরাতন পুথি হইতে বসন্ত বাবু এই বিশেষত্বের প্রমাণ দেন নাই। আমরা বলি, যোগেশ বাবুর এ স্থলে একটা মত খাড়া করা উচিত ছিল—নিজে প্রমাণাদির অবতারণা করা উচিত ছিল। কারণ, তিনিই বলিয়াছেন, আপ্ত প্রমাণ কেহ মানিতে চাহে না। আজ পাঁচ সাত বৎসর হইল, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল "প্রাচীন বাঙ্গালার দুইটী বিশেষত্ব।" 'আ' উচ্চারণ যে প্রাচীন বাঙ্গালার একটী বিশেষত্ব, তাহার প্রমাণ-প্রয়োগ ঐ প্রবন্ধে দিয়াছিলাম। যদি অবসর ও কৌতূহল থাকে, তবে যোগেশ বাবুকে ঐ প্রবন্ধটী দেখিতে অনুরোধ করি (সা, প, প, ১৩১৯, ২য় সংখ্যা)। এখানে তদীয় শব্দকোষ হইতে কয়েকটী উদাহরণ সংগ্রহ করিলাম। ইহা হইতেই যোগেশ বাবু বুঝিবেন যে, প্রাচীন কালে বাঙ্গালার লোকে একটু বেশী বেশী আ উচ্চারণ করিত।

শব্দ	আদি	যোগেশ বাবুর ব্যুৎপত্তি	মন্তব্য
আইবুড়া	অব্যূঢ়	অব্যূঢ়—অয়বুঢ়—অইবুড়—আইবুড়া। য় স্থানে ই।	পরিবর্ত্তনক্রমের প্রমাণ নাই
আঁক	অঙ্ক		
আঁকশলি	অঙ্কশলাকা		সানুনাসিকতা প্রা°বা°র বিশেষত্ব।
আ-কাটা	(অকর্ত্তিত)	কাটা হয় নাই যাহা	
আকাঠ	(অ-কাঠ)	আ সাদৃশ্যার্থে	নঞ্ সাদৃশ্যার্থে
আ-কাড়া	(অকুট্টিত)	কাঁড়া হয় নাই যাহা	
আ-কাল	অকাল	স°নিষেধার্থ অ বা°তে আ হইয়া থাকে।	সর্ব্বত্র হয় না।

শব্দ	আদি	যোগেশ বাবুর ব্যুৎপত্তি	মন্তব্য
আঁকুড়	অঙ্কুর		
আঁকুশী	অঙ্কুশ (য)		
আঁকোড়	অঙ্কোট (ল)		
আক্রা	অক্রেয়		
আখ	ইক্ষু		
আখম্বা		সংস্তম্ভ,বাংথাম,ওংহিং খম্বা। আ-সাদৃশ্যে। স্তম্ভতুল্য দৃঢ়।	প্রাংথম্ভ, খম্ভ। বাংগ্রাম্য খাম্বা। নঞ্‌ স্থানে আ। সানুনাসিকতা প্রাংবাংর বিশেষত্ব।
আঁখর	অক্ষর		
আখরোট	অক্ষোড়		শব্দটা সম্ভবতঃ সংতে অঙ্গীভূত। কাবুল হইতে আগত।
আখা	উখা		
আখাড়া / আখড়া	অক্ষবাট		
আঁখি	অক্ষি		সানুনাসিকতাও একটী প্রাংবাংর বিশেষত্ব।
আগ (আগা)	অগ্র		
আগড়	অর্গল		
আগবাড়া	অগ্রবর্ত্তী		
আগম	অগম্য		
আগল	অর্গল		
আগাছা	অগচ্ছ	সংঅগচ্ছ = অগম—বৃক্ষ ; কিন্ত বাংঅর্থ দেখিলে আ-(নিষেধে)+গাছা (গাছ+আ,অনাদরে আ)তুংআঘাসা।	কল্পনার চমৎকারিত্ব আছে। আমরা শব্দকল্পদ্রুমে গচ্ছ শব্দ বৃক্ষার্থে পাইয়াছি। প্রয়োগ পাই নাই। আ = নঞ্। তুং অব্রাহ্মণ। শেষের আ বাংর আকারপ্রিয়ভাবশতঃ।
আগাঁথা	(অগ্রথিত)	গাঁথা হয় নাই যাহা	

শব্দ	আদি	যোগেশ বাবুর ব্যুৎপত্তি	মন্তব্য
আগাম	অগ্রিম		
আগু	অগ্র		অন্ত্য উকার আদরে।
আগুন	অগ্নি	সং অগ্নি, ই লোপে অগন্ আগন্ আগুন (গুণ শব্দ সাদৃশ্যে ; তুং বেগুন) হিং সংআগ ; ওং নিঅঁ। (গ্নিঅ—নিঅ, গলোপে)	প্রমাণটা কল্পনামাত্র।
আগুসার	অগ্রসর		

এইরূপ বহু আছে; বাহুল্যভয়ে আর উদাহরণ দিলাম না। যোগেশবাবু পুথিখানার দেশান্তর-ভ্রমণ কল্পনার আনুকুল্যে দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—বা-ঙ্গা-লী, ব-ঙ্গা-লী; কলিকাতা, ক-লি-ক-ত্তা। দৃষ্টান্তদ্বয় কিন্তু তাঁহার আনুকূল্য না করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিতেছে যে, দেশান্তরে যে স্থানে অন্ত বর্ণের প্রয়োগ আছে, বাঙ্গালা দেশে সে স্থানে আবর্ণ। এই আবর্ণপ্রিয়তাকে ভাষাতত্ত্বের সংজ্ঞায় (ধাতুগত) বিশেষত্ব বা idiosyncrasy বলা যায়।—

১৫। যোগেশবাবু লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের কতিপয় শব্দে বিশেষ আছে। তাঁহার মতে পুথির দেশ-কাল-নির্ণয়ে সব লাগিতেছে না, তবে একত্র করিলে সন্দেহ সূচনা করিতে পারে। তাঁহার প্রদত্ত উদাহরণগুলি একে একে আলোচনা করিব। (১) শব্দের অন্ত্য স্বর লোপ। যথা—অভরসা—অভরস, রসনা—রসন, কাঁচা—কাঁচ, ঝগড়া—ঝগড়, কিছু—কিছ। আমরা এ স্থলে যোগেশ বাবুকে জানাইতে পারি যে, অন্তিম শব্দটী ব্যতীত অবশিষ্ট সমুদায় শব্দই বীরভূম জেলার গ্রাম্য ভাষায় প্রচলিত আছে। সুতরাং শব্দগুলি নিতান্ত নীরব নহে। অন্তিম শব্দটী প্রাকৃত ভাষাতেই বিকল্পে অকারান্ত ও উকারান্ত। (২) অন্ত্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটীর লোপ। ইহাকে আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির বিশেষত্ব বলি না। কারণ, প্রাচীন পুথিমাত্রেই এ উদাহরণ পাওয়া যায়। (৩) মধ্যসংযুক্ত ব্যঞ্জনের একটির লোপ। এটিও (২) সংখ্যক সূত্রের পর্য্যায়ভুক্ত। (৪) স্থ স্থানে থ ও ষ্ট স্থানে ঠ। ইহা প্রাকৃত ভাষার সাধারণ নিয়ম। (৫) ণ স্থানে ন। ইহা অল্পবিস্তর সর্ব্বত্রই আছে। (৬) ত স্থানে ন। ইহার দুইটীমাত্র উদাহরণ; সুতরাং ব্যাপকতা নাই। (৭) পুথিতে ড় ঢ় নাই, তথাপি ড় স্থানে র। যথা—বর ঢুকবার (১১৬ পৃঃ), আড়ী—আরী (১৫১), পরিলোঁ যমুনা নীরে (২৯৫) (পড়িলোঁ)। পুথিতে ড় ঢ় নাই নাকি? আমরা জানি আছে। আর এই র-বর্ণের আধিক্যও বীরভূমের নির্দ্দেশক। বীরভূমের লোকে ব-রি-র অম্বল খায়, বই প-রে, ব-র বড় মাছেরও অম্বল রাঁধে, র ও ড় বর্ণের উচ্চারণে ভেদ দেখাইতে বলিলেই গোলে প-রে। (৮) শ স্থানে হ, হ স্থানে শ বা স। ইহাও নান্নুরের কবির জন্মভূমির গ্রাম্য ভাষার বিশেষত্ব। তবে ব্যাপক নহে। ময়ূরাক্ষীতীরে কৃষক-রমণীদিগকে প'হা-ট'হা দিলে বিনিময়ে মূল্যে

বেগুন পাওয়া যায়। (৯) ম'লো (মরিল), মে'গে (মারিল) বহু স্থানে প্রচলিত আছে। (১০) যোগেশবাবু সুপ্তোত্থিতের ন্যায় একটা বর্ণে র আগম দেখিয়াছেন। "কদমতলাত রাধা রাহী।" আর্য্যী স্থানে রাঈ—রাহী (অর্থ, রাধা ও বড়ায়ী।) এই অর্থে শূন্যপুরাণেও নাকি "লক্ষ্মী চারি জুগের রা-ই" আছে। আর তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, "র আগম উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে অধিক"। এই তিনের সমাবেশ একত্রে পাইয়া অমনি অন্বয় দ্বারা ব্যাপ্য-ব্যাপক-জ্ঞান নিঃসংশয় করিয়া বলিলেন, "শূন্যপুরাণও উত্তরবঙ্গ দেখিয়াছিল।" এখানে ওকারের (অপিকারের) প্রভাবে সম্ভবতঃ কৃষ্ণকীর্ত্তন বুঝাইতেছে। এক ঢিলে দুই পাখী শিকার!

বসন্তরঞ্জন বাবু রাহী শব্দের রাণী অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যুৎপত্তি বোধ হয় এইরূপ,—রাঅ (রাজন্) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে রায়ী—রাহী। Grierson অর্থ করিয়াছেন, a beautiful woman. ভাগবতশাস্ত্রের পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে রাধা বা রাহী শব্দের বহু অর্থ পাওয়া যাইবে। উভয় পদের একটীকে অন্যের বিশেষণ করিলেই চলে। তবে আমরা বলি, رأى শব্দও হইতে পারে; কারণ, আরবী পার্সী শব্দ তখন ভাষায় চলিয়াছে। শূন্যপুরাণ-সম্পাদক লক্ষ্মীকে চারি যুগের 'রাজা' করিয়াছেন। আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন-সম্পাদকের অর্থই সমীচীন মনে করি।

এত বিকল্প থাকিতেও 'শাস্ত্রপ্রবৃত্তিকে' 'পরাস্ত' করিবার উদ্দেশ্যে 'তর্কবিদ্যা' অদ্ভুত উপায়ে রকারাগম কল্পনা করিলেন! আবার যেই রকারাগম, সেই উত্তরবঙ্গ ভ্রমণ! 'তর্ক-বিদ্যার' অবগতির জন্য লিখিতেছি যে, বীরভূমের গ্রাম্য ভাষায় কুৎসামূলক একটী রচনা প্রচলিত আছে। সেটী এই,—"আমপুর'র আজা আম বাবুর রামবাগানে একটো রাঁকুণী নিয়েঁ রাম পারৃতে গেল্‌-ছিলাম। তা রাকেল পেঁয়িছি বেশ রামগুলো যত রম্বল তত রঁসো'।"

যে কয়েকটি শব্দের নূতনত্ব যোগেশ বাবু এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিতেছেন, তাহার প্রথমটী বীরভূমের নির্দ্দেশক। সেখানে "পান সজিয়েঁ খায়," "বিয়ের সন্দ পাঠায়।" আর একটা কথা স-রূ-পেঁ সি, অর্থ স্বরূপেই অর্থাৎ নিজেই। এখানে অন্তিম সি=স' হি, অবধারণে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সি ও হি দুইই আছে। প্রচলিত পদাবলীতে পদসংস্কার-চেষ্টার ফলে সি সে হইয়াছে। যথা,—"তুমি সে শ্যামের সরবস ধন শ্যাম সে তোমার প্রাণ।" এ "সি" মৈথিলী ভাষার তৃতীয়া বা পঞ্চমীর চিহ্ন "সঁ" নহে। অন্য শব্দগুলির ব্যাপকতা নাই।

(গ) বিভক্তি-বিচার

১৬। "শব্দের রূপ যাহাই হউক, বিভক্তির রূপ একপ্রকার না হইলে ভাষা বুঝিতে পারা যায় না। সংস্কারক মহাশয় লিখিয়াছেন, "প্রত্যয় [?] (?) লোপ ও বিভক্তি বিনিময়ের দৃষ্টান্ত অবিরল। একাধিক প্রত্যয়ের [?] (?) একত্র প্রয়োগ সাধারণ"। ইহা হইতে সমালোচক অনুমান করিলেন, "পুথিখানি খাঁটি নাই, মিশাল হইয়াছে অর্থাৎ মূল পুথি আর আবিষ্কৃত পুথি

এক নহে। মূল পুথি এক সময়ে এক দেশে লেখা হইয়া থাকিবে। এখন যে পুথি পাইতেছি, সেটা খাঁটি নাই, হয় দেশান্তরে, না হয় কালান্তরে কিম্বা দেশকালান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

এই স্থলে দু'একটী কারক ও ক্রিয়াবিভক্তির রূপবহুত্ব পাইয়া যোগেশ বাবু লিখিলেন,

"সেটা কি ভাষা, যেটার কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা (?) নাই?"

এখানে শাস্ত্রপ্রবৃত্তি তথা তর্কবিদ্যা উভয়ই পরাস্ত। ভাষার সংজ্ঞায় "কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা" অপরিত্যাজ্য। শত অনাচার অনিয়ম থাকুক, তাহাকে পাবা যাইবে। কিন্তু "কারক ও ক্রিয়ার ঠিকানা" না থাকিলে ভাষা, ভাষা নামে বিদিত হইবে না! তবে তাহার ব্যবস্থা কি হইবে, তাহা কিন্তু প্রকাশ পায় নাই। আমরা দেখিতেছি যে, এই লক্ষণ লইয়া বিচার করিতে গেলে কোনও ভাষা ও কোনও কবিরই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবাব উপায় নাই।

আমরা জিজ্ঞাসা করি, ঠিকানা শব্দের অর্থ কি? কয়েকটি বিভক্তির বিবিধ রূপ আছে বটে; ইহাতেই হইল কাবক ও ক্রিয়াব ঠিকানা নাই? বিভক্তির রূপ এক না হইলে যদি ভাষা বুঝিতে না পারা যায়, তবে 'সংস্কৃত' ভাষাও ত ভাষাপর্য্যায়ভুক্ত হয় না। কারণ, তাহাতেও বহু শব্দে ও বহু স্থলে বিবিধ-রূপ বিভক্তিক প্রয়োগ ব্যাকরণ-সম্মত। ক্রিয়াবিভক্তিও বিবিধ। বিশেষ্য-সর্ব্বনাম, লিঙ্গত্রয়, শব্দের আকার, দশগণ, আত্মনেপদ, পরস্মৈপদ, সমস্ত ছাড়িয়া দিলেও বিবিধরূপ। ইহাবও কি পমাণ চাই? পাকৃতের কথা উল্লেখ করিলে সংশয়-লেখক বলিবেন, প্রাকৃতেব সত্তা মানি না। সাধ্যকে সাধন না করিয়াই প্রাকৃতের সত্তার প্রমাণ দিতে হইবে। সুতরাং বিরত হই। তিনি বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ, শূন্যপুবাণ প্রভৃতি মানিয়াছেন। এই তিন গ্রন্থেই কিন্তু এ বিষয়ে ব্যভিচার আছে। **বিদ্যাপতিতে** সংস্কৃত সু বিভক্তি স্থানে কে, কোন, কো, কোহি, কোয়, কেহ, তু, তুহু, তুহঁ, তোহে, যে, যো, যোই, যেহ, সে, সো, সোই, সেহ, তেহ, মো, মোই, মোয়, হাম, হম, নিবাসা, চন্দা, পরিণাম, প্রেমপরিণামা, জীব, জীউ, অবসান, অবসানা, অনুরাগে, অনুরাগ অনুরাগা আছে। কর্ম্মকারকে 'পয়োধর হেরি', হামে, 'হানল নয়নবাণে', তোয় তোহে, মোয়, মোহে, কাহে, তাহে, তাহ, কছু, কিছু, কানুকে, মোরে, অনুগত জনেরে আছে। করণ বা অপাদানে 'বতনহি ঝাঁপ বসনে সব অঙ্গ', কেমনে, পহিলহি, কানুসে, 'চিকুরে গলয়ে জলধারা' আছে। সম্বন্ধে 'শ্রবণক পথ', তুহুঁক, মঝু, মম, মোরি, হামারি, হমারি, মোর, মোয়, যাক, তাক, কাহি, কাহে, কাক, 'রূপগুণবতি কাক', 'তুয়া মুখ', তোহারি, সুবলের, হিয়ার, পুরুখবধের, হিয়ার উপর, কানুর আছে। অধিকরণ কারকে-পহিলহি, দিনহি দিনহি, তহি, তাহি, অলকহি, ততহিঁ, উরহি, তাহে, কাহি, দিনে দিনে নিরজনে, ধরণীয়ে, মাঝে, মাঝারে, হিয়ামাহা, পিঞ্জরমাহা, সকলসময়, সকলকণ্ঠ, 'সিনানক বেলা', 'বিরহসিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে তুয়া কুচকুম্ভ নখ দেই', "হৃদয় মুখেতে, এক সমতুল, স্ফুটিকে গুটিক পাই" আছে। সংস্কৃত 'তি' বা 'তে' বিভক্তিতে নটতি, রটতি, মহতি, খেলতি, হোতি, মিলায়তি, পুছই, ভণই, হোই, জানই, কহই, চলই, হোয়ত, খেলত, যাওত, মিলাওত, উথারয়ে, কহয়ে, পাওয়ে, ভণয়ে, গাওয়ে, জানে,

ভণে, কহে, পুছে, আন, ভণ, পুছ, কহ, ভণ, জান, ভাণ, মান, জানি, হানি, চলিয়ে, বিছুরিয়ে, জানিয়ে, না পারিয়ে আছে। অতীতে উত্তম পুরুষের একবচনে জানলু, জানহু, পেখলু, পেখল, পেখহু, পড়লহু, জানলি আছে। **কবিকঙ্কণে** কর্ত্তৃকারকে আনে, কলেবরে, যোগরাজে, "তাঁহার উদরে ছিল এ তিন ভুবনে", "নয়নের কোণে আছে কত তুণে?" তুহে, আপনে, দুই জনে, ব্রাহ্মণে, উড়য়ে পতঙ্গে, শ্রীকবিকঙ্কণে, হইলা আকুলে, সে, সেহ, তেঁহ, মুই, মুহি, আমি, তুমি, আপনি, যেই, নানাবিধি, আচম্বিতি, বীপরীতি, বিশ্বকায়া, বন্ধুজনা, বিধাতা হইল বামা, খেলে ব্যাধবালা (পুং), বাঘা, বলয়া, কুন্দু, বাপু, তুহু, পুরুষ, কবি, গজ, হাড়মাল, শ্রীকবিকঙ্কণ, কবিকঙ্কণেতে আছে। কর্ম্মকারকে যাঁরে, তোমারে, নায়কেরে, কায় (কাহাকে), তোমায়, ছাড়হ সে জনে, কর অপমানে, করি অনুমানে, করহ বরণে, করিয়া আদরে, তোমা, আমা, দৃঢ় করি মনা, সবাকারে, কোথাকারে, মুকতির দেখাইল **সরণি** আছে। অপাদানে মধুলোভে, ঝিয়ে হইতে, মুহে, আজি হইতে প্রভৃতি আছে। সম্বন্ধে তব, তুয়া, বিশ্বের, দেবের, তাহার, তার, জাহের সুকীর্ত্তি, যার, তথির, তারে, শোককের কারণে, ইক্ষুকের দণ্ড, সবাকার, তোমাণর সন্তোষ আছে। অধিকরণে ধরণী লোটায়, পায়, পায়ে, হৃদে, চৌদিকে, মাঝে, জটাতে, যাহাতে, তাতে, শিরে, ডরেতে, তাহে, মাসেত, নামেত ফুল্লরা, বামেত চামরী আছে। বর্ত্তমান কালের উত্তমপুরুষে বন্দে, প্রণমহ, দেখি আছে; প্রথম পুরুষে আছে, আছয়ে, করে, করয়ে, গাই, গায়, গান, জানি, দেই, বলিয়ে, বলেন আছে। অতীত কালের উত্তমপুরুষে পাইল, ত্যজিনু, দিনু আছে। ভবিষ্যৎকালে একার্থে করিবেক, করিবেন, করিবে, করিব আছে। **শূন্যপুরাণে** কর্ত্তৃকারকে সভি, তুহি, তুই, আপুনি, আপনি চিয়াই, তুহ্মি, আহ্মি, এহি, তিনি (ত্রয়ঃ), জেহি, জেই, সেই, আমিনি, বিষু, তুহু, বড়ু, তুই, তুহে, তিনে (ত্রয়ঃ), তিন ভাইএ, নিরঞ্জনে, নরনাথে, ভকতবৎসলে, রামে, রামাএ, কর্ত্তা, করতার, তুহুত, জনা, মো, গড়ুরেক, পরভু, তপসী আছে। কর্ম্মকারকে কাহারে, আহ্মারে, তোহ্মারে, তুমারে, হংসরে, তারে, কুথাকারে, মোহরে, জাক, তাক, কামেক, তুমাকে, কাকে, মোকে, আত্মাকে, চরণে, তপস্যাএ, গাএ, চারিজনাঅ, তুহ্মা আছে। অপাদানে তাহা হইতে, অনিল হইতে, তথা হইতে, দেহ হইতে, কুথা হইতে, কুথা থাকে, কুথা থেকে, নিসাসঅ, আত্মাঅ, তপিস্সাঅ, ভকিত্যা আছে। অধিকরণে পিঠে, তাহে, সুন্ডে, মাথএ, খুধায়, তৃষায়, তপিস্সাএ, বসুকাঅ, সুন্ডত, সুন্ডেত, সুখেত, এহি তিন ঠাঞি, এথি, সেথি আছে। সম্বন্ধে কাউর, পরভুর, জমের, মোর, মোহর, আহ্মার, তুহ্মার, সুনার, তামর, রূপার, আবর, দআর, আপুনার, হীরার, তুহার, হুঁহার, কার, তামাকর, রূপাকর, হীরকর, আবকর, অভ্রকের, তুমা, তুহ্মা আছে। বর্ত্তমান কালে প্রথমপুরুষে বোলে, দিএ, জাএ, খাএ, অবহেলে, হঅ, বৈড়াঅ, বলন্তি, বোলেন্ত, বোলেন, বোল্লেন, আনেন। অতীত কালে প্রথমপুরুষে ছিল, ছিলা, হইল, হইলা, ভৈল, ভৈলা, বৈল, দিল, জনমিল, করিলা, হইলেক, হইলাক, আইলেক, রহিলাএ, ডাকিলেন্ত, হইলেন্ত, গেলেন্ত, ভাবেন্ত, জনমিলেন, সৃজিলেন আছে। অসমাপিকা দিএ, কেণাইএ, শুনিএ, সুনি,

শুনিআ, জনমিআ, বাঢ়িআ, ভরমিআ, কেলাইআ বোলিম, রেথে, করিএগ, হইএগ, মুছিএগ আছে। আরও কত কত স্থানে কত অনিয়ম (?) আছে। এ জন্য আমরা এই তিনখানি গ্রন্থের ভাষাকে ভাষাপর্য্যায়-বহির্ভূত করিব না। এ স্থলে বসন্তরঞ্জন বাবু যে সমাধান-চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাই সমীচীন ও ইতিহাসসম্মত। তাঁহার উক্তির নিষ্ঠুরতা' আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। কর্ত্তৃকারকে এ, ই, উ, আ, বিভক্তি লোপ; অন্য কারকে বিভক্তি-বিনিময় প্রভৃতি সমস্তই বঙ্গভাষা, তজ্জননী প্রাকৃত ভাষার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে।

১৭। (১) হরী, মতী প্রভৃতি শব্দের অন্ত্য স্বরের দীর্ঘতার হেতু কল্পনার সাহায্যে নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা নিতান্তই বিড়ম্বনা মাত্র। বঙ্গভাষার জননী প্রাকৃত ভাষাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সদুত্তর পাওয়া যাইত। মৈথিলী ভাষাতে ই স্থানে (যেমন করি) ঈ প্রচুর আছে না কি? (২) "স্ত্রীলিঙ্গ কর্ত্তার ভূত কালে স্ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়াপদ" মৈথিলীর বিশেষত্ব নহে। "অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব" শীর্ষক প্রবন্ধে (সা. প. প. ৩২০, ৪র্থ সং) এ বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম। "চলিলী" প্রভৃতিকে মৈথিলীর বিশেষত্ব বলিয়া স্বীকার করিলে মরাঠী ও গুজরাতী ভাষাও মিথিলা ভ্রমণ করিয়াছিল, বলিতে হয়। কারণ, মরাঠী ও গুজরাতীতেও এই ক্রিয়াপদগুলি বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয় ও লিঙ্গ-বচনানুসারে তাহাদের রূপভেদ হয়।

মরাঠী লিহিলা (লিখিল)

	পুং	স্ত্রী°	ক্লী°
একবচন	লিহিলা	লিহিলী	লিহিলেঁ
বহুবচন	লিহিলে	লিহিল্যা	লিহিলীঁ

গুজরাতী ছোড়েলো (ছাড়িল)

	পুং	স্ত্রী°	ক্লী°
একবচন	ছোড়েলো	ছোড়েলী	ছোড়েলুঁ
বহুবচন	ছোড়েলা	ছোড়েলো	ছোড়েলাঁ

আমরা বলি, সং ক্ত, শৌরসেনী দ, মাগধী ড় বা ল হইতে বাঙ্গালা 'ল' হইয়াছে। সেই জন্য ইহার বিশেষণবৎ প্রয়োগ দেখি। (৩) দেখিল, পাকিল, ভাঁগিল, কাটিল প্রভৃতি বিশেষণ-পদও উপরিলিখিত কারণে উদ্ভূত হইয়াছে। বীরভূমের গ্রাম্য ভাষায় হ-ল্-ছে, গে-ল্-ছে, ম-ল্-ছে, আ-ল্-ছে আছে। (৪) চট্টগ্রামী ভাষায় 'দিয়ারে', 'করিয়ারে', 'দেইআরে' প্রভৃতি আছে—অর্থ দিয়া, করিয়া, দেখিয়া প্রভৃতি। "তুই দিয়ারে মুঁই দিয়া"—তুমি দিলে আমি দিব বা তুমি দিলেই আমার দেওয়া হইল। বসন্তরঞ্জন বাবু চট্টগ্রামের এই প্রয়োগ লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, জানি না। এ স্থলে যোগেশ বাবুর কল্পনামাত্রপ্রসূত অনুমান নিতান্তই ভিত্তিহীন।

১৯। ভাষার অঙ্গ কাহাকে বলে, বুঝিলাম না। কারণ, আমরা বুঝি, ভাষা দুইটী উপাদান

লইয়া,—ধ্বনি ও অর্থ। ধ্বনি (articulated sound) অঙ্গ বা শরীর, আর অর্থ (meaning) প্রাণ বা আত্মা। ইহার অতিরিক্ত কিছু কল্পনা করা যায় না। শব্দ ও ব্যাকরণকে ভাষার দুই অঙ্গ ভাবিয়াই কি যোগেশ বাবু শব্দকোষ ও ব্যাকরণ লিখিয়াছেন? আবার দুই অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ আলোচনায় ভাষাজ্ঞান পূর্ণ হয় না? তাই দুই মিলাইয়া বিচার হইয়াছে। আমরা পার্থক্য বা মিল বা আলোচনার দ্বৈবিধ্য বুঝিলাম না। কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন্‌টী বর্ণাশুদ্ধি, কোন্‌টী দেশান্তরীয় পরিবর্ত্তন, কোন্‌টী আড়াই শত বৎসরের, কোন্‌টী তিন শত বৎসরের, কোন্‌টি দুই শত বৎসরের, কোন্‌টী নূতন গায়কের রচিত, আর কোন্‌টী অলঙ্কারে অনৌচিত্য, এই সকল বিচার (?) আছে। কিন্তু এ বিচারের মাপকাঠি কোথায়? "গোকুলে গোজাতী" ইহার অর্থ না বুঝায় ক্ষতিব কি? বসন্তরঞ্জন বাবু এখানে যে অর্থ দিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত বলা হইল কি? না। কারণ, তাহা হইলে সঙ্গতের অবতারণা দেখিতে পাইতাম। তবে ব্যঞ্জনামূলক একটা অর্থ মনে লাগিতেছে। বসন্তবাবু স্থানটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই; সুতরাং এটা বোধ হয়, বসন্তবাবুকে আক্রমণ। গোকুল শব্দে আমরা বুঝিয়াছি "বৃন্দাবন"—যেখানে গোপকুলের বাস। গো-জাতী বা গোজাতীয়া শব্দে বুঝি—গো-বৎ মুগ্ধস্বভাবা। ইহাই বসন্ত বাবুর অর্থ—"বিমুগ্ধা গোকুলবাসিনী"। একটু সদয় হইলে যোগেশবাবু সম্পাদকের এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে পারিতেন।

২০। এখানে বৃক্ষাদির আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের এ স্থানে অবসর গ্রহণই উচিত। তবে একটা কথা গণ্ড-যুগ-মহুল। এই এক উপমা হইতেই যোগেশ বাবু বুঝিলেন যে, কবির নিবাস বাঁকুড়া। অথবা "বীরভূমও হইতে পারে।" জয়দেবও এই উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন,—

> বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি-
> র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।
>
> —গীতগোবিন্দ, ১০ম সর্গ।

তাহা হইলে যোগেশ বাবুর মতে জয়দেবও বাঁকুড়াবাসী। কেন, বাঁকুড়ায় কি মধূকবৃক্ষের আধিক্য নাকি? আর একটা কথা কু-শি-আ-র। এটা রাঢ়ে অজ্ঞাত বলিয়াই বোধ হয়, বসন্তরঞ্জন বাবু "লভা আম্র এবং কোশাম্র" অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু পদকল্পতরু গ্রন্থে রাধা-মোহন ঠাকুরের একটী পদ আছে,—"দেখ রাধা মাধব ধারী। রতি রণ জান বিরামক বৈছন, চরবণ তপত কুশারি॥" এই রাধামোহন ঠাকুর রাঢ়ের লোক।

২১। যোগেশবাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনে কয়েকটা যাবনিক (আরবী-পার্সী) শব্দ পাইয়া, ইহাকে কালান্তর দর্শন করাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিতে নিম্নলিখিত শব্দসমূহ পাইয়াছি। একবার নহে, বহুবার প্রয়োগ আছে।

পা° চাকু	چاقو	ছুরিকা	"চাকুতে কাটিয়া"
পা° জুদা	جدا	পৃথক্	"তাহা মোয়ে নেহ জুদা"

পা° নজর	نزر	দৃষ্টি	"নজরে নজরে পরাণে পরাণে"
পা° খুসি	خوشي	সন্তোষ	"মনে খুসি"
পা° কারিগর	کاریگر	কর্ম্মকার, নির্ম্মাতা	"কে এমন কারিকর"
বাজি	بازي	ইন্দ্রজাল	"লোক নহে রাজি কেমন সে বাজি রমণী ভুলাবার তরে। চণ্ডীদাস কয় বাজি মিছে নয় রঙ্গ কে বুঝিতে পারে?"
রাজি	رازي	সম্মত	
মহল	محل	আবাস, অন্তঃপুর	"ধরি নাপিতিনী বেশ মহলেতে পরবেশ।"
দোকান	دکان	আপণি	"দোকান দাকান মেলিল তখন"
বলা	بلا	বালাই, আপদ্	"বালাই লইয়া মরি।"
বালিস	بالس	পিধান	"অবশ আলিসে বৈসানা বালিসে"
বদল	بدل	পরিবর্ত্তন, exchange	"বসন ভূষণ হৈয়াছে বদল"
নিশান	نشان	পতাকা, পরিচয়	"পাষাণে নিশান তার সাথি" "এ সখি রঙ্গিণী কহল নিশান" "কুন্দবল্লী তরু ধরল নিশান"
দরিয়া	دريا	সমুদ্র, নদী	"পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়"
দাগ	داغ	চিহ্ন	"কঙ্কণের দাগ"
বাকী	باقي	শেষ, অবশেষ	"সে কালের কত বাকি"
জোর	جور	অত্যাচার, বল	
খত	خط	পত্র, document	"দাসখত দেখাবার তরে"
তু° বাবা	بابا	(বাপা) পিতা	"মায়ের যেমন বাপার তেমন"
খরচ	خرچ	ব্যয়	"খরচ করিলে দ্বিগুণ বাড়য়ে উছলিয়ে বহি যায়।"
শরম	شرم	লজ্জা	"আজু মঝু শরম ভরম রহু দূর॥"
বল্ (বল্‌কে)	بلکه	কিন্তু, অন্যথা	"বল্‌কে জীবন করল পরাধিন"
শোর্	شور	শব্দ, গোল	"সোর সুনত"

আরও কত আছে, কে জানে? এই সকল শব্দ বা পদ কি পরের যোজনা? তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। মুসলমানদিগের ভাষার প্রভাব সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতেও ঢুকিয়াছে।

বাকি ও খন্দ রাজস্বসংক্রান্ত কথা। মুসলমান রাজত্বে এই দুই শব্দের প্রচারের জন্য মকুতবের আবশ্যকতা দেখি না। কামান যুদ্ধের নবাগত অস্ত্র। এরোপ্লেনের ন্যায় এ শব্দও সত্বর লোকমধ্যে প্রচারিত হইতে পারে। খাঁখার (বর্ত্তমানে বীরভূমের গ্রা° খেঁকার, কর্কশ ভাষায় তিরস্কার) ধ্বন্যাত্মক শব্দ। খেঁক শব্দ এখন কুকুরের চীৎকারের সহিত অর্থতঃ মিশাইয়া গিয়াছে। অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে √ খকৃখ হাসে, (ভ্বাদি পরস্মৈ° অক° সেট্ খকৃখতি, অখকৃখীৎ) ছিল। বাঙ্গালায় খক্ করিয়া কাশি হয়। ইহার যাবনিক মূল কল্পনা করিবার কোনও আবশ্যকতা দেখি না,—বিশেষতঃ পারসী অভিধানে যখন শব্দটী নাই। বিদ্যাপতিতে "কাহ নাহি সুনিয়ে এমতি খাখার" আছে। গুলাল শব্দের উদাহরণে ব্যাপকতা নাই। স° গোল শব্দের বিবিধ অর্থ—গোলং মণ্ডলম্—মেদিনী। গোলঃ সর্ব্ববর্ত্তুলঃ—হেমঃ। মদনবৃক্ষঃ—রত্নমালা। গোলা—মণ্ডলম্। গোল, মণ্ডল হইতে এই শব্দের সৃষ্টি হইয়া থাকিতে পারে। কবিকঙ্কণে গুলাল আছে। অর্থ বুঝি নাই। মজুর, মজুরি, মজুরে' বীরভূমে অজ্ঞাত নহে। মুনিস-মজুর সেখানে পরিচিত শব্দ। বেরুণ আছে, বেরুণে' আছে। তবে বেরুণ ও মুনিস দুইটী শব্দই সমধিক প্রচলিত। গৃহচত্বরে কোনও কাজ করিয়া যে প্রাপ্য হয়, তাহা বেরুণ। ধান-পোঁতা ইত্যাদি মাঠের কাজের জন্য প্রাপ্যকে মুনিসের দাম বলে। এ উপলক্ষে ৮টা ১০টা মুনিস হয়। মজুর', মজুরি কতকটা রেল বা বাজার-ঘেঁসা। কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দ তিনটী মজ্ঞুর শব্দের তিনটী বিকাশক্রম নির্দ্দেশ না করিয়া থাকিবারই কথা; বিকাশ আরবী পারসী ভাষায়ই হইয়া থাকিবে। বিকশিত রূপ বঙ্গভাষায় গৃহীত হইয়াছে। তবে 'মজুরিআ' মজুর শব্দের বঙ্গীয় উচ্চারণ। আফার শব্দ ,ا, নহে। দুইটী মাত্র উদাহরণ। 'অপার' অর্থ করিলে উভয়ত্রই অর্থসমাবেশ হয়। বসন্তরঞ্জন বাবুর অর্থও কষ্ট-কল্পিত। যাহাই হউক, প্রাচীন কালের একটা অজ্ঞাত শব্দ লইয়া কোনও মত খাড়া করা যায় না।

২২। সাধারণ আসামী ভাষায় একটা প্রবল লক্ষণ যে নাকী সুর, তাহা আমরা জানি না। এখানে যোগেশ বাবু টীকাকারের উপর এতটা খড়্গহস্ত কেন? বৃথা পরিশ্রম কাহাকে বলে? প্রয়োজনটা কি? আমরা বলি, যোগেশবাবু একটু সার্থক পরিশ্রম করিলে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইত।

২৩। আসামী ভাষায় রচিত "নারায়ণ কবচ" ও "কলঙ্কভঞ্জন" নামক গ্রন্থদ্বয়ে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার অনুরূপ ভাষা আছে, তাহা যোগেশবাবু আমাদিগকে দেখাইয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। কবি ও কালের উল্লেখ না থাকায় আমরা এ স্থলে নীরব থাকিতে বাধ্য হইলাম।

২। কবি, কাল ও দেশ

২৪। নান্নুরের কবি কেন বাসলীভক্ত হইয়া ও চণ্ডীর গান না গাহিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন গাহিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ত আমরা অবগত নহি। যোগেশবাবুও সে বিষয়ের নির্ণয়-চেষ্টা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন না। বড়ু বিশেষণ হইতে দুই জন চণ্ডীদাসের

কল্পনা আমরা দুঃসাহস বলিয়া মনে করি। বড় হইতে বড়ু হয় না, বরুআ বিধা বড়ু না হয়—ইহার কারণ বুঝিলাম না।

২৫। যোগেশবাবু আধুনিক রুচিতে যাহাকে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা বলিতেছেন, তাহা সে কালের রুচি-সঙ্গত ছিল। পরবর্ত্তী কালেও ভারতচন্দ্র ঐরূপ রচনা দ্বারাই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্‌বর্গ ও তাৎকালিক জনগণের মনোহরণ করিয়া প্রসিদ্ধ কবি হইয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্নসমূহ বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলে আমরা তাহাকে চুরি বলি না। তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্‌বৃদ্ধি হয়। এই অপরাধে অভিযুক্ত করিলে বোধ হয়, পৃথিবীর কোনও কবিই মুক্তি পাইবেন না। অনন্ত কবি নারদ মুনির উপহাস করেন নাই। নারদ মুনির ওরূপ বর্ণনা সংস্কৃত-সাহিত্যে আছে। তবে বাঙ্গালী ঢেঁকিবাহনকে কন্দল-দোষে অভিযুক্ত করিয়া থাকে। সেটাও ভাগবতাদিতে আছে।

২৬। যৌবনের উদ্দামতা ও প্রৌঢ় বয়সের ধীরতার মধ্যে যে প্রভেদ, কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থ ও প্রচলিত পদাবলীতে আমরা তদতিরিক্ত কিছুই কল্পনা করিতে পারি না।

২৮। ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া প্রণয় কামনা চণ্ডীদাসের রজকিনী-প্রণয়-কাহিনী ব্যক্ত করিতে পারে। তবে সেটাও অনুসন্ধান-সাপেক্ষ। রুচি সে কালে ও এ কালে ভিন্নরূপ স্বীকার না করিলে উপায় নাই।

২৯। "প্রশ্নলিপির সূচ্যগ্রে বৃহৎ অট্টালিকা টল্‌টল্‌ করিতেছে," "একা সংস্কারক মহাশয়ের উক্তি ব্যতীত পুথীর ভাষাতত্ত্বও অজ্ঞাত," "প্রথম পক্ষ অস্বীকার করিলে ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার (সতীশবাবুর) ও আমার বিচারফল এক দাঁড়ায়" প্রভৃতি কথাগুলি প্রমাণ-প্রয়োগ সহ বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত ছিল।

৩০। "কোন্‌ কবিকে পরের ভাব অনুবাদ করিয়া নিজের ভণিতা দিয়া চালাইতে দেখিয়াছেন?" যোগেশ বাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। অনুবাদ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে আছে। ইহাকে চুরি বলা যায় না। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সকল কাব্যই কিছু না কিছু প্রাচীন উপকরণ লইয়া রচিত। কবির রচনাই বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়া জগতের লোকের মনোহরণ করে। কাব্যের উপকরণে কবির গৌরব নহে—কবির গৌরব রচনায়। কালিদাস, সেক্সপিয়র, মাঘ, পোপ, চসার, চণ্ডীদাস, মিল্টন, মাইকেল, সকলেই কাব্যের উপকরণ যাহা পাইয়াছেন, তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। রচনার গৌরবে জগতের মনোহরণ করিয়াছেন।

"দেশে এমন কি বিপ্লব ঘটিয়াছিল, যাহাতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদগুলি বাছিয়া বাছিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল?"—অদৃশ্য হইয়াছিল বা পূর্ব্বে গীত হইত, এ কথা কে বলিতেছেন? আমরা বলি, কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রচারবাহুল্য ঘটে নাই। কবির বাল্যকালের রচনা বলিয়া পদগুলি সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই এবং সেই জন্যই ইহার ভাষাকে খাঁটি ভাষা বলা যায়। ভাবগৌরবের

জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন বর্ত্তমান কালের লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে না পারে—কিন্তু ভাষাতত্ত্বের আলোচনার জন্য গ্রন্থখানি উপাদেয়।

৩১। সতীশবাবুর সহিত আমরা একমত হইয়া বলি যে, পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসামের ভাষার সহিত কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার সাদৃশ্য থাকাতে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার "অসাধারণ প্রাচীনতা প্রমাণিত হইতেছে।" এখানেও শাস্ত্রপ্রবৃত্তির নিন্দা ও তর্কপ্রবৃত্তির প্রশংসা করিয়া যোগেশবাবু, সতীশবাবুর মত খণ্ডন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যোগেশবাবুর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, এ ক্ষেত্রে বৃথা তর্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক ধীরভাবে অনুসন্ধান করিলেই সুফল পাওয়া যায়। আমরা যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে জানি যে, উত্তরবঙ্গ, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় বঙ্গভাষার বহু প্রাচীন রূপ সংরক্ষিত আছে। রাঢ়ের ভাষা অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখানে বিবিধ সংস্কার-চেষ্টা হইয়াছে। খৃষ্টীয় দশম শতকে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জুড়িয়া যে সকল ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাদের মধ্যে এমন কোনও প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয় না, যাহা দ্বারা ঐ সময়ের বিভিন্ন প্রদেশের ভাষাকে বিভিন্ন ভাষা বলিয়া স্বীকার করা যায়। তাহা করিলে সংস্কৃত ভাষারও বহু শাখা কল্পনা করিতে হয়।

৩২। একই শব্দের দুই দুই রূপে দেশান্তর বা কালান্তরের অনুমান হয় বটে, কিন্তু এইরূপ বহু কাল ও বহু দেশের প্রভাব সজীব ভাষায় অন্তর্নিহিত থাকে। রূপদ্বৈবিধ্য উত্তরকালের হইলে দেশান্তর বা কালান্তর স্বীকার করিতে হয়। নতুবা এরূপ বৃথা তর্কের নিকট সকল দেশের সকল ভাষাই পরাস্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

পুনশ্চ (১) যোগেশবাবু লিখিয়াছেন,—'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'—এই পদের একটা শব্দও সংস্কৃত-সম নহে। অথচ জানি, পদটা আধুনিক। স্বীকার করি, "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" অধুনা-প্রচলিত কয়েকটা শব্দের প্রাচীন রূপ আছে। সে সব একত্র করিতে পারিলে যুক্তির বলসঞ্চার হইত। আমি জানিতে চাই, কোন্ কোন্ রূপ কোন্ সময়ে প্রচলিত ছিল, কোন্ সময়ে ছিল না। মনে রাখিবেন, "কৃষ্ণকীর্ত্তন" কেবল 'প্রাচীন' নহে, সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন। সে সময়ের বাঙ্গালা ভাষায় 'প্রাকৃত' ও "তজ্জাত' শব্দ কি পরিমাণে চলিত ছিল, তাহা ত জানি না। অন্য দিকে দেখুন, বসন্তবাবু যে সকল পুস্তক হইতে "কৃষ্ণকীর্ত্তনে" প্রযুক্ত শব্দ তুলিয়াছেন, বোধ হয়, সে সবের একখানাও তিন শত বৎসরের সে দিকের নয়। অতএব যে যে শব্দ প্রাচীন ঠেকিতেছে, সে সবের প্রাচীনতার মর্যাদা এই। বিপত্তি ঘটাইয়াছে, নবীন বা আধুনিক রূপে। প্রত্নলিপিবিদের বিবেচনায় লিপির প্রাচীন রূপ দেখিয়া পুথার বয়স গণিতে হইবে; আমার বিবেচনায় নবীন রূপ দেখিয়া গণিতে হইবে।"

এখানেও আমরা সতীশ বাবুর সহিত একমত। "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" বাক্যে যে সকল প্রাকৃতজাত শব্দ আছে, তাহা আধুনিক বঙ্গভাষায় অপ্রচলিত বা প্রাচীন হয় নাই, সবগুলিই বঙ্গভাষায় প্রচলিত আছে। কোন্ কোন্ রূপ কোন্ সময়ে প্রচলিত ছিল, কোন্ সময়ে ছিল না, সে বিষয়ে অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়। তবে সেটা "তর্কে বহু দূর"। "তিন শত বৎসরের সে দিকের নয়" কথাটায় যুক্তি কি? এই কথা দ্বারাই কি সমালোচক প্রমাণ করিতে চাহেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের শব্দসমূহের প্রাচীনতার মর্য্যাদা ৩০০ বৎসর? তাঁহার মাপকাঠি কোথায়? এরূপ গুরু বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত ওরূপ আপ্ত প্রমাণমাত্রের উপর ভিত্তি করিয়া কি প্রতিষ্ঠিত হইবে? আবার ভাষার প্রাচীনতার মর্য্যাদা শব্দ দিয়া নহে, সমগ্র দিয়া। প্রাচীনতার সময় প্রাকৃত-সাহিত্যে পাওয়া যাইবে—বঙ্গসাহিত্যে নহে। তাহাতে বহু পরিশ্রম আবশ্যক। তটস্থ ভাবে তর্ক করিয়া ফল কি? কোমরে গামছা বাঁধিয়া জলে ডুবিতে হইবে। তারপর মাটি তুলিতে পারিলে জানা যাইবে, জলের গভীরতা নির্ণীত হইল। নতুবা তর্কবিদ্যা বৃথা। প্রত্নলিপিবিদ্যা আমাদের আলোচ্য নহে—আমাদের সীমানার বাহিরে। সুতরাং বিরত হওয়াই ভাল।

২। অ-আ বানান বিষয়ে সতীশবাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত। "দেশ-বিদেশের বর্ত্তমান ব্যবহার দেখিয়া সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন ব্যবহার সম্বন্ধে অনুমান" ঠিক নহে। যুক্তিটা যেন এইরূপ হইয়া পড়ে,—"বর্ত্তমান কালে জাপানের লোকে ভাত খায়; সুতরাং ভারতবর্ষে ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে লোকে ভাত খাইতে জানিত না। উত্তরকালে জাপানে যাইয়া কোনও মহাপুরুষ ভাতের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আসিয়া, ভারতে ভাতের প্রচলন করিয়া থাকিবেন।" সমালোচক মহাশয় উত্তরবঙ্গ, আসাম, পূর্ব্ববঙ্গ, মিথিলা প্রভৃতি বহু দেশে ভ্রমণের পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু নান্নুরের কবির দেশে অনুসন্ধানের অবসর করিতে পারেন নাই। "কি ঘটিয়াছে, তাহাও যেন বুঝিতেছি। কামনা জুটিয়া যুক্তির পথ রোধ করিয়াছে।" সমালোচক কামনা করিয়াছেন, কৃষ্ণকীর্ত্তন বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছিল। অমনি কৃষ্ণকীর্ত্তনের দুই চারিটা প্রাচীন বিশেষত্বের অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং ডাকঘরের সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়াছেন—বর্ত্তমান কালে বিদেশে ঐ সকল প্রাচীন রূপ কিছু কিছু সংরক্ষিত আছে কি না। যেই একখানি পত্র পাইলেন "আছে," অমনি স্থির সিদ্ধান্ত হইল, "আমার তর্ক নিতান্ত অসার নহে।" আমরা সমালোচক মহাশয়কে জানাইতে পারি যে, বীরভূমে আ উচ্চারণ আছে; প্রাকৃতে আছে এবং অল্পবিস্তর সর্ব্বত্রই আছে। অকার স্থানে আকারের উচ্চারণ বহু প্রাচীন;—প্রাকৃতের যুগে ইহার উৎপত্তি। তখন উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিমবঙ্গে বা আসামে ভাষার বিভিন্নতা ঘটে নাই। এই কারণেই পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গে বিভিন্নতা বজায় রাখিবার চেষ্টায় স্ত্রীলিঙ্গে আকারের প্রয়োগ ক্রমশঃ অল্প হইয়াছে। কারণ, আকার পুংলিঙ্গ শব্দের অন্তে স্থান পাইয়াছে। 'বালা' শব্দ পুংলিঙ্গ হইলে স্ত্রীলিঙ্গে 'বালী' না করিলে উপায় কি? তৎপূর্ব্বেই হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

প্রত্যয়ে ঙীর্ণ বা ॥ ৩১ ॥ ৩ ॥

প্রত্যয়নিমিত্তো যো ঙীরুক্তঃ স স্ত্রিয়াং বর্ত্তমানান্নাম্নো বা ভবতি ॥ সাহণী। কুরুচরী। পক্ষে আৎ ইত্যাপ্। সাহণা। কুরুচরা ॥

অজাতেঃ পুংসঃ ॥ ৩২ ॥ ৩ ॥

অজাতিবাচিনঃ পুংলিঙ্গাৎ স্ত্রিয়াং বর্ত্তমানাৎ ঙীর্বা ভবতি। নীলী, নীলা। কালী, কালা। হসমাণী, হসমাণা। সুপ্পণহী, সুপ্পণহা। ইমীএ, ইমাএ। ইমীণং, ইমাণং। এঈএ, এআএ। এঈণং, এআণং ॥ অজাতেরিতি কিম্। করিণী। অয়া। এলয়া। অপ্রাপ্তে বিভাষেয়ম্। তেন গোরী কুমারী ইত্যাদৌ সংস্কৃতবৎ নিত্যমেব ঙীঃ ॥ অর্থাৎ আকার স্থানে ঈকার হয় বটে, কিন্তু ঈকার স্থানে আকার হয় না।

কিং যত্তদোঃ স্যমামি ॥ ৩৩ ॥ ৩ ॥

সি অম্ আম্ বর্জিতে স্যাদৌ পরে এভ্যঃ স্ত্রিয়াং ঙীর্বা ভবতি ॥ কীও। কাও। কীএ। কাএ। কীসু। কাসু। এবং। জীও। জাও। তীও। তাও। ইত্যাদি ॥ অস্যমামীতি কিম্। কা। জা। সা। কং। জং। তং। কাণ। জাণ। তাণ ॥

ছায়াহরিদ্রয়োঃ ॥ ৩৪ ॥ ৩ ॥

অনয়োরাপ্ প্রসঙ্গে নাম্নঃ স্ত্রিয়াং ঙীর্বা ভবতি ॥ ছাহী। ছায়া। ছাহা। হলদ্দী। হলদ্দা ॥ মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র লিখিয়াছেন,—

আদীতৌ বহুলম্ ॥ ৫ ॥ ৩০ ॥

স্ত্রিয়াং নাম্ন উত্তরে আদীতৌ বহুলং স্যাতাম্। সোহণা। সোহণী ॥ সুপ্পণহা। সুপ্পণহী ॥ রাহা। রাহী ॥ ক্বচিদাদেব। পিআ। বল্লহা। অসহণা। অহণা ॥ মাণিণী। মাণংসিণী। হলস্তাদী-দেবেতি শাকল্যঃ ॥

এইরূপ বহু কাল আকার ও ঈকারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে বর্ত্তমান কালে ঈকারের জয়লাভ হইয়াছে। এক্ষণে সংস্কৃতসম ভিন্ন অন্য শব্দে আকারের প্রয়োগ নাই।

সমালোচক অনুসন্ধান করিলে মরাঠী, গুজরাতী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায়ও অকারের স্থানে আকারের উচ্চারণ পাইতেন। তাহা হইলেই কৃষ্ণকীর্ত্তনকে তত্তৎদেশে ভ্রমণ করাইতে পারিতেন! গোড়ায় গলদ এই যে, এত দেশ ভ্রমণ করিয়াও পুথিখানা লুপ্ত! কিন্তু যে সকল বিষয় বহু স্থানে সমাদৃত হয়, তাহার বহু সংস্করণ হওয়াই স্বাভাবিক। মাণিকচন্দ্রের গান বহু স্থানে গীত হইয়া বহু গ্রন্থ প্রসব করিয়াছে। শূন্যপুরাণেরও বহু পুথি, বহু পাঠান্তর। কবিকঙ্কণেরও অসংখ্য পুথি। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই এক কথা। প্রচার-বাহুল্য হইলেই সংস্করণ-বাহুল্য।

৩। অনুস্তায় আনিআর, কহিআর ইত্যাদি রযুক্ত ক্রিয়াপদ রাজবংশী ভাষায় আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। সমালোচক মহাশয় উদাহরণ সংগ্রহ করিলে ভাল হইত। তাহা না করায় একখানি পত্রের উপর তাঁহার অতিরিক্ত আস্থা প্রকাশ পাইয়া কামনার উদ্দামতা ঘোষণা করিতেছে। এখানে তাঁহারই ভাষায় বলা যায় যে, যিনি বলিবেন রাজবংশীতে আছে, তাঁহাকে প্রমাণ দিতে হইবে। সমালোচক মহাশয়ের তর্ক বোধ হয় এই যে, "ছিল না" এ কথার আবার প্রমাণ কি? "ছিল না" বলিয়া দিলেই হইল। কিন্তু "ছিল" বলিতে গেলেই প্রমাণ চাই।

৪। সতীশ বাবু প্রান্ত। তাই তিনি বাঙ্গালা, হিন্দী, মৈথিল, তিন ভাষাতেই একই ক্রিয়া ও কারক-বিভক্তির একাধিক প্রয়োগ দেখিয়াছেন। সমালোচক মহাশয় অতি-প্রান্ত। তাই তিনি ঐরূপ বিভিন্ন প্রয়োগকে "অর্থ এক হইলে কেবল দেশান্তর নয়, কালান্তরের ফল" বলিয়াছেন। ভাষা যে দেশ-কালান্তরের চিহ্ন বহন করিয়া আসে এবং পদ্যে যে ভাষা সংযত হয়, তাহা ভাবিলেন না।

৫। শব্দের ও বিভক্তির দুই দুই রূপ দেখিয়া সমালোচক মহাশয় দেশান্তর, কালান্তর, দেশকালান্তর বা কব্যন্তরের কল্পনা করিয়াছেন। সতীশবাবু কিন্তু কালান্তরের একাধিক শব্দ ও বিভক্তির রূপের নিদর্শনকে ভূগর্ভস্থ নানা যুগের প্রাণিসমূহের কঙ্কালের সহিত উপমিত করেন। কিন্তু সমালোচক মহাশয় বলেন, "কথাটা সত্য, যদিও দৃষ্টান্ত ঠিক হয় নাই।" তাঁহার মতে "ভাষা যেমন নদীর তরঙ্গ।" দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁহার যুক্তি গ্রহণ করিতে অক্ষম। সতীশবাবুর যুক্তির যেমন গাম্ভীর্য্য, উপমারও সেইরূপ গুরুত্ব। ভাষা নদী-তরঙ্গের ন্যায় অত চঞ্চল নহে। তরঙ্গে দাগ বসে না। ভাষা যুগ-যুগান্তরের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির প্রভাব নিজ অঙ্গমধ্যে সাদরে সংরক্ষিত করে। বহু কালেও সকল প্রভাব তিরোহিত হয় না। সতীশবাবুর ভূগর্ভস্থ কঙ্কালও সেই প্রকার—মৃত্তিকায় পরিণত হইলেও পূর্ব্বরূপ সংরক্ষণ করে। লোপ পাইতে কত কালের আবশ্যক হয়, কে বলিতে পারে? অনৈতিহাসিক যুগে আর্য্যজাতিসমূহের একত্র বাস, তাঁহাদের সভ্যতা, রাষ্ট্রপরিচালন-পদ্ধতি, কৃষিকর্ম্মশীলতা, পশুপালন, গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতি, সমুদ্র হইতে বহু দূরে নিবাস, দেবদেবী কল্পনা প্রভৃতির কোনও চিহ্নই বর্ত্তমান নাই। একমাত্র ভাষা কালের প্রভাবে জর্জ্জরিতদেহ ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়াও ক্ষীণস্বরে মানবের অতীত যুগের কর্ম্ম-কলাপের সাক্ষ্য দান করিতেছে। নদীতরঙ্গ বা জলবিম্বের সহিত ভাষার তুলনা অতি অসঙ্গত। এ যেন অকস্মাৎ ভূম্যুত্থিত তর্কবিদ্যার সহিত অনন্তকাল-পূজিত শাস্ত্রপ্রবৃত্তির তুলনা। তপ্ত ও গরম দুইটি শব্দের মধ্যে বর্ত্তমান কালে নবাগত গরম শব্দটারই সমধিক প্রতিষ্ঠা। গরম ভাত, গরম জল, গরম বাতাস, গরম মেজাজ, গরম লুচি, গরম মুড়ি, গরম ঘি, গরম গরম পাঁপড় ভাজা, গরম চা প্রভৃতি প্রায় সর্ব্বত্রই গরমের আদর। কিন্তু তাই বলিয়া তপ্ত লুপ্ত নহে। তপ্ত খোলা, তপ্ত বালি, তপ্ত ভাত, তপ্ত লোহা, তপ্ত কাঞ্চন, তপ্ত তৈল প্রভৃতিতে তপ্ত আশ্রয় লইয়াছে। অপেক্ষাকৃত অধুনাতন কালে হট্ টি, হট ওয়াটার, হট ডিস্কাসান (discussion) প্রভৃতিও শনৈঃ শনৈঃ বঙ্গভাষায় প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে। আমরা রাগিলে

রাগের কারণভূত ব্যক্তিকে নরম-গরম শুনাইয়া দিই। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা, কৃষ্ণকে খর-শীতল শুনাইয়াছেন। প্রাচীনের দূরীভবন ও নবীনের অভ্যুত্থান ভাষার নিয়ম হইলেও প্রাচীনের তিরোধান সহজে হয় না। অন্তত পক্ষে নদীতরঙ্গের ন্যায় অকস্মাৎ হয় না।

সমালোচক মহাশয় সম্পাদক মহাশয়কে অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায় অনুমোদন করাইতেছেন কি প্রকারে, তাহা আমরা বুঝিলাম না। পদাবলী ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের ভাষা ও ভাবে আমরা এমন কোনও বিভিন্নতা দেখি না, যাহাতে ঐ দুই রচনা অভিন্ন ব্যক্তির নহে বলিয়া বিশ্বাস জন্মিতে পারে। জনশ্রুতিদ্বয়ে কোনও বিরোধ দেখি না। নান্নুরে জন্ম হইলে তখন ছাতনায় মাতুলালয় হওয়া অসম্ভব নহে—তখন নান্নুর ও ছাতনা এক বিষ্ণুপুর-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রাজধানী গমনের আবশ্যকতায় ছাতনা-নান্নুরের দূরত্ব লোপ করিতেছে। কৃষ্ণকীর্ত্তন অনন্তনামা গায়নের পুথি কি না, তাহার প্রমাণ কিছুই নাই; তবে চণ্ডীদাসের ভণিতা পদে পদেই আছে; এত আছে যে, অনন্ত খিওরি স্থান পায় না।

"প্রাপ্ত পুথিতে যে দানখণ্ড নৌকাখণ্ড আছে, তাহাই যে চৈতন্য-প্রভুর সময় প্রচলিত ছিল, এ কথা বলিবার হেতু নাই" বলিবার হেতু কি? অন্য দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদির সন্ধান কি সমালোচক মহাশয় পাইয়াছেন? এখন পর্য্যন্ত যখন অন্যতরের প্রতিষ্ঠা নাই, প্রতিদ্বন্দ্বীই নাই, তখন তুলনা চলিবে কি প্রকারে?

সমালোচক মহাশয় বড় কড়া কথা লিখিয়াছেন,—"কবি চন্দ্রাবলীর নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীরাধা হইতে চন্দ্রাবলীর প্রভেদ জানিতেন না।" বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তাহাতে চন্দ্রাবলী ও রাধা বস্তুতঃ অভিন্না। শ্রীকৃষ্ণের দর্পহারিত্ব প্রতিপাদন ও রাধার দর্পহরণ, এই দুই উদ্দেশ্যে এক রাধা দ্বিধা হইয়া গুণাতীতা রাধা ও ত্রিগুণময়ী চন্দ্রাবলীর সৃষ্টি করিয়াছে। ভাগবতে রাধা নাই, চন্দ্রাও নাই। পরবর্ত্তী কালে যে কল্পনা হইয়াছে, তাহাতে কবিত্ব ও মাধুর্য্য আছে।

"কবি কৃষ্ণ ও কল্কী অবতারের ক্রম জানিতেন না" কথাটী প্রমাণ-সাপেক্ষ। সমালোচক মহাশয় কৃষ্ণ অবতার কোথায় পাইলেন?

"মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কির্দশ স্মৃতাঃ॥"

"রামো রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ" পাঠান্তর আছে কি? আমাদের কবি অতি অসঙ্কোচে অবতার-ভূত বলভদ্রের দ্বারা কৃষ্ণের চৈতন্য সম্পাদন করাইয়া এবং "কৃষ্ণ" অবতারের নাম না করিয়া দেখাইতেছেন যে, তিনি "কৃষ্ণকে" অবতার-ভূত করিতে পারেন নাই। ভাগবতে ইঁহারা অংশ অবতার; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম—অবতার নহেন। অবতার-দশকের নয়টীর নাম করিয়া এবং নিজের নামটী বাদ দিয়া, বলভদ্র কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া যে "এবেঁ উপজিলা কংশ বধের কারণ" বলিতেছেন, তাহাতে উৎকৃষ্ট কবিত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা বুঝিতে না পারায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আবিষ্কারক ও সম্পাদক মহাশয় গ্রন্থমধ্যে যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা ভাল হয় নাই। আমরা এত কাল জানিতাম, কৃষ্ণকীর্ত্তন গ্রন্থে পুথির আদর্শানুরূপ পাঠ আছে। কিন্তু

আজ যে একটী ব্যতিক্রম প্রকাশ পাইল, তাহার জন্য সম্পাদক মহাশয় দায়ী। তবে তিনিও উপক্রমণিকা ও টীকায় পরিবর্ত্তনের কথা সকলের গোচর করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার উচিত ছিল, মূল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া টীকায় স্বীয় অভিমত প্রকাশ করা। কারণ, টীকা ও ভূমিকা অনেকেই দেখেন না। প্রথম বারে আমরাও দেখি নাই।

পরের ভুল ধরা যেরূপ সহজ, নিজের ভুল স্বীকার করা তদপেক্ষা কষ্টদায়ক। স্বর্গীয় কবির শান্তিভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে দূর হইতে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, "ওহে কবি, শুন। তুমি যখন কৃষ্ণ ও কল্কি অবতারের ক্রম জানিতে না, তখন তোমার গানে, বোধ হয়, আরও ভুল পাওয়া যাইবে (যদিও সেটা অন্বেষণ করিবার অবসর আমাদের নাই)। চন্দ্রাবলী উৎকৃষ্ট কবির সৃষ্টি। তুমি বাপু তার ধার দিয়াও যাও নি। তুমি মানের পালা জান না, অথচ বৃন্দাবন-খণ্ডে এক ব্যর্থ ভাণ করিয়াছ।" এরূপ সমালোচনার সমালোচনায় প্রবৃত্তি হয় না। সমালোচক মহাশয় যে কবির এত নিন্দা করিতেছেন, আমরা তাঁহার কবিত্বের মাধুর্য্য অনুভব করিয়াছি ও করিতেছি। যতই দেখি, ততই সুন্দর সুন্দর পদ চোখে পড়ে। যে কবি যৌবনে এই সকল কবিতা লিখিতে পারেন, তিনিই বয়ঃপ্রাপ্তিতে চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলী লিখিতে পারেন। সামান্য কবির পক্ষে এরূপ কবিত্ব রচনা করা অসম্ভব। চণ্ডীদাস হৃদয়-রাজ্যের ঈশ্বর। তাই তিনি বিদ্যাপতির অনেক উচ্চে আসন লাভ করিয়াছেন। বিদ্যাপতির রচনা অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়াছে, শব্দের যোজনায় কর্ণ-সুখাবহ হইয়াছে, কিন্তু চণ্ডীদাস ভাষার আড়ম্বর বা পাণ্ডিত্যের অভিমানে দৃপ্ত হন নাই। মনের কথা, বুকের ব্যথা সরল ভাষাতে যেমন ব্যক্ত হয়, পাণ্ডিত্যে তাহা হয় না। সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে না পারিলে চণ্ডীদাসের স্মৃতি এত কালের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া জাগরূক থাকিত না। আমাদের চণ্ডীদাস পণ্ডিত-শ্রেণীর জন্য লেখনী সঞ্চালন করেন নাই। অশিক্ষিত গোপালক ও গোপবধূগণের উদ্দেশে যে ভাষা, তাহাতে পাণ্ডিত্যাভিমান অন্বেষণ করা বৃথা। পাণ্ডিত্য প্রকাশ অভিপ্রেত হইলে চণ্ডীদাস সংস্কৃত লিখিতেন; সে কালে বাঙ্গালার সমাদর করিতে পারিতেন না। একটা উদাহরণ দেখুন। আমাদের কবি অশিক্ষিতা গ্রাম্য-রমণীর মুখে ভাদ্র মাসের বিরহ-কষ্ট বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন,—

ভাদর মাঁসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুট জায়িবে বুক॥—৩৯৩ পৃঃ।

বিদ্যাপতি পণ্ডিত; তিনি পণ্ডিতোচিত ভাষায় লিখিলেন,—

কুলিশ শত শত- পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি জাওত ছাতিয়া॥

সরলা গোপবালার মুখে এত পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভাষা কি স্বাভাবিক ? না প্রাণের আবেগসম্ভূত ? অতঃপর আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তনের কতিপয় বিশেষত্বের উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে, তাহা অদ্যাপি বীরভূমের গ্রাম্য ভাষায় প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ কতিপয় শব্দের উল্লেখ করা যাউক।

১। আজোল (স্ত্রীলিঙ্গে আজুলী), বিশেষ্য পদ আজুলোমি, আজুলি ; অর্থ—নেকা, নেকী, নেকামী। দেখি তোহ্মাক আজলী। পর কাজে তোঁ বিকলী॥ ২১ পৃঃ। আজলী রাধা তোঁ আবালী বড়ী হের পাঞ্জী পরমাণে॥ ৩৭ পৃঃ। হেন সে আজল দেবরাজে॥ ২৪৭ পৃঃ।

২। আথান্তর=বিপদ্, বিষম সমস্যা। আহ্মা দুখমতী লআঁ। ভৈল আথান্তর। ৯৬ পৃঃ। তোহ্মা দেখী রাধার না কর আথান্তর॥ ২১৯ পৃঃ। আজী কোণ আথান্তর করিবেক রাধা॥ ৩২৩ পৃঃ। বীরভূমে "আথান্তর হওয়া", "আথান্তর করা", "আথান্তরে পড়া" হয়।

৩। আঁধ্‌লা=কাণা, রাতকাণা। কামে আন্ধল হআঁ। বাট নাহিঁ দেখ। ৯৪ পৃঃ

৪। আপ্‌চো=অপচয়। সব ঠাম্রি আপচয় কৈল মোর হরী। ১৯৪ পৃঃ

৫। আমোল=অম্ল। ক্রিয়া—"আম্‌লানো"। ঘৃত দুধ নঠ হএ আম্বল দহী। ১৭৫ পৃঃ

৬। আল্‌পাই ধরেছে=যেরূপ কাজ করিতেছে, তাহাতে এ বেশী দিন বাঁচিবে না। মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। হেন স যৌবন রাধা সব আলপাউ। ৬৫ পৃঃ

৭। ওঁঝোঁট হোঁচোট্‌=চরণাগ্রে আঘাত। হাঁচী জিঠী আম্র উঝঁট না মানিলোঁ। ৩১৮

৮। উ'র্‌বার কাপড়। বীরভূমের নিম্নশ্রেণীর লোকে জারে ক্যাথা ও'রে। কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ। ৩৯২

৯। কুটুরি=মেটে পাথরের বড় বাটি। বাহুযুগ তোর কনক মৃণাল কুচ উলট কটোরে। ৯১

১০। ক'নে—কন্যা, পাত্রী। মেয়ে শব্দ অপ্রচলিত। মেয়ে=স্ত্রী।

১১। খাবল=এক হাতে যতগুলো ধরে। হিফিলেক রাধা কবল দস হাটাল। ২৬৬

১২। কাঁক্‌নি=কঙ্কন। হার কাঙ্কন মোর কাঞ্চুলীতে দেএ টান। ৮৬

১৩। কাঁচো=অপক্ক। কাঁচ কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ। ৬৯। কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মোএ পাএ॥ ৪৩। কাঁচ ফল ভাজিলেঁ কিছু রস না পাই। ১১৮

১৪। কেনে=কেন ? কি জন্য ? কৃষ্ণকীর্ত্তনে "কেহ্নে"।

১৫। খাপুরী=মৃণ্ময় পাত্রবিশেষ। হাথে খাপর ভিখ মাগএ যোগিনী। ৩১৮

১৬। খেড়=খড়। খেড় আগুনী এক করিআঁ। বড়ায়ি গেলী এক ভিতে। ১৩১

১৭। খোজ=খোঁজ। খোজিলেঁ আহ্মা পাইবেঁ নাহি। ৮৪। সামীর নিজ ধন খোজন্তি কাহ্নাঞি। ৮৬। মোর থানে খোজসি। ৩২৫। বিরহে বিকলী খোজো মো নান্দের পোএ। ৩৭২

১৮। গজমুতী হার। সিন্দুরে লোটাইল যেহ্ন গজমুতী। ৫৮। গিএ শোভে গজমুতী। ৯০। মাকড়ের যোগ্য কণ্ঠেঁ। নহে গজমুতী। ১২২। তহিত নক্ষত্রগণ গজমুতী হার। ১৫৪

১৯। গ’ল্=গোয়ালা। কলিকাতার গয়লা। বীরভূমের উচ্চারণ ইংরাজী gaul শব্দের ন্যায়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ‘গোআল’ আছে। ২৫, ৩১, ৩৩, ৩৬ ইত্যাদি। “গোশালা” শব্দজ “গোআল” বীরভূমের উচ্চারণে “গো’ল্”। “খো’ল্”(সর্ষপপিষ্টক)বৎ উচ্চারণ।

২০। ঘসি=গোময়পিষ্টক। একেঁ দহদহ ঘসির আগুণ আরে কেনা জালে ফুকে। ৩৪৯

২১। ঘুসুঘুসিয়েঁ=মৃদু মন্দ ভাবে। এবেঁ ঘুস ঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন। ৩৩৫

২২। সিঁয়ে=আসিয়া। অন্য ক্রিয়ার সহযোগে ব্যবহার। আইস সব গোআলিনী নাএ চড়সিআঁ। ১৪৬। আপণ ইছাএ রাধা নাএ চড়সিআঁ। ১৫২

২৩। চামড় (ট)=চর্ম্মসদৃশ অভঙ্গুর বা চর্ম্মসংলগ্ন। যথা, চামড় কাঠ, চামট এঁটোলি। চামড় কাঠের বাঁহুক যোড়িআঁ। ১৭৭

২৪। ছিনারী, ছেনারী=কুলটা। পামরী ছেনারী নারী। ৮৩। নটকী গোআলী ছিনারী পামরী। ৩১৮। ছিনারী পামরী নাগরী রাধা। ৩৭১

২৫। জোরো=জ্বররোগী। গরুআ দেখিআঁ যেহু রুচক আম্বল। ৪৯

২৬। জুৎ=শ্রী, শৃঙ্খলা। রান্ধনের জুতী হারায়িলোঁ। ৩০৬

২৭। ঝাঁও—ঝামা (প্রস্তরভেদ)। ঝাঁওএঁ ঘসিআঁ তাক করিল চিকণ। ১৬৮

২৮। মাছ জ্যাঁয়েঁ রাখা=জীবিত করিয়া রাখা। বাঁশী দিআঁ জীআউক মোরে। ৩২৯

২৯। কচাল, খচল=বিবাদ। বাক্‌কলহ, ঝ্যাঙা, বিড়ম্বনা। ঘুচাহ কচাল কাহ্নাঞিঁ তেজ মোর আশে। ৭০ ; না কর কচালে॥ ৮২। কিকে কাহ্নাঞিঁ করহ কচালে। ৮৩। কচাল না পাত তোহ্মে···১১৩। কিসক করহ কচালে। ১৪৯

৩০। ঠেঁটা=দুষ্টা, লজ্জাহীনা। ঠাঁঠী বড় গোআলিনী তোঁ। ৩৯৫

৩১। ডালি=বংশনির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। তাম্বুলে ভরাআঁ ডালী। ১৮। ফুলে তাম্বুলে ভরি লআঁ যাহা ডালী। ১৪। ডালি ভরাআ ফুল পানে। ১৬। ডালী ভরী ফুল পানে। ৩৩৬

৩২। ঢুঁসিয়েঁ=ঢুঁ মারিয়া। মুণ্ডে মুণ্ডে ঢুসাআঁ মারিবোঁ তোহ্মা হেলে। ৮৬

৩৩। তিনাঙ্গুলি, তৃণাঙ্গুলি=বিদায়, ত্যাগ। আজী লাজক দিআঁ তিনাঙ্গুলী॥ ১৮৫। লাজে দিআঁ তিনাঙ্গুলী। ২২৭। তার নেহে তিনাঙ্গুলী দিআঁ। ৩৩৭

৩৪। তেলানী, থেলানী=হাঁড়ী। তেলানী গভীর নাভি লাবণ্য জল॥ ৬৯

৩৫। তেরছ=বক্র। তেরছ নয়নে দেহ আহ্মাক আশে। ৩৭৮

৩৬। থান (স্থান)=দেবভূমি। অর্থসঙ্কীর্ণতা ঘটিয়াছে। আপণা চিহ্নিআঁ কাহ্নের থান যাহা। ২৪

৩৭। গভীর জলে “থা” পাওয়া। কাহ্ন দেখি বাটত যমুনা থাহা দিল। ৫

৩৮। দ’=দহ। দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল। ৩৪৫

৩৯। দুআর=দ্বার। যাইবোঁ রাজদুআরে। ১২৬

৪০। দুগুন=দ্বিগুণ।

৪১। নটী, নটী=কুলটা, বেশ্যা। নঠী বড় রাধা দেখিলেঁ প্রাণ হরে। ৩৯৬। নটকী গো-আলী। ৩১৮

৪২। নাচুনী=নর্ত্তকী। গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী। ২৪২

৪৩। নাছ=বহিরঙ্গন, বহির্দ্বার। নাছে গিআঁ চাহে রাহী নান্দের নন্দন। ৩০৯

৪৪। নিশেশ=নিশ্বাস। নিশাশ এড়িতে মোকে দেহ অবসর। ২৯১

৪৫। পণী=কুম্ভকার-চুল্লী। যেন উয়ে কুমারের পণী। ৩৪২। মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী। ২৯৪

৪৬। পত্যাশ্—প্রত্যাশা। বিশেষণ—পত্যাশী। যদি সুরতীক তোর আছে পতিআশ।১৯৮

৪৭। পর্‌খিয়েঁ দেখা=পরীক্ষা করা। কোপ ছলেঁ পরিখে তোহ্মার মতি কাহ্নে। ৩০৮

৪৮। পহুরী=প্রহরী। তার রাএ কংসের পহুরী চিআইল। ৫

৪৯। পাকুড় (লাল অশ্বথ), নাকুড় (সাদা অশ্বথ)। পাকড়ী নাকড়ী বন সোণাকড়ী। ২০৭

৫০। পাতল=পাতলা। হার পেলাহ পাতল হউ তন। ১৫৯

৫১। পান্তর=প্রান্তর, মাঠ। তে-পান্তর। মাঝ পান্তরে বাট কাঢ়ায়িআঁ। ১৩০। ভর পান্তরে তিরীবধ করে। ১৩১

৫২। পুটুলী=বুঁচ্কি। পোঁটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন।

৫৩। ফুকুরে' মরা=চীৎকার করিয়া ক্লান্ত হওয়া। বাহা বাহা করি তবেঁ রাধিকা ফুকরে। ১৫৭

৫৪। ফুরিয়েঁ দেওয়া=ঠিকা চুক্তি করিয়া দেওয়া, পারিশ্রমিক নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া। ফুরাআঁ না দেহ তোহ্মে তেঁসি একো কাজ। ১৭৬

৫৫। বো'ল ফুল=বকুল ফুল। বহুল মহুল সেআলী। ২০৬। খোঁপাত উপর তোর বউল মাল দেখী। ১০৪। পিন্ধি বউল পুষ্পের হার। ৩৪১

৫৬। বর গাছ=বটবৃক্ষ। খদির পিণ্ডার বর। ২০৭

৫৭। বাহুঠী, বাউঠী, বাওটা=বাহুভূষণ। হাথের বলয় নিলেঁ আঅর বাহুঠী। ১৩৪। যোবন বাহুঠী পহ্নী রুপসী রাধিকা। ১৪৪

৫৮। আঙ্গুঠী=অঙ্গুরী। কনক কঙ্কন নিলেঁ আঅর আঙ্গুঠী॥ ১৩৪

৫৯। বীদ্=ছিদ্র। সাতগুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম। ২৯২

৬০। বিনিয়েঁ বিনিয়েঁ কাঁদা=সুর করিয়া রোদন। করএ করুণা বিনায়িআঁ চক্রপাণী। ২৩৩

৬১। বিহেণ বেলা=প্রাতঃকাল। তাম্বাচুড়া রাএ হৈল বিহাণ। ২৫৮। বিহাণ আইলাহোঁ হৈল দুঅজ পহর। ২৮৬

৬২। বুলুক=বলুক। √বুল=√ব্রূ। দানের আন্তরে কাহাঞিঁ বুলুক বচন। ৫২

৬৩। বোলাবুলি করা=পরস্পর কহা। বোলাবুলি (বলিতে বলিতে) রাধিকা পাইল নিজঘর। ২৫১

৬৪। ভরস=ভরসা, প্রবোধ। হৃদয়ে ভরস কর। ৩৪৫

৬৫। ভার=ভার-বহন-দণ্ড ও সিকা। সুচাঁছে চাঁছিল ভার দুঈ মুঠী। ১৬৮

৬৬। ভিনু=ভিন্ন, পৃথক্‌। লেখা করহ ভিন ভিন দাণে। ১২৩

৬৭। খাড়ু=করাভরণ। ‘কটক’ শব্দজ।

৬৮। পুকুর মারা=জলসেচনপূর্ব্বক জলশূন্য করা। ঝাঁট মার পাণী। ১৫৬

৬৯। রুখু=রুক্ষ। যথা—রুখু মাথায় তেল। না বোল না বোল রুখ বাণী। ২৪৮

৭০। সুগুনী=শকুন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের সগুণী=নিমিত্তজ্ঞ, শাকুন।

৭১। সজ্=উপহার। “ভাত সজি করা।” “পাণ সজি করা,” “পাণ সজিয়েঁ খা”। ভার সজ করিবারে করিলাস্ত মন। ১৬৮। এবেঁ সজ করু কাহ্ন আপণে পসার। ১৭৯। পসার সজাআঁ লৈল ঘৃত ঘোল দহী। ১৭০

৭২। সতন্তরী=স্বাধীনা। এ কালের বহু সব নহে সতন্তরী। ২০১

৭৩। সত্তর=সতর্ক, সাবধান, চতুর। সত্বর হআঁ রাহি থাক মাঝ নাএ। ১৫৭। বুলী চোর পৈসে ঘরে গিহ্লীক সত্বর করে। ৩২০

৭৪। সমাই, সোমাই=সবাই। সহ্মাই চরিলে নাঅ না সহিব ভরা। ১৪৫। সহ্মাঞি চলিলা বড় মনের হরিষে। ২০৪। সহ্মাঞি যুগতি করি। ১৪৫। সহ্মেঞিঁ চাহেন্ত তোক। ২৫৩

৭৫। সান কাড়া বা দেওয়া=ঘোমটা টানা। মাঙ্গে সুরতিদান সান দেই মাথে। ৮৭

৭৬। সিয়ান, সিয়ান ঠগ্=চতুর। তোহ্মেঞিঁ বড় সিআন। ৩২০। আতি বড় সিআন সে কাহ্নে। ৩৭৫।

৭৭। সেজা, সীজ=শয্যা। নানা ফুলে সেজা বিছাইআঁ। ৩৫৩

৭৮। হাকুলি বিকুলি=অতিব্যগ্রতা। বিরহে পুড়িআঁ কাহ্ন হাকল বিকল। ৪৯

৭৯। হালা=কাঁপা। ঢেউ দেখি মোর হালে সব গা॥ ১৬০। ভএেঁ হালে বড়ায়ির আন্তরে॥ ৩৮৯

৮০। হের=এইখানে। হোর=ঐখানে। হের ভাল ফুল হোর ভাল ফল। ২১৩

৮১। হিঁচোল, হেঁচল=আকস্মিক আকর্ষণ। হিঁছোলেঁ লএ পরাণে। ১৩১

৮২। কতি=কোথায়। ২২২, ২৩২

৮৩। আমারা—২০২। তোমারা—২৩২

৮৪। নোটন খোঁপা—১৩১

৮৫। ভর যুবতী, ভর যৌবন—১৩১

৮৬। পাণে=দিকে ১৮৬

৮৭। মিছে ছ্যাচা ১২৪ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বীরভূমের ভাষায় সংস্কৃত ‘ক্ত্বা’, প্রা° ‘ইঅ’ স্থানে য়েঁ, ইয়েঁ হয়। ব্যঞ্জনের সহিত যোগ থাকিলে হয় না। হয়েঁ, খেয়েঁ, যেঁয়ে, দিয়েঁ, কয়েঁ, পাঠিয়েঁ, সজিয়েঁ, হারিয়েঁ, পেয়েঁ,

ভরিয়েঁ, পালিয়েঁ, রয়েঁ, সয়েঁ, থুয়েঁ, ফুরিয়েঁ ইত্যাদি। কিন্তু রেখে', করে,' ধরে', মেরে' ইত্যাদি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই সানুনাসিকতা একটু ব্যাপক ভাবে আছে। ব্যঞ্জন সম্পর্ক থাকিলেও সানুনাসিক।

সংস্কৃত বিধিলিঙ্‌ এর অনুরূপ একপ্রকার ক্রিয়াপদ বীরভূমের ভাষায় প্রচলিত আছে। হোথা যেয়ে না (ওখানে যাইতে নাই), ভাইকে না দিয়েঁ খেয়ে না (খেতে নাই), যে আমাকে এত কষ্ট দিলে, তার কুষ্ঠব্যাধি হ'য়ে (হউক), সে যেনে ছুটী চোখ খেয়ে, তোর দাদা যেনে না এ'সে, আগুনে হাত দিয়ে না, ইত্যাদি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহার অনুরূপ অসংখ্য প্রয়োগ আছে। যথা,—"পুণ্য কইলেঁ স্বগ্‌গ জাইএ, নানা উপভোগ পাইএ।" "কাহ্নাঞি'র নেহা রাধা বড় পুনে পাইএ। মইলেঁ মুকুতি কিবা সুরপুর জাইএ॥" "ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞি দুঈ হাথে না খাইএ॥" হইয়াছে, গিয়াছে প্রভৃতি ক্রিয়াপদের স্থানে বীরভূমে হ'ল্‌ছে, গেল্‌ছে প্রভৃতি হয়। ইহা মিথিলার অনুরূপ; এই লকারাগম সর্ব্বত্র হয় না। যে সকল স্থানে ইদানীন্তন কালে কথিত ভাষায় য়কারের প্রয়োগ আছে, সেই সকল স্থানে হয়। যেমন হয়েছে—হ'ল্‌ছে, গিয়েছে—গেল্‌ছে, এয়েছে—আ'ল্‌ছে, করিয়েছে—করা'ল্‌ছে, ভরিয়েছে—ভরা'ল্‌ছে; এইরূপ হ'ল্‌ছিল, গে'ল্‌ছিল, আ'লছিল, ইত্যাদি অতীত (অনদ্যতনী) রূপ। য়কার সম্পর্ক না থাকিলে হয় না; যেমন করেছে, ভরেছে, মেরেছে। কিন্তু ম'ল্‌ছে (মরেছে), খেঁয়েঁছে (খেয়েছে)। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে ফুটিল্‌ছে, রহিল্‌ছে, আলিছিল আছে।

একটী স্থলে আমরা সম্পাদক মহাশয়ের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি নাই। নিম্নে সে স্থল উদ্ধৃত হইল।

"হসিত বদন কর রাধা ল
আল ধরিলোঁ। তোর আঁচলে।
হংস সরোবর পাইলেঁ অবসই
হরিঞঁ ভুঞ্জে কমলে॥"—১২৯ পৃঃ

এখানে সম্পাদক মহাশয় অবসই=অবশ্যই করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে অর্থসঙ্গতি হয় কই? মূল পাঠ দেখিয়াই আমাদের মনে হইল যে, অবসই ক্রিয়াপদ। তাহার পর দেখি, ১৩৭ পৃষ্ঠায় আছে, "হংসে যেহ্ন সরোবর বিগুতিল, বড়ায়ি ল, তেহ্ন রাধা বিগুতিলে কাহ্নে।" এখানে সম্পাদক মহাশয় টীকা করিয়াছেন, "হাঁস যেমন পুকুরের জল তল-উপর করে, কানাইও তেমনি রাধাকে (নাস্তা-নাবুদ) করিল। বিগুতিল—আলোড়ন করিল।" আমরা বলি, এইরূপ অর্থই উদ্ধৃত স্থলে সঙ্গত হইবে। এখানে অবসই=(সং অব+সো ধাতু+তিপ) অবস্যতি, অবসান করে, একশেষ করে, তল-উপর আলোড়ন করে অর্থাৎ যথেচ্ছ উপভোগ করে। আর হরি শব্দের বহু অর্থ হইলেও এখানে কমলের কবি-প্রৌঢ়ি-প্রসিদ্ধ নায়ক "সূর্য্য"ই অর্থ। এইরূপ করিলে একটা সুস্পষ্ট অর্থ পাওয়া যায়। "রাধা, বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া একবার হাসিমুখ কর, এই আমি তোমার অঞ্চল স্পর্শ করিলাম। উপভোক্তা ও উপভোগ্য একত্র হইলে

উপভোগ অবশ্যম্ভাবী। সরোবর দর্শনে হংস কি স্থির থাকিতে পারে? নামিয়া সরোবরের জল তল-উপর করিয়া স্নান করে। কমলিনীনায়কও কমল পাইলেই উপভোগ করে। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ, তোমার এড়ান নাই।" সম্পাদক মহাশয়ের অর্থ গ্রহণ করিলে অন্বয়টা এইরূপ হয়,—"হরি হংস-সরোবর পাইলে অবশ্যই কমলকে উপভোগ করে।" "হংস-সরোবর" না হইলে কি "রবি-কমলিনীর" মিলন হয় না? আমাদের বোধ হয়, সম্পাদক মহাশয় এ স্থানটী এড়াইয়া গিয়াছেন। কারণ, তাহা না হইলে হরি শব্দের অর্থ টীকায় পাইতাম।

সমালোচক মহাশয় কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক মহাশয়ের অতিপরিশ্রমে বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, কৃষ্ণকীর্ত্তনে বহু পরিশ্রম আবশ্যক হইবে; একজনের পরিশ্রম কখনই যথেষ্ট হইবে না। উদ্ধৃত স্থলে তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ অনেক স্থলে সম্পাদক মহাশয় অনেক শব্দ "অর্থ বুঝা গেল না" বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আর তিনি যাহা অভ্রান্ত মনে করিয়াছেন, তাহাতেও ভ্রম-প্রমাদ নাই, এ কথা কে বলিবে?

বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে লুপ্তাধিগত রত্ন। একমাত্র এই পুথিখানির আলোচনায় বঙ্গভাষার অভিব্যক্তি বিষয়ে অসংখ্য লুপ্ত সূত্রের উদ্ধার হইবে। কত শব্দ, কত শব্দার্থ, কত শব্দসজ্ঞ, কত বিভক্তির ঐতিহাসিক পরিচয় এই পুথিতে পাওয়া গিয়াছে! আর আলোচনা করিলে আরও কত কত বঙ্গভাষাবিষয়ক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা-সভার বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

রঙ্গপুর শাখা—১৩২৪

১৩২৫ বঙ্গাব্দে এই সভা চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে এই সভার ত্রয়োদশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ বিবৃত হইল।

সদস্য-সংখ্যা—আজীবন সদস্য ১, বিশিষ্ট সদস্য ৫, অধ্যাপক সদস্য ৪, সহায়ক সদস্য ৭, সাধারণ সদস্য ২৩৯, ছাত্র সদস্য ৫২, একুন ৩০৮।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের অন্যতম উৎসাহী সদস্য পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় পরলোকগমন করেন। পূর্ণেন্দু বাবুর পরিবারের জন্য এই সভা অর্থ সাহায্য সংগ্রহে তৎপর হইয়াছেন।

বিগত ২৮শে মাঘ রবিবার, বঙ্গাব্দ ১৩২৪ তারিখে এই সভার দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ বি এ, বি এস সি মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

অনিবার্য্য কারণে ত্রয়োদশ বর্ষের প্রায় শেষভাগে দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশন সংঘটিত হওয়ায় অব্যবহিত পরে ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক অধিবেশন আহ্বান করা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া ১৩২৫ বঙ্গাব্দের শেষভাগে একত্রে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ সাংবৎসরিক অধিবেশন আহ্বান করা স্থির হইয়াছে। ১৩২৫ বর্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে এবং ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক অধিবেশনের পূর্ব্বেই চতুর্দ্দশ বর্ষারম্ভ গণনা করা হইতেছে।

বিগত দ্বাদশ সাংবৎসরিক অধিবেশনেই ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ (১৩২৪।২৫) বর্ষদ্বয়ের ১ জন সভাপতি, ৫ জন সহকারী সভাপতি, ১ জন সম্পাদক, ৪ জন সহকারী সম্পাদক এবং ছাত্রাধ্যক্ষ ও চিত্রশালাধ্যক্ষ মোট ১৪ জন লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং ত্রয়োদশ বর্ষে ২টী সাধারণ ও দুইটী বিশেষ মোট ৪টী কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতির অধিবেশন হইয়াছে।

ত্রয়োদশ বর্ষে একটী মাসিক ও দুইটী বিশেষ অধিবেশন হয়। দ্বাদশ বর্ষে নিম্নোক্ত দুইটি অধিবেশন হয়।

	পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক	প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শক	
৫ম অধিবেশন ২৩শে বৈশাখ, ১৩২৪।	হেগেলের দার্শনিক মতবাদ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ-চন্দ্র বাগ্‌চি এম্ এ,	রঙ্গপুর সুবর্ণদহ সরকারী স্কুলের দপ্তরীর চাপরাস (সন ১২৬৮ বাং)	শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস কর্ত্তৃক উপহৃত।
ষষ্ঠ অধিবেশন। ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪	বর্ত্তমান ভূগোলের প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এ,		

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। ২২শে ভাদ্র, রবিবার — শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ মহাশয়ের লিখিত "বদরপুরের কেল্লা ও শিলালিপি"।

বঙ্গ-সাহিত্যের উৎসাহদাতা গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন। ২৫শে কার্ত্তিক, রবিবার — শ্রীযুক্ত সুখরঞ্জন সেন মহাশয়ের লিখিত "স্মৃতিতত্ত্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য"।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন। ৭ই পৌষ, রবিবার — শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত "বিবেককার শূলপাণি"। এই সভায় (১) রংপুর বামনডাঙ্গার জমিদার বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ও হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন ১২ই ফাল্গুন, রবিবার — শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের লিখিত "সত্যনারায়ণের পাঁচালী সম্বন্ধে আলোচনা।"

নবম মাসিক অধিবেশন ১৬ই চৈত্র, রবিবার — শ্রীযুক্ত বিরজাকান্ত ঘোষ বি এ মহাশয় লিখিত "বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রীহট্ট"।

দশম মাসিক অধিবেশন ২৮ বৈশাখ, রবিবার — শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস বি এ,বি টী মহাশয় লিখিত "গাজী কালু ও চম্পাবতীর পুথি"।

নিম্নলিখিত হিতৈষী বন্ধু ও সদস্যগণ শাখার গ্রন্থাগারে পুথি ও পুস্তকাদি উপহার প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজা জগদিন্দ্রদেব রায়কত, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য, মৌলবী মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন আহম্মদ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, কোচবিহার সাহিত্য-সভার সম্পাদক, গৌহাটী শাখা-পরিষৎ-সম্পাদক ও সারস্বত-সম্মিলন সম্পাদক।

বিগত বর্ষে নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রিকাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে,—

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বিকাশ, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, প্রবাসী, নারায়ণ, স্বাস্থ্যসমাচার, ব্রাহ্মণসমাজ, অর্ঘ্য, সাহিত্য-সংবাদ, অর্চ্চনা, সাহিত্য-সংহিতা, জগজ্জ্যোতিঃ, প্রতিভা, ভোষিণী, সৌরভ, উপাসনা, হিন্দু পত্রিকা, The Devalaya Review, আর্য্যবিভূতি, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, হিন্দুরঞ্জিকা, বিশ্ববার্ত্তা, শিক্ষা-সমাচার, রঙ্গপুরদিক্‌প্রকাশ, গৌড়দূত, মালদহ সমাচার, সঞ্জয়, সুরমা, সুরাজ, রঙ্গপুর-দর্পণ।

"নারায়ণ"-সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম এ মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনার জন্য বিগত ২৪এ ফাল্গুন, শনিবার ১৩২৫ বঙ্গাব্দ তারিখে স্থানীয় এডওয়ার্ড স্মৃতিভবনে এক সান্ধ্যসম্মিলনের আয়োজন হইয়াছিল।

চিত্রশালা পরিদর্শন—বিগত বর্ষে অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অগস্তি এম এ, পি আর এস্ এবং শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ এম এ, ব্যারিষ্টার ও মুর্শিদাবাদ বালুচরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুপৎ সিং ও শ্রীযুক্ত জগপত্র সিং মহোদয়গণ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ ও তৎসংশ্লিষ্ট চিত্রশালা পরিদর্শন করেন।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন,—জন্মাষ্টমীর অবকাশে বিগত ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র হইতে জলপাইগুড়ী নগরে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের একাদশ অধিবেশন হইবে, এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া কর্ম্মারম্ভ করা হইয়াছিল। সামরিক জ্বরের প্রাবল্য নিবন্ধন তত্রত্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুরোধে কেন্দ্রসভা এইরূপ নির্দ্ধারণ করেন যে, ৺পূজাবকাশের অন্তে অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক কালনির্দ্দেশ পূর্ব্বক সম্মিলনের অধিবেশন করা হইবে। বর্ত্তমানে এতৎসম্বন্ধে পত্র ব্যবহার চলিতেছে।

সভার মুখপত্র,—বিগত বর্ষে সভার মুখপত্র রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৩, ১ম—৪র্থ এবং ১৩২৪, ১ম—৪র্থ সংখ্যাদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কেন্দ্রসভা উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের পাবনা অধিবেশনের বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

রাজসাহী শাখা—১৩২৫

পৃষ্ঠপোষক—সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম এ, সহকারী সভাপতি—মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল এবং রায় শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর, এম এ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ, এবং শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এম এ প্রভৃতি সাহিত্যসেবকগণ ইহার বিশিষ্ট সভ্য। সভার সাধারণ সভ্যসংখ্যা ৬০।

আলোচ্য বর্ষে তিনটি মাসিক অধিবেশন এবং একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

১ম অধিবেশন ৬ই বৈশাখ। আলোচ্য-বিষয়—বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার স্থান। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মজুমদার বি এ। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী এম্ এ, বি টি, এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম এ, মাতৃভাষা অবলম্বনে শিক্ষার উপযোগিতা বুঝাইয়া দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন দত্ত এম এ, এবং শ্রীযুক্ত কৌষিকীচরণ ভট্টাচার্য্য এম এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা-সম্বলিত শিক্ষাপ্রণালীর একটি ধারা দেখাইয়াছেন।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৫ই আষাঢ়। আলোচ্য বিষয়—"শিক্ষায় মাতৃভাষার উপযোগিতা", প্রবন্ধ-লেখক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী এম্ এ, বি টি। মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বিশেষ অধিবেশন—২০শে মাঘ। পরলোকগত ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য এই অধিবেশন করা হয়। সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ, বি এল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম এ, বি টি, মৃত মহাত্মার জীবনী বিস্তৃতরূপে আলোচনা করেন।

শ্রীশ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী

সম্পাদক।

ভাগলপুর শাখা—১৩২৫

পরিষদের নিয়মানুসারে বৎসরের প্রারম্ভে একটি সাধারণ অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এবং কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হয়। পরে চারিটি অধিবেশনে নিম্নোক্ত চারিটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। প্রবন্ধ এবং লেখকের নাম—

১। মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম—শ্রীযুক্ত কালীপদ মিত্র

২। মধ্য এসিয়ায় বৌদ্ধ শিল্পকলা— ঐ ঐ

৩। ব্রাহ্মণের আভিজাত্য—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী

৪। জীবন-চরিতে দ্বিজেন্দ্রলাল—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত এম্ এ

প্লেগ্ এবং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপে এ বৎসর আর কোন অধিবেশন আহ্বান করা সম্ভব হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে সভ্যসংখ্যা ছিল ৩২; পুস্তকাগারে পুস্তক-সংখ্যা ৩৯২; আয় ৬০৲, ব্যয় ৫০।৴১০।

শ্রীপ্রেমসুন্দর বসু।

সম্পাদক।

চট্টগ্রাম শাখা—১৩২৫

বিগত বর্ষে চট্টগ্রাম সাহিত্য-পরিষদের দ্বাদশটি মাসিক অধিবেশন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আদর্শ-চরিত্র পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লোকান্তর-গমন, মহাকবি নবীনচন্দ্রের সাংবৎসরিক স্মৃতি-উৎসব, কবি শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অভিনন্দন, মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে আনন্দ প্রদান ও চট্টলের সুকৃতি সন্তান শ্রীযুত বিভূতি-ভূষণ দত্ত এম্-এস্-সি মহোদয়ের পি-আর-এস্ উপাধি প্রাপ্তিতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা প্রভৃতি উপলক্ষে যথাক্রমে পরিষদের পাঁচটি বিশেষ অধিবেশনও হইয়াছে।

২রা চৈত্র রবিবার নয়াপাড়া 'মগধেশ্বরী' তটে জন্মভূমির অমর কবি নবীনচন্দ্রের শ্মশান-ক্ষেত্রে সম্মিলনের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুত বিপিনবিহারী নন্দী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমিল্লা, নোয়াখালী, খণ্ডল প্রভৃতি স্থান হইতেও প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে কবি নবীনচন্দ্রের মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমাদের এ পরিষৎ বিশেষ গৌরব ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

তাওয়াদের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়, বিদুষী মহিলা কুমুদিনী দাস ভারতী, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর,মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রমুখ মহাত্মগণের পরলোকগমনেও এ পরিষৎ বিশেষ শোক প্রকাশ করেন।

পরিষদের অধিবেশনে নিম্নোক্ত ভদ্র মহোদয়গণের রচিত কবিতা ও প্রবন্ধ প্রভৃতি পঠিত হয়। কবিতা—

মহাত্মার মাতৃদর্শন—শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
গোবিন্দ-প্রয়াণ— " " "
বনপথে আত্মপ্রসাদ—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সেন
চট্টল-বন্দনা—শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, সূত্রতীর্থ
আত্মানুভূতি—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ
শ্মশানে—শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী
পল্লীবাসী—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দালা এম্-এ,বি এল্
মায়ের আহ্বান—শ্রীযুক্ত মোক্ষদাকুমার বিশ্বাস এম এ
সৈরিন্ধ্রী কাব্যের কয়েক সর্গ—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কাব্যতীর্থ
নবীন-স্মৃতি—শ্রীযুত নগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী
মিলন—শ্রীযুক্ত হরিকৃপা চৌধুরী

(প্রবন্ধ)

শৈলপথে হাতীখেদাভিযান—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দালা এম্-এ, বি-এল্
মীনচেতন—শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন দাস
মুসলমান কবির বিদ্যাসুন্দর—শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম, সাহিত্যবিশারদ
রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম্-এ
কৈকেয়ী-কলঙ্ক—শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস বি এল্
আয়ুর্বেদীয় সাহিত্য ও তাহার দার্শনিক ভিত্তি—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রমোহন সেন বি এ, কবিরঞ্জন, বৈদ্যশাস্ত্রী
বঙ্গভাষা—শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ
মৃত্যুঞ্জয়—শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী
অতীতের স্মৃতি-কণা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত সাংখ্যতীর্থ
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের বিশেষত্ব—কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যানিধি
স্বপ্নতত্ত্ব—শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র ঘোষ
আর্য্য—শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ, সূত্রতীর্থ

সদস্য-সংখ্যার বৃদ্ধি সত্বেও গত বৎসর পরিষদের আয় আশানুরূপ হয় নাই এবং অর্থানটন-বশতঃ অনেক প্রয়োজনীয় কাজ অনারব্ধ ও অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। সদস্য-সংখ্যার

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও রীতিমত চাঁদা আদায়ের অন্ত কোন প্রকৃষ্ট বিধান না করিলে পরিষদের উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তৎপ্রতি পরিষদের ভক্ত ও হিতৈষিগণের অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পরিষদের বর্ত্তমান সদস্যসংখ্যা—১১৪ এবং চাঁদা বাং উত্তল হইয়া সর্ব্বশুদ্ধ মোট ১১২।/০ গত বৎসরের আয়; ব্যয় হইয়াছে ১২৩৩/১০। সম্পাদক মহাশয় নিজ তহবিল হইতে ১০৩/১০ আনা খরচ করিয়া পরিষদের আবশ্যকীয় ব্যয় কোনমতে নির্ব্বাহ করেন।

বর্ত্তমান বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ এবং কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন সেন বি এল্। সহঃ সভাপতি, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম এ, অধ্যাপক। ২। শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। ৩। শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি এ। সহঃ সম্পাদক ১। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র লাহা এম এ, বি এল্। ২। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র দত্ত বি এ, বি-টি। ৩। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র কাব্যতীর্থ। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য—শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র গুহ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহিমারঞ্জন বড়ুয়া এম এ, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় এম এ, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস বি এল্, শ্রীযুক্ত রমেশচরণ রক্ষিত, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ এবং মোক্তার শ্রীযুক্ত হরিমোহন নাথ।

শ্রীযোগেশচন্দ্র লাহা
সহকারী সম্পাদক।

বারাণসী শাখা—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে বারাণসী শাখা সাহিত্য-পরিষদের দশম বর্ষ অতীত হইল। এ বৎসর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভাপতি, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ এবং ৺নিখিলনাথ মৈত্র এম্ এ মহাশয়গণ সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত হরিদাস কাব্যসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত চারুশশী বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত তারাচরণ কাব্যতীর্থ সাহিত্যোপাধ্যায় গ্রন্থাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় কোষাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম এ আয়-ব্যয়-পরীক্ষক, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারী এম এ, শ্রীযুক্ত নীলকমল ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ, শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য কাব্যবিনোদ এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গুহ।

আলোচ্য-বর্ষে শাখা সভার চারিটী অধিবেশন হয়। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল।

প্রবন্ধ	লেখক	সভাপতি
১। চন্দ্ররশ্মি	শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন
২। শব্দতত্ত্ব	" হরিহর শাস্ত্রী	" "

প্রবন্ধ	লেখক	সভাপতি
৩। অধ্যাপক নিখিলনাথ।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম এ।	রায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, এম এ এল, এল বি, আই এস ও, বাহাদুর।
৪। স্বর ব্যঞ্জন।	শ্রীযুক্ত হরিহর শাস্ত্রী।	মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই।

প্রথম প্রবন্ধ অগ্রহায়ণের "সাহিত্যে" (১৩২৫), দ্বিতীয় প্রবন্ধ বৈশাখের "ভারতবর্ষে" (১৩২৬), তৃতীয় প্রবন্ধ মাঘের "মানসী ও মর্ম্মবাণীতে" (১৩২৫), চতুর্থ প্রবন্ধ চৈত্র-বৈশাখের "অর্চ্চনায়" (১৩২৬) প্রকাশিত হইয়াছে। শেষোক্ত প্রবন্ধদ্বয় স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও মুদ্রিত হইয়াছে।

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কাশীতে সমাগত হওয়ায় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য ২১শে চৈত্র (১৩২৫) এক বিশেষ সভা আহুত হয়। অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু বারাণসী শাখা সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রের নির্দ্দেশপূর্ব্বক বক্তৃতা করিয়া শাখা সভাকে উপকৃত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। চতুর্থ প্রবন্ধ পাঠের সভার অধিবেশনে মূল পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন।

সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি ৺নিখিলনাথ মৈত্র এম এ মহোদয়ের অকাল-মৃত্যুতে শাখা-সভা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তারাচরণ কাব্যতীর্থ সাহিত্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় স্থানীয় রাধারাণী লাইব্রেরীর পুস্তকগুলি পাওয়ায় শাখা-পরিষদের পুস্তকালয় বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে প্রায় আড়াই হাজার পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে।

শাখা-পরিষদের প্রত্যেক অধিবেশনই স্থানীয় এংলো বেঙ্গলী স্কুলে সম্পন্ন হইয়াছে। এ জন্য স্কুলের কর্তৃপক্ষগণের নিকটে শাখা-পরিষৎ কৃতজ্ঞ। শাখা-পরিষদের পুস্তকালয় ও অধিবেশন—এই উভয়ের উপযোগী স্থানের অভাব। এ বিষয়ে আমরা বাঙ্গালী ভদ্র মহোদয়-গণের সহায়তা প্রার্থনা করি।

শ্রীহরিহর শাস্ত্রী
সম্পাদক।

গৌহাটী শাখা—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধির প্রকোপে অনেক দিন স্কুল কলেজ বন্ধ থাকায় ও সভাসমিতির অধিবেশন বাঞ্ছনীয় না হওয়ায়, পরিষদের অধিবেশন-সংখ্যা কিছু কম হইয়াছে। মাত্র ৬টী অধিবেশন হইয়াছে। মোট ১০টী প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছে নিম্নে উহার বিবরণ দেওয়া হইল।

১ম অধিবেশন—১২ই আশ্বিন, ১৩২৫। ১ম প্রবন্ধ—"লোটা নাগা"—লেখক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এল এম এস। দ্বিতীয় প্রবন্ধ—"ইংরাজ রাজত্বের

প্রাক্‌কালে আসামের শিক্ষা ও বাণিজ্যের অবস্থা" (দ্বিতীয় অংশ), লেখক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২য় অধিবেশন—২৪শে কার্ত্তিক, ১৩২৫। ১ম প্রবন্ধ—"সে কাল ও এ কাল"—লেখক শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ। ২য় প্রবন্ধ—"রঞ্জন রশ্মি"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এ ।

৩য় অধিবে—১লা পৌষ, ১৩২৫। "আসামে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী চাম জাতি"—লেখক শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে। স্থানীয় "অসমীয়া সাহিত্য উন্নতি-সাধিনী সভার" অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রধর বর গোহাঁই বি এ মহাশয় যে এই শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, গোপাল বাবু তাহারই অনুবাদ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে এই সভায় ৺ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ৺ গোবিন্দচন্দ্র দাস ও স্থানীয় নাট্য-রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রাজেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করা হয়।

৪র্থ অধিবেশন—১২ই মাঘ, ১৩২৫। ১ম প্রবন্ধ—"আসামে আহোম রাজত্ব"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভুঞা এম্ এ। ২য় প্রবন্ধ—"মুকুন্দরামের পরিচয়"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ।

৫ম অধিবেশন—৫ঠা ফাল্গুন, ১৩২৫। "সূর্য্য-সিদ্ধান্ত ও পঞ্জিকাসংস্কার"—লেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ।

৬ষ্ঠ অধিবেশন—৩রা চৈত্র, ১৩২৫। ১ম প্রবন্ধ "কবিতাকুসুমাবলী"—লেখক—শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত ঘোষ (রংপুর)। ২য় প্রবন্ধ "ডি, এল, রায়ের 'সীতার সমালোচনা"।

আলোচ্য বর্ষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় শাখা-পরিষদের সভাপতি ছিলেন ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ এবং শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গাঙ্গুলী বি এ, বি টি মহাশয়দ্বয় সম্পাদকরূপে কার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

ত্রিপুরা শাখা—১৩২৫

এই বৎসর ৫টী সভা হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩টীতে উপযুক্তসংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় কোন কার্য্য হয় নাই। বাকী দুই সভায় নিম্নলিখিত দুইটী প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল,—

১। উপাধি ব্যাধি—শ্রীযুক্ত কর্ণেল মহিমচন্দ্র ঠাকুর।

২। ৺নবীনচন্দ্র সেন—বক্তা—শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অধ্যাপক অনুকূলচন্দ্র বিস্তারত্ন, শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত মৌলবি দৌলত আহম্মদ এবং শ্রীযুক্ত অবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

গত বৎসর সভ্য-সংখ্যা ১১১ ছিল। বর্ত্তমান বর্ষে তাহা বৃদ্ধি হইয়া ১১৫ হইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে পুথি-সমিতির সভ্যগণ বিশেষ কোন কাজ না করিয়া থাকিলেও, সম্পাদকের চেষ্টায় ১০ খানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে একটী পিত্তল-নির্ম্মিত মূর্ত্তি সম্পাদক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহা কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে ঢাকা যাদুঘরে প্রেরিত হইয়াছে। হাতীর উপর সিংহ ও তাহার উপর স্ত্রী-মূর্ত্তি। মূর্ত্তির পশ্চাদ্‌ভাগে টাকার ন্যায় গোল দুইটি বৃত্ত চিহ্ন ও তাহার মধ্যে কয়েক লাইন অস্পষ্ট লেখা আছে—বহু কষ্টেও লেখা পড়িতে পারা যায় নাই।

বার্ষিক অধিবেশনের সময় চাঁদা আদায় হয় বলিয়া আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া গেল না।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়
সম্পাদক।

বর্দ্ধমান শাখা—১৩২৫

অধিবেশন	তারিখ	প্রবন্ধ	লেখক
১ম মাসিক	১৩২৫ সাল ৮ই আষাঢ়	কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা	শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল।
২য় "	৭ই ভাদ্র	চণ্ডীদাস	শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল।
৩য় "	৩১৪ আশ্বিন	বঙ্গসাহিত্যে নব রোমান্সের প্রসার	শ্রীআনন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায় বি এল।
৪র্থ "	৭ই পৌষ	কপালকুণ্ডলায় মতিবিবি	শ্রীক্ষীরোদবিহারী চট্টোপাধ্যায় এম এ, বি এল।

এই চতুর্থ অধিবেশনে প্রথমে স্বর্গীয় স্যর গুরুদাসের তিরোভাবে শোকপ্রকাশ উপলক্ষে তাঁহার আদর্শ জীবনের আলোচনা হয়। আদায় করিবার লোকাভাবে চাঁদা একেবারেই আদায় হয় নাই। পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থ হইতে বিবিধ খরচের জন্য ২০৲ টাকা লওয়া হয়। তন্মধ্যে ১৩।১০ খরচ হইয়াছে।

শ্রীক্ষীরোদবিহা[রী] চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

কালনা শাখা—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-শাখার অবস্থা ভাল নয়। অনেকগুলি উৎসাহশীল সভ্য স্থানত্যাগ করায়, সর্ব্বোপরি দুই জন সুযোগ্য কার্য্যাধ্যক্ষের মৃত্যুতে, শাখা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

শোক-প্রকাশ ;—সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল (হাইকোর্ট উকীল) এবং অন্যতম সহকারী সম্পাদক বসন্তকুমার উপাধ্যায় মহোদয়দ্বয়ের মৃত্যুতে তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে শাখা-পরিষৎ শোক-প্রকাশ করিয়াছেন।

অধিবেশন ;—আলোচ্য বর্ষে ম্যালেরিয়া ও মহামারিতে অত্যধিক উৎপাত হওয়ায়, পাঁচটির অধিক মাসিক অধিবেশন হয় নাই। ৭ই পৌষ একটি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, শাখা-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি রঙ্গপুর গাইবান্ধার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল নন্দী মহাশয়কে এই অধিবেশনে সম্বর্দ্ধনা করা হয়।

প্রবন্ধ পাঠ ;—বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধ কয়টি পঠিত হইয়াছে,—

	প্রবন্ধ	লেখক
(১)	বেদের ব্যভিচার	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ।
(২)	প্রাকৃত ভাষার কাব্য	শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ।
(৩)	সৌন্দর্য্যের স্বরূপ	শ্রীনির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়।
(৪)	বস্তুতান্ত্রিকতা	শ্রীনির্ম্মলপদ চট্টোপাধ্যায়।
(৫)	আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মল্লিক কবিরত্ন।

হাওড়া সাহিত্য-সম্মিলনে শাখা-পরিষদের পক্ষে নিম্নলিখিত সভ্যগণ যোগ দিয়াছিলেন ;—(১) শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ, (২) শ্রীঅক্ষয়কুমার কাব্যতীর্থ, (৩) শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, (৪) শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা এবং (৫) শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি ;—আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হয়।—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী মল্লিক এম এ, বি এল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট

সহকারী সভাপতি {
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ
শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এল
শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, "পল্লীবাসী" সম্পাদক

ছাত্রাধ্যক্ষ— „ শরচ্চন্দ্র ঘোষ এম্ এ, বি এল্

গ্রন্থাধ্যক্ষ—পণ্ডিত „ বক্রেশ্বর স্মৃতিচূড়ামণি

সম্পাদক—ডাক্তার „ উপেন্দ্রনাথ নাগ এল্ এম্ এস্

সহকারী সম্পাদক {
৺ বসন্তকুমার উপাধ্যায়
কবিরাজ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার কবিরত্ন
শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্যগণ—

শ্রীযুক্ত কমলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এল — শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সান্যাল
„ হরগোবিন্দ বেজ — ডাঃ „ ক্ষেত্রনাথ মজুমদার
„ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — মৌলবী „ আব্দুল খালেক্

শাখার নিজস্ব গৃহ নাই। অধিবেশনাদি কাল্নার টাউন হলে হয়। কিন্তু

নিজস্ব গৃহ না থাকায় কার্য্যালয়ের বড়ই অসুবিধা। পুথি-পুস্তক যাহা কিছু সংগ্রহ হইয়াছে সবই অযত্নভাবে বিশৃঙ্খলাবস্থায় রহিয়াছে।

শ্রীগোপেন্দুভূষণ বিদ্যাবিনোদ
সহযোগী সম্পাদক।

মেদিনীপুর-শাখা—১৩২৪

আলোচ্য বর্ষে দেশপূজ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই মহোদয় শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং শাখা-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি সঙ্গীতাচার্য্য চৌধুরী যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র বি এ মহোদয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র এম এ বি এল ও শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ পাল বি এ মহাশয়গণ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

কয়েকটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা

(১) আলোচ্য বর্ষে নবাবজাদা সৈয়দ আলি আসরফ মহোদয়ের শাখা-পরিষৎ পরিদর্শন।

(২) দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত পত্র প্রাপ্তি। আমাদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সুরেশনাথ দাস মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতৃদেবকে তিনি এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। ইহার তারিখ ১৭৮৩ শকাব্দা, জ্যৈষ্ঠ মাস। আমাদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন মহাশয়ের যত্নে উহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি।

(৩) আমাদের সহৃদয় ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ ডব্লিউ এন ডেলেভিঙ্গ মহোদয় শাখা-পরিষদে সংগৃহীত পুথির প্রচারকল্পে এবং সাহিত্যানুরাগী ও সৎকর্ম্মে উৎসাহদাতা ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এল্ এন্ বসু মহোদয় ও আমাদের অন্যতম সহকারী সভাপতি, পঁচেটগড়ের জমিদার সঙ্গীতাচার্য্য চৌধুরী যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র বি এ মহোদয় পরিষৎ-মন্দির নির্ম্মাণকল্পে বিশেষ অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে সাধারণ-সদস্য—৭৪, অভিভাবক-সদস্য—৯, অধ্যাপক-সদস্য—৪, মোট ৮৭ জন সদস্য ছিলেন। ইহা হইতে দেখা যায় যে, গত বর্ষ হইতে এ বৎসরও সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।

কর্ম্মকর্তৃগণ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি

সভাপতি,—রায় কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর,

সহঃ সভাপতি
১। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু সরস্বতী, এম এ, বি এল
২। চৌধুরী শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র বি এ

সম্পাদক,—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল

সহঃ সম্পাদক,—
১। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস
২। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু

গ্রন্থাধ্যক্ষ,
১। শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় গুপ্ত
২। শ্রীযুক্ত শ্রীধরনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীযুক্ত হেমকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

হিসাব-পরীক্ষকগণ,—
১। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন
২। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দাসগুপ্ত

উক্ত দশ জন কর্ম্মকর্ত্তা ও শ্রীযুক্ত দেবকিশোর আচার্য্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে মহাশয়গণকে লইয়া আমাদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

পরিষৎ মন্দির

গত বর্ষে আমরা দানশীল নাড়াজোলাধিপতির ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে আমাদের অন্যতম অভিভাবক সদস্য শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে পরিষদের সাপ্তাহিক অধিবেশন এবং যাবতীয় কার্য্য পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার এই বদান্যতার আমরা তাঁহার নিকট চিরঋণী।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশন ব্যতীত সর্ব্বসমেত ৬০টি অধিবেশন হয়, তন্মধ্যে মাসিক—৭, সাপ্তাহিক—৩৯, বিশেষ—৭, অভ্যর্থনা-সমিতি—৩, প্রবন্ধ নির্ব্বাচন সমিতি—৪। মূল পরিষদের নিয়মানুসারে অত্রত্য বেলী হলে শাখা-পরিষদের মাসিক অধিবেশন হইয়া থাকে, এই প্রসঙ্গে আমাদের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ বি, টম্সন্ এবং বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডব্লিউ এ মার মহোদয়গণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। মিঃ টম্সন্ বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং তাঁহার সভাপতিত্বে বেলী হলে প্রথম মাসিক অধিবেশনের ব্যবস্থা হয় এবং মিঃ মার বাহাদুরের অনুমতিক্রমে আমরা অদ্যাবধি মাসিক অধিবেশনের জন্য বেলী হল ব্যবহারের অধিকার পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে ৭টি বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে। তন্মধ্যে ১টি ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১টি ৺সারদাচরণ মিত্রের ও ১টি ৺অক্ষয়চন্দ্র সরকারের স্মৃতি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বর্ষে ১০৭ প্রবন্ধ পাঠ, সংরক্ষণ ও প্রকাশিত হয়।

আলোচ্য বর্ষে প্রবন্ধের সংখ্যা অতি অল্প বৃদ্ধি হইলেও গুরুত্বে গত বর্ষ অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাস বি এল মহাশয়ের 'ইতিহাস-চর্চ্চা' ও

"সাহিত্যে অধিকার", শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের পরিষৎ হইতে সংগৃহীত ৬ খানি পুথির পরিচয়, শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সিংহ বি এল মহাশয়ের "গীতাভাষ", শ্রীযুক্ত সত্যেশ-চন্দ্র গুপ্ত এম এ, মহাশয়ের "মেদিনীপুরে জাতি ও উপাধি" এবং "সাঁওতালি ভাষার উপর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব", ডাক্তার শ্রীযুক্ত অনীলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আই, এম, এস্ মহাশয়ের "প্রাণী বা আমিষ খাদ্যের অপকারিতা", শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল মহাশয়ের "জাতীয়-সাহিত্য" ইত্যাদি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল। পঠিত প্রবন্ধের মধ্যে কবিতার ভাগই অধিক।

অন্যান্য জেলার সহৃদয় ব্যক্তিগণ, গ্রন্থকার ও পুস্তক-প্রকাশকগণের কৃপায় শাখার পাঠাগার ও পুস্তকাগার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। আলোচ্য বর্ষে আমাদের পুস্তকাবলীর ও পাঠের নিমিত্ত পাঠাগারে রক্ষিত মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকাদির সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বসমেত শ্রেণীভেদে ৫১৬খানি পুস্তক শাখায় রক্ষিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে আমরা ১৭ খানি পুস্তক নিম্নোক্ত সদস্যগণ ও অন্যান্য গ্রন্থকার ও প্রকাশক-গণের নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। মিঃ বি, এল, সাসমল, ২। ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বসু, ৩। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৪। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মণ্ডল, ৬। সন্তোষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠাগারে নানাবিধ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদি সর্ব্বদা পাঠের জন্য রক্ষিত হয়। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায়, মেদিনী-বান্ধব সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র গিরি ইত্যাদি মহোদয়গণ পত্রিকাদি দান করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে আমাদের শাখা-পরিষদের প্রাণস্বরূপ মহাত্মা ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি তৈল-চিত্র সম্পাদক কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ পাইন মহাশয় বিনা পারিশ্রমিকে তৈলচিত্রখানি বাঁধাইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য শাখা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। মেদিনী-পুর একটী অতি পুরাতন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। মেদিনীমাতার কৃতি সন্তানগণের জীবনী সংগ্রহ, লুপ্তপ্রায় হস্ত-লিখিত পুথি সংগ্রহ, উদ্ধার এবং প্রচার ইত্যাদি কার্য্যের জন্য কয়েকজন সদস্য লইয়া একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

সমিতি আলোচ্য বর্ষে ৩১খানি হস্ত-লিখিত পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১১খানির পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে। পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র-নাথ দাস এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় ও শ্রীযুক্ত হেমকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণের চেষ্টায় ৬খানি সম্পাদিত হইয়াছে। পুথির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বসু এবং শ্রীযুক্ত শ্রীপতিচরণ বিশ্বাস মহোদয়গণ পুথির স্বত্ব পরিত্যাগ করায় পরিষৎ তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী। পুথির উদ্ধার ব্যতীত এ বার নিম্নলিখিত সদস্য মহোদয়গণকে তাঁহাদের সুবিধা অনুসারে মেদিনীপুরের ভিন্ন ভিন্ন থানার অন্তর্গত গ্রাম-সমূহের ঐতিহাসিক তথ্য আদি সংগ্রহের ভার দেওয়া হইয়াছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

১। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মিত্র বি এ, ২। শ্রীভাগবতচন্দ্র দাস বি এল, ৩। শ্রীবরেন্দ্রনাথ দাস, ৪। শ্রীচারুচন্দ্র সেন, ৫। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ৬। শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু বি এল, ৭। শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৮। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ৯। শ্রীধরনাথ চক্রবর্ত্তী।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মাসিক চাঁদা ও প্রবেশিকা ইত্যাদি হইতে সর্ব্বসমেত ১৫৫।/১০। টাকা আদায় হইয়াছে। পুস্তকাদি ক্রয় এবং বাঁধাই, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাদি ক্রয় এবং অন্যান্য কার্য্যে ১০৯৶: টাকা ব্যয় হইয়া ৪৬৶৭॥০ তহবিলে মজুত আছে। পরিষদের বার্ষিক উৎসবের ব্যয় সদস্যগণের ও সাধারণের নিকট বিশেষ চাঁদা তুলিয়া নির্ব্বাহিত হয়। এই অর্থের সহিত পরিষদের স্থায়ী ভাণ্ডারের কোন সম্পর্ক নাই। যাঁহারা আমাদের এই মহৎ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শোকপ্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে শাখার অন্যতম অভিভাবক, নাড়াজোলের জমিদার, দানবীর, সৎকর্ম্মে উৎসাহদাতা সতীশনারায়ণ সাহস রায় মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

মেদিনীপুর শাখা—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা শোকাবহ ও স্মরণীয় ঘটনা—আমাদের স্থায়ী সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ মহাশয়ের ও অভিভাবক সদস্য কালীপদ হাজরা মহাশয়ের পরলোকগমন। এতদ্ব্যতীত পূর্ণচন্দ্র রানা এবং সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ও পরলোক গমন করিয়াছেন। পূর্ণবাবু সঙ্গীতাদি আলাপদ্বারা এবং সুরেন্দ্রবাবু শাখার অনুষ্ঠানাদিতে কবিতাদি রচনা দ্বারা শাখার বিশেষ সেবা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদিগের পরলোকগমনে গত ২৯শে অগ্রহায়ণ, ২১শে ভাদ্র, ২৯শে কার্ত্তিক ও ৮ই শ্রাবণ তারিখে বিশেষ অধিবেশন আহ্বানপূর্ব্বক শোক প্রকাশ করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গত বার্ষিক উৎসবের কথা।

পরিষদের সাপ্তাহিক ও মাসিক ব্যতীত প্রতিবৎসরই বার্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে কলিকাতা ও মেদিনীপুরের মফঃস্বল হইতে অনেক প্রথিতনামা সাহিত্যরথী আগমন করেন। গত বর্ষে বিজ্ঞানাচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি এচ ডি, ডি এস সি, সি আই ই মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং শাখা-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি, চিল্কিগড়ের রাজা, বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবল দেব বি এ মহোদয় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে অভ্যর্থনার ভার গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে আমরা দুইটি

বিশেষ কথা এই যে, এ বিষয়ে জেলার রাজপুরুষগণের উৎসাহ ও সহানুভূতি লাভে শাখা বিশেষ উপকৃত হইয়াছে এবং নাড়াজোলাধিপতি রাজা নরেন্দ্রলাল খান বাহাদুর আজ কয়েক বৎসর কলিকাতা হইতে আগত সাহিত্যিকগণের ও সভাপতি মহাশয়ের আতিথেয়তার ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কথা

(১) আলোচ্য বর্ষে প্রধান উল্লেখযোগ্য কথা, আমরা এ বৎসরও পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় আর একখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি; এখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র পণ্ডিত নারায়ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বিদ্যাসাগর-স্মৃতিসভার গৌরব বর্দ্ধনার্থ পরিষৎকে উপহার প্রদান করিয়াছেন। তজ্জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

(২) প্রধান অভিভাবক সদস্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরিষদের সংগৃহীত পুথির মধ্যে প্রকাশযোগ্য একখানি পুথি প্রকাশের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

(৩) বাণীর একনিষ্ঠ সাধক, অক্লান্তকর্ম্মী স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় মেদিনীপুর সাহিত্য-সমাজ নামক সভাটি মূল পরিষদের শাখারূপে পরিগণিত হইয়াছে। শাখায় সেই মুস্তফী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূল-পরিষদে গত ৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁহার তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি বিরাট সভা হয়। শাখা-পরিষদের পক্ষ হইতে মৃত মহাত্মার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় উক্ত সভায় যোগদান করেন এবং একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

(৪) এ বার পিঙ্গলা হইতে কতিপয় প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পিঙ্গলা স্কুলের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে এই মূর্ত্তিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক মূর্ত্তিগুলি এই সভায় প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ বাধিত করিয়াছেন।

(৫) শাখার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র গুপ্ত এম এ মহাশয় স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র গুহরায় মহাশয়ের স্মৃতি উদ্দেশে আমাদের শাখা-পরিষদের ছাত্র সভ্যগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-রচয়িতাকে "গুহরায় রৌপ্যপদক" প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সদস্য-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে শাখার সাধারণ সদস্য—৯৬, অভিভাবক সদস্য—১০, অধ্যাপক সদস্য—৬, মোট ১১২।

কর্ম্মকর্ত্তৃগণ ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

সভাপতি	৺ কৃষ্ণচন্দ্র প্রহরাজ বাহাদুর
সহকারী সভাপতি	শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, এম এ, বি এল রাজা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র ধবলদেব বি এ
সম্পাদক—	শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্
সহকারী সম্পাদক	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ সেন
গ্রন্থাধ্যক্ষ	শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় শ্রীভুবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ

কাব্যতীর্থ মহাশয় কিছু দিন অবসর গ্রহণ করায়, তাঁহার স্থলে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত কার্য্য করেন।

হিসাব-পরীক্ষক	শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর সান্যাল, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসু

উপরোক্ত ১১ জন কর্ম্মকর্ত্তা ও শ্রীযুক্ত দেবকিশোর আচার্য্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শ্রীধরনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত হেমকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণকে লইয়া আমাদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি। ইঁহাদের মধ্যে সভাপতির কথা পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। তাঁহার অভাবে আমাদের সুযোগ্য সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত মনীষিনাথ বসু সরস্বতী, এম এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

পরিষৎ মন্দির

অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, পরিষদের স্থায়ী মন্দির নির্ম্মাণকল্পে শাখার কোন আশাই এ পর্য্যন্ত ফলবতী হয় নাই—ভিক্ষা-ভাণ্ড তেমনই শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে; স্থানের আশা যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষেও অন্যতম অভিভাবক সদস্য শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ মহাশয়ের দয়ায় তাঁহারই বাটীতে পরিষদের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। তাঁহার নিকট শাখা এ জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে মাসিক—৮, সাপ্তাহিক—৩৯, বিশেষ—১০, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি—৫, অভ্যর্থনা সমিতি— ৩, প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন সমিতি—১৬, নাট্যসমিতি—৪. মোট ৮৩টি অধিবেশন হয়।

সাপ্তাহিক অধিবেশনের কার্য্য পরিষদ্‌গৃহেই সম্পন্ন হয়। স্থানীয় বেণী হলে মাসিক অধিবেশন হইয়া থাকে। বেণী হলের কর্ত্তৃপক্ষগণকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রবন্ধ পাঠ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে প্রবন্ধের সংখ্যা অতি অল্পই বৃদ্ধি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সিংহ বি এল মহাশয়ের গীতাভাষ (শেষাংশ) শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র দাস বি এল্ মহাশয়ের "আর্য্য সভ্যতার যুগানুক্রমিক ইতিহাস" (সত্যযুগ), শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের "জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের স্থান," "সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্পর্ক," শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু বি এল্ মহাশয়ের "জাতীয় সাহিত্য", শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয়ের "বাক্যবিবৃতি ও অভিধা নির্ণয়" ও মৌলভি মুনিরুদ্দিন আহম্মদ সাহেবের "হিন্দু-মুসলমান ও বাঙ্গলা সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া অনেক কবিতাও পঠিত হইয়াছে।

পুস্তকাগার ও পাঠাগার

শাখার পুস্তকাগার ও পাঠাগার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে। দেশের ও অন্যান্য জেলার সহৃদয় ব্যক্তিগণ, গ্রন্থকার ও পুস্তকপ্রকাশকগণের কৃপাই ইহার প্রাণ। পরিষদের তহবিল হইতেও যথাসম্ভব পুস্তক পত্রিকাদি ক্রয় করা হয়। আলোচ্য বর্ষে নানা বিষয়ের পুস্তক ও পত্রিকার সংখ্যা ৫৭২।

আলোচ্য বর্ষে ৩২ খানি পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাধানাথ পতি বি এল, নাড়াজোলের রাজা বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ঘোষ, মেদিনীবান্ধব ও হিতৈষী সম্পাদকগণ, শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র গিরি, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস দে বক্সী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি এল, শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দে, শ্রীযুক্ত ব্রজমাধব রায় এবং শ্রীযুক্ত মণিভূষণ সেনগুপ্ত প্রমুখ অনেক মহোদয়গণ নানাবিধ পুস্তক ও পত্রিকাদি দান করিয়াছেন।

পুথির পরিচয়

এ বার মাত্র ৩ খানি উল্লেখযোগ্য পুথি আমরা লাভ করিয়াছি। ইহাদের মধ্যে একখানি বাঙ্গলা, দুইখানি পার্শি। বাঙ্গলা পুথিখানি সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতের রচয়িতা কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ গদাধর দাসপ্রণীত "জগন্নাথমঙ্গলের" প্রতিলিপি। অন্যতম সহকারী সম্পাদক মহেন্দ্রবাবু এই জীর্ণ পুথিখানির পত্রবিন্যাস ও পাঠোদ্ধার করিতেছেন। পার্শি দুইখানি পুথির একখানি কিয়দংশ সেকন্দরনামা অর্থাৎ মহাবীর আলেকজেণ্ডারের ইতিহাস এবং বাকি অংশটুকু সম্রাট্ সাজাহানের সমকালীন পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ কালন্দরের ইতিহাস। এই পুথিখানির লেখক বর্দ্ধমান জেলার বেদগ্রামনিবাসী মুন্সি মির মহম্মদ ওয়ালি। প্রতিলিপির তারিখ সন ১২৬০ সাল। অপরটির মধ্যে সম্রাট্ সাজাহানের কতিপয় পত্র, পার্শি ব্যাকরণ এবং ভগবদ্ভক্তি ও প্রীতি-

বিষয়ক কতকগুলি গজলের সমাবেশ দেখা যায়। এই পুথিখানির লিপিকার মুন্সি ... মাইতি, সাকিম বহরপুর, থানা নারায়ণ-গড়। প্রতিলিপির তারিখ সন ১২২৮ সাল।

অন্যতম সদস্য, বাঙ্গলা সাহিত্যসেবক মৌলভি সরিফুদ্দীন আহম্মদ সাহেব এই পুথিখানির পাঠোদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন।

আলোচ্য বর্ষের তিনখানি পুথি লইয়া আমরা সর্ব্বসমেত দেড় শত (১৫০) পুথি সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছি। ইহাদের মধ্যে ২১ খানি স্বদেশবাসী কবির রচনা প্রকাশ বাহুল্য।

আয়-ব্যয়

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মাসিক চাঁদা ও প্রবেশিকা ইত্যাদি হইতে সর্ব্বসমেত ১৭৩৷৷৵ ২৷৷ টাকা আদায় হইয়াছে। পুস্তক ও পত্রিকাদি ক্রয়, বাঁধাই ও অন্যান্য কার্য্যে ১৩২৷৵৹ টাকা ব্যয় হইয়া ৪১৸৴২৷৷৹ টাকা তহবিলে মজুত আছে। বার্ষিক অধিবেশনের ব্যয়ের সহিত এই তহবিলের কোন সম্পর্ক নাই। বিশেষ চাঁদার দ্বারা এই উৎসব-কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এই উপলক্ষ্যে যাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমাদের আন্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
সম্পাদক।

মীরাট শাখা—৪র্থ বর্ষ

বিগত ১৩ই এপ্রেল, ১৯১৯ মীরাটস্থ শ্রীশ্রী৺দুর্গাদেবীর মন্দির-বাটীতে মীরাট শাখা-পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে "সাহিত্যে স্বাধীন চিন্তা" বিষয় বুঝাইয়া দেন। নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ ৪র্থ বর্ষের জন্ত কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ	সভাপতি।
" সুরেশচন্দ্র মিত্র	সহঃ সভাপতি
" শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	সহঃ সভাপতি
" বিজয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি এ	সহঃ সভাপতি
" অতুলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ	সহযোগী সম্পাদক
" রাজকিশোর রায়	সহযোগী সম্পাদক
" কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় বি এ	সহকারী সম্পাদক
" নিত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় এম এসসি, এল এল বি	সহকারী সম্পাদক
" ললিতমোহন রায়	সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি এ }
" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ } সদস্য

আলোচ্য বর্ষে মীরাট শাখা-পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধাদি পঠিত ও আলোচিত হইয়াছিল,—

প্রথম অধিবেশন, ২১শে এপ্রিল, ১৯১৮।

"আর্য্যজাতির যন্ত্রযুক্ত অস্ত্র"—লেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ১৯শে মে, ১৯১৮।

"চুক্তিপ্রকরণ"—লেখক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বসু।

বিশেষ অধিবেশন, ৩রা আগষ্ট, ১৯১৮। সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায় বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তিনি "মহাত্মা কালীপদ বসু" শীর্ষক একটী আলোচনা পাঠ করেন। তিনি এই প্রবন্ধে, মীরাটে বাঙ্গালীর গৌরব, স্বর্গীয় কালীপদ বসু মহাশয়ের জীবনের বিবিধ ঘটনা ও তাঁহার সদ্‌গুণরাজির পরিচয় দেন। তৎপরে মৃত মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার জন্য চিত্র ও স্মৃতি-ফলক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৃতীয় অধিবেশন, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৮—"প্রাচীন আর্য্য-সমাজে বিবাহের উৎপত্তি ও উহার প্রসার"—লেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়।

৪র্থ অধিবেশন, ১৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯—"প্রাচীন ভারতে জাতিবিভাগের উৎপত্তি ও উহার প্রসার"—লেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়।

৫ম অধিবেশন, ৩রা মার্চ্চ, ১৯১৯,—"রবীন্দ্র সাহিত্য"। লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি এ।

শ্রীললিতমোহন রায়
সহকারী সম্পাদক।

দিল্লী শাখা—১৩২৫

১৩২৪ সালের ৪ঠা চৈত্র, রবিবার দিল্লী-শাখা-পরিষদের ৪র্থ বাৎসরিক অধিবেশন ইণ্ডিয়া স্পোর্টিং ক্লাব তাঁবুতে সম্পাদিত হয়। মাননীয় কণিকাধিপতি, রাজা নরেন্দ্রনাথ ভঞ্জ দেও বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। কার্য্যকারী সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২২ ও ১৩২৩ সালের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে সঙ্গীত, কবিতা-পাঠ ও বক্তৃতার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ১৩২৫ সালের জন্য নিম্নলিখিত মহোদয়গণ কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যপদে মনোনীত হন।

সভাপতি—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কালীচরণ দত্ত বি এ। সহঃ সভাপতি—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু বি এ, শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র দে। সম্পাদক—শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (কার্য্যকারী), শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সহকারী),

নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅমূল্যধন রায়। কোষাধ্যক্ষ—শ্রীভোলা-থ দাস, সহঃ ঐ ও গ্রন্থরক্ষক—শ্রীতারাপদ বসু, শ্রীহরিচরণ দাস। সদস্যগণের প্রতিনিধি ক্তার শ্রীযুক্ত যদুগোপাল মিত্র। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও অন্যান্য কারণে ১৩২৫ সালে পরিষদের কার্য্য মন সুবিধাজনক হয় নাই। প্রায় ৪ মাস পরিষদের কার্য্য একেবারে বন্ধ ছিল। এই সময়ে ৩টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। তিনটি অধিবেশনে ৪টী প্রবন্ধ ও ৩টি কবিতা বৃত্তি হইয়াছিল।

নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ আমাদের সুদূর প্রবাসের শাখা-পরিষদের পুস্তকাগারে নিম্ন-লিখিত পুস্তক প্রদানপূর্ব্বক সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। তজ্জন্য শাখা-পরিষদের সভ্যগণ তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলেন।

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তরপাড়ানিবাসী)—ডালি
„ গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)—আত্মদেবতা
„ নেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)—ভক্তিরত্নসার
„ হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঐ)—জন্মান্তর-দম্পতী

এই বৎসর আমাদের সভ্য ও শাখা-পরিষদের মেরুদণ্ডস্বরূপ নিম্নলিখিত মহোদয়গণ রলোক গমন করিয়াছেন,—৺হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺সুরেশচন্দ্র ঘোষ, ৺আশুতোষ খোপাধ্যায়, ৺নারায়ণচন্দ্র বসু, ৺আবদুল মান্নান্। ৺আবদুল মান্নান মহাশয়, শাখা-পরিষদের তপূর্ব্ব সহঃ কোষাধ্যক্ষ ও গ্রন্থরক্ষক-পদে তিন বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পরিষৎ (শাখা) উপস্থিত শ্রীযুক্ত চুনীলাল দাস মহাশয়ের বাহিরের ঘরে অবস্থিত। নি আজ ৪ বৎসর কাল আমাদের পরিষদের পুস্তকাগারটির স্থান তাঁহার বাহিরের ঘরে খিতে দিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

১৩২৫ সাল হইতে মাসিক পত্রিকা ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় পুস্তকাগারের কলেবর বৃদ্ধি করা ইয়াছে। তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—ভারতবর্ষ, মানসী, উৎসব, অর্চ্চনা, মাধুরী, হিতবাদী। ই বৎসর সর্ব্বশুদ্ধ সভ্যগণের নিকট হইতে ১৭১৲ টাকা আদায় হইয়াছে। ১৩০৲ টাকা পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা আছে।

১১২৲ টাকার পুস্তক ক্রয়, ৩০৲ টাকার পুস্তক বাঁধান, ২০৷৷০ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের ৎসরিক মূল্য, ১২৷৷০ টাকা কাগজ কলম প্রভৃতিতে খরচ হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কার্য্যকারী সম্পাদক।

নদীয়া শাখা -১৩২৫

বর্তমান বর্ষের ২৬শে কার্ত্তিক এই শাখা-পরিষদের বাৎসরিক সম্মিলন মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক সাহিত্য বন্ধু এই উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

এই বর্ষে দশটি মাসিক অধিবেশন এবং পাঁচটি কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন এবং দুইটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। পৃষ্ঠপোষক মিঃ এস্, সি, মুখাৰ্জ্জি আই সি এস, নদীয়ার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট্। সভাপতি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর। সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর রায় বাহাদুর, বিদ্যাবিনোদ, এম্ বি, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর বি এ, বিদ্যাবিনোদ। সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন, বি এ। সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি ই। ধনাধ্যক্ষ জমীদার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পুস্তকাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সরকার বি এ। হিতকামী সদস্য—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ এ, রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর, বি এ, এম বি, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল, শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তরত্ন, এম এ, মৌলবী আজিজুল হক বি এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিদ্যাবিনোদ।

আলোচ্য বর্ষে দুই শত ব্যক্তি সাধারণ সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। এ বৎসর আমরা অনেক ছাত্রসভ্য লাভ করিতে পারিয়াছি।

বর্ত্তমান বর্ষের আলোচ্য বিষয়—১৫ই বৈশাখ, ১ম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য হয়। প্রবন্ধ-পাঠ—"নব বর্ষের আবাহন," লেখক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন। "ভাষাবিজ্ঞান ও গবেষণা," লেখক শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি এ। অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতে ভগবত্তত্ত্বালোচনা—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এ।

১লা জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন হয়। প্রবন্ধ-পাঠ—"বৈষ্ণব দর্শন," শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী। "উমার তপস্যা," শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন, বি এ। বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এল। ৮ই জ্যৈষ্ঠ, বিশেষ অধিবেশন। "দাশুরায়ের কলঙ্ক ভঞ্জন," লেখক—শ্রীযুক্ত রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর।

২৮শে আষাঢ়, তৃতীয় মাসিক অধিবেশন, প্রবন্ধ—"চার্জ্জ সিট," লেখক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি এ। "দাশরথি রায়ের সমালোচনা," রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর।

৭ই ভাদ্র, পঞ্চম মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ—"আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য," লেখক—

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ। "নদীয়াতে পাল-রাজাদের কীর্ত্তি," লেখক—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার বি এ।

১৫ই আশ্বিন, ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন, "বিবাহে পণপ্রথা," লেখক—শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন। "ভাবনাম" শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস চট্টোপাধ্যায়। বক্তৃতা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় বি এল। ৩রা পৌষ, সপ্তম ও অষ্টম মাসিক অধিবেশন হয়। সপ্তম অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়—'কবিতা' শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। "মানবতা" শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সিংহ রায়। অষ্টম অধিবেশনে—"মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী ও অন্যান্য কবিতা সমালোচনা" রায় শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বাহাদুর। 'গত বর্ষের হিসাব প্রদর্শন' পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিহারীলাল তর্করত্ন।

১৭ই মাঘ, দশম মাসিক অধিবেশন হয়। আলোচ্য বিষয়—"শান্ত ও অনন্ত," লেখক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম এম্ এ। "প্রাচীন ভারতে প্রজাতন্ত্রমূলক শাসন," লেখক—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি এ।

১লা চৈত্র, একাদশ মাসিক অধিবেশন। প্রবন্ধ পাঠ—"সাহিত্য ও সমালোচনা," লেখক শ্রীযুক্ত রামপদ মজুমদার এম এ।

৮ই চৈত্র, দ্বাদশ মাসিক অধিবেশন। "সাহিত্য ও সমালোচনার অবশিষ্টাংশ," অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামপদ মজুমদার এম এ। বক্তৃতা—পণ্ডিত প্রমথনাথ বিদ্যাবিনোদ—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী এম এ।

নদীয়া সাহিত্য-পরিষদের একটি বাৎসরিক সম্মিলন ২৭শে কার্ত্তিক নিষ্পন্ন হয়। ভারত-সম্রাটের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা ও আনন্দপ্রকাশ করার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং নদীয়ার প্রাচীন কাহিনী ও সাধারণ বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন গত পাঁচ বৎসরের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন আশীর্ব্বচন পাঠ করেন। শান্তিপুর-নিবাসী মৌলবী মোজাম্মেল হক একটি কবিতা পাঠ করেন। নিম্নলিখিত তিনটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। "ভাষাবিজ্ঞান আলোচনার আবশ্যকতা," লেখক—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম এ, পি, আর, এস,। "বঙ্গসাহিত্যে দীনবন্ধু," লেখক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দত্ত বি এস্ সি। "বঙ্গসাহিত্যে নদীয়ার দান," লেখক—শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার বি এ। অনন্তর শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় "বাঙ্গালা সাহিত্যের বানান ও ভাষা" বিষয়ে একটী সরস বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি ই, এবং শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল রায়

মহাশয়দ্বয় এই উপলক্ষে সঙ্গীতালাপ করেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, শাখাপরিষদের উন্নতির জন্য অনেক গ্রন্থ প্রদান করিয়াছেন আলোচ্য বর্ষে আয় ৮৮।৵১০, খরচ—৪১॥৵১০, মজুত ৪৬৸৶০।

শ্রীবিহারীলাল তর্করত্ন
সহকারী সম্পাদক।

উত্তরপাড়া (হুগলী) শাখা ও সারস্বত সম্মিলন—১৩২৫

আলোচ্য বর্ষে শাখা-পরিষৎ দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। শাখা সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র যাহাতে সমস্ত হুগলী জেলাময় বিস্তৃত হয় এবং ইহার বিভিন্ন স্থানে সদস্য সংগৃহীত হয়, তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। হুগলী জেলার ঐতিহাসিক বিবরণ এবং উপকরণ সংগ্রহের জন্য শাখা-পরিষদের আনুসঙ্গিকরূপে একটি অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমিতির কয়েকজন সদস্য হুগলী. বান্দেল, ত্রিবেণী. নয়াসরাই, বংশবাটি, সপ্তগ্রাম, মাগরা প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

"উত্তরপাড়ার অতীত ও বর্ত্তমান" সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিবরণী সংগ্রহের জন্য সদস্য শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ ঘোষ মহাশয়ের প্রতিশ্রুত "মহেশ-কমলিনী" সুবর্ণপদক পুরস্কার প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। ১লা চৈত্র ১৩২৫ তারিখে চারিটি রচনা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে—উহাদের পরীক্ষা-ফল এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বর্ত্তমানে ইহার সদস্যসংখ্যা ৫১ জন। উত্তরপাড়ার বাহিরে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ইহার সদস্য গৃহীত হইয়াছে. শ্রীরামপুর, সেওড়াফুলী, চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী, ইটাখোলা, শিমলাগড়, কৈকালা, আরামবাগ, কলিকাতা, বালি তেজপুর এবং বাঁশওড়া।

পরিষদের আভ্যন্তরিক কার্য্য পরিচালন জন্য কোন বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয় নাই। নিম্নলিখিত সদস্যগণ ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য ও কর্ম্মচারী ছিলেন,—

১। শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায় (সভাপতি), ২। শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, (সহকারী সভাপতি) ৩। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), ৪। শ্রীযুক্ত শৈলভূষণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক, সারস্বত সম্মিলন), ৫। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি-এস্‌সি, ৬। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৭। শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়, ৮। শ্রীতারাচরণ মুখোপাধ্যায় বি-এ (পৌষ মাস পর্য্যন্ত), পরে শ্রীঅনাথনাথ রায় চৌধুরী, ৯। শ্রীললিতমোহন রায় চৌধুরী এবং ১০। শ্রীজহরলাল বসু বি-এল, কাব্যতীর্থ।

দ্বিতীয় বর্ষে পরিষদের সর্ব্বসমেত ২১টি অধিবেশন হইয়াছিল; ইহার মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১৪টি, সদস্যগণের ১টি, সাধারণ অধিবেশন ৫টি ও বিশেষ অধিবেশন ১টি। জন-সাধারণের সাধারণ অধিবেশনগুলিতে আশানুরূপ উপস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া

উহার অনুষ্ঠান-সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। বিশেষ ও সাধারণ অধিবেশনগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিয়ে প্রদত্ত হইল।

প্রথম অধিবেশন, ১লা বৈশাখ। "নব বর্ষ" (কবিতা) শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি-এল, কাব্যতীর্থ। প্রবন্ধ "আধুনিক চিকিৎসক," লেখক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন শাস্ত্রী। "হীরক," লেখক শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি-এস্ সি।

দ্বিতীয় অধিবেশন, ৫ই জ্যৈষ্ঠ। প্রবন্ধ "সুবর্ণ ও প্লাটিনাম"—শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি এস সি। "সূর্য্যমুখীর পিত্রালয়"—শ্রীযুক্ত হরিহর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র-স্মৃতিসভা—৫ই জ্যৈষ্ঠ। "বঙ্কিমচন্দ্র," লেখক—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, "বঙ্কিম-স্মৃতি," শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দত্ত চৌধুরী।

তৃতীয় অধিবেশন—সারস্বত সম্মিলনের নবম বার্ষিক অধিবেশন, ৮ই ভাদ্র। 'আবাহন' (কবিতা)—শ্রীযুক্ত জহরলাল বসু বি এল, কাব্যতীর্থ। সারস্বত-সম্মিলন ও ইহার বিভিন্ন বিভাগের নবম বার্ষিক কার্য্যবিবরণী এবং আয়ব্যয়ের তালিকা (১৯১৭—১৮)। "হুগলী ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সমিতি" স্থাপনের প্রস্তাব—সম্পাদক কর্ত্তৃক উপস্থাপিত।

বিশেষ অধিবেশন [চুঁচুড়া ট্রেনিং একাডেমি গৃহ] "হুগলী ঐতিহাসিক অনুসন্ধান" সমিতির অনুষ্ঠানপত্র ও প্রাথমিক কার্য্যবিবরণী সম্পাদক কর্ত্তৃক পঠিত।

চতুর্থ অধিবেশন [গঙ্গাতীরস্থ রাজপ্রাসাদ, উত্তরপাড়া,] ৪ঠা ফাল্গুন। "হরিপাল"—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ। "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ"—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বি এ।

এই অধিবেশনে ২৭টি প্রাচীন ও বিভিন্ন দেশীয় মুদ্রা (রৌপ্য, তাম্র ও পিত্তল), কারুকার্য্যখচিত ও মূর্ত্তিবিশিষ্ট ৫খানি ইষ্টক, সারস্বত-সম্মিলন পুস্তকালয়ে সংগৃহীত হুগলী জেলার গ্রন্থকারগণের পুস্তক ও কতকগুলি ঐতিহাসিক চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধান-সমিতির মুদ্রিত অনুষ্ঠানপত্র প্রচার।

উত্তরপাড়া শাখা-পরিষৎ ও সারস্বত সম্মিলন পুস্তকালয়ে গত ৩১শে চৈত্র পর্য্যন্ত সংগৃহীত পুস্তকের মোট সংখ্যা ১২২৩। ইহার মধ্যে বাঙ্গালা ৯৫৮ ও ইংরাজী ২৬৫ খানি।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অনুগ্রহ করিয়া পুস্তকালয়ে পুস্তক উপহার প্রদান করিয়াছেন,—সম্পাদক বর্দ্ধমান শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ, সম্পাদক রঙ্গপুর শাখা-সাহিত্য-পরিষৎ, সম্পাদক—বেঙ্গল পাবলিসিটি বোর্ড (কলিকাতা), শ্রীযুক্ত রাজকুমার বেদতীর্থ (কৈকালা), শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ রায় চৌধুরী (শিমলাগড়), শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল (চুঁচুড়া), শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত বি-এস্ সি, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শৈলভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল।

নিম্নলিখিত সভার সম্পাদকগণ তাঁহাদের সভার কার্য্যবিবরণী প্রদানের জন্য ধন্যবাদ-

ভাজন হইয়াছেন,—চন্দন-নগর পুস্তকাগার, চুঁচুড়া ফ্রেণ্ডস্ ডিবেটিং ক্লাব, কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি ও বলদবাঁধ হরিসভা এবং অনাথ আশ্রম।

নিম্নলিখিত সাময়িক পত্রগুলি পুস্তকালয়ের জন্ম গ্রহণ করা হইয়া থাকে,—(১) ভারতবর্ষ, (২) মানসী ও মর্ম্মবাণী, (৩) প্রবাসী, (৪) ব্রহ্মবিদ্যা, (৫) সবুজপত্র, (৬) অর্চ্চনা, (৭) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

বেঙ্গল পাবলিসিটি বোর্ড হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র "সত্য-সমাচার" বিনামূল্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল এবং "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ"-সম্পাদক মহাশয় বৎসরের শেষভাগ হইতে অনুগ্রহ করিয়া পত্রখানি প্রদান করিয়া আসিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে সাধারণ তহবিলের মোট আয় ১৮২॥১৫ টাকা ও ব্যয় ১৭৮৸৶১৫ টাকা বাদে ৩।৶ টাকা উদ্বৃত্ত আছে। বর্ষশেষ হইতে পোষ্ট অফিসে ব্যাঙ্কের হিসাব খোলা হইয়াছে ও উহাতে ৪৲ টাকা গচ্ছিত আছে। পরিষদের নিজস্ব গৃহ না থাকাতে বাটিভাড়া হিসাবে মাসিক ৭৲ টাকা ও ত্রৈমাসিক ট্যাক্স ৩৸৹ টাকা প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

(আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশার্থ আহূত)

স্থান—কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট হল

সময়—১৮ই শ্রাবণ ১৩২৬, ৩রা আগষ্ট ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

এই বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সেই জন্য এ স্থানে পুনরায় আর উহা মুদ্রিত হইল না।

ভ্রম-সংশোধন।—উক্ত কার্য্যবিবরণের মধ্যে যে চাঁদাদাতৃগণের নাম মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত নামটি ভুলক্রমে ছাড় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত——২৫৲। শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সহঃ সম্পাদক।

নবম বিশেষ অধিবেশন

২৯শে কার্ত্তিক ১৩২৬, ১৫ই নবেম্বর ১৯১৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা

(৺ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত)

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার রায়, শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন, শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দে, শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বেদজ্ঞ, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার গণ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ।—সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, অদ্য এই বিশেষ অধিবেশন ৫৷৷০ টায় হইবার কথা। কিন্তু অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও এই দুর্য্যোগবশতঃ আসিতে পারেন নাই। এত অল্পসংখ্যক লোক লইয়া এই সভা করা উচিত কি না, এই সম্বন্ধে সভাস্থ সকলের মত চাহিলে, সকলে বলিলেন—অতঃপর শোকসভা স্থগিত রাখিয়া, আগামী ৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টার সময় এই অধিবেশন পুনরায় আহ্বান করা হউক। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

দশম বিশেষ অধিবেশন

৩রা অগ্রহায়ণ ১৩২৬, ১৯শে নবেম্বর ১৯১৯, বুধবার, অপরাহ্ণ ৪৷৷০ টা

আহারতত্ত্ব বক্তৃতামালার অন্তর্গত 'পরিপাক-তত্ত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা

বক্তা—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি)। রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম এ, শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাস এম এ, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম, এন, পি, এস্, শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত বিশ্বাস, কবিরাজ শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেন, শ্রীযুক্ত প্রিয়লাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রায় বিনোদবিহারী বসু, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী বসু, শ্রীযুক্ত পান্নালাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, মৌলবী গোলাম হোসেন, মৌলবী আবদুল মজিদ, মৌলবী করিম রহমন, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত কমলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভৌমিক, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত হরিচরণ দত্ত, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার দাস, শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত চারুপদ ঘোষাল, শ্রীযুক্ত প্রভাতকান্ত ঘোষাল, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত প্রসীদেশ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শান্তিকুমার বসু, শ্রীযুক্ত রাধারঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত শ্যামলাল দে, শ্রীযুক্ত সুমিত্রানন্দ বৈরাগী, শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত অমরনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পাল, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দাস রায়, শ্রীযুক্ত অমৃত ঘোষ, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত রামদত্ত সিংহ, শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দে, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ঘোষাল, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসন্ন সিংহ, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত, শ্রীযুক্ত তারকনাথ মল্লিক, শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীযুক্ত মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল, শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ, মিঃ এস, দত্ত চৌধুরী।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডাঃ শ্রীযুক্ত আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত বক্তৃতা—রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর মহোদয়ের আহার-তত্ত্ব সম্বন্ধে চতুর্থ বক্তৃতা।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরকে তাঁহার আহারতত্ব সম্পর্কীয় পরিপাক-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তৎপরে বক্তা তাঁহার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে বলিলেন—,

আমাদের পরিপাক-যন্ত্রের গঠন ও পরিপাক-ক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব। আমাদিগের খাদ্যের মধ্যে যে সকল ভিন্নজাতীয় সার পদার্থ আছে, পরিপাক-যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন প্রণালীতে তাহাদের পরিপাক-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

আমাদের প্রধান পরিপাক-যন্ত্রের আকার একটি সুদীর্ঘ, নানা পাকে জড়িত নলের ন্যায়। পরপৃষ্ঠায় ইহার একটী চিত্র প্রদত্ত হইল। এই নলের কোন্ অংশ প্রশস্ত, কোন অংশ বা নিতান্ত সরু এবং ইহার দুইটি মুখ আছে। আমাদের মুখগহ্বর ইহার প্রবেশদ্বার এবং মলদ্বার ইহার নির্গম-পথ। শেষোক্ত পথ দ্বারা খাদ্যের অসার অংশ মলরূপে বহির্গত হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত যকৃৎ (Liver) এবং ক্লোম্ (Pancreas) নামক অপর দুইটি যন্ত্র উদর-গহ্বরের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া পরিপাককার্য্যের সবিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

মুখগহ্বরের মধ্যে দন্ত, জিহ্বা এবং লালানিঃসারক গণ্ডগুলি (Salivary glands) দ্বারা খাদ্যের পরিপাকক্রিয়া আরম্ভ হয়। খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত হইয়া সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত না হইলে জারক রস উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাকে জীর্ণ করিতে পারে না। এ জন্য খাদ্য ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করিলে পরিপাকের বিশেষ সুবিধা হয়।

জিহ্বার দ্বারা মুখস্থিত খাদ্য দন্তের নিকট সর্ব্বদা পরিচালিত হয় এবং মুখের মধ্যে যে তিনটি প্রধান লালাগণ্ড আছে, তাহা হইতে যথেষ্ট পরিমাণ লালা (Saliva) নিঃসৃত হইয়া খাদ্যের শ্বেতসার (Starch) অংশের পরিপাক সাধন করে। লালার মধ্যে টায়ালিন্ (Ptyalin) নামক এক প্রকার কিণ্ব পদার্থ (Ferment) আছে; ইহার সংযোগে মুখের মধ্যে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ (Starch) প্রথমতঃ ডেক্‌ষ্ট্রিন্ (Dextrin) এবং পরে দ্রাক্ষাশর্করায় (Grape sugar) পরিণত হয়। শ্বেতসার দ্রাক্ষা-শর্করায় পরিণত না হইলে উহা রক্তের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না এবং আমাদের দেহের ব্যবহারে লাগে না। এ দেশের লোকের খাদ্যের মধ্যে শ্বেতসারজাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকে, সুতরাং তাড়াতাড়ি খাইলে এই জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের ব্যাঘাত হয় এবং এই কারণে অনেক স্থলে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়।

খাদ্যভেদে পরিপাক-প্রণালীর প্রভেদ হইয়া থাকে এবং একটি পরিপাক-প্রণালী অপরটির সহায়তা করে। মুখের মধ্যে শ্বেতসার আংশিকভাবে জীর্ণ হইয়া ডেক্‌ষ্ট্রিন্ নামক যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা আমাশয়ে উপস্থিত হইলে উহার সাহায্যে আমাশয়মধ্যে অধিক পরিমাণ জারক রস (Gastric juice) নিঃসৃত হইয়া থাকে। এ স্থলে ডেক্‌ষ্ট্রিন্ আমাশয়স্থিত জারক রস নিঃসরণের উত্তেজকের কার্য্য করে। সুতরাং ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া মুখের মধ্যে পরিপাককার্য্য যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

খাদ্যদ্রব্য এইরূপে চর্ব্বিত, লালার সহিত মিশ্রিত এবং আংশিকভাবে পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া মুখগহ্বরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত একটি অপ্রশস্ত নলের মধ্যে প্রবেশ করে। পরিপাক-নলের এই অপ্রশস্ত অংশের নাম অন্ননালী (Æsophagus)। অন্ন-নালীর পুরোভাগে

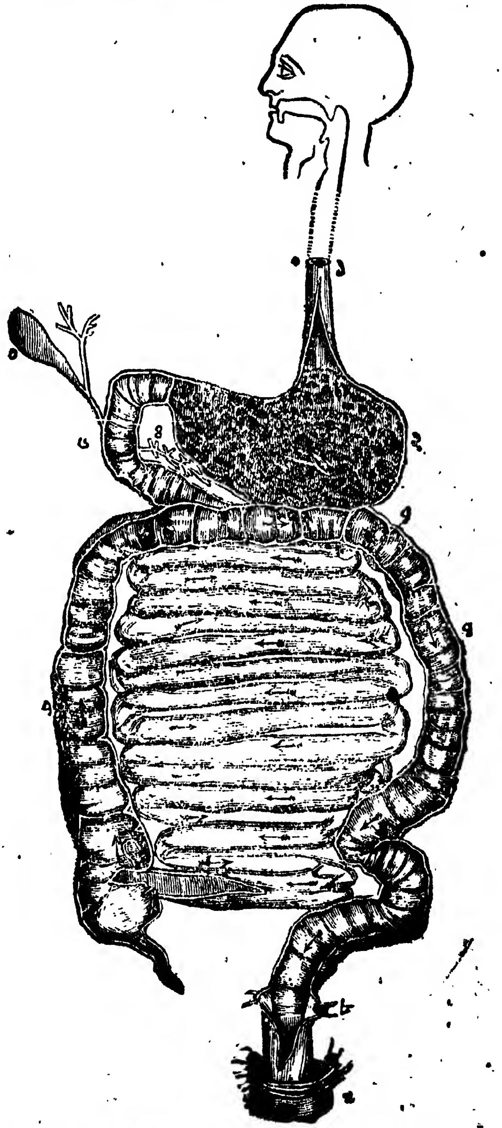

(১) অন্ন-নালী ; (২) আমাশয় ; (৩) পিত্তকোষ ও তাহার নালী ; (৪) ক্লোমনালী ; (৫) ডিওডিনম্ ; (৬) ক্ষুদ্র অন্ত্রের অপর দুই অংশ ; (৭ ও ৮) বৃহদন্ত্র ; (৯) মলদ্বার।

শ্বাস-নালী (Wind-pipe) অবস্থিত ; ইহার মধ্য দিয়া শ্বাসবায়ু আমাদের বক্ষোগহ্বরস্থিত ফুস্‌ফুস্ (Lungs) নামক যন্ত্রে প্রবেশ করে। সুতরাং খাদ্যকে শ্বাস-নালীর ছিদ্র পার হইয়া অন্ন-নালীতে প্রবেশ করিতে হয়। গলাধঃকরণের সময়ে যদি কোন প্রকারে খাদ্যের এক কণামাত্র শ্বাস-নালীতে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রবল কাসি উপস্থিত হইয়া বিষম ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। চলিত কথায় ইহাকে "বিষম লাগা" কহে।

এই বিপদ্ নিবারণের জন্য একটি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। শ্বাসনালীর উপরিভাগে বাক্সের ডালার ন্যায় একখানি ঢাক্‌না সংযুক্ত থাকে। চর্ব্বিত পিচ্ছিল খাদ্য-পিণ্ড মুখগহ্বরের পশ্চাদ্-ভাগে (Pharynx) উপস্থিত হইবামাত্র ঢাক্‌নাখানি আপনাআপনি নিম্নগ হইয়া শ্বাসনালীর মুখ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেয়, সুতরাং খাদ্যপিণ্ড স্বচ্ছন্দে উহার উপর দিয়া অন্ন-নালীতে প্রবেশ করে। তাড়াতাড়ি খাইলে "বিষম" লাগিবার সম্ভাবনা, এ জন্য তাড়াতাড়ি খাওয়া কোন-মতে উচিত নহে। শিশুরা যখন কাঁদে, তখন শ্বাসনালীর মুখ উন্মুক্ত থাকে। এ সময়ে শিশুকে জোর করিয়া দুধ খাওয়াইলে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা।

অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া চর্ব্বিত খাদ্য নিম্নমুখে গমন করে এবং উদরগহ্বরের ঊর্দ্ধদেশে অব-স্থিত একটি নাতিপ্রশস্ত থলির মধ্যে আগমন করে। এই থলির নাম আমাশয় (Stomach)। ইহার আকার ভিস্তির মশকের ন্যায় এবং উহার অভ্যন্তরপ্রদেশ মৌচাকের ন্যায় বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বরে বিভক্ত। এক একটি গহ্বরের মধ্যে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালীর মুখ অনুবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায়। খাদ্য আমাশয়ে পৌছিলে এক প্রকার জারক রস সেই সকল নালীর মুখ হইতে ক্রমাগত নিঃসৃত হইতে থাকে। আমাশয়-নিঃসৃত এই জারক রসকে ইংরাজিতে গ্যাষ্ট্রিক্ জুস্ (Gastric juice) কহে। এই জারক রসের সাহায্যে মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, ছানা প্রভৃতি যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যের মধ্যস্থিত ছানাজাতীয় সার পদার্থ (Proteid) জীর্ণ হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাশয়ে প্রধানতঃ ছানাজাতীয় খাদ্যই পরিপাক প্রাপ্ত হয়। আমা-শয়ে খাদ্য জীর্ণ হইয়া কর্দ্দমের আকার ধারণ করে, এই জীর্ণ খাদ্যকে ইংরাজীতে কাইম্ (Chyme) বলে। আমাশয়ে খাদ্য পরিপাক হইতে প্রায় ৩ ঘণ্টা সময় লাগে।

আমাশয় হইতে জীর্ণ খাদ্য ক্রমশঃ ক্ষুদ্র অন্ত্রে (Small intestine) আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাশয়মধ্যে যতক্ষণ পরিপাককার্য্য চলিতে থাকে, ততক্ষণ উহার নিম্নমুখ (Pylorus) এরূপ দৃঢ়ভাবে বন্ধ থাকে যে, খাদ্যকে কোন মতে ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করিতে দেয় না। আমা-শয়ের পরিপাককার্য্য শেষ হইলে পর নীচের মুখটি খুলিয়া যায় এবং জীর্ণ খাদ্য অল্পে অল্পে ক্ষুদ্র অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করে। আমাশয় হইতে যে জারক রস নিঃসৃত হয়, তাহার মধ্যে পেপসিন্ (Pepsin) নামক একটী কিণ্ব পদার্থ (Ferment) এবং হাইড্রোক্লোরিক্ এসিড (Hydrochloric acid) নামক একটি অম্ল পদার্থ থাকে। এই দুইটি জারক পদার্থের সাহায্যে ছানাজাতীয় সার পদার্থ জীর্ণ হইয়া পেপ্টোন্ (Peptone) নামক পদার্থে পরিণত হয়। ছানাজাতীয় সার-পদার্থ এইরূপে পরিবর্ত্তিত না হইলে উহার পরিপাক সাধিত হয় না। পেপ্টোন্ ক্ষুদ্র অন্ত্রে গমন

করিলে তৎস্থানের ক্ষারক রসের সহিত মিলিত হইয়া উহার পরিপাক-ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় এবং জীর্ণ পেপ্টোন্ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে।

আমাশয়ের ক্ষারক রস অম্লরসসংযুক্ত বলিয়া উহার জীবাণু নাশ করিবার শক্তি আছে। আমাদের খাদ্য দ্রব্যের সহিত রোগোৎপাদক জীবাণু কোন প্রকারে মিশ্রিত হইয়া থাকিলে আমাশয়ে যাইবামাত্র তথাকার অম্লরস-সংযোগে অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় খালি পেটে থাকা নিষিদ্ধ। কারণ, আমাশয়ে খাদ্য না থাকিলে তন্মধ্যে অম্লরস নিঃসৃত হয় না, সুতরাং আমাশয়ের রোগের বীজাণু নাশ করিবার শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

আমাশয় হইতে কোন খাদ্য—এমন কি, জল পর্য্যন্ত শোষিত হইয়া রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে না। জীর্ণ খাদ্য অন্ত্রের মধ্যে গমন করিলে পর দেহমধ্যে উহার শোষণ-কার্য্য আরম্ভ হয়।

বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে পর পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়, বক্তা রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয়কে বক্তৃতার জন্য এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়কে চিত্রপ্রদর্শনের জন্য এবং রামমোহন লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষগণকে তাঁহাদের ম্যাজিক্ ল্যাণ্টার্ণ্ ব্যবহার করিতে দিবার জন্য ধন্যবাদ জানাইলে তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ
সভাপতি।

স্থগিত নবম বিশেষ অধিবেশন

(৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরোলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত)

৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬, ২২শে নবেম্বর ১৯১৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সভাপতি)

শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীঅমৃতলাল বসু, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ, শ্রীমতী অবন্তী দেবী, ডাঃ শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এম বি, শ্রীমন্মথমোহন বসু এম্ এ, শ্রীচারুচন্দ্র বসু পুরাতত্ত্বভূষণ, শ্রীনগেন্দ্রনাথ স্বর্ণকার এম্ এ, ডাঃ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র এম্ বি, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম্ এ, বি এল্, শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ, শ্রীরেবতীমোহন সেন এম্ এ, শ্রীরজনীকান্ত গুহ এম্ এ, শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ, শ্রীললিতমোহন দাস, ডাঃ জে, এন্, ঘোষ, মৌলবী আবদুল রসিদ, ডাঃ শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী, শ্রীদীনেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীনলীগোপাল মজুমদার এম্ এ, শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দেব, শ্রীরমণীমোহন ঘোষ,

শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী বি.এ, শ্রীপান্নালাল মল্লিক, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীকেদারনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীশোভাময় ঘোষ, শ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীসুললিত সরকার, শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ, শ্রীসন্তোষকুমার হাজরা, শ্রীসমতুলচন্দ্র গুহ, শ্রীসন্তোষকুমার দাস, শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীসুহৃদ্‌কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীসতীশচন্দ্র সাহা, শ্রীসুধাংশুকুমার সরকার, শ্রীসীতেশচন্দ্র দাস গুহ, শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার, শ্রীশ্যামলাল দে, শ্রীবসন্তবিহারী কর, শ্রীশিবশঙ্কর বিশ্বাস, শ্রীশশিকুমার লাহা, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসত্যরঞ্জন সেন, শ্রীমোহিতলাল দাস, শ্রীমাণিকলাল শেঠ, শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরী, শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীউমাপদ রায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীগোপালচন্দ্র নাথ, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সান্যাল, শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা, শ্রীযতীশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাঁচুদাস মিত্র, শ্রীপ্রভাময় ঘোষ, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, শ্রীপুলিনবিহারী মজুমদার, শ্রীপ্রফুল্লকুমার গুপ্ত, শ্রীভবানীচরণ দে, শ্রীফণীন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীখগেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীখগেন্দ্রনাথ দে, শ্রীঅমূল্যধন পাইন, শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅমিয়কৃষ্ণ শীল, শ্রীঅনাথনাথ দাস, শ্রীঅনাথনাথ শীল, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ নন্দী, শ্রীঅন্নদাকুমার দত্ত, শ্রীগোষ্ঠলাল কুণ্ড, শ্রীগণপতি চক্রবর্ত্তী, শ্রীকানাইলাল মিত্র, শ্রীকিশোরীমোহন মিত্র, শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীকেশবলাল দাস, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী, শ্রীকল্যাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সরকার, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীচন্দ্রশেখর বসু, শ্রীচণ্ডীচরণ দত্ত, শ্রীচারুচন্দ্র সরকার, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র নাথ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীনিবারণচন্দ্র রায়, শ্রীনলিনীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীহীরালাল মিত্র, শ্রীহরিদাস বসাক, শ্রীরোহিণীকুমার গণ, শ্রীরাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীরাধারমণ সুর, শ্রীরামপ্রকাশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ কুণ্ড, শ্রীবামনদাস মজুমদার, শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবরদাকান্ত বসু, শ্রীব্রজমোহন দাস, শ্রীবাসুদেব দে, শ্রীবিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমলেন্দুভূষণ বসু, শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—সহকারী সম্পাদকগণ।

আলোচ্য বিষয়—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি, প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ৭৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এরূপ মৃত্যুকে অকালমৃত্যু বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার পিতা যেরূপ দীর্ঘজীবী ছিলেন, সে হিসাবে তাঁহার এ মৃত্যুকেও অকালমৃত্যু বলিলে চলে। তাঁহার পিতা অতিশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় খুব কৌতুকপ্রিয় এবং আমোদপ্রিয় লোক

ছিলেন—এটি তাঁহার পৈতৃক গুণ; তাঁহার পিতার নিকট হইতে তিনি ইহা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাবগুণে তিনি কলেজের সকলের প্রিয় ছিলেন এবং সকল বিষয়েই কলেজে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। ছাত্র-জীবনের অন্তে প্রথমে তিনি হেয়ার স্কুলে একটি চাকরী গ্রহণ করেন। কিন্তু ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ কার্য্যের—ধর্ম্মের আহ্বানে এ সকল বিষয় অতি তুচ্ছজ্ঞানে ত্যাগ করিলেন। তৃণাদপি সুনীচেন ভাবে তিনি ধর্ম্ম সাধনা করিয়া গিয়াছেন। শেষ বয়সে তাঁহাকে যশোহর সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি করা হইয়াছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি এই সম্মানকর পদ প্রত্যাখ্যান করেন।

স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় পরিষৎকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি রক্ষার জন্য তিনি ৮০৲ সংগ্রহ করিয়া পরিষৎকে দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনিই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের মৃণ্ময় মূর্ত্তি (Bust) এবং তাঁহার ব্যবহৃত পাগড়ীটি বিলাত হইতে আনিয়া, পরিষৎকে দান করিয়াছেন। এই দুইটি জিনিষেই পরিষদের চিত্রশালার সমধিক গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন। তাঁহার রচিত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" পড়িয়া আমি প্রথমে মুগ্ধ হই। তিনি সিটি-কলেজের সম্পাদক ছিলেন; আমি তাঁহার নিকট কলেজে একটি চাকরি পাইবার জন্য যাই। এই সূত্রে এবং পরে অন্যান্য ব্যাপারে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। তাঁহার উপদেশ শ্রোতৃগণের মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকিত। আমরা রবিবারে সাত আট জনে মিলিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা করিতাম। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া কি মহত্ত্বেরই পরিচয় পাইয়াছি। কোন কোন বন্ধু বলেন, তাঁহার মত প্রতিভাশালী লোক যদি কাব্যজগতে প্রবেশ করিতেন, তবে আমরা কি না জিনিষ পাইতাম! এই প্রলোভন ত্যাগ করিয়া, ইহা অপেক্ষাও উচ্চ ধর্ম্মপথে তিনি গিয়াছিলেন; তাঁহার এই ত্যাগ বড় সোজা কথা নয়। তিনি সত্যপ্রিয়তার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সকল কথা বলিতেন। ক্রমে যত দিন যাইবে, তাঁহার উপদেশ আমরা তত অধিক ভাবে গ্রহণ করিব।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—আমাদের হিসাবে শাস্ত্রী মহাশয় একজন যুগপ্রবর্ত্তক পুরুষ। মনীষী, মনস্বী, যশস্বী প্রভৃতি কথা তাঁহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় না। ভাবে, ভাষায়, ব্যাখ্যায় এমন লোক আর মিলে না। তিনি বাঙ্গালী—বাঙ্গালার বাঙ্গালী ছিলেন। যেটা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, সব ছাড়িয়া সেই সত্য বিশ্বাসকে তিনি আলিঙ্গন করিয়া থাকিতেন। তখনকার হিন্দুসমাজ কি রকম ছিল, শিবনাথ কি কষ্ট সহিয়াছিলেন,—কি রকম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা আজকালকার লোকে বুঝিবে না। তাঁহার সহিত পাটনায় আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমি কোন বিষয়েই তাঁহাকে রাগাইতে পারি নাই। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের স্তম্ভ ছিলেন, স্বাদেশিকতা তাঁহার অস্থি-মজ্জার সহিত মিশান ছিল,

দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইবার জন্য তিনি ব্রাহ্ম যুবকগণকে উপদেশ দিতেন। তিনি একজন সাহিত্যগুরু ছিলেন—স্বতন্ত্র একটা সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের স্রষ্টৃগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৮৭৫—১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে একটা ত্যাগের ভাব বহিয়া গিয়াছে। আজকাল আর সে ভাব নাই। তিনি মনুষ্যত্বের জহুরী এবং প্রচারক ছিলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণ হইয়াছে। প্রার্থনা করি, তাঁহার স্মৃতি লইয়া বাঙ্গালা মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হউক।

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—১৯১০ সালে শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁহার বেশ সবল ও কর্ম্মঠ শরীর। আমার বোধ হয়, শাস্ত্রী মহাশয় এক্‌স্টেন্‌শনে বাঁচিয়া ছিলেন। সাহিত্যে যে রকম সম্রাটের হুড়াহুড়ি, তাহাতে তিনি সম্রাট্‌ না হউন, অন্ততঃ একটা রায় বাহাদুরও হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে অসামান্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া ধর্ম্মের পথে ধাবিত হইয়াছিলেন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—আমি যখন তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনি, তখন ভাবিয়াছিলাম, অমন সুন্দর, উদারচরিত্র লোকের সংস্রবে আসিয়াও আমি নিজেকে উন্নত করিতে পারি নাই—তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারি নাই। আমাদের দেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যিনি, তাঁহাকে সার্ব্বভৌম উপাধি দেওয়া হইত। আমার মনে হয়, তিনি একজন সার্ব্বভৌম ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম—সকল সম্প্রদায় মিলিয়া শোক প্রকাশ করিতেছেন। ইহাই তাঁহার সার্ব্বভৌমিকতার প্রমাণ। তন্ত্রে আছে—সঙ্ঘ-শক্তিঃ কলৌ যুগে। সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যেও শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থান অতি উচ্চে। "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার পরিচয় শেষ নহে। তিনি "সোমপ্রকাশে" শিক্ষানবীশী করিয়াছিলেন—পরে তাঁহার রচনায় উহা অলঙ্কৃত হয়। আজ-কালকার যুবকেরা জানেন না যে, "বঙ্গবাসী"র গঠনে তিনি কতখানি বুকের রক্ত ঢালিয়া-ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রেরণায় প্রমদাচরণ সেন মহাশয় "সখা" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ই আমাকে উৎসাহ দিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণে তদীয় পিতা ব্যথিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শেষ জীবনে আমি দেখিয়াছি, পুত্রের গৌরবে তিনি গৌরব বোধ করিতেন। তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব আদর্শে আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিতে পারিলেই ধন্য হইব।

ডাঃ শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয় বলিলেন যে, ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আমার পরিচয়। তিনি অসাধারণ সমালোচক ছিলেন—তাঁহার সমালোচনায় আমরা মুগ্ধ হইতাম। আমাদের লইয়া তিনি একটি মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মণ্ডলীতে তাঁহার মুখেই আমরা স্বায়ত্তশাসনের কথা প্রথম শুনিতে পাই। এইরূপে তিনি ধর্ম্মের সহিত দেশহিতৈষণার মিলন ঘটাইয়াছিলেন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেন,—হে ভগবান্‌,

এই দেশকে তুমি ছাড়া আর কেহ উদ্ধার করিতে পারিবে না। এই বলিয়া বক্তা প্রস্তাব করিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের একখানি চিত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠিত হউক। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এবং মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, —সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল এবং এতদ্বিষয়ক সমস্ত-ভার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হইল।

ইহার পর বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

৬ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬, ২২শে নবেম্বর ১৯১৯, শনিবার, অপরাহ্ণ ৫৷৷০টা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই—(সভাপতি)

(বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন)

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রদর্শন—রাজসাহী, তালন্দনিবাসী শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্র মহাশয়-প্রদত্ত একটি ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি। ৫। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "যোগেশ বাবুর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয় শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা." ৬। শোকপ্রকাশ—(ক) রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এম্ এ, বি এল্, (খ) রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, (গ) কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, (ঘ) ডাঃ অমৃতলাল সরকার এল্ এম্ এস্, এফ সি এস, (ঙ) প্রকাশচন্দ্র মিত্র।

নবম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্য শেষ হইলে পর, পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিগত বিশেষ ও মাসিক অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাব এবং সমর্থনের পর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ সদস্য-রূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সদস্য—শ্রীরাধাবিনোদ চৌধুরী, খোলাহাটী, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর। প্রঃ—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সমঃ—শ্রীমন্মথমোহন

বসু, সঃ—শ্রীবিজয়রাজ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, খাল্সা কলেজ, অমৃত সহর, পাঞ্জাব। প্রঃ—শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীমহেন্দ্র গোস্বামী এম্ এ, ২৪ হ্যারিসন রোড। শ্রীবরদাপ্রসাদ প্রামাণিক এম্ এ, ঐ ঐ। শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, এম্ এস সি, ঐ ঐ। শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ঐ ঐ। প্রঃ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ, সমঃ—ঐ, সঃ—শ্রীলালবিহারী দাস, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, মালদহ। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—ঐ, সঃ—মিঃ শিবরাম মিশ্র শাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ, কাশীকোটা কলেজের অধ্যাপক, বহরমপুর। প্রঃ—শ্রীরামকমল সিংহ, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীঅভিমন্যু দাস, ২৪৭ লোয়ার সার্কুলার রোড। প্রঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমঃ—শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়, ৩৪৩ অপার চিৎপুর রোড। শ্রীভূপেন্দ্রলাল দত্ত, এডওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। প্রঃ—ডাঃ বনওয়ারিলাল চৌধুরী, সমঃ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীসুকুমার রায় বি এস্ সি, ১০০ গড়পার রোড। ডাঃ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ৫৬ হ্যারিসন রোড। প্রঃ—রায় শ্রীবিনোদবিহারী বসু, সমঃ—শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, সঃ—শ্রীশচীন্দ্রকুমার বসু বি এ, ২৭ চুণাপুকুর লেন, বৌবাজার।

৩। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়, উপহৃত পুস্তক ও উপহারদাতাগণের নাম পাঠ করিয়া, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

উপহারদাতা—শ্রীরামেশ্বর দে, উপহৃত পুস্তক—১। নবযুগের কথা। ২। অরবিন্দের পত্র। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, বিবেকানন্দ সোসাইটীর সম্পাদক—৩। বীরবাণী। স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ—৪। সামসন্ধ্যাগান। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৫। নব্য বিজ্ঞান। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—৬। তোমরা ও আমরা। শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়—৭। লুৎফউন্নিসা। শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত—৮। ছোট বড়। ৯। দাদার ঘরে। ১০। দেবতার মেয়ে। ডাঃ শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ—১১। ইঞ্জেক্সন্ চিকিৎসা (১মখণ্ড)।

Officer-in-Charge, Bengal Sectt. Book Depot—(12) Report on the Working of Hospitals and Dispensaries under the Govt. of Bengal for the year 1918. (13) Annual Report of the Department of Fisheries. Bengal, Behar and Orissa for the year ending 31st March, 1919. (14) Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1918. Supdt. Govt. Printing, India, (15) Monthly Satistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, July, 1919. (16) Do. Do. August, 1919. (17) Dates of Votive Inscriptions on the Stupas at Sanchi No 1. (18) Statistical Tables showing for each of the years 1901—02 to 1917—18 Supdt. Archæological Survey, Burmah,—(19) Report of the Superintendent, Archæological Survey, Burmah, 1919. Do. Do. Madras—(20) Annual Report of the Archæological Dept. Southern Circle, Madras 1918—19. (21) Annual Report on Epigraphy 1918—19. Surveyor General of India.

(22) General Report on the Survey of India, 1917—18. Registrar, Calcutta University (23) Post Graduate Teaching in the University of Calcutta, 1918—19.

শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর দে—(24) The Uttarpara Speech by Aurobindo Ghosh Supdt. Govt. Press, United Provinces (25) List of Sanskrit and Hindi Manuscripts purchased by order of Govt. and deposited in the Sanskrit College, Benares, 1917—18. (26) A Catalogue of Sanskrit Manuscripts acquired for the Govt. Sanskrit Library 1918—19. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন (27) The Great Faith. (28) My Mission to London 1912-14. (29) Mesopotamia.—The Key to the Future. (30) The Montagu-Chelmsford Proposals for Indian Constitutional Reform. (31) The Battle of Jutland. (32) Gita and Gospel (33) A Primer of Hinduism (34) Hinduism—Its Content and Value. (35) China and the Manchus. (36) The Evolution of New Japan. (37) The Hohenzollerns. (38) A Soldier's Answer, (39) The Fact and Meaning of Islam (40) The Land of two Rivers. Director General of Observatories (41) Report on the Administration of the Meteorological Dept. of the Govt. of India in 1918-19. Supdt. Archæological Survey, Frontier Circle (42) Annual Report of the Archæological Survey of India, Frontier Circle for 1918-19. Secretary, Smithsonian Institution (43) Cambrian Geology and Paleontology, IV. 1918.

৪। রাজসাহী জেলার তালন্দবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্র মহাশয় কর্তৃক প্রদত্ত একটি ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি সভাস্থলে প্রদর্শিত হইল এবং এই মূর্ত্তিটি পরিষৎকে দান করিবার জন্ত তাঁহাকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৫। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের লিখিত "যোগেশ বাবুর শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে সংশয় শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে বলিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

৬। শোকপ্রকাশ—সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার এম্ এ মহাশয় বলিলেন,—স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ কিছু লিখিতেন না। তিনি যাহা কিছু লিখিতেন, সমস্তই ইংরাজী ভাষায়। তাহাও আবার সাধারণের জন্ত নহে—তাঁহার লিখিত গ্রন্থ বিশেষজ্ঞেরাই পড়িয়া আনন্দ লাভ করেন। সাধারণের অবসর-বিনোদের জন্ত তিনি কোন বই লেখেন নাই। সেই জন্ত জনসাধারণের নিকট ইনি তত পরিচিত নহেন। কিন্তু তিনি যে সব কার্য্য করিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ দরের। তাঁহার প্রদত্ত ঐতিহাসিক উপকরণ আজকালকার অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যবহার করিতেছেন এবং পরেও করিবেন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে ধোয়ী কবির "পবনদূত" তিনি প্রকাশিত করেন।

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন,—সরকারী কাজে মনোমোহন বাবুকে খুব পরিশ্রম করিতে হইত। এই পরিশ্রমের পরেও তিনি অনেক কাজ করিতেন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার যত গেজেটিয়ার, ইহা সবই তিনি রিভাইজ করিয়া দেন। উড়িষ্যার মাদলা পাঁজীর সঙ্গে তাম্রশাসন মিলাইয়া তিনি যে ঐতিহাসিক তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেরই প্রয়োজনীয়। বাঙ্গালা এবং মিথিলার স্মৃতি, ন্যায় ও জ্যোতিষ প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা তাঁহাদের নিজ নিজ গ্রন্থে যে সব কোটেশন ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি অতি নিপুণভাবে তাহা সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এই রকম আরও বহুবিধ কার্য্য তিনি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নয়টি পুত্র। অতি অল্প দিনই তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গদেশ ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় মনোমোহন বাবুর সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া, প্রস্তাব করিলেন যে, আজকার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে অন্যান্য যে সকল সদস্যের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার কথা আছে, আজ তাহা স্থগিত থাকুক। আগামী কল্য ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে ইহাঁদের জন্য শোক প্রকাশ করা হইবে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

পরে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, পরিষৎ মন্দিরে মনোমোহন বাবুর একখানি চিত্র প্রতিষ্ঠা করা হউক। শ্রীযুক্ত গুরুদাস সরকার মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর এতদ্বিষয়ক ভার অর্পিত হইল।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু — সভাপতি।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬, ২৩শে নবেম্বর ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ন ৫॥০টা

উপস্থিতি—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি, আই ই, এম্ এ (সভাপতি)

রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীভবেন্দ্রনাথ নাথ বি এস্ সি, শ্রীআশুতোষ বেহুরা, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ পুততুণ্ড, শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত,

মিঃ ডি, এন্, দাস, মিঃ জি, সি, রায়, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীমন্মথনাথ বসু, শ্রীললিতমোহন পাল, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীচন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীঅঘোরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবিভূতিভূষণ প্রামাণিক।

শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত - সহকারী সম্পাদকদ্বয়।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ, ২। সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুস্তক উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়ের লিখিত "সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ, ৫। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ লিখিত না হওয়ায় পঠিত হইল না।

২। নিম্নলিখিত আট জন ব্যক্তি যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	সদস্য
শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত	শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	১। শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত ১৮০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	ঐ	২। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা প্রেস, ১।এ ঠাকুর কাস্‌ল রোড, কলিকাতা।
ঐ	ঐ	৩। শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	ঐ	৪। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু এম্ এ,বি এল মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশন, ভবানীপুর।
ঐ	ঐ	৫। শ্রীকুমুদচন্দ্র রায় চৌধুরী মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশন, ভবানীপুর।
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত	শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	৬। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, বি এল্ ১৮।১ গৌরীবেড়ে লেন।
ঐ	ঐ	৭। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাল ৫৩ বৃন্দাপুর ষ্ট্রীট।
ঐ	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	৮। শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র বসু ১১এ হালদার লেন, বৌবাজার।

৩। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে নিম্নলিখিত পুস্তকের উপহারদাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

উপহারদাতা—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—উপহৃত পুস্তক—কমণ্ডলু। অধ্যাপক শ্রীমাধবদাস চক্রবর্ত্তী—A Short History of Sanskrit Literature.

৪। সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অন্যতম সহায়ক সদস্য শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল মহাশয়-লিখিত "সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখককে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জানাইলেন।

সভাপতি মহাশয় এই উপলক্ষে বৌদ্ধ মহাযানের কিছু বিবরণ দিলেন ও তাহা হইতে হীনযান ও চীনযান হইতে সহজিয়া ও সহজিয়া হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, সহজিয়ারা বলে যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাহাদেরই ধর্ম্ম কিছু পরিবর্ত্তিত আকারে প্রচার করিয়াছেন এবং সহজিয়াই আদি বৈষ্ণবধর্ম্ম।

৫। গত কল্যকার পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে সময়াভাবে নিম্নোক্ত সদস্যগণের পরলোক-গমনে শোক প্রকাশ করা হয় নাই।

(ক) রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর পরিষদের একজন পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। তিনি প্রায় দুই সহস্রাধিক টাকা মূল্যের মর্ম্মরপ্রস্তরের টালি দান করিয়া পরিষৎ মন্দিরের নিম্নতল মণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অনেক বিষয়ে সাহায্য করিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন।

(খ) কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, স্বর্গীয় কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় পাণিনি ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি অনেক গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন; তন্মধ্যে কবিরাজি চিকিৎসা সম্বন্ধে গ্রন্থগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশের সকল প্রকার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অনুষ্ঠান আয়োজনের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি একজন প্রকৃত বন্ধুবৎসল ছিলেন। গোপনে ও প্রকাশ্যে অনেক দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন উদার-চরিত্রের লোক ছিলেন।

(গ) রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর বলিলেন যে, প্রথিতনামা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় ডাঃ অমৃতলাল সরকার মহাশয় "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টি-ভেশন অফ সায়ান্স" নামক বিজ্ঞান-সভায় পিতার সহকারিরূপে থাকিয়া অনেক কার্য্য করেন এবং ১৯০০ সালে পিতার মৃত্যুর পর সম্পাদক হইয়া ১৪ বৎসর ঐ সভার সেবা করেন। সম্পাদক হইয়া কেমিষ্ট্রী, ফিজিক্স, বটানি ইত্যাদি বহু বিষয়ে বহু বক্তৃতা দিয়া ঐ সভাকে পুষ্ট করেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি "বিজ্ঞান" নামক বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার জন্য তাঁহাকে বহু অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে "সায়ান্স এসোসিয়েশনে"র যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে; এখনকার সভাটি দেশের মধ্যে একটি উজ্জল রত্ন। সম্প্রতি তথায় মৌলিক গবেষণার কাজ চলিতেছে। গত ৩।৫ বৎসরে তিনি এই সভার নানাভাবে উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি গত দুই বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় "সায়ান্স কন্‌ভেন্‌শন্" নামক বিজ্ঞান আলোচনার জন্য বিশেষ অধিবেশনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সভার কার্য্য এ বৎসরও চলিতেছে। এই সভার প্রবর্ত্তক হিসাবে তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। তিনি 'ক্যাল্‌কাটা জর্ণাল অব মেডিসিন' নামক পত্রখানি উপযুক্ত ভাবে পরিচালন করিয়াছিলেন।

তৎপরে (ঘ) কলিকাতার এটর্ণি প্রকাশচন্দ্র মিত্র, (ঙ) ডাক্তার অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং (চ) চৈতন্য লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্তম্ভ কুঞ্জলাল দত্ত, (ছ) পাবনা সিরাজগঞ্জের ভিক্‌টোরিয়া স্কুলের সেক্রেটারী ব্রজেন্দ্রকুমার রায় ও (জ) মেদিনীপুর কুঁয়াপুরনিবাসী উদীয়মান সাহিত্যিক মন্মথনাথ খান মহাশয়গণের পরলোকগমনে বিশেষ ভাবে শোকপ্রকাশ করা হইল। অতঃপর (ঝ) প্রবীণ সাহিত্যিক ও দার্শনিক, বর্দ্ধমান শাখা-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনের বিশেষ উদ্যোক্তা, পরোপকারী, গীতার ব্যাখ্যাতা, সুপণ্ডিত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম এ, বি এল্ মহাশয়ের মৃত্যুতে বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করা হইল।

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুরের প্রস্তাবে স্থির হইল যে, উক্ত পরলোকগত সদস্য ও সাহিত্যিকগণের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে পরিষদের সমবেদনাসূচক পত্র লেখা হউক।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুনীলাল বসু
সভাপতি।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন

১২ই পৌষ ১৩২৬, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯১৯, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫॥০টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর (সভাপতি)

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীপঞ্চানন মিত্র এম্ এ, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, পণ্ডিত শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীকানাইলাল দাস এম্ এ, মৌলবী শেখ হবিবর রহমান, মৌলবী এ, লোহানী, শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্রশাস্ত্রী, শ্রীউপেন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, শ্রীহরিপদ ঘোষ, শ্রীশম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ শীল, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅমৃতলাল মজুমদার, শ্রীবিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীআনন্দচরণ দাস, শ্রীগিরিশচন্দ্র দাস, শ্রীননীলাল পাঠক, মিঃ টি, সি, চাটার্জ্জি, মিঃ এল্, মিত্র, শ্রীরামকমল সিংহ।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ মহাশয় লিখিত "বগুড়ার নবাবিষ্কৃত শিলালিপি" নামক প্রবন্ধ। ৫। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিবশতঃ অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় গত ৫ম ও ৬ষ্ঠ মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে, উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। এতদ্ব্যতীত চতুর্থ ও নবম বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের নাম পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় কর্তৃক উক্ত সদস্য নির্ব্বাচনের প্রস্তাবগুলি সমর্থিত হইলে পর তাঁহারা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (পরিশিষ্টে প্রস্তাবিত সদস্য-তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৩। শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ মহাশয় উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলির ও প্রদাতাগণের নাম পাঠ করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল। (পুস্তক ও উপহারদাতার নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইল)।

৪। তৎপরে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্যকার আলোচ্য প্রবন্ধটি রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র এম্ এ মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম সহকারে শিলালিপির বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্যকার সভায় তিনি উপস্থিত না থাকায় সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয়কে এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন। পঞ্চানন বাবু কর্তৃক প্রবন্ধ পঠিত হইলে, প্রবন্ধ-লেখক কর্তৃক প্রেরিত শিলালিপির ছাপ সভাস্থলে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় বলিলেন যে, শিলালিপির মধ্যে এক স্থলে "সম্যক্দর্শন" অর্থে আত্মদর্শনের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। "সম্যক্দর্শন" কথাটি কেবল জৈন দর্শনেই পাওয়া যায়। হিন্দুদর্শনে ইহার উল্লেখ পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার জানা নাই।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় ছাপা হইবে স্থির হইয়াছে। গত শ্রাবণ মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন মহাশয় এই

শিলালিপির যে পাঠ উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রবন্ধলেখক তাহার সহিত অনেক স্থলে একমত হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে এই বিষয়ের আলোচনা হইতে পারিবে। তৎপরে তিনি বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিকে এই প্রবন্ধ প্রেরণের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং প্রবন্ধ-লেখককে ও প্রবন্ধ-পাঠের জন্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র মহাশয়কে ধন্যবাদ অর্পণ করিলেন।

৫। অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্যকার সভার কার্য্যতালিকাভুক্ত না থাকিলেও একটি শোকের সংবাদ তিনি সকলকে জানাইতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন সদস্য, বঙ্গদেশের অন্যতম প্রাচীন জমিদার-বংশের উজ্জ্বল রত্ন, দিনাজপুরের মহারাজ স্যর গিরিজানাথ রায় কে সি আই ই বাহাদুর গত ৬ই পৌষ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অতিশয় ধার্ম্মিক এবং সৌজন্য প্রভৃতি অনেক গুণে বিভূষিত ছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সম্মান করিতেন। পরিষদের তিনি একজন প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। পরিষদের নানা অনুষ্ঠানে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন এবং কলিকাতায় অবস্থান-কালে বহু সভায় উপস্থিত হইতেন। পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত "কল্কিপুরাণ" মুদ্রণ জন্য তিনি সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি অনুভব করিতে-ছেন। অদ্যকার সভার বিজ্ঞাপন-পত্র প্রকাশের পর তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে বলিয়া আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে এই শোকপ্রকাশের উল্লেখ নাই। আজ শোক-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইল মাত্র, তাঁহার জন্য শোক প্রকাশের ব্যবস্থা পরে করা হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় — সভাপতি।

পরিশিষ্ট—প্রস্তাবিত সদস্যগণ

প্রস্তাবক—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, সমর্থক—রায় শ্রীচুনীলাল বসু বাহাদুর, প্রস্তাবিত সদস্য—১। শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ১২ হরিতকীবাগান লেন। প্রস্তাবক—ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—২। শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৭২।১ লোয়ার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র, সমর্থক—ঐ, সঃ—৩। শ্রীবিপিনবিহারী রায় এম্ এ, ৩৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু বি এ, ৭ কুণ্ডু লেন, ভবানীপুর। ৫। শ্রীসতীন্দ্রনাথ মিত্র, ৫৭ বীডন ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—ঐ। সঃ—৬। শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৮৭ আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, ৭। শ্রীহরিনাথ ভট্টাচার্য্য, ১০৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট। প্রস্তাবক—শ্রীনিত্যানন্দ রায়। সমর্থক—ঐ, সঃ—৮। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র, ২৫।২ কানাইলাল ধর লেন। ৯। শ্রীব্রজলাল দাস, ১৮ কানাইলাল ধর লেন।

১০। শ্রীহরেকৃষ্ণ দে, ৩৪ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। প্রস্তাবক—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, সমর্থক—শ্রীবাণীনাথ নন্দী, সঃ—১১। শ্রীশশিভূষণ দত্ত, ২২ বদরিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট। ১২। শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪২ আপার সার্কুলার রোড। প্রস্তাবক—শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সমর্থক—শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—১৩। শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য্য, ৩৪ আমহার্ষ্ট রো। প্রস্তাবক—সেখ হবিবর রহমান্ মণ্ডল, সমর্থক—ঐ, সঃ—১৪। এ, লোহানী, ৪২ বৈঠকখানা রোড।

পরিশিষ্ট—উপহৃত পুস্তক

উপহারদাতা—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ, উপহৃত পুস্তক—১। ঘরজামাই, ২। উত্তরাধিকারী, ৩। বিলাত-ফেরত। শ্রীনলিনীমোহন রায় চৌধুরী—৪। বনফুল, ৫। আত্মদর্শন, ৬। কর্ম্মফল। শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়—৭। রূপের ফাঁদ। শ্রীগণপতি চক্রবর্ত্তী—৮। সমাজসংস্কার ও সত্যপীর ব্রতকথা, ৯। শিষ্টাচার। শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ—১০। শ্রীবৃন্দাবন-শতক। শ্রীমুনীন্দ্র প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—১১। রাজমঙ্গল। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—১২। মায়ে-পোয়ে। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত—১৩। মাতৃস্তুতি, ১৪। কল্যাণি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবিবেকোল্লাস। শ্রীঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়—১৫। সৃষ্টিতত্ত্বে পুরাণ ও বিজ্ঞান, ১৬। নূতন উপনিবেশ, ১৭। সতুর মা। শ্রীগৌরহরি সেন—১৮। চৈতন্য লাইব্রেরীর বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা, সেপ্টেম্বর, ১৯১৮। শ্রীবিজেন্দ্রনাথ সিংহ—১৯। বালক-বন্ধু (১মখণ্ড) (অসম্পূর্ণ ও ছিন্ন)। রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর—২০ রাজা রামমোহন রায়।

Supdt. Govt. Printing, India—(21) Calcutta University Commission, Report, Vols. VII. VIII, IX, X, (22) Patent Office Journal, July to Sept. 1919. (22) Scientific Reports of the Agricultural Research Institution, Pusa, 1918-19. (24) Monthly Statistics of Cotton Spinning and Weaving in Indian Mills, Sept. 1919. (25) Statistics of British India, Vol, IV. 1917-18, Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(26) Report on the Operations of the Department of Agriculture, Bengal 1918-19. (27) Annual Report of Bengal Veternary College and of the Civil Veternary Department, Bengal, 1918-19. (27) Fifty-Seventh Annual Report of the Govt. Cinchona Plantations and Factory in Bengal, 1918-19. (28, Report on Wards attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1918-19, 1325 B S.) Secretary, Indian Science Association—(29) Proceedings of the Indian Association for the Cultivation of Science, Vol. V, Pt. I, 1919. রায় চুণীলাল বসু বাহাদুর—(30) The Health of Indian Student, Director Geological Survey of India (31) Records of the Geological Survey of India, vol, L, part 3, 1919. শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ করণ—(32) A Short History and Ethnology of the Cultivating Pods. Secy, Smithsonian Institution—(33) Smithsonian Miscellaneous Collections, vol, 6. No. 9, (34) Do—vol. 69, No. 10 (1919) (35) Do—No 11 (36) Do—No. 12 (37) Spencer Fullerton Baird.

Registrar. Calcutta University (38) Calcutta University Minutes, Vol. LIII parts 1 to VII, 1912 (42) Do Vol LVII, pt 1 to VIII 1913 (43) Do Vol LVIII pt I to VIII 1914 (44) Calcutta University Calendar, 1892 Do part 1 to III 1907 (45) Pt II to IV. 1918 (46) pt I to III, 1914. (47) Do part III 1915 (48) Do pt I 1918-19 শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ—(49) A Brief History of the Acharyya Brahims.

একাদশ বিশেষ অধিবেশন

১৮ই পৌষ ১৩২৮, ৩রা জানুয়ারী ১৯২০, শনিবার, অপরাহ্ন ৫॥০টা

উপস্থিতি—

রায় শ্রীচুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস ও, এম বি, এফ সি এস্, রায় শ্রীবিনোদবিহারী বসু, শ্রীচন্দ্রশেখর কর বিদ্যাবিনোদ, বি এ, ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এম বি, শ্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, কবিরাজ শ্রীমনোরঞ্জন সেন, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ, শ্রীবিদ্যুৎপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু এম এ, বি এল্, শ্রীবাণীনাথ নন্দী, শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, মিঃ এন্. পি. রায়, শ্রীঅমূল্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস, শ্রীমাণিকলাল সেন, শ্রীহরিচরণ মিত্র, শ্রীরাধাশ্যাম সরকার, শ্রীরাধারমণ রায়, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুহৃৎচন্দ্র ঘোষ, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীচিরসুহৃদ্ লাহিড়ী, শ্রীআনন্দমোহন পাল, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বি এ, শ্রীললিতমোহন পাল, শ্রীবিজয়নাথ সান্যাল, শ্রীবিনয়ভূষণ দত্ত বি এ, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীহীরালাল মিত্র, শ্রীমণীন্দ্রনাথ পাল, শ্রীমণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, শ্রীকুঞ্জবিহারী ঘোষ, শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীভবেন্দ্রলাল নাথ বি এস সি, শ্রীরাধাকমল সিংহ, মিঃ বি. এল্. ধর, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীঅবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, মিঃ ইউ. এল্. চক্রবর্ত্তী।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ—সহকারী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়—ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যর শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত ধারাবাহিক বক্তৃতামালার অন্তর্গত বক্তৃতা—রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্, রসায়নাচার্য্য মহাশয়ের "আহারতত্ত্ব" বিষয়ান্তর্গত পরিপাকতত্ত্ব বিষয়ে আলোকচিত্রাদি সহযোগে পঞ্চম বক্তৃতা।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে বক্তা তাঁহার আহারতত্ত্বসম্পর্কীয় পরিপাকতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় ম্যাজিক ল্যান্টার্ণের সাহায্যে আলোকচিত্র

প্রদর্শন দ্বারা বক্তার বক্তব্য বিষয় ব্যাখ্যানে সহায়তা করিলেন। নিম্নে বক্তৃতার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

ক্ষুদ্র অন্ত্র তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশের নাম ডিওডিনম্ (Deodenum); ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় আধ হাত লম্বা। ইহার অব্যবহিত পরের অংশের নাম জেজুনম্ (Jejunum); ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় সাড়ে পাঁচ হাত। ক্ষুদ্র অন্ত্রের শেষাংশের নাম ইলিয়ম্ (Ileum); ইহা প্রায় সাড়ে সাত হাত লম্বা এবং বৃহদন্ত্রের সহিত সংযুক্ত।

ডিওডিনমের মধ্যে একটি নালীর মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। যকৃৎ হইতে পিত্তবাহী নালী (Bile duct) এবং ক্লোম্ (Pancreas) হইতে রসবাহী নালী (Pancreatic duct) উভয়ে একত্রে মিলিত হইয়া যে একটি নালী গঠিত হইয়াছে, তাহারই মুখ ডিওডিনমের মধ্যে অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়। এই নালীর মুখ দিয়া পিত্ত ও ক্লোম্-রস অন্ত্রমধ্যে আসিয়া আমাশয় হইতে আগত খাদ্যের পরিপাক সাধন করে। অম্লরসযুক্ত খাদ্য অন্ত্রে আগমন করিলে তথায় সিক্রিটীন্ (Secretin) নামক এক পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং তাহার উত্তেজনায় ক্লোম্রস প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বোক্ত নালীর মুখ দিয়া অন্ত্রমধ্যে ক্ষরিত হইতে থাকে।

ক্লোম্রসের মধ্যে তিনটী কিণ্ব পদার্থ (Ferment) অবস্থিতি করে। ইহাদিগের প্রত্যেকটীর ক্রিয়া পৃথক্। ষ্ট্রিপ্সিন্ (Strypsin) নামক কিণ্ব পদার্থের সাহায্যে আমাশয় হইতে আগত, আংশিক ভাবে জীর্ণ, ছানাজাতীয় পদার্থের পরিপাকক্রিয়া সম্পূর্ণ হইয়া, উহা রক্তের সহিত শোষিত হইবার উপযুক্ত হয়। ছানাজাতীয় পদার্থের পরিপাক আমাশয়ে আরম্ভ হইয়া অন্ত্রমধ্যে শেষ হয়। লাইপেজ (Lipase) নামক আর একটী কিণ্ব পদার্থ ক্লোমরসের মধ্যে অবস্থিতি করে; ইহা পিত্তের সহিত মিলিত হইলে, উহা দ্বারা খাদ্যস্থিত মাখনজাতীয় পদার্থ জীর্ণ হইয়া দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ পদার্থে পরিণত হয় এবং লাক্টীল্ (Lacteals) নামক একজাতীয় শিরা দ্বারা শোষিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। আমিলেজ্ (Amylase) নামক ক্লোমরসস্থিত তৃতীয় কিণ্ব পদার্থ দ্বারা খাদ্যস্থিত শ্বেতসারজাতীয় পদার্থ (মুখের মধ্যে যাহা জীর্ণ হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই) দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হইয়া রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া যকৃতে উপস্থিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য পরিপাকের জন্য যে সকল জারক পদার্থের প্রয়োজন, তাহার সকলগুলি ক্লোমরসের মধ্যে থাকে।

যকৃৎ হইতে পিত্ত নিঃসৃত হইয়া ক্লোমরসের সহিত একত্রে ক্ষুদ্র অন্ত্রমধ্যে আগমন করে এবং প্রধানতঃ মাখনজাতীয় খাদ্যের পরিপাক-কার্য্য সম্পাদন করে। ক্লোম্রস পিত্তের সহিত মিলিত না হইলে মাখনজাতীয় খাদ্য জীর্ণ হয় না। পাণ্ডুরোগ (Jaundice) হইলে পিত্ত অন্ত্রমধ্যে ক্ষরিত না হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং এই জন্য রোগীর চক্ষু ও দেহ হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। পাণ্ডুরোগগ্রস্ত লোক মাখনজাতীয় খাদ্য সম্পূর্ণ পরিপাক করিতে পারে না; কারণ,

এবং পিত্তের সাহায্যে ঐ জাতীয় খাদ্য সাধারণতঃ জীর্ণ হইয়া থাকে, তাহা তখন অন্ত্রমধ্যে আগমন করে না।

ক্ষুদ্র অন্ত্রমধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড আছে। ঐ সকল গণ্ড হইতে আন্ত্রিক রস (Succus Entericus) এক প্রকার জারক রস নিঃসৃত হয় এবং পিত্ত ও ক্লোমরসের সহিত মিলিত হইয়া ভুক্ত খাদ্যের পরিপাক সাধন করে। আন্ত্রিক রসের মধ্যে ইন্‌ভার্টেজ (Invertase) নামক এক প্রকার কিণ্ব পদার্থ থাকে; ইহা দ্বারা আমাদের খাদ্যস্থিত ইক্ষুশর্করা (Cane sugar) দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হইয়া থাকে। আমরা যে-কোন প্রকার শর্করা ভক্ষণ করি না কেন, উহা দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত না হইলে রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া শরীরের কার্য্যে লাগে না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যকৃৎ ও ক্লোম পরিপাকযন্ত্রের দুইটি প্রধান অঙ্গ। যকৃৎ উদরের দক্ষিণভাগে এবং ক্লোম উদরের বাম ভাগ হইতে মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। যকৃৎ বা ক্লোম ব্যাধিগ্রস্ত হইলে খাদ্য পরিপাকের বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। ক্লোম-যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিলে এক প্রকার দুঃসাধ্য বহুমূত্র রোগ জন্মিতে দেখা যায়।

যকৃতের প্রধান ক্রিয়া, পিত্ত নিঃসরণ দ্বারা খাদ্যের পরিপাক সাধন করা। ইহা ব্যতীত যকৃতের আর একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য আছে। জীর্ণ খাদ্য রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রথমতঃ যকৃতের মধ্যে গমন করে। তথায় খাদ্যের কতক অংশ আকার পরিবর্ত্তন করিয়া দেহের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সাধনের জন্য সঞ্চিত থাকে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের খাদ্যস্থিত শ্বেতসার ও ইক্ষুশর্করা অন্ত্রমধ্যে দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হইয়া রক্তের মধ্যে শোষিত হয়। এই দ্রাক্ষাশর্করা শোণিত-প্রবাহ দ্বারা যকৃতে নীত হইলে, উহা তথায় গ্লাইকোজেন্ (Glycogen) নামক একপ্রকার জান্তব শ্বেতসার (Animal Starch) জাতীয় পদার্থে পরিণত হয় এবং যকৃতের মধ্যে সঞ্চিত থাকে। দেহের প্রয়োজন-মত এই পদার্থ যকৃতের মধ্যে পুনর্ব্বার দ্রাক্ষাশর্করায় পরিবর্ত্তিত হইয়া রক্তস্রোতের সহিত মিলিত হয় এবং দেহের সর্ব্বত্র নীত হইয়া, রক্তস্থিত অক্সিজেন সংযোগে দগ্ধ হইয়া শারীরিক তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। যদি কোন কারণে রক্তস্থিত সমুদয় শর্করা দগ্ধ হইবার অবকাশ না পায়, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত অংশ মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় মূত্র পরীক্ষা করিলে তন্মধ্যে দ্রাক্ষাশর্করা ন্যূনাধিক পরিমাণে অবস্থিত থাকিতে দেখা যায় এবং ইহাকেই আমরা বহুমূত্র (Diabetes) রোগ বলিয়া থাকি।

যে সকল কারণে বহুমূত্র রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তন্মধ্যে দুই একটি বিশেষ কারণ এ স্থলে বর্ণিত হইল।

১। যদি আমাদের খাদ্যে অত্যধিক পরিমাণে শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় উপাদান থাকে, তাহা হইলে আমাদের যকৃৎ সে সমস্ত অংশকে গ্লাইকোজেনে পরিবর্ত্তিত করিয়া নিজ

তাহার-মধ্যে সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং দ্রাক্ষাশর্করার যে অংশ গ্লাইকোজেনে পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায় এবং এইরূপে অধিকাংশ ব্যক্তির বহুমূত্র রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা নিবারণের একমাত্র উপায়, খাদ্যের মধ্যে শ্বেতসার ও শর্করার পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া।

২। যকৃৎ কোন কারণে অপটু হইলে, উহার দ্রাক্ষাশর্করাকে গ্লাইকোজেনে পরিণত করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। সুতরাং দ্রাক্ষাশর্করার অবশিষ্টাংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

৩। দ্রাক্ষাশর্করা রক্তস্রোতের সহিত প্রবাহিত হইয়া, মাংসপেশী এবং শারীরিক অন্যান্য উপাদানের মধ্যে আগমন করিয়া, তন্মধ্যে সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্প ও জলে পরিণত হয়। এই দহনক্রিয়ার ফলে দ্রাক্ষাশর্করার কিছুমাত্র রক্তের মধ্যে থাকে না বলিয়া এই পদার্থ সুস্থাবস্থায় মূত্রের সহিত বহির্গত হইবার অবকাশ পায় না। যদি কোন কারণে যকৃতে অধিক পরিমাণ গ্লাইক্রোজেন্ দ্রাক্ষাশর্করায় পরিণত হইয়া রক্তস্রোতে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে মাংসপেশীর মধ্যে উহার সমস্ত অংশ দগ্ধ হইবার সুবিধা হয় না। এরূপ স্থলে অদগ্ধ দ্রাক্ষা-শর্করা মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। যথোপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবে অথবা অন্য কোন কারণে মাংসপেশীগণ রক্তস্থিত দ্রাক্ষাশর্করাকে যথানিয়মে দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে, উহা মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া থাকে। যত অধিক পরিশ্রম করা যায়, ততই রক্তস্থিত দ্রাক্ষাশর্করা অক্সিজেন্ সংযোগে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এই রোগ নিবারণের আর একটি উপায়—যথোচিত পরিশ্রমের কার্য্য করা। বহুমূত্র রোগীর পক্ষে কোন না কোনরূপ ব্যায়াম করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, খাদ্যের সহিত অতিরিক্ত শ্বেতসার বা শর্করাজাতীয় পদার্থ ভোজন না করা এবং যথোচিত ব্যায়াম চর্চ্চা করা বহুমূত্র রোগ নিবারণের দুইটি প্রধান উপায়। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের স্বচ্ছল অবস্থার লোকে এই দুইটি বিষয়েই সম্যক্ অবহেলা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্বেতসার, শর্করা ও মাখনজাতীয় পদার্থ খাদ্যের সহিত অধিক পরিমাণে ভোজন করেন, অথচ এরূপ খাদ্যের কুফল নিবারণ করিতে যে পরিমাণ পরিশ্রম বা ব্যায়াম করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা সম্পাদন করিতে একান্ত বিমুখ হয়েন। এই অবহেলার ফলে আমাদের দেশে এত অধিক লোক বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া ভগ্নস্বাস্থ্য বা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন।

অবশ্য অন্যান্য অনেক কারণেও বহুমূত্র রোগ জন্মিয়া থাকে। ক্লোমযন্ত্রের বিকার, মস্তিষ্কের রোগবিশেষ প্রভৃতি অন্যান্য কতিপয় রোগে দুঃসাধ্য বহুমূত্র রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, এ দেশে উপরোক্ত উভয় কারণে অধিকাংশ লোকের বহুমূত্র রোগ জন্মিয়া থাকে এবং উপরোক্ত নিয়ম পালনদ্বারা উহা প্রশমিত বা নিবারিত হইতে পারে।

ক্ষুদ্র অন্ত্রমধ্যে খাদ্য সম্যক্ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে, উহা দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ তরল আকার ধারণ করে। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত জীর্ণ খাদ্যকে ইংরাজীতে কাইল্ (Chyle) কহে। একণে উহা ক্ষুদ্র অন্ত্রের গাত্রে অবস্থিত কোমল গুটিকার আকারের পদার্থের দ্বারা শোষিত হইতে থাকে। এই গুটিকার আকারের পদার্থগুলির ইংরাজী নাম ভিলাই (Villi)। প্রত্যেক ভিলাই কতকগুলি রসবাহী (Lacteals) এবং রক্তবাহী শিরাদ্বারা মণ্ডিত থাকে। রক্তবাহী শিরাসমূহ ছানা ও শর্করাজাতীয় জীর্ণ খাদ্য শোষণ করিয়া লয় এবং রসবাহী শিরা দুগ্ধবৎ মাখনজাতীয় জীর্ণ খাদ্য শোষণ করিয়া আর একটি বৃহৎ নালী সাহায্যে রক্তস্রোতের মধ্যে ঢালিয়া দেয়। এইরূপে সমুদয় জীর্ণ খাদ্য রক্তের সহিত মিশ্রিত ও সঞ্চালিত হইয়া দেহের পোষণ-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্র অন্ত্রের পরেই বৃহদন্ত্র (Large Intestine) অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে একখানি ঢাক্না আছে। ক্ষুদ্র অন্ত্র, কোন পদার্থ বৃহদন্ত্রে আসিবার সময় ঢাক্নাখানি খুলিয়া দেয়, কিন্তু বৃহদন্ত্র হইতে কোন পদার্থ বিপরীত দিকে অর্থাৎ ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে আসিবার চেষ্টা করিলে ঢাক্নাখানি আপনা হইতে বন্ধ হইয়া উহার গতিরোধ করে। বৃহদন্ত্র দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪ হাত এবং পরিসরে ক্ষুদ্র অন্ত্র অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। ক্ষুদ্র অন্ত্রের ন্যায় ইহাও ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশের নাম সিকম্ (Cœcum), তৎপরে কোলন্ (Colon), তৎপরে সিগময়েড ফ্লেক্সর (Sigmoid Flexure) এবং সর্ব্বশেষ ও নিম্নভাগের নাম রেক্টম্ (Rectum)। এই রেক্টম্ই মলদ্বারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কোলন উহার গতি ও অবস্থিতি-ভেদে তিন অংশে বিভক্ত।

ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে জীর্ণ খাদ্যের সমস্ত সারভাগ শোষিত হইয়া যায়। অসার ও অজীর্ণ অংশ ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে বৃহদন্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই পদার্থের মধ্যে যে জলীয়াংশ থাকে, তাহা এবং যদি কিছু সারপদার্থ থাকে, তাহাও, বৃহদন্ত্রে শোষিত হইয়া, খাদ্যের অসার ও পরিত্যক্ত অংশ কঠিন মলের আকার ধারণ করে। বৃহদন্ত্র হইতে নিঃসৃত এক প্রকার দুর্গন্ধময় রস উহার সহিত মিশ্রিত হইলে, উহার গন্ধ মলের ন্যায় হয় এবং যথাকালে উহা মলদ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যায়। খাদ্য পরিপাক হইয়া মলরূপে বাহির হইতে প্রায় এক দিবস সময় লাগে।

ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের গাত্রে বহুল বৃত্তাকার মাংসপেশী সংলগ্ন আছে। উহারা জীর্ণ খাদ্যের উপর সংকুচিত হইয়া খাদ্যকে ক্রমাগত নীচের দিকে ঠেলিয়া দেয় এবং এই ক্রিয়াদ্বারা মলত্যাগের সুবিধা হয়।

তৎপরে বক্তা শ্রীযুক্ত চুণীবাবুকে, চিত্রপ্রদর্শন জন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়কে এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য রামমোহন লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দানের পর সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত শ্রীবিহারীলাল [illegible] বিদ্যাবিনোদ

সহকারী সম্পাদক [illegible]

[HO]OGHLY COLLEGE LIBRARY NO..............

স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীপ্রণীত গ্রন্থাবলী

১। জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত বৃহৎ গ্রন্থ। **সূচী**—সুখ না দুঃখ, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, সৃষ্টি, অতিপ্রাকৃত, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড়, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণতত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, মায়াপুরী, বিজ্ঞানে পুতুল-পূজা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

২। কর্ম্ম-কথা

সূচী—মুক্তির পথ—বৈরাগ্য—জীবন ও ধর্ম্ম—স্বার্থ ও পরার্থ—ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি—আচার—ধর্ম্মের প্রমাণ—ধর্ম্মের অনুষ্ঠান—প্রকৃতি-পূজা—ধর্ম্মের জয়—যজ্ঞ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

৩। চরিত-কথা

সূচী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—অধ্যাপক হেল্ম্‌হোল্‌ৎজ—আচার্য্য মক্ষমুলর—উমেশচন্দ্র বটব্যাল—রজনীকান্ত গুপ্ত (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৷৵০ দশ আনা মাত্র।

৪। শব্দ-কথা (নূতন পুস্তক)

সূচী—ধ্বনিবিচার—কারক প্রকরণ—না—বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত—বাঙ্গালা-ব্যাকরণ—বৈজ্ঞানিক-পরিভাষা—শরীর-বিজ্ঞান-পরিভাষা—বৈদ্যক পরিভাষা—রাসায়নিক পরিভাষা—প্রথম বাঙ্গালা রসায়ন-গ্রন্থ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থের প্রকাশক—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫। প্রকৃতি (দ্বিতীয় সংস্করণ)

সূচী—সৌর জগতের উৎপত্তি—আকাশ-তরঙ্গ—পৃথিবীর বয়স- জ্ঞানের সীমানা—প্রাকৃত সৃষ্টি—প্রকৃতির মূর্ত্তি—পরমাণু—মৃত্যু—প্রাচীন জ্যোতিষ (প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব)—আর্য্যজাতি, প্রলয়। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশক—**এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং**, ৫৬ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬। বিচিত্র প্রসঙ্গ

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ভাব ও তাহার সহিত বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে রামেন্দ্র বাবুর মতামত এই গ্রন্থে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্, এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং তৎসম্পর্কে পাশ্চাত্য মতের সমালোচনা করিয়াছেন। মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

যমানি ট্যাবলেট

Ptychotis Tablets

অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হয় পেটের গোলমাল হইতে। সেই
পেটের সামান্য মাত্র অসুখও অবহেলা করা উচিত নয়। আমা-
'যমানি ট্যাবলেট' সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা দরকার। ইহা সেবনে
ীর্ণ, অম্ল, উদরাময়, গ্রহণী, সূতিকা প্রভৃতি রোগ নিশ্চিত আরোগ্য
এবং পেট ফাঁপা, চোঁয়া ঢেঁকুর উঠা, পেট কামড়ান প্রভৃতি
ক্ষণাৎ দূর হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক, পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি এবং
িদ্রা হয়। প্রত্যহ আহারান্তে সেবনে ওলাউঠা আক্রমণ করিতে
র না।

দাম পাঁচ আনা মাত্র

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড়

কলিকাতা

কেশরঞ্জন নূতন নহে।

এই নবযুগে, গত শতাব্দীতে যখন দেশে কোন স্বদেশী সুগন্ধি কেশতৈলের প্রচলন ছিল না—**কেশরঞ্জন** তখন আবির্ভূত হইয়া, দীর্ঘকাল ধরিয়া—আজিও পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে, সমগ্র ভারতবাসীর সেবা করিয়া আসিতেছে। নিত্য নব নব বিজ্ঞাপন-রঙ্গে রঞ্জিত কত কেশতৈল বাহির হইতেছে; কিন্তু **কেশরঞ্জনের** প্রতাপ প্রতিপত্তি সুযশঃ এখনও অক্ষুণ্ণ।

কেশরঞ্জন ভারতের গৃহে গৃহে।—এখন নিজের শক্তিবলে মহাপরীক্ষায় বিজয়ী হইয়া **কেশরঞ্জন** ভারতের গৃহে গৃহে বিরাজমান। কেবল ভারতে কেন—সুদূর ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি জনস্থানেও ইহার যথেষ্ট আদর। কেন বলুন দেখি? গুণের জন্য—কেবল ঘোষণার জন্য নহে।

কেশরঞ্জনের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কেন না, অনেকে অনুকরণের চেষ্টা করিয়াও সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। কেন না—ভারতের বড় বড় দিক্‌পাল দেশাধিপতি রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত **কেশরঞ্জন** ব্যবহার করেন। "কেশরঞ্জন" সুগন্ধে অননুকরণীয়—গুণে অতুলনীয়। ইহা মস্তিষ্ক-রোগের আশু-প্রতিকারে মন্ত্র-শক্তি-সম্পন্ন।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৶৹ ছয় আনা।

অর্শোহর বটিকা।

অর্শরোগের তরুণ ও প্রবল অবস্থায় আমাদের **অর্শোহর বটিকা** সেবনে অনেকে বিশেষ ফললাভ করিয়াছেন। সুনিয়মের সহিত ব্যবস্থামত এই বটিকা সেবন করিলে, অন্তর্ব্বলি ও বহির্ব্বলিজাত সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ, তজ্জনিত বেদনা, জ্বালা, টনটনানি, সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ও রক্তপূযাদি স্রাব শীঘ্র নিবারিত হয়।

অর্শ হইয়াছে বলিয়া চিন্তাযুক্ত ও নিরাশ হইয়া পড়িবেন না। অন্য ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে আমাদের "**অর্শোহর বটিকা**" সেবন করিয়া দেখিবেন, কত স্বল্প সময়ে ও নিঃসন্দেহে এই ভীষণ রোগ আরাম হইতে পারে।

অর্শোহর বটিকা এক কৌটায় ৪০ চল্লিশটী থাকে; মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৶৹ তিন আনা।

হতাশের আশার কথা বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিট সহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা করিয়া পাঠাইয়া থাকি।

গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, প্যারিস্ কেমিক্যাল সোসাইটি, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী ও লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ড্রীর সভ্য,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

১। **বৌদ্ধগান ও দোহা**—ইহাতে চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়, সরোজবজ্রের দোহা-কোষ, কাহ্নুপাদের দোহাকোষ এবং ডাকার্ণব, এই চারিখানি পুস্তক আছে। গ্রন্থগুলি ১০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে রচিত। বৌদ্ধগান ও দোহা বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে অমূল্য গ্রন্থ। ইহাতে বাঙ্গালার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া যায়। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনে এই গ্রন্থের স্থান বোধ হয় সর্ব্বোপরি। মূল্য—সদস্য পক্ষে ২, সাধারণ পক্ষে ৩৲।

২। **বাঙ্গালা-ভাষা-শব্দ-কোষ**—ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পরম উপাদেয় গ্রন্থ। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্ এ বাহাদুর বিরচিত। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্য পক্ষে সমগ্র গ্রন্থের মূল্য ৩৸৵০, সাধারণের পক্ষে—৫॥০।

৩। **জ্যোতিষ-দর্পণ**—জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও আলোচনাপূর্ণ গ্রন্থ। শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত-রচিত। সদস্যপক্ষে মূল্য ১৲ সাধারণের পক্ষে ১।০।

৪। **সঙ্গীতরাগকল্পদ্রুম**—সঙ্গীতশাস্ত্রের এই বহুমূল্য গ্রন্থ কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব রাগ-সাগর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই বৃহদায়তন গ্রন্থ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। সদস্যগণের পক্ষে মূল্য ২৫৲ এবং সাধারণের পক্ষে মূল্য ৩০৲।

৫। **চণ্ডীদাসের পদাবলী**—অমর কবি চণ্ডীদাসের আট শতাধিক পদ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থ সম্পাদক শ্রীযুত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ। সদস্যপক্ষে মূল্য ২৲ এবং সাধারণের পক্ষে ৩৲।

৬। **বিদ্যাপতির পদাবলী**—পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ব্যয়ে, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সম্পাদকতায় বিদ্যাপতির পদাবলী এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবির জীবনী, পাঠনির্ণয়, কালনির্ণয়, পদ-নির্ব্বাচন, আলোচনা প্রভৃতি বিষয়ে বহু গবেষণার মীমাংসা এই বৃহৎ গ্রন্থে রহিয়াছে। সদস্যপক্ষে মূল্য ৩৲ ও সাধারণের পক্ষে ৪৲।

৭। **ন্যায়দর্শন (বাৎস্যায়ন ভাষ্য)**—গ্রন্থ-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। মূল সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, ভাষ্যের বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি বহু বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য সদস্যপক্ষে ১॥০, সাধারণ পক্ষে ২॥০।

৮। **গোরক্ষ-বিজয়**—মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং নলগোলার রাজা রাও শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। এই গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। মূল্য সদস্যপক্ষে ১০, শাখা-পরিষদের সদস্যপক্ষে ॥৵০ এবং সাধারণপক্ষে ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—পরিষৎ-কার্য্যালয়

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড কলিকাতা।

শিক্ষিত সমাজে ও সংবাদপত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত

জন্মভূমি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত

শুভ বিবাহে প্রীতি-উপহার দিবার একমাত্র পুস্তক

প্রেমপত্রাবলী

দাম্পত্য প্রেমের পবিত্র চিত্র। যদি হিংসাবিদ্বেষপূর্ণ শোকতাপময় সংসারে দাম্পত্য-প্রেমের মধুরতা ও পবিত্রতায় প্রাণে সুখশান্তি উপভোগ করিবার বাসনা থাকে, তবে গৃহিণী, কন্যা, ভগ্নী ও বধূমাতাগণকে এই ভাবে ভাষায় প্রাণময়ী "প্রেমপত্রাবলী" পুস্তকখানি সাদরে প্রদান করুন। পত্রে পত্রে চিত্রাদির সৌন্দর্য্য,—ছত্রে ছত্রে শিক্ষা। সিল্কের বাঁধাই, মূল্য—১৲ এক টাকা।

যতীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় গ্রন্থ

ভারতেশ্বরী ও ভারতসম্রাট

রাজার জয়ে প্রজার জয়, রাজার আনন্দে প্রজার আনন্দ। এই পুস্তকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এড্ওয়ার্ড ও বর্ত্তমান ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের জীবনী, ভারতভ্রমণ-কাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবাসীমাত্রেরই পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট, বিলাতী বাঁধাই, মূল্য—১৲ এক টাকা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স—২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও

জন্মভূমি-কার্য্যালয়—৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যকৃৎ, প্লীহা, ম্যালেরিয়া জ্বরে ও প্লেগে

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 1 each bottle of 100. Price 12 As. each.

Batliwalla's Genuine Quinine Tableens gr. 2 each bottle of 100. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Mixture for Fevers, Malaria, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Ague Pills for Malaria, Fever, Influenza etc. Price Re. 1 each.

Batliwalla's Tonic Pills for pale people & nervous breakdown Price Re 1-8 as. each.

Batliwalla's Tooth Powder for Preserving Teeth. Price 4 as. each.

Batliwalla's Ringworm Ointment for Ringworm, Dhobi itch etc Price 4 s. each.

May be had from all dealers in medicines or from

Dr. H. L. Batliwalla Sons & Co., Ltd.

No. Worli, 18 Bombay.

সোনার শাঁখা

উৎকৃষ্ট হস্তিদন্ত ও বিশুদ্ধ তাম্রের উপর গিনি সোনায় বাঁধান শাঁখা।

কলিকাতা শিল্প-প্রদর্শনী হইতে প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।

সোনা ৩০৲ টাকা ভরি হিসাবে শাঁখার মূল্য লেখা হইল; (সোনার বাজার অনুসারে মূল্য কমবেশী হয়)

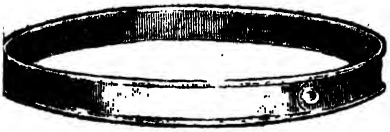

	হস্তিদন্তের উপর		তামার উপর
চারি আনা সোনায় প্রস্তুত :—	১৪॥০	...	১১॥৮০
ছয় আনা " "	১৯।০	...	১৫৸০
আট আনা " "	২৪৲	...	২০৲
তিন আনা " " (ছোট)	১০॥০	...	৯৲

ভিঃ পিঃ তে মাশুলাদি ১ জোড়া ॥০ আনা, ৩ জোড়া ৸০ আনা।

প্রত্যেক শাঁখার সহিত গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়। ১৫ দিবস মধ্যে শাঁখা বদল করা বা ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে, গ্যারাণ্টি-পত্রে তাহা লেখা থাকে। শাঁখার নমুনা দেখিতে আসিলে যত্নের সহিত দেখান হয়; মূল্য ডিপজিট রাখিয়া শাঁখা স্থানান্তরে দেখাইবার জন্য লইয়া যাইতে পারিবেন। শাঁখার ভিতরের মাপ কাগজে আঁকিয়া অর্ডার দিবেন। প্রমাণ শাঁখার ভিতরের মাপ ২ ইঞ্চ আধ সুত (৮ সুতে ১ ইঞ্চ)। কোন বিষয় জানিবার জন্য পত্র লিখিলে উত্তর দেওয়া হয়।

আমাদের আদি কার্য্যস্থল খুলনার দুইখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের অভিমত—

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কসের সোণার শাঁখা খুলনার একটী গৌরবের জিনিষ। এই শাঁখা হইতে খুলনার সুখ্যাতি ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। শিক্ষিত ব্যক্তি শিল্প-বিভাগে মনোযোগ দিয়া অসাধারণ উন্নতি এবং ভারতব্যাপী প্রশংসা লাভ করিয়াছেন, এ দৃষ্টান্ত সাধারণের অনুকরণীয়। আমরা এই কারখানার প্রতি সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনা করি। মফঃস্বলবাসিগণের সুবিধার্থ কলিকাতা ৩৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে এই কারখানার একটি শাখাও স্থাপিত হইয়াছে। "খুলনা", ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

"ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্" বিশেষ প্রশংসা ও তৎপরতার সহিত কার্য্য চালাইতেছেন। কার্য্যনৈপুণ্য দর্শনে আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ইঁহাদের কার্য্যের বিশেষত্ব এই যে, ইঁহারা অলঙ্কারে পাইন ব্যবহার করেন না, যে অলঙ্কার প্রস্তুত করিতে পাইন ব্যবহার ভিন্ন গত্যন্তর নাই, সে সমস্ত গহনা ইঁহারা আদৌ প্রস্তুত করেন না। ইঁহারা বিনা পাইনে সোনার শাঁখা, অঙ্গুরী, চিরুণী, বোতাম প্রভৃতি অতি দক্ষতার সহিত প্রস্তুত করেন। ইঁহাদের প্রস্তুত সোনার শাঁখা (তাঁবা ও হস্তিদন্তের উপর সোনাবাঁধা শাঁখা) সমগ্র বঙ্গদেশমধ্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ইঁহাদের প্রস্তুত গহনার পালিস সাহেব কোম্পানী অথবা বিখ্যাত ঢাকাই কারিকরের কার্য্যের অপেক্ষাও যে সুন্দর এবং তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক সুলভ, এ কথা আমরা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি। ইঁহারা কার্য্যদক্ষতা ও সততার গুণে অল্প দিনেই উক্ত কার্য্যের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। আমরা আশা করি, বাঙ্গালার গৃহে গৃহে ইঁহাদের প্রস্তুত শাঁখা গৃহলক্ষ্মীদের প্রকোষ্ঠের শোভা সংবর্দ্ধিত করিবে। "খুলনা-বাসী" ৬ই পৌষ, ১৩২৫।

ইকনমিক্ জুয়েলারী ওয়ার্কস্,

৩৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—এবং খুলনা।

WANTED

শিক্ষিত যুবক সকালে ৩ ঘণ্টা পরিশ্রম-সাধ্য কাজ করিয়া স্বাধীন ভাবে সততার সহিত মাসিক ১০৲ হইতে ৩০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। ৩০৲ টাকা ডিপজিট রাখা আবশ্যক। সাক্ষাতে বা রিপ্লাই কার্ডে জানিয়া লউন।